তাফসীরে
ইবনে কাছীর
দশম খণ্ড
আল্লামা ইবনে কাছীর (র)

তাফসীরে ইবনে কাছীর

দশম খণ্ড

(পারা ২৫ থেকে পারা ২৮ পর্যন্ত)

সূরা শূরা থেকে সূরা মুজাদালা পর্যন্ত

মূল : ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)

অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তাফসীরে ইবনে কাছীর (দশম খণ্ড)
মূল : ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)
অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক অনূদিত
[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

ইফা প্রকাশনা : ২০৭৯/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0709-0

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০০৩

তৃতীয় সংস্করণ (উন্নয়ন)
নভেম্বর ২০১৪
অগ্রহায়ণ ১৪২১
সফর ১৪৩৬

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তাফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

প্রচ্ছদ শিল্পী
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দিন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৪৬৮.০০ (চার শত আটষট্টি) টাকা মাত্র।

TAFSIRE IBNE KASIR (10th Volume) [Commentary on the Holy Quran] : Written by Imam Abul Fida Ismail Ibn Kasir (Rh.) in Arabic, Translated by Prof. Mulana Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mostafa Kamal, Project Director Islamic Publication Project, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181538 November 2014

E-mail : directorpubif@yahoo.com
Website : www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 468.00 ; US Dollar : 25.00

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতিত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। বস্তুত এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

এ তাফসীর গ্রন্থের অধিকাংশই প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এ তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র) প্রণীত 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইবনে কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আর কোন গ্রন্থেই তাফসীরে ইবনে কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে

তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন : 'এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি।' আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে 'সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম' বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের সবগুলো খণ্ডের বাংলা অনুবাদ বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অনুবাদের গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন প্রখ্যাত আলিম ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক। গ্রন্থটির ১০ম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রকাশের সকল কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইবনে কাছীর'-এর সকল খণ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী সাধারণ পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়—এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইবনে কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠক সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির দশম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ইতিমধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ায় এবারের তৃতীয় সংস্করণ পাঠকদের সুবিধার্থে প্রকাশ করা হলো।

আমরা গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

সূরা শূরা

সূরা যুখরুফ

সূরা দুখান

সূরা জাছিয়া

সূরা আহ্কাফ

সূরা মুহাম্মদ

সূরা ফাত্হ

সূরা যারিয়াত

সূরা তূর

সূরা নাজ্‌ম

সূরা কামার

সূরা রাহ্‌মান

সূরা ওয়াকিয়া

সূরা হাদীদ

[পনের]

সূরা মুজাদালা

তাফসীরে ইব্ন কাছীর

দশম খণ্ড

সূরা শূরা

৫৩ আয়াত, ৫ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) حٰمٓ ۚ

(٢) عٓسٓقٓ ○

(٣) كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(٤) لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○

(٥) تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ۗ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

(٦) وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ○

১. হা-মীম।

২. 'আঈন. সীন. ক্বাফ,

৩. পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ এইভাবেই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদিগের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন।

৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। তিনি সমুন্নত, মহান।

৫. আকাশমণ্ডলী ঊর্ধ্বদেশ হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয় এবং ফেরেশতাগণ তাহাদিগের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মর্ত্যবাসীদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬. যাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখেন। তুমি তাহাদিগের কর্মবিধায়ক নহ।

তাফসীর ঃ হরূফে মুকাত্তা'আতের উপর ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) অগ্রহণযোগ্য আশ্চর্যজনক ও দুর্বল একটি রিওয়ায়েত আরতাত ইব্‌ন মুনযির (র) হইতে বর্ণনা করেন যে. আরতাত ইব্‌ন মুনযির (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া حـم عسق-এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করে। তখন হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ইব্‌ন আব্বাস (রা) আগন্তুক প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাবে নিরবতা অবলম্বন করেন। দ্বিতীয়বার আবার জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তিনি উত্তর দানে অনীহা প্রকাশ করেন। তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করার পরও তিনি উত্তর না দিলে হুযাইফা (রা) লোকটিকে বলেন, ইহার ব্যাখ্যা তোমাকে আমি বলিব। আমি এই কথাও জানি যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) কেন তোমার প্রশ্নের জবাব দিতেছেন না। এর কারণ হইল, ইহা এক কুরাইশী ব্যক্তি সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। যাহার নাম হইল আব্দে ইলাহ এবং আব্দুল্লাহ। সে পূর্বের কোন নদীর তীরে অবতরণ করিবে। সেখানে সে দুইটি শহর আবাদ করিবে। বরং নদী খনন করিয়া শহর দুইটির মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করিবে। কিন্তু আল্লাহ্ যখন উহার রাজত্ব ও সম্পদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করিবেন তখন তিনি রাত্রে একটি শহরে আগুন দিয়া ধ্বংস করিয়া দিবেন। সকালে উঠিয়া সকলে ছাই-ভস্ম দেখিতে পাইবে। সকলে আশ্চর্যবোধ করিবে। কিভাবে

রাত্রের মধ্যে শহরটি জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া গেল ? সকালের আলো উজ্জ্বল হইয়া ওঠার পর শহরের অহংকারী ও দাম্ভিকেরা যখন একস্থানে একত্রিত হইবে তখন আল্লাহ্ তাহাদিগকে মৃত্তিকা গ্রাসে নিক্ষেপ করিয়া ধ্বংস করিয়া দিবেন। এই কথাই حم عسق-এর মধ্যে বলা হইয়াছে।

অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এমন একটি কঠিন শাস্তির খুবই প্রয়োজন ছিল। উপরন্তু এমন একটি দুর্ঘটনা ঘটানোর পরিকল্পনা আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ব হইতে ছিল। যে পরিকল্পনা তিনি আগামীতে বাস্তবায়িত করিবেন মাত্র। حم-এর ব্যাখ্যা হইল নবী। আর عَيْنٌ অর্থ عَدْلاً مِّنْهُ - سِيْنَ অর্থ سَيَكُوْنُ আর ق অর্থ وَاقِعٌ بِهَاتَيْنِ الْمَدِيْنَتَيْنِ। অর্থাৎ, শহর দুইটির একটির উপর অতি নিকটকালে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করা হইবে।

হাফিজ আবূ ইয়ালা মুছেলী (র) ইহার চেয়েও দুর্বল একটি রিওয়ায়েত আবূ যর (রা)-এর সনদে হাদীসটি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। একাংশের মধ্যে উল্লেখিত হইয়াছে যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) একদা মিম্বরের উপর উঠিয়া বলেন, হে লোক সকল! তোমরা কেহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে حم عسق -ইহার ব্যাখ্যা শুনিয়াছ কি? তখন ইব্ন আব্বাস (রা) দাঁড়াইয়া বলেন, হাঁ, আমি শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, حم আল্লাহ্র নামসমূহের একটি। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করেন, عين -এর অর্থ ? তিনি বলিলেন عَايَنَ الْمُوَلُّوْنَ عَذَابَ يَوْمَ بَدْرٍ। অর্থাৎ বদরের দিন পরাজিত বাহিনীর অবস্থা কি তাহা প্রদর্শন করিয়াছে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, سين-এর ব্যাখ্যায় তিনি কি বলিয়াছেন ? বলিলেন, سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْنَ اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ অর্থাৎ এই জালিমরা সত্বর অবহিত হইবে যে, উহাদিগের পরিণাম কত ভয়াবহ হইবে! কিন্তু قاف -এর অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জবাব না দিয়া নিশ্চুপ থাকেন। এই সময় আবু যর (রা) উঠিয়া ইব্ন আব্বাসের অনুরূপ ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন, قاف অর্থ قَارِعَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ تَغْشَى النَّاسَ অর্থাৎ উহাদিগের উপর আসমানী আযাব আপতিত হইবে যাহা উহাদিগকে দশ দিক দিয়া অবরোধ করিবে।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ كَذٰلِكَ يُوْحِىْ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ। পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ এইভাবে তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিতেছেন এবং এইভাবেই তিনি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন তোমার পূর্ববর্তীদিগের প্রতি। অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন সেইভাবে তোমার পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি নাযিল করা হইয়াছিল কিতাব ও সহিফা।

اَللّٰهُ الْعَزِيْزُ অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রতিশোধ গ্রহণে পরাক্রমশালী এবং اَلْحَكِيْمُ। অর্থ তিনি স্বীয় কাজ ও কথায় প্রজ্ঞাময়।

ইমাম মালিক (র) ....আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, হারিছ ইব্‌ন হিশাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার প্রতি কিভাবে ওহী আসে ? জবাবে তিনি বলেন, কখনো ঘন্টা-ধ্বনির মত শব্দ করিয়া আসে, যাহা আমার নিকট ভীষণ ভারি অনুভূত হয়। ওহী নাযিল শেষ হইয়া গেলে উহা আমার মানসপটে গ্রথিত হয়। আবার কখনো কোন ফেরেশেতা মানব আকৃতিতে আসিয়া ওহী জানাইয়া যান। উহাও আমার স্মরণে উপস্থিত থাকে। আয়িশা (রা) বলেন, কখনো ওহী ভীষণ শীতের সময় নাযিল হইলে তিনি ঘামে ভিঁজিয়া যাইতেন। তাঁহার ললাট বাহিয়া ঘামের ফোঁটা টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে থাকিত। সহীহদ্বয় ইহা বর্ণনা করিয়াছে। তবে এখানে হুবহু বুখারীর বর্ণনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

তাবারানী (র) ....হারিছ ইব্‌ন হিশাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হারিছ ইব্‌ন হিশাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কিভাবে তাঁহার উপর ওহী নাযিল হয় এই প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, "ঘন্টা-ধ্বনির মর্ত শব্দ করিয়া ওহী নাযিল হয়। উহা আমার নিকট ভীষণ ভারি মালুম হয়। আর উহা আমার স্মরণে বদ্ধমূল থাকে। তবে কখনো কোন ফেরেশতা মানব আকৃতিতেও ওহী লইয়া আসেন। তিনি যাহা নাযিল করেন তাহা সব আমার স্মরণ থাকে। আহমদ (র) ...আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ওহীর অনুভূতি কেমন? তিনি বলিলেন, জিঞ্জিরের ঝিন ঝিন শব্দ শুনিতে পাওয়ার পর আমি নীরব হইয়া থাকি। এই অবস্থায় ওহী অবতীর্ণ হয়। ওহী যখন নাযিল হয় তখন আমি ভীষণ এক ওজনের চাপ অনুভব করি। আমার মনে হয় হয়ত এখন আমার আত্মা নির্গত হইয়া যাইবে। একমাত্র আহমদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন কাসীর বলেন, বুখারীর শরাহ গ্রন্থের প্রথম দিকে এই বিষয়ের উপর আমি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। (সমস্ত প্রশংসা ও স্তুতি একমাত্র আল্লাহ্‌র।)

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। অর্থাৎ সকল সৃষ্টি আল্লাহ্‌র ইবাদতে বাধ্য এবং মহাবিশ্বময় একমাত্র তাঁহারই রাজত্ব। সবকিছু তাঁহারই আদেশে পরিচালিত হয়।

وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ - তিনি সমুন্নত ও মহান। যথা অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে, وَهُوَ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ অর্থাৎ তিনি মহান ও সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। আরো বলা হইয়াছে ঃ وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ অর্থাৎ তিনিই তো সমুচ্চ, মহান। এই ধরনের বহু আয়াত রহিয়াছে।

ইহার পর বলা হইয়াছে যে, تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ঊর্ধ্বদেশ হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) যাহ্‌হাক, কাতাদা, সুদ্দী ও কা'ব আহবর (র) প্রমুখ বলেন, ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্‌র 'আজমাত ও অপরিসীম শক্তির প্রকাশে সমস্ত কিছু কাঁপিতে থাকে।

وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ ফেরেশতারা তাহাদিগের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মর্ত্যবাসীদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আসিয়াছে যে,

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا ـ

অর্থাৎ যাহারা আরশ ধারণ করিয়া আছে এবং যাহারা ইহার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া আছে তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সহিত এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্ববাসীদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী; (অতএব যাহারা তাওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাহাদিগের ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা কর।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হইয়াছে ঃ اَلَا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ অর্থাৎ জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

পরবর্তী আয়াতে বলেন, وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ اَوْلِيَاءَ অর্থাৎ মুশরিক—যাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে।

اَللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ —আল্লাহ্ তাহাদিগের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। অর্থাৎ মুশরিকদিগের কার্যকলাপ আমি অবলোকন করিতেছি এবং তাহাদিগের কার্যকলাপের হিসাব রাখা হইতেছে। আমি স্বয়ং উহাদিগের পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করিব।

وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ তুমি তাহাদিগের কর্মবিধায়ক নহ। অর্থাৎ তুমি কেবল ভয় প্রদানের অধিকারী। প্রতিশোধ ও প্রতিফল আল্লাহ্ গ্রহণ করিবেন এবং সকলের কর্মবিধায়ক আল্লাহ্।

(৭) وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ۝

(٨) وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

৭. এইভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায়; যাহাতে তুমি সতর্ক করিতে পার মক্কা ও উহার চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করিতে পার কিয়ামত দিবস সম্পর্কে যাহাতে কোন সন্দেহ নাই; সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

৮. আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে মানুষকে একই উম্মত করিতে পারিতেন; বস্তুত তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন। জালিমদিগের কোন অভিভাবক নাই, কোন সাহায্যকারী নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি যেইভাবে তোমার পূর্ববর্তী নবীদিগের উপর ওহী নাযিল করিয়াছিলাম اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا সেইভাবে আমি তোমার উপর কুরআন নাযিল করিয়াছি আরবী ভাষায়। অর্থাৎ স্পষ্ট ও সাবলীল রচনা ভঙ্গিমায়।

لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى যাহাতে তুমি সতর্ক করিতে পার মক্কাবাসীদিগকে। وَمَنْ حَوْلَهَا এবং সতর্ক করিতে পার মক্কার আশেপাশের লোকদিগকে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে। অর্থাৎ মক্কার পূর্ব-পশ্চিমসহ সকলদিকের লোকদিগকে। এই আয়াতে মক্কাকে 'উম্মুল কুরা' বলা হইয়াছে। কেননা মক্কা ভূমি পৃথিবীর অন্যান্য সকল শহর ও ভূমি হইতে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। এই বিষয়ের প্রমাণে বহু দলীল রহিয়াছে যাহা যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। তবুও ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হওয়ার জন্য এইস্থানে ছোট একটি হাদীস উল্লেখ করা হইল।

ইমাম আহমদ (র) ....আবূ সালমাহ ইব্ন আব্দুর রহমান (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সালমাহ ইব্ন আব্দুর রহমান (র) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আদী ইব্ন হামরা যুহরী (রা) তাঁহাকে বলিয়াছেন, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মক্কার হায্ওয়ারাত নামক বাজারে বসিয়া বলিতে শুনিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ "আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয়ই তুমি পৃথিবীর সমস্ত ভূমি হইতে উত্তম। সমস্ত ভূমি হইতে তুমি আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয়। যদি আমাকে এই ভূমি হইতে বাহির করিয়া না দেওয়া হইত তাহা হইলে কখনও আমি এই ভূমি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতাম না।" যুহরীর হাদীসে ইব্ন মাজাহ্, নাসায়ী ও তিরমিযী (র)-ও এইরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ অর্থাৎ এবং সতর্ক করিতে পার কিয়ামত দিবস সম্পর্কে। সেই দিন মানব জন্মের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকল লোককে এক ময়দানে জমায়েত করা হইবে।

لاَرَيْبَ فِيْهِ অর্থাৎ কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। আর কিয়ামত সংঘটিত করা আল্লাহ্র জন্য কঠিন কোন কাজ নহে।

فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ অর্থাৎ সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ يَوْمَ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ অর্থাৎ স্মরণ কর, কিয়ামতের দিনে তিনি তোমাদিগকে সমবেত করিবেন সেদিন হইবে লাভ-লোকসান নির্ধারণের দিন।

অন্য আয়াতে আরো বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الاْٰخِرَةِ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ - وَمَا نُؤَخِّرُهُ اِلاَّ لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ - يَوْمَ يَاْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلاَّ بِاِذْنِهِ - فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّسَعِيْدٌ -

অর্থাৎ যে পরকালের শাস্তিকে ভয় করে ইহাতে তো তাহার জন্য নিদর্শন আছে; ইহা সেইদিন যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হইবে; ইহা সেই দিন যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হইবে; এবং আমি নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য উহা স্থগিত রাখিব। যখন সেদিন আসিবে তখন আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কেহ বাক্যালাপ করিতে পারিবে না; উহাদিগের মধ্যে অনেকে হইবে হতভাগ্য ও অনেকে হইবে ভাগ্যবান।

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতে করিয়া দুইখানা কিতাব লইয়া আমাদিগের নিকট আসেন এবং আমাদিগকে বলেন, "তোমরা জান কি এই দুইখানা কি কিতাব ?" আমরা বলিলাম, জানি না। আপনি বলিয়া দিন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি তাঁহার ডান হাতের কিতাবখানা সম্পর্কে বলিলেন, "এই কিতাবখানা আল্লাহ্র নিকট হইতে আনীত হইয়াছে। ইহাতে রহিয়াছে জান্নাতবসীদিগের পিতা, পিতামহ ও বংশ উল্লেখসহ বিস্তারিত পরিচয়। প্রত্যেকের নামের শেষে উহাদিগের আমলের যোগফলও সন্নিবেশিত করা হইয়াছে ইহার মধ্যে। ইহার মধ্যে আর কখনো হ্রাস-বৃদ্ধি পাওয়ার কোন সুযোগ নাই।" অতঃপর তিনি তাঁহার বাম হাতের কিতাবখানার প্রতি ইশারা করিয়া বলেন, "এই কিতাবখানার মধ্যে রহিয়াছে জাহান্নামবাসীদিগের পিতা, পিতামহ ও বংশ উল্লেখসহ পরিচয়। আর নামের শেষে রহিয়াছে আমলনামার যোগফল। ইহার মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি করার কোন সুযোগ নাই।" ইহার পরিপ্রেক্ষিতে সাহাবাগণ বলিলেন, 'সব যদি নির্দিষ্ট করিয়া লিখিত হইয়া থাকে তাহা হইলে

আমাদিগের আমল করার আর কি অর্থ হইতে পারে ?' তিনি জবাবে বলিলেন, "সতর্কতার সহিত পুণ্যের পথে থাক। কেননা যাহারা জান্নাতী হইবে জীবনের শেষ কর্মটি তাহাদিগের জান্নাতিসুলভ হইবে—বাকী জীবন সে যেমনই অতিবাহিত করুক না কেন। আর যাহারা জাহান্নামী হইবে জীবনের শেষ কর্মটি তাহাদিগের জাহান্নামীসুলভ হইবে—জীবনে সে যত ভাল আমলই করিয়া থাকুক না কেন।" অতঃপর তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় মুষ্ঠিবদ্ধ করেন এবং বলেন, তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের বিচার নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিয়াছেন। এই সময় তিনি এমন ভঙ্গি করেন যে, যেন তাঁহার ডান হাত হইতে কিছু একটা ফিঁকিয়া ফেলিয়া দিলেন। আর বলিলেন, তাঁহার ডান হাতের কিতাবটি ফিঁকিয়া দেন এবং বলেন, একদল জান্নাতে প্রবেশ করিবে। ইহার পর তিনি তাঁহার বাম হইতেও উহা ফিঁকিয়া দিলেন। আর বলিলেন, একদল জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।"

তিরমিযী ও নাসায়ী (র) এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ-গরীব। আর আল্লামা বাগাভী (র) স্বীয় তাফসীরের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন হাতিম লাইছ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইব্‌ন জারীর জনৈক সাহাবী হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁহার সকল সন্তানকে তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত করিলে উহারা পাখীর মত ময়দানে ছড়াইয়া পড়ে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে দুই মুষ্ঠির মধ্যে লইয়া বলেন, ইহাদিগের একাংশ নেককার এবং অন্য অংশ বদ্‌কার। এই কথা বলিয়া তিনি সকলকে ছাড়িয়া দিয়া আবার সকলকে দুই মুষ্ঠিতে ধারণপূর্বক বলেন, ইহাদিগের একাংশ জান্নাতী হইবে এবং অন্য অংশ প্রবেশ করিবে জাহান্নামে। এই হাদীসটি মওকূফ, সহীহের কাছাকাছি। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন।)

ইমাম আহমদ (র) ....আবূ নয্‌রাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ নয্‌রাহ (রা) বলেন, আবূ আব্দুল্লাহ্ নামক এক সাহাবীকে তাহার বন্ধুরা রোগের সময় শুশ্রূষা করিতে যাইয়া দেখেন যে, তিনি কাঁদিতেছেন। বন্ধুরা তাহাকে বলিল, তুমি কাঁদিতেছ কেন ? তোমাকে তো রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়া গিয়াছেন যে, গোঁফ ছোট রাখিবে এবং সেই অবস্থায় আমার সহিত মিলিত হইবে। এই কথার প্রেক্ষিতে সাহাবী তাঁহার বন্ধুদিগকে বলিল, কথা তো ঠিক কিন্তু আমাকে কাঁদাইতেছে যে বিষয়টি তাহা হইল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আমি শুনিয়াছি ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকে সৃষ্টি করার পর স্বয়ং মুষ্ঠিদ্বয়ে উহাদিগকে ধারণপূর্বক ডান মুষ্ঠির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলেন, ইহারা উহার জন্য (অর্থাৎ ইহারা জান্নাতী) এবং বাম মুষ্ঠির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলেন, ইহারা উহার জন্য (অর্থাৎ ইহারা জাহান্নামী)। আর আমি কাহারো পরোয়া করি না।" অতএব আমি এই কথা ভাবিয়া কাঁদিতেছি যে, জানি না আল্লাহ্‌র মুষ্ঠিদ্বয়ের কোন্ মুষ্ঠিতে আমি ছিলাম।

তাকদীরের উপর এই ধরনের সহীহ, সুনান ও মুসনাদ ইত্যাদি গ্রন্থে বহু হাদীস রহিয়াছে। হযরত আলী (রা), হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) ও হযরত আয়িশা (রা) প্রমুখ হইতেও এই বিষয়ের উপর বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে যে, وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে মানুষকে একই মতাদর্শের অনুসারী করিতে পারিতেন।'

অর্থাৎ আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে সকল মানুষকে হিদায়াতের উপর পরিচালিত করিতে পারিতেন অথবা তিনি ইচ্ছা করিলে সকল মানুষকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া কতককে সত্যের পথে পরিচালিত করিয়াছেন এবং কতককে পরিচালিত করিয়াছেন ভ্রান্তপথে। ইহার মধ্যে নিহিত রাখিয়াছেন তিনি তাঁহার প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

তাই তিনি আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী বাক্যে বলিয়াছেন ঃ

وَلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ وَالظّٰلِمُوْنَ مَالَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ-

অর্থাৎ বস্তুত তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন; সীমালংঘনকারীদিগের কোন অভিভাবক নাই, কোন সাহায্যকারীও নাই।

ইব্ন জারীর (র) ....ইব্ন হুজাইরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন হুজাইরা (রা) বলেন, মূসা (আ) বলিয়াছিলেন, হে পরোয়ারদিগার! আপনি মানুষ সৃষ্টি করিয়া তাহার একাংশকে জান্নাতী করিলেন এবং অন্য অংশকে জাহান্নামী করিলেন, কেন—সকলকে সমানভাবে জান্নাতী করিলে ভাল হইত না ? মূসা (আ)-এর এই জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে বলিলেন, হে মূসা! তুমি তোমার পরিধেয় বস্ত্র উঁচু কর, তিনি উঁচু করিলেন। আল্লাহ্ বলিলেন, আরো উঁচু কর, তিনি আরো উঁচু করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা আবার বলিলেন, হে মূসা! আরো উঁচু কর, তিনি শরীরের প্রায় সর্বাংশ হইতে কাপড় উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, হে প্রতিপালক! সম্ভবত সকল অঙ্গ হইতে কাপড় তুলিয়া ফেলিয়াছি। এখন বাকী অঙ্গ হইতে কাপড় তুলিয়া ফেলার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, 'অতএব সকল মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর মধ্যেও কোন কল্যাণ নাই।'

(৯) اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَاۤءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۠

(١٠) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ○

(١١) فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

(١٢) لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

৯. উহারা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্, অভিভাবক তো তিনিই, এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১০. তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন– উহার মীমাংসা তো আল্লাহ্‌রই নিকট। বল, ইনিই আল্লাহ্– আমার প্রতিপালক; আমি নির্ভর করি তাঁহার উপর এবং আমি তাঁহারই অভিমুখী।

১১. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদিগের মধ্য হইতে তোমাদিগের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আনআমের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন আনআমের জোড়া। এইভাবে তিনি তোমাদিগের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাহার সদৃশ নহে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

১২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁহারই নিকট। তিনি যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহার রিযক বর্ধিত করেন অথবা সংকুচিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদিগের শিরকের সমালোচনা করিয়া বলেন, বান্দাদিগের নিকট হইতে একমাত্র তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্তা উপাস্যের উপযোগী ও অধিকারী নহে। কেননা জীবন মৃত্যুর মালিক তিনি, তাই ইবাদতের একমাত্র উপযুক্তও তিনি। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗ

إِلَى اللّٰهِ। অর্থাৎ তোমরা পার্থিব অপার্থিব যে কোন বিষয়েই মতভেদ কর না কেন, আল্লাহ্র কিতাব ও হাদীসকে উহার মীমাংসকারী মানিবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ অর্থাৎ যদি তোমাদিগের মধ্যে কোন ব্যাপারে বিবাদ সৃষ্টি হয় তাহা হইলে উহার মীমাংসার জন্য তোমরা আল্লাহ্র ও তাঁহার রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও। (আর বল,) ইনিই আল্লাহ্—আমার প্রতিপালক।

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ 'আমি নির্ভর করি তাঁহার উপর এবং আমি তাঁহারই অভিমুখী।' অর্থাৎ আমি আমার সব ব্যাপারে তাহার শরণাপন্ন হই।

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ অর্থাৎ তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তন্মধ্যস্থ সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা।

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا তিনি তোমাদিগের মধ্য হইতে তোমাদিগের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ, তিনি এত অনুগ্রহশীল যে, তিনি তোমাদিগের জন্য তোমাদিগের আকৃতি ও জাতের মধ্য হইতে ভিন্ন লিংগ সৃষ্টি করিয়াছেন। আর তিনি وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا পশুদিগের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন পশুদিগের জোড়া। অর্থাৎ তিনি পশুদিগের মধ্যে আট ধরনের জোড়ার সৃষ্টি করিয়াছেন।

يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ এইভাবে তিনি তোমাদিগের বংশ বিস্তার করেন। অর্থাৎ নিরন্তর তোমাদিগের স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের মাধ্যমে আরো স্ত্রী ও পুরুষ জন্মলাভ করিবে। এইভাবে মানব ও পশুদিগের বংশ বিস্তার ঘটিতে থাকিবে।

বাগাভী (র) বলেন, يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ অর্থ এই তিনি ভ্রূণের মধ্যে বংশ বিস্তার করেন। কেহ বলিয়াছেন যে, এই ধারায় তিনি বংশ বিস্তার ঘটাইয়া থাকেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ এর অর্থ স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের মাধ্যমে মানব ও পশুর বংশ ও সৃষ্টির ধারা তিনি অবশিষ্ট রাখেন।

কেহ বলিয়াছেন يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ অর্থ يَذْرَؤُكُمْ بِهِ অর্থাৎ এইভাবে তিনি পুরুষ ও স্ত্রী জোড়ার মাধ্যমে মানব সৃষ্টি করেন।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে। অর্থাৎ জোড়া সৃষ্টিকারী আল্লাহ্র সদৃশ কিছু নাই। কেননা তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তাঁহার অনুরূপ কোন সত্তা নাই। وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ অর্থাৎ তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর চাবি তাঁহারই হাতে।

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ তিনি যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন অথবা সংকুচিত করেন। অর্থাৎ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করিয়া দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা রিযিক কমাইয়া দেন। ইহা তিনি প্রজ্ঞা ও ইনসাফের ভিত্তিতে সমাধা করেন। اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ অর্থাৎ, তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

(١٣) شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ○

(١٤) وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ○

১৩. তিনি তোমাদিগের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন দীন, যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি নূহকে—আর যাহা আমি ওহী করিয়াছি তোমাকে এবং যাহার নির্দেশ দিয়াছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে, এই বলিয়া যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতভেদ করিও না। তুমি মুশরিকদেরকে যাহার প্রতি আহবান করিতেছ তাহা উহাদিগের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁহার অভিমুখী তাহাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন।

১৪. উহাদিগের নিকট জ্ঞান আসিবার পর কেবলমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবশত উহারা নিজদিগের মধ্যে মতভেদ ঘটায় এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত; অব্যাহতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদিগের বিষয়ে ফয়সালা হইয়া যাইত। উহাদিগের পর যাহারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছে তাহারা কুরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ এই উম্মতকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا وَّ الَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ। অর্থাৎ, তোমাদিগের জন্য নির্ধারিত করিয়াছি দীন যাহার নির্দেশ দিয়াছিলাম নূহকে– যাহা আমি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম তোমাকে।

এই স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম নবী আদম (আ)-এর পরবর্তী নবী নূহ (আ)-এর উল্লেখ করিয়া সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পর এই নবীদ্বয়ের মধ্যবর্তী সময়ের বিশিষ্ট নবী ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা ইব্ন মাইয়ামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (অতএব বুঝা যায়, প্রথম নবী হইতে শেষ নবী পর্যন্ত প্রত্যেকের শরীআতের সহিত প্রত্যেকের রহিয়াছে এক নিবিড় সম্পর্ক।) সূরা আহযাবের মধ্যে এই পঞ্চ নবীকে এক আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। আয়াতটি হইল এই যে,

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ

অর্থাৎ, স্মরণ কর, আমি নবীদিগের নিকট হইতে, তোমার নিকট হইতে এবং নূহ ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা ইব্ন মারিয়ামের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম অংগীকার।

উল্লেখ্য যে, এই সকল নবীগণের প্রত্যেকেরই দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং তাঁহার একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান করা।

যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে, وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِي اِلَيْهِ اَنَّهُ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ। অর্থাৎ, আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই তাহার প্রতি এই প্রত্যাদেশ ব্যতীত, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর।

হাদীসের মধ্যে আসিয়াছে যে, نَحْنُ مَعْشَرُ الْاَنْبِيَاءِ اَوْلاَدُ عَلاَّتٍ دِيْنُنَا وَاحِدٌ অর্থাৎ, আমরা সকল নবী সম্পর্কে সৎভাই সমতুল্য এবং আমাদের দীন এক।

মূলত সকল নবীর দাওয়াতের লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্র ইবাদত এবং তাঁহারা একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদানের বেলায় অভিন্ন। যদিও সকলের দাওয়াতের পদ্ধতি ও শরীয়ত-বিধান ভিন্ন ভিন্ন ছিল।

যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا অর্থাৎ, তোমাদিগের প্রত্যেকের জন্য আইন ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করিয়াছি।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

اَنْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতভেদ করিও না। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে ঐক্য ও দলবদ্ধ থাকার আদেশ করিয়াছেন এবং নিষেধ করিয়াছেন মতভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করিতে।

ইহার পর বলিয়াছেন ঃ

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَاتَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ তুমি অংশীবাদীদিগকে যাহার প্রতি আহবান করিতেছ তাহা উহাদিগের নিকট দুর্বহ মনে হয়। অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ! মুশরিকদিগকে তুমি যে তাওহীদের দাওয়াত দিতেছ, তাহা তাহাদিগের নিকট অসহ্য ও অহেতুক উৎপাত স্বরূপ মনে হইতেছে।

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يُّنِيْبُ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াতের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁহার অভিমুখী তাহাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন। অর্থাৎ যে হিদায়াতের উপযুক্ত তাহাকে আল্লাহ্ তাআলা হিদায়াত দান করেন এবং যে ভ্রান্তপথে চলিতে সচেষ্ট হয়, তাহাকে গোমরাহ পথে পরিচালিত করেন।

তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَمَا اخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ الْعِلْمُ উহাদিগের নিকট জ্ঞান আসিবার পর কেবলমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবশত উহারা নিজদিগের মধ্যে মতভেদ ঘটায়। অর্থাৎ, সত্যের উপর মযবুত যুক্তি ও প্রমাণ প্রতিষ্ঠা পাবার পর মুহূর্তে তাহারা কেবল বিদ্বেষ ও গোঁড়ামীবশত সত্যের বিরোধীতা করিতে থাকে।

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ لاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অব্যাহতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকিলে উহাদিগের বিষয়ে ফয়সালা হইয়া যাইত। অর্থাৎ, প্রত্যেকের আমলের হিসাব গ্রহণ করার জন্য যে দিনটির ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা যদি না করা হইত তবে প্রত্যেকের প্রতিটি কাজের শাস্তি তৎক্ষণাৎ প্রদান করা হইত।

পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে,

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ অর্থাৎ, উহাদিগের পর যাহারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছে তাহারা কেবল অন্ধের মত যুক্তিহীনভাবে পূর্বসূরীদিগের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে উহারা বিভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে। আর উহারা যে বিষয়ের অনুসরণ করিতেছে তাহার উপরও উহাদিগের বিশ্বাস নাই। কেবল অন্ধ ও অযৌক্তিকভাবে উহারা ইহাদিগের পূর্বসূরীদিগের ধারা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। ফলে কুরআনের সত্যতা সম্পর্কেও উহারা সন্দেহ পোষণ করে।

(১৫) فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَ اُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۚ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۚ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝

১৫. সুতরাং তুমি উহার দিকে আহবান কর এবং উহাতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক যেইভাবে তুমি আদিষ্ট হইয়াছ এবং উহাদিগের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না। বল, 'আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন আমি তাহাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি তোমাদিগের মধ্যে ন্যায় বিচার করিতে। আল্লাহ্ই আমাদিগের প্রতিপালক এবং তোমাদিগেরও প্রতিপালক। আমাদিগের কর্ম আমাদিগের এবং তোমাদিগের কর্ম তোমাদিগের। আমাদিগের ও তোমাদিগের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। আল্লাহ্ই আমাদিগকে একত্র করিবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট।'

তাফসীর ঃ এই আয়াতটির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দশটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। একটির আলোচ্য বিষয় অপরটি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আয়াতুল কুরসীর মত সমগ্র কুরআনের মধ্যে এক আয়াতে এতটি আলোচিত বিষয় অন্য কোন আয়াতে নাই। নিম্নে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হইল।

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ অর্থাৎ, তোমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করা হইয়াছে। আর এই রকম ওহী তোমার পূর্ববর্তী সকল নবীগণের উপরও অবতীর্ণ করা হইয়াছিল। যে বিধান তোমাকে প্রদান করা হইয়াছে, তুমি সকলের নিকট তাহার দাওয়াত পৌঁছাও এবং সকলকে উহা মান্য করার জন্য চেষ্টা চালাও।

وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ অর্থাৎ, তোমাকে যেভাবে আল্লাহ্র একত্ববাদ ও ইবাদতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে বলা হইয়াছে, সেইভাবে তুমি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক এবং যাহারা তোমার অনুসরণ করে তাহাদিগকেও ইহা মানিতে উদ্বুদ্ধ কর।

وَلَاتَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ অর্থাৎ, মিথ্যা ও অপবাদ প্রদানে অভ্যস্ত ধারাক্রমে যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে পূজা করিয়া আসিতেছে— এই সকল মুশরিকদিগের খেয়াল-খুশীর তুমি অনুসরণ করিও না।

وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ অর্থাৎ, নবীগণের উপর অবতীর্ণ সকল আসমানী কিতাব আমি বিশ্বাস করি। আর পূর্বের অবতীর্ণ কিতাবসমূহের মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি করা এবং একটি বিশ্বাস করা ও অন্যটিকে অবিশ্বাস করার আমি পক্ষপাতি নহি।

وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ অর্থাৎ আমি তোমাদিগের মধ্যে সেই আদেশ বা বিধান জারি করিতে চাহি, যাহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আমার নিকট পৌছান হইয়াছে। যে আদেশ সম্পূর্ণ ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক।

اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ একমাত্র উপাস্য। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তাঁহার ইবাদত না করার ইচ্ছার স্বাধীনতা আমাদিগের সকলের রহিয়াছে। তবে নৈতিকভাবে সকলে একমাত্র তাঁহারই ইবাদত করিতে বাধ্য। কেননা ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন মানব জাতি ব্যতীত অন্য সকল জাতি তাঁহারই ইবাদতে রত রহিয়াছে।

لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ অর্থাৎ আমদিগের আমলের পরিণাম আমরাই ভোগ করিব এবং তোমাদিগের আমলের পরিণাম তোমরাই ভোগ করিবে। একের আমল অপরের কোন উপকারে আসিবে না। আমলের ফলাফলের ব্যাপারে তোমাদিগের সহিত আমাদিগের কোন যোগাযোগ নাই।

যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّىْ عَمَلِىْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِيْئُوْنَ مِمَّا اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِئٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ-

অর্থাৎ, তাহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যারোপ করে তবে তুমি বলিও আমার কর্মের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদিগের কর্মের দায়িত্ব তোমাদিগের। আমি যাহা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়ী নহ এবং তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে আমিও দায়ী নহি।

لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ অর্থাৎ,আমাদিগের এবং তোমাদিগের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। মুজাহিদ (র) বলেন, لَاحُجَّةَ অর্থ নাই বিবাদ-বিসম্বাদ।

সুদ্দী (র) বলেন, এই আয়াতটি জিহাদের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বের। অতএব আলোচ্য আয়াতের এই অংশটুকু রহিত। কেননা তর্কাতীতভাবে এই আয়াতটি মক্কী এবং জিহাদের আয়াত হিজরত পরবর্তীকালে মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ই আমদিগকে একত্রিত করিবেন। যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ-

অর্থাৎ, বল আমাদিগের প্রতিপালক আমাদিগের সকলকে একত্রিত করিবেন, অতঃপর তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক, সর্বজ্ঞ।

وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ, হিসাব-নিকাশের দিন তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

(١٦) وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ○

(١٧) اَللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ○

(١٨) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ؕ اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ○

১৬. আল্লাহ্‌কে স্বীকার করিবার পর যাহারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে তাহাদিগের যুক্তি-তর্ক তাহাদিগের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অসার এবং উহারা তাঁহার ক্রোধের পাত্র এবং উহাদিগের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি।

১৭. আল্লাহ্‌ই অবতীর্ণ করিয়াছেন সত্যসহ কিতাব এবং তুলাদণ্ড। তুমি কি জান— সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন?

১৮. যাহারা ইহা বিশ্বাস করে না তাহারাই ইহা ত্বরান্বিত করিতে চাহে। আর যাহারা বিশ্বাসী তাহারা উহাকে ভয় করে এবং জানে উহা সত্য। জানিয়া রাখ, কিয়ামত সম্পর্কে যাহারা বাক-বিতণ্ডা করে তাহারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ এইস্থানে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের সহিত বেঈমানদের তর্ক করিয়া বিভ্রান্ত করা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া বলেন, وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ অর্থাৎ, রাসূল ও আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী মু'মিনদিগের সহিত তর্ক-বিতর্ক

করিয়া যাহারা উহাদিগকে হিদায়াতের পথ হইতে অপসারিত করিয়া ভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করিতে চাহে–

حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ অর্থাৎ, তাহাদিগের যুক্তি-তর্ক তাহাদিগের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অসার ও বাতিল হিসাবে গণ্য। وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ এবং উহারা তাহার ক্রোধের পাত্র وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ এবং কিয়ামাতের দিন উহাদিগের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্ ও রাসূলের বিশ্বাসী মু'মিনদিগকে যাহারা বিভ্রান্ত করিয়া হিদায়াতের পথ হইতে বর্বরতা ও জাহিলিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করার অপপ্রয়াস চালায় তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই অভিসম্পাত ও হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হইয়াছে।

কাতাদা (র) বলেন, ইহা দ্বারা ইয়াহুদ ও নাসারাদিগকে বুঝান হইয়াছে– যাহারা বলে, আমাদিগের ধর্ম তোমাদিগের ধর্ম হইতে উত্তম, আমাদিগের নবী তোমাদিগের নবী হইতে পূর্বতম। সর্বোপরি আমরাই উত্তম, আমরাই আল্লাহ্র প্রিয় পাত্র। অথচ তাহাদিগের এই দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বাজে বকবকানী মাত্র।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ اَللّٰهُ الَّذِىْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবীগণের উপর সত্যসহ কিতাব নাযিল করিয়াছেন এবং وَالْمِيْزَانَ দিয়াছেন মীযান অর্থাৎ, ন্যায়-নীতি। মুজাহিদ ও কাতাদা (র) এই অর্থ করিয়াছেন।

যেমন– অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাহাদিগের সংগে দিয়াছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি, যাহাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করে। আরো বলিয়াছেন ঃ

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ - اَلاَّ تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ - وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَتُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ -

অর্থাৎ, তিনি আকাশকে করিয়াছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করিয়াছেন তুলাদণ্ড । যাহাতে তোমরা সীমালংঘন না কর। তুলাদণ্ডে তোমরা ন্যায্য ওজনকারী হও এবং ওজনে কম দিও না।

অতঃপর বলেন وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ অর্থাৎ, তুমি কি জান– সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন?

এই আয়াতাংশের মধ্যে লোভ ও ভীতি উভয়ই প্রকাশিত হইয়াছে। সাথে সাথে পার্থিব আকর্ষণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ারও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِهَا যাহারা ইহা বিশ্বাস করে না তাহারাই কামনা করে যে, ইহা ত্বরান্বিত হউক। অর্থাৎ, কাফিরেরা বলে যে, যদি আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য হইত তাহা হইলে কিয়ামত এত দিনে সংঘটিত হইত। নতুবা উহা এখন কেন সংঘটিত হইতেছে না? এই কথা কাফির তাওহীদ অস্বীকারকারী ও মিথ্যাবাদীরা বলিয়া থাকে। কেননা কিয়ামতের ব্যাপারে উহারা উদাসীন।

আর وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا যাহারা বিশ্বাসী তাহারা উহাকে ভয় করে। কিয়ামতের ব্যাপারে মু'মিনরা ভীত এবং আশংকাগ্রস্ত। কেননা وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ তাহারা জানে যে, উহা সত্য। অর্থাৎ, তাহারা বিশ্বাস করে, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হইবে। ফলে তাহারা সেই দিনের জন্য প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকে। সেই দিনে কোন বিপদ ঘটার আশংকায় তাহারা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।

সহীহ্, হাসান, সুনান ও মুসনাদের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত প্রায় একটি মুতাওয়াতির হাদীসে আসিয়াছে যে, কোন এক সফরে জনৈক লোক একটু দূর হইতে উচ্চস্বরে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 'হে মুহাম্মদ! কিয়ামত কখন সংঘটিত হইবে ?' তাহার ডাকের শব্দ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "লোকটি পাগলের মত চীৎকার করছে।" অতঃপর তাহার জিজ্ঞাসার জবাবে বলেন, "হাঁ, হাঁ, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিতব্য। বল, "এই ব্যাপারে তুমি কতটুকু প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছ?" লোকটি বলিল, "আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে আমি ভালবাসি।" রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "তুমি সেইদিন তাহার সংগী হইবে যাহাকে তুমি ভালবাসিবে।"

অন্য হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মানুষ পৃথিবীতে যাহাকে ভালবাসিবে তাহার হাশর তাহার সহিত হইবে।"

উপরোক্ত হাদীসটি মুতাওয়াতির হওয়ার বিষয়টি সন্দেহাতীত। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) লোকটির কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়-ক্ষণের প্রশ্নে নীরব থাকিয়া কেবল তাহাকে কিয়ামাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। অতএব বুঝা গেল যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্র রহিয়াছে।

অতঃপর বলা হইয়াছে, اَلَا اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِى السَّاعَةِ অর্থাৎ, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে যাহারা বাক-বিতণ্ডা করে এবং উহা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া ধারণা করে لَفِىْ ضَلَالٍ بَعِيْدٍ তাহারা ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে।

অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে যাহারা সন্দেহ পোষণ করে তাহারা অজ্ঞ। কেননা তাহাদিগের জানা থাকা উচিত যে, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, মৃতকে যিনি জীবন দান করিতে পারেন এবং অস্তিত্বহীন কোন বস্তুকে যিনি

অস্তিত্বে আনয়ন করিতে পারেন, তাঁহার জন্য কিয়ামত সংঘটিত করা কোন ব্যাপার নহে। অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে, وَهُوَ الَّذِى يَبْدَاءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ অর্থাৎ, তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি ইহাকে সৃষ্টি করিবেন পুনর্বার এবং উহা তাঁহার জন্য সহজতর ব্যাপার।

(١٩) اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ ۟

(٢٠) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۙ وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ۝

(٢١) اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۚ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

(٢٢) تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِىْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ۝

১৯. আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদিগের প্রতি অতি দয়ালু; তিনি যাহাকে ইচ্ছা রিয্ক দান করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।

২০. যে কেহ আখিরাতের ফসল কামনা করে তাহার জন্য আমি তাহার ফসল বর্ধিত করিয়া দেই এবং যে কেহ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাহাকে উহারই কিছু দিই, আখিরাতে তাহার জন্য কিছুই থাকিবে না।

২১. ইহাদিগের কি এমন কতগুলি দেবতা আছে, যাহারা ইহাদিগের জন্য বিধান দিয়াছে এমন দীনের যাহার অনুমতি আল্লাহ্ ইহাদিগকে দেন নাই? ফয়সালার ঘোষণা না থাকিলে ইহাদিগের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হইয়াই যাইত। নিশ্চয়ই জালিমদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

২২. তুমি জালিমদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখিবে উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য; আর ইহাই আপতিত হইবে উহাদিগের উপর। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা থাকিবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। তাহারা যাহা কিছু চাহিবে তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট তাহাই পাইবে। ইহাই তো মহা অনুগ্রহ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় করুণা ও দয়ার উল্লেখ করিয়া বলেন, তিনি তাঁহার ফরমানদার ও নাফরমান কোন বান্দাকেই ভুলেন না। সবাইকে তিনি দয়াবশত সমানভাবে রিয্ক দান করিয়া থাকেন। এক আয়াতে তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ-

অর্থাৎ, 'পৃথিবীর প্রত্যেক জীবের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্রই; তিনি উহাদিগের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত। সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।'

এই বিষয়ের উপর এই ধরনের বহু আয়াত পবিত্র কুরআনের মধ্যে আসিয়াছে। তাই এইস্থানেও বলিয়াছেন ঃ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা জীবনোপকরণ বৃদ্ধি করিয়া দেন। কেননা– وَهُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ তিনি প্রবল পরাক্রমশালী। অর্থাৎ কোন কাজে তিনি অপারগ বা অক্ষম নহেন।

অতঃপর বলিয়াছেন مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ যে কেহ পরকালের নেক আমল বা সুফসল সঞ্চয়ের জন্য সচেষ্ট হয় তাহাকে তিনি শক্তি ও সহযোগিতা দান করেন এবং তাহার সঞ্চয়ের ভাণ্ডার তিনি সমৃদ্ধ করিয়া দেন। তাহার একটি নেকির বদলায় তাহাকে দশ হইতে সাতশত অথবা ততোধিক নেকী লিখিয়া দেন।

وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ-

'যে কেহ ইহকালের ফসল কামনা করে আমি তাহাকে তাহারই কিছু দেই, পরকালে ইহাদিগের জন্য কিছুই থাকিবে না।'

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কেবল পার্থিব সম্পদ লাভের আশায় চেষ্টা করিবে, সে পরকালে কিছুই পাইবে না। পরকালের সুখ তাহার জন্য নিষিদ্ধ থাকিবে। তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে ইহকালে তাহাকে কিছু দিবেন এবং না দেওয়ার ইচ্ছা করিলে তাহাই তিনি করিবেন। কেবল ইহকালীন সুখ সঞ্চয়ের নিয়্যতের কারণে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালে সে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। যাহা পূরণ হইবার নহে।

এই কথার প্রমাণে অন্য সূরার কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা যাইতে পারে। তথায় আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُوْمًا مَدْحُوْرًا - وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوْرًا - كُلاًّ نُمِدُّ هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ - وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا - اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلاً -

অর্থাৎ 'কেহ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করিলে আমি যাহাকে ইচ্ছা সত্বর দিয়া থাকি। পরে উহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি, যেথায় সে প্রবেশ করিবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হইতে দূরীকৃত অবস্থায়। যাহারা মু'মিন হইয়া পরকাল কামনা করে এবং উহার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাহাদিগেরই চেষ্টা স্বীকৃত হইয়া থাকে। তোমার প্রতিপালক তাঁহার দান দ্বারা ইহাদিগকে ও উহাদিগকে সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত। লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে উহাদিগের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম। পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর।'

ছাওরী (র) উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "এই উম্মতের জন্য সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব, সাহায্য ও রাজত্ব লাভের সুসংবাদ রহিয়াছে। তবে এই উম্মতের যে ব্যক্তি আখিরাতের কাজ দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত করিবে তাহার জন্য পরকালে কোন অংশ থাকিবে না।" ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ -

'ইহাদিগের কি এমন কতগুলি দেবতা আছে, যাহারা ইহাদিগের জন্য বিধান দিয়াছে এমন দীনের যাহার অনুমতি আল্লাহ্ ইহাদিগের দেন নাই।' অর্থাৎ, ইহারা সঠিক দীনের শরীআতের অনুসরণ করে না, বরং জ্বিন ও মানুষ শয়তানেরা ইহাদিগের জন্য যে বিধান প্রণয়ন করিয়াছে ইহারা তাহার অনুসরণ করে। ফলে প্রতিমার উদ্দেশ্যে বহীরাহ (উৎসর্গিত কানছেঁড়া উষ্ট্রী), সয়িবা (প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত সাধারণ উষ্ট্রী), ওসীলা (একত্রে একাধিকবার নর ও মাদী বাচ্চা প্রসবকারীণী ছাগী) এবং হস (পর পর দশটি বাচ্চা প্রসবকারীণী উষ্ট্রীকে) উহারা নিজেদের জন্য হারাম করিয়া নিয়াছিল। আর নিজেদের জন্য হালাল করিয়াছিল মৃত জানোয়ারের গোশত, রক্ত ও জুয়া খেলা। এইভাবে ইহারা অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির বশবর্তী হইয়া হালাল-হারাম ও ইবাদত অনুশীলনে নিজেদের মনগড়া নিয়মের অনুসরণ করিত।

সহীহ হাদীসের মধ্যে আসিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি দেখিয়াছি যে, আমর ইব্ন লুহাইয়া ইব্ন কামআহ জাহান্নামের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্ন ভূঁড়ি ছিঁড়িয়া ছিন্ন-ভিন্ন করিতেছে।"

কেননা প্রথম এই ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে জন্তু উৎসর্গ করার নিয়মের প্রচলন করে। লোকটি খোযাআ দেশের একজন বাদশাহ ছিল। আর কুরাইশদিগকে প্রতিমা পূজায় উৎসাহিত করার পিছনে ইহারই চেষ্টা ছিল সবচেয়ে বেশী।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ কিয়ামতের ময়দানে বিচারের ঘোষণা যদি না দেওয়া হইত, তাহা হইলে এইখানেই উহাদিগের ফয়সালা হইয়া যাইত।

وَاِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ এবং নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী জালিমদিগের জন্য রহিয়াছে নিকৃষ্ট বাসস্থান ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

تَرَى الظَّالِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا 'তুমি কিয়ামতের ময়দানে জালিমদিগকে উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য ভীত সন্ত্রস্ত দেখিবে।'

وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ 'উহাদিগের উপর আপতিত হইবে সেই ভীতিপ্রদ শাস্তি। যে শাস্তি ছিল উহাদিগের জন্য অবধারিত।'

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِىْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ لَهُمْ مَّا يَشَاۤءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ

অর্থাৎ, জালিমদিগের অবস্থান এবং ঈমানদারদিগের অবস্থানের তারতম্যের কথা চিন্তা করা যায় কি? জালিমরা জাহান্নামের মধ্যে মর্মন্তুদ শাস্তি, ভীতি ও অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে কালাতিপাত করিবে। পক্ষান্তরে যাহারা মুমিন তাহারা জান্নাতের বিশাল পরিসরে অফুরন্ত খাদ্য-পানীয়, পরিচ্ছদ, অট্টালিকা গুল্ম-বাগিচা ও স্ত্রীসমূহ ব্যবহার করিবে। এই সকল দ্রব্য, পণ্য ও বস্তুর মান এত উন্নত থাকিবে যে, উহার উন্নত মান কেহ কল্পনা করিতে পারে না। ইহার সমমানের বস্তু কেহ কোন দিন দেখেও নাই এবং শুনেও নাই।

হাসান ইব্ন আরফা (র) ......আবূ তাইবা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ তাইবা (র) বলেন, 'জান্নাতবাসীদিগের উপরে মেঘ আসিয়া বলিবে, আমি তোমাদিগের জন্য কি বর্ষণ করিব? ইহার পরিপেক্ষিতে জান্নাতি যাহা দাবী করিবে তাহাই সে তাহাদিগের জন্য বর্ষণ করিবে। এমনকি কোন জান্নাতী বলিবে যে, তাহার জন্য সুউচ্চ বক্ষ সম্পন্ন কুমারী তন্বী নারী বর্ষণ কর। ফলে মেঘ তাহাও বর্ষণ করিবে।' হাসান ইব্ন উরওয়ার সূত্রে ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ অর্থাৎ ইহাই তো মহা অনুগ্রহ, মহা বিজয় ও নিয়ামাতের পরিপূর্ণতা।

(٢٣) ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ؕ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ○

(٢٤) اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ؕ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

২৩. এই সুসংবাদই আল্লাহ্‌ দেন তাঁহার বান্দাদিগকে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। বল, আমি ইহার বিনিময়ে তোমাদিগের নিকট হইতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না। যে উত্তম কাজ করে আমি তাহার জন্য ইহাতে কল্যাণ বর্ধিত করি, আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

২৪. উহারা কি বলে যে, সে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে, যদি তাহাই হইত তবে আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করিলে তোমার হৃদয় মোহর করিয়া দিতেন। আল্লাহ্‌ মিথ্যাকে মুছিয়া দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যাহা আছে সে বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ ইহার পূর্বে আল্লাহ্‌ তা'আলা জান্নাতের ব্যাপারে আলোচনা করিয়াছেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াতে মু'মিন ও নেককার বান্দাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলেনঃ ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ অর্থাৎ, এই সুসংবাদই আল্লাহ্‌ দেন তাহার বান্দাদিগকে যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে। আর আল্লাহ্‌র সুসংবাদ ও অংগীকারের ফলে মু'মিন বান্দারা অবশ্যই জান্নাত লাভ করিবে।

অতঃপর বলেন ঃ قُلْ لَا اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى বল, 'আমি আমার আহবানের জন্য তোমাদিগের নিকট হইতে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না।'

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! কুরাইশের কাফির ও মুশরিকদিগকে বল যে, সত্যের প্রচার ও কল্যাণ প্রচেষ্টার বদলায় আমি তোমাদিগের নিকট কিছু চাহি না। আমি তোমাদিগের নিকট এতটুকু চাহি যে, তোমরা আমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করিবে না এবং

রিসালাতের দাওয়াত প্রচারে আমাকে তোমরা বাধা দান করিবে না। তোমরা যদি আমার সহযোগিতা নাও কর, তবুও আমি আশা করি তোমরা আমার কোন অসুবিধা করিবে না। আমার সাথে তোমাদিগের যে আত্মীয়তা রহিয়াছে সে আত্মীয়তার দাবী তোমরা অবশ্যই রক্ষা করিবে। তোমাদিগের কাছে একটি আমার শেষ দাবী।

ইমাম বুখারী (র) ..... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে إلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى। এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিল, তখন (সেখানে উপস্থিত) সাঈদ ইব্ন জারীর (র) বলেন, قُرْبٰى অর্থ আলে মুহাম্মদ। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) তাহাকে বলেন, তুমি উত্তরে তাড়াহুড়া করিয়াছ। মূলত কুরাইশের প্রতিটি কবিলার সহিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আত্মীয়তা ছিল। তাই তিনি সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোমাদিগের সহিত আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক তোমরা বজায় রাখিবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবহার আমি তোমাদিগের নিকট পাইব বলিয়া আশা করি।'

এই সূত্রে একমাত্র ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) ..... শুবা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ আমির আশ্‌শা'বী, যাহ্‌হাক, আলী ইব্ন আবূ তালহা, আওফী ও ইউসুফ ইব্ন মিহরান প্রমুখও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা, সুদ্দী, আবূ মালিক ও আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) প্রমুখ রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিজ আবূল কাসিম তাবারানী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে বলেন, "আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, আমি তোমাদিগের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহি না। আমি আশা করি তোমরা আমার সহিত আত্মীয়ের সৌহার্দ্যতা বজায় রাখিবে এবং বজায় রাখিবে আত্মীয়তার সুসম্পর্ক।"

ইমাম আহমদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি তোমাদিগের নিকট দীনের প্রচার ও হিদায়াতের প্রতি আহবানের জন্য কোন পারিশ্রমিক চাহি না। বরং আমি চাহি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্কিত হইবে এবং তাঁহার অনুসরণের মাধ্যমে তাঁহার নৈকট্য লাভ করিবে। হাসান বসরী (র) হইতে কাতাদা (র)-ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

এই হইল আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যার দ্বিতীয় মত। অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্‌র অনুসরণের মাধ্যমে তাঁহার নৈকট্য লাভ কর। আর তৃতীয় মত হইল, উহা যাহা বুখারী (র) প্রভৃতি সাঈদ ইব্ন জুবাইরের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করিয়াছেন। যাহাতে বলা

হইয়াছে যে, তোমরা আমার সহিত আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আমার সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ সৎ ব্যবহার কর।

সুদ্দী (র) আবূ দাইলাম (র) হইতে বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন (রা)-কে বন্দী করিয়া দামেস্কে নিয়া যাওয়া হইলে সিরিয়ার এক ব্যক্তি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, এই লোকটির জন্য যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে, পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ছেদ পড়িয়াছে। তবে সুখের কথা, একটি ফিৎনার পরিসমাপ্তি ঘটিল। তখন আলী ইব্‌ন হুসাইন (রা) তাহাকে বলেন, 'তুমি কুরআন পড়িয়াছ?' লোকটি বলিল, 'আমি কুরআন পড়িয়াছি বটে কিন্তু 'হা-মীম' সূরাটি পড়ি নাই।' অতঃপর আলী ইব্‌ন হুসাইন (রা) তাহাকে বলিলেন, 'তুমি কি قُلْ لاَ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى এই আয়াতটি পড় নাই? যাহারা মধ্যে কোন পারিশ্রমিক চাওয়া হয় নাই বরং দাবী করা হইয়াছে আত্মীয়ের সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহারের। তোমরা কি আমার সহিত এই আয়াত অনুযায়ী ব্যবহার করিবে না?' লোকটি বলিল, 'হাঁ।'

আবূ ইসহাক সাবিয়ী (র) বলেন, আমর ইবনে শুআইব (রা)-কে قُلْ لاَ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى এই আয়াতের মর্মার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, ইহাতে নবী (সা)–এর আত্মীয়তার কথা বলা হইয়াছে। এই উভয় রেওয়ায়েত ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর ইব্‌ন জারীর (র)........... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আনসাররা নিজদিগকে ইসলামের খাদিম বলিয়া গর্ব করিতে থাকিলে এক পর্যায়ে আব্বাস অথবা ইব্‌ন আব্বাসের সহিত তাহাদিগের তর্ক হয় এবং উভয়ে উভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে থাকে। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি সেই স্থানে যাইয়া আনসারদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, 'হে আনসারগণ! তোমরা কি অপমানকর অবস্থায় নিক্ষিপ্ত ছিলে না এবং আমার মাধ্যমেই কি তোমরা সেই অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সম্মানজনক আসনে প্রতিষ্ঠা পাও নাই?' তাহারা বলিল, "হাঁ, বাস্তব হে আল্লাহ্‌র রাসূল!" তিনি বলেন, "তোমরা কি গোমরাহ ছিলে না এবং আমার মাধ্যমেই কি তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হও নাই?" সত্য হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া আরো বলিলেন, "উত্তর দাও।" তাহারা বলিল, কিসের উত্তর দিব হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বলিলেন, "তোমরা কি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বল নাই যে, আপনাকে কি আপনার স্বগোত্রীয়রা দেশ হইতে বহিস্কার করিয়া ছিল না এবং আমরাই কি তখন আপনাকে সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিয়াছিলাম না, আপনাকে কি আপনার স্বগোত্রীয়রা অস্বীকার করিয়াছিল না এবং আমরাই কি আপনাকে তখন সত্য বলিয়া বরণ করিয়াছিলাম না ? আপনাকে

আপনার স্বদেশী স্বগোত্রীয়রা অবরোধের শিকার করিয়াছিল না এবং আমরাই কি তখন আপনার সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিয়াছিলাম না?" রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আনসারদিগকে এইভাবে বলিতে থাকিলে আনসাররা লজ্জায় নত হইয়া যায়। পরিশেষে আনসাররা তাঁহাকে বলিলেন, আমাদিগের অর্থ-সম্পদ যাহা আছে সব আল্লাহ্র ও তাঁহার রাসূলের পদে নিবেদন করিলাম। আর তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

قُلْ لاَ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى -

অর্থ ঃ বল, 'আমি আমার আহবানের জন্য তোমাদিগের নিকট হইতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাহি না।'

অনুরূপ ইব্ন হাতিম (র) .... ইয়াযিদ ইব্ন আবূ যিয়াদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সনদটি দুর্বল। হাদীসদ্বয়ের মধ্যে হুনাইন যুদ্ধের গনীমাত সম্পর্কীয় বর্ণনার মধ্যেও প্রায় এইরূপ একটি হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে। তবে তার মধ্যে আয়াতটি নাযিল হওয়া সম্পর্কীয় কোন আলোচনা নাই।

যাহারা বলেন, আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদিগের কথা গ্রহণ করিতে প্রশ্ন রহিয়াছে। কেননা সূরাটি মক্কী এবং তাহা হইলে আয়াতের ভাষ্য ও পটভূমির মধ্যেও অসামঞ্জস্যতার সৃষ্টি হয়। আর মক্কী হিসাবে ধরা হইলে সব দিক রক্ষা পায় এবং প্রশ্ন উত্থাপনেরও কোন সুযোগ থাকে না। (আল্লাহ্ ভাল জানেন।)

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যখন قُلْ لاَ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى এই আয়াতটি নাযিল হয় তখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই আয়াতটির المودة-এর দ্বারা কাহাদিগকে বুঝানো হইয়াছে? তিনি বলিলেন ঃ "ফাতিমা ও তাহার সন্তান-সন্ততিরা।"

এই রেওয়াতটির সনদ দুর্বল। আর এই সনদটির একজন রাবী সন্দেহভাজন। দ্বিতীয়ত সেই রাবীর ওস্তাদ ছিল একজন শিয়া মতাবলম্বী। যাহার নাম হুসাইন আল আশকার। অতএব কোন মতেই রাবীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

এই আয়াতটি মাদানী বলিয়া যাহারা বলে তাহাদিগের অভিমত যুক্তিগ্রাহ্য নহে। কেননা আয়াতটি মক্কী হিসাবে মযবূত দলীলে প্রমাণিত এবং মক্কী জীবনে ফাতিমা (রা)-এর সন্তান তো দূরের কথা বরং তখন তাহার বিবাহও হইয়াছিল না। ফাতিমা (রা)-এর বিবাহ হইয়াছে হিজরী দ্বিতীয় সনে। বস্তুত এই ব্যাপারে কুরআনের ভাষ্যকার আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর যে ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সঠিক। যাহা বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

তবে আমরা অস্বীকার করি না যে, আহলে বাইতকে সম্মান করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) আদেশ করিয়াছেন। বরং আমরা মানি যে, আহলে বাইত সম্মান, শ্রদ্ধা ও অনুকম্পার পাত্র। কেননা তাঁহারা পৃথিবীর সর্বোত্তম বংশধারায় সর্বোত্তম ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা সম্মান ও শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য। নবীর অনুসারী মাত্র প্রত্যেকের উচিত তাঁহাদিগকে সম্মান করা। তাই আমাদিগের পূর্বসূরী বুযর্গগণ আব্বাস (রা) ও আলে আব্বাস এবং আলী (রা) ও তাঁহার বংশধর সকলকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেন। (আল্লাহ্ ইহাদিগের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।)

সহীহ হাদীসের মধ্যে উল্লেখিত হইয়াছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) গদীরে খুম নামক স্থানে খুৎবার মধ্যে বলিয়াছেন ঃ "আমি তোমাদিগের জন্য দুইটি বিষয় রাখিয়া যাইতেছি, যাহা হইল আল্লাহ্র কিতাব এবং আমার আহলে বায়ত। হাওযে হাওসার না পৌঁছা পর্যন্ত এই দুইটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবে না।"

ইমাম আহমদ (র) .....আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্বাস ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব (রা) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! কুরাইশগণ পরস্পরে যখন মিলিত হয় তখন তাহারা কত সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করে। হাসি মুখে তাহারা একে অপরকে আলিঙ্গন করে। কিন্তু আমাদিগকে দেখিলে এমন ব্যবহার করে যে, যেন তাহারা আমাদিগকে চিনেই না।' এই কথা শুনিয়া ভীষণ ক্ষোভের সহিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যাঁহার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ! কোন লোকের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করিতে পারিবে না, যদি না তাহার অন্তরে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের ভালবাসার কারণে তোমাদের ভালবাসা না থাকিবে।'

ইমাম আহমদ .... আব্দুল মুত্তালিব ইব্ন রাবী'আ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যাইয়া বলেন, আমরা দেখি যে, কুরাইশরা পরস্পরে আলাপ করিতেছে। কিন্তু উহারা আমাদিগকে দেখিলেই আলাপ বন্ধ করিয়া নিশ্চুপ হইয়া যায়। (অর্থাৎ, উহারা আমাদিগের সহিত আলাপ করিতে অনীহা দেখায়।) এই কথা শুনার পর রাসূলুল্লাহ (সা) ভীষণ রাগান্বিত হন এবং তাঁহার কপাল বহিয়া দরদর করিয়া ঘাম পড়িতে থাকে। এই অবস্থায় তিনি বলেন ঃ "কোন মুসলিমের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করিতে পারিবে না, যদি না তাহার অন্তরে আল্লাহ্ ও আমার (কারাবাত) আত্মীয়তার কারণে তোমাদিগের প্রতি ভালবাসা না থাকিবে।"

ইমাম বুখারী (র) .... আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর মত তাঁহার আহলে বাইতকেও সম্মান, শ্রদ্ধা ও সমীহ কর।"

সহীহ্ হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আলী (রা)-কে বলেন, 'আমি আমার আত্মীয়দিগের চেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আত্মীয়দিগকে অধিক ভালবাসি।'

উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আব্বাস (রা)-কে বলিয়াছিলেন, 'তোমার ইসলাম গ্রহণ করা আমার নিকট আমার পিতা খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ করার চেয়েও প্রিয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ করার চেয়ে তোমার ইসলাম গ্রহণ করা অধিক প্রিয় ছিল।'

অতএব প্রত্যেকের উচিত আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর মত রাসূল (সা)-এর আত্মীয়-স্বজনকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করা। যেমন– তাঁহারা করিতেন এই জন্যই তাঁহারা নবী ও রাসূলগণের পরে সকল সাহাবা ও মুমিনদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ।

ইমাম আহমদ (র) ...... ইয়াযিদ ইব্ন হাইয়্যান (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইয়াযিদ ইব্ন হাইয়্যান ও উমর ইব্ন মুসলিম (র) হযরত যায়দ ইব্ন আরকম (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমাদিগের সংগী হুযাইন (র) হযরত যায়দ ইব্ন আরকম (রা)-কে বলিলেন, 'হে যায়দ! আপনি ভাগ্যবান। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আপনি আর স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহার কথা আপনি শুনিয়াছেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত সালাত আদায় করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। হে যায়দ! আপনি অনেক কল্যাণই অর্জন করিয়াছেন। আপনি আমাদিগকে রাসূল (সা) হইতে শ্রবণকৃত কোন হাদীস বলিবেন কি?' অতঃপর তিনি বলিয়াছেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! বয়স আমার অনেক হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা)-ও বহুদিন হয় ইন্তেকাল করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে শুনা কিছু হাদীস এখন ভুলিয়া গিয়াছি। তবে আমি যাহা বলিব তাহা তোমরা মান্য করার ইচ্ছা নিয়া শুনিবে। নতুবা কেবল শুনিয়া যাওয়ার ইচ্ছায় শুনিয়া আমাকে কষ্ট দিবে না। এই কথা বলিয়া তিনি বলিলেন, 'একবার রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'খুম' নাম উপত্যকায় দাঁড়াইয়া আমাদিগের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। আল্লাহ্র সানা ও প্রশংসা এবং নসীহত বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন : "হে লোক সকল! আমি একজন মানুষ বটে। কিন্তু এই মুহূর্তে আল্লাহ্র কোন দূত আসিয়া আমাকে আদেশ করিলে উহা আমি গ্রহণ করিয়া নিব। আমি তোমাদিগের নিকট দুইটি জিনিস রাখিয়া যাইতেছি, যাহার একটি হইল আল্লাহ্র কিতাব। যাহাতে রহিয়াছে হিদায়াতের নূর। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে মযবূতভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে।" এই ব্যাপারে তিনি উৎসাহমূলক আরো অনেক কথা বলার পর বলিলেন, দ্বিতীয়টি হইল আমার আহলে বাইত। আমার আহলে বাইতের সহিত ব্যবহারের ব্যাপারে আমি তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ করাইতেছি। (তোমরা তাহাদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধার নজরে দেখিবে)।"

ইহার পর হুসাইন (র) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যায়দ! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আহলে বাইত কাহারা? রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীগণ কি তাঁহার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নয়? তিনি বলিলেন, হাঁ, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণও তাঁহার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। তবে আহলে বাইত হইলেন তাঁহারা যাঁহাদিগের উপর 'সাদকা' গ্রহণ করা হারাম করা হইয়াছে। তাঁহাদের সকলে আহলে বাইতের মধ্যে গণ্য। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা কাহারা ? তিনি বলিলেন, উহারা হইলেন আলে আলী, আলে আকীল, আলে জা'ফর ও আলে আব্বাস (রা) প্রমুখ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদিগের সকলের উপর 'সাদকা' গ্রহণ করা হারাম করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ। মুসলিম ও নাসায়ী...ইয়াযীদ ইব্‌ন হাব্বানের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী (র) ....যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি তোমাদিগের মধ্যে এমন জিনিস রাখিয়া যাইতেছি তাহা যদি তোমরা মযবূতভাবে আঁকড়ইয়া ধর, তবে আমার অবর্তমানেও তোমরা পথভ্রষ্ট হইবে না। ইহার প্রথমটি দ্বিতীয়টির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ কিতাবুল্লাহ—তথা একটি খোদায়ী রশি, যাহা আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত দীর্ঘ সূত্রে ঝুলন্ত গ্রথিত। আর দ্বিতীয়টি হইল, আমার আহলে বাইত। এই দুইটি পরস্পরে কখনো পৃথক্ হইবে না যতদিন না উভয়ে হাওযে কাওছারের তীরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। অতঃপর লক্ষণীয় বিষয় হইবে, আমার অবর্তমানে এই দুইটি বিষয়ের কতটুকু আমল কর।" এই রেওয়ায়েতটি একমাত্র তিরমিযীই বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অতঃপর তিরমিযী (র) ....জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিদায় হজ্জের দিন আরাফাত ময়দানে স্বীয় উষ্ট্রী 'কসওয়া'র পিঠে বসিয়ে ভাষণ দিতে আমি শুনিয়াছি। তিনি বলিতেছিলেন ঃ " হে লোক সকল! আমি তোমাদিগের মধ্যে দুইটি জিনিস রাখিয়া যাইতেছি; যদি তোমরা উহা আঁকড়াইয়া ধর তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হইবে না। যাহার একটি হইল কিতাবুল্লাহ্ এবং অপরটি হইল আমার আহলে বাইতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন।" এই হাদীসটি একমাত্র তিরমিযী (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, হাদীসটি হাসান ও গরীব। এই বিষয়ের উপর এই ধরনের হাদীস আবূ যর, আবূ সাঈদ, যায়দ ইব্‌ন আরকাম ও হুযাইফা ইব্‌ন আসাদ (রা) হইতেও রেওয়ায়েত করা হইয়াছে।

অতঃপর তিরমিযী (র) ....আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত ভোগ করিয়া তোমরা তাহাকে ভালবাস এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবাসার জন্য তোমরা আমাকেও ভালবাস। আর আমাকে ভালবাসার দাবীতে তোমরা আমার

আহ্‌লে বাইতকে ভালবাস।" অতঃপর তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটিও হাসান ও গরীব। এই ধরনের আরো বহু হাদীস রহিয়াছে যাহা إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا। আয়াতটির ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। (সকল প্রশংসা ও করুণা আল্লাহ্‌র।)

হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) ....হানাশ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হানাশ (র) বলেন, হযরত আবূ যর (রা)-কে একবার বাইতুল্লাহ্ শরীফের দরওয়াজার শিকল ধরিয়া বলিতে আমি শুনিয়াছি, তিনি বলিতেছিলেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা যাহারা আমাকে চিন তাহারা তো চিন, আর যাহারা আমাকে চিন না তাহারা শুন, আমি হইলাম আবূ যর। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি বলিতে শুনিয়াছি, তিনি একদা বলিতেছিলেন ঃ "আমার আহলে বাইত তোমাদিগের জন্য নূহ (আ)-এর কিস্তিস্বরূপ। যে সেই কিস্তিতে উঠিয়াছিল সে মুক্তি পাইয়াছিল এবং যে সেই কিস্তিতে উঠে নাই সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।" উপরোক্ত সনদে দুর্বলরূপে বর্ণিত।

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا অর্থাৎ যে উত্তম কাজ করে আমি তাহার জন্য ইহাতে কল্যাণ বর্ধিত করি এবং বর্ধিত করি বিনিময় ও সওয়াব।

যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

অর্থাৎ আল্লাহ্ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না এবং অণু পরিমাণ পুণ্যকার্য হইলেও আল্লাহ্ উহাকে দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ্ তাঁহার নিকট হইতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন।

পূর্ববর্তীদিগের কেহ বলিয়াছেন যে, নেক কার্যের বদলা হইল উহা সম্পাদন পরবর্তী নেককর্ম করা এবং পাপের বদলা হইল উহা সম্পাদন পরবর্তী পাপ কর্ম করা।

ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা পাপ বেশী হইলেও ক্ষমা করেন এবং পাপ গোপন করেন এবং পুণ্য কম হইলেও বৃদ্ধি করেন। আর তিনি পাপ গোপন করেন এবং পুণ্য বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়া দেন এবং তাহার মূল্য দান করেন।

ইহার পরের আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ

অর্থাৎ উহারা কি বলিতে চায় যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে—জালিমদের ধারণা মতে সত্যই যদি তুমি মিথ্যা উদ্ভাবন করিতে يَخْتِمْ

عَلٰى قَلْبِكَ—তাহা হইলে তিনি তোমার হৃদয় মোহর করিয়া দিতেন এবং তোমার নিকট অবতারিত কুরআনের সকল কিছু দূর করিয়া দিতাম।

যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ- ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ- فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ-

অর্থাৎ সে যদি কিছু রচনা করিয়া আমার নামে চালাইতে চেষ্টা করিত, আমি তাহাকে কঠোর হস্তে দমন করিতাম এবং কাটিয়া দিতাম তাহার কণ্ঠ শিরা; তোমাদিগের কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিতে না।

وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ অর্থাৎ মিথ্যাকে মুছিয়া দেন। উল্লেখ্য যে, এই বাক্যটি يَخْتِمْ -এর মত عطف হইত হয় নাই। অন্যথায় ইহা يَخْتِمْ এর মত جزم হইত। বরং নতুন বাক্য আরম্ভ হওয়ার কারণে مَرْفُوْعٌ হইত।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, এই স্থানে লিখার নিয়ম অনুযায়ী يَمْحُوْ-এর واو -কে উহ্য করা হইয়াছে। যেমন এই সকল আয়াতাংশেও واو উহ্য করা হইয়াছে।

(ويدعو) وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَائَهُ এবং (سندعو) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ইত্যাদি এবং وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ এই বাক্যটি معطوف হইয়াছে। وَيَمْحُ اللّٰهُ بِالْخَيْرِ الْبَاطِلَ-এই আয়াতাংশের স্বীয় ভাষণের মাধ্যমে সত্যকে দলীল ও প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত ও স্পষ্ট করেন।

اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ অর্থাৎ অন্তরে যাহা লুকায়িত আছে সে বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবহিত।

(٢٥) وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝

(٢٦) وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۝

(٢٧) وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ۚ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ○

(٢٨) وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَهُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ ○

২৫. তিনিই তাঁহার বান্দাদিগের তওবা কবূল করেন এবং পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যাহা কর তিনি তাহা জানেন।

২৬. তিনি মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণদিগের আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাহাদিগের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ বর্ধিত করেন; কাফিরদিগের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি।

২৭. আল্লাহ্ তাঁহার সকল বান্দাকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তাহারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করিত; কিন্তু তিনি তাঁহার ইচ্ছা মত পরিমাণই দিয়া থাকেন। তিনি তাঁহার বান্দাদিগকে সম্যক জানেন ও দেখেন।

২৮. উহারা যখন হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে তখন তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং তাঁহার করুণা বিস্তার করেন। তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসার্হ।

তাফসীর ঃ এইস্থানে আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত দয়াদ্রতার সহিত বান্দার তাওবা কবূল করার প্রসংগে আলোচনা করিয়াছেন। তাই যখন কোন বান্দা অত্যন্ত লজ্জাবনত হইয়া আল্লাহ্র নিকট স্বীয় পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা করুণা ও ধৈর্যশীলতার সহিত তাহার পাপ ক্ষমা করিয়া দেন এবং তাহার অপরাধ আবৃত করিয়া দেন।

যথা অন্য আয়াতে তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

অর্থাৎ কেহ কোন মন্দ কার্য করিয়া অথবা নিজের প্রতি জুলুম করিয়া পরে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহ্কে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাইবে।

সহীহ মুসলিম শরীফে ইমাম মুসলিম (র) ....আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন বান্দা আল্লাহ্র নিকট তাওবা করিলে তিনি এত খুশী হন, যেমন যদি কোন মরুভূমির

পথচারীর বাহন উষ্ট্রটি মরুভূমিতে হারাইয়া যায় এবং সেই উষ্ট্রের সাথে থাকে তাহার খাদ্য পানীয়সহ সকল জীবনোপকরণ সামগ্রী। আর খুঁজিয়া খুঁজিয়া উহা পাইতে নিরাশ হইয়া যায়।

পরিশেষে, নিরাশ হইয়া একটি বৃক্ষের ছায়াতলে শুইয়া পড়ে। আর এই সময় যদি সে চোখ খুলিয়া উষ্ট্রটি তাহার পাশে দাঁড়ান অবস্থায় দেখে তাৎক্ষণিক সে উহার লাগাম ধরিয়া লইবে এবং সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়। অতঃপর বলেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমার বান্দা এবং আমি তোমার প্রভু। অতি আনন্দে ভুল করিয়া সে এমন কথা বলিয়া ফেলে। (বান্দা তাওবা করিলে আল্লাহ্ও এইরূপ খুশী হন)। সহীহ হাদীসে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতেও অনুরূপ উল্লেখিত রহিয়াছে।

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে আবদুর রায্যাক (র) আমর এর মাধ্যমে যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কোন বান্দা তাওবা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা এত খুশী হন যত খুশী না হয় সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি মরুপথে পিপাসার্ত অবস্থায় স্বীয় একমাত্র বাহন উটটি হারাইয়া ফেলে এবং যদি কোথাও পানির সন্ধান না পাইয়া জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকে আর এই মুহূর্তে যদি দৈবাৎ সে তাহার উটটি পাইয়া যায়।"

হাম্মাম ইব্ন হারিছ (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, কোন ব্যক্তি কোন মহিলার সহিত অপকর্ম করার পর সে তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে কি ? তিনি জবাবে বলেন, 'বিবাহ করার মধ্যে কোন দোষ বা পাপ নাই।' অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ 'তিনি তাঁহার বান্দাদিগের তাওবা কবূল করেন।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইব্ন জারীর (র) হাম্মাম (র) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর বলা হইয়াছে যে, وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ তিনি তাঁহার বান্দাদিগের পাপ মোচন করিয়া দেন। অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য তিনি বান্দাদিগের তাওবা কবূল করেন এবং বিগত জীবনের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দেন।

وَيَعْلَمُ مَاتَفْعَلُوْنَ - এবং তোমরা যাহা কর তিনি তাহা জানেন। অর্থাৎ তোমরা যাহা কর, যাহা সম্পাদন কর এবং যাহা বল সবকিছু জানেন এবং যে তাওবা করে তাঁহার তাওবা কবূল করেন।

وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ এবং তিনি বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদিগের ডাকে সাড়া দেন।

এই আয়াতাংশের অর্থে সুদ্দী (র) বলেন, তিনি বিশ্বাসী ও নেককারদিগের সকল ধরনের নেক দু'আ কবূল করেন।

ইব্‌ন জারীর ইহার অর্থে বলেন যে, তিনি উহাদিগের ব্যক্তিগত, পরিবার-পরিজন ও ভাইদিগের সম্বন্ধীয় সকল ধরনের দু'আ কবূল করেন। এবং তিনি কোন কোন আরবী ব্যাকরণবিদ হইতেও ইহার অর্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি ইহার অর্থ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ এই আয়াতাংশের সমর্থক বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ....সালমাহ ইব্‌ন সাবুরাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, মুআয (রা) সিরিয়ায় অবস্থানকালীন সময়ে তাঁহার মুজাহিদ সৈন্য বাহিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা ঈমানদার এবং তোমরাই হইবে জান্নাতের অধিবাসী। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি জোর আশাবাদী যে, তোমরা পারস্য ও রোমের যে সকল সৈনিকদিগকে বন্দী করিয়াছ তাহারাও জান্নাতে যাইবে। কেননা তাহারা যদি তোমাদিগের কোন কাজ করিয়া দেয় তবে খুশী হইয়া তোমরা বল, তুমি ভাল করিয়াছ। আল্লাহ্ তোমার কল্যাণ করুন এবং তোমরা বল, ভাল করিয়াই আল্লাহ্ তোমার প্রতি করুণা করুন। অতএব তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন যে,

وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ۔

অর্থাৎ তিনি বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদিগের আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাহাদিগের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ বর্ধিত করেন।

ইব্‌ন জারীর (র) কোন আরবী বিশারদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যে, الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ অর্থাৎ যাহারা সত্যের আহ্বানে সাড়া দেন এবং যাহারা হককে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া উহার অনুসরণ করেন তাহাদিগের প্রতি আল্লাহ্ তাঁহার অনুগ্রহ বর্ধিত করিয়া দেন।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ۔

অর্থাৎ যাহারা শ্রবণ করে শুধু তাহারাই ডাকে সাড়া দেয় আর মৃতকে আল্লাহ্ পুনর্জীবিত করিবেন।

وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ - তাহাদিগের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ বর্ধিত করিবেন। অর্থাৎ তিনি তাহাদিগের দু'আ কবূল করিবেন এবং তাহাদিগের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহার সমর্থনে আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ - এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ্

(সা) বলিয়াছেন ঃ "তাহাদিগের প্রতি বর্ধিত অনুগ্রহ করা অর্থ তাহাদিগের সুপারিশে নির্ঘাত জাহান্নামী এমন লোকদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করান হইবে, যাহাদিগের পক্ষ হইতে তাহারা সামান্যতম উপকার বা সহযোগিতা পাইয়াছিল।"

কাতাদা (র) ইবরাহীম নাখঈ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ -ইহার অর্থ হইল, তাহারা তাহাদিগের ভাইদিগের জন্য সুপারিশ করিবে এবং وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ -এর অর্থ হইল তাহারা তাহাদিগের ভাইদিগের ভাইদিগকে সুপারিশ করার জন্য অধিকার প্রাপ্ত হইবে।

ইহার পূর্ব আয়াতাংশ পর্যন্ত মু'মিনদিগের সৎকর্মপরায়ণতা ও তাহাদিগের জন্য বর্ধিত সুযোগ ও ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করার পর কাফিরদিগের জন্য অপেক্ষমান কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফিরদিগের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি তাঁহার বান্দাদিগকে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণের অতিরিক্ত প্রাচুর্য দান করিতেন তবে তাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিত এবং পরস্পরে হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হইত। অনিষ্টকর কাজে তাহারা পরস্পরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইত।

কাতাদা (র) বলেন, প্রচলিত বাক্য আছে, 'জীবনোপকরণের সামগ্রী এই পরিমাণে থাকা উত্তম যেই পরিমাণ সামগ্রী তাহাকে বেপরোয়া ও অহংকারী করিয়া তুলিবে না।'

এই প্রসংগে কাতাদা (র) উদ্ধৃতি পেশ করেন একটি হাদীস, যাহাতে বলা হইয়াছে, "আমি তোমাদিগের জন্য সবচেয়ে বেশী ভয় করি তোমাদিগের পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস দ্রব্য, যাহা আল্লাহ্ দান করিবেন এবং আরও একটি হাদীস যাহাতে মঙ্গলের পর অমঙ্গল আশংকার কথা উল্লেখ রহিয়াছে।"

وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌ অর্থাৎ যাহার যে পরিমাণ সমৃদ্ধি সহ্য করিবার শক্তি আছে তাহাকে তিনি এমনই পরিমাণ সমৃদ্ধি দান করেন। তিনি এই বিষয়ে অবগত রহিয়াছেন যে, কে কত পরিমাণ প্রাচুর্য পাইবার হকদার। তাই যে দারিদ্রতার উপযুক্ত তাহাকে তিনি দারিদ্রতা দান করেন এবং যে প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির উপযুক্ত তাহাকে তিনি প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি দান করেন।

যথা হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমার বান্দাদিগের মধ্যে কতক এমন আছে যে প্রাচুর্য পাওয়ার উপযুক্ত তাহাকে আমি প্রাচুর্য দান করি। যদি তাহাকে দারিদ্রতা দান করা হইত তবে সে দীন হারাইয়া ফেলিত। আর

কতক এমন আছে, যে দারিদ্রতার উপযুক্ত, তাহাকে দারিদ্রতা দান করিয়াছি । যদি সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য দান করা হইত তবে সে প্রাচুর্যের অবগাহনে গা ভাসাইয়া দীন হারাইয়া ফেলিত।"

ইহার পরের আয়াতে বলা হইয়াছে যে, وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَاقَنَطُوْا অর্থাৎ মানুষ বৃষ্টির অপেক্ষা করিয়া যখন নিরাশ হইয়া পড়ে তখন এই তীব্র প্রয়োজন ও ঘনঘটার মুহূর্তে আমি বারি বর্ষণ করি। যাহার দ্বারা মানুষের মনে নিরাশা ভাব এবং দুর্যোগ দূরীভূত হইয়া যায়।

যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ অর্থাৎ অবশ্যই উহারা উহাদিগের প্রতি বৃষ্টি প্রেরিত হইবার পূর্বে নিরাশ থাকে।

وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ-এবং তিনি তাঁহার করুণা বিস্তার করেন। অর্থাৎ এই অবস্থার পরে বারি বর্ষণ করেন সে সকল অঞ্চল ও সকল বসবাসকারীর জন্য।

কাতাদা (র) বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) -এর খিলাফতের সময় তাঁহাকে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! বৃষ্টি মোটেই হইতেছে না। মানুষ বৃষ্টি হইতে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। উমর (রা) বলেন, বৃষ্টি হইবে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَاقَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ

অর্থাৎ 'উহারা যখন হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে তখন তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং তাঁহার করুণা বিস্তার করেন। তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসার্হ।'

অভিভাবক ও প্রশংসার্হ অর্থ— কি করিলে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত সুখের হইবে তাহা সবচেয়ে তিনি বেশী জানেন। তাই তাঁহার প্রত্যেকটি কাজ ও পদক্ষেপ প্রশংসার দাবীদার। তাঁহার কোন কাজ বান্দার কল্যাণ কামনা বহির্ভূত নহে। বান্দার কল্যাণই তাঁহার কাম্য। অতএব তিনি অভিভাবক ও প্রশংসার্হ।

(٢٩) وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ۠

(৩০) وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۝

(৩১) وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

২৯. তাঁহার অন্যতম নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এই দুইয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীব-জন্তু ছড়াইয়া দিয়াছেন সেইগুলি; তিনি যখন ইচ্ছা তখনই উহাদিগকে সমবেত করিতে সক্ষম।

৩০. তোমাদিগের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাহা তো তোমাদিগের কৃতকর্মের ফল এবং তোমদিগের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।

৩১. তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদিগের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَمِنْ اٰيَاتِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বড়ত্ব, মহত্ব ও তাঁহার অপরাজেয় ক্ষমতার নিদর্শনসমূহের উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ তাহার একটি হইল ঃ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا

অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এই দুইয়ের মধ্যে যাহা ছড়াইয়া দিয়াছেন যথা ফেরেশতা, মানব, জ্বিন এবং সকল রং ও আকৃতির জন্তু-জানোয়ার, পশু-পক্ষী, যাহা আকাশ ও পৃথিবীর সর্বত্র ছাড়িয়া দিয়াছেন। هُوَ অর্থাৎ এই সকল সহ।

عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيْرٌ –তিনি কিয়ামতের দিবসে উহাদিগকে সমবেত করিতে সক্ষম। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম হইতে এই পর্যন্ত যত জীব জন্ম নিয়াছে উহাদিগের সকলকে তিনি কিয়ামতের দিন এমন এক ময়দানে সমবেত করিবেন, যেখানে একই সময় আহ্বানকারীর ডাক সকলকে শুনাইতে পারিবেন এবং দৃষ্টি সকলকে দেখিতে পাইবে। অতঃপর তাঁহার আদেশে সকলের ব্যাপারে ইনসাফ ভিত্তিক বিচার সমাধা করা হইবে।

পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ অর্থাৎ হে লোক সকল! তোমাদিগের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাহা তো তোমাদিগের পূর্ববর্তী সময়ের কৃতকর্মের ফল।

وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ অর্থাৎ তিনি তোমাদিগের অনেক অপরাধের শাস্তি না দিয়া তাহা তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।

যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে যে,

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ মানুষকে তাহাদিগের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না।

সহীহ্ হাদীসে আসিয়াছে ঃ "যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ! মু'মিন এমন কোন বিপদ, কষ্টে ও পেরেশানীতে পতিত হয় না, যাহার বদলায় আল্লাহ্ তাহার পাপ ক্ষমা না করেন। এমনকি সামান্য একটি কাঁটা বিদ্ধ হইলে সেই কষ্টের বদলায়ও আল্লাহ্ মু'মিনের পাপ ক্ষমা করিয়া দেন।"

ইব্ন জারীর (র) ...আইয়ূব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আইয়ূব (র) বলেন ঃ আমি আবূ কিলাবা (রা) লিখিত কিতাবের একটি পাণ্ডুলিপি পাঠ করিতেছিলাম। উহাতে তিনি উল্লেখ করেন,

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ - وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ -

এই আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আহার করিতেছিলেন। তিনি আহার হইতে বিরত হইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যে কোন পাপ ও পুণ্যের বিষয় যাহা আমি করিব তাহার কি প্রতিফল প্রদান করা হইবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তুমি কি জান না যে, অপছন্দনীয় কোন কাজ করিলে তাহাও পাপের সামান্যতম অংশ হিসাবে গণ্য হইবে এবং নেক কর্মের সামান্যতম অংশও জমা রাখা হইবে ? পরিশেষে তোমাকে ঐ সব কার্যের বিনিময় প্রদান করা হইবে কিয়ামতের দিন।

আবূ ইদরীস (র) বলেন, এই হাদীসটি কুরআনের এই আয়াতেরই অন্তর্ভুক্ত।

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ -

অর্থাৎ তোমাদিগের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাহা তো তোমাদিগের কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদিগের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করিয়া দেন। ইব্ন জারীর (র) বলেন, অন্য সূত্রে আবূ কালাবা (র), আমাশ (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে পূর্বোক্ত সূত্রটিই অধিক বিশুদ্ধ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা আলী (রা) সমবেত সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, আমি তোমাদিগকে বলিব কি কুরআনের

সর্বোত্তম আয়াতটি এবং সেই আয়াতটির ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি ভাষ্য প্রদান করিয়াছিলেন তাহা ? অতঃপর তিনি আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

مَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ-

আলী (রা) বলেন, আয়াতটি পাঠ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলেন, হে আলী! আমি ইহার ব্যাখ্যা তোমাকে বলিব ? শুন, যত রোগ, বিপদ ও ভোগান্তি তোমাদিগের উপর আপতিত হয় তাহা তোমাদিগেরই হাতের কামাই বৈ কি ? আল্লাহ্ অত্যন্ত ধৈর্যশীল। তিনি এই সব শাস্তি পরকালে দিবেন। আর তিনি যে পাপ দুনিয়াতে মাফ করিয়া দিয়াছেন, সেই মাফকৃত পাপের জন্য বান্দাকে পুনরায় শাস্তি ভোগ করানো, ইহা করুণাময় আল্লাহ্র পক্ষে সম্ভব নহে।

ইমাম আহমদ (র) ....আলী (রা) হইতে মওকূফরূপে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ একটি মওকূফ সূত্রে ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....আবূ জুহাইফা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ জুহাইফা (র) বলেন, একদা আমি হযরত আলী (রা)-এর নিকট প্রবেশ করিলে তিনি আমাকে বলেন, আমি তোমাদিগকে এমন একটি হাদীস শুনাইব কি যাহা প্রত্যেকের জানা থাকা একান্ত জরুরী। তাঁহার এই জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে আমরা তাঁহাকে তাহা বলিতে অনুরোধ করিলে তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন যে,

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ-

অতঃপর বলেন, প্রত্যেককে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার কৃতকর্মের জন্য বিপদ-আপদ দিয়া থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ধৈর্যশীল। তিনি কিয়ামতের দিন এই সব পাপের জন্য আবার শাস্তি দিবেন না । তবে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অনেক পাপ ক্ষমা করিয়া দেন। আর এই সব ক্ষমাকৃত পাপের পুনরুল্লেখ করিয়া কিয়ামাতের দিন বান্দাকে শাস্তি দেওয়া হইতে আল্লাহ্ অতি মহান।

ইমাম আহমদ (র) .... ইব্ন আবূ সুফিয়ান ওরফে মুআবিয়া (রা) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আবূ সুফিয়ান ওরফে মুআবিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন ঃ "মু'মিন ব্যক্তি শরীরে এমন কোন অসুস্থতা ভোগ করে না যাহার বদলায় আল্লাহ্ তাহার পাপমোচন করিয়া না দেন।"

ইমাম আহমদ (র) ....আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যখন ঈমানদার ব্যক্তির পাপ বৃদ্ধি পায় এবং যদি উহার কাফ্ফারার কোন পন্থা না থাকে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দুঃখ ও চিন্তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেন। আর ইহা তাহার পাপের কাফ্ফারা হিসাবে পরিগণিত হয়।"

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ....হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র) বলেন,

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

যখন এই আয়াতটি নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "যে সত্তার হাতে আমি মুহাম্মদের প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ! লাঠির সামান্য খোঁচা, পাথরের সামান্য আঘাত এবং চলার পথে হোঁচট খাইয়া পড়া কোন না কোন পাপের কারণেই হইয়া থাকে। আর এই ধরনের ছোট ছোট আঘাত পাওয়ার কারণে বহু পাপ আল্লাহ্ ক্ষমাও করিয়া দেন।"

তিনি ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) হইতেও বর্ণনা করেন যে, ইম্রান ইব্‌ন হুসাইন (রা) বলেন, তিনি অসুস্থ থাকা অবস্থায় কয়েকজন সাহাবী তাঁহার রোগ দর্শন করিতে আসিলে তাহাদিগের কেহ বলেন, আপনার রোগ যন্ত্রণা দৃষ্টে আমরা ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছি। হামদরদীপূর্ণ কথার জবাবে তিনি বলেন, না না, তোমরা চিন্তিত হইও না। এ আর কিছু না। ইহা হইল পাপের কারণে। আর অনেক গুনাহ্ই আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়া দেন। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ -

অর্থাৎ তোমাদিগের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাহা তো তোমাদিগের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমদিগের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।

তিনি আবূল বিলাদ (র) হইতেও বর্ণনা করেন। আবূল বিলাদ (র) বলেন, আমি আলা ইব্‌ন বদরকে এই আয়াতটি— وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ - পাঠ করিয়া শুনাইয়া বলিলাম, হযরত! আমি তো অপ্রাপ্তবয়স্ক। তবুও কেন আমি অন্ধ হইয়া গেলাম ? তিনি বলিলেন, ইহা তোমার পিতা মাতার কৃতকর্মের ফল।

তিনি যাহ্হাক (র) হইতেও বর্ণনা করেন যে, যাহ্হাক (র) বলেন, কুরআন হিফজ করার পর কেবল পাপের কারণে তাহা ভুলিয়া যায়। এই সম্পর্কে ইহা ব্যতীত আমার আর কোন কারণ জানা নাই। এই কথা বলিয়া এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ -

অতঃপর বলেন, হিফ্জ করার পর কুরআন ভুলিয়া যাওয়ার চেয়ে বড় বিপদ আর কি হইতে পারে ?

(٣٢) وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۝

(٣٣) اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝

(٣٤) اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ۝

(٣٥) وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا ۭ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ۝

৩২. তাহার অন্যতম নিদর্শন পর্বত সদৃশ সমুদ্রে চলমান নৌযান।

৩৩. তিনি ইচ্ছা করিলে বায়ুকে স্তব্ধ করিয়া দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হইয়া পড়িবে সমুদ্র পৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

৩৪. অথবা তিনি তাহাদিগের কৃতকর্মের জন্য সেইগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারেন এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন।

৩৫, আর আমার নিদর্শন সম্পর্কে যাহারা বিতর্ক করে তাহারা জানিতে পারে যে, তাহাদিগের কোন নিষ্কৃতি নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তাঁহার নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হইল, সমুদ্রগামী পর্বত সদৃশ পোতসমূহ। তিনি সমুদ্রে বায়ু প্রবাহকে সচল রাখেন, যাহাতে জলযানসমূহ নিশ্চল না হইয়া পড়ে। আর বড় বড় জলযানসমূহ সমুদ্রবক্ষে পর্বতসদৃশ মনে হয়।

আর اعلام অর্থ পর্বত। ইহা বলিয়াছেন মুজাহিদ, হাসান, সুদ্দী ও যাহ্হাক (র)। অর্থাৎ সমুদ্রগামী পোতসমূহ পর্বতসমূহ মনে হওয়া তাঁহার নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি নিদর্শন।

اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ অর্থাৎ তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে সমুদ্রবক্ষে চলমান পোতসমূহকে নিস্তব্ধ করিয়া দিতে সক্ষম। পোতসমূহ সমুদ্রবক্ষে স্তব্ধ হইয়া থাকিবে—পোতসমূহ একটুও অগ্রসর হইতে পারিবে না বরং মূর্তির মত দাঁড়াইয়া থাকিবে।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ–নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে ধৈর্যশীলদিগের জন্য, অর্থাৎ বিপদ ও ঘনঘটার মুহূর্তে যাহারা ধৈর্যধারণ করিতে অভ্যস্ত তাহাদিগের জন্য ইহাতে শিক্ষণীয় জিনিস রহিয়াছে।

شَكُوْرٍ অর্থাৎ বায়ু প্রবাহ স্তব্ধ করিয়া দিয়া তিনি জলযানসমূহ বন্ধ করিয়া দিতে পারেন—তাঁহার এই শক্তিতে যাহারা বিশ্বাসী এবং যাহারা তাঁহার নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে সেই সব লোকদিগের জন্য ইহাতে শিক্ষার অনেক কিছু রহিয়াছে।

اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলে সমুদ্রবক্ষে চলমান জলযানসমূহ এবং উহার আরোহীদিগকে উহাদিগের পাপকর্মের কারণে সলীল সমাহিত করিতে পারেন।

وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ অর্থাৎ এবং অনেককে তিনি ক্ষমা করিয়াছেন। তবে তিনি যদি প্রত্যেকের প্রতিটি পাপের উপর পাকড়াও করিতেন তবে সমুদ্রগামী প্রত্যেকটি আরোহীকে সলীলে সমাহিত করিয়া ধ্বংস করিয়া দিতেন।

اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কোন মুফাসসির এইভাবে করিয়াছেন যে, তিনি যদি সর্বক্ষণের জন্য বায়ু প্রবাহকে তীব্র, দমকা ও ঘুর্ণায়মান করিতেন তবে সমুদ্রবক্ষে চলমান একটি জলযানও নিজ উদ্দিষ্ট পথে পৌছিতে পারিত না। হাওয়ার এবড়ো-থেবড়ো আঘাতে যানগুলি এইদিক সেইদিক চলিয়া যাইত এবং এইভাবে যানসহ আরোহীগণ সমুদ্রবক্ষে ধ্বংস হইয়া যাইত। তবে এই ব্যাখ্যাও উপরোক্ত ব্যাখ্যাটির প্রায়ই কাছাকাছি।

মোটকথা, তিনি ইচ্ছা করিলে সম্রদ্রবক্ষে চলমান যানসমূহ বন্ধ করিয়া দিতে পারেন এবং তিনি পারেন সমুদ্রের বায়ু প্রবাহকে বেগবান করিয়া জলযানসহ আরোহীদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া স্বীয় দয়ায় আবহাওয়াকে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থায় রাখেন যাহাতে সমুদ্রারোহীরা বিপাকে না পড়ে। যথা তিনি বৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিতভাবে বর্ষণ করেন। যদি অতিরিক্ত হারে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করিতেন তাহা হইলে আবাদসমূহ নষ্ট হইয়া যাইত। তাই তিনি যে অঞ্চলে যতটুকু প্রয়োজন সে অঞ্চলে ততটুকু বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

অতঃপর তিনি বলেন, وَيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ

অর্থাৎ যাহাতে আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে যাহারা বিতর্ক করে তাহারা জানিতে পারে যে, তাহাদিগের কোন নিষ্কৃতি নাই।

(٣٦) فَمَآ أُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝

(٣٧) وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ۝

(٣٨) وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

(٣٩) وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ۝

৩৬. বস্তুত তোমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে তাহা উত্তম ও স্থায়ী; তাহাদিগের জন্য যাহারা ঈমান আনে ও তাহাদিগের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

৩৭. যাহারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল পথ হইতে বাঁচিয়া থাকে বরং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্ষমা করিয়া দেয়,

৩৮. যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজদিগের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজদিগের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাহাদিগকে আমি যে রিযৃক দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে।

৩৯. এবং যাহারা অত্যাচারিত হইলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

তাফসীর ঃ পৃথিবীর অস্থায়ী সৌন্দর্য ও উহার ধ্বংসশীল সম্পদের মোহে না পড়ার জন্য সতর্ক করিয়া দিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَمَآ أُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا তোমাদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে যাহা পার্থিব জীবনের ভোগ অর্থাৎ তাই তোমরা ইহা সঞ্চয় করিও না এবং ব্যাকুল হইও না ইহা সঞ্চিত করিয়া রাখার জন্য। কেননা ইহার স্থায়ীত্ব খুবই স্বল্পদিন এবং এই পৃথিবী ও ইহার অভ্যন্তরস্ত সবকিছু অপসারমান ধ্বংসশীল وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে তাহা উত্তম ও স্থায়ী। অর্থাৎ, দুনিয়ার পিছনে ব্যাকুল হইয়া ছুটার চেয়ে সওয়াব কামাই

করা অনেক বেশী উত্তম ও বুদ্ধিমানের কাজ। কেননা পরকাল একটি স্থায়ী জগত আর ইহকাল অস্থায়ী জগত। অতএব স্থায়ী জগতের উপর অস্থায়ী জগতকে প্রাধান্য দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে কি?

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ তাহারা দুনিয়ার সহিত তাহাদিগকে মধুর সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত সেই বিরহ ব্যথা সহ্য করিয়াছে এবং وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ অর্থাৎ এই ধৈর্যটুকু গ্রহণ করার জন্য তাহাদিগকে তিনি সাহায্য করিবেন ওয়াজিব পালনে এবং হারাম হইতে নিবৃত্ত থাকিতে।

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ অর্থাৎ, যাহারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হইতে বাঁচিয়া থাকে। এই বিষয়ের উপর ইতিপূর্বে সূরা আ'রাফের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

وَاِذَا مَاغَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ এবং যাহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়াও ক্ষমা করিয়া দেয়। অর্থাৎ, ক্রোধাবিষ্ট হওয়ার প্রাক্কালেও অন্যায়মূলক ব্যবহার করা হইতে নিবৃত্ত থাকা এবং চরিত্রের সততা অটুট রাখা ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কাহারো উপর প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত না হওয়া।

সহীহ হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হইয়া যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজস্ব কোন ব্যাপারে কখনো কাহারো প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন না। তবে তাঁহার সামনে যদি তিনি খোদার আহকাম লাঞ্ছিত ও অবদমিত হইতে দেখিতেন তবে তাহার প্রতিশোধ নেয়া, প্রতিবাদ করা অন্য কথা।

অন্য একটি হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভীষণ ক্রোধের সময়ও কাউকে গালমন্দ তিরস্কার করিতেন না। বরং কেবল এই বাক্যটি তিনি বলিতেন ঃ লোকটির অবস্থা কি? তাহার হস্ত মৃত্তিকায় মলিন হোক। ইবন আবূ হাতিম (র).... ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (র) বলেন, 'মু'মিনরা পরাজয় ও অপমানিত হওয়া পছন্দ করে না এবং তাহারা বিজয়ী হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করার ইচ্ছাও পোষণ করে না। বরং তাহারা পরাজিত অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া দেয়।'

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ আর যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়।

অর্থাৎ, তাহারা আল্লাহ্র রাসূলের অনুসরণ করে, তাঁহার আদেশ-নিষেধ মান্য করে এবং তাহারা তাঁহার শাস্তির পথ এড়াইয়া চলে।

وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ আর সালাত কায়েম করে। যাহা ইবাদাতসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ইবাদত এবং যাহা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ আর নিজদিগের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজদিগের কর্ম সম্পাদন করে।

অর্থাৎ, পরামর্শ ব্যতীত তাহারা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিত না। যুদ্ধসহ সকল বিষয়ে তাহারা পারস্পারিক পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছিত।

যেমন– অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন– وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ অর্থাৎ, (আল্লাহ্‌র দয়ায় তুমি তাহাদিগের প্রতি কোমল হৃদয় হইয়াছিলে। যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হইতে তবে তাহারা তোমার আশপাশ হইতে সরিয়া পড়িত। সুতরাং তাহাদিগকে ক্ষমা কর এবং তাহাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর) এবং কাজে-কর্মে তাহাদিগের সহিত পরামর্শ কর। (এবং তুমি কোন সংকল্প করিলে আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করিবে। যাহারা নির্ভর করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে পছন্দ করেন।)

তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধসহ সকল বিষয়ে তাহাদিগের (সাহাবাদিগের) সহিত পরামর্শ করিতেন। যাহাতে সাহাবাগণও তাঁহার কর্ম ও সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকেন।

এই বিধানের আলোকেই হযরত উমর (রা) আহত হওয়ার পর অবস্থা আশংকাজনক পর্যায়ে পৌঁছিলে মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার পরে কাহাকে আমীরুল মু'মিনীন নির্বাচিত করা হইবে সেই জন্য ব্যাপারটি নিস্পত্তি করার জন্য বিশিষ্ট ছয়জন সাহাবীকে দায়িত্ব দিয়া যান। যাঁহারা হইলেন, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবাইর, হযরত সা'আদ ও হযরত আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)। হযরত উমর (রা) মৃত্যুবরণ করিলে এই সাহাবী ছয়জন পরামর্শের মাধ্যমে পরবর্তী আমীরুল মু'মিনীন হিসাবে হযরত উসমান (রা)-কে নির্বাচিত করেন।

যাহারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে এবং তাঁহার উপর নির্ভর করে তাহাদিগের আর একটি গুণ হইল وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ এবং তাহাদিগকে আমি যে জীবনোপকরণ দিয়াছি তাহা হইতে তাহারা ব্যয় করে। অর্থাৎ, সহনশীলতা ও সহমর্মিতাবোধে উজ্জীবিত হইয়া নৈতিক দাবীতে অভাবী মানুষকে তাহারা সাহায্য করে।

পরিশেষে বলা হইয়াছে যে, وَالَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ

এবং যাহারা অত্যাচারিত হইলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অর্থাৎ অত্যাচার করিলে অত্যাচারীর প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা তাহারা রাখে। মজলুমকে জালিমের কবল হইতে তাহারা মুক্ত করিতে পারে। শুধু তাহাই নহে জালিমকে কঠোর শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা তাহারা রাখে এবং প্রয়োজনে তাহারা জালিমের শিক্ষা দিয়াও থাকে। কিন্তু তাহাদিগের সবচেয়ে বড় গুণ হইল প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা তাহাদিগের থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারা পরাজিত জালিমকে ক্ষমা করিয়া দেয়।

যথা হযরত ইউসুফ (আ) তাঁহার ভাইদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ অর্থাৎ, সে বলিল, আজ তোমাদিগের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। তাঁহার ভাইদিগের কৃতকর্মের প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা হযরত ইউসুফ (আ)-এর ছিল। কিন্তু তিনি তাহার ক্ষমাহীন অপরাধের অপরাধী ভাইদিগকে বলিলেন, তোমাদিগের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। যথা হুদায়বিয়ার দিন মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়া যে আশিজন কাফিরকে গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে বন্দী করা হইয়াছিল তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ক্ষমাপূর্বক বন্দীমুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। যদিও তাহারা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত ছিল এবং যদিও তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর ছিল। কিন্তু মহানুভব নবী তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন।

অনুরূপভাবে গাওরাছ ইব্ন হারিছকে তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনের মধ্য একটি বৃক্ষের শাখায় স্বীয় তরবারি ঝুলাইয়া রাখিয়া তথায় শয়ন করিলে এই মুহূর্তে সে তাঁহার ঝুলন্ত তরবারিখানা নিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যা করার জন্য উদ্যত হইলে তিনি তাহাকে ধমক দেন এবং এক পর্যায়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তরবারিখানা তাহার হাত হইতে পড়িয়া যায়। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উঠিয়া তরবারিখানা হাতে নেন এবং অপরাধী স্বীয় গরদান ঝুঁকাইয়া দিলে দয়ার নবী তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার নিকটবর্তী সাহাব্যদিগকেও ডাকিয়া এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন।

লবীদ ইব্ন আইস নামক যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যাদু করিয়াছিল এবং প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তিনি যাদুকরের সন্ধান পাওয়ার পর তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার অপকর্মের স্বীকার করার পরও রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে কোন শাস্তি দিলেন না বরং তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন।

অনুরূপভাবে সেই ইয়াহুদী মহিলাকে তিনি ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন, যে মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া হত্যা করিতে চাহিয়াছিল। যাহার নাম ছিল যয়নব এবং সে খয়বারের ইয়াহুদী পরিবারের মুরাহহাব নামক ইয়াহুদীর বোন ছিল। যে ব্যক্তি খায়বারের যুদ্ধে মাহমূদ ইব্ন সালমাহ (রা)-এর হাতে নিহত হইয়াছিল। সেই মহিলা বকরীর কাঁধের গোস্তের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে পরিবেশন করিয়াছিল। সেই গোস্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুখে দিলে উহাতে বিষ মিশ্রিত রহিয়াছে বলিয়া গোস্ত নিজে তাঁহাকে জানাইয়া দেয়। পরে তিনি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার অপকর্মের কথা স্বীকার করে। অতঃপর

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কেন ইহা করিলে? মহিলা বলিল, আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে পরীক্ষা করা। তুমি যদি সত্যিকার নবী হইয়া থাক তবে ইহা তোমাকে কোন ক্রিয়া করিবে না এবং তুমি যদি মিথ্যা নবী হইয়া থাক তবে ইহা তোমাকে ক্রিয়া করিবে। মহিলা স্বীয় অপকর্ম স্বীকার করার পরও তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। কিন্তু সেই গোস্ত খাইয়া সাহাবী বিশর ইব্ন বাররী (রা) নিহত হওয়ার জন্য কুচক্রী যয়নবকে মৃত্যদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। এই ধরনের বহু ঘটনার মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মহানুভবতার জ্বলন্ত প্রমাণ রহিয়াছে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

(٤٠) وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ○

(٤١) وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ○

(٤٢) إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

(٤٣) وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ○

৪০. মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করিয়া দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে তাহার পুরস্কার আল্লাহ্র নিকট আছে। আল্লাহ্ জালিমদিগকে পছন্দ করেন না।

৪১. তবে অত্যাচারিত হইবার পর যাহারা প্রতিবিধান করে তাহাদিগের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৪২. কেবল তাহাদিগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে যাহারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায় বিদ্রোহাচরণ করিয়া বেড়ায়, উহাদিগের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি।

৪৩. অবশ্য যে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করিয়া দেয় উহা তো হইবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন ঃ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدٰى عَلَيْكُمْ অর্থাৎ, সুতরাং যে কেহ তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে তোমরাও তাহাকে অনুরূপ আক্রমণ করিবে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক আরো বলিয়াছেন–

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهٖ

অর্থাৎ, যদি তোমরা শাস্তি দাওই তবে ঠিক ততখানি দিবে যতখানি অন্যায় তোমাদিগের প্রতি করা হয়।

এই সব আয়াতের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আর উহা হইল কিসাস গ্রহণ করা। তবে ফযীলতের বর্ণনা করিয়া ক্ষমা করিয়া দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে।

যেমন– অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে যে,

وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ـ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ

অর্থাৎ, এবং যখমের বদল অনুরূপ যখম। অতঃপর কেহ উহা ক্ষমা করিলে উহাতে তাহারই পাপ মোচন হইবে।

তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে, فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ অর্থাৎ, এবং যে ক্ষমা করিয়া দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে তাহার পুরস্কার আল্লাহ্র নিকট আছে।

যথা সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, "অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া দিলে ক্ষমাকারীর ইচ্ছাপূর্ণ হয় না বটে, কিন্তু ক্ষমা করিয়া দেওয়ার ফলে আল্লাহ্ তাহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দেন।"

اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ, যাহারা অন্যায়ের পথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং যাহারা সীমালংঘন করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে পছন্দ করেন না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَاعَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ

অর্থাৎ,তবে অত্যাচারিত হইবার পর যাহারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাহাদিগের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না এবং ইহাতে তাহাদিগের কোন পাপ হইবে না।

ইব্ন জারীর (র) ..... ইব্ন আউন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আউন (র) এই وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ আয়াতের انْتَصَارُ -এর অর্থ সম্পর্কে আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন জুদআনকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার মাতা উম্মে মুহাম্মাদ-এর বরাতে বলেন যে, তিনি প্রায়শই হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট আসা-যাওয়া করিতেন। তাহাকে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা) বলিয়াছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার নিকট যান, তখন হযরত যয়নবও তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু যয়নব বিনতে জাহ্শ (রা) যে তথায় আছেন তাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা) খেয়াল করেন নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাত বাড়াইয়া আয়িশা (রা)-কে আহবান করিলে তখন ইশারায় যয়নবের উপস্থিতি তিনি তাহাকে জানাইয়া দেন। এই ব্যাপারটি যয়নব (রা) বুঝিতে পারিয়া হযরত আয়িশা (রা)-এর উপর চটিয়া যান এবং তাহাকে গালমন্দ করিতে থাকেন। হুযূর (সা) তাঁহাকে গালমন্দ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার আবেদন উপেক্ষা করিয়া অনর্গল আয়িশা (রা)-কে বকাবকি করিতে থাকেন। পরে হুযূর (সা) এই অবস্থা দেখিয়া আয়িশা (রা)-কে তাহার কথার জবাব দেওয়ার জন্য অনুমতি দেন। ফলে আয়িশা (রা)-ও তাঁহাকে ভাল-মন্দ দুই চার কথা বলিয়া দেন এবং হযরত যয়নব (রা) কাবু হইয়া যান। কিন্তু তিনি সোজা হযরত আলী (রা)-এর নিকট যাইয়া নালিশ করেন এবং বলেন যে, আয়িশা (রা) তোমার সম্বন্ধে এই এই কথা বলিয়াছেন। হযরত ফাতিমা (রা)-এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট আসিয়া বলেন, কা'বার প্রভুর শপথ! আমি আয়িশাকে শ্রদ্ধা করি (কিন্তু তিনি এই সব কথা কিভাবে বলিলেন?)। হযরত ফাতিমা (রা) আর কথা না বাড়াইয়া তখন চলিয়া গেলেন। তিনি বাড়ী যাইয়া সমস্ত ঘটনা হযরত আলী (রা)-কে বলিলেন। পরে হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া এই ব্যাপারে আলোচনা করেন।

উল্লেখ্য যে, এই হাদীসটির বর্ণনাকারী আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন জুদআন নির্ভরযোগ্য রাবী নন। তাহার উপর মউযূ হাদীস বর্ণনা করার অভিযোগ রহিয়াছে। অতএব তাহার বর্ণিত এই হাদীসটি প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

তবে উক্ত বর্ণনার বিপরীত বর্ণনার হাদীসটি বিশুদ্ধ যাহা নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) ...... উরওয়া (র) হইতে ইমাম নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ্ বর্ণনা করেন। উরওয়া (র) বলেন, হযরত আয়িশা (রা) তাহাকে বলিয়াছেন যে, একবার হযরত যয়নব (রা) রাগত অবস্থায় অনুমতি ব্যতীত হযরত আয়িশা (রা)-এর ঘরে ঢুকিয়া হুযূর (সা)-এর নিকট তাহার সম্পর্কে অভিযোগ করেন এবং তাহাকে যথেষ্ট গাল-মন্দ করেন। অনুমতি ছাড়া তাহার এইভাবে ঢুকিয়া বকাবকি করাতে হুযূর (সা) অস্বস্তিবোধ করিতেছিলেন। কিন্তু হযরত আয়িশা (রা)-কে ও কোন প্রত্যুত্তর করিতে দিলেন না। আর যয়নাবের অনর্গল বকবকানীও থামিতেছিল না। তাই হুযূর (সা) আয়িশা (রা)-কে বলিলেন,

(دُوْنَكَ فَانْتَصِرِىْ) তুমি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। ফলে আয়িশা (রা) প্রত্যুত্তর করিতে শুরু করিলে হযরত যয়নব (রা) নিরুত্তর হইয়া যান এবং তাঁহার মুখের থুথু শুকাইয়া যায়। ফরে হুযূর (সা)-এর চেহারা হইতে অস্বস্তি বোধের ভাবটিও কাটিয়া যায়। এই বর্ণনাটি নাসায়ী শরীফ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

বায্যার (র) ...... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অত্যাচারিত হওয়ার পর জালিমকে প্রত্যুত্তর করিল সে জালিমের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিল।"

মাইমূন ওরফে আবূ হামযাহ হইতে আবূল আহওয়াসের হাদীসে তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিরমিযী (র) বলেন, এই রেওয়ায়েত ব্যতীত অন্য কোন রেওয়ায়েত আবূ হামযাহ হইতে বর্ণিত হয় নাই। আর এই ব্যক্তির স্মরণ শক্তির ব্যাপারেও অনেকে সমালোচনা করা হইয়াছে।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اِنَّمَا السَّبِيْلُ। অর্থাৎ প্রতিশোধ ও পাপ তাহাদিগের উপর বর্তাবে عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ। অর্থাৎ, কেবল তাহাদিগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে যাহারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহাচরণ করিয়া বেড়ায়।

যথা সহীহ হাদীসের মধ্যে আসিয়াছে যে, পরস্পর দুইজন মন্দ বকাবকীর মধ্যে যে প্রথম বকাবকী শুরু করিবে উভয়ের পাপ তাহার উপর বর্তাইবে। যতক্ষণ না দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিশোধের সীমা অতিক্রম করিবে।

اُوْلٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ, উহাদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি। আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শাইবা (র) .... মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়াসি (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়াসি (র) বলেন, একবার মক্কার দিকে যাইতেছিলাম, তখন পথিমধ্যে দেখি যে, খন্দকের উপর পুল নির্মাণ করা হইতেছে। আমি দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছিলাম। এমন সময় আমাকে বন্দী করা হইল এবং বসরার আমীর মারওয়ান ইব্‌ন মুহাল্লাযের নিকট নিয়া আমাকে উপস্থিত করা হইল। সে আমাকে বলিল, আবূ আব্দুল্লাহ! তুমি আমার নিকট কি চাও? আমি তাহাকে বলিলাম, যদি পার তবে আমার বনী আদীব ভাইয়ের মত তুমি হইয়া যাও। সে বলিল, কে তোমার বনী আদী গোত্রের ভাই? অতঃপর আমি তাহাকে বলিলাম, সে হইল আলী ইব্‌ন যিয়াদ। সে একবার তাহার এক বন্ধুকে কোন একটি জেলার প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ দান করিয়া একটি পত্রে তোমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিল যে, যথাসম্ভব মাথার বোঝা হাল্কা রাখিবে। তোমার হাত মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হওয়া হইতে এবং মুসলমানদের সম্পদ তসরুফ করা হইতে তুমি নিবৃত্ত থাকিবে। এই সব যদি তুমি যথাযথভাবে পালন কর

তবে তুমি দেখিবে যে, তোমার জন্য তোমার সম্মুখের পাপের সকল দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারে তাহাদিগের বেশী সচেতন হওয়া উচিত যাহারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং যাহারা অকারণে দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করে। আল্লাহ্ ভালো জানেন। লোকটির উপদেশগুলি মূল্যবান বটে। অতঃপর সে বলিল, আবূ আব্দুল্লাহ! এইবার বল তুমি কি চাও? আমি বলিলাম যে, "আমি চাই আমাকে আমার পরিবারের নিকট পৌঁছাইয়া দাও।" সে বলিল, 'আচ্ছা তাহাই হইবে।' ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা জুলুম ও জুলুমকারীদিগের সমালোচনা করিয়াছেন এবং কিসাস জারি করিয়া তাহা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। অতপর ধৈর্য-ধারণ ও ক্ষমা প্রদর্শন করার প্রশংসা করিয়া বলেন ঃ

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ অর্থাৎ, যে বিপদে ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করিবে এবং অত্যাচারীকে ক্ষমা করিয়া দিবে। اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ উহা হইবে বীরত্বের কাজ। আলোচ্য আয়াতটির ব্যাখ্যায় সাঈদ ইব্ন যুবাইর বলেন, আল্লাহ্ কর্তৃক অনুমোদিত পরিমাণ অত্যাচারের বদলা গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকা খুবই প্রশংসিত একটি পদক্ষেপ। যাহার দ্বারা পুণ্য লাভ হয় এবং লাভ হয় প্রশংসা ও শ্রদ্ধা।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... ফুযাইল ইব্ন ইয়াযের খাদিম মাসমাদ ইব্ন ইয়াযিদ হইতে বর্ণনা করেন। ফুযাইল ইব্ন ইয়ায (র) বলেন. যদি কোন ফরিয়াদী আসিয়া তোমার বিচার প্রার্থনা করে, তবে তুমি তাহাকে বল, ভাই! তুমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও। কেননা ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল তাকওয়ার অতি নিকটবর্তী। আর সে যদি ক্ষমা করিয়া দিতে অস্বীকার করে এবং বদলা গ্রহণ করার জন্য যদি সে অংগীকারাবদ্ধ হয়। তবে তাহাকে বল, আচ্ছা, তুমি বদলা গ্রহণ কর। কিন্তু এইরূপ কোন ঘটনায় তুমি আর জড়িত হইবে না। তবুও তোমাকে আমরা ক্ষমা করিয়া দিতে অনুরোধ করিতেছি। আর বলিতেছি যে, ক্ষমার দ্বার অনেক প্রশস্ত। পক্ষান্তরে বদলা গ্রহণ করার পরিণতি খুবই বিপদসংকুল ও প্রতিশোধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে। লক্ষ্য কর, বদলা গ্রহণ না করিয়া ক্ষমা প্রদর্শনকারী সুখের নিদ্রায় রাত্রি কাটায় এবং যে বদলা গ্রহণ করে সে সর্বক্ষণ পাল্টা আক্রমণের আশংকায় শংকিত থাকে। আর সর্বক্ষণ সে দুশ্চিন্তায় অনুগ্রস্ত হইয়া থাকে।

ইমাম আহমদ (র) .....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি আসিয়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে বকাবকি করিতে থাকে। তথায় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও উপস্থিত ছিলেন। অনাকাঙ্ক্ষিত এই ব্যাপারটায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং এক পর্যায়ে মৃদু হাসিলেন। কিন্তু লোকটির বকাবকি যখন সীমা অতিক্রম করিয়া যায় তখন আবূ বকর (রা) তাহার দুই

চারটা উত্তর দেন। আবূ বকর (রা) তাহার কথায় মৃদু প্রতিবাদ করিয়া দুই চারটি কথা বলার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাগান্বিত হন এবং সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। এই অবস্থা দেখিয়া আবূ বকর (রা)-ও তাঁহার অনসুরণ করেন এবং নিকটে গিয়া তাঁহাকে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! লোকটি আমাকে গালাগালি করিতেছিল আমি তাহা চুপ করিয়া শুনিতেছিলাম। আপনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু যখন আমি তাহার কথার জবাবে দুই চার কথা বলিলাম, তখন কেন আপনি রাগান্বিত হইয়া ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তুমি যতক্ষণ কোন উত্তর দিতেছিলে না ততক্ষণ তোমার পক্ষ হইতে ফেরেশতারা তাহার জবাব দিতেছিল। কিন্তু যখন তুমি নিজে তাহার কথার উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলে তখন ফেরেশতারা চলিয়া যায় এবং তাহাদিগের স্থান শয়তান দখল করিয়া নেয়। তাই তুমি বল, যে স্থানে শয়তান উপস্থিত হয় সে স্থানে আমি কি করিয়া থাকিতে পারি?

অতঃপর তিনি বলেন, হে আবূ বকর! প্রমাণিত তিনটি সত্য কথা মনে রাখিবে। এক, যাহার উপর অত্যাচার করা হয় এবং সে যদি উহা হইতে চশমপুশী করে তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দিবেন এবং তিনি তাহাকে সঠিক সহযোগিতা ও সাহায্য দান করিবেন। দুই, যে ব্যক্তি সম্পর্ক ও সংযোগ বৃদ্ধি করিবে, এবং আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সাহায্য-সহযোগিতা করিবে, আল্লাহ্ তাহার সকল জিনিসে বরকত দান করিবেন। তিন, আর যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে অন্যের নিকট ভিক্ষার হাত প্রশস্ত করিবে, তাহার সকল জিনিসগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা বরকত তুলিয়া নিবেন এবং আজীবন সে তাহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে।

সুফিয়ান ইব্ন উ'আইনার সূত্রে আব্দুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ হইতে আবূ দাউদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সাফওয়ান ইব্ন ঈসা ও আবূ দাউদ উভয়ে মুহাম্মদ ইব্ন আজলামের রেওয়ায়েতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। একটি মুরসাল সূত্রে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, অর্থের দিক দিয়া হাদীসটি খুবই চমৎকার। আর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উপদেশগুলির উপর আমল করিয়া গিয়াছেন। এই ব্যাপারে তিনি খুবই সতর্ক ছিলেন।

(٤٤) وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ۚ

(٤٥) وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ○

(٤٦) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ○ؕ

৪৪. আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তৎপর তাহার জন্য কোন অভিভাবক নাই। জালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন তুমি উহাদিগকে বলিতে শুনিবে, 'প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি?'

৪৫. তুমি উহাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, উহাদিগকে জাহান্নামের সম্মুখে উপস্থিত করা হইতেছে; তাহারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধনির্মীলিত নেত্রে তাকাইতেছে। মু'মিনরা কিয়ামতের দিন বলিবে, 'ক্ষতিগ্রস্ত তাহারাই যাহারা নিজদিগকে ও নিজদিগের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করিয়াছে।' জানিয়া রাখ, জালিমরা ভোগ করিবে স্থায়ী শাস্তি।

৪৬. আল্লাহ্ ব্যতীত উহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য উহাদিগের কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করিবেন তাহার কোন গতি নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই নিজের ক্ষমতার কথা অভিব্যক্ত করিয়া বলেন, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা সম্পাদিত করেন, তাঁহার ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কাহারো নাই। তিনি যাহা চাহেন না তাহা কখনো অস্তিত্বে আসে না। ইহার মুকাবিলা করার শক্তিও কাহারো নাই। তাই তিনি যাহাকে হিদায়েত দান করেন তাহাকে কেহ পথভ্রষ্ট করিতে পারে না এবং যাহাকে তিনি পথভ্রষ্ট করিবেন তাহাকে কেহ হিদায়েত দান করিতে পারিবে না। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا অর্থাৎ, তিনি যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তাহার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাইবে না।

ইহার পর তিনি জালিম মুশরিকদিগের সম্বন্ধে বলেন ঃ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন উহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন উহারা পৃথিবীতে পুনঃ প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিবে এবং বলিবে ঃ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ অর্থাৎ, তখন উহাদিগকে বলিতে শুনিবে, আমাদিগের প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি?

যেমন– অন্য আয়াতে উল্লেখিত হইয়াছে যে,

وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ـ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ ـ

অর্থাৎ তুমি যদি দেখিতে পাইতে যখন তাহাদিগকে অগ্নির পার্শ্বে দাঁড় করান হইবে এবং তাহারা বলিবে, 'হায়! যদি আমাদিগের প্রতিপালকের নির্দেশনকে মিথ্যা বলিতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।' না, পূর্বে তাহারা যাহা গোপন করিত তাহা এখন তাহাদিগের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহারা প্রত্যাবর্তিত হইলেও যাহা করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল পুনরায় তাহারা তাহাই করিত এবং তাহারাই মিথ্যাবাদী। পরবর্তী আয়াতে বলেন ঃ

وَتَرٰهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا অর্থাৎ, উহাদিগের জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হইলে তুমি উহাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, خَاشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ অর্থাৎ, পার্থিব জীবনের পাপের কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া থাকিবে এবং يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ভয়ে উহারা অর্ধ নির্মীলিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিবে।

মুজাহিদ (র) বলেন, ذَلِيْلٌ অর্থ উহারা দৃষ্টি চুরি করিয়া দেখিতে থাকিবে। অথচ উহারা যে শাস্তিকে ভয় করিতেছে তাহা অবশ্যই আপতিত হইবে। বরং উহারা অন্তরে যাহা ভাবিতেছে ইহার চেয়েও কঠিন শাস্তি আপতিত হইবে। (জাহান্নামের সেই শাস্তি হইতে আমাদিগকে আল্লাহ্ নিরাপদ রাখুন।)

وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বিশ্বাসীরা কিয়ামতের দিন বলিবে, اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত তাহারাই الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَ اَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ যাহারা নিজদিগের ও নিজদিগের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করিয়াছে। অর্থাৎ, উহাদিগকে শাস্তির আকর জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে এবং অনাদিকাল তাহারা তথায় শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করিতে থাকিবে। নিজেদের কর্মদোষের জন্য এই শাস্তি উহারা

ভোগ করিবে। ফলে উহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে নিজ পরিজনবর্গ, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট হইতে। অবশ্য উহার জন্য উহার পরিজনবর্গ, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরাও কম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না।

اَلَا اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِىْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ অর্থাৎ, জানিয়া রাখ, সীমালংঘনকারীরা অনাদিকাল তথায় শাস্তিভোগ করিবে, কোন অবস্থায় উহারা তাহা হইতে নিস্কৃতি পাইবে না এবং তাহা হইতে উহাদিগের মুক্ত করার ক্ষমতাও কাহারো থাকিবে না। উহাদিগের ব্যাপারে সুপারিশ করার কোন সুযোগ দেওয়া হইবে না।

তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে যে,

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَاءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র শাস্তির বিরুদ্ধে উহাদিগের সাহায্য করিবার জন্য উহাদিগের কোন অভিভাবক থাকিবে না।

আর وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيْلٍ আল্লাহ্ কাহাকেও পথভ্রষ্ট করিলে তাহার কোন গতি নাই। অর্থাৎ, তাহার সৎপথে চলার সব পথ বন্ধ হইয়া যায়।

(٤٧) اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ○

(٤٨) فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ○

৪৭. সে দিবস আসিবার পূর্বে তোমাদিগের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দাও, যাহা আল্লাহ্‌র বিধানে অপ্রতিরুদ্ধ, যেদিন তোমাদিগের কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না এবং তোমাদিগের জন্য উহা নিরোধ করিবার কেহ থাকিবে না।

৪৮. উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তোমাকে তো আমি ইহাদিগের রক্ষক করিয়া পাঠাই নাই। তোমার কাজ তো কেবল প্রচার করিয়া যাওয়া। আমি মানুষকে

যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে ইহাতে উৎফুল্ল হয় এবং যখন উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য উহাদিগের বিপদ-আপদ ঘটে তখন মানুষ হইয়া পড়ে অকৃতজ্ঞ।

তাফসীর ঃ ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের ভয়াবহ শাস্তির প্রতি ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃপর তিনি সেই দিনের অচিন্তনীয় শাস্তি হইতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে স্বীয় বান্দাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لاَّمَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ

অর্থাৎ, অকস্মাৎ সেই দিনটি আসিবার পূর্বে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দাও। সেই দিনটির আগমন অবশ্যম্ভাবী এবং উহা প্রতিরোধ করিবার শক্তি কাহারো নাই। উহার আগমন কেহই ঠেকাইতে পারিবে না।

مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاءٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ 'সেদিন তোমাদিগের কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না এবং তোমাদিগের জন্য উহা নিরোধ করিবার কেহ থাকিবে না।' অর্থাৎ যখন সেই দিনটির আগমন ঘটিবে তখন তোমাদিগকে পালাইবার কোন জায়গা থাকিবে না। আত্মগোপন করিয়া থাকার কোন সুযোগ তোমাদিগের থাকিবে না এবং আল্লাহ্ চোখে ধুলা দিয়া পালাবার সব বন্ধ পথ তখন খুঁজিয়া পাইবে না। কেননা আল্লাহ্র জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অপরিসীম এবং তাঁহার দৃষ্টি ও শক্তি সর্বব্যাপী। তাই সকলকে তাঁহারই দ্বারে উপস্থিত হইতে হইবে এবং সকলের সর্বশেষ প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট।

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ - كَلاَّ لاَوَزَرَ - اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَرُّ

অর্থাৎ, সেদিন মানুষ বলিবে, আজ পালাইবার স্থান কোথায়? না কোন আশ্রয়স্থল নাই। সেদিন ঠাঁই হইবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।

অতঃপর বলেন, فَاِنْ اَعْرَضُوْا অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ! মুশরিকরা যদি তোমার আহবান হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا অর্থাৎ, তবে উহাদিগকে হিদায়েতের উপর জবরদস্তি করিতে তোমাকে পাঠাই নাই। এবং لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ কাহাকেও হিদায়েত দান করার দায়িত্ব তোমার নহে বরং আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে হিদায়েত দান করেন। কাহাকেও হিদায়েত দান করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র। তাই আলোচ্য বিষয়ের উপর অন্যত্র বলা হইয়াছে فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ অর্থাৎ, তোমার দায়িত্ব হইল কেবল প্রচার করা— মানুষের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং শাসন ও হিসাব গ্রহণ করার দায়িত্ব আমার।

আর এই স্থানেও সেই কথা বলা হইয়াছে যে, اِنْ عَلَيْكَ اِلاَّ الْبَلاَغُ তোমার কাজ তো কেবল প্রচার করা। অর্থাৎ, মানুষের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছাইয়া দেওয়া এতটুকু তোমার দায়িত্ব।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَاِنَّا اِذَا اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا আমি মানুষকে যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে ইহাতে উৎফুল্ল হয়। وَاِنْ تُصِبْهُمْ যখন মানুষদিগের কৃতকর্মের জন্য মানুষদিগের سَيِّئَةٌ বিপদ-আপদ ঘটে فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ তখন মানুষ হইয়া পড়ে অকৃতজ্ঞ। অর্থাৎ, মানুষকে যখন সুখ স্পর্শ করে তখন সে সব ব্যাপারে সীমা ছাড়াইয়া আনন্দের আতিশয্যে গা ভাসাইয়া দেয় এবং যখন দুঃখ ও দৈন্য মানুষকে বেড়াইয়া ধরে, তখন সে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। পূর্বের সকল সুখ ও নিয়ামতের কথা সে ভুলিয়া যায়– জীবনে কোন সুখ যেন তাহাকে স্পর্শ করে নাই— এমনভাবে সে প্রকাশ করে। এক পর্যায়ে পূর্বের সকল নিয়ামত সে অস্বীকার করিয়া বসে।

যেমন মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "হে মহিলা সম্প্রদায়! তোমরা বেশী পরিমাণে দান কর। কেননা অধিক সংখ্যক মহিলাকে আমি জাহান্নামে জ্বলিতে দেখিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া জনৈক মহিলা জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহার কারণ কি? জবাবে তিনি বলেন, "তোমরা বেশি অনুযোগ কর, স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও এবং দীর্ঘ একটি যুগও যদি তোমাদিগের কেহ তাহার প্রতি ইহসান করে। আর এক পর্যায়ে যদি তোমরা একদিনের জন্য ইহসান বাদ দিয়া দাও, তবে সে তোমরা পূর্বেকার সকল ইহসান অস্বীকার করিয়া বলে– তোমার দ্বারা জীবনে কখনো কোন কল্যাণ দেখি নাই।"

এই অভ্যাস প্রায় সকল মহিলার। তবে যাহাকে আল্লাহ্ সঠিক বুঝ দান করেন, যাহাকে হিদায়াতের উপর পরিচালিত করেন এবং যাহাকে আল্লাহ্ সঠিক পথের দিশা দান করেন সেই কেবল ইহা হইতে নিবৃত্ত থাকেন। যাহারা সত্যিকার মু'মিন কেবল তাহারা এই সব ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন করিয়া থাকে।

যথা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, (যাহারা সত্যিকার মু'মিন) তাহারা সকল সুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যখন তাহাদিগকে দুঃখ স্পর্শ করে তখন তাহারা ধৈর্য অবলম্বন করে, যাহা তাহাদিগের জন্য কল্যাণকর হইয়া থাকে। আর এই বৈশিষ্ট্য কেবল মু'মিনদিগের মধ্যে থাকিয়া থাকে।

(٤٩) لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۙ

(৫০) اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

৪৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।

৫০. অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে করিয়া দেন বন্ধ্যা। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং এই দুইয়ের মালিকও তিনি। আর এই দুইয়ের অধিকর্তা একমাত্র তিনি। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা হয়, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন না, তাহা হয় না। তিনি যাহাকে ইচ্ছা দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা দেন না। তিনি কাহাকেও দেওয়ার ইচ্ছা করিলে তাহার ঠেকাবার শক্তি কাহারো নাই এবং তিনি কেহকে দেওয়ার ইচ্ছা না করিলে কোন শক্তি তাহা দিতে সমর্থ হয় না। আর তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন সৃষ্টি করেন। তাই তিনি যাহাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন। وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا অর্থাৎ, 'কেহকে তিনি কেবল কন্যা সন্তানের জনক করেন।' বাগভী (র) বলেন, যেমন হযরত লূত (আ)।

وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ অর্থাৎ 'যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি কেবল পুত্র সন্তান দান করেন।' বাগভী (র) বলেন। যেমন– হযরত ইবরাহীম (আ)। তাহার কোন কন্যা সন্তান ছিল না।

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا অর্থাৎ, 'অথবা তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পুত্র ও কন্যা উভয় লিংগের সন্তান দান করেন।' বাগভী (র) বলেন, যেমন হযরত মুহাম্মদ (সা)।

وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا অর্থাৎ, 'যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি বন্ধ্যা করিয়া দেন।' বাগভী (র) বলেন, যেমন ইয়াহিয়া ও ঈসা (আ)।

অতএব প্রকার হইল চারটি। এক প্রকার লোকের কেবল কন্যা সন্তান হয়, এক প্রকার লোকের কেবল পুত্র সন্তান হয়। এক প্রকার লোকের কন্যা ও পুত্র উভয় লিংগের সন্তান হয়। আর এক প্রকার নিঃসন্তান থাকে। তাহাদিগের কোন সন্তান হয় না। যাহাদিগকে বলা হয় বন্ধ্যা।

اِنَّه عَلِيْمٌ অর্থাৎ, উপরোক্ত চার প্রকারের মধ্যে কাহাকে কোন্ ধরনের সন্তানের জনক করিবেন তাহা কেবল তিনিই জানেন। এই ব্যাপারে তিনিই সর্বজ্ঞ।

قَدِيْرٌ অর্থাৎ, তিনি স্বীয় শক্তি বলে এইভাবে মানুষকে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করিয়া থাকেন।

এই আয়াতটি ঈসা (আ) সম্পর্কে আলোচিত সেই আয়াতটির অনুরূপ মর্মার্থপূর্ণ, যাহাতে বলা হইয়াছে যে, وَلِنَجْعَلَهُ اٰيَةً لِّلنَّاسِ আমি উহাকে এই জন্য সৃষ্টি করিব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন। অর্থাৎ, যাহার দ্বারা আমার কুদরতের প্রকাশ ঘটে। এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মানবকে চার ধরনের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন– আদম (আ)-কে নিরা মাটির দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন পুরুষ ও স্ত্রীর মাধ্যমে তাঁহাকে সৃষ্টি করেন নাই। দ্বিতীয়ত, হাওয়া (আ)-কে কেবল পুরুষের মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে স্ত্রীর কোন ভূমিকা নাই। তৃতীয়ত, একমাত্র ঈসা (আ) ব্যতীত সকল মানুষকে স্ত্রী ও পুরুষের যৌথ মিলনের মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছেন। চতুর্থ ঈসা (আ)-কে কেবল মহিলার মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে পুরুষের কোন ভূমিকা নাই। মানব প্রজন্মের চারটি ধারা ঈসা (আ)-এর জন্মের মাধ্যমে পূর্ণ হইল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلِنَجْعَلَهُ اٰيَةً لِّلنَّاسِ অর্থাৎ, আমি উহাকে এই জন্য সৃষ্টি করিব যেন সে হয় মানুষের এক নির্দশন।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে, জনক ও জননী চার প্রকারের এবং সেই প্রসংগে এই কথারও আলোচনা করা হইল যে, জননও চার প্রকারের। তাই বুঝা গেল যে, জনক ও জননীও চার প্রকারের এবং জন্মও চার প্রকারের। পবিত্রতম সত্তা আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।

(৫১) وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ○

(৫২) وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۙ

(৫৩) صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ۧ

৫১. মানুষের এমন মর্যাদা নাই যে, আল্লাহ্ তাহার সহিত কথা বলিবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে যে দূত তাহার অনুমতিক্রমে তিনি যাহা চাহেন তাহা ব্যক্ত করেন। তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।

৫২. এইভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; তুমি তো জানিতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি ইহাকে করিয়াছি আলো যাহা দ্বারা আমি আমার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি; তুমি তো প্রদর্শন কর কেবল সরল পথ—

৫৩. সেই আল্লাহ্‌র পথ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাহার মালিক। জানিয়া রাখ, সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

তাফসীর ঃ এই স্থানে ওহীর স্তর, মরতবা ও উহার ধরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। কখনো ওহী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মনের মধ্যে ঢালা হইত। তবে তাহা যে সত্যই ওহী সেই সম্পর্কে তাঁহার মনে কোন প্রকারের সন্দেহ থাকিত না।

যেমন সহীহ ইব্‌ন হাব্বানের একটি হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "রুহুল কুদুস আমার মধ্যে এই কথা প্রবিষ্ট করাইয়াছেন যে, কোন আত্মা মৃত্যুবরণ করিবে না, যতক্ষণ না সে তাহার রিযিক ও বয়স পূর্ণ না করিবে। অতএব তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সৎ পন্থায় রিযিক অনুসন্ধান কর।"

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ 'অথবা কোন অন্তরাল ব্যতিরেকে।' যেমন এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র সহিত মূসা (আ)-এর কথোপকথনের কথা

উল্লেখ করা যাইতে পারে। মূসা (আ) আল্লাহ্‌র সহিত কথোপকথনের এক পর্যায়ে তাঁহাকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখনো একটি যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া আবরণ হইয়া যায়।

সহীহ হাদীসের মধ্যে আসিয়াছে, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন যে, "কোন অন্তরাল ব্যতীত সরাসরি কারো সহিত আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলেন নাই। একমাত্র তোমার পিতার সহিত তিনি সরাসরি কথা বলিয়াছিলেন।"

উল্লেখ্য যে, তাহার পিতা উহুদের যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌র সহিত তাহার কথা হইয়াছিল 'আলমে বরযখে' বসিয়া। আর এই আয়াতে ইহজীবনের কথোপকথনের কথা বলা হইয়াছে।

أَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ অর্থাৎ, অথবা জিবরাঈল প্রেরণ দ্বারা আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহা তিনি ব্যক্ত করেন তাহার অনুমতিক্রমে। যেমন– জিবরাঈল সহ অন্যান্য ফেরেশতাকে নবীদিগের নিকট প্রেরণ করা হইত।

إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ অর্থাৎ, তিনি সমুন্নত, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও প্রজ্ঞাময়।

ইহার পর বলিয়াছেন ঃ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ أَمْرِنَا

অর্থাৎ এইভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি কিতাব তথা আমার নির্দেশ। অর্থাৎ আল কুরআন।

مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْإِيْمَانُ অর্থাৎ তুমিতো জানিতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি। তাহা আমি কুরআনের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি তোমার অবগতির জন্য।

وَلَٰكِنَّ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا অর্থাৎ, পক্ষান্তরে আমি কুরআনকে করিয়াছি আলো যাহা দ্বারা আমি আমার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করি।

যেমন কুরআনের অন্য স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ وَالَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ فِيْ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى

অর্থাৎ বল, বিশ্বাসীদিগের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসী তাহাদিগের কর্ণে রহিয়াছে বধিরতা এবং কুরআন হইবে ইহাদিগের জন্য অন্ধকার স্বরূপ।

وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ! তুমি তো কেবল সরল পথই প্রদর্শন কর"– অতঃপর ইহার ব্যাখ্যা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, صِرَاطِ

اللّٰه। আল্লাহ্‌র পথ। অর্থাৎ সংবিধান প্রণয়ন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই সংরক্ষিত। এই পথে তুমি মানুষকে আহবান কর এবং এই সংবিধান মানিতে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ কর।

اَلَّذِیْ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ অর্থাৎ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক তিনি, ইহার মালিক তিনি এবং ইহার অধিকর্তাও তিনি। তাঁহার হুকুমে ইহা পরিচালিত হয় এবং তাঁহার হুকুম অমান্য করার অধিকার কাহারো নাই।

اَلَا اِلَی اللّٰهِ تَصِیْرُ الْاُمُوْرُ সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্‌র নিকট। অর্থাৎ সকল কর্মের বিচার তিনি করেন এবং আদেশ নিষেধ ও বিধান প্রণয়ন করার অধিকার কেবল তাঁহারই আছে। জালিম ও অস্বীকারকারীরা তাঁহার প্রতি যে সব অপবাদ আরোপ করে তাহা হইতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি সমুন্নত, তাঁহার আসন সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত।

সূরা যুখরুফ

৮৯ আয়াত, ৭ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) حٰمٓ ۚ

(٢) وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ

(٣) اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۚ

(٤) وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ؕ

(٥) اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ○

(٦) وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ○

(٧) وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

(٨) فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ○

১. হা-মী-ম,

২. শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের।

৩. আমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় কুরআনরূপে, যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

৪. ইহা রহিয়াছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে; ইহা মহান জ্ঞানগর্ভ।

৫. আমি কি তোমাদিগ হইতে এই উপদেশবাণী সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করিয়া লইব এই কারণে যে, তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়?

৬. পূর্ববর্তীদিগের নিকট আমি বহু নবী প্রেরণ করিয়াছিলাম।

৭. এবং যখনই উহাদিগের নিকট কোন নবী আসিয়াছে উহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছে।

৮. উহাদিগের মধ্যে যাহারা ইহাদিগের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম; আর এইভাবে চলিয়া আসিয়াছে পূর্ববর্তদিগের অনুরূপ দৃষ্টান্ত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, حٰمٓ - وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ অর্থাৎ, কুরআনের শপথ, যাহার রচনাভংগি সাবলীল, যাহার অর্থ বোধগম্য, সুস্পষ্ট এবং যাহার চয়নকৃত শব্দগুলি চমৎকার, যাহা রচিত হইয়াছে আরবী ভাষায়, যাহাতে ইহার মুখ্য শ্রোতারা ইহার অর্থ সহজে আত্মস্ত করিতে পারে। তাই বলিয়াছেন ঃ اِنَّا جَعَلْنٰهُ আমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا কুরআনরূপে আরবী ভাষায়। অর্থাৎ যাহার অর্থ বলিষ্ঠ এবং যাহা রচিত হইয়াছে আরবী ভাষায়।

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ, যাহাতে ইহার অর্থ তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পার এবং সক্ষম হও এই ব্যাপারে গবেষণা করিতে।

وَاِنَّهٗ فِىْ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ এই কিতাব মহান, সারগর্ভ– আমার নিকট আছে সংরক্ষিত ফলকে। এই কথা বলিয়া কুরআনের মহত্ব ও অপরিসীম গুরুত্বের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। যাহাতে পৃথিবীর অধিবাসী মানবকুলও ইহার গুরুত্ব ও মহত্ব বুঝিতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ وَاِنَّهٗ অর্থ আল কুরআন فِىْ اُمِّ الْكِتٰبِ অর্থ লাওহে মাহফূজ। এই অর্থ করিয়াছেন ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র)। لَدَيْنَا অর্থ আমার নিকট। ইহা বলিয়াছেন কাতাদা (র) প্রমুখ। لَعَلِىٌّ অর্থ এমন একটি স্থান যাহা পবিত্র সম্মানিত ও মর্যাদাবান। এই অর্থও করিয়াছেন কাতাদা (র)। حَكِيْمٌ অর্থ এমনভাবে সংরক্ষিত যাহা বাতিল ও মিথ্যা সংযোজিত হওয়ার আশংকা হইতে মুক্ত। এই সব কথা উল্লেখ করা হইয়াছে কুরআনের গুরুত্ব ও মহত্ব বুঝাইবার জন্য। যথা অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ - فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ - لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ অর্থাৎ নিশ্চয়ই ইহা সম্মানিত কুরআন যাহা আছে সুরক্ষিত কিতাবে যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত

অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করিবে না। ইহা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ।

অন্য একস্থানে আরো বলা হইয়াছে ঃ

كَلاَّ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ۔ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ۔ فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ۔ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ۔ بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ۔ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔

অর্থাৎ, এই প্রকার আচরণ অনুচিত, ইহা উপদেশ বাণী; যে ইচ্ছা করিবে সে ইহা স্মরণ রাখিবে। উহা আছে মহান উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন পবিত্র গ্রন্থে, মহান পূত-পবিত্র লিপিকর হস্তে লিপিবদ্ধ।

উল্লেখ্য যে, এই সকল আয়াতের আলোকে বিজ্ঞ আলিমগণ উদ্ভাবন করিয়াছেন যে, অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। এই ধরনের আদেশ সম্বলিত একটি হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে।

লওহে মাহফূজে সংরক্ষিত কুরআনকে ফেরেশতারা যথোচিত সম্মান করেন, তাই পৃথিবীর অধিবাসী মানুষের উচিত উহার আরো বেশী সম্মান করা। মানুষের উচিত ফেরেশতাদিগের চেয়ে কুরআনের সম্মান তাহাদিগের আরো গভীরভাবে অনুধাবন করা। কেননা উহা মানুষের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে—তাহাদিগেরই কল্যাণের উদ্দেশ্যে। পৃথিবীর মানব জাতিই কুরআনের মুখ্য শ্রোতা। তাই কুরআন মানবজাতির নিকটই বেশী সম্মান পাওয়ার দাবী রাখে এবং তাহাদিগের উচিত জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআনের অনুসরণ করা। তাই কুরআনকে সম্মান প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে পরোক্ষভাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاِنَّهُ فِىْ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ অর্থাৎ এই কিতাব মহান সারগর্ভ আমার নিকট আছে সংরক্ষিত ফলকে।

ইহার পরের আয়াতে তিনি বলিয়াছেন ঃ اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ অর্থাৎ তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় বলিয়া কি আমি তোমাদিগের হইতে কুরআন প্রত্যাহার করিয়া তোমাদিগকে অব্যাহতি দিব?

এই আয়াতের অর্থে মুফাসসিরগণ মতবিরোধ করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল, তোমরা কি ইহা ধারণা করিয়াছ যে, তোমরা কুরআন সমর্থন না করিলে এবং তোমরা উহার অনুসরণ না করিলে তোমাদিগকে উহার অনুসরণ করা হইতে অব্যাহতি দান করিব এবং এইজন্য তোমাদিগকে কোন শাস্তি দিব না? এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবূ সালিহ, মুজাহিদ ও সুদ্দী (র) এবং ইহা পছন্দ করিয়াছেন ইব্‌ন জারীর (র)।

আর কাতাদা (র) বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল, এই উম্মতের শুরুর লোকেরা যখন কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল তখন যদি কুরআনকে প্রত্যাহার করিয়া

নিত, তাহা হইলে তাহার সাথে পৃথিবীকেও ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু সীমাহীন করুণাময় আল্লাহ্ তাহা করা পছন্দ করেন নাই। বরং এই পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি দীর্ঘ বিশটি বৎসর ধারাবাহিকভাবে কুরআনের অবতরণ অব্যাহত রাখিয়াছেন।

কাতাদা (র)-এর ব্যাখ্যাটি খুবই সুক্ষ্ম ও তাৎপর্যবহ। কেননা এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান হইয়াছে যে, দয়াময় করুণাশীল আল্লাহ কুরআন অস্বীকারকারীদের তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া এক ঘরে করিয়া রাখেন না বরং অব্যাহতভাবে উহাদিগকেও নসীহত-খয়রাত করিতে থাকেন। ফলে ইহার দ্বারা উপকৃত হয় নেককার বান্দারাও। পক্ষান্তরে অস্বীকারকারীদিগের প্রতি তাহার সত্যতার প্রমাণাদিও এক পর্যায়ে পূর্ণতায় পৌঁছিয়া যায়।

পরবর্তী আয়াতে কাফিরদিগের অস্বীকারের মুখে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সান্ত্বনা দিয়া বলেন ঃ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِى الْأَوَّلِيْنَ অর্থাৎ, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের নিকটও আমি বহু রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাই وَمَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلاَّ كَانُوْا بِه يَسْتَهْزِءُوْنَ যখনই উহাদিগের নিকট কোন নবী আসিয়াছে উহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছে। অথচ فَاَهْلَكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا 'উহাদিগের মধ্যে যাহারা ইহাদিগের চেয়ে শক্তিতে প্রবল ছিল তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম।'

অর্থাৎ, পূর্বকালের নবীগণকে যাহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলাম। হে মুহাম্মদ! তোমাকে যাহারা মিথ্যাবাদী বলে তাহারা তো উহাদিগের চেয়ে শক্তিতে অনেক দুর্বল।

যেমন কুরআনের অন্য একস্থানে বলা হইয়াছে ঃ

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ـ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ ـ

অর্থাৎ 'উহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই ও দেখে নাই উহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের কি পরিণাম হইয়াছিল। পৃথিবীতে তাহারা ছিল ইহাদিগের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল।' এই ধরনের একাধিক আয়াত কুরআনের মধ্যে আছে। অতঃপর বলা হইয়াছে وَمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ এইপ্রকার ঘটনা পূর্ববর্তীদিগের ক্ষেত্রেও ঘটিয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন, مَثَلُ অর্থ এই ধরনের পরিস্থিতির মুকাবিলা পূর্ববর্তীগণও করিয়াছেন। ইহা পূর্ববর্তী নবীগণের একটি সুন্নাতও বটে।

কাতাদা (র) বলেন, পূর্ববর্তী নবীগণের সহিত তাঁহার উম্মতরা এই ধরনের ব্যবহার করার জন্য তাহাদিগকে চরম মূল্য দিতে হইয়াছে।

কেহ বলিয়াছেন যে, مثل অর্থ শিক্ষণীয়। অর্থাৎ, পূর্ববর্তীকালীন নবীগণকে অস্বীকার করার জন্য সে কালের লোকেরা যে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, সেই সব ঘটনা বর্তমান লোকদিগের জন্য অবশ্যই একটি শিক্ষণীয় বিষয়। বর্তমানের লোকেরা যদি সেই ধরনের কোন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করে তবে তাহাদিগকেও উহাদিগের ন্যায় করুণ পরিণতি ভোগ করিতে হইবে।

এই সুরার শেষের দিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাই বলিয়াছেন ঃ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلاً لِلْآخِرِيْنَ অর্থাৎ পরবর্তীদিগের জন্য আমি উহাদিগকে করিয়া রাখিলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।

অন্য আয়াতে তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ ইহাই আল্লাহ্র বিধান প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে।

এই আয়াতের পরবর্তী অংশে তাই তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলিয়াছেন ঃ

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ্র এই বিধানে কোন পরিবর্তন পাইবে না।

(৯) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۙ

(১০) الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۚ

(১১) وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَأَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ

(১২) وَالَّذِيْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ۙ

(١٣) لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۙ

(١٤) وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ○

৯. তুমি যদি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে?' উহারা অবশ্যই বলিবে, 'এইগুলি তো সৃষ্টি করিয়াছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্।'

১০. যিনি তোমাদিগের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন শয্যা এবং উহাতে করিয়াছেন তোমাদিগের চলিবার পথ, যাহাতে তোমরা সঠিক পথ পাইতে পার।

১১. এবং যিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে এবং আমি তাদ্বারা সঞ্জীবিত করি নির্জীব ভূখণ্ডকে। এইভাবেই তোমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে।

১২. এবং তিনি যুগলসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদিগের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও আনআম (চতুষ্পদ জন্তু) যাহাতে তোমরা আরোহণ কর।

১৩. যাহাতে তোমরা উহাদিগের পৃষ্ঠে স্থির হইয়া বসিতে পার, তারপর তোমাদিগের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তোমরা উহার উপর স্থির হইয়া বস; এবং বল, 'পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি ইহাদিগকে আমাদিগের বশীভূত করিয়া দিয়াছেন। যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না ইহাদিগকে বশীভূত করিতে।

১৪. আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ ! যাহারা আল্লাহ্র সহিত অংশীদার নির্ধারণপূর্বক তাঁহার ইবাদাত করে– সেই সকল মুশরিকদিগকে যদি জিজ্ঞাসা কর যে, مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে ?' উহারা অবশ্যই বলিবে, এইগুলি তো সৃষ্টি করিয়াছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্। অর্থাৎ তাহারা বুঝে এবং এক বাক্যে স্বীকার করে যে, এইগুলি আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি একক ও অংশীদার বিহীন। কিন্তু তাহাদিগের আমল তাহাদিগের বিশ্বাসের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। কেননা ইবাদতের বেলায় তাহারা আল্লাহ্র সহিত আরো অনেক দেব-দেবতাকে শরীক করে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا যিনি তোমাদিগের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন শয্যা। অর্থাৎ, যিনি পৃথিবীকে শয্যা করিয়াছেন, যাহা স্থির ও অনড়, যাহার পৃষ্ঠের উপর তোমরা বিচরণ কর এবং যাহার পৃষ্ঠের উপর তোমরা নিদ্রিত হও এবং জাগ্রত হও। কিন্তু এই পৃথিবী পানির উপর ভাসমান। তাই এই ভাসমান পৃথিবীর উপর পাহাড় সৃষ্টি করিয়া তিনি উহাকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। যাহাতে উহা হেলিতে-দুলিতে না পারে।

وَجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلاً অর্থাৎ তিনি পৃথিবীর পাহাড় ও জনপদগুলোর মধ্য দিয়া তোমাদিগের জন্য জনপথ সৃষ্টি করিয়াছেন।

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ অর্থাৎ যাহাতে তোমরা এক শহর হইতে অন্য শহরে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে, এবং এক মহাদেশ হইতে অন্য মহাদেশের স্বীয় গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পার।

وَالَّذِىْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ অর্থাৎ, তিনি আকাশ হইতে ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা ও পশুকুলের জন্য এবং পান করার জন্য পরিমিত পরিমাণ বারি বর্ষণ করেন।

فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا অর্থাৎ, বারি বর্ষণের কারণে নির্জীব যমীন সঞ্জীবিত হইয়া উঠে এবং খরা বিদূরীত হয়। আর বাগ-বাগিচা সবুজ হইয়া উঠে এবং বৃক্ষরাজি ফুলে-ফলে ভরিয়া যায়।

অতঃপর তিনি সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন, বারি বর্ষণের দ্বারা তিনি যেভাবে নির্জীব যমীনকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলেন, মৃত্যুর পরে কিয়ামতের দিনও তিনি মানবকুলকে সেইভাবে পুনর্জীবিত করিয়া তুলিবেন। তাই আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে তিনি বলিয়াছেন ঃ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ অর্থাৎ, এইভাবেই তোমাদিগকে পুরুত্থিত করা হইবে।

ইহার পর বলেন ঃ وَالَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا তিনিই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেন যুগলরূপে। অর্থাৎ, মাটি হইতে উৎপাদিত সকল প্রকারের তরিতরকারী, শস্য, পুষ্প ও ফল এবং যত প্রকারের জন্তু-জানোয়ার রহিয়াছে সকলকে তিনি যুগলরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ এবং তিনি তোমাদিগের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন জলযান।

وَالْاَنْعَامِ مَاتَرْكَبُوْنَ এবং সৃষ্টি করিয়াছেন চতুষ্পদ জন্তু যাহাতে তোমরা আরোহণ কর। অনেক চতুষ্পদ জন্তুর গোস্ত তোমরা ভক্ষণ কর এবং উহার দুধ তোমরা পান কর। আর কিছু সংখ্যক জন্তুর পিঠে তোমরা আরোহণ কর। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ অর্থাৎ যাহাতে তোমরা উহাদিগের পৃষ্ঠে স্থির হইয়া বসিতে পার এবং মালামাল বহন করিতে পার।

عَلٰى ظُهُوْرِهٖ এর অর্থ সেই সকল জন্তু জানোয়ার যেইগুলি পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ 'উহাদিগের পৃষ্ঠে বসিয়া তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর।'

اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ আর বল, 'পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি ইহাদিগকে আমাদিগের বশীভূত করিয়া দিয়াছেন– যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না ইহাদিগকে বশীভূত করিতে।'

ইব্ন আব্বাস (রা), কাতাদা, সুদ্দী ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন, مُقْرِنِيْنَ অর্থ اَمُطِيْقِيْنَ অর্থাৎ 'আমরা ইহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিলাম না।'

وَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ 'আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিব।' অর্থাৎ মৃত্যুর পর সকলকে তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইতে হইবে। আর তাহাই হইল আমাদিগের মহাপ্রত্যাবর্তন। এই কথা বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, পরকালের সফর ইহকালের সফরের চেয়ে ঢের কঠিন। যথা অন্য একস্থানে বলা হইয়াছে যে, পাথেয় মঞ্জুর কর আর পরকালের পাথেয় ইহকালের পাথেয়ের চেয়ে অনেক মূল্যবান।

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থাৎ 'তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করিও। তাকওয়া অবলম্বন করাই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।'

আর পার্থিব পরিচ্ছদের চেয়ে অপার্থিব পরিচ্ছদকে প্রাধান্য দিয়া বলিয়াছেন ঃ

وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ অর্থাৎ 'লজ্জাস্থান ঢাকিবার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদিগকে পরিচ্ছদ দিয়াছি। তবে তাকওয়া অবলম্বন করার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ।'

চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহণ করার দোয়া সম্বন্ধীয় হাদীসসমূহ

আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর হাদীস

ইমাম আহমদ (র) ..... আলী ইব্ন রবীআ (র) বর্ণনা করেন, আলী (রা)-কে আমি দেখিয়াছি সওয়ারীর রেকাবের উপর পা রাখিয়া বলিয়াছেন, বিস্মিল্লাহ্। অতঃপর সওয়ারীর পিঠে স্থির হইয়া বসার পর বলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ـ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ

অতঃপর তিনবার আলহামদুলিল্লাহ্ বলিয়া আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন এবং তিনবার আল্লাহু আকবর বলেন। ইহার পর বলেন, سُبْحَانَكَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ অতঃপর তিনি মুচকি হাসেন। তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি হাসলেন কেন? তিনি বলিলেন, এই অবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হাসিতে দেখিয়াছি। তোমার মত আমিও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি হাসলেন কেন? জবাবে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "যখন কোন বান্দাকে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতে শুনেন, "হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও।" তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং বলিতে থাকেন, 'আমার বান্দা জানে যে, আমি ব্যতীত তাহার অন্য কেহ পাপ ক্ষমা করিয়া দিবার নাই।'

এই হাদীসটি আবূ দাঊদ, তিরমিযী (র) ও আবূল আহওয়াসের হাদীসে নাসায়ী (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ্।

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীস

ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে স্বীয় সওয়ারীর পিছনে উঠাইয়া বসান। তিনি স্থির হইয়া বসিয়া প্রথমে তিনবার আল্লাহ্ আকবর বলেন, তিনবার আলহামদুলিল্লাহ বলেন, তিনবার সুবহানাল্লাহ বলেন এবং একবার বলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' অতঃপর তিনি ঈষৎ পিছনের দিকে ঝুঁকিয়া মুচকি হাসেন এবং আমার দিকে মুখ ঘুরাইয়া বলেন, "যে ব্যক্তি কোন চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহণপূর্বক এইরূপ করিবে যাহা আমি করিলাম, তবে আল্লাহ্ও তাহার দিকে তাকাইয়া এইরূপ মুচকি হাসিবেন। যেইরূপ আমি তোমার দিকে তাকাইয়া হাসিলাম। এই হাদীসটি একমাত্র ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-এর হাদীস

ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো স্বীয় সওয়ারীর উপর আরোহণ করিলে তিনি প্রথমে তিনবার আল্লাহু আকবর বলিতেন। অতঃপর বলিতেন,

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

অতঃপর বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ فِىْ سَفَرِىْ هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى - وَمِنَ الْعَمَلِ مَاتَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَاطْوِ لَنَا الْبَعِيْدَ - اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ - اَللّٰهُمَّ اَصْحِبْنَا فِىْ سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِىْ اَهْلِنَا -

আর সফর হইতে তিনি স্বীয় পরিজনবর্গের নিকট পৌঁছিয়া বলিতেন ঃ

أٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ইব্‌ন জুরাইজের হাদীসে ইহা নাসায়ী, আবূ দাঊদ ও মুসলিম প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন হাম্মাদ ইব্‌ন সালমার হাদীসে। তবে এই উভয় রেওয়ায়াতের মূল রাবী হইলেন আবূয যুবাইর।

অপর এক হাদীসে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন। আবূ লাস খুযায়ী (রা) বলেন, যাকাতের উট হইতে একটি উট রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে হজ্জে যাওয়ার জন্য দান করেন। আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কখনো কাউকে এই উটটির উপর সওয়ার হইতে দেখি নাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "এমন কোন উট নাই যাহার কুঁজের উপর শয়তান না থাকে। তাই আমার আদেশ মত উহার পিঠে আরোহণকালে বিসমিল্লাহ বলিয়া নিবে। এইভাবে সেই উটকে নিজের আরোহণ উপযোগী করিয়া নিবে। কেননা আরোহণ করানোর মালিক আল্লাহ্।" উল্লেখ্য যে, আবূ লাসের পূর্ণ নাম হল মুহাম্মদ ইব্‌ন আল আসওয়াদ ইব্‌ন খলফ (রা)।

অপর এক হাদীস

ইমাম আহমদ (র) .. হামযাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হামযাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, "প্রত্যেক উষ্ট্রের পৃষ্ঠে শয়তান থাকে। অতএব তোমরা যখন উহার উপর আরোহণ করিবে তখন বিসমিল্লাহ পাঠ করিয়া নিবে। অতঃপর তোমরা উহা হইতে উপকৃত হইতে কম করিবে না।

(١٥) وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ۟ؕ

(١٦) اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّاَصْفٰىكُمْ بِالْبَنِيْنَ ○

(١٧) وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ○

(١٨) اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ○

(١٩) وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ؕ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ؕ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُوْنَ ○

২০) وَقَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ؕ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۗ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۞

১৫. উহারা তাঁহার বান্দাদিগের মধ্য হইতে তাঁহার অংশ সাব্যস্ত করিয়াছে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।

১৬. তিনি কি তাঁহার সৃষ্টি হইতে নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে বিশিষ্ট করিয়াছেন পুত্র সন্তান দ্বারা?

১৭. দয়াময় আল্লাহ্র প্রতি উহারা যাহা আরোপ করে উহাদিগের কাহাকেও সেই সন্তানের সংবাদ দেওয়া হইলে তাহার মুখমণ্ডল কালো হইয়া যায় এবং সে দুঃসহ মর্ম যাতনায় ক্লিষ্ট হয়।

১৮. উহারা কি আল্লাহ্র প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান, যে অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া লালিত-পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক কালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ?

১৯. উহারা দয়াময় আল্লাহ্র বান্দা ফেরেশতাদিগকে নারী গণ্য করিয়াছে; ইহাদিগের সৃষ্টি কি উহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল? উহাদিগের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

২০. উহারা বলে, 'দয়াময় আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে আমরা ইহাদিগের পূজা করিতাম না।' এ বিষয়ে উহাদিগের কোন জ্ঞান নাই; উহারা তো কেবল মিথ্যাই বলিতেছে।

তাফসীর ঃ মুশরিকগণ চতুষ্পদ জন্তুগুলোর কিয়দাংশ তথাকথিত দেব-দেবীর বলিয়া এবং কিয়দাংশ আল্লাহ্র বলিয়া যে ভিত্তিহীন বিষয়ে বিশ্বাস করে সেই সম্পর্কে এই স্থানে সামান্য আলোকপাত করিয়াছেন। তবে এই সম্পর্কে সূরা আনআমের মধ্যে বলা হইয়াছিল যে,

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا ـ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَايَصِلُ اِلَى اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَائِهِمْ ـ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করিয়াছেন তন্মধ্যে হইতে তাহারা আল্লাহ্র জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজদিগের ধারণা অনুযায়ী বলে, 'ইহা আল্লাহ্র জন্য এবং ইহা আমাদিগের দেবতাদিগের জন্য।' যাহা তাহাদিগের

দেবতাদিগের অংশ তাহা আল্লাহ্র কাছে পৌঁছায় না এবং যাহা আল্লাহ্র অংশ তাহা তাহাদিগের দেবতাদিগের কাছে পৌঁছায়; তাহারা যাহা মীমাংসা করে তাহা নিকৃষ্ট!

এইভাবে তাহারা কন্যা সন্তান ও পুত্র সন্তানের মধ্যে অংশ নির্দিষ্ট করে এবং সম্মানজনক পুত্র সন্তানসমূহ তাহাদিগের এবং যত কন্যা সন্তান জন্ম নেয় তাহা সকল আল্লাহ্র।

যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে যে, اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى অর্থাৎ তোমরা কি মনে কর পুত্র সন্তান তোমাদিগের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহ্র জন্য? এই প্রকার বণ্টন অসংগত বণ্টন।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন : وَجَعَلُوْا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ অংশীবাদীগণ তাঁহার বান্দাদিগের মধ্য হইতে কাহাকেও কাহাকেও তাঁহার সত্তার অংশ গণ্য করে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।

অতঃপর বলেন, اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّاَصْفٰكُمْ بِالْبَنِيْنَ অর্থাৎ তিনি কি তাঁহার সৃষ্টি হইতে নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমাদিগের জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন পুত্র সন্তান?

এই কথা বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদিগের উপরোক্ত অপবাদের জোর প্রতিবাদ করিয়াছেন। অতঃপর পরবর্তী আয়াতে চরম বিবৃতি দিয়া তাহাদিগকে বলেন,

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ-

'উহারা দয়াময় আল্লাহ্র প্রতি যে কন্যা আরোপ করে উহাদিগের কাহাকেও সেই কন্যা সন্তানের সংবাদ দেওয়া হইলে তাহার মুখমণ্ডল কাল হইয়া যায় ও সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।'

অর্থাৎ তোমাদিগের কাহাকেও কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তো তোমরা মুখ বিকৃত করিয়া এক প্রকার সম্মানবোধে নিজেকে অপরাধী মনে কর এবং অন্যের নিকট নিজের কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ার সংবাদটা দিতে পর্যন্ত লজ্জাবোধ কর। আর কি দুঃসাহস, সেই কন্যা সন্তানগুলি সব তোমরা আল্লাহ্র ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়ার অপচেষ্টায় মত্ত রহিয়াছ। ধিক্কার তোমাদিগের বুদ্ধিমত্তার উপর।

অতঃপর বলেন, اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ উহারা কি আল্লাহ্র প্রতি আরোপ করে কন্যা সন্তান, যে অলংকারে মণ্ডিত হয়ে লালিত-পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ককালে স্পষ্ট যুক্তিদানে অসমর্থ?

অর্থাৎ স্ত্রী জাতি যাহাদিগকে কম বুদ্ধির বলিয়া অভিহিত করা হয়, যাহাদিগের দোষ ও ত্রুটিগুলি অলংকার দিয়া আড়াল করার চেষ্টা করা হয়। আজন্ম যাহাদিগকে

অবলা মনে করা হয়, তর্ক-বিতর্কে যাহারা যুক্তির অবতারণা করিতে পারে না। গুছাইয়া কথা বলিতে যাহারা প্রায়ই অসমর্থ থাকে এবং জীবনের প্রায় ক্ষেত্রেই যে স্ত্রী জাতি পুরুষ জাতির নিকট পরাজয় বরণ করে, সে অবলা স্ত্রী জাতিকে কোন্ জ্ঞানে আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করিতে পারে?

যেমন এক আরব কবি বলিয়াছেন ঃ

وما الحلى الا زينة من نقيصة

يتمم من حسن اذا الحسن قصرا

واما اذا كان الجمال موفرا

كحسنك لم يحتج الى ان يزورا

অর্থাৎ অলংকার অল্প সুন্দরকে সুন্দর করে। কিন্তু যদি সৌন্দর্যে কোন কম না থাকে তবে অলংকারের প্রয়োজন কি?

আর মানসিকভাবেও স্ত্রী জাতি পুরুষের চেয়ে দুর্বল। প্রতিশোধ নিতে বা প্রতিবাদ করতে তাহারা ভয় পায়। তাই স্ত্রী জাতি সম্পর্কে আরবীরা বলিয়া থাকে, কন্যা সন্তানরা উত্তম সন্তান নয়। তাহারা শারীরিকভাবে সহযোগিতা করতে অক্ষম; কিন্তু পারে অশ্রু প্রবাহিত করতে আর ভালো যাহা করে তাহাও করে গোপনীয়তার সাথে।

ইহার পর বলা হইয়াছে যে,

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا অর্থাৎ উহারা নারী গণ্য করে দয়াময় আল্লাহ্‌র দাস ফেরেশতাদিগকে।

অংশীবাদীদিগের এই বিশ্বাসের জোর প্রতিবাদ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ অর্থাৎ ফেরেশতাদিগের সৃষ্টি কি উহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল?

سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ উহাদিগের এই উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে, وَيُسْئَلُوْنَ এবং কিয়ামতের দিন এই সম্পর্কে উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। অর্থাৎ এই কথাটি দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা অংশীবাদীদিগকে তাহাদিগের অমূলক বিশ্বাস সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

وَقَالُوْا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ উহারা বলে, 'দয়াময় আল্লাহ্ ইচ্ছা না করিলে আমরা ইহাদিগের পূজা করিতাম না।' অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে ফেরেশতাদিগের প্রতিকৃতি যাহা তাহারা পূজা করে তাহা করিতে তিনি প্রতিরোধ সৃষ্টি করিতেন, যে ফেরেশতাদিগকে তাহারা আল্লাহ্‌র কন্যা জ্ঞান করে। কেননা তিনি সকলের সব ধরনের তৎপরতা সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তাই

তাহারা বলিতে চায় যে, তাহাদিগের ফেরেশতা পূজা অন্যায় নহে বরং আল্লাহ্ই তাহাদিগকে ইহা করার জন্য অনুমতি দান করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, মুশরিকদিগের উপরোক্ত বিশ্বাস ও আকীদা-আমলের মধ্যে কয়েকটি ভ্রান্তি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় ঃ

এক. তাহারা আল্লাহ্র জন্য সন্তান নির্ধারণ করিয়াছে। অথচ ইহা হইতে আল্লাহ্ পবিত্র ও পূত-পবিত্র।

দুই. কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তানকে প্রাধান্য দানপূর্বক তাহারা ফেরেশতাদিগকে আল্লাহ্র কন্যা সন্তান বলিয়া দাবী করিয়াছে। অথচ উহাদিগের নারী গণ্য করা— ফেরেশতাসমূহ আল্লাহ্রই বান্দা বৈ নহে।

তিন. তাহারা যে ফেরেশতাদিগের পূজা করে এবং কেন করে সেই ব্যাপারে তাহাদিগের নিকট প্রামাণ্য কোন দলীল নাই। ইহা করার জন্য কোন প্রকারের অনুমোদন আল্লাহ্র নাই। বরং স্রেফ রিপুর তাড়নায় গোঁড়ামী ও পূর্বপুরুষদিগের অনুসরণই তাহাদিগকে এই বিপদজনক পাপের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে। জাহেলের মত তাহারা জাহেলদিগের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। ইহা করার কোন যুক্তি তাহাদিগের নিকট নাই।

চার. আর তাহারা বলে যে, ইহা যদি পাপ হইত তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে ইহা করিতে বাধা দিতেন। এই কথার দ্বারা তাহাদিগের অজ্ঞতার মুখোশ উন্মোচিত হইয়া গিয়াছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা যুগে-যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়া তাঁহার বান্দাদিগকে কেবল তাঁহারই ইবাদত করার জন্য তাকিদ দিয়াছেন। নবীগণের মাধ্যমে তিনি মানুষকে এই কথা বুঝানোর চেষ্টা করিয়াছেন যে; আল্লাহ্র কোন অংশীদার নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন সন্তান নাই এবং তিনিও কাহারো সন্তান নন। আর তিনি ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্যের উপযুক্ত নহে।

যথা কুরআনের মধ্যেও আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ-

অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদত করিবার ও তাগুতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি। অতঃপর উহাদিগের কতককে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহাদিগের কতকের পথভ্রান্তি হইয়াছিল সংগতভাবেই। সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদিগের পরিণাম কি হইয়াছে?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদিগের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অন্যায় অভিযোগের বিরুদ্ধে কঠিন যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক বলেন ঃ

مَالَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ · এই বিষয়ে উহাদিগের কোন জ্ঞান নাই। অর্থাৎ, এই বিষয়ে উহারা যাহা বলে তাহা ভুল এবং উহাদিগের যুক্তিগুলির ভিত্তি খুবই দুর্বল, যাহা একান্তই মিথ্যা ও ভ্রান্ত।

اِنْ هُمْ اِلاَّ يَخْرُصُوْنَ অর্থাৎ, উহারা যাহা বলে তাহা সবই মিথ্যা। উহাদিগের নিকট সত্যের আশ্রয় নাই।

مَالَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلاَّ يَخْرُصُوْنَ এই আয়াতাংশের মর্মার্থে মুজাহিদ (র) বলেন যে, আল্লাহ্র কুদরত সম্পর্কে উহারা একেবারেই অজ্ঞ এবং উহারা যাহা বলে সবই মিথ্যা।

(২১) اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ○

(২২) بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

(২৩) وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ○

(২৪) قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ۗ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

(২৫) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

২১. আমি কি উহাদিগকে কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দান করিয়াছি যাহা উহারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া আছে?

২২. বরং উহারা বলে, 'আমরা তো আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদিগেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি।'

২৩. এইভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি, তখনই উহার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা বলিত, 'আমরা তো আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদিগেরই পদাংক অনুসরণ করিতেছি।'

২৪. সেই সতর্ককারী বলিত, 'তোমরা তোমাদিগের পূর্বপুরুষগণকে যে পথে পাইয়াছ, আমি যদি তোমাদিগের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা তাহাদিগের পদাংক অনুসরণ করিবে?' তাহারা বলিত, 'তোমরা যাহাসহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি।'

২৫. অতঃপর আমি উহাদিগকে উহাদিগের কর্মের প্রতিফল দিলাম; দেখ, মিথ্যাচারীদিগের পরিণাম কি হইয়াছে!

তাফসীর ঃ যাহারা ইবাদতের মধ্যে আল্লাহ্র সহিত আরো অনেক দেব-দেবীকে দলীল-প্রমাণ ছাড়া শরীক করে তাহাদিগের এই ইবাদতের জোর প্রতিবাদ জানাইয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اَمْ اٰتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهٖ উহাদিগের এই ধরনের শিরকী করার পূর্বে আমি কি উহাদিগকে কোন কিতাব দান করি নাই? فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ যাহা উহারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে? অর্থাৎ ইহার পূর্বে উহাদিগকে যে সব আসমানী কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে এমন কথা ছিল না, যাহা উহারা শিরকের সমর্থনে সনদ হিসাবে পেশ করছে। বরং উহাতেও ইহা না করার জন্য আহ্বান জানান হইয়াছিল।

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে, اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ অর্থাৎ আমি কি উহাদিগের নিকট এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহা উহাদিগকে আমার কোন শরীক করিতে বলে?

অতঃপর বলেন ঃ بَلْ قَالُوْا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ

না, উহারা বলে, 'আমরা তো আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদিগেরই পদাংক অনুসরণ করিতেছি।'

অর্থাৎ শিরকের ব্যাপারে উহারা উহাদিগের পূর্বপুরুষের অনুসরণ করে। উহাদিগের পূর্বপুরুষ শিরক করিত বলিয়া উহারা শিরক করে। উহা ছাড়া কোন দলীল উহাদিগের নিকট নাই। আর কোন আদর্শের অনুসরণ করার ব্যাপারে পূর্বপুরুষদিগের কর্মকাণ্ড কোন দলীল বা আদর্শরূপে পরিগণিত হইতে পারে না।

আর এই আয়াতে امة দ্বারা, দীন উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। যথা অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে যে, اِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً অর্থাৎ, এই যে তোমাদিগের দীন তাহা তো পূর্বের সেই একই দীন।

আর তাহারা বলে, وَاِنَّا عَلٰى اٰثَارِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ অর্থাৎ আমরা তো আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগেরই পদাংক অনুসরণ করিতেছি। মূলত তাহাদিগের এই তথাকথিত আদর্শিক দাবীর সপক্ষে কোন দলীল নাই। যাহাকে হাওয়াই দাবী বলা যাইতে পারে।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ইহাদিগের পূর্বপুরুষেরাও তৎকালীন নবীকে অস্বীকার করিত। নবীকে তাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়া অপপ্রচার করিত। যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

كَذَالِكَ مَااَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ- اَتَوَاصَوْا بِهٖ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ-

অর্থাৎ এইভাবে উহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের নিকট যখনই কোন রাসূল আসিয়াছে উহারা তাহাকে বলিয়াছে, তুমি তো এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ। মনে হয়, উহারা একে অপরকে এই মন্ত্রণাই দিয়া আসিয়াছে। বস্তুত উহারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

আলোচ্য আয়াতেও এইরূপ বলা হইয়াছে যে,

كَذَالِكَ مَااَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّ اِنَّا عَلٰى اٰثَارِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ-

অর্থাৎ এইভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি তখন উহাদিগের মধ্যে যাহারা সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহারা বলিত, 'আমরা তো আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদিগেরই পদাংক অনুসরণ করিতেছি।'

অতঃপর বলেন, قُلْ অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ! এই সকল মুশরিকদিগকে আপনি বলুন, প্রত্যেক নবী এই কথা বলিয়াছেন যে ঃ

اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَائَكُمْ- قَالُوْا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كَافِرُوْنَ

তোমরা তোমাদিগের পূর্বপুরুষগণকে যাহার অনুসারী পাইয়াছ, আমি যদি তোমাদিগের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ নির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা তাহাদিগের অনুসরণ করিবে? প্রত্যুত্তরে তাহারা বলিত, 'তোমরা যাহাসহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি।'

অর্থাৎ নবীগণ যাহাসহ প্রেরিত হইত তাহা তাহারা সত্য বলিয়া জানা সত্ত্বেও তাহারা তাহাদিগের গোঁড়ামী ও হঠকারিতার জন্য সত্য সমর্থন করিতে কখনো সমর্থ হইত না। তাহাদিগের পূর্বপুরুষদিগের ধর্ম মিথ্যা ও বিকৃত জানা সত্ত্বেও উহাই তাহারা আঁকড়াইয়া থাকিত।

অতএব পরিশেষে উহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ 'অতঃপর আমি উহাদিগকে উহাদিগের কর্মের প্রতিফল দিলাম।' অর্থাৎ পূর্বযুগের অস্বীকারকারী মুশরিকাদিগকে বিভিন্ন আযাব দেওয়া হয়েছিল, সে সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আঙ্গিকে আলোচনা করা হইয়াছে।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ 'দেখ, মিথ্যাচারীদিগের পরিণাম কি হইয়াছে!' অর্থাৎ যুগে যুগে কিভাবে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগের সেই ধ্বংসের মধ্য দিয়াও কিভাবে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছিল।

(٢٦) وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيْمُ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ إِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ۝

(٢٧) إِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَإِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ۝

(٢٨) وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

(٢٩) بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ۝

(٣٠) وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّإِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝

(٣١) وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ۝

(٣٢) أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝

(٣٣) وَلَوْلَآ أَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ۝

(٣٤) وَلِبُيُوتِهِمْ اَبْوَابًا وَّ سُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ ۙ

(٣٥) وَزُخْرُفًا ۚ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۚ

২৬. স্মরণ কর, ইবরাহীম তাহার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা যাহাদিগের পূজা কর তাহাদিগের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই;

২৭. সম্পর্ক আছে শুধু তাঁহারই সহিত, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিবেন।'

২৮. এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণীরূপে রাখিয়া গিয়াছে তাহার পরবর্তীদিগের জন্য, যাহাতে উহারা সৎপথে প্রত্যাবর্তন করে।

২৯. বরঞ্চ আমিই উহাদিগকে এবং উহাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে সুযোগ দিয়াছিলাম ভোগের; অবশেষে উহাদিগের নিকট আসিল সত্য ও স্পষ্ট প্রচারক রাসূল।

৩০. যখন উহাদিগের নিকট সত্য আসিল উহারা বলিল, 'ইহা তো যাদু এবং আমরা ইহা প্রত্যাখ্যান করি।'

৩১. এবং ইহারা বলে, 'এই কুরআন কেন অবতীর্ণ হইল না দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর?'

৩২. ইহারা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বণ্টন করে? আমিই উহাদিগের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করি উহাদিগের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাহাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতে পারে এবং উহারা যাহা জমা করে তাহা হইতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।

৩৩. সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হইয়া পড়িবে, এই আশংকা না থাকিলে দয়াময় আল্লাহ্‌কে যাহারা অস্বীকার করে, উহাদিগকে আমি দিতাম উহাদিগের গৃহের জন্য রৌপ্য-নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি— যাহাতে উহারা আরোহণ করে।

৩৪. এবং উহাদের গৃহের জন্য দিতাম রৌপ্য-নির্মিত দরজা, বিশ্রামের জন্য পালংক;

৩৫. এবং স্বর্ণের নির্মিতও। আর এই সবই শুধু পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার। মুত্তাকীগণের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে আখিরাতের কল্যাণ।

তাফসীর ঃ কুরাইশদিগের ধর্ম ও বংশধারার সহিত যে ইবরাহীম (আ) সম্পর্কিত, যিনি ছিলেন একাধারে আল্লাহ্র রাসূল ও বিশিষ্ট বন্ধু এবং যিনি তাঁহার পরবর্তী সকল নবীগণের পিতৃতুল্য, তিনি তাঁহার পিতা ও স্বীয় কওমকে দেব-দেবীর পূজা করা হইতে নিবৃত থাকার উপদেশ দিয়া বলেন ঃ

اِنَّنِىْ بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ اِلاَّ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ فَاِنَّه سَيَهْدِيْنِ ـ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِه ـ

অর্থাৎ 'তোমরা যাহাদিগের পূজা কর তাহাদিগের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই; সম্পর্ক আছে শুধু তাঁহারই সহিত যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিবেন। এই ঘোষণাকে সে চিরন্তন বাণীরূপে রাখিয়া গিয়াছে তাহার পরবর্তীদিগের জন্য।'

অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদত করা, তাঁহার সহিত অন্য যে কেহকে শরীক করা, না করা এবং সকল দেব-দেবীর পূজা করা হইতে নিবৃত্ত থাকা—স্বীয় কওমকে তিনি এই উপদেশবাণী করিয়াছিলেন।

হযরত ইবরাহীম (আ) যে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাওহীদের প্রশ্নে তিনি অনড় ভূমিকা নিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহার বংশের মধ্যে তাওহীদের মর্মবাণী যুগ যুগ ধরিয়া সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আওলাদগণ কোন যুগেই তাওহীদকে পরিত্যাগ করেন নাই। উপরন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন তাওহীদের একজন আপোষহীন সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। মানুষের নিকট তাওহীদের বাণী পৌঁছানই ছিল তাঁহার একমাত্র ব্রত। তাই বলা হইয়াছে যে, এই ঘোষণাকে সে চিরন্তন বাণীরূপে রাখিয়া গিয়াছে তাঁহার পরবর্তীদিগের জন্য। لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ যাহাতে উহারা সৎপথে প্রত্যাবর্তন করে। অর্থাৎ যাহাতে পরবর্তীযুগের লোকেরাও হিদায়েতের পথে চলিতে পারে।

ইকরিমা, মুজাহিদ, যাহ্হাক, কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) প্রমুখ বলেন, وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِه এই আয়াতাংশের মর্মার্থ হইল এই যে, তাঁহার বংশের যাহারা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলিবে তাহারা কখনো পথভ্রষ্ট হইবে না। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও এইরূপ মর্মার্থ বর্ণিত হয়েছে।

ইব্ন যায়দ ইহার মর্মার্থে বলেন যে, উহা হইল ইসলামের আদর্শ, যে জাতি ইহা নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহারাই ইসলামের রক্ষক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

بَلْ مَتَّعْتُ هٰؤُلَاءِ অর্থাৎ, আমি মুশরিকদিগকে এবং উহাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে ভ্রষ্টময় জীবন দীর্ঘায়িত করিয়াছিলাম।

وَاٰبَاءَهُمْ حَتّٰى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ অবশেষে উহাদিগের নিকট আসিল সত্য ও স্পষ্ট ভীতিদানকারী রাসূল।

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ অর্থাৎ যখন উহাদিগের নিকট সত্য আসিল তখন উহারা অগ্রাহ্য করিল এবং বিদ্বেষ ও বিদ্রোহাত্মকভাবে উহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। وَقَالُوْا এবং উহারা বলিল, ইহা তো যাদু এবং আমরা ইহা প্রত্যাখ্যান করি।

আর কঠোর ভাষায় তাহারা অভিযোগ আনিল যে,

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ

অর্থাৎ কুরআন যদি সত্য হইত তাহা হইলে কেন ইহা মক্কা ও তায়েফের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হইল না?

এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরিমা, মুহাম্মদ ইব্ন কাআব কুরযী, কাতাদাহ, সুদ্দী ও ইব্ন যায়দ (র) প্রমুখ।

অনেকে বলিয়াছেন যে, قَرْيَتَيْنِ দুই গোত্রের নেতা অলীদ ইব্ন মুগীরা ও উরওয়া ইব্ন মাসউদ ছাকাফীকে বুঝানো হইয়াছিল।

যায়দ ইব্ন আসলাম (র) হইতে মালিক, যাহ্হাক ও সুদ্দী (র) বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা অলীদ ইব্ন মুগীরা এবং মাসউদ ইব্ন আমর ছাকাফীকে বুঝানো হইয়াছিল।

মুজাহিদ (র) বলেন যে, ইহা দ্বারা উমাইয়া ইব্ন আমর ইব্ন মাসউদ ছাকাফী ও উতবাহ ইব্ন রবীয়া-কে উদ্দেশ্য করা হইয়াছিল।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, ইহা দ্বারা অলীদ ইব্ন মুগীরা ও হাবীব ইব্ন আমর ইব্ন উমাইর ছাকাফীকে বুঝানো হইয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন, ইহা দ্বারা মক্কার উতবাহ ইব্ন রবীআহ এবং তায়েফের ইব্ন আব্দে ইয়ালিলকে বুঝানো হয়েছিল।

সুদ্দী (র) বলেন, ইহা দ্বারা বুঝানো হইয়াছিল অলীদ ইব্ন মুগীরা ও কিনানাহ ইব্ন আমর ইব্ন উমাইর ছাকাফীকে।

মোদ্দাকথা, এই কথা বলিয়া কাফিররা যে কোন দুই জনপদের দুইজন বিজ্ঞ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে বুঝাইয়াছে।

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল কাফিরদিগের অভিযোগের জবাবে বলেন, أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ অর্থাৎ উহারা যে নিজেরাই করুণা বণ্টন করে, বণ্টন করা তাহাদের কাজ নহে। উহার মালিক একমাত্র আল্লাহ্। তিনি ভালোভাবেই জানেন যে, তাহার রিসালত প্রাপ্তির জন্য কে উপযুক্ত। এই রিসালত তাঁহাকেই প্রদান করা হয়, যিনি সর্বাপেক্ষা বেশী পবিত্র আত্মার অধিকারী, যিনি সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান বংশের উত্তরাধিকারী এবং যাঁহার রক্তের ধারা সর্বাপেক্ষা পবিত্র। অতঃপর বলেন, অনুগ্রহ বণ্টন করার অধিকার কাহার আছে? তিনি তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে ধন-সম্পদ-রিযক, জ্ঞান-বুদ্ধি এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল শক্তি বিভিন্ন প্রকারের ব্যবধানসহ প্রদান করিয়াছেন। ইহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ঃ

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيَوةِ الدُّنْيَا

অর্থাৎ আমিই উহাদিগের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করি উহাদিগের পার্থিব জীবনে। (এবং একে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি।)

لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا 'যাহাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতে পারে।' এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কেহ বলিয়াছেন যে, কাজের ব্যাপারে একের উপর অপরকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। কেননা একজন এক বস্তুর প্রতি মুখাপেক্ষী এবং অন্যজন অপর এক বস্তুর মুখাপেক্ষী। ইহাতে একে অপরের দ্বারা কাজ লওয়া সহজ হইবে। এই ব্যাখ্যা সুদ্দী (র) করিয়াছেন। কাতাদা ও যাহ্হাক (র) বলেন যে, ইহার মর্মার্থ হইল, একের উপর অপরকে কর্তৃত্ব দান করা। এই অর্থটিও প্রথম অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর বলা হইয়াছে যে, وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ উহারা যাহা জমা করে তাহা হইতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।

অর্থাৎ পার্থিব জীবনে অর্থ—সম্পদের মধ্যে তোমরা যাহা সঞ্চয় কর উহার চেয়ে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহ তোমাদের জন্য বহুলাংশে কল্যাণকর ও উৎকৃষ্টতর। পরবর্তী আয়াতে বলেন, وَلَوْ لاَ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হইয়া পড়িবে এই আশংকা যদি না থাকিত।

অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ প্রদানকে যদি মানুষ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্র অনুগ্রহসিক্ত বলিয়া ধারণা করার আশংকা না থাকিত, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদিগকে কল্পনাতীত পরিমাণে সম্পদ দান করিতেন। এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইব্ন আব্বাস (রা), হাসান, কাতাদা ও সুদ্দী (র) প্রমুখ।

তাই আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হইয়াছে যে, لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ দয়াময় আল্লাহ্কে যাহারা অস্বীকার

করে তাহাদিগকে তিনি দিতেন উহাদিগের গৃহের জন্য রৌপ্য-নির্মিত সিঁড়ি। এই অর্থ করিয়াছেন ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, সুদ্দী ও ইব্ন যায়দ (র) প্রমুখ।

عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ অর্থাৎ উহাদিগের গৃহের ছাদই নহে বরং উহাদিগের গৃহের কক্ষসমূহের সোপানসমূহও রৌপ্য দ্বারা নির্মাণ করিয়া দিতেন। উপরন্তু উহাদের গৃহের দরজাসমূহ এবং উপবেসন করার কেদারাসমূহ রৌপ্য ও স্বর্ণ দ্বারা তৈরী করিয়া দিতেন।

তাই বলা হইয়াছে ঃ وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُوْنَ দিতেন রৌপ্য নির্মিত দরজা ও বিশ্রামের জন্য পালংক। অর্থাৎ উহাদিগের ব্যবহার্য সকল জিনিস স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা নির্মিত হইত।

وَزُخْرُفًا এবং স্বর্ণালংকার। অর্থাৎ উহাদিগের এই সব জিনিস নির্মাণ করিতে রৌপ্যের সহিত স্বর্ণও সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইত। এর অর্থ করিয়াছেন ইব্ন আব্বাস (রা), কাতাদা সুদ্দী ও ইব্নে যায়দ (র) প্রমুখ।

অতঃপর বলেন যে, وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا কিন্তু এইসব তো পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার। অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট পৃথিবী তুচ্ছ একটি জিনিস বলিয়া গণ্য এবং এই পৃথিবীর স্থায়িত্ব ক্ষণকালীন– যাহা অব্যশই একদিন ধ্বংস হইয়া যাইবে।

তাই যাহারা সত্যকে অস্বীকার করে তাহারা তাহাদিগের নগণ্য পুণ্যগুলির বদলায় পৃথিবীর জীবনে যথেষ্ট সুখ ভোগ করেন। তাহাদিগের খাদ্য পানীয় ও জীবনমান আল্লাহ্ তাআলা উন্নত করিয়া দেন। কেননা পরকালে তাহাদিগের ভাগ্যে দুঃখ ছাড়া ভোগের জন্য কিছু নাই। পরকালে তাহাদিগের এতটুকু পুণ্য থাকিবে না। যাহা ওজন করিয়া উহাদিগকে কোন উত্তম প্রতিদান দেওয়া যাইতে পারে। এই বিষয়ের উপর বহু সহীহ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

একটি হাদীসে আসিয়াছে যে, "যদি আল্লাহ্র নিকট পৃথিবীর মূল্য মাছির একটি ডানার পরিমাণও হইত তাহা হইলে তিনি কোন কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করিতে দিতেন না।"

বাগাভী (র) .... সাহল ইব্ন সা'আদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাবারানী ....সাহল ইব্ন সাআ'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাহল ইব্ন সা'আদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যদি আল্লাহ্র নিকট পৃথিবীর মাছির একটি পাখার পরিমাণ মূল্যও থাকিত, তাহা হইলে তিনি কোন কাফিরকে পৃথিবীর কিছু ভোগ করিতে দিতেন না।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী অংশে বলেন, وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ 'মুত্তাকীগণের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে পরলোকের

কল্যাণ।' অর্থাৎ পরলোকের কল্যাণ কেবল মুত্তাকীদিগের জন্যই নির্ধারিত। মুত্তাকীগণ ব্যতীত অন্য কেহ সেই কল্যাণ ও সুখ ভোগ করিবার ছাড়পত্র পাইবে না।

তাই একদা উমর (রা) হযরত (সা)-এর বাসগৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন হুযূর (সা) স্বীয় বিবিগণের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। তিনি দেখেন যে, হুযূর (সা) একটি চাটাইয়ের উপর শুইয়া আছেন এবং চাটাইয়ের দাগ কাটা তাঁহার পিঠের উপর স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। এই অবস্থা দেখিয়া উমর (রা) কাঁদেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কায়সার ও কিসরা কত শান-শওকতের সহিত থাকে এবং জীবন-মান তাহাদিগের কত উন্নত । আর আপনি আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হওয়া সত্ত্বেও কেন এত কষ্ট করেন ? এই সময় হুযূর (সা) ঠেস দিয়া বসা হইতে উঠিয়া সোজা হইয়া বসেন এবং বলেন, "হে ইব্ন খাত্তাব! এই ব্যাপারে কি তোমার সন্দেহ রহিয়াছে?" অতঃপর বলেন, "এই সকল লোকেরা তাহাদিগের ভাল কাজের প্রতিদান ইহলোকে প্রাপ্ত হইয়াছে।" অন্য একটি রেওয়ায়েতে আসিয়াছে যে, এই কথার পর উমর (রা)-কে তিনি জিজ্ঞাসার সুরে বলিয়াছিলেন, হে উমর! "তুমি কি ইহাতে খুশী নহে যে, উহাদিগের জন্য ইহকাল এবং আমাদিগের জন্য পরকাল?"

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে আসিয়াছে যে, রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পান পাত্রে পান করিও না এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত থালায় খাদ্য রাখিয়া আহার করিও না। কেননা ইহা দুনিয়াদারদিগের জন্য ইহলোকে এবং আমরা ইহা ব্যাবহার করিব পরকালে।"

মূলত দুনিয়া আল্লাহ্র নিকট খুবই তুচ্ছ একটি জিনিস এবং দুনিয়ার জীবন খুবই স্বল্পকালীন। যথা সাহল ইব্ন সা'আদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যদি দুনিয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মাছির একটি পাখার সমান মূল্যও রাখিত, তাহা হইলে তিনি কোন কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করিতে দিতেন না।" তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ্।

(٣٦) وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ○

(٣٧) وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

(٣٨) حَتّٰٓى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ○

(٣٩) وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ○

(٤٠) اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

(٤١) فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ○

(٤٢) اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ○

(٤٣) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْٓ اُوْحِىَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

(٤٤) وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ ○

(٤٥) وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ○

৩৬. যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণে বিমুখ হয় তিনি তাহার জন্য নিয়োজিত করেন এক শয়তানকে, অতঃপর সেই হয় তাহার সহচর।

৩৭. শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হইতে বিরত রাখে। অথচ মানুষ মনে করে তাহারা সৎপথে পরিচালিত হইতেছে।

৩৮. অবশেষে যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হইবে তখন সে শয়তানকে বলিবে, 'হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকিত।' কত নিকৃষ্ট সহচর সে!

৩৯. আর আজ তোমাদিগের এই অনুতাপ তোমাদিগের কোন কাজে আসিবে না। যেহেতু তোমরা সীমালঘংন করিয়াছিলে; তোমরা তো সকলেই শাস্তিতে শরীক।'

৪০. তুমি কি শুনাইতে পারিবে বধিরকে? অথবা যে অন্ধ ও যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে, তাহাকে কি পারিবে সৎপথে পরিচালিত করিতে?

৪১. আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই, তবু আমি উহাদিগকে শাস্তি দিব;

৪২. অথবা আমি উহাদিগকে যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি যদি আমি তোমাকে তাহা প্রত্যক্ষ করাই, তবে উহাদিগের উপর আমার তো পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে।

৪৩. সুতরাং তোমার প্রতি যাহা ওহী করা হইয়াছে তাহা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। তুমি তো সরল পথেই রহিয়াছ।

৪৪. কুরআন তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু; তোমাদিগকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হইবে।

৪৫. তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদিগকে তুমি জিজ্ঞাসা কর, আমি কি আল্লাহ্ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করিয়াছিলাম যাহার ইবাদত করা যায়?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَّعْشُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিমুখ হয়, বিরত হয় এবং গাফিল হয় عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণ হইতে। اَلْعَشَا অর্থ চোখের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা। এই স্থানে عَشَا দ্বারা বুঝানো হইয়াছে অন্তর্দৃষ্টির দুর্বলতাকে।

نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ অর্থাৎ তিনি তাহার জন্য নিয়োজিত করেন এক শয়তানকে। অতঃপর সেই হয় তাহার সহচর।

যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى। অর্থাৎ কাহারও নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে তবে যেদিকে সে ফিরিয়া যায় সেদিকেই তাহাকে ফিরাইয়া দিব।

অন্য আয়াতে আরও বলা হইয়াছে ঃ فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ অর্থাৎ 'অতঃপর উহারা যখন বক্রপথ অবলম্বন করিল তখন আল্লাহ্ উহাদিগের হৃদয়কে বক্র করিয়া দিলেন।' অন্যত্র আরও বলিয়াছেন ঃ

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ অর্থাৎ 'আমি উহাদিগকে দিয়াছিলাম সঙ্গী যাহারা উহাদিগের অতীত ও ভবিষ্যতকে উহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়া দেখাইয়াছিল।'

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

অর্থাৎ 'শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হইতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তাহারা সৎপথে পরিচালিত হইতেছে।' তারপর যখন সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উপস্থিত হইবে— قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ। অর্থাৎ তখন সে শয়তানকে বলিবে, হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকিত। কত নিকৃষ্ট সহচর সে!

উল্লেখ্য যে, কেহ حَتَّى اِذَا جَاءَنَا -কে حَتَّى اِذَا جَاءَنَا রূপে পাঠ করিয়াছে। যাহার অর্থ দাঁড়ায়, সে ও শয়তান উভয়ে যখন আমার (আল্লাহ্‌র) নিকট উপস্থিত হইবে।

আব্দুর রায্‌যাক (র) ....সাঈদ জুরাইবী (র) হইতে বর্ণনা করেন। সাঈদ জুরাইবী (র) বলেন, কিয়ামতের দিন কাফির যখন কবর হইতে উত্থিত হইবে তখন শয়তান গিয়া তাহার সহিত একত্রিত হইবে এবং যখন তাহাদের উভয়কে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে তখনো তাহারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হইবে না। আর তখন সে শয়তানকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে ঃ

يَا لَيْتَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ

অর্থাৎ হায়! আমার ও তোমার মাঝে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকিত। কত নিকৃষ্ট সহচর সে!

এই আয়াতে اَلْمَشْرِقَيْنِ দ্বারা পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত বিরাট ব্যবধানকে বুঝানো হইয়াছে। তবে অতিরিক্ত অর্থ বুঝাইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা আরবী সাহিত্যে قَمْرَانِ - عُمْرَانِ ও اَبَوَانِ-কে অতিরিক্ত অর্থে ব্যবহার করা হয়।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ

তোমরা সীমালংঘন করিয়াছিলে; আজ তোমাদিগের এই অনুতাপ তোমাদিগের কোন কাজে আসিবে না, কারণ তোমাদিগের উভয়েই তো একত্রে শাস্তি ভোগ করিতেছ।

অর্থাৎ আজ দোযখের মধ্যে তোমাদিগের একত্রিত হওয়া এবং শাস্তির মধ্যে সবাইকে একত্রে বাস করা তোমাদিগের জন্য কোন কাজে আসিবে না। কেননা তোমরা সীমালংঘন করিয়াছিলে। সীমালংঘনের অপরাধে তোমরা সকলে সমানভাবে অভিযুক্ত।

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ

اَفَانْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ ـ

তুমি কি শুনাইতে পারিবে বধিরকে? অথবা যে অন্ধ ও যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে তাহাকে কি পারিবে সৎপথে পরিচালিত করিতে?

অর্থাৎ বধিরদিগের নিকট হিদায়াতের দাওয়াত দিয়া তাহাদিগের মনে তুমি কোন আবেদন সৃষ্টি করিতে পারিবে না। হিদায়াত দান করার দায়িত্ব তোমার নহে, তোমার দায়িত্ব হইল তাহাদিগের নিকট হিদায়াতের দাওয়াত পৌছান মাত্র। কেননা হিদায়াত দান করার দায়িত্ব ও অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র। তিনি যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা ভ্রান্তপথে পরিচালিত করেন। যে হিদায়াতের উপযুক্ত তাহাকেই হিদায়াত দেন।

অতঃপর বলেন, فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ অর্থাৎ আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই তবুও আমি উহাদিগের প্রতিশোধ গ্রহণ করিব এবং উহাদিগকে আস্বাদন করাইব মর্মন্তুদ শাস্তির কঠিন স্বাদ।

اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنَا هُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ অথবা আমি উহাদিগকে যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি যদি আমি তোমাকে তাহা দেখাই, তবে উহাদিগের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে।

অর্থাৎ তোমার তিরোহিত হওয়ার পর এবং তোমার জীবিতাবস্থায় উভয়ভাবে আমি উহাদিগকে শাস্তি দিতে পারি, কিন্তু এই দুইটি প্রস্তাবের যেটি তোমার ভাল লাগে, যেটি দিলে তোমার মর্যাদা রক্ষা হয় ও বৃদ্ধি পায় সেইটি আমি কার্যকর করিব। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পূর্বে তাঁহার দুশমনদিগকে তাঁহার নিকট চরমভাবে পরাজিত করেন এবং উহাদিগের সম্মান রক্ষা ও উহাদিগের সম্পদের মালিকানা তাঁহার অধিকারে আনিয়া দেন। এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন সুদ্দী। আর ইব্‌ন জারীরের পছন্দনীয় ব্যাখ্যাও এইটি।

ইব্‌ন জারীর (র) ....মা'মার (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) এই আয়াতটি এইভাবে পাঠ করিয়াছেন ঃ فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ

ইহার পর তিনি আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিরোহিত হইলেন কিন্তু অনেক প্রতিশোধ অবশিষ্ট থাকিয়া গেল। ইহার কারণ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার উম্মতের উপর আযাব আপতিত করিয়া তাঁহাকে কষ্ট দিতে চাহেন নাই। কিন্তু একমাত্র আমাদিগের নবী ব্যতীত সকল নবীর জীবদ্দশায় তাঁহার উম্মতদিগকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। এই কথাও বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করান হয় যে, তাঁহার ইন্তিকালের পর তাঁহার উম্মতদিগের উপর কি কি আযাব আপতিত হইবে, ইহার পর হইতে তাঁহার মুখে কখনো আর হাসি দেখা যায় নাই।

কাতাদা (র) হইতে সাঈদ ইব্ন আরূবার রেওয়ায়েতেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। হাসান হইতে ইব্ন জারীরও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি হাদীসে আসিয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "নক্ষত্র যেমন আকাশকে রক্ষা করে এবং নক্ষত্রের পতন ঘটিলে যেমন আকাশও পতন উন্মুখ হইয়া পড়ে, তেমনিভাবে আমিও আমার সাহাবীদিগের জন্য রক্ষকস্বরূপ। যখন আমি তাহাদিগের নিকট হইতে তিরোহিত হইয়া যাইব, তখন তাহাদিগের উপর আপতিত হইবে প্রতিশ্রুত আযাবসমূহ।"

ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

সুতরাং তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করা হইয়াছে তাহা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। তুমি তো সরল পথেই রহিয়াছ। অর্থাৎ তোমার প্রতি নাযিলকৃত কুরআনকে তুমি মযবূতবাবে আঁকড়াইয়া ধর। কেননা কুরআনে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সর্বাংশে সত্য। কুরআন সত্যের দিকে আহ্বান করে এবং কুরআন মানুষকে সুন্দর, সরল পথেই পরিচালিত করে। ফলে সে জান্নাতের অধিকারী হয় এবং সে ভোগ করে অফুরন্ত নিয়ামতরাজি।

অতঃপর বলেন, اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ। অর্থাৎ কুরআন তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু।

এই অর্থ করিয়াছেন ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, সুদ্দী ও ইব্ন যায়দ (র) এবং ইব্ন জারীরের পছন্দনীয় অর্থও ইহা।

তিরমিযী (র) .....মুআবিয়া (রা) হইত বর্ণনা করিয়াছেন। মুআবিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "ইহা (খিলাফত ও ইমামাত) কুরাইশদিগের মধ্যেই থাকিবে। যাহারা কুরাইশদিগের হাত হইতে খিলাফাতের দায়িত্ব ছিনাইয়া নিবে, তাহারা আল্লাহ্র ক্রোধের মধ্যে থাকিবে। যতদিন তাহারা দীন প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকিবে।" বুখারী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলামে কুরাইশদের জন্য আলাদা এক মর্যাদা রহিয়াছে। কারণ হইল, কুরআন কুরাইশদিগের পরিভাষার উপর নাযিল হইয়াছে। ফলে

কুরআনকে তাহারাই সবচেয়ে ভালভাবে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে। আর ইসলামের জন্য কুরাইশদিগের হইতে সবচেয়ে বেশী কুরবানী নেওয়া হইয়াছে। ইসলাম রক্ষায় ও ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কুরাইশদিগের ভূমিকা ছিল অভিভাবকসুলভ। আর ইসলামের আদর্শে তাঁহারাই ছিল সর্বাপেক্ষা নিবেদিত প্রাণ মুসলমান। এই ধারাটি প্রথমদিকে যাঁহারা হিজরত করিয়াছিলেন, পরবর্তীতে তাঁহাদিগকে যাঁহারা অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং আরো পরে ইহাদিগকে যাঁহারা অনুসরণ করিয়াছিলেন— এইভাবে বিকশিত হইয়াছে।

কেহ বলিয়াছেন اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ—ইহার অর্থ হইল, কুরআন তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশের বিষয়।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই অর্থ দ্বারা যদিও কুরআন কুরাইশদিগের উপদেশ বাণী হিসাবে বুঝা যায়, কিন্তু এই কথা বুঝা যায় না যে, কুরআন অন্যান্যদিগের জন্য উপদেশ স্বরূপ নহে।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন : لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ আমি তো তোমাদিগের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি কিতাব, যাহাতে আছে তোমাদিগের জন্য উপদেশ। তবুও কি তোমরা বুঝিবে না?

অন্য এক আয়াতে আরো বলিয়াছেন : وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ তোমার স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক করিয়া দাও।

وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ অর্থাৎ এই কুরআনকে তোমরা আমলে আনিয়াছ এবং জীবনকে এই মতে কতটুকু পরিচালিত করিয়াছ সেই ব্যাপারেও অতি নিকটকালে অবশ্যই তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদিগের বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসা কর, দয়াময় আল্লাহ্ কি তিনি ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করিয়াছিলেন উহাদিগের জন্য, যাহার ইবাদত করা হইত?

অর্থাৎ মানুষকে তুমি যে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা, তাঁহার সহিত অন্য কেহকে শরীক না করার জন্য এবং দেব-দেবী ও প্রতীমার পূজা করা হইতে তাহাদিগকে বিরত থাকার জন্য আহ্বান কর, পূর্ববর্তী সকল নবীও তাহাদিগের উম্মতদিগকে এই দাওয়াত দিয়াছিলেন। যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্র ইবাদত করিবার ও তাগুতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি।'

মুজাহিদ (র) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কিরাআতে এই আয়াতটি এইভাবেও পড়া হইয়াছে ঃ وَسْئَلِ الَّذِيْنَ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ رُسُلَنَا

উল্লেখ্য যে, তাফসীরের বেলায় এইরূপ পড়া যাইতে পারে। মূলত সাধারণভাবে পাঠ করার বেলায় এই পঠন গ্রহণযোগ্য নহে। ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে সুদ্দী, যাহ্হাক ও কাতাদা (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াতটির মর্মার্থ হইল এই যে, হে মুহাম্মদ! মি'রাজের রাত সম্বন্ধে অন্যান্য নবীগণকে তুমি জিজ্ঞাসা কর। সেই রাতে সকল নবী তোমার সামনে উপস্থিত ছিল। প্রত্যেক নবীকে তাহার উম্মতদিগকে তাওহীদ গ্রহণ ও শিরক বর্জন করার দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাহারা একে একে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তবে ইব্ন জারীর (র) প্রথমোক্ত মর্মটি গ্রহণ করিয়াছেন। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন।)

(٤٦) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَقَالَ اِنِّيْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(٤٧) فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ○

(٤٨) وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ؗ وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

(٤٩) وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ○

(٥٠) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ○

৪৬. মূসাকে তো আমি আমার নিদর্শনসহ ফিরাউন ও তাহার পরিবারবর্গের নিকট পাঠাইয়াছিলাম; সে বলিয়াছিল, 'আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রেরিত।'

৪৭. সে উহাদিগের নিকট আমার নিদর্শনসহ আসিবা মাত্র উহারা তাহা লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিতে লাগিল।

৪৮. আমি উহাদিগকে এমন কোন নিদর্শন দেখাই নাই যাহা উহার অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম যাহাতে উহারা প্রত্যাবর্তন করে।

৪৯. উহারা বলিয়াছিল, হে যাদুকর! তোমার প্রতিপালকের নিকট তুমি আমাদিগের জন্য তাহা প্রার্থনা কর যাহা তিনি তোমার সহিত অঙ্গীকার করিয়াছেন; তাহা হইলে আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করিব।'

৫০. অতঃপর যখন আমি উহাদিগের উপর শাস্তি বিদূরিত করিলাম তখনই উহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া বসিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তিনি হযরত মূসা (আ)-কে রাসূল হিসাবে ফিরাউন, তাহার পারিষদবর্গ ও তাহার কিব্তী ও বনী ইসরাঈলী প্রজাবর্গের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, যেন তিনি তাহাদিগকে তাওহীর্দের শিক্ষা দান করেন এবং তাহাদিগকে যেন শিরক করা হইতে বিরত রাখেন। তাঁহাকে তিনি বড় বড় মুজিযাও দান করিয়াছিলেন। যেমন, পাঞ্জা আলোকময় হইয়া যাওয়া এবং ক্ষুদ্র লাঠি অজগর সাপে রূপান্তরিত হওয়া ইত্যাদি। আর তিনি তাঁহাকে দিয়াছিলেন বন্যা, শৈত্য, ছারপোকা, বেঙ ও রক্ত দ্বারা শাস্তি দেওয়ার শক্তি। ইহার সাথে সাথে ফিরাউনের রাজ্যে আরো আসিয়াছিল মহামারি, ফল ও শস্যহানির প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কিন্তু এইসব সত্ত্বেও ফিরাউন ও তাহার প্রজা-পারিষদবর্গ মূসা (আ)-এর আহ্বানে সাড়া দেয় নাই। বরং তাহারা তাঁহাকে ও তাঁহার দাওয়াতের বিষয় লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا

আমি উহাদিগকে যে নিদর্শন দেখাইয়াছি তাহার প্রত্যেকটি ছিল পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে তাহাদিগকে এইসব মু'জিযা প্রদর্শন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ আপতিত করণের উদ্দেশ্য ইহা ছিল যে, যেন উহারা গোমরাহী, গোঁড়ামী পরিত্যাগ করিয়া হিদায়াতের সঠিক-সরল পথে ফিরিয়া আসে। আর ফিরাউনের সামনে সে একেবারেই নগণ্য একটি মানুষ বৈ বেশী কিছু নহে। কিন্তু তাহারা মূসা (আ)-কে

রাসূল হিসাবে গ্রহণ করিল না। বরং তাহারা এই ব্যাপারটিকে মামুলী ভাবিয়া তাঁহাকে বলিল, يَا اَيُّهَا السَّاحِرُ অর্থাৎ (হে যাদুকর!) হে আলিম-পণ্ডিত! এই অর্থ করিয়াছেন ইব্‌ন জারীর (র)। কেননা সেকালে যাহারা যাদু বিদ্যায় পারদর্শী ছিল তাহাদিগকে 'আলিম' বলা হইত। সেকালে যাদু কোন দোষণীয় বিষয় ছিল না। ইহা অসম্মানজনক কোন সম্বোধনও ছিল না। বরং খুবই সম্মানজনক একটি উপাধি ছিল। মূসা (আ)-কে তাহারা এই উপাধিতে সম্বোধন করিত মূলত তাহাদিগের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। কেননা মূসা (আ)-এর দাওয়াত তাহারা বারবার অস্বীকার করার ফলে বারবার তাহাদিগের উপর আযাব আপতিত হইত। আর সেই আযাব হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তাহারা তাঁহাকে এইরূপ সম্বোধনের মাধ্যমে তোষামোদ করিয়া এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া তাঁহার আযাব হইতে নিষ্কৃতি হাসিল করিত।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ايَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ـ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يَا مُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ الِى اَجَلٍ هُمْ بَالِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ـ

অর্থাৎ অতঃপর আমি তাহাদিগকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এইগুলি স্পষ্ট নিদর্শন; কিন্তু তাহারা দাম্ভিকই রহিয়া গেল। আর তাহারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়। এবং যখন তাহাদিগের উপর শাস্তি আসিত তাহারা বলিত, হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদিগের জন্য প্রার্থনা কর, তোমার সহিত তাঁহার যে অঙ্গীকার রহিয়াছে তদনুযায়ী যদি তুমি আমাদিগের হইতে শাস্তি অপসারিত কর, তবে আমরা তো তোমাতে বিশ্বাস করিবই এবং বনী ইসরাঈলকেও তোমার সহিত যাইতে দিব। যখনই তাহাদিগের উপর হইতে শাস্তি অপসারিত করিতাম এক নির্দিষ্ট কালের জন্য, যাহা তাহাদিগের জন্য নির্ধারিত ছিল, তাহারা তখনই তাহাদিগের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিত।

(৫১) وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِيْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝

(৫২) اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ مَهِيْنٌ ۥ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ۝

(٥٣) فَلَوْلَآ اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْجَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ○

(٥٤) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○

(٥٥) فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

(٥٦) فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ○

৫১. ফিরাউন তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলিয়া ঘোষণা করিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! মিশর রাজ্য কি আমার নহে ? এই নদীগুলি আমার পাদদেশে প্রবাহিত, তোমরা ইহা দেখ না ?

৫২. 'আমি তো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি হইতে, যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলিতে অক্ষম?

৫৩. 'মূসাকে কেন দেওয়া হইল না স্বর্ণ-বলয় অথবা তাহার সংগে কেন আসিল না ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভাবে?'

৫৪. এইভাবে সে তাহার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করিয়া দিল, ফলে উহারা তাহার কথা মানিয়া লইল। উহারা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

৫৫. যখন উহারা আমাকে ক্রোধান্বিত করিল আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করিলাম উহাদিগের সকলকে।

৫৬. তৎপর পরবর্তীদিগের জন্য আমি উহাদিগকে করিয়া রাখিলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।

তাফসীর ঃ ফিরাউন তাহার সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া বলিল ঃ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهَارُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ অর্থাৎ মিশরের রাজ্য কি আমার নহে ?

কাতাদা (র) বলেন, মিশরের ভূমিতে তখন অনেক বাগান, প্রস্রবণধারা ও নদী প্রবাহিত ছিল। তাই ফিরাউন তাহার সম্প্রদায়কে এই সবের প্রতি ইংগিত দিয়া বলিয়াছিল, اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ তোমরা কি এই সব দেখ না ? আমার একটি সুন্দর দেশ আছে। আমি এত এত সংখ্যার জনগণের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক। আর মূসা অনাথ, দুর্বল ও কত দরিদ্র!

যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

فَحَشَرَ فَنَادٰى ـ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ـ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ـ

অর্থাৎ সে সকলকে সমবেত করিল এবং উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করিল, আমিই তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক। অতঃপর আল্লাহ্ উহাকে পরকালে ও ইহকালে কঠিন শাস্তি দেন।

ইহার পর সে আরো বলে ঃ اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ وَّلَايَكَادُ يُبِيْنُ অর্থাৎ আমি তো শ্রেষ্ঠ, এই হীন ব্যক্তি তো স্পষ্ট কথা বলিতে পারে না।

সুদ্দী (র) বলেন, ফিরাউন মূলত বলিয়াছিল যে, বরং আমি উহার অপেক্ষা বড় ও সম্মানিত, সে বিত্তহীন ও হীন এক লোক।

আরবী ব্যাকরণবিদদেরও অনেকে আলোচ্য আয়াতটির ام -এর অর্থ করিয়াছেন بـل দ্বারা অর্থাৎ 'বরং'। আয়াতটি অনেকে এইরূপও পাঠ করিয়াছেন যে,

اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ

এই পঠনরীতি সম্পর্কে ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, এইভাবে পাঠ করিলে যদিও অর্থ স্পষ্টতর হয় তবুও ইহা সাধারণ পঠন রীতি অনুযায়ী নহে বলিয়া অগ্রহণযোগ্য। কেননা সাধারণ পাঠ রীতিতে اَمْ-কে প্রশ্নবোধক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কেননা অভিশপ্ত ফিরাউন বলিতে চাহিয়াছিল যে, আমি কি মূসা-এর চেয়ে বড় নহি? (আল্লাহ্ তাহার প্রতি অভিসম্পাত করুন)।

সুফিয়ান (র) বলেন, مَهِيْنٌ-এর অর্থ হইল হীন।

কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল দুর্বল।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, مهين বলিয়া ফিরাউন বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে, তাঁহার রাজত্ব নাই, রাজ সিংহাসন নাই এবং নাই তাঁহার অর্থ সম্পদ।

উপরন্তু وَّلَايَكَادُ يُبِيْنُ -সে স্পষ্ট কথা বলিতে অক্ষম।

সুদ্দী (র) বলেন, অর্থাৎ সে কথা বলিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না।

কাতাদা, সুদ্দী ও ইব্ন জারীর (র) বলেন, সে তো তোত্‌লা।

সুফিয়ান (র) বলেন, শৈশবকালে সে মুখে আগুন নিয়াছিল বলিয়া তাহার বাক্য অস্পষ্ট হইত।

মূসা (আ)-এর যবানে দোষ দেখা দেয়ার মূলেও ছিল অভিশপ্ত ফিরাউনের কারসাজি। সে আগুন দ্বারা মূসা (আ)-এর বিবেক পরীক্ষা করার চেষ্টা করিয়াছিল।

مَهِيْنٌ দ্বারা ফিরাউন জাজ্বল্য একটা মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। মূলত চরিত্র, দীনদারী ও সম্মানের দিক দিয়া ফিরাউনের চেয়ে মূসা (আ)-ই শ্রেষ্ঠ ছিল। ফিরাউন ছিল নাস্তিক ও দাম্ভিক। وَلَايَكَادُ يُبِيْنُ এইটিও ফিরাউনের বানানো মিথ্যা কথা। কেননা মূসা (আ) তাঁহার যবানের অস্পষ্টতার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করিলে আল্লাহ্ তাঁহার যবানের অস্পষ্টতা দূর করিয়া দেন। ফলে সকলে তাঁহার কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারে।

ফিরাউনের এই দাম্ভিকতাপূর্ণ কথার উল্লেখ করিয়া হাসান বসরী (র) বলেন, সৃষ্টির ব্যাপারে কাহারো কোন হাত নাই। তাই মূসা (আ) যদি তোত্‌লাও থাকেন তবুও দোষ হিসাবে উল্লেখ করার মত কোন ব্যাপার না।

ফিরাউন আরো বলিয়াছিল যে, فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ অর্থাৎ সে যদি নবী হইত তবে তাহাকে কেন স্বর্ণ-বলয় দেওয়া হইল না?

এই অর্থ করিয়াছেন ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) প্রমুখ।

أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ؟ অর্থাৎ 'কেন তাহার সংগে আসিল না ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভাবে?' উহারা তাহার খেদমত করিত এবং উহারা তাহার সত্যবাদীতার স্বীকৃতি প্রদান করিত। কেন তাহার সহিত কোন ফেরেশতা আসিল না? সে যদি সত্য নবী হইত তবে অবশ্যই তাহার সহিত সহযোগী একদল ফেরেশতা থাকিত। এই ধোঁকা দিয়া জনগণকে ফিরাউন হতভম্ব করিয়া ফেলে।

তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوْهُ

অর্থাৎ এইভাবে সে তাহার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করিয়া দিল। পরবর্তী পর্যায়ে সকলকে সে তাহার আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করিলে সকলে তাহাদের আহ্বানে সাড়া দেয়। ফলে উহারা তাহার কথা মানিয়া লইল।

إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَاسِقِيْنَ অর্থাৎ উহারা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِيْنَ

অর্থাৎ যখন উহারা আমাকে ক্রোধান্বিত করিল আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করিলাম উহাদিগের সকলকে।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তাহাদিগের পিঠের উপর চাবুক আঘাত করিয়া জর্জরিত করিয়াছিলাম।

আলোচ্য আয়াতাংশের মর্মার্থে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্‌হাক (র) বলেন, আমি তাহাদিগের উপর ক্রোধাগ্নি বর্ষণ করিলাম।

মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'আব, কুরযী, কাতাদা ও সুদ্দী (র) সহ একদল মুফাস্‌সিরও এই অর্থ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... উকবা ইব্‌ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্‌ন আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ (অর্থাৎ প্রথমে এই আয়াতটি পাঠ করেন)

اِذَا رَأَيْتَ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يُعْطِى الْعَبْدَ مَا يَشَاءُ وَهُوَ مُقِيْمٌ عَلٰى مَعَاصِيْهِ فَاِنَّمَا ذٰلِكَ اِسْتِدْرَاجٌ مِنْهُ لَهُ۔

অর্থাৎ যখন তুমি দেখিবে যে কোন বান্দা গুনাহের উপর মযবুত রহিয়াছে এবং তাহার ইচ্ছা মাফিক আল্লাহ্ তাহাকে দান করিতেছেন, তখন তুমি বুঝিবে যে, ইহা মূলত আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে একটি অবকাশ দেওয়া মাত্র।

অতঃপর এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

فَلَمَّا اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِيْنَ

অর্থাৎ যখন উহারা আমাকে ক্রোধান্বিত করিল, আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করিলাম উহাদিগের সকলকে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ....তারিক ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তারিক ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, একদা আমার উপস্থিতিতে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সামনে মৃত্যুর আলোচনা হইলে তিনি বলেন, মু'মিনদিগের জন্য মৃত্যু যন্ত্রণাদায়ক নহে বরং সহজ, কিন্তু কাফিরদিগের জন্য মৃত্যু যন্ত্রণাদায়ক ও কঠিন। এই কথা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন,

فَلَمَّا اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِيْنَ

অর্থাৎ যখন উহারা আমাকে ক্রোধান্বিত করিল আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করিলাম উহাদিগের সকলকে।

পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلاً لِّلْاٰخِرِيْنَ অর্থাৎ পরবর্তীদিগের জন্য আমি উহাদিগকে করিয়া রাখিয়াছিলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।

আবূ মুসলিম (র) বলেন, অর্থাৎ উহাদিগের জন্য ইতিহাস তাহাদিগের জন্য দৃষ্টান্ত করিয়া রাখা হইয়াছে, যাহারা পরবর্তীতে এইরূপ কাজ করার ধৃষ্টতা দেখাইবে। তাহারা যেন কাজ করার পূর্বে এই ইতিহাসের দিকে একবার দৃষ্টি দেয়। আল্লাহ্ সকলকে সৎ পথে চলার তাওফীক দান করুন।

(٥٧) وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ۝

(٥٨) وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ؕ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ۝

(٥٩) اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝ؕ

(٦٠) وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ۝

(٦١) وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝

(٦٢) وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

(٦٣) وَلَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

(٦٤) اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝

(٦٥) فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ۝

৫৭. যখন মারয়াম-তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করিয়া দেয়,

৫৮. এবং বলে, 'আমাদিগের দেবতাগুলি শ্রেষ্ঠ, না ঈসা?' ইহারা কেবল বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এই কথা বলে। বস্তুত ইহারা তো এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়।

৫৯. সে তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাহাকে আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত।

৬০. আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের মধ্যে হইতে ফেরেশতা সৃষ্টি করিতে পারিতাম, যাহারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হইত।

৬১. ঈসা তো কিয়ামতের নিদর্শন; সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করিও না এবং আমাকে অনুসরণ কর। ইহাই সরল পথ।

৬২. শয়তান যেন তোমাদিগকে কিছুতেই নিবৃত্ত না করে, সে তো তোমাদিগের প্রকাশ্য শত্রু।

৬৩. ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিল, সে বলিয়াছিল, 'আমি তো তোমাদিগের নিকট আসিয়াছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ, তাহা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।

৬৪. 'আল্লাহ্ই তো আমার প্রতিপালক এবং তোমাদিগেরও প্রতিপালক। অতএব তাঁহার ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ।'

৬৫. অতঃপর উহাদিগের কতিপয় দল মতানৈক্য সৃষ্টি করিল। সুতরাং জালিমদের জন্য দুর্ভোগ মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির!

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা কুরাইশদের কুফরী, সত্যদ্রোহীতা ও বাদানুবাদের বিবরণ প্রদান করিয়া বলিতেছেন ঃ

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ

অর্থাৎ যখন মারয়াম-তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন (হে মুহাম্মদ!) তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করিয়া দেয়।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, সুদ্দী ও যাহ্হাক (র) হইতে একাধিক রাবী বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতে يَصِدُّوْنَ অর্থ يَضْحَكُوْنَ অর্থাৎ তাহারা অবাক হইয়া হাসি-তামাশা শুরু করিয়া দেয়। কাতাদা (র) বলেন, তাহারা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে ও হাসি-তামাশা শুরু করে। ইবরাহীম নাখয়ী (র) বলেন, يَصِدُّوْنَ অর্থ يَعْرِضُوْنَ অর্থাৎ তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয়।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) সীরাত গ্রন্থে লিখেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন অলীদ ইব্ন মুগীরার সঙ্গে মসজিদে বসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পর নযর ইব্ন হারিছ আসিয়া তথায় উপস্থিত হয়। মজলিসে তখন কুরাইশদের আরো কিছু লোক উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের উদ্দেশ্যে মূর্তিপূজা সম্পর্কে কথা বলেন এবং যুক্তি দিয়া নযর ইব্ন হারিছকে নিরুত্তর করিয়া দেন। অতঃপর اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া সকলকে শুনান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উঠিয়া চলিয়া যান।

ইত্যবসরে আব্দুল্লাহ ইব্ন যাবআরী তামীমী তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখিয়া অলীদ ইব্ন মুগীরা তাহাকে বলিল, আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি, নযর ইব্ন হারিছ আব্দুল মুত্তলিবের বেটার কাছে তর্কে হারিয়া গিয়াছে। মুহাম্মদের ধারণা হইল, আমরা এবং আমাদের এইসব দেবতারা জাহান্নামে জ্বলিব। শুনিয়া আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যাবআরী বলিল, আল্লাহ্র শপথ, আমি তাহাকে পাইলে তাহার সংগে বুঝাপড়া করিতাম। মুহাম্মদকে জিজ্ঞাসা কর, আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদের উপাসনা করা হয় তাহারা সকলেই কি উপাসকদের সংগে জাহান্নামে যাইবে? আমরা ফেরেশতাদের, ইহুদীরা উযায়র (আ)-এর এবং খৃষ্টানরা তো ঈসা ইব্ন মারয়ামের উপাসনা করিয়া থাকে! আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যাবআরীর এই কথা শুনিয়া অলীদ ইব্ন মুগীরাও মজলিসের অন্য সকলে অবাক হইয়া গেল এবং ধারণা করিল যে, মুহাম্মদ এই কথার কোন উত্তর দিতে পারিবে না। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার এহেন উক্তি শুনিতে পাইয়া বলিলেন, আল্লাহ্র পরিবর্তে নিজের উপাসনা করার ব্যাপারে যাহাদের সমর্থন ছিল তাহারা উপাসকদের সংগে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে–সকলে নহে। কারণ, উপাসকদের ন্যায় তাহারাও শয়তানের পূজারী। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى أُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ

অর্থাৎ যাহাদিগের জন্য আমার নিকট হইতে পূর্ব হইতে কল্যাণ নির্ধারিত রহিয়াছে তাহাদিগকে উহা হইতে দূরে রাখা হইবে।

অর্থাৎ ঈসা ও উযাইর (আ) সহ যাঁহারা আল্লাহ্র বিধানমত চলিয়া মৃত্যুবরণ করার পর তাহাদিগকে ভ্রান্ত ধরনের লোকেরা উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে জাহান্নাম হইতে দূরে রাখা হইবে। আর যাহারা ফেরেশতাদের পূজা করে ও বলে তাহারা আল্লাহ্র কন্যা সন্তান; তাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ وَقَالُوْا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُوْنَ অর্থাৎ তাহারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। না, বরং তাহারা সম্মানিত বান্দা।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা (আ) সম্পর্কে বলেন ঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُوْنَ - وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ - هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ -

অর্থাৎ"ঈসা তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাহাকে আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত। আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের মধ্য

হইতে ফেরেশতা সৃষ্টি করিতে পারিতাম, যাহারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হইতে পারিত। আর সে তো কিয়ামতের নিদর্শন। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-কে যেসব মু'জিযা দান করা হইয়াছিল কিয়ামতের নিদর্শন প্রমাণের জন্য তাহাই যথেষ্ট। যেমন মৃতপ্রাণীকে জীবিত করা ও অসুস্থকে সুস্থ করা ইত্যাদি। সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করিও না এবং আমাকে অনুসরণ করিয়া চল। ইহাই সরল পথ।"

ইব্ন জারীর (র) আওফী কর্তৃক বর্ণনায় ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, وَلَمَّا ضُرِبَ الخ এই আয়াতে কুরাইশদের কথা বলা হইয়াছে। اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ الخ আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া শুনাইবার পর তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিল, তবে মারয়ামের পুত্র সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তিনি তো আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁহার রাসূল ছিলেন।" শুনিয়া কুরাইশরা বলিল, "আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতে পারি, এই লোকাটি চায় যে, আমরা তাঁহাকে রব বলিয়া মানিয়া লই, যেমন খৃষ্টানরা ঈসাকে রব বানাইয়াছিল। ইহার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

مَاضَرَبُوْهُ لَكَ اِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ

অর্থাৎ ইহারা কেবল বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুত ইহারা এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়।

ইমাম আহমদ (র) ....ইব্ন আকীল আনসারী এর গোলাম আবূ ইয়াহইয়া (র) হইতে বর্ণিত। আবূ ইয়াহইয়া (র) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, আমার জানা মতে কুরআনের একটি আয়াত এমন আছে যে, কেহই কখনো আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করল না। জানা থাকার কারণেই লোকেরা জিজ্ঞাসা করা হইতে বিরত রহিল, নাকি সে সম্পর্কে তাহাদের কোন খবরই নাই, তাহা আমি জানি না।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি আমাদের সংগে হাদীস শুনাইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি চলিয়া গেলে আমরা একে অপরকে তিরষ্কার করিতে আরম্ভ করিলাম যে, কেন সেই আয়াতটি সম্পর্কে আমরা তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। আমি বলিলাম, আগামীকাল আমি তাঁহাকে একথা জিজ্ঞাসা করিব। পরদিন সাক্ষাৎ হইলে আমি বলিলাম, ভাই ইব্ন আব্বাস! গতকাল আপনি যে আয়াতটির কথা বলিয়াছিলেন তাহা কি? ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, শোন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন কুরাইশদেরকে বলিলেন, "হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাদের উপাসনা কর; তাহাদের কাহারো মধ্যেই কোন মঙ্গল নাই।" উত্তরে তাহারা বলিল, 'মুহাম্মদ! তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, ঈসা (আ) নবী ও আল্লাহ্র নেক বান্দা ছিলেন? তোমার কথা যদি সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারও তো উপাসনা করা হইত।'

এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা وَلَمَّا ضُرِبَ এই আয়াতটি নাযিল করেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাই يَصِدُّوْنَ অর্থ কি? ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, يَصِدُّوْنَ অর্থ يَضْحَكُوْنَ অর্থাৎ তাহারা হাসি-তামাশা করিতে শুরু করে।

وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) হইলেন কিয়ামতের নিদর্শন। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মতে এই আয়াতে কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর দুনিয়াতে আগমনকে নিদর্শন বলা হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাহাদের উপাসনা কর তাহাদের কাহারো মধ্যে কোনই মঙ্গল নাই। শুনিয়া তাহারা বলিল, 'আচ্ছা, তুমি কি বিশ্বাস করা না যে, ঈসা (আ) নবী ও আল্লাহ্র নেক বান্দা ছিলেন? তাহারও তো উপাসনা করা হইত?' তখন আল্লাহ্ তা'আলা وَلَمَّا ضُرِبَ الخ। আয়াতটি নাযিল করেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, কুরাইশরা বলিত, মুহাম্মদ চায় না যে, আমরা তাহার পূজা করি, যেমন ঈসা (আ)-এর অনুসারীরা ঈসা (আ)-এর পূজা করিত। কাতাদা (র) এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

وَقَالُوْا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ তাহারা বলে, আমাদের দেবতাগুলি শ্রেষ্ঠ না ঈসা? কাতাদা (র) বলেন, কুরাইশরা বলিত, আমাদের দেবতাগুলি ঈসা (আ) হইতে শ্রেষ্ঠ। তিনি আরো বলেন, ইব্ন মাসউদ (রা) ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هٰذَا। পড়িতেন। অর্থাৎ আমাদের দেবতাগুলি শ্রেষ্ঠ না এই লোকটি, অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)।

مَاضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا অর্থাৎ তাহারা কেবল বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই ঈসা (আ)-এর প্রসংগ টেনে তোমাকে এই কথা বলে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের এই কথা ভালো করিয়াই জানা আছে যে, এখানে ঈসা (আ)-কে টানিয়া আনা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। তদুপরি তাহারা নিজেরা হইল মূর্তি পূজারী। তাহারা ঈসা (আ)-এর উপাসনা করে না। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের এইসব কথার উদ্দেশ্য কেবল একটি ঝগড়ার সূত্রপাত ঘটানো। মূলত উহার প্রতি তাহাদের আস্থা নাই।

ইমাম আহমদ (র) ....আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার পর কেহ পথভ্রষ্ট হয় না। তবে বিতণ্ডার মনোভাব থাকিলে হইতে পারে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) مَاضَرَبُوْهُ لَكَ الخ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। ইমাম তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ ও ইব্ন জারীর (র) হাজ্জাজ ইব্ন দীনার (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান-সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উমামা (রা) বলেন, নবীর তিরোধানের পর কোন উম্মতের সর্বপ্রথম গোমরাহী শুরু হয় তাকদীর অস্বীকার দ্বারা আর নবীর তিরোধানের পর উম্মতের বিভ্রান্তি তখনই আসে যখন তাহারা অহেতুক বাক-বিতণ্ডা শুরু করিয়া দেয়। অতঃপর তিনি مَاضَرَبُوْهُ لَكَ الخ। এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

ইব্ন জারীর (র) ....আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, কিছু লোক কুরআন সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করিতেছে। দেখিয়া তিনি রাগে ফাটিয়া পড়িলেন। এমনকি রাগে-ক্ষোভে তাঁহার মুখমণ্ডল এমন রূপ ধারণ করে যেন তাতে সিরকা ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্র কিতাবে এক অংশ দ্বারা এক অংশকে আঘাত করিও না। কারণ এইরূপ বিতণ্ডায় লিপ্ত হইয়াই অনেক জাতি বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে। তারপর তিনি مَاضَرَبُوْهُ لَكَ الخ। আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

اِنْ هُوَ اِلاَّ عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِّبَنِى اِسْرَائِيْلَ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) আমারই এক বান্দা ছিলেন। আমি তাহাকে নবুওত ও রিসালাতের নিয়ামত দান করিয়াছিলাম। আর তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য আমার কুদরত ও শক্তির প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত বানাইয়াছিলাম।

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلاَئِكَةً فِى الاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদের পরিবর্তে পৃথিবীতে ফেরেশতা সৃষ্টি করিতে পারিতাম, যাহারা তোমাদের উত্তরাধিকারী হইত। আলোচ্য আয়াতে منكم অর্থ بدلكم অর্থাৎ তোমাদের পরিবর্তে।

সুদ্দী (র) বলেন, يَخْلُفُوْنَ অর্থ فِيْهَا يَخْلُفُوْنَكُمْ অর্থাৎ তাহারা তথায় তোমাদের উত্তরাধিকারী হইত। ইব্ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) বলেন, يَخْلُفُوْنَ অর্থ তাহারা একে অপরের উত্তরাধিকারী হইত। যেমন তোমরা একে অপরের উত্তরাধিকারী হও। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিতে প্রথমটিও অন্তর্ভুক্ত। মুজাহিদ (র) বলেন, يَخْلُفُوْنَ অর্থ তোমাদের পরিবর্তে তাহারা পৃথিবী আবাদ করিত।

وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ নিশ্চয় তিনি কিয়ামতের নিদর্শন।

উপরে ইব্ন ইসহাকের তাফসীরে বলা হইয়াছে যে, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, ঈসা (আ)-কে প্রদত্ত মু'জিযা। যেমন, মৃত প্রাণী জীবিত করা, অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগ, অন্যান্য ব্যাধি ভাল করিয়া দেওয়া। কিন্তু ইহাতে আপত্তি রহিয়াছে। কাতাদা (র) হাসান বসরী ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, وَاِنَّهُ সর্বনামটি কুরআনের প্রতি ফিরিয়াছে। অর্থাৎ এই কুরআন কিয়ামতের নিদর্শন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি প্রথমটি অপেক্ষা বেশী অযৌক্তিক। وَاِنَّهُ -এর সর্বনামটি ঈসা (আ)-এর প্রতি

আরোপ হওয়াই সঠিক। কারণ পূর্বে ঈসা (আ) সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। আর এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, ঈসা (আ)-এর কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়াতে নাযিল হওয়া। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا -

অর্থাৎ আহলে কিতাবদের কিছু লোক ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর পূর্বে তাহার প্রতি ঈমান আনিবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাহাদের জন্য সাক্ষী হইবেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ অর্থ কিয়ামতের পূর্বে ঈসা (আ)-এর আত্মপ্রকাশ কিয়ামতের একটি নিদর্শন। আবূ হুরায়রা, ইব্ন আব্বাস (রা), আবূল আলিয়া, আবূ মালিক, ইকরিমা, হাসান, কাতাদা ও যাহ্হাক (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণিত আছে। বলা বাহুল্য যে, কিয়ামতের পূর্বে ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে ঈসা (আ)-এর দুনিয়াতে নাযিল হওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে একাধিক সূত্রে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

فَلَاتَمْتَرُنَّ بِهَا الخ অর্থাৎ এমতাবস্থায় কিয়ামত সংঘটনের ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করিও না। এ ব্যাপারে আমি তোমাদিগকে যে সংবাদ প্রদান করি উহাতে আমার অনুসরণ কর। ইহাই তোমাদের জন্য সঠিক, সরল পথ। আর সতর্ক থাকিও, যেন শয়তান তোমাদিগকে সত্য পথ হইতে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে না পারে। স্মরণ রাখিও, শয়তান তোমাদের স্পষ্ট শত্রু।

وَلَمَّا جَاءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنَاتِ الخ অর্থাৎ ঈসা (আ) স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিয়া বলিয়াছিল, আমি তোমদিগের নিকট হিকমত তথা নবুওত লইয়া এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ তাহা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য আসিয়াছি।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, এই মতভেদ দ্বারা দুনিয়াবী মতভেদ নয়, বরং দীনি মতভেদ উদ্দেশ্য।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ অর্থাৎ অতএব আমি তোমাদিগকে যে আদেশ করি সে বিষয়ে আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চল আর আমি তোমাদের কাছে যে আদর্শ লইয়া আসিয়াছি তাহাতে আমার অনুসরণ কর।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ আল্লাহই তো আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। অতএব তাঁহার ইবাদত কর। ইহাই সরল পথ।

অর্থাৎ আমি আর তোমরা সকলেই এক আল্লাহ্র দাস। তাঁহার মুখাপেক্ষী এবং তাঁহার দাসত্বের বেলায় সমান। তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি

তোমাদিগের কাছে যে পথ লইয়া আসিয়াছি তাহাই সরল পথ। তাঁহার ইবাদত করাই আমাদের কাজ।

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ অতঃপর এই ঘোষণার পর উহাদিগের কিছু দল মতানৈক্য সৃষ্টি করে। কেহ তাহাকে আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁহার সত্য রাসূল বলিয়া মানিয়া লয়। কেহ তাঁহাকে আল্লাহ্র সন্তান বলিয়া দাবী করে আবার কেহ বলে তিনিই আল্লাহ্। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ জালিমদের জন্য দুর্ভোগ মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির!

(٦٦) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

(٦٧) اَلْاَخِلَّاۤءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ○

(٦٨) يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ○

(٦٩) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ○

(٧٠) اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ○

(٧١) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

(٧٢) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْۤ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(٧٣) لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○

৬৬. উহারা তো উহাদিগের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামত আসিবারই অপেক্ষা করিতেছে।

৬৭. বন্ধুরা সেইদিন হইয়া পড়িবে একে অপরের শত্রু, তবে মুত্তাকীরা ব্যতীত।

৬৮. হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদিগের কোন ভয় নাই এবং দুঃখিতও হইবে না তোমরা—

৬৯. যাহারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করিয়াছিল এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছিল—

৭০. তোমরা এবং তোমাদিগের সহধর্মিণিগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।

৭১. স্বর্ণের থালা ও পান-পাত্র লইয়া তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করা হইবে; সেথায় রহিয়াছে সমস্ত কিছু অন্তর যাহা চাহে এবং নয়ন যাহাতে তৃপ্ত হয়। সেথায় তোমরা স্থায়ী হইবে।

৭২. ইহাই জান্নাত, তোমাদিগকে যাহার অধিকারী করা হইয়াছে, তোমাদিগের কর্মের ফলস্বরূপ।

৭৩. সেথায় তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে প্রচুর ফলমূল, তোমরা আহার করিবে উহা হইতে।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, রাসূল অস্বীকারকারী এই মুশরিকরা উহাদিগের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামত আসিবারই অপেক্ষা করিতেছে। কারণ, কিয়ামত একদিন সংঘটিত হইবেই। অথচ ইহারা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ও অপ্রস্তুত। সুতরাং ইহাদের অজ্ঞাতসারেই একদিন কিয়ামত আসিয়া পড়িবে আর তখন ইহাদের লজ্জার সীমা থাকিবে না। কারণ উহাদের তখন কোন উপায়ন্তর থাকিবে না।

اَلاَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلاَّ الْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ যেসব বন্ধুত্ব আল্লাহ্র জন্য নয় তাহা কিয়ামতের দিন শত্রুতায় পরিণত হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে যে বন্ধুত্ব আল্লাহ্র জন্য হইয়া থাকে, তাহা চিরকাল অক্ষুণ্ন থাকিবে। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল ঃ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ الخ অর্থাৎ পার্থিব জীবনের পারস্পরিক ভালবাসার ভিত্তিতে তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়া অন্য দেবতা গ্রহণ করিয়াছ। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করিবে ও একে অপরকে অভিশাপ বর্ষণ করিবে আর তোমাদের ঠিকানা হইবে জাহান্নাম। তোমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।

আব্দুর রায্যাক (র) ....আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) اَلاَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, দুই ঈমানদার বন্ধু, দুই কাফির বন্ধু। ঈমানদার দুই বন্ধুর একজনের মৃত্যু হইল ও জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করিল। তখন সে দুনিয়ায় রহিয়া যাওয়া বন্ধুর কথা স্মরণ করিয়া বলিল, হে আল্লাহ্! অমুক ব্যক্তি আমার বন্ধু। সে আমাকে তোমার ও তোমার রাসূল (সা)-এর আনুগত্যের উপদেশ দিত, সৎ

কাজের আদেশ করিত ও অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করিত আর আমাকে এই সংবাদ দিত যে, আমাকে একদিন তোমার সহিত সাক্ষাত করিতে হইবে। সুতরাং আমার অনুপস্থিতিতে তুমি তাহাকে বিভ্রান্ত হইতে দিও না। তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যাও। যেমন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছ। তখন তাহাকে বলা হইবে যে, যাও, তুমি যদি জানিতে যে, আমার নিকট তাহার জন্য কি রহিয়াছে তাহা হইলে তুমি বেশী হাসিতে ও কম কাঁদিতে। অতঃপর দ্বিতীয় বন্ধুর মৃত্যু হইয়া গেলে দুইজনের আত্মা একত্রিত হয়। বলা হইবে, একজন অপরজনের প্রশংসা বর্ণনা কর। তখন প্রত্যেকেই তাহার বন্ধু সম্পর্কে বলিতে থাকিবে, তুমি আমার উত্তম ভাই, আমার উত্তম সঙ্গী ও উত্তম বন্ধু।

পক্ষান্তরে, যখন কাফির বন্ধু একজনের মৃত্যু হয় এবং জাহান্নামের সংবাদ লাভ করে, তখন সে দুনিয়ার বন্ধুর কথা স্মরণ করিয়া বলে, হে আল্লাহ্! আমার অমুক বন্ধু আমাকে তোমার ও তোমার রাসূলের নাফরমানীর পরামর্শ দিত, আমাকে মন্দ কাজের আদেশ করিত ও নেক কাজ করিতে নিষেধ করিত আর এই সংবাদ দিত যে, তোমার সঙ্গে আমার কখনো সাক্ষাৎ হইবে না। অতএব আমার পরে যেন সে হিদায়াত না পায়। তার প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট হইয়া যাও, যেমন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছ। অতঃপর দ্বিতীয়জনের মৃত্যু হইয়া গেলে দু'জনের আত্মা একত্রিত হয় ও একে অপরকে বলিতে শুরু করে যে, তুমি আমার নিকৃষ্ট ভাই, নিকৃষ্ট বন্ধু ও নিকৃষ্ট সঙ্গী। ইব্ন আবূ হাতিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন, মুত্তাকীরা ব্যতীত সকল বন্ধুই কিয়ামতের দিন শত্রুতায় পরিণত হইয়া যাইবে।

হাফিজ ইব্ন আসাকির (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যদি দুই ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য একে অপরকে ভালবাসে, তাহাদের একজন পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে আর অপরজন পশ্চিম প্রান্তে থাকিলেও কিয়ামতের দিন এই দুইজনকে একত্র করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, এই সেই ব্যক্তি, আমার জন্য তুমি যাহাকে ভালবাসিয়াছিলে।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সুসংবাদ প্রদান করিয়া বলেন ঃ

يَاعِبَادِ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ الخ

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিবেন, হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিত হইবে না। যাহারা আমার নিদর্শন সমূহের উপর ঈমান আনিয়াছে ও মুসলমান হইয়াছে অর্থাৎ যাহাদের অন্তরসমূহ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্র শরীয়াতের অনুগত হইয়াছে।

মু'তামির ইব্ন সুলাইমান (র) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন হাশর ময়দানে উত্থিত হওয়ার পর প্রত্যেক মানুষই ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে। তখন কোন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, "হে বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিতও হইবে না।" এই ঘোষণা শুনিয়া সকলেই আশান্বিত হইয়া পড়িবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলা হইবে, اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيَاتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ "ভয় ও দুঃখ-কষ্ট হইতে তাহারাই মুক্ত যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও মুসলমান হইয়াছে।" এই ঘোষণা শুনিয়া ঈমানদাররা ব্যতীত বাকীরা নিরাশ হইয়া যাইবে।

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ অর্থাৎ "তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণিগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।" সূরা রূমে এই আয়াতের ব্যাখ্যা চলিয়া গিয়াছে।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ وَفِيْهَا مَاتَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ

অর্থাৎ স্বর্ণের থালা ও হাতলবিহীন সোনার পানপাত্র লইয়া জান্নাতীদের চতুর্দিক ঘুরাফেরা করা হইবে। মনে যাহা চায়, ও নয়ন যাহাতে তৃপ্ত হয় অর্থাৎ সুস্বাদু, সুগন্ধ ও সুদর্শন খাদ্য দ্রব্য সবই সেথায় রহিয়াছে।

আব্দুর রায্যাক (র) ....ইসমাঈল ইব্ন আবূ সাঈদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইসমাঈল (র) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর গোলাম ইকরিমা তাহাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ সর্বশেষ প্রবেশকারী সর্বনিম্ন মান ও নিম্নস্তরের একজন জান্নাতীকে এক শত বছরের দূরত্ব সমান সোনার প্রাসাদ ও হীরার তাঁবু দান করা হইবে। উহার আধা হাত পরিমাণ স্থানও অনাবাদ থাকিবে না। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা সত্তর হাজার সোনার পাত্র লইয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করা হইবে। প্রত্যেক পাত্রে এক এক বর্ণের খাদ্য থাকিবে এবং সর্বপ্রথম পাত্রের খাদ্যের স্বাদ আর সর্বশেষ পাত্রের খাদ্যের স্বাদের মধ্যে কোন তারতম্য থাকিবে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আবূ উমামা (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন জান্নাতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ মুহাম্মদের জীবন যাঁহার হাতে তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, জান্নাতে কখনো এমন হইবে যে, তোমাদের কেহ খাইতে বসিয়া লোকমা উঠাইয়া মুখে দিবে। অতঃপর তাহার মনে অন্য খাদ্য খাওয়ার স্পৃহা জাগ্রত হইবে। তখন সঙ্গে সঙ্গে মুখের খাদ্য তাহার কাঙ্ক্ষিত খাদ্যে পরিণত হইয়া যাইবে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَفِيْهَا مَاتَشْتَهِيْهِ الخ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

ইমাম আহমদ (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ সর্বনিম্ন একজন জান্নাতীকে সাততলা বিশিষ্ট প্রাসাদ দেওয়া হইবে। তাহার তিন শত সেবক থাকিবে। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা তিনশত থালা খাদ্য দ্বারা তাহাকে আপ্যায়িত করা হইবে। এক থালায় যে রং এর খাদ্য থাকিবে তাহা অন্য থালায় থাকিবে না। প্রথম থালার খাদ্যের স্বাদ যেমন হইবে সর্বশেষ থালার খাদ্যের স্বাদও তেমনই হইবে। আবার তাহাকে তিনশত পাত্র পানীয় পরিবেশন করা হইবে। প্রত্যেক পাত্রে এমন রং থাকিবে যাহা অন্য পাত্রে থাকিবে না এবং প্রথম পাত্রের স্বাদ যেমন হইবে শেষ পাত্রের তেমন স্বাদ পাওয়া যাইবে। দুনিয়ার স্ত্রীদের ছাড়াও তাহাকে ডাগর চোখা বাহাত্তর জন হুর দেওয়া হইবে। উহার এক একজন বসিলে এক মাইল পথ জুড়িয়া যাইবে।

وَاَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ অর্থাৎ চিরকাল তোমরা জান্নাতে থাকিবে, কখনো উহা হইতে তোমাদের বাহির হইতে হইবে না।

অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে ঃ

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের নেক আমলের ফলেই তোমরা আল্লাহ্র রহমত লাভে সমর্থ হইয়াছ। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদিগকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন। কেননা নিজের আমলের উপর ভিত্তি করিয়া কেহ জান্নাতে যাইতে পারিবে না। আল্লাহ্ পাক অনুগ্রহ ও দয়া করিয়া ঈমানদারদেরকে জান্নাত দান করিবেন। তবে আমল অনুপাতে মর্যাদার ও স্তরের তারতম্য হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জাহান্নামীরা জান্নাতে আসন দেখিতে পাইয়া আফসোস করিয়া বলিবে, হায়! যদি আল্লাহ্ আমাকে হিদায়াত দিতেন তো আমি মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিতাম আর জান্নাতীরা জাহান্নামে তাহাদের আসন দেখিতে পাইয়া বলিবে, আল্লাহ্ আমাদের হিদায়াত না দিলে আমরা হিদায়াত পাইতাম না। ফলে সে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।" আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি ও জাহান্নামে একটি আসন বরাদ্দ রহিয়াছে। কাফিররা ঈমানদারদের জাহান্নামের আসনের উত্তরাধিকারী হয় আর ঈমানদাররা কাফিরদের জান্নাতের আসনের উত্তরাধিকারী হয়। وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا الخ এই আয়াতে এই কথাটিই বলা হইয়াছে।

لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ অর্থাৎ জান্নাতে তোমাদের জন্য হরেক রকমের ফল-ফলাদি রহিয়াছে। তোমরা উহা হইতে তোমাদের ইচ্ছা ও রুচি মত আহার করিতে পারিবে।

(٧٤) اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ۚ

(٧٥) لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ۚ

(٧٦) وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ○

(٧٧) وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ○

(٧٨) لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ○

(٧٩) اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ۚ

(٨٠) اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ؕ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ○

৭৪. নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকিবে স্থায়ী—

৭৫. উহাদিগের শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং উহারা হতাশ হইয়া পড়িবে।

৭৬. আমি উহাদিগের প্রতি জুলুম করি নাই, বরং উহারা নিজেরাই ছিল জালিম।

৭৭. উহারা চীৎকার করিয়া বলিবে, 'হে মালিক! তোমার প্রতিপালক আমাদিগকে নিঃশেষ করিয়া দিন।' সে বলিবে, 'তোমরা তো এইভাবেই থাকিবে।'

৭৮. আল্লাহ্ বলিবেন, 'আমি তো তোমাদিগের নিকট সত্য পৌঁছইয়াছিলাম, কিন্তু তোমাদিগের অধিকাংশই ছিল সত্যবিমুখ।'

৭৯. উহারা কি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে ? আমিই তো সিদ্ধান্তকারী।

৮০. উহারা কি মনে করে যে, আমি উহাদিগের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না ? অবশ্যই রাখি। আমার ফেরেশতাগণ তো উহাদিগের নিকট থাকিয়া সবকিছু লিপিবদ্ধ করে।

তাফসীর ঃ সৌভাগ্যশীলদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা শেষ করিয়া এইবার আল্লাহ্ তা'আলা হতভাগ্যদের ব্যাপারে বলেন ঃ

إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ

অর্থাৎ নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে চিরকাল থাকিবে। এক মুহূর্তের জন্যও উহাদের শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং সকল কল্যাণ হইতে উহারা নিরাশ হইয়া পড়িবে।

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْا هُمُ الظَّالِمُوْنَ অর্থাৎ আমি তাহাদের উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করি নাই। রাসূল প্রেরণ করিয়া প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করার পরও অসৎ কর্ম করিয়া তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছে। সুতরাং জাহান্নামের এই শাস্তি তাহাদের কর্মের উপযুক্ত প্রতিফল।

وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ - قَالَ اِنَّكُمْ مَكِثُوْنَ অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর অপরাধীরা চীৎকার করিয়া জাহান্নামের দ্বার রক্ষীকে ডাকিয়া বলিবে, 'হে মালিক! তোমার প্রতিপালক যেন মৃত্যু দান করিয়া আমাদিগকে এই দুর্দশা হইতে উদ্ধার করেন।'

ইমাম বুখারী (র) ....ইয়ালা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইয়ালা (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মিম্বরে বসিয়া আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি। তিনি আয়াতটির অর্থ করেন, তোমার প্রতিপালক যেন আমাদের আত্মা কবজ করিয়া এই দুর্দশা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। যেমন এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ لاَيُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلاَيُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا অর্থাৎ উহাদের ব্যাপারে কোন ফয়সালা করা হইবে না যে, তাহারা মৃত্যুবরণ করিবে আর তাহাদের শাস্তিও লাঘব করা হইবে না।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَتَجَنَّبُهَا الاَشْقَى الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى ثُمَّ لاَيَمُوْتُ فِيْهَا وَلاَيَحْيَا

অর্থাৎ উহা উপেক্ষা করিবে যাহারা নিতান্ত হতভাগ্য, যে মহাঅগ্নিতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না।

জাহান্নামীদের মৃত্যু কামনার জবাবে মালিক বলিবে, اِنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু নাই। এইখানেই তোমাদের চিরকাল পড়িয়া থাকিতে হইবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, জাহান্নামীদের মৃত্যুর আবেদনের এক হাজার বছর পর এই জবাব দেওয়া হইবে। অর্থাৎ এই জাহান্নাম হইতে তোমরা বাহির হইতে পারিবে না এবং ইহা হইতে কোন প্রকারে নিষ্কৃতিও পাইবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উহাদের এহেন দুর্ভাগ্যের কারণ সম্পর্কে বলেন ঃ

Contents

لَقَدْ جِئْنَا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُوْنَ অর্থাৎ আমি তো তোমাদিগের নিকট অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে সত্য পৌঁছাইয়া দিয়াছি। কিন্তু তোমাদের স্বভাব হইল, তোমরা উহা গ্রহণ করার পরিবর্তে বাতিলের কাছে মাথা নত কর ও সত্যের পতাকাবাহীদের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ কর। সুতরাং তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে তিরষ্কার কর ও অনুতপ্ত হও। মোটকথা, সত্যের বিরোধীতাই হইল জাহান্নামীদের এই দুর্ভাগ্যের কারণ।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اَمْ اَبْرَمُوْا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ অর্থাৎ উহারা কি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে ? আমিই তো সিদ্ধান্তকারী।

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল উহারা কি কোন চক্রান্তের ইচ্ছা করিয়াছে ? তবে আমিও তাহাদিগের ব্যাপারে কৌশল অবলম্বন করিব। মুজাহিদের এই ব্যাখ্যাটি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। আয়াতটি হইল ঃ

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

অর্থাৎ তাহারা এক ধরনের চক্রান্ত করিয়াছে, আমিও কৌশল অবলম্বন করিয়াছি। কিন্তু উহারা টের পায় না।

اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ অর্থাৎ তাহারা কি মনে করে যে, আমি উহাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না ?

بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ অর্থাৎ উহাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডই আমার জানা। তদুপরি আমার ফেরেশতাগণও উহাদের ছোট-বড় যাবতীয় আমল লিপিবদ্ধ করিয়া রেকর্ড করিয়া রাখে।

(٨١) قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ۝

(٨٢) سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

(٨٣) فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ۝

(٨٤) وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ ۗ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۝

(٨٥) وَتَبٰرَكَ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

(٨٦) وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

(٨٧) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

(٨٨) وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ○

(٨٩) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۚ

৮১. বল, 'দয়াময় আল্লাহ্‌র কোন সন্তান থাকিলে আমি হইতাম তাঁহার উপাসকগণের অগ্রণী;

৮২. 'উহারা যাহা আরোপ করে তাহা হইতে পবিত্র ও মহান, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের অধিকারী।'

৮৩. অতএব, উহাদিগকে যে দিবসের কথা বলা হইয়াছে তাহার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উহাদিগকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করিতে দাও।

৮৪. তিনিই ইলাহ নভোমণ্ডলে, তিনিই ইলাহ ভূতলে এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

৮৫. কত মহান তিনি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর সার্বভৌম অধিপতি। কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁহারই আছে এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

৮৬. আল্লাহ্‌র পরিবর্তে উহারা যাহাদিগকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাহাদিগের নাই। তবে যাহারা সত্য উপলব্ধি করিয়া উহার সাক্ষ্য দেয় তাহারা ব্যতীত।

৮৭. যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কে উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে; উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্।' তবুও উহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে ?

৮৮. আমি অবগত আছি রাসূলের এই উক্তি— হে আমার প্রতিপালক! এই সম্প্রদায় তো ঈমান আনিবে না।

৮৯. সুতরাং তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং বল, 'সালাম'; উহারা শীঘ্রই জানিতে পারিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনি বলিয়া দিন যে, যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, দয়াময় আল্লাহ্র সন্তান আছে, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাহার ইবাদত করিতাম। কারণ আমি আল্লাহ্ পাকের একজন বান্দা এবং তাঁহার প্রতিটি আদেশ মানিয়া চলি। কিন্তু সন্তানের পিতা হওয়া আল্লাহ্র পক্ষে অবাস্তব ও অকল্পনীয়। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

لَوْ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা নির্বাচন করিতেন। তিনি পবিত্র। তিনি আল্লাহ্ এক ও পরাক্রমশালী।

কোন কোন মুফাস্সির বলেন ঃ أَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ অর্থ الْاَنِفِيْنَ। أَوَّلُ অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তান থাকিলে আমি সর্বপ্রথম তাহাকে অপছন্দ করিতাম। ইহা সুফিয়ান ছাওরীর মত বলিয়া ইমাম বুখারী (র) উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) এই মতের পক্ষে অনেক প্রমাণাদি বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার এই মত প্রশ্নাতীত নয়। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অর্থ হইল, দয়াময় আল্লাহ্র কোন সন্তান নাই। আমি ইহার প্রথম সাক্ষী।

আবূ সাখর (র) বলেন, فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ অর্থ আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম এই ঘোষণা করিতেছি যে, তাঁহার কোন সন্তান নাই আর আমিই সর্বপ্রথম তাঁহার একত্বে বিশ্বাস স্থাপনকারী। আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র)-ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ অর্থ যাহারা আল্লাহ্র ইবাদত করে, তাঁহাকে এক বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তোমাদিগকে অস্বীকার করে, আমি তাহাদের অগ্রণী।

সুদ্দী (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ্র সন্তান থাকিলে সর্বপ্রথম আমিই মানিয়া নিতাম যে, তাঁহার সন্তান আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কোন সন্তান নাই।

আর এই জন্যই পরবর্তী আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

سُبْحَانَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই তিনি সন্তানের পিতা হওয়া হইতে পবিত্র। তিনি এক, অমুখাপেক্ষী, বে-নজীর। সুতরাং তাঁহার কোন সন্তান থাকিতে পারে না।

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! অতএব এই কাফির মুশরিকদিগকে কিয়ামত দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত তাহাদের অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তিতে মত্ত থাকিতে ও পার্থিব জীবনে ক্রীড়া-কৌতুক করিবার জন্য ছাড়িয়া দাও। অচিরেই তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের দশা কি হয়, পরিণামে কি ঘটে।

هُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ অর্থাৎ আকাশে যাহারা আছে ও পৃথিবীতে যাহারা আছে আল্লাহ্ তাহাদের সকলেরই ইলাহ। এই দুইয়ের অধিবাসীরা তাঁহার দাসত্ব মানিয়া চলে এবং সকলেই তাঁহার অনুগত। তিনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আল্লাহ্। তোমাদের গোপন-প্রকাশ্য সবই তাঁহার জানা। তোমরা যাহা উপার্জন কর তাহাও তাঁহার অগোচর নহে।

تَبَارَكَ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا অর্থাৎ মহান সেই সত্তা যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহার মধ্যকার যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক এবং উহার একমাত্র নিয়ন্তা। অতএব এমন মহান সত্তা সন্তান গ্রহণ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র ও সকল দোষ-ত্রুটি হইতে নিরাপদ।

وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামত কখন সংঘটিত হইবে তাহা আল্লাহ্ ছাড়া কাহারো জানা নাই। সকলের তাঁহারই নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে। তখন তিনি প্রত্যেককে আপন আপন কর্মের প্রতিফল দিবেন। ভাল কর্মের ভাল ফল আর মন্দ কর্মের মন্দ ফল।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ الخ অর্থাৎ মুশরিকরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যেসব দেব-দেবীদিগকে ডাকে তাহারা তাহাদিগের জন্য সুপারিশ করিবার কোনই ক্ষমতা রাখে না। তবে যাহারা সত্য উপলব্ধি করিয়া উহার সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ্‌র নিকট তাঁহার অনুমতিক্রমে তাহাদের সাক্ষ্য উপকারে আসিতে পারে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ الخ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক স্থাপনকারী ও তাঁহার সঙ্গে অন্যদের উপাসনাকারী এই মুশরিকদিগকে যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহাদিগকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? তাহারা অকপটে স্বীকার

করিয়া নিবে যে, আল্লাহ্ই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাহারা আল্লাহ্র সহিত এমন সব দেব-দেবীর পূজা করে যাহারা ভাল-মন্দ কোনই ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং এক্ষেত্রে তাহারা চরম অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা ও বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ অর্থাৎ উহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে ?

وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰؤُلَاۤءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ (সা) নিজের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকট অভিযোগ করিয়া বলেন যে, হে আমার প্রতিপালক! আমার এই সম্প্রদায় তো ঈমান আনিবে না। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا, অর্থাৎ রাসূল বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় কুরআনকে পরিত্যক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের আমরা এই যে অর্থ করিলাম তাহা ইব্ন মাসঊদ (রা), মুজাহিদ ও কাতাদা (র)-এর মন্তব্য। ইব্ন জারীর (র)-এর তাফসীরও ইহাই। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-এর বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়াছেন। কাতাদা (র) বলেন, ইহা তোমাদের নবী মুহাম্মদ (সা)-এর উক্তি। তিনি আল্লাহ্র কাছে স্বীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

ইমাম ইব্ন জারীর (র) وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ -এর মধ্যে দুইটি কিরাআতের কথা বর্ণনা করেন। অর্থাৎ قِيْلِه শব্দটিতে লাম এর হরকত নসব ও জর হইতে পারে। নসব হইবে দুইভাবে। প্রথমত শব্দটি نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ এর سِرَّ ও نَجْوٰى এর উপর 'আতফ হবে। দ্বিতীয়ত শুরুতে একটি فعل উহ্য ধরা হইবে। অর্থাৎ وَقَالَ قِيْلَه পক্ষান্তরে শব্দটিকে وعنده علم السَّاعَة এর السَّاعَة এর উপর 'আতফ ধরিয়া পড়া যায়। অর্থাৎ وَعِنْدَهٗ عِلْمُ قِيْلِه

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ এমতাবস্থায় তুমি মুশরিকদিগকে উপেক্ষা করিয়া চল এবং তাহাদের মন্দ কথার উত্তর মন্দ দ্বারা না দিয়া শান্তিময় অবস্থা বজায় রাখিও। তাহাদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখিয়া চল। তাহাদের এইসব কর্মকাণ্ড ও ধ্যান-ধারণার পরিণাম তাহারা অচিরেই জানিতে পারিবে। বলা বাহুল্য যে, মহানবী (সা) আল্লাহ্ পাকের এই নির্দেশ অনুযায়ী চলিতে থাকেন। পরিশেষে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দীনকে বিজয়ী করেন ও জিহাদের বিধান প্রদান করেন। ফলে মানুষ দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করে ও পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম বিস্তার লাভ করে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

সূরা দুখান

৫৯ আয়াত, ৩ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) حٰمٓ ۚ

(٢) وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ

(٣) اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۝

(٤) فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۙ

(٥) اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۚ

(٦) رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۙ

(٧) رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ۝

(٨) لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

১. হা-মী-ম।

২. শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের;

৩. আমি তো ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি এক মুবারক রজনীতে; আমি তো সতর্ককারী।

৪. এই রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়;

৫. আমার আদেশক্রমে, আমি তো রাসূল প্রেরণ করিয়া থাকি,

৬. তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহস্বরূপ; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৭. যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক–যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।

৮. তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনি তোমাদিগের প্রতিপালক এবং তোমাদিগের পূর্বপুরুষদিগেরও প্রতিপালক।

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন অবতরণ প্রসঙ্গে বলেন ঃ নিশ্চয় উহা এক পবিত্র রজনীতে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং উহা কদরের রাত্রি। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ। অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমি উহা কদর রাত্রিতে নাযিল করিয়াছি।' সেই রাত্রিটি হইল পবিত্র রমযানের এক রাত্রি। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ "আর রমযান হইল সেই মাস যাহাতে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।"

সূরা বাকারার তাফসীরে ইহার সমর্থনে বহু হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে। তাই এখানে উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। ইকরামার বর্ণনার ভিত্তিতে যাহারা বলেন, পনেরই শা'বানের রাত্রিতে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের অভিমতের সম্ভাব্যতা সুদূর পরাহত। কারণ রমযানের সপক্ষে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত রহিয়াছে।

একটি হাদীস যাহা আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালিহ (র) ..... উসমান ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল মুগীরা ইব্ন আখনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন—'এক শা'বান হইতে অন্য শা'বান পর্যন্ত ভাগ্য বণ্টিত হয়। এখনকি অমুক ব্যক্তি বিবাহ করিবে ও তাহার একটি ছেলে হইবে (তাহাও নির্ধারিত হয়) এবং তাহার নাম মৃতের তালিকায় পরিদৃষ্ট হইবে।' সেই হাদীসটি মুরসাল ও অনুরূপ পর্যায়ের বর্ণনা সুস্পষ্ট আয়াতের অন্তরায় হইতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা আবার বলেন ঃ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ। অর্থাৎ শরীআতের দৃষ্টিতে মানুষের জন্যে কোন্‌টি কল্যাণকর ও কোন্‌টি ক্ষতিকর তা তিনি শিক্ষা দেন, বান্দার উপর আল্লাহ্‌র জন্যে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ অর্থাৎ কদরের রাত্রিতে লাওহে মাহফূজ হইতে প্রত্যেকের বার্ষিক ভাগ্যলিপিতে সবিস্তারে আয়ু, রিযিক ও অন্য

সবকিছু সন্নিবেশিত হয়। ইব্‌ন উমর, মুজাহিদ, আবূ মালিক, যাহ্‌হাকসহ বহু পূর্বসূরী অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

حَكِيْمٍ অর্থাৎ সুস্থির, অপরিবর্তনীয়। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটে ও ঘটার জন্য নির্ধারিত হয় আর যত কিছু প্রত্যাদেশ আসে সব কিছুই আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও অনুমোদনক্রমে তাঁহার জ্ঞাতসারেই হয়।

اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ অর্থাৎ আমিই মানুষের কাছে রাসূল পাঠাই। তাহারা মানুষের নিকট আল্লাহ্‌র কালাম তিলাওয়াত করে যাহা তাঁহার সুস্পষ্ট দলীল। কারণ , তাহারা যেন কল্যাণের পথ পায়।

তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ - اِنَّه هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ - رَبِّ السَّموتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

অর্থাৎ যিনি কুরআন নাযিল করিয়াছেন তিনি নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা এবং তাহাদের ও উহাদের মধ্যবর্তী সকল কিছুর মালিক।

اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ অর্থাৎ তোমরা যদি অনুসন্ধানপূর্বক নিশ্চিত হইতে পার।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِيْتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ

অর্থাৎ তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই। তিনিই বাঁচান ও মারেন। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও প্রতিপালক।

উপরোক্ত আয়াতগুলি নিম্নোক্ত আয়াতের অনুরূপ ঃ

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِىْ لَه مُلْكُ السَّموتِ وَالْاَرْضِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِيْتُ -

বল, "হে মানব! আমি অবশ্যই তোমাদের সকলের নিকট সেই আল্লাহ্‌র রাসূল হইয়া আসিয়াছি যিনি নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর স্বত্ত্বাধিকারী। তিনি ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই। তিনিই বাঁচান এবং মারেন।"

(৯) بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ○

(১০) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ○

(১১) يَّغْشَى النَّاسَ ۚ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(١٢) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ○

(١٣) اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ○

(١٤) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ○

(١٥) اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَ ○

(١٦) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ○

৯. বস্তুত উহারা সন্দেহের বশবর্তী হইয়া হাসি-ঠাট্টা করিতেছে।

১০. অতএব, তুমি অপেক্ষা কর সেইদিনের যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হইবে আকাশ,

১১. এবং উহা আবৃত করিয়া ফেলিবে মানব জাতিকে। ইহা হইবে মর্মন্তুদ শাস্তি।

১২. তখন উহারা বলিবে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকে এই শাস্তি হইতে মুক্তি দাও, আমরা ঈমান আনিব।'

১৩. উহারা কি করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিবে ? উহাদিগের নিকট তো আসিয়াছে স্পষ্ট ব্যাখ্যাতা এক রাসূল;

১৪. অতঃপর উহারা তাহাকে অমান্য করিয়া বলে, 'সে তো শিখানো বুলি বলিতেছে, সে তো এক পাগল!'

১৫. আমি তোমাদিগের শাস্তি কিছুকালের জন্য রহিত করিতেছি– তোমরা তো তোমাদিগের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইবে।

১৬. যেদিন আমি তোমাদিগকে প্রবলভাবে পাকড়াও করিব, সেদিন আমি তোমাদিগকে শাস্তি দিবই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ পক্ষান্তরে সেই সকল মুশরিকরা সংশয়ের আবর্তে ঘুরপাক খাইয়া ঠাট্টা-তামাশায় মগ্ন রহিয়াছে। তাহ্দের নিকট নিশ্চিত সত্য পৌঁছিয়াছে, অথচ তাহারা উহাতে সংশয় ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার হইয়া উহার সত্যতা মানিয়া লইতেছে না। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ "অনন্তর অপেক্ষায় থাক সেইদিনের যেদিন আসমান হইতে সুস্পষ্ট ধূম্র নির্গত হইবে।"

সুলায়মান ইব্ন মিহ্রান আল আ'মাশ (র) মাসরূক (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আমরা কূফা মসজিদে প্রবেশ করিলাম। দরজার কাছেই ছিলাম। দেখিলাম, এক ব্যক্তি

তাহার সঙ্গীদের নিকট উক্ত আয়াত পড়িয়া প্রশ্ন করিলেন, এই দুখান (ধোঁয়া) কি বস্তু তাহা তোমরা কি জান ? এই ধোঁয়া কিয়ামতের মুহূর্তে নির্গত হইবে। অতঃপর উহা মুনাফিকদের শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় আচ্ছন্ন করিবে এবং মু'মিনদের জন্য উহা ঠাণ্ডা হাওয়ার মত হইবে।

অতঃপর আমাদের সামনে ইব্‌ন মাসউদ (রা) উপস্থিত হইলেন। আমরা তাঁহার কাছে উক্ত বর্ণনা পেশ করিলাম। তিনি এতক্ষণে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। এই বর্ণনা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন ও নড়াচড়া করিয়া স্থির হইয়া বসিলেন। তিনি বলিলেন, নিশ্চয়, আল্লাহ্ পাক তোমাদের নবী (সা)-কে বলিয়াছেন ঃ

قُلْ مَاأَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ "বল, আমি তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাই না। আর আমি কোন বানোয়াটকারী নহি।"

নিশ্চয় মানুষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন কথাও বলে যাহা তাহার জানা নাই। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত। উক্ত ব্যাপারে আমি এক্ষুণি তোমাদিগকে বলিতেছি।

'কুরায়েশরা যখন ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করিতেছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাজে নানারূপ বাধা সৃষ্টি করিতেছিল। তখন তিনি হযরত ইউসুফ (আ)-এর যুগের দুর্যোগ বছরগুলির মতই তাহাদের জন্য শিক্ষামূলক আযাবের জন্য বদদোয়া করেন। ফলে তাহারা এইরূপ অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের শিকার হইল যে, তাহারা এমনকি হাড়গোড় ও মরা জীব খাইতে লাগিল। এইরূপ চরম দুর্দিনে তাহারা আকাশের দিকে তাকাইত। তখন তাহারা ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইত না।' অন্য বর্ণনায় আছে, মানুষ তখন আকাশের দিকে তাকাইবে এবং ক্ষুধাক্লিষ্ট চোখে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে ধোঁয়া ছাড়া কিছুই দেখিবে না। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ يَّغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمُ ـ

অতঃপর রাসূল (সা)-এর সমীপে আরয করা হইল —হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মুসিবতের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন, তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। তখন রাসূল (সা) বৃষ্টির দোয়া করিলেন এবং বর্ষণ শুরু হইল। তখনই নাযিল হইল ঃ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلاً اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ "নিশ্চয় আমি শাস্তি অপনোদনকারী; তোমাদের কম লোকই সুপথে প্রত্যাবর্তনকারী।" ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ অতঃপর তাহাদিগকে কিয়ামতের আযাব হইতে মুক্তি দেয়া হইল। যখন তাহারা আযাব হইতে মুক্ত হইল, আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া গেল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ "কঠিন পাকড়াওর দিন আমি পাকড়াও করিব, আমি নিশ্চয় প্রতিবিধায়ক।"

অর্থাৎ বদরের দিবসে। অতঃপর ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, পাঁচটি এইরূপ দিন অতিক্রান্ত হইয়াছে ঃ দুখান, রূম, কামার, লিযাম ও বাত্শাহ। এই হাদীসটি সহীহদ্বয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) তাঁহার মসনাদেও উদ্ধৃত করেন। ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসায়ী (র) তাঁহাদের তাফসীর অধ্যায়ে ইহা উদ্ধৃত করেন। আ'মাশ (র) হইতে বিভিন্ন সূত্রে ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসঊদ (রা) আয়াতটির এই ব্যাখ্যাই বলিয়াছেন, সে দুখান বা ধোঁয়া নির্গত হবার দিনটি অতিক্রান্ত হইয়াছে। তাঁহার এই মতের সহিত ঐক্যমত পোষণ করেন মুজাহিদ, আবুল আলিয়া, ইবরাহীম নখয়ী, যাহ্হাক, আতিয়া, আউফ (র) প্রমুখ। ইব্ন জারীর (র) এই মত পছন্দ করিয়াছেন।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আবদুর রহমান আল আরাজ (র) হইতে বর্ণনা করেন। সেই দিনটি হইল মক্কা বিজয়ের দিন। বর্ণনাটি খুবই গরীব; বরং মুনকার।

অন্যদের মতে 'দুখান' অতিক্রান্ত হয় নাই; বরং উহা কিয়ামতের অন্যতম নির্দশন। আবূ মুরায়হার হাদীসে ইহা আগেই বর্ণিত হইয়াছে।

হুযায়ফা ইব্ন উসায়েদ গিফারী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট আরাফাত হইতে তাশরীফ আনিলেন। আমাদের ভিতর তখন কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন– যতক্ষণ পর্যন্ত দশটি নির্দশন না দেখিবে ততক্ষণ কিয়ামত হইবে না। পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয়, ধোঁয়া নির্গত হওয়া, দাব্বাতুল আরদের আবির্ভাব, ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন, ঈসা ইব্ন মরিয়মের প্রত্যাবর্তন, দাজ্জালের অভ্যুদয়, তিনটি সূর্যগ্রহণ– পাশ্চাত্যে চন্দ্র সূর্য গ্রহণ, প্রাচ্যে চন্দ্র সূর্য গ্রহণ ও মধ্যপ্রাচ্যে চন্দ্র সূর্য গ্রহণ, এডেন হইতে আগুন বাহির হইয়া মানুষকে বিতাড়ন ও সমবেতকরণ এবং মানুষের যেখানে নিশিযাপন হইবে, সেখানে নিশিযাপন ও মানুষ যেখানে বিশ্রাম নিবে সেখানে তাহাদের সংগে অবস্থান।

ইমাম মুসলিম (র) এই বর্ণনাটি এককভাবে তাঁহার সহীহ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সহীহদ্বয়ে বর্ণিত আছে,

রাসূলুল্লাহ (সা) ইব্ন সাইয়্যাদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ আমি একটি বিষয় গোপন রাখিয়াছি বল, সেইটি কি? সে বলিল, দুখ, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, লাঞ্ছিত হও, তুই তোর স্থান হইতে অতিক্রম করিতে পারিবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি আমার অন্তরে গোপন রাখিয়া দিলাম।

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ আয়াতটিতে উহাই ইংগিত প্রদান করা হইয়াছে। অর্থাৎ উহা ঘটে নাই, ঘটিবে এবং উহার অপেক্ষায় থাকিতে হইবে।

ইব্ন সাইয়্যাদ গণকদের মতই জ্বিনের ভাষায় সব কিছুর তত্ত্ব উদঘাটন করে। গণকরাও এইভাবে শ্রুত বাক্যগুলো কাটছাট করিয়া বলিতে থাকে। এই জন্যই ইব্ন সাইয়্যাদ 'দুখ' বলিয়াছে অর্থাৎ, দুখান হইতে কাটছাট করিয়া দুখ বলিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হইলেন যে, সে এক শয়তান। তাই বলেন, লাঞ্ছিত হও, তুই তোর অবস্থান হইতে অতিক্রম করিতে পারিবে না।

ইব্ন জারীর (র) ..... রবঈ ইব্ন হিরাশ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন–কিয়ামতের পয়লা নির্দশন হইল দাজ্জালের আবির্ভাব, ঈসা (আ)-এর অবতরণ, এডেনের গুহা হইতে অগ্নি বাহির হইয়া মানুষকে নির্দিষ্ট সমাবেশ স্থলে নিয়া যাইবে এবং সেখানে মানুষ রাত্রিযাপন করিবে। সেখানে উহাও অপেক্ষা করিবে আর যেখানে মানুষ বিশ্রাম নিবে উহাও বিশ্রাম নিবে। আর দুখান (ধূম্রজাল) আচ্ছন্ন করিবে। হুযায়ফা (রা) প্রশ্ন করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দুখান কি বস্তু? তখন রাসূল (সা) আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ يَّغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

উহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমতল দেশ আচ্ছন্ন করিবে এবং চল্লিশ দিন ও রাত উহা অবস্থান করিবে, মু'মিনের জন্যে উহা ঠাণ্ডা হাওয়ার মত হইবে আর কাফিরের জন্যে উহা মাকাল হাওয়া হইয়া প্রত্যেকের নাক, কান, গলা ও মলদ্বারে প্রবিষ্ট হইবে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, এই বর্ণনা বিশুদ্ধ হইলে তাহা স্পষ্ট পার্থক্যকারী হইত কিন্তু আমি ইহাকে বিশুদ্ধ বর্ণনা বলি না। কারণ মুহাম্মদ ইব্ন খলফ আসকালানী (র) আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, তিনি এই হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন– আপনি কি ইহা সুফিয়ান (র) হইতে শুনিয়াছেন? তদুত্তরে রওয়াক বলেন, না। প্রশ্ন করিলাম, আপনি কি এই বর্ণনা শুনাইয়া স্বীকৃতি নিয়াছেন? তিনি বলিলেন, না। আবার প্রশ্ন করিলেন, আপনার উপস্থিতিতে কেহ কি ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, আপনার স্বীকৃতি নিয়াছে? তিনি বলিলেন না। আমি বলিলাম, তাহা হইলে আপনার নামে ইহা চালু হইল কি করিয়া? তখন তিনি বলিলেন– একদল লোক আসিয়া আমার কাছে এই বর্ণনা পেশ করিয়া বলিল, ইহা আমাদের বরাতে শুনিয়াছে, তাহারা বর্ণনাটি আমাকে শুনাইয়া চলিয়া গেল এবং উহা আমার সূত্রে বর্ণনা করিয়া চলিল।

ইব্ন জারীর (র) হাদীসটি সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, ঠিকই বলিয়াছেন। হাদীসটি মাওজু (ভিত্তিহীন) এই সনদে। 'আস ইব্ন জারীর বিভিন্ন আয়াতের তাফসীর প্রসংগে এই হাদীসের রাবী হইতে বিভিন্ন স্থানে উদ্ধৃত করেন। উহাতে মুনকার বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। উহার বেশীর ভাগ সূরা বনী ইসরাঈলের শুরুতে মসজিদুল আকসার ব্যাপারে উদ্ধৃত হইয়াছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। দ্বিতীয়ত, দাব্বাতুল আরদ্ ও তৃতীয়ত, দাজ্জাল।

ইব্‌ন জারীর (র) .....আবূ মালিক আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন– নিশ্চয় তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে তিনটি ব্যাপারে সতর্ক করেন। তাহা হইল, আদ্ দুখান যাহা মু'মিনের জন্য ঠান্ডার ন্যায় হইবে ও কাফিরের নাকে কানে ঢুকিয়া অস্থির করিয়া তোলে।

তাবরানী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন আইয়াশ (র) হইতে ইহা বর্ণনা করেন। এই সনদটি উত্তম। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .....আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ মানুষের উপর দিয়া ধূম্র প্রবাহিত হইবে মু'মিনগণ উহার ফলে ঠাণ্ডাগ্রস্ত হইবে ও কাফিরগণের কানে ঢুকিয়া এফোঁড় ওফোঁড় করিবে। সাঈদ ইব্‌ন আবদা (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে মওকুফ হাদীসরূপে ইহা বর্ণনা করেন। সাঈদ ইব্‌ন আওফ (র) হাসান (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ দুখান-এর আয়াতটি—মু'মিনগণকে ঠাণ্ডাগ্রস্ত এবং কাফিরগণকে ধোঁয়াচ্ছন্ন করিয়া শরীর ঝলসাইয়া দিবে। ইব্‌ন জারীর (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ধোঁয়া নির্গত হইয়া মু'মিনগণকে সর্দিগ্রস্ত করিবে এবং কাফির ও মুনাফিকগণকে কানে প্রবিষ্ঠ হইয়া তাহাদিগকে অস্থির করিবে। এমনকি তাহারা ঝলসানো মাংসপিণ্ডে পরিণত হইবে। ইব্‌ন জারীর (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ একদিন সকালে আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি বলিলেন , আমি রাত্রিতে নিদ্রা যাই নাই। আমি বলিলাম, কেন? তিনি বলিলেন, সকলেই বলিয়াছে যে, লেজুড় বিশিষ্ট নক্ষত্রের উদয় ঘটিয়াছে। তাই আমি শংকিত যে, উহাই হয়ত সেই দুখান যাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই দূর্ভাবনায় সারারাত আমার ঘুম হয় নাই।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) সম্পর্কিত এই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। তিনি কুরআনের অন্যতম ব্যাখ্যাতা ও উম্মতের মুখপাত্র। এই অভিমতের সামনে বহু সাহাবা ও তাবেঈ বেশ কিছু সহীহ্ ও হাসান, মারফু হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সেই সব বর্ণনা নিশ্চিত ও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ধূম্র নির্গমনের ব্যাপারটি ঘটিত হয় নাই, বরং ঘটিতব্য। কুরআনের প্রকাশ্য অর্থও তাহাই বলে। যেমন ঃ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ "অনন্তর সেই দিনের অপেক্ষা কর যেদিন আকাশের বুক হইতে সুস্পষ্ট ধূম্র নির্গত হইবে।

এই বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার এবং সকলে ইহা বুঝিতে পারে। পক্ষান্তরে ইব্‌ন মাসঊদ (রা) যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, উহা তাঁহার নিজস্ব ধারণা সৃষ্ট ব্যাখ্যা। অভাব ও অনাহারের কারণে চক্ষুর সামনে যে ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়াছিল তাঁহার ব্যাখ্যায় উহারই প্রতিফলন ঘটিয়াছে।

আল্লাহ পাকের পরবর্তী বক্তব্যেও উক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন মিলে। যেমন ঃ

يَّغْشَى النَّاسَ অর্থাৎ উহা মানবকুলকে বেষ্টন করিবে। যদি ইহা ধারণা সৃষ্ট বস্তু হইত এবং মক্কার মুশারিকদের জন্য হইত তাহা হইলে মানবকুল না বলিয়া 'কুরায়েশকুল' বলা হইত।

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ "ইহা বড়ই কষ্টদায়ক শাস্তি।" বস্তুত মানবকুলকে সতর্ক করিয়া সেই দিন সম্পর্কে সচেতন রাখার জন্যে ইহা বলা হইয়াছে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ

অর্থাৎ সেদিন তাহাদিগকে চূড়ান্তভাবে জাহান্নামের আগুনের দিকে ডাকা হইবে, সেদিন বলা হইবে, এই সেই জাহান্নামের আগুন যাহা তোমরা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছিলে। কিংবা তাহারা একে অপরকে অনুরূপ বলিয়া বেড়াইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ কাফিরগণ সচক্ষে আল্লাহ্র আযাব ও শাস্তি দেখার পর প্রার্থনা করিবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর হইতে আযাব প্রত্যাহার করুন, আমরা অবশ্যই ঈমানদার।

যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّبُ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ-

"যদি তুমি দেখিতে পাইতে যখন তাহারা উপস্থিত হইবে জাহান্নামের কাছে, তখন তাহারা বলিবে, হায়! আমরা যদি প্রত্যাবর্তিত হইতাম, আমরা আমাদের প্রভুর নির্দেশাবলীকে অস্বীকার করিতাম না এবং আমরা ঈমানদার হইতাম!"

তেমনি আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا اَخِّرْنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ اَوَ لَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ-

অর্থাৎ মানুষকে সেই আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক কর, যেদিন জালিমগণ বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে অত্যল্পকালের জন্য অবকাশ দাও। আমরা তোমার দীনের আহ্বানে সাড়া দিব ও তোমার রাসূলগণের অনুসারী হইব। তোমরা কি পূর্বেও এইরূপ শপথ কর নাই যে, তোমাদের কোন পতন নাই ?

এখানেও আল্লাহ্ তা'আলা তদ্রূপ বলিতেছেন ঃ

اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ - ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ -

অর্থাৎ কোথায় এখন তাহাদের হিদায়াত প্রাপ্তির সুযোগ ? অথচ তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল আসিয়াছিলেন। অতঃপর তাহারা তাঁহার নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, সে এক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাগল।

এভাবে আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى অর্থাৎ আজ মানুষ হিদায়াত গ্রহণের কথা বলিতেছে এবং কি করিয়া সে হিদায়াত গ্রহণ করিবে ?

অনুরূপ তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ - وَقَالُوْا اٰمَنَّا بِهِ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ - اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَة

উপরোক্ত আয়াতসমূহেও বলা হইয়াছে যে, স্থায়ী যন্ত্রণার ক্ষেত্রে উপস্থিতির পর তাহাদের ঈমান আনা বা সেই ব্যাপারে অবকাশের জন্য বাদানুবাদ তোলার ব্যাপারটি যদি তুমি সচক্ষে দেখিতে। অথচ তাহাদের সেই মুহূর্তের ঈমান গ্রহণ তো কোনই কাজে আসিবে না।

এখানে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ এই আয়াতের দুই ধরনের তাৎপর্য হইতে পারে। এক, আল্লাহ্ পাক বলেন, যদি আমি তাহাদিগকে শাস্তি হইতে অব্যাহতি দিয়া পুনরায় পৃথিবীতে পাঠাই তোমরা তাহা হইলে অবশ্যই সেই কাজ আবার শুরু করিবে যাহা হইল কুফরী ও সত্যকে অস্বীকারের কাজ। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ -

অর্থাৎ আমি যদি দয়া করিয়া তাহাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দূর করি তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা তাহাদের নাফরমানীর আবর্তে প্রত্যাবর্তিত হইবে।

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন ঃ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ অর্থাৎ যদি তাহারা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তিত হয় তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা তাহাই করিবে যাহা তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে এবং নিশ্চয়ই তাহারা মিথ্যাবাদী।

দুই, তোমাদের পার্থিব জীবনে আমি আযাবের সকল কার্যকরণ ও রীতি-নীতি সম্পন্ন হওয়ার পরেও সাময়িকভাবে তোমাদিগকে অবকাশ দান করিয়া দেখিয়াছি যে,

তোমরা সেই নাফরমানী ও বিভ্রান্তির পথেই সর্বদা চলিয়াছ। উহাই যখন তোমাদের স্বভাব, তখন চিরন্তন আযাব হইতে অবকাশ দানের আবশ্যকতা থাকে না। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

اِلاَّ قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّا امَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ اِلى حِيْنٍ-

অর্থাৎ ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় যখন ঈমান আনিল তখন তাহাদের উপর হইতে পার্থিব লাঞ্ছনার শাস্তি প্রত্যাহার করিলাম এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাহাদিগকে পার্থিব সুখ সামগ্রী ভোগ করিতে দিলাম। ফলে আমার আযাব তাহাদের নিত্য সাথী হয় নাই। অথচ উহার সকল কার্যকরণ সম্পন্ন হইয়াছিল।

তেমনি যাহারা কুফরী হইতে সরিয়া আসিয়া আবার উহাতে ফিরিয়া গিয়াছে তাহাদের উপর হইতেও আযাব প্রত্যাহার অনাবশ্যক। আল্লাহ্ পাক শুয়াইব (আ)-এর জাতিকে তিনি যাহা জবাব দিয়াছিলেন তাহার সংবাদ জ্ঞাপন করিতে গিয়া বলেন ঃ

لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ امَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُدُنُّ فِى مِلَّتِنَا - قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِيْنَ - قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِىْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجَّنَا اللّٰهُ مِنْهَا -

অর্থাৎ তাহারা বলিল, হে শুয়াইব! তোমাকে ও যাহারা তোমার উপর ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের গ্রাম হইতে বহিষ্কার করিবই অথবা তোমাদিগকে আমাদের ধর্মমতে ফিরিয়া আসিতেই হইবে। সে উত্তর দিল, আমরা উহা অপছন্দ করা সত্ত্বেও ? নিঃসন্দেহে তোমরা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করিয়াছ। আল্লাহ্ পাক উহা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করার পর আমরা যদি তোমাদের ধর্মমতে প্রত্যাবর্তন করি ..। কাতাদা (র) বলেন ঃ মূলত শুয়াইব (আ) কখনও তাহাদের ভ্রান্ত ধর্ম ও ভ্রান্ত পথের অনুসারী ছিলেন না।

اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ অর্থাৎ নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ্‌র আযাবের দিকে ফিরিয়া যাইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ আয়াতে আলোচ্য দিনটি সম্পর্কে ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, ইহা বদর যুদ্ধের দিন। ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর এই মতের সহিত একমত পোষণকারী দলটি 'দুখান' শব্দের অর্থও ইহার ভিত্তিতে প্রদান করেন। পূর্বে উহা আলোচিত হইয়াছে। আওফীর সূত্রে বর্ণিত, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর একটি বর্ণনায় উহার সমর্থন রহিয়াছে। উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন ঃ ব্যাখ্যাটি সংশয়পূর্ণ। আয়াতে প্রকাশ পায় যে, উহা হইল

কিয়ামতের দিন। যদি বাতশা'কে বদরের দিন ধরা হয়, তথাপি 'ইয়াওমে দুখান' কিয়ামতের সহিত সংশ্লিষ্ট।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, খালিদ আল হিযাব, ইব্‌ন উলিয়া, ইয়াকূব ও ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইব্‌ন মাসউদ (রা) 'বাতশাতুল কুবরার' অর্থ করিয়াছে বদর দিবস। আমি বলিতেছি, উহা কিয়ামতের দিন।

এই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। হাসান বসরী ও ইকরামা (র) তাঁহার নিকট হইতে বিশুদ্ধ সনদে অনুরূপ দুইটি বর্ণনা শুনান। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

(١٧) وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ۙ

(١٨) اَنْ اَدُّوْٓا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ۖ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۙ

(١٩) وَّاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنِّيْٓ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۚ

(٢٠) وَاِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ ۟

(٢١) وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ ۟

(٢٢) فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ۟

(٢٣) فَاَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ۙ

(٢٤) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ۟

(٢٥) كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۙ

(٢٦) وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۙ

(٢٧) وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ۙ

(٢٨) كَذٰلِكَ ۫ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۟

(٢٩) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ۝

(٣٠) وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۝

(٣١) مِنْ فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ۝

(٣٢) وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

(٣٣) وَآتَيْنَاهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ۝

১৭. ইহাদিগের পূর্বে আমি তো ফিরআউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করিয়াছিলাম এবং উহাদিগের নিকটও আসিয়াছিল এক মহান রাসূল,

১৮. সে বলিল, 'আল্লাহ্র বান্দাদিগকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ কর। আমি তোমাদিগের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

১৯. 'এবং তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে উদ্ধত হইও না, আমি তোমাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি স্পষ্ট প্রমাণ।

২০. 'তোমরা যাহাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিতে না পার, তজ্জন্য আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদিগের প্রতিপালকের শরণ লইতেছি।

২১. 'যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে তোমরা আমা হইতে দূরে থাক।'

২২. অতঃপর মূসা তাহার প্রতিপালকের নিকট আবেদন করিল, 'ইহারা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়।'

২৩. আমি বলিয়াছিলাম, 'তুমি আমার বান্দাদিগকে লইয়া রজনী যোগে বাহির হইয়া পড়, তোমাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করা হইবে।

২৪. 'সমুদ্রকে স্থির থাকিতে দাও, উহারা এমন এক বাহিনী যাহা নিমজ্জিত হইবে।'

২৫. উহারা পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ,

২৬. কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ,

২৭. কত বিলাস উপকরণ, যাহা উহাদিগকে আনন্দ দিত!

২৮. এইরূপই ঘটিয়াছিল এবং আমি এই সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে।

২৯. আকাশ এবং পৃথিবী কেহই উহাদিগের জন্যে অশ্রুপাত করে নাই এবং উহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হয় নাই।

৩০. আমি তো উদ্ধার করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হইতে

৩১. ফিরআউনের; সে তো ছিল পরাক্রান্ত সীমালংঘনকারীদিগের মধ্যে।

৩২. আমি জানিয়া শুনিয়াই উহাদিগকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম,

৩৩. এবং উহাদিগকে দিয়াছিলাম, নিদর্শনাবলী, যাহাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ এই মুশরিকদের পূর্বে আমি ফিরআউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করিয়াছি। তাহারা ছিল মিসরের কিবতী সম্প্রদায়।

وَجَاءَ هُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ অর্থাৎ তাহাদের নিকট মূসা কলিমুল্লাহ্ (আ) আসিয়াছিলেন।

اَنْ اَدُّوْا اِلَى عِبَادَ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্র বান্দাগণকে আমার হাতে সোপর্দ কর। অনুরূপ আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন

فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَاتُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى-

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলগণকে আমার সঙ্গে যাইতে দাও এবং তাহাদিগকে নির্যাতন করিও না। আমরা তোমার নিকট তোমার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী লইয়া আসিয়াছি। যাহারা হিদায়াত অনুসরণ করিল তাহাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকট যাহা প্রচার করিতেছি সেই ব্যাপারে আমি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَاَنْ لاَّ تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলী মানিয়া লওয়ার ক্ষেত্রে দাম্ভিকতা অনুসরণ করিও না। তাঁহার যুক্তি ও প্রমাণসমূহ মানিয়া তাঁহার উপর ঈমান আন ও তাঁহার অনুগত হও।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ অর্থাৎ যাহারা দম্ভভরে আমার ইবাদত হইতে বিরত রহিল তাহারা শীঘ্রই লাঞ্ছনাকর অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

اِنِّىْ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ আমি প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। উহা হইল আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত বিভিন্ন নিদর্শন ও অকাট্য দলীল-প্রমাণ।

وَاِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ অর্থাৎ অবশ্যই আমি তোমাদের প্রস্তরাঘাত হইতে পরিত্রাণের জন্য আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও আবূ সালেহ (র) বলেন ঃ এখানে প্রস্তরাঘাত অর্থ বাক্যবান বা গালিগালাজ।

কাতাদা (র) বলেন ঃ تَرْجُمُوْنِ শব্দ দ্বারা এখানে পাথর নিক্ষেপের কথাই বলা হইয়াছে। আয়াতের তাৎপর্য হইল এই ঃ আমি সেই আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি যিনি আমাকে ও তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা কথা বা কাজ দ্বারা আমার কোন ক্ষতি করিতে না পার।

وَاِنْ لَمْ تُؤْمِنُوْا لِىْ فَاعْتَزِلُوْنِ অর্থাৎ যদি তোমরা আমার উপর আস্থাশীল না হও তাহা হইলে আমার উপর অত্যাচার চালাইও না। আমার ও তোমাদের ব্যাপারটি শান্তিপূর্ণভাবে আল্লাহ্র হাতে ছাড়িয়া দাও। তিনিই আমাদের ব্যাপারে যথাযথ ফয়সালা প্রদান করিবেন। অতঃপর যখন মূসা (আ) কিছুকাল তাহাদের মাঝে অবস্থান করিলেন এবং তাঁহার সত্যতা প্রকাশ ও আল্লাহ্ পাকের দলীল-প্রমাণ তাহাদের নিকট সুপ্রমাণিত হইল, তখন তাহাদের কুফরী ও দুশমনী চরম আকার ধারণ করিল। অগত্যা মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ইহার মীমাংসার জন্য ঐকান্তিক আবেদন জানাইলেন। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَه زِيْنَةً وَّاَمْوَالاً فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ - قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا -

"অনন্তর মূসা বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফিরআউন ও তাহার সভাসদকে পার্থিব ধন-সম্পদ ও শান-শওকত প্রদান করিয়াছ, উহার ফলে তাহারা বিভ্রান্ত হইয়াছে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাহাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস কর এবং তাহাদের অন্তরকে কঠিন কর যেন তাহারা কঠোর শাস্তি স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনিতে ব্যর্থ হয়। আল্লাহ্ বলিলেন, তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হইল, তাই তোমরা ন্যায় পথে সুস্থিরভাবে অবস্থান কর।"

সেভাবেই এখানে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فَدَعَا رَبَّهٗ اَنَّ هٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ অর্থাৎ অতঃপর মূসা (আ) তাহার প্রতিপালকের নিকট আবেদন জানাইল, এই লোকগুলি এক পাপিষ্ঠ শ্রেণী।

এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি ফিরআউনকে না জানাইয়া তাহার বিনা অনুমতিতে ও তাহাদের অজ্ঞাতসারে বনী ইসরাঈলগণকে নিয়া মিসর হইতে বাহির হইয়া আসে।

যেমন তিনি বলেন ঃ فَاَسْرِ بِعِبَادِىْ لَيْلاً اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ "অনন্তর তুমি আমার বান্দাগণকে লইয়া রাত্রিবেলায় নিষ্ক্রান্ত হও, নিশ্চয় তোমরা পশ্চাদ্ধাবিত হইবে।"

যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلى مُوْسى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبِسًا لاَتَخَافُ دَرْكًا وَّ لاَتَخْشى-

"এবং আমি নিঃসন্দেহে মূসাকে ওহী নাযিল করিয়াছি যে, আমাদের বান্দাগণকে সঙ্গে লইয়া রাত্রিযোগে বহির্গত হও এবং তাহাদের জন্য নদীর বুকে যষ্ঠিঘাত করিয়া শুষ্ক রাস্তা তৈরী কর এবং উহা অতিক্রম করিতে ভয়-ভীতির শিকার হইও না।"

এখানেও আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ এবং তোমরা বিভক্ত নদীপথ অতিক্রম করিয়া যাও; তাহারা অবশ্যই নিমজ্জিত হইবে।"

মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলগণ যখন নদী অতিক্রম করিয়া ওপারে উপস্থিত হইলেন, তখন মূসা (আ) ইচ্ছা করিলেন লাঠি দ্বারা পুনরায় উহাতে আঘাত করিতে যেন নদী পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যায় এবং ফিরআউন ও তাহাদের মাঝে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। তখন আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন উহাকে যথা অবস্থায় ছাড়িয়া যাইতে এবং তাঁহাকে সুসংবাদ দিলেন যে, তাহারা অবশ্যই নদীতে ডুবিয়া মরিবে। তাই তাঁহাদের ভয়-ভাবনার কোন কারণ নাই।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا অর্থাৎ উহা যথা অবস্থায় প্রবহমান রাখিয়াই তোমরা চলিয়া যাও।

মুজাহিদ (র) বলেন, رَهْوًا অর্থাৎ নদীর মধ্যে সৃষ্ট শুকনো পথ যথা অবস্থায় রাখিয়া চালিয়া যাও। উহাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে নির্দেশ দিও না, যতক্ষণ না পরবর্তী দল উহাতে প্রবেশ করে। ইকরামা, রবী ইব্ন আনাস, যাহ্হাক, কাতাদা, ইব্ন যায়দ, কা'ব আল আহবার, সিমাক ইব্ন হারব (র) প্রমুখও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّتٍ বাগানসমূহ।

وَعُيُوْنٍ وَّزُرُوْعٍ অর্থাৎ নহর-প্রস্রবণ ও ক্ষেত-খামারসমূহ।

وَمَقَامٍ كَرِيْمٍ অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন শহর-লোকালয় ও সুন্দর-সুন্দর সৌধমালা।

মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন ঃ مَقَامٍ كَرِيْمٍ অর্থাৎ সুউচ্চ সৌধরাজি।

ইব্‌ন লাহীআ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ মিসরের নীল নদ হইল সকল নহর-নালার কেন্দ্রবিন্দু। আল্লাহ্ পাক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহের সকল নহর-নালার সংযোগেই উহা সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন আল্লাহ্ পাক নীল নদকে প্রবহমান করান তখন অন্যান্য নহরকে নির্দেশ দিলেন উহাকে সহায়তা দানের জন্য। ফলে উহাদের সহায়তায় নীল নদের নাব্যতা এইরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, সমগ্র মিসরসহ আল্লাহ্ তা'আলা যত এলাকা ইচ্ছা করিলেন নহরময় করিলেন। অবশেষে আল্লাহ্ পাক অন্যান্য নহরকে নিজ নিজ উৎসস্থলে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ্ পাকের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

فَاَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَّعُيُوْنٍ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فَاكِهِيْنَ-

"অতঃপর আমি তাহাদিগকে উদ্যানসমূহ ও নহরমালা হইতে বহিষ্কার করিলাম এবং ক্ষেত-খামার ও সুউচ্চ সৌধরাজি হইতে আর অজস্র ফলমূলরূপ নিয়ামত ভোগের সুযোগ হইতে।"

নীল নদের দুই তীর জুড়িয়া আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত অজস্র সুন্দর সুন্দর উদ্যান সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত ছিল। আসোয়ান হইতে আর রশীদ এলাকা পর্যন্ত উহার বিস্তৃতি ছিল। নীল নদ হইতে নয়টি নহর প্রবাহিত হইতেছিল। নহরে ইস্কান্দারিয়া, নহরে দেফিয়াত, নহরে সারদূস, নহরে মুনাফ, নহর আল ফিউস, নহর আল মুন্তাহা ইত্যাদি। নহরগুলি পরস্পর সংযুক্ত ছিল এবং উদ্যানসমূহ ঘিরিয়া রাখিত। ফলে কোন উদ্যানই উহার অবদান হইতে বঞ্চিত ছিল না। এমনকি মিসরের বিভিন্ন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ক্ষেত-খামারও উহার দ্বারা সজীবতা লাভ করিত। সমগ্র মিসর ভূখণ্ড ষোলটি সুবিশাল শস্য-শ্যামল ক্ষেতে বিভক্ত ছিল। অজস্র পুল ও বাঁধ দ্বারা সেইগুলি পরস্পর সম্পৃক্ত ছিল।

এখানেও আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فَاكِهِيْنَ অর্থাৎ তাহাদের বড়ই আয়েশ-আরামের জিন্দেগী ছিল। ফল-মূল ও শস্যাদির প্রাচুর্য ছিল। যাহা ইচ্ছা খাইতে পাইত ও যেইরূপ ইচ্ছা পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত। তাহাদের ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের অভাব ছিল না। সকল শহরেই তাহাদের শাসন চালু ছিল। সহসা এক সকালে দেখা গেল তাহাদের সকল কিছুই বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহারা দুনিয়া ছাড়িয়া জাহান্নামে পৌঁছিয়া গিয়াছে। কতই জঘন্য সেই প্রত্যাবর্তন ছিল। তারপর মিসরের ফিরআউন গোষ্ঠীর সেই সব শহর ও কিবতীদের জনপদগুলির উত্তরাধিকারী হইল বনী ইসরাঈলগণ।

যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ وَاَوْرَثْنَاهَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ "এবং আমি বনী ইসরাঈলগণকে উহার উত্তরাধিকারী বানাইয়াছিলাম।"

অপর এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَائِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ-

"আর আমি উহার উত্তরাধিকারী বানাইলাম সেই সম্প্রদায়কে যাহারা ভূখণ্ডের সর্বত্র ছিল নির্যাতিত। আমি সেই সম্প্রদায়কে ধন্য করিলাম এবং বনী ইসরাঈলের ক্ষেত্রে তোমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইল, যেহেতু তাহারা ধৈর্যধারণ করিয়াছিল আর আমি ফিরআউন ও তাহার সম্প্রদায়ের সকল চক্রান্ত ধ্বংস করিলাম এবং তাহাদের অস্তিত্ব রহিল না।"

এখানে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ "এভাবেই আমি অপর এক সম্প্রদায়কে উহার উত্তরাধিকারী বানাইলাম।" অর্থাৎ বনী ইসরাঈলগণকে। কিছু আগেই ইহা বলা হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ "অতঃপর তাহাদের জন্য না নভোমণ্ডল ক্রন্দন করিল, না ভূমণ্ডল।"

অর্থাৎ তাহারা এমন কোন ভাল কাজ করে নাই যাহা আকাশের দ্বার অতিক্রান্ত করিয়া উপরে যাইত যাহা বন্ধ হইবার ফলে আকাশ আক্ষেপ করিবে। তেমনি পৃথিবীতেও এমন কোন ভূখণ্ড নাই যেখানে তাহারা আল্লাহ্র ইবাদত করিত এবং উহা এখন হয় না বলিয়া সেই ভূখণ্ডটি আক্ষেপ করিবে। সুতরাং তাহাদের কুফরী, নাফরমানী ও পাপাচারের ব্যাপারে আরও অবকাশ লাভের তাহাদের কোন অধিকার ছিল না।

হাফিজ আবূ ইয়ালা মুছেলী (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "প্রত্যেক বান্দার জন্য আকাশে দুইটি দরজা রহিয়াছে। একটি দরজা দিয়া তাহার রিযিক নির্গত হয় ও অপর দরজা দিয়া তাহার কথা ও কাজ প্রবিষ্ট হয়। যখন সে মারা যায় তখন সেই ব্যাপার দুইটি বন্ধ হইয়া যায়। ফলে উক্ত দরজা দুইটি তাহার জন্য ক্রন্দন করে।" অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন, فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ অবশেষে বলেন, ফিরআউন সম্প্রদায় পৃথিবীর বুকে এমন কোন নেক কাজ করে নাই যাহা বন্ধ হওয়ায় পৃথিবী কাঁদিবে এবং তাহাদের এমন কোন নেক কাজ বা পুণ্যকর্ম ছিল না যাহা আকাশে আরোহন করিবে আর উহা বন্ধ হওয়ার ফলে আকাশ কাঁদিবে।

মূসা ইব্ন উবায়দা আর বারজীর সূত্রে ইব্ন আবূ হাতিম (র)ও উহা বর্ণনা করেন।

ইব্ন জারীর (র) ..... শুরাইহ্ ইব্ন উবাইদ হাযরামী (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "নিশ্চয় অসহায় অবস্থায় ইসলামের যাত্রা শুরু এবং শীঘ্রই উহা অসহায় অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিবে। তবে জানিয়া রাখ, মু'মিন কখনো অসহায় হয় না। এমন কোন মু'মিন নাই যে অসহায় অবস্থায় মারা যায় এবং তাহার জন্য কেহ কাঁদিবার থাকে না। জানিয়া রাখ, পৃথিবী ও আকাশ তাহার জন্য কাঁদে।" অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, পরিশেষে তিনি বলেন, আকাশ ও পৃথিবী কোন কাফিরের জন্য কাঁদে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .....উবায়দ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত আলী (ক)-কে প্রশ্ন করিল, আকাশ ও পৃথিবী কি কারো জন্য কাঁদে? তদুত্তরে তিনি বলেন, তুমি এমন একটি প্রশ্ন করিয়াছ যাহা ইতিপূর্বে আমাকে আর কেহ করে নাই। নিশ্চয় সেই ব্যক্তির জন্য কাঁদে যে পৃথিবীকে মুসাল্লা বানাইয়াছে আর যাহার আমল আকাশে পৌঁছাইয়াছে। অথচ ফিরআউন গোষ্ঠী না পৃথিবীর বুকে কোন নেক কাজ করিয়াছে, না আকাশে তাহাদের কোন নেক আমল উত্থিত হইয়াছে। অতঃপর আলী (রা) আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন।

ইব্ন জারীর (র) ..... সায়ীদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, হে আবুল আব্বাস! আপনি কি আল্লাহ্ পাকের فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ আয়াতটি দেখিয়াছেন ? আকাশ ও পৃথিবী কি কাহারো জন্য কাঁদে. ? তিনি জবাবে বলিলেন, হাঁ, এমন কোন লোক নাই যাহার জন্য আকাশে দরজা রাখা হয় নাই। এক দরজা দিয়া তাহার রিযিক আসে ও এক দরজা দিয়া তাহার আমল প্রবেশ করিবে। যখন কোন মু'মিন মারা যায় তখন তাহার জন্য নির্ধারিত রিযিক ও আমলের দরজা দুইটি বন্ধ হইয়া যায়। তখন আকাশ উহা হারাইবার শোকে কাঁদে। তেমনি পৃথিবীকে মুসাল্লা বানাইয়া সে সালাত আদয় করিয়াছে ও যিকির আযকার করিয়াছে। তাহার মৃত্যুতে উহা বন্ধ হওয়ায় পৃথিবী কাঁদে। পক্ষান্তরে ফিরাউন গোষ্ঠীর না পৃথিবীতে কোন ভাল কাজের চিহ্ন আছে, না আকাশে তাহাদের কোন ভাল কাজ পৌঁছিয়াছে। ফলে আকাশ ও পৃথিবী তাহাদের জন্য কাঁদে নাই।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফীও অনুরূপ বর্ণনা করেন। সুফিয়ান ছাওরী (রা) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ এইরূপ বলা হইত যে, পৃথিবী কোন মু'মিনের জন্য চল্লিশ সকাল কাঁদে।

মুজাহিদ ও সায়ীদ ইব্ন জুবাইর (র) প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

মুজাহিদ (র) আরও বলেন ঃ এমন কোন মৃত মু'মিন নাই যাহার জন্য আকাশ ও পৃথিবী চল্লিশ সকাল কাঁদে না। আমি প্রশ্ন করিলাম, পৃথিবী কি কাঁদে? তিনি জবাব দিলেন, তুমি কি অবাক হইতেছ? কেন পৃথিবী আল্লাহ্র সেই বান্দার জন্য কাঁদিবে না, যে লোক রুকূ-সিজদা দ্বারা পৃথিবীর বুক আবাদ করিল? কেনই বা আকাশ তাহার জন্য কাঁদিবে না, যে লোক আল্লাহ্র তাকবীর ও তাসবীহ্ দ্বারা আকাশকে সেভাবেই গুঞ্জরিত করিল যেভাবে মধুমক্ষিকা পৃথিবীকে গুঞ্জরিত করে।

কাতাদা (র) বলেন, যাহাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী কাঁদে আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাহারা সহজগ্রাহ্য। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ পৃথিবীর জন্মলগ্ন হইতে আকাশ দুইজন ব্যতীত কাহারো জন্য কাঁদে নাই। আমি উবায়েদকে প্রশ্ন করিলাম, আকাশ ও পৃথিবী কি মু'মিনের জন্য কাঁদে না? তিনি জবাব দিলেন, উহাতে শুধু আকাশের সেই দরজাটি যাহা দ্বারা আমল প্রবিষ্ট হয়। অতঃপর বলিলেন, তুমি কি জান আকাশের কান্না কিরূপ ? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, উহা লাল হয় এবং পক্ক পত্রের ন্যায় হরিদ্র বর্ণ ধারণ করে। যখন ইয়াহিয়া ইব্ন যাকারিয়া (আ) শহীদ হইলেন তখন আকাশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল এবং লোহিত কণিকা বর্ষণ করিল। তেমনি ইমাম হুসাইন ইব্ন আলী (রা) যখন শহীদ হইলেন, তখনও আকাশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করিয়াছিল।

আলী ইব্ন হুসাইন (র) ..... ইয়াযীদ ইব্ন আবূ যিয়াদ (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ যখন হুসাইন ইব্ন আলী (রা) শহীদ হইলেন, তখন হইতে চার মাস অবধি আকাশের প্রান্তদেশ রক্তিম বর্ণ ছিল। ইয়াযীদ বলেন, উহার রক্তিম বর্ণ হওয়াই উহার ক্রন্দন করা। সুদ্দী (র) কবীর গ্রন্থে ইহা বলিয়াছন।

আতা খুরাসানী (র) বলেন, আকাশের প্রান্তদেশ লাল রঙ হওয়াই আকাশের কান্না।

ইমাম হুসাইন (রা)-এর হত্যার ব্যাপারে এইরূপ আলোচনাও রহিয়াছে যে, এমন কোন পাষাণ হৃদয় হয় নাই যাহার নীচে রক্ত পাওয়া যায় নাই। সেই মুহূর্তে সূর্যগ্রহণ দেখা দেয়। আকাশের প্রান্তভাগ রক্তে রঞ্জিত হল এবং পাথর খসিয়া খসিয়া পড়ে। অবশ্য এই ধরনের বর্ণনা প্রশ্ন সাপেক্ষ।

এই কথা স্পষ্ট যে, এইগুলি হইল শিয়াদের উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত মিথ্যা কাহিনী। ব্যাপারটিকে অত্যন্ত বড় করিয়া দেখানোর জন্য ইহা করা হইয়াছে। ইমাম হুসাইন (রা) যে অনেক বড় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি উপরোক্ত বানোয়াট কাহিনীগুলি আদৌ সত্য নয়। হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের চাইতেও বড় ঘটনা ইহার আগে ঘটিয়াছে। তাঁহার পিতা হযরত আলী (রা)-ও শহীদ হইয়াছিলেন। তিনি সর্বসম্মতভাবেই তাঁহার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অথচ তাঁহার বেলায় অনুরূপ কিছু ঘটে

সর্বসম্মতভাবেই তাঁহার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অথচ তাঁহার বেলায় অনুরূপ কিছু ঘটে নাই। উসমান ইব্‌ন আফফান (রা)-ও অবরুদ্ধ থাকিয়া মজলুম অবস্থায় শাহাদাত বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বেলায়ও কিছু ঘটে নাই। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) মসজিদের মিহরাবে ফজরের নামাযের সময়ে শহীদ হইয়াছেন। মুসলমানদের উপর এত বড় মুসিবত ইহার আগে দেখা দেয় নাই। তখনও সেরূপ কিছু ঘটে নাই। এমনকি গোটা মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বত্রই শ্রেষ্ঠতমরূপে বিবেচিত, তাঁহার ইন্তিকালেও উক্ত ঘটনাবলীর একটিও ঘটে নাই। তদুপরি যেদিন রাসূল (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম মারা গেলেন সেদিন সূর্যগ্রহণ হইল। সকলে বলাবলি করিতেছিল যে, রাসূল-তনয়ের মৃত্যুর কারণে ইহা ঘটিয়াছে। রাসূল (সা) সালাতিল কসূফ পড়াইলেন। অতঃপর সমবেত জনগোষ্ঠীর উদ্দেশে বলিলেন, চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ কোন লোকের জন্ম বা মৃত্যু উপলক্ষে হয় না।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اِسْرَائِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ - مِنْ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ-

অর্থাৎ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণের উপর তাঁহার অশেষ ইহসানের কথা বলিতেছেন। যেমন তিনি তাহাদিগকে ফিরআউনের হাতে বন্দীদশায় লাঞ্ছনাকর ও চরম নির্যাতিত জীবন যাপন হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন। বিশেষত ফিরআউন তাহাদিগকে চরম অবমাননাকর ও কষ্টদায়ক কাজে নিয়োজিত রাখিত। আল্লাহ্ পাক তাহা হইতে তাহাদিগকে রেহাই দিলেন। তারপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ مِنْ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا

অর্থাৎ সেই ফিরআউনের হাত হইতে তিনি তাহাদিগকে মুক্তি দিলেন যে ছিল অত্যন্ত দাম্ভিক ও চরম অত্যাচারী।

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ নিশ্চয় ফিরআউন পৃথিবীর বুকে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ - "অতঃপর তাহারা দাম্ভিকতা দেখাইল এবং অত্যাচারী সম্প্রদায়ে পরিণত হইল।" অর্থাৎ শাসনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির আশ্রয় নিল এবং নিজের ক্ষেত্রে লাগামছাড়া হইল।

অতঃপর এখানে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ-

"আর নিঃসন্দেহে আমি জ্ঞানের ক্ষেত্রে বনী ইসরাঈলগণকে সকল সৃষ্টির উপর প্রাধান্য দান করিয়াছিলাম।"

মুজাহিদ (র) বলেন, অর্থাৎ তখন পর্যন্ত সৃষ্ট সকল মানবকুলের উপর।

কাতাদা (র) বলেন, অর্থাৎ তৎকালীন মানবকুলের উপর। যেমন আল্লাহ্ পাক হযরত মরিয়ম (আ)-কে বলেন ঃ وَاصْطَفَاكِ عَلٰى نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ

"তোমাকে আমি সমগ্র নারীকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিলাম।"

অর্থাৎ তাঁহার যুগের নারীকুলের উপর। কারণ, হযরত খাদীজা (রা) মর্যাদার ক্ষেত্রে হয় তাঁহার উপরে অথবা সমমর্যাদার। তেমনি ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া বিন্‌তে মুযাহিম হয় তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ অথবা সমমর্যাদার। সকল খাদ্যের উপর ছারীদের যে মর্যাদা তেমনি মর্যাদা হইল নারীকুলের উপর হযরত আয়িশা (রা)-এর।

ইহা এইরূপ যেমন বলা হয়, অমুক হইলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম বা জ্ঞানী এবং প্রত্যেক যুগেই উহা থাকে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ قَالَ يَامُوْسٰى اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ। "তিনি বলিলেন, হে মূসা! আমি তোমাকে মানককুলের শ্রেষ্ঠরূপে মনোনীত করিলাম।"

অর্থাৎ তৎকালীন মানবকুলের শ্রেষ্ঠ। পরিশেষে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَاٰتَيْنَاهُمْ مِّنَ الْاٰيَاتِ। অর্থাৎ নিদর্শনাবলী ও দলীল-প্রমাণ এবং অলৌকিক ক্ষমতা।

مَافِيْهِ بَلٰؤٌا مُّبِيْنٌ অর্থাৎ ইহা ছিল সুস্পষ্ট নির্বাচনী পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় কাহারা পাশ করে তাহাই হইল দেখার বিষয়।

(٣٤) اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ ۝

(٣٥) اِنْ هِىَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ۝

(٣٦) فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

(٣٧) اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۙ وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ اَهْلَكْنٰهُمْ ۫ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ۝

৩৪. উহারা বলিয়াই থাকে,

৩৫. 'আমাদিগের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং আমরা আর পুনরুত্থিত হইব না।

৩৬. 'অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে উপস্থিত কর।'

৩৭. শ্রেষ্ঠ কি উহারা, না তুব্বা সম্প্রদায় ও ইহাদিগের পূর্ববর্তীরা? আমি ইহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলাম, অবশ্যই উহারা ছিল অপরাধী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক মুশরিকদের ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদস্বরূপ বলেন ঃ তাহারা পুনরুত্থান ও পরকালকে অস্বীকার করে এবং তাহারা ভাবে, এই পার্থিব জীবনই শেষ জীবন এবং এই মৃত্যুর পর আর কোন জীবন নাই, পুনরুত্থান ও হাশর-নশর বলিতে কিছুই নাই। তাহারা প্রমাণস্বরূপ বলে, তাহাদের মৃত পূর্ব পুরুষরা কেহই ফিরিয়া আসে নাই। যদি পুনর্জীবন সত্যই হয় তাহা হইলে ঃ فَأْتُوْا بِاٰبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

অর্থাৎ আমাদের বাপ দাদাগণকে ফিরাইয়া আন, তাহা হইলে তোমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

মূলত ইহা একটি ভ্রান্ত যুক্তি। ইহা একটি ভিত্তিহীন সংশয়। কারণ পুনরুত্থান বা পুনর্জীবন লাভ ইহকালে ঘটিবে না, ঘটিবে পরকালে। বরং পার্থিব জীবন ধারার পরিসমাপ্তি, পৃথিবী ধ্বংস ও বিলুপ্ত হওয়ার পর সেই নতুন জীবনধারা শুরু হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা নতুনভাবে জগত ও জীবনের পুনর্বিন্যাস ঘটাইবেন। তখন তিনি জালিমগণকে জাহান্নামের কাষ্ঠ বানাইবেন। সেদিন এই উম্মত মানব জাতির ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করিবে ও তাহাদের রাসূল তাহাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার ও সতর্ক করার জন্য বলেন, অতীতে যে সকল সম্প্রদায় তাহাদের মত পরকাল অস্বীকার করে ও কুফরে লিপ্ত হইয়াছে, যেমন তুব্বা সম্প্রদায় এবং তাহারা সাবিঈ ছিল। তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করিয়াছেন। তাহাদের শহর ও জনপদ উহার সৌধরাজিসহ বিধ্বস্ত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া সর্বত্র ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। সূরা সাবায় ইহা আলোচিত হইয়াছে। তাহারা এই মুশরিকদের মত পরকালকে অস্বীকার করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

তুব্বা সম্প্রদায় আরবের কাহতান গোত্রের লোক ছিল। যেরূপ ইহারা আদনান গোত্রের লোক। তারা মূলত হিময়ারী ও সাবিঈ ছিল। তাহাদের যিনি বাদশাহ হইবেন তাহার উপাধি ছিল তুব্বা। যেমন পারস্য সম্রাটের উপাধি ছিল খসরু ও রোম সম্রাটদের উপাধি ছিল কায়সার এবং মিসরের কাফির অধিপতিদের উপাধি ছিল ফিরআউন। তেমনি আবিসিনিয়ার সম্রাটের উপাধি ছিল নাজ্জাশী। এইগুলি ছিল বিভিন্ন অধিপতির স্বতন্ত্র পরিচয়বাহী খেতাব।

ঘটনাক্রমে কোন এক তুব্বা একবার ইয়ামান হইতে দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন; এমনকি তিনি সমরকন্দ পর্যন্ত জয় করিলেন। ফলে তাহার সাম্রাজ্য শক্তিশালী হইল। সাম্রাজ্যের পরিধি সুবিস্তৃত হইল। বিশাল সৈন্য বাহিনী সৃষ্টি হইল। বহু শহর ও জনপদ

পদানত হইল। তাহার প্রজা পাইকের সংখ্যা বহুগুণ বাড়িয়া গেল। অতঃপর তিনি হেরাত প্রত্যাবর্তনের মনস্থ করিলেন। ঘটনাক্রমে তাহাকে মদীনা অতিক্রম করিতে হইল। তখন ছিল জাহেলী যুগ। তিনি মদীনা জয়ের ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু উহার অধিবাসীরা বাধা দিল। তাহারা দিনভর যুদ্ধ করিলেন। রাত্রে তাহারা আত্মসমর্পণ করিল। তখন তিনি তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করিলেন এবং যুদ্ধ বন্ধ করিলেন। মদীনার দুইজন ইয়াহুদী পাদ্রী তাহার সহচর হইলেন। তাহারা তাহাকে পরামর্শ দিলেন এবং জানাইলেন যে, এই শহর তাহার দখলে রাখা সম্ভব নহে। কারণ আখেরী যমানার নবীর হিজরতগাহ হইবে এই শহর। ইহা শুনিয়া তিনি শহর অবরোধ প্রত্যাহার করিলেন এবং ইয়াহুদী পাদ্রীদ্বয়কে তাহার সঙ্গে ইয়ামান নিয়া চলিলেন। পথিমধ্যে মক্কা নগরী পড়িল। তিনি কা'বা ঘর ধ্বংস করার মনস্থ করিলেন। পাদ্রীদ্বয় নিষেধ করিলেন। তাহারা তাহাকে কা'বা ঘরের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্কে বুঝাইলেন। তাহারা তাহাকে জানাইলেন, এইসব হযরত ইবরাহীম (আ) তৈয়ার করেন। অবশেষে শীঘ্রই এই ঘর আখেরী যমানার শেষ নবীর হাতে অশেষ মর্যাদায় ভূষিত হইবে। ইহা শুনিয়া কা'বা ঘরকে সম্মান দেখাইলেন, উহা তাওয়াফ করিলেন ও সকলে মিলিয়া উহাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিলেন। অতঃপর তাহারা ইয়ামানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর দেশবাসীকে তিনি তাহার সাথে মিলিয়া ইয়াহুদী ধর্মে দীক্ষা নেয়ার আহ্বান জানাইলেন। ইহা ছিল ঈসা (আ) আগমনপূর্ব ঘটনা। তখন ইয়াহুদী ধর্মই ছিল সত্য ধর্ম। বাদশাহর আহ্বানের সমগ্র ইয়ামানবাসী ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করিল।

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) তাহার সীরাত গ্রন্থে উপরোক্ত ঘটনা সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। উহাকে ভিত্তি করিয়া হাফিজ ইব্ন আসাকির উক্ত ঘটনার ব্যাপক বিশ্লেষণ প্রদান করেন। উহাতে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা ছাড়াও অনেক কথা বলা হইয়াছে। তিনি বলেন, উজতুন্না (বাদশাহ) দামেশক ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং যখন তিনি অশ্বারোহী সৈন্য নিয়া দামেশক অভিযানে যান তখন উহার লাইন ইয়ামন হইতে দামেশক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অতঃপর তিনি এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন।

আব্দুর রাযযাক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেন, হদ্দ এর শাস্তি বিধান গুনাহের কাফ্ফারা হয় কি না তাহা আমি জানি না। ইহাও জানি না যে, তুব্বা অভিশপ্ত কি না। জুলকারনাইন নবী ছিলেন, না বাদশাহ ছিলেন তাহাও জানি না। অপর একজন বলেন, উযাইর নবী ছিলেন কিনা তাহাও অজ্ঞাত।

অনুরূপ ইব্ন আবূ হাতিম (র) .....আবদুর রায্যাক (র) হইতে বর্ণনা করেন। দারে কুতনী বলেন, আবদুর রায্যাক ছাড়া উহা আর কেহই বর্ণনা করে নাই।

অতঃপর ইব্‌ন আসাকির (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ উযাইর নবী ছিলেন কিনা আমি জানি না এবং ইহাও জানি না যে, তুব্বা অভিশপ্ত ছিলেন কিনা ?

অতঃপর তিনি তুব্বাকে গালি বা অভিশাপ দিতে নিষেধ করিয়া যেসব বর্ণনা আসিয়াছে তিনি তাহা উদ্ধৃত করেন। শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ্ উহা আলোচিত হইবে।

মূলত ব্যাপারটি আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তিনি কাফির ছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি তদানীন্তন ইয়াহুদী পাদ্রীদের হাতে হযরত মূসা কলীমুল্লাহ্র দীন কবুল করিয়াছেন। সেই যুগে উহাই ছিল সত্য ধর্ম। উহা ছিল প্রাক-মাসিহী যুগ। জুরহমদের যুগে তিনি হজ্জব্রত পালন করেন এবং কা'বা ঘরকে রেশমের কালো পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। অতঃপর উহার সন্নিহিত স্থানে ছয় হাজার উট কুরবানী করেন। এইভাবে তিনি কা'বা ঘরকে অত্যন্ত মর্যাদা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি ইয়ামান প্রত্যাবর্তন করেন।

হাফিজ ইব্‌ন আসাকির বিভিন্ন সূত্রে এই সম্পর্কে সুবিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি উবাই ইব্‌ন কা'ব, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও কা'ব আল আহবারের সূত্রে বর্ণনাগুলি সংগ্রহ করেন। কা'ব আল আহবার ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালামই এই সকল বর্ণনার মূল সূত্র। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞ ব্যক্তি। ওয়াদার ইব্‌ন মুনাব্বাহ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকও সীরাত গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। দীর্ঘ বহুকালের বর্ণনা পরম্পরায় পরিশেষে ইব্‌ন আসাকিরের কাহিনীতে কিছু সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। কুরআন পাকে যে তুব্বার কওমের কাহিনীর দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহাতে উক্ত তুব্বার কওমের সবাই সত্যধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। উক্ত তুব্বার কওম পরবর্তীকালে বিভ্রান্ত হইয়া অগ্নি পূজা ও প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হইয়াছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন। সূরা সাবায় উহা বর্ণিত হইয়াছে এবং সেখানে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। (সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্র জন্য।)

সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন ঃ তুব্বা কা'বা ঘরকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়াছেন। তাই সাঈদ তাহাকে গালি দিতে নিষেধ করিতেন। এই তুব্বা হইলেন মধ্যবর্তীকালীন তুব্বা। তাহার নাম ছিল আসআদ আবূ কুরাইব ইব্‌ন মালদিকাবার ইয়ামানী। কথিত আছে, তিনি তিনশত ছাব্বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। হিময়ারী শাসকদের অন্য কেহই এইরূপ দীর্ঘকাল শাসন করেন নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাবের প্রায় সাত শত বৎসর পূর্বে তিনি মারা যান।

কথিত আছে যে, মদীনার ইয়াহুদী পাদ্রীদ্বয় যখন তুব্বাকে জানাইলেন যে, এই আখেরী যমানার নবী হিজরত করিয়া আসিয়া ঠাঁই নেবেন এবং তাঁহার নাম হইবে

আহমদ। তখন তিনি তাঁহার উপর কবিতা রচনা করেন এবং উহা মদীনাবাসীর কাছে রাখিয়া যান। অতঃপর বংশপরম্পরায় মদীনাবাসী উহা সংরক্ষণ করেন। উহার সর্বশেষ সংরক্ষক হইলেন আবূ আইয়ুব খালিদ ইব্‌ন যায়দ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার বাড়ীতে অবতরণ করিয়াছিলেন। কবিতাটি এই ঃ

شـهـدت عـلـى احـمـد انه * رسول من الله با رى النسم

فلـو مـد عـمـرى الى عمره * لكنت وزيـرالـه و ابن عم

وجاهدت بالسيف اعدائـه * وفرجت عن صدره كل غم

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আহমদ সেই আল্লাহ্‌র রাসূল যিনি জীবন দাতা। আমি যদি তাঁহার যুগ পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতাম তাহা হইলে তাঁহার উযীর ও ভ্রাতুষ্পুত্র হইতাম। আর তাঁহার শত্রুর বিরুদ্ধে তরবারীর জিহাদে অবতীর্ণ হইতাম এবং তাঁহার অন্তর হইতে সকল দুঃখ-দুর্ভাবনা অপনোদন করিতাম।

ইব্‌ন আবুদ দুনিয়া বলেন যে, ইসলামের আগমনের পর সানআয় একটি কবর খুঁড়িয়া দুইজন মহিলার অক্ষত লাশ পাওয়া গেল। তাহাদের মাথার ভাগে রৌপ্য ফলকে স্বর্ণের অক্ষরে লেখা ছিল ঃ ইহা হুয়াই ও লুয়াইছ এর কবর, তুব্বার দুহিতাদ্বয়। তাহারা সাক্ষ্য দিত, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকেও শরীক করিত না আর এইভাবে তাহাদের পূর্বেও নেক্কারগণ মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। আমি সূরা সাবায় এই ব্যাপারে সাঈদের কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি।

কাতাদা (র) বলেন ঃ কা'ব তুব্বা সম্পর্কে প্রশংসা করিয়া বলিতেন, তিনি একজন নেক্কার ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার পরবর্তী পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের নিন্দা করিয়াছেন, তাহাকে নিন্দা করেন নাই।

হযরত আয়িশা (রা) বলিতেন ঃ তুব্বাকে মন্দ বলিও না। তিনি একজন নেককার লোক ছিলেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... সাহল ইব্‌ন সা'দ আস্ সাঈদী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, তুব্বাকে গালি দিও না। নিশ্চয় সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র) ..... ইব্‌ন কা'আব হইতে তাঁহার মুসনাদ সংকলনে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

তাবারানী (র) .....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, তুব্বাকে মন্দ বলিও না। সে নিঃসন্দেহে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।

আব্দুর রায্‌যাক (র) .....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তুব্বা কি নবী ছিলেন, না অন্য কিছু তাহা আমার জানা নাই।

ইব্‌ন আসাকিরের উদ্ধৃত ইব্‌ন আবূ হাতিমের পূর্বোল্লিখিত বর্ণনায়ও বলা হইয়াছে ঃ তুব্বা অভিশপ্ত ছিলেন কিনা তাহা আমি জানি না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। ইব্‌ন আসাকির ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মাওকুফ রূপে বর্ণনা করেন।

আব্দুর রাযযাক (র) .....আতা ইব্‌ন আবূ রুবাহ হইত বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ তুব্বাকে মন্দ বলিও না। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে গালি দিতে নিষেধ করিয়াছেন। (আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ)।

(٣٨) وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○

(٣٩) مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(٤٠) اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

(٤١) يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

(٤٢) اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

৩৮. আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যে কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই;

৩৯. আমি এই দুইটি অযথা সৃষ্টি করি নাই, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই ইহা জানে না।

৪০. সকলের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে উহাদিগের বিচার দিবস।

৪১. সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসিবে না এবং উহারা সাহায্যও পাইবে না।

৪২. তবে আল্লাহ্ যাহার প্রতি দয়া করেন তাহার কথা স্বতন্ত্র। তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন যে, তিনি যাহা কিছু করেন সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে করেন। তাঁহার এই সৃষ্টি জগত নেহাত খেয়াল খুশীর খেল

তামাশার জন্য সৃষ্টি করেন নাই এবং ইহার কোনটিই অহেতুক ফালতু কাজ হিসাবে করা হয় নাই। কারণ তিনি সেইরূপ কাজ হইতে মুক্ত ও পবিত্র।

যেমন অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَالِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ-

অর্থাৎ আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহার মধ্যকার সকল কিছু অহেতুক সৃষ্টি করি নাই । ইহা কেবল কাফির সম্প্রদায় মনে করে। অনন্তর সেই কাফির সম্প্রদায়ের জন্য আক্ষেপের জাহান্নাম। অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لاَتُرْجَعُوْنَ- فَتَعَالَ اللّٰهُ الْحَقُّ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمُ-

অর্থাৎ তোমরা কি ভাবিয়াছ যে, আমি তোমাদিগকে নিরর্থক সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে না ? অনন্তর মহান আল্লাহ্ সত্যনিষ্ঠ। তিনি ভিন্ন কোন প্রভু নাই; তিনি মহামর্যাদাকর আরশের রব।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকুলের সকল ঝগড়ার মীমাংসা করিবেন। সেদিন তিনি কাফিরগণকে শাস্তি দিবেন এবং মু'মিনগণকে পুরস্কৃত করিবেন।

আল্লাহ্ পাকের বক্তব্য مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ পূর্ব ও পরের সকল মানবগোষ্ঠীকে তিনি সেদিন বিচারের জন্য সমবেত করিবেন।

يَوْمَ لاَيُغْنِىْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْئًا অর্থাৎ কোন বন্ধু অপর বন্ধুর কোন উপকারে আসিবে না।

যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلاَ اَنْسَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَيَتَسَاءَلُوْنَ অর্থাৎ সেদিন শিঙায় ফুঁক দেওয়া হইবে, সেদিন কাহারও সহিত কাহারও সম্পর্ক থাকিবে না এবং কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবে না।

যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلاَيَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا يُبَصَّرُوْنَهُمْ অর্থাৎ ভাই-বন্ধুরা ভাই-বন্ধুদের খবর নেবে না, অথচ তাহারা সকলেই সকলকে দেখিতে পাইবে।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَلَاهُمْ يُنْصَرُوْنَ অর্থাৎ ঘনিষ্টরা যেমন ঘনিষ্টদের সাহায্যে আগাইয়া আসিবে না, তেমনি বাহির হইতেও তাহারা কোন সাহায্য পাইবে না।

অবশেষে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ اِلاَّ مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ অর্থাৎ সেদিন একমাত্র আল্লাহ্র রহমত ছাড়া অন্য কোন কিছু দ্বারা কেহ উপকৃত হইবে না। اِنَّه هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ অর্থাৎ তিনি মহা প্রতাপান্বিত, অনন্ত দয়াশীল।

(٤٣) اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ۙ

(٤٤) طَعَامُ الْاَثِيْمِ ۖ

(٤٥) كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ۙ

(٤٦) كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ

(٤٧) خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۖ

(٤٨) ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ۗ

(٤٩) ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ

(٥٠) اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ

৪৩. নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হইবে—

৪৪. পাপীর খাদ্য;

৪৫. গলিত তাম্রের মত; উহা উদরে ফুটিতে থাকিবে

৪৬. ফুটন্ত পানির মত।

৪৭. উহাকে ধর ও টানিয়া লইয়া যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে;

৪৮. অতঃপর উহার মস্তকের উপর ফুটন্ত পানি ঢালিয়া শাস্তি দাও—

৪৯. এবং বলা হইবে, 'আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত।'

৫০. 'ইহা তো উহাই, যে বিষয়ে সন্দেহ করিতে।'

তাফসীর ঃ যেই সকল লোক আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হওয়ার কথায় সংশয় পোষণ করিত সেইসব কাফিরের জন্য নির্ধারিত শাস্তি সম্পর্কে এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে অবহিত করিয়াছেন।

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ طَعَامُ الْاَثِيْمِ অর্থাৎ যাক্কূম বৃক্ষ সেই পাপীকুলের খাদ্য হইবে যাহারা কথায় ও কাজে সুস্পষ্ট কাফির। একাধিক তাফসীরকার বলিয়াছেন, আবূ জাহিলকে লক্ষ্য করিয়া এই আয়াত নাযিল করা হইয়াছে। সন্দেহ নাই যে, আয়াতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের তালিকায় সেও অন্তর্ভুক্ত। তবে শুধু তাহার জন্য এই আয়াত নাযিল হয় নাই।

ইব্ন জারীর (র) .... হাসান ইব্ন হারিছ (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আবূ দারদা (রা)-এর সামনে এক ব্যক্তি পড়িতেছিল ঃ اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ طَعَامُ الْاَثِيْمِ

অতঃপর সে ব্যাখ্যা করিল- طَعَامُ الْيَتِيْمِ অর্থাৎ ইয়াতীমের খাদ্য। তখন আবূ দারদা (রা) বলিলেন, পড় طَعَامُ الْفَجْرِ অর্থাৎ পাপীদের ইহা ছাড়া কোন খাদ্য নাই।

মুজাহিদ (র) বলেন, যদি যাক্কূম বৃক্ষের এক ফোঁটা কশ পৃথিবীতে পড়িত তাহা হইলে পৃথিবীর পরিবেশ এরূপ দূষিত হইত যে, মানুষের জীবন ধারণ অসম্ভব হইত। মারফূ ধরনের একটি বর্ণনা পূর্বেও উদ্ধৃত হইয়াছে।

كَالْمُهْلِ অর্থাৎ গরম তৈল।

يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ অর্থাৎ উহার উত্তাপ ও ব্যাপ্তি।

خُذُوْهُ অর্থাৎ কাফিরকে পাকড়াও কর। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ পাক যখন এই নির্দেশ দিবেন তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহাদের দিকে ছুটিয়া যাইবে।

فَاعْتِلُوْهُ অর্থাৎ তাহাকে সম্মুখ হইতে হেঁচড়াইয়া ও পিছন হইতে ধাক্কাইয়া লইয়া যাও।

خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ অর্থাৎ তাহাকে ধর ও ধাক্কাইয়া লইয়া যাও।

কবি ফারাযদাক বলেন ঃ

ليس الكرام بنا حليك اباهم * حتى ترد الى عطية تعتل

"তাহাদের পৈত্রিক অবদানের বংশ মর্যাদা কোন মর্যাদা নয়, যদি উহার পরিণতি হয় পারলৌকিক গলা ধাক্কা।"

اِلٰى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ অর্থাৎ জাহান্নামের মধ্যখানে।

ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ অর্থাৎ তারপর তাহার মাথায় শাস্তিদায়ক গরম পানি প্রবাহিত কর।

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ يُصْهَرُ بِهِ مَافِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ

অর্থাৎ 'তাহাদের মাথায় গরম পানি ঢালা হইবে। উহার ফলে তাহাদের পেটের নাড়িভূঁড়ি ও দেহের চামড়া খসিয়া খসিয়া পড়িবে।' পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে যে, দোযখের দারোগা পাপী পেলেই লোহার হাতুড়ী দ্বারা পিটাইবে এবং তাহার মাথার উপর দিয়া এইরূপ গরম পানি প্রবাহিত করিবে যে, তাহার মগজ ও পেটের নাড়িভূঁড়ি গলিয়া পায়ের দুই টাখনু দিয়া প্রবাহিত হইবে। আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে এইরূপ শাস্তি হইতে আশ্রয় দান করুন।

আল্লাহ্ পাকের বক্তব্য– ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ অর্থাৎ তাহাকে তোমরা ধিক্কার ও তিরস্কার স্বরূপ বল যে, এখন মজা বুঝ, তুমি তো মহাপ্রতিপত্তি ও মহা মর্যাদাবান ব্যক্তি।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক (র) বর্ণনা করেন, ইহার তাৎপর্য এই যে, তুমি না প্রতাপশালী আর না তুমি মর্যাদাবান।

উমুবী তাঁহার মাগাযী গ্রন্থে ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ জেহেলের সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ পাক আমাকে এই কথা বলার নির্দেশ দিয়াছেন ঃ 'আওলা লাকা ফাআওলা, ছুম্মা আওলা লাকা ফাআওলা।' অমনি আবূ জেহেল তাঁহার জামা টানিয়া ধরিয়া বলিল, 'এখন তোমার আর তোমার প্রভুর কি শক্তি আছে আমার কোন কিছু করার? আর তুমি কি জান আমি মক্কাবাসীদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং আমি মহাপ্রতাপান্বিত ও মহা মর্যাদাবান।' অতঃপর আল্লাহ্র মর্যীতে সে বদরের যুদ্ধে অত্যন্ত লাঞ্ছনাকরভাবে নিহত হইল। তাই আল্লাহ্ পাক তাহাকে তিরস্কার করিয়াই আয়াত নাযিল করেন ঃ

ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ "স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো বড়ই সম্মানিত নেতা।"

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ অর্থাৎ ইহা সেই ব্যাপার যাহার ব্যাপারে তোমরা সন্দিহান ছিলে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ - اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لَاتُبْصِرُوْنَ -

"যেদিন তাহাদিগকে জাহান্নামের দিকে ডাকার মত ডাকা হইবে, (বলা হইবে) এই সেই জাহান্নাম যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে। ইহা কি কোন যাদুকরী ব্যাপার, না তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হইয়াছে।"

এখানেও তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ إِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُوْنَ "নিশ্চয় ইহার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করিতেছিলে।"

(٥١) إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ أَمِيْنٍ ۝

(٥٢) فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝

(٥٣) يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۝

(٥٤) كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۝

(٥٥) يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ۝

(٥٦) لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝

(٥٧) فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

(٥٨) فَإِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

(٥٩) فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ۝

৫১. মুত্তাকীরা থাকিবে নিরাপদ স্থানে–

৫২. উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে,

৫৩. তাহারা পরিধান করিবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখামুখী হইয়া বসিবে।

৫৪. এইরূপই ঘটিবে; উহাদিগকে সঙ্গিনী দিব আয়তলোচনা হূর;

৫৫. সেথায় তাহারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনিতে বলিবে।

৫৬. প্রথম মৃত্যুর পর তাহারা সেথায় আর মৃত্যু আস্বাদন করিবে না। তাহাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন–

৫৭. তোমার প্রতিপালক নিজ অনুগ্রহে। ইহাই তো মহাসাফল্য।

৫৮. আমি তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করিয়া দিয়াছি, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

৫৯. সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, উহারাও তো প্রতীক্ষমান।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পাপীদের অবস্থা বর্ণনার পাশাপাশি এখানে পুণ্য-বানদের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। এই কারণেই কুরআনকে 'মাছানী' নাম দেওয়া হইয়াছে।

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ দুনিয়ায় যাহারা খোদভীরু হয়।

فِيْ مَقَامٍ أَمِيْنٍ অর্থাৎ পরকালে তাহারা নিরাপদ নিবাস জান্নাতের অধিবাসী হয়। সেই নিবাসে না মৃত্যু আছে, না উহা হইতে তাহাদের বহিষ্কার আছে। সেখানে কোনরূপ দুশ্চিন্তা, দুঃখ-দুর্ভাবনা, আক্ষেপ-আহাজারীর বালাই নাই। এমনকি শয়তানী ষড়যন্ত্র ও সর্ববিধ বিপদাপদ হইতে উহা মুক্ত।

فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ অর্থাৎ পাপীরা যখন যাক্কুম ফল ভক্ষণ করিবে ও তপ্ত পানিতে ঝলসিত হইবে তখন তাহারা উহার বিপরীতে ঝরণা-নহর পরিবেষ্টিত বাগ-বাগিচায় বিচরণ করিবে।

يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ অর্থাৎ অতি উঁচুমানের রেশমী বস্ত্র পরিধান করিবে। যেমন জামা ইত্যাদি।

وَّاِسْتَبْرَقٍ অর্থাৎ চমকদার ঝলকানো পোষাক। ইহা যেমন জামার উপর নকশীদার কোন কিছু পরিধান করা হয়।

مُتَقٰبِلِيْنَ অর্থাৎ জান্নাতীরা শ্রেণীবদ্ধভাবে সামনা-সামনি বসিবে এবং কেহ কাহারও দিকে পিঠ ফিরাইয়া বসিবে না।

كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ অর্থাৎ উপরোক্ত পুরস্কারের সাথে এই পুরস্কারও রহিয়াছে যে, তাহাদিগকে সেই সকল হূরদের সহিত বিবাহ দেওয়া হইবে যাহারা ডাগর চোখের অনিন্দ্য সুন্দরী নারী এবং যাহাদিগকে পূর্বে কোন জ্বিন বা মানব স্পর্শ করে নাই। তাহারা ইয়াকূত ও মারজান পাথরের মত স্বচ্ছ ও সুন্দর। ভাল কাজের প্রতিদান ভাল কিছু ছাড়া হইতে পারে ?

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "যদি কোন হূর গভীর সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে থুথু ফেলে তাহা হইলে উহাতে পানি মিষ্টি মধুর হইয়া যাইবে।" নূহ মারফূ সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন।

يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ امِنِيْنَ অর্থাৎ সেখানে জান্নাতীরা যখন যে ফলমূল খাইতে ইচ্ছা করিবে উহা বলামাত্র তাহাদের নিকট হাযির হইয়া যাইবে। উহা পাড়িয়া বা তুলিয়া আনা কিংবা কাটিয়া, ছিঁড়িয়া খাওয়ার কোন ঝামেলা থাকিবে না।

لَايَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلاَّ الْمَوْتَةَ الاُوْلٰى অর্থাৎ এখানে ইস্তিছ্‌না দ্বারা জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে, যে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিয়া তাহারা এখানে পৌঁছিয়াছে উহাই তাহাদের শেষ মৃত্যু। এখানে তাহাদের আর কোন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে না। যেমন সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মৃত্যুকে একটি সুন্দর সুস্বাদুরূপে আনয়ন করিয়া জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে রাখিয়া উহা জবেহ করা হইবে এবং বলা হইবে, হে জান্নাতীবৃন্দ! স্থায়ীভাবে বাস কর, অতঃপর কোন মৃত্যু নাই। আর হে জাহান্নামীগণ! স্থায়ীভাবে থাক, অতঃপর কোন মৃত্যু নাই।

সূরা মরিয়মের তাফসীরে এতদসম্পর্কিত হাদীসগুলি বর্ণিত হইয়াছে।

আব্দুর রায্‌যাক (র) ..... আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতীগণকে বলা হইবে, তোমাদের জন্য স্থায়ী সুস্থতা নির্ধারিত হইল, তাই কখনও রুগ্ন হইবে না। তোমাদিগকে স্থায়ী জীবন দান করা হইল, তাই কখনও মৃত্যুবরণ করিবে না, তোমাদের জন্য চির স্বাচ্ছন্দ্য প্রদত্ত হইল, তাই আর কোন দুর্দিন দেখিবে না, তোমাদিগকে চির যৌবন দান করা হইল, তাই আর কখনও বার্ধক্য দেখা দিবে না।

আবদুর রায্‌যাক (র) হইতে আবূ ইব্‌ন হুমায়েদ ও ইসহাক ইব্‌ন রাহবিয়ার সূত্রে ইমাম মুসলিমও হাদীসটি বর্ণনা করেন।

আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ সিজিস্তানী (র) .....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করিল, সে জান্নাতে প্রবেশ করিল। সেখানে চির স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্ত হইবে, কোন দুঃখ-কষ্ট থাকিবে না। সেখানে অমর হইবে। মৃত্যু দেখিবে না, সেখানে বস্ত্র জীর্ণ হইবে না ও যৌবন বিলুপ্ত হইবে না।

আবুল কাসিম তাবারানী (র) বর্ণনা করেন ঃ রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করা হইল বেহেশতীরা কি নিদ্রা যাইবে? তিনি জবাবে বলিলেন, নিদ্রা হইল মৃত্যুর ভাই। তাই বেহেশতীরা নিদ্রাও যাইবে না।

আবূ বকর ইব্ন মারদুওয়াই (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করা হইল, হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাতীরা কি ঘুমাইবে? তিনি জবাব দিলেন ঃ "না, ঘুম হইল মরণের ভাই।"

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ অর্থাৎ উহা বিরাট ও ব্যাপক স্থায়ী নিয়ামত ও সুখ শান্তির সাথে, ইহাও আল্লাহ্ পাকের বিরাট রহমত যে, তিনি তাহাদিগকে ভয়াবহ জাহান্নাম হইতে মুক্তি দিয়াছেন এবং উহার বহুবিধ কষ্টদায়ক শাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন। একদিকে যেমন তাহারা কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিয়াছে, অপরদিকে তাহারা অনাকাঙ্ক্ষিত ভীতি হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ অর্থাৎ কঠিন শাস্তি হইতে তাহাদিগকে অব্যাহতি প্রদর্শনও আল্লাহ্ পাকের বিরাট রহমত ও ইহসান বৈ নহে। যেমন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ বেশী বেশী করিয়া আমল কর, যত পার নিজদিগকে সংশোধন কর এবং যতখানি সম্ভব আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন কর। আর জানিয়া রাখ, কেহ শুধু তাহার আমল দ্বারা কখনও জান্নাতে যাইবে না। সাহাবারা প্রশ্ন করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনিও কি যাইবেন না? তিনি বলিলেন, আমিও যাইতে পারিব না যদি না আল্লাহ্ পাকের রহমত ও অনুগ্রহ আমাকে ছায়া দান করে।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ এই কুরআনকে তোমার মাতৃভাষায় সহজবোধ্য করিয়া নাযিল করিয়াছি, উহাকে সুস্পষ্ট ও খোলামেলা বর্ণনায় সমৃদ্ধ করিয়াছি, ভাষালংকার ও বাক্য বিন্যাসে অনন্য, সুমধুর ও সর্বোন্নত করিয়াছি।

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ যাহাতে সকলে বুঝিতে ও অনুসরণ করিতে পারে। অতঃপর যাহারা এরূপ সহজবোধ্য ও সুস্পষ্ট বর্ণনা পাইয়াও কুফরী করিল, বিরোধীতা করিল ও ইহার সহিত শত্রুতায় লিপ্ত হইল, তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে সান্ত্বনা ও সাহায্যের আশ্বাস প্রদান এবং বিরোধীগণকে শাস্তি ও ধ্বংসের দুঃসংবাদ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বলেন ঃ فَارْتَقِبْ অর্থাৎ অপেক্ষা কর এবং اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ অর্থাৎ শীঘ্রই তাহারা জানিতে পাইবে যে, আল্লাহ্র মদদে দুনিয়া ও আখিরাতে বিজয় ও সাফল্য কাহার জন্য নির্ধারিত । হে মুহাম্মদ! উহা তোমারই জন্য এবং তোমার অন্যান্য নবী-রাসূল ভাইদের জন্য, আর তোমার মু'মিন অনুসারীদের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাঁহার এবং তাঁহার রাসূলগণের জন্য বিজয় নির্ধারণ করিয়া নিয়াছেন।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ۔ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ۔

অর্থাৎ আমি অবশ্যই আমার রাসূলগণকে ও যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে ও বিচার দিবসে সাহায্য করিব। সেদিন জালিমগণের কোন অজুহাত তাহাদের উপকারে আসিবে না এবং তাহাদের জন্য অভিশাপ ও নিকৃষ্ট নিবাস!

সূরা জাছিয়া

৩৭ আয়াত, ৪ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) حٰمٓ ۚ

(٢) تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

(٣) اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

(٤) وَفِىْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۙ

(٥) وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

১. হা-মীম,

২. এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ।

৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিনদিগের জন্য।

৪. তোমাদিগের সৃজনে এবং জীব-জন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রহিয়াছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদিগের জন্য;

৫. নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মাখলুককে এই উপদেশ দিতেছেন যে, তাহারা যেন আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহ ও তাঁহার মহান কুদরত লইয়া চিন্তা করে এবং এইগুলির পরিচয় লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। চিন্তা করিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বড় শক্তিশালী। তিনি আকাশমণ্ডল, পৃথিবী এবং বিভিন্ন প্রকারের মাখলুক সৃষ্টি করিয়াছেন। ফিরিশতা, জ্বিন, পশু-পাখী ও কীট পতঙ্গ ইত্যাদি তাঁহারই সৃষ্টি। সমুদ্রের অসংখ্য প্রাণীর স্রষ্টাও তিনিই, রাতের পর দিবস আর দিবসের পর রাতের আগমন তাঁহারই কুদরত। রাতের অন্ধকার এবং দিবসের আলো তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রয়োজনের সময় আকাশ হইত পরিমিত বৃষ্টি তিনিই বর্ষণ করেন।

আয়াতে বৃষ্টিকে রিয্ক নামকরণ করা হইয়াছে। কারণ এই বৃষ্টি হইতেই রিয্ক তথা জীবিকা উৎপন্ন হয়।

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا বৃষ্টি দ্বারা তিনি ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করিয়াছেন।

অর্থাৎ পৃথিবী গাছপালা তরুলতা বিহীন অনুর্বর থাকিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা বর্ষার বর্ষণ দ্বারা উহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন।

وَتَصْرِيْفِ الرِّيحِ এবং বায়ুর পরিবর্তনে।

অর্থাৎ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত এবং জলীয় ও শুষ্ক বায়ুতে আল্লাহ্র নিদর্শন রহিয়াছে। কোন কোন বায়ু বৃষ্টি বহন করে, কোন কোন বায়ু আকাশের মেঘমালাকে পানিযুক্ত করিয়া দেয়। কোন কোন বায়ু রূহের খাদ্যে পরিণত হয় আবার কোন কোন বায়ু মানুষের কোন উপকারেই আসে না।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে বলিয়াছেন لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ এই সবকিছু মু'মিনদিগের নিদর্শন। অতঃপর বলিয়াছেন يُوْقِنُوْنَ (বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন) তাহার পর বলিয়াছেন يَعْقِلُوْنَ (জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন) এইখানে একটি সম্মানিত অবস্থা হইতে পর্যায়ক্রমে তাহার চেয়ে সমধিক আরেকটি সম্মানিত অবস্থার দিকে উন্নীত করা হইয়াছে।

এই আয়াতগুলি সূরা বাকারার নিম্ন বর্ণিত আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইহা হইল ঃ

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَأٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ۔

অর্থাৎ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে, যাহা মানুষের হিত সাধন করে তাহা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং তাহার মধ্যে যাবতীয় জীব-জন্তুর বিস্তরণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

চার উপাদানে মানুষ সৃষ্টি প্রসংগে ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) হইতে দীর্ঘ একটি গরীব হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

(٦) تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ○

(٧) وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ○

(٨) يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

(٩) وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

(١٠) مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْـًٔا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

(١١) هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ○

৬. এইগুলি আল্লাহ্র আয়াত, যাহা আমি তোমার নিকট আবৃত্তি করিতেছি যথাযথভাবে; সুতরাং আল্লাহ্র এবং তাঁহার আয়াতের পরিবর্তে উহারা আর কোন্ বাণীতে বিশ্বাস করিবে?

৭. দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর,

৮. যে আল্লাহ্র আয়াতের আবৃত্তি শুনে অথচ ঔদ্ধত্যের সংগে অটল থাকে, যেন সে উহা শুনে নাই। উহাকে সংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির।

৯. যখন আমার কোন আয়াত সে অবগত হয় সে উহা লইয়া পরিহাস করে। উহাদিগের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

১০. উহাদিগের পশ্চাতে রহিয়াছে জাহান্নাম। উহাদিগের কৃতকর্ম উহাদিগের কোন কাজে আসিবে না, উহারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহাদিগকে অভিভাবক স্থির করিয়াছে উহারাও নহে। উহাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি।

১১. কুরআন সৎপথের দিশারী, আর যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে অতিশয় মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ এইগুলি আল্লাহ্র আয়াত অর্থাৎ ইহা দলিল প্রমাণাদি সমৃদ্ধ আল-কুরআন।

نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ আমি উহা তোমার নিকট যথাযথভাবে আবৃত্তি করিতেছি অর্থাৎ এই কুরআনকে তোমার নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যথাযথভাবে আবৃত্তি করা হইতেছে। অতঃপর কাফিররা যদি এই কুরআনের উপর ঈমান না আনে এবং ইহার আনুগত্য স্বীকার না করে, আল্লাহ্ ও তাঁহার আয়াতের পরিবর্তে তাহারা আর কোন্ বাণীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে?

وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ দুর্ভোগ ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর অর্থাৎ যাহারা কথাবার্তায় মিথ্যাবাদী, কাজে কর্মে অসৎ-পাপী এবং আন্তরিকভাবে আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহে অবিশ্বাসী তাহাদিগের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

يَسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ যে আল্লাহ্র আয়াতের আবৃত্তি শুনে অর্থাৎ তাহার সম্মুখে কুরআন পাঠ করা হইলে উহা শ্রবণ করে।

ثُمَّ يُصِرُّ অতঃপর অটল থাকে অর্থাৎ পরক্ষণে অবাধ্যতা ও অহমিকাবশত কুফর ও অবিশ্বাসের উপর অটল থাকে।

كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا যেন সে উহা শুনে নাই فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ উহাকে সংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির।

অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি কাফিরদিগকে জানাইয়া দিন যে, কিয়ামতের দিবসে তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করিবে।

وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا যখন আমার কোন আয়াত অবগত হয় সে উহা লইয়া পরিহাস করে।

অর্থাৎ তাহারা কুরআন সম্পর্কে কোন অবগতি লাভ করে, তখন তাহা অস্বীকার করে এবং তাহা লইয়া পরিহাস করে।

اُوْلٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ উহাদিগের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। অর্থাৎ কুরআন অস্বীকার করা ও কুরআন লইয়া পরিহাস করার অপরাধে তাহাদিগকে লাঞ্ছনা-দায়ক শাস্তি দেওয়া হইবে।

এই প্রসংগে ইমাম মুসলিম (র) স্বীয় গ্রন্থে হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলিয়াছেন, শত্রুদের হাতে লাঞ্ছিত হইতে পারে এই আশংকায় কুরআন লইয়া শত্রুর দেশে সফর করিতে হুযূর (সা) নিষেধ করিয়াছেন।

অতঃপর কিয়ামত দিবসের শাস্তির ব্যাখ্যা প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ উহাদিগের পশ্চাতে জাহান্নাম রহিয়াছে। অর্থাৎ যাহারা উক্ত অপরাধে অপরাধী তাহারা কিয়ামতের দিবসে দোযখে প্রবেশ করিবে।

لَايُغْنِىْ عَنْهُمْ مَاكَسَبُوْا شَيْئًا উহাদিগের কৃতকর্ম উহাদিগের কোন কাজে আসিবে না। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাহাদের ধন-সম্পদ বাড়ি-ঘর, সন্তান-সন্ততি তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না।

وَلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ আর আল্লাহ্ ব্যতীত তাহারা যাহাদিগকে বন্ধু বানাইয়াছে তাহারাও নয় অর্থাৎ তাহারাও কোন উপকারে আসিবে না।

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ এবং উহাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, هٰذَا هُدًى ইহা দিশারী অর্থাৎ এই পবিত্র কুরআন মানব জাতির জন্য হিদায়াত ও পথ প্রদর্শক।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে, তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে অতিশয় মর্মন্তুদ শাস্তি।

(١٢) اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

(١٣) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

(١٤) قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

(١٥) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۫ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۝

১২. আল্লাহ্ই তো সমুদ্রকে তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার আদেশে উহাতে নৌযানসমূহ চলাচল করিতে পারে এবং যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

১৩. তিনি তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীলদের জন্য ইহাতে তো রহিয়াছে নিদর্শন।

১৪. মু'মিনদিগকে বল, 'তাহারা যেন ক্ষমা করে উহাদিগকে যাহারা আল্লাহ্‌র দিবসগুলির প্রত্যাশা করে না। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান দিবেন।'

১৫. যে সৎকর্ম করে সে তাহার কল্যাণের জন্যই উহা করে এবং কেহ মন্দ কর্ম করিলে উহার প্রতিফল সে-ই ভোগ করিবে, অতঃপর তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের প্রতি প্রদত্ত নিয়ামতরাজির কথা উল্লেখ করিতেছেন। لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ যাহাতে নৌযান চলাচল করিতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন যাহাতে আল্লাহ্‌র আদেশে

উহাতে নৌযান চলাচল করিতে পারে। বস্তুত নৌযান বহন করিবার জন্য আল্লাহ্ই সমুদ্রকে নির্দেশ দিয়াছেন। وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ আর যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার।

অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন উপার্জন ক্ষেত্রে যেন তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার, সেই জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রকে তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন।

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ আর যাহাতে তোমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অর্থাৎ যেন তোমরা দূর-দুরান্ত হইতে অর্জিত কল্যাণ ও অনুগ্রহের জন্য আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ এবং তিনি তোমাদিগের কল্যাণে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিয়োজিত করিয়াছেন অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা ইত্যাদি যাহা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, সব কিছু অনুগ্রহ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত রাখিয়াছেন।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ جَمِيْعًا مِّنْهُ সব কিছু তাঁহারই হইতে। অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু একমাত্র আল্লাহ্র দেওয়া। ইহাতে অন্য কাহারো অংশীদারীত্ব নাই, কেউ ইহাতে শরীক নয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْئَرُوْنَ

তোমরা যেই সব নিয়ামত ভোগ কর উহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে। আর যখন তোমাদিগকে কোন অমঙ্গল স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁহারই নিকট আশ্রয় গ্রহণ কর।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

'তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তু।' এই আয়াত প্রসংগে ইব্ন জারীর (র) আওফী (র)-এর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুই আল্লাহ্ হইতে প্রাপ্ত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আবূ আরাকা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আরাকা (র) বলেন, এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্ট বস্তুকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ আলো, আগুন, অন্ধকার ও মাটি দ্বারা। আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়া এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো। ফলে লোকটি ইব্ন

আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও একই উত্তর দিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, তুমি আবার ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করো যে, আল্লাহ্ এসব কিছু কিসের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন? লোকটি আবার গিয়া জিজ্ঞাসা করার পর ইব্ন উমর (রা) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ এই আয়াতটি পাঠ করিলেন। অর্থাৎ তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব কিছুই তোমাদের উপকারের জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন। নিশ্চয় ইহাতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। এই হাদীসটি গরীব ইহাতে আনুকা কথা রহিয়াছে।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ মু'মিনদিগকে বল, তাহারা যেন ক্ষমা করে উহাদিগকে, যাহারা আল্লাহ্র দিবসগুলির প্রত্যাশা করে না।

অর্থাৎ হে রসূল, আপনি মু'মিনদিগকে বলিয়া দিন যে, তাহারা যেন কাফিরদিগকে ক্ষমা করিয়া দেয় এবং তাহাদিগের নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফির-মুশরিক ও আহলে কিতাবদের নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করিবার জন্য মুসলমানদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীতে যখন তাহারা অবাধ্যতা ও জুলুম-নির্যাতনে সীমালংঘন করিয়া ফেলে এবং তাহাদের ধৃষ্টতা চরমে উঠে, তখন মুসলমানদিগকে জিহাদের বিধান দেওয়া হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) হইতে এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। لَايَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ তাহারা আল্লাহ্র দিবসগুলির আশা রাখে না— এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, তাহারা আল্লাহ্র নিয়ামত লাভ করিতে পারিবে না।

لِيَجْزِىَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ আল্লাহ্ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহাদিগের কৃতকর্মের প্রতিদান দিবেন। অর্থাৎ মু'মিনগণ যদি কাফিরদিগকে দুনিয়াতে ক্ষমা করিয়া দেয়, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা পরকালে তাহাদিগকে তাহাদিগের অপকর্মের প্রতিদান দিবেন।

এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ

যে সৎকর্ম করে সে তাহার কল্যাণের জন্যই উহা করে এবং কেহ মন্দ কাজ করিলে উহার প্রতিফল সে-ই ভোগ করিবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমরা আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত হইবে। অতঃপর তোমাদের যাবতীয় কর্ম তাঁহার সম্মুখে পেশ করা হইবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ভাল-মন্দ সব ধরনের কাজের প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

(١٦) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

(١٧) وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۚ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

(١٨) ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

(١٩) اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۚ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

(٢٠) هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝

১৬. আমি তো বনী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত দান করিয়াছিলাম এবং উত্তম জীবনোপকরণ দিয়াছিলাম এবং দিয়াছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বজগতের উপর।

১৭. উহাদিগকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করিয়াছিলাম দীন সম্পর্কে। উহাদিগের নিকট আসিবার পরও উহারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত বিরোধিতা করিয়াছিল, উহারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করিত, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন সে বিষয়ের ফয়সালা করিয়া দিবেন।

১৮. ইহার পর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি দীনের বিশেষ বিধানের উপর; সুতরাং তুমি উহার অনুসরণ কর, অজ্ঞদিগের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না।

১৯. আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় উহারা তোমার কোন উপকার করিতে পারিবে না, জালিমরা একে অপরের বন্ধু আর আল্লাহ্ তো মুত্তাকীদের বন্ধু।

২০. এই কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও রহমত।

তাফসীর ঃ কিতাব অবতীর্ণ করিয়া, রাসূল পাঠাইয়া এবং রাজত্ব দান করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদিগের প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

'আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত দান করিয়াছিলাম এবং উত্তম জীবনোপকরণ দিয়াছিলাম।' এই আয়াতে উত্তম জীবনোপপকরণ দ্বারা রকমারী খাদ্য দ্রব্য ও পানীয়কে বুঝানো হইয়াছে। وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ এবং আমি তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম বিশ্ববাসীর উপর।

অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্ববাসীর উপর আমি তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْاَمْرِ এবং উহাদিগকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করিয়াছিলাম দীনের সত্যতা সম্পর্কে। অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণাদি দিয়াছি। ফলে তাহাদিগের মাঝে অকাট্য দলীল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু সুস্পষ্ট প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরস্পর বিদ্বেষবশত তাহারা মতবিরোধ করিয়াছে।

اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ۔

উহারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করিত তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিবসে সে বিষয়ে ফয়সালা করিয়া দিবেন।

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! নিশ্চয় আপনার প্রভু কিয়ামতের দিন সত্য-মিথ্যা ও হক-বাতিলের মাঝে ন্যায় সঙ্গতভাবে মীমাংসা করিয়া দিবেন।

এই আয়াত দ্বারা উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন তাহাদের আদর্শ ও নীতি হইতে সরিয়া ইয়াহুদ ও নাসারাদের অনুসরণ না করে। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا ইহার পর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি দীনের বিশেষ বিধানের উপর। সুতরাং তুমি ইহার অনুসরণ কর।

অর্থাৎ তোমার এক অদ্বিতীয় প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হয় কেবল তাহারই অনুসরণ করিয়া চল এবং কাফির মুশরিকদিগকে উপেক্ষা করিয়া চল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَاتَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ۔ اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔

'এবং তুমি অজ্ঞদিগের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না। আল্লাহ্র মুকাবিলায় উহারা তোমার কোন উপকার করিতে পারিবে না। জালিমরা একে অপরের বন্ধু।'

অর্থাৎ তাহাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব তাহাদিগকে কোন উপকার করিবে না। বস্তুত তাহারা নিজেদের ক্ষতি আর ধ্বংস ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করিতেছে না। وَ اللّٰهُ وَلِىُّ الْمُتَّقِيْنَ। 'আল্লাহ্ তো মুত্তাকীদের বন্ধু।'

আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোর পথে বাহির করিয়া আনেন আর কাফিরদের বন্ধু হইল তাগুত বা শয়তান। শয়তান তাহাদিগকে আলোর পথ হইতে অন্ধকারে লইয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন ঃ

هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ 'ইহা মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল।' অর্থাৎ আল-কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল।

وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ এবং কুরআন বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও রহমতস্বরূপ।

(২১) اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○

(২২) وَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

(২৩) اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ۗ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ ۗ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

২১. দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়া উহাদিগকে তাহাদিগের সমান গণ্য করিব, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে? উহাদিগের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!

২২. আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথভাবে এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কর্মানুযায়ী ফল পাইতে পারে আর তাহাদিগের প্রতি জুলুম করা হইবে না।

২৩. তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ তাহাকে, যে তাহার খেয়াল খুশীকে নিজ ইলাহ বানাইয়া লইয়াছে? আল্লাহ্ জানিয়া-শুনিয়াই উহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন এবং উহার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহার চক্ষুর উপর রাখিয়াছেন আবরণ। অতএব, কে তাহাকে পথ-নির্দেশ করিবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, মু'মিন ও কাফিরগণ সমান হয় না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَا يَسْتَوِىْ اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ

'দোযখবাসীগণ এবং বেহেশতবাসীগণ সমান হয় না। বেহেশ্তবাসীরাই সফলকাম।' এইস্থানে বলিয়াছেন ঃ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ দুষ্কৃতিকারীগণ কি মনে করে।

অর্থাৎ যাহারা দুষ্কার্য করিয়াছে এবং উহা অর্জন করিয়াছে তাহারা কি মনে করে اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়া উহাদিগকে তাহাদিগের সমান গণ্য করিব, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। অর্থাৎ আমি দুষ্কৃতিকারী ও সৎকর্মশীলদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতে সমান গণ্য করিব না।

سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ 'উহাদিগের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!' অর্থাৎ আমার সম্পর্কে তাহারা যাহা ধারণা করিয়াছে উহা খুবই মন্দ। ইহকাল ও পরকালে সৎ ও অসৎ লোকদিগকে সমান সাব্যস্ত করা অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত। হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) ইয়াযিদ ইব্ন মারছাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, ইয়াযিদ ইব্ন মারছাদ (র) আবূ যর (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দীনকে চারটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যেই ব্যক্তি উহা হইতে দূরে সরিয়া যাইবে এবং তদানুযায়ী আমল করিবে না কিয়ামতের দিন সে ফাসিকরূপে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করিবে। জিজ্ঞাসা করা হইল, আবূ যর! সেই স্তম্ভ চারটি কি? বলিলেন, 'হালালকে হালাল বলিয়া বিশ্বাস করা, আল্লাহ্ যাহা হারাম করিয়াছেন উহাকে হারাম জানা, আল্লাহ্ যাহা করিতে আদেশ করিয়াছেন যথাযথভাবে তাহা পালন করা এবং যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহা হইতে বিরত থাকা।'

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, বাবুলবৃক্ষ হইতে যেমন আঙ্গুর ফলের আশা করা যায় না, তেমনি গুনাহ্গার ও অসৎ লোকেরা নেককারদের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। এই হাদীসটি এই সূত্রে গরীব।

সীরাতে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের ভিত্তি প্রস্তরের সময় একটি পাথর পাওয়া গিয়াছিল। তাহাতে লিখা ছিল, 'তোমরা মন্দ কাজ কর আর সওয়াবের আশা কর, ইহা ঠিক কন্টকযুক্ত বৃক্ষ হইতে আঙ্গুর পাওয়ার আশা করার নামান্তর।'

তাবারানী (র) মাসরুক (র) হইতে বর্ণনা করেন, মাসরুক (র) বলেন, তামীমদারী (র) এক রাতে সকাল পর্যন্ত তাহাজ্জুদ সালাতে বারংবার এই আয়াতটি পাঠ করিতেছিলেন أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوْا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ দুষ্কৃতিকারীরা মনে করে যে, আমি তাহাদিগকে উহাদের সমান গণ্য করিব, যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎ কাজ করিয়াছে?

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ سَاءَ مَايَحْكُمُوْنَ তাহাদিগের সিদ্ধান্ত মন্দ! وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ আর আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْلَمُوْنَ এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কর্মানুযায়ী ফল পাইতে পারে। আর তাহাদিগের প্রতি জুলুম করা হইবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ 'তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ তাহাকে, যে তাহার খেয়াল-খুশীকে নিজ ইলাহ বানাইয়াছে?' অর্থাৎ এমন লোকও রহিয়াছে যে, যাহা মনে চায় তাহাই করিয়া থাকে আর যাহা করিতে প্রবৃত্তি চায় না তাহা বর্জন করিয়া চলে। অর্থাৎ প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলে।

মুতাজিলাদের মতে ভাল মন্দ দুইটিই বিবেক-নির্ভর বস্তু। অর্থাৎ যুক্তি যাহা ভাল বলিয়া সিদ্ধান্ত দিবে উহাই ভাল আর যুক্তি যাহা মন্দ বলিয়া সাব্যস্ত করিবে উহাই মন্দ। এই আয়াতটি তাহাদের মতবাদকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করে।

আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইমাম মালিক (র) বলিয়াছেন, যাহা মনে চায় তাহারা তাহারই উপাসনা শুরু করিয়া দেয়।

وأَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়া শুনিয়াই উহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন। এই আয়াতটির দুইটি ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রথমত, তাহারা যে বিভ্রান্ত হওয়ার উপযুক্ত ইহা জানিয়াই আল্লাহ্ তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, তাহার নিকট ইল্‌ম আসার পর এবং প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় অর্থে প্রথম অর্থটিও পাওয়া যায় কিন্তু প্রথমটিতে দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় না।

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً আল্লাহ উহার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহার চক্ষুর উপর রাখিয়াছেন আবরণ।

অর্থাৎ সে কল্যাণকর কোন কথা শুনিতে পায় না, হিদায়াতের কোন কথাই বুঝিতে পারে না, সত্যকে উপলব্ধি করিবার জন্য কোন প্রমাণ চোখে দেখে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ আল্লাহর পর আর কে তাহাকে হিদায়াত দান করিবে? যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَيَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ

আল্লাহ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন কেহ তাহাকে হিদায়াত দান করিতে পারে না। তিনি তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতায় ছাড়িয়া দেন এবং তাহারা উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

(٢٤) وَقَالُوْا مَا هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ○

(٢٥) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٢٦) قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

২৪. উহারা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি, আর কাল-ই আমাদিগকে ধ্বংস করে।' বস্তুত এই ব্যাপারে উহাদিগের কোন জ্ঞান নাই, উহারা তো কেবল মনগড়া কথা বলে।

২৫. উহাদিগের নিকট যখন আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন উহাদিগের কোন যুক্তি থাকে না, কেবল এই উক্তি ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী হইলে আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে উপস্থিত কর।

২৬. বল আল্লাহই তোমাদিগকে জীবন দান করেন ও তোমাদিগের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে কিয়ামত দিবসে একত্র করিবেন, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাহা জানে না।

তাফসীর ঃ কাফির বস্তুবাদী সম্প্রদায় ও তাহাদের সমমনা মুশরিকরা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন,

وَقَالُوْا مَاهِىَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا তাহার বলে, একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি। অর্থাৎ দুনিয়াই আমাদের একমাত্র জীবন। আমরা কতক লোক মরিয়া যাই ও কতক বাঁচিয়া থাকি। পুনরুত্থান বা কিয়ামত বলিতে কিছুই নাই।

বস্তুবাদী দার্শনিক সম্প্রদায়ের আকীদাও ইহাই। ফালাসিফাদের মধ্যে যাহারা বস্তুবাদী এবং ঘূর্ণায়মান যুগের বিশ্বাসী ছিল তাহারা স্রষ্টাকেও অস্বীকার করিত। তাহাদিগের ধারণা ছিল প্রতি ছত্রিশ বছর অন্তর কালের একটি পরিক্রমা সমাপ্ত হয় এবং প্রতিটি বস্তু তার আসল অবস্থাতে ফিরিয়া আসে। মূলত ইহারা معقول (যুক্তি) লইয়া অনর্থক বাড়াবাড়ি করিয়া مَنْقُوْل (উক্তি)-কে অস্বীকার করিত। তাই তাহারা বলিয়াছে ঃ مَايُهْلِكُنَا اِلاَّ الدَّهْرُ কালই আমাদিগকে ধ্বংস করে।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَالَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ এই ব্যাপারে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই, তাহারা তো কেবল মনগড়া কথা বলে।

অর্থাৎ তাহাদের মতের সপক্ষে তাহাদের নিকট কোন প্রমাণ নাই। তাহারা কেবল ধারণা প্রসূত কথা বলে।

বুখারী, আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (র) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ বলেন, 'বনী আদম আমাকে কষ্ট দেয়। তাহারা কালকে গালি দেয় অথচ প্রকৃতপক্ষে আমিই কাল সৃষ্টিকর্তা, সর্বময় ক্ষমতা আমারই হাতে। রাতদিনকে আমিই পরিবর্তন করি।' অন্য বর্ণনায় আছে لاَتَسُبُّوْا الدَّهْرَ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ 'তোমরা কালকে গালি দিও না। কারণ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই কালের সৃষ্টিকর্তা।' ইব্ন জারীর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জাহেলী যুগের লোকেরা বলিত যে, রাত আর দিবসই তো আমাদেরকে ধ্বংস করে এবং উহাই আমাদেরকে বাঁচাইয়া রাখে ও মৃত্যু দান করে। তাই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলিয়াছেন وَقَالُوْا مَاهِىَ اِلاَّحَيَاتُنَا الدُّنْيَا আর তাহারা বলে যে, দুনিয়াই আমাদের জীবন আবার তাহারা কালকে গালি দেয়। তাই আল্লাহ বলেন يُوْزِيْنِىْ اِبْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ بِيَدِىْ الْاَمْرُ اُقَلِّبُ

اَللَّيْلَ وَالنَّهَارَ। অর্থাৎ 'মানুষ আমাকে কষ্ট দেয়। সে কালকে গালি দেয়, অথচ আমিই প্রকৃত কালের সৃষ্টিকর্তা। আমার হাতেই সর্বময় ক্ষমতা। রাত-দিনকে আমিই পরিবর্তন করি।' ইবন আবূ হাতিম (র) ইব্‌ন উআইনা (র) হইতে উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করেন। অতঃপর তিন আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, 'বনী আদম কালকে গালি দেয়, প্রকৃতপক্ষে আমিই কাল সৃষ্টিকর্তা। রাত-দিন আমারই হাতে। ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসায়ী (র) ইউনুস বিন ইয়াযীদের হাদীস থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ আমি আমার বান্দার নিকট কর্জ চাহিয়াছি কিন্তু সে আমাকে তাহা দেয় নাই এবং এই বলিয়া আমাকে গালি দিয়াছে যে, হায়রে কাল! প্রকৃতপক্ষে আমিই কাল সৃষ্টিকারী।'

ইমাম শাফেয়ী ও আবূ উবায়দা (র) সহ আরো অনেকে لاَتَسُبُّوا الدَّهْرَ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, জাহেলী যুগে আরবরা বিপদগ্রস্ত হইলে 'কাল'কে গালি দিত। তাহারা মনে করিত যে, কাল-ই তাহাদিগকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছে। অথচ বিপদ দেওয়ার মলিক একমাত্র আল্লাহ্। আল্লাহ্ই মানুষকে বিপদাপদ দিয়া থাকেন। সুতরাং কাল বা 'দাহ্র'কে গালি দেওয়া আল্লাহ্কে গালি দেওয়ারই নামান্তর। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কালকে গালি দিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহা আয়াতের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

ইব্‌ন হাজম ও তাঁহার অনুসারী জাহেরিয়াদের মতে دَهْرٌ আল্লাহ্র একটি নাম। ইহা তাহাদের ভুল ধারণা।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنَاتٍ উহাদিগের নিকট যখন আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয়। অর্থাৎ যখন তাহাদিগের নিকট প্রমাণ পেশ করা হয় এবং তাহাদিগের সম্মুখে সত্য প্রকাশ পায় এবং বলা হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর পর নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়া দেহগুলিকে পুনরায় আকৃতি দান করিতে সক্ষম;

مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ তোমরা সত্যবাদী হইলে আমাদের পূর্ব পুরুষদিগকে উপস্থিত কর।

অর্থাৎ তোমরা যাহা বল উহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের যেসব পূর্বপুরুষরা মরিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে জীবিত করিয়া দাও।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ বল, আল্লাহ্ই তোমাদিগের জীবন দান করেন ও তোমাদিগের মৃত্যু ঘটান।

অর্থাৎ যেমন তোমরা প্রত্যক্ষ করিতেছ যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে অনস্তিত্ব হইতে বাহির করিয়া অস্তিত্ব দান করিয়াছেন।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ

'তোমরা কিভাবে আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী কর। অথচ তোমরা মৃত ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন। অতঃপর আবার তোমাদিগকে তিনি জীবন দান করিবেন।'

অর্থাৎ যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন তিনি মৃত্যুর পর তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করিতে অনায়াসেই সক্ষম হইবেন।

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ 'আর তিনিই প্রাথমিকভাবে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করিবেন। আর এই কাজ তাঁহার জন্য অধিক সহজ।'

ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ 'অতঃপর তিনি তোমাদিগকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করিবেন, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই।' অর্থাৎ তোমাদিগকে কিয়ামতের দিবসে একত্রিত করা হইবে, দুনিয়ায় পুনর্বার প্রেরণ করা হইবে না। পূর্ব পুরুষদিগকে উপস্থিত করিবার দাবী নিতান্তই অনর্থক। কারণ দুনিয়া হইল কর্মস্থল আর প্রতিদানের জায়গা হইল পরকাল, কিয়ামতের দিন। দুনিয়ায় প্রতিটি মানুষকেই পরকালের প্রস্তুতির জন্য সুযোগ দেওয়া হয়। সুতরাং অজ্ঞতাবশত আখিরাতকে ভুলিয়া যাওয়া দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

ফলকথা তোমরা যে বল, اِئْتُوْا بِاٰبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ 'তোমরা আমাদিগের পূর্বপুরুষদের উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' ইহা নিতান্তই অযৌক্তিক কথা।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ 'স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদিগকে সমবেত করিবেন সমাবেশ দিবসে।'

لِاَىِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ؟ 'এই সমুদয় কোন দিবসের জন্য স্থগিত করা হইয়াছে ? বিচার দিবসের জন্য' وَمَا نُؤَخِّرُ اِلاَّ لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدَةٍ 'মাত্র কয়েক দিবসের জন্যই অপেক্ষা করিতেছি।'

আল্লাহ্ তা'আলা এই স্থানে বলিয়াছেন, ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ 'অতঃপর তিনি তোমাদিগকে কিয়ামতের দিবসে সমবেত করিবেন যাহাতে কোন সন্দেহ নাই।'

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাহা জানে না। অর্থাৎ এইজন্যই তাহারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে এবং নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়া দেহগুলি জীবিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন , اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا وَنَرَاهُمْ قَرِيْبًا 'তাহারা উহাকে সুদূর মনে করে আর আমরা উহাকে নিকটে দেখিতেছি।'

(٢٧) وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ○

(٢٨) وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۫ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰٓى اِلٰى كِتٰبِهَا ۚ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(٢٩) هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

২৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই; যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হইবে ক্ষতিগ্রস্ত,

২৮. এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখিবে ভয়ে নতজানু, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার আমলনামার দিকে আহ্বান করা হইবে ও বলা হইবে, আজ তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে।

২৯. 'এই আমার লিপি, ইহা তোমাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে। তোমরা যাহা করিতে তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক, ইহকাল ও পরকালে তিনিই আকাশ ও যমীনের শাসনকর্তা। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।

يَخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ মিথ্যাশ্রয়ীরা হইবে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থাৎ যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও দ্ব্যর্থহীন প্রমাণাদিকে অস্বীকার করে কিয়ামতের দিন তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, সুফিয়ান ছওরী (রা) একদা মদীনা শরীফে আগমন করিয়া শুনিতে পাইলেন যে, মায়াফেরী (র) এমন কথা-বার্তা বলেন যাহা শুনিয়া লোকেরা হাসেন। ফলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন ঃ ওহে শায়খ! আপনি কি জানেন না যে, এমন একদিন আসিবে যেদিন বাতিলরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ? সুফিয়ান ছওরী (রা)-এর এই কথায় মায়াফেরী (র) খুবই প্রভাবিত হইলেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এই মূল্যবান উপদেশটি ভুলেন নাই। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ভয়ে নতজানু দেখিবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষই ভয়ে নতজানু হইয়া পড়িবে। এই অবস্থা তখন হইবে যখন জাহান্নামকে সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে। এমনকি খলীলুল্লাহ্ ইবরাহীম (আ) ও রূহুল্লাহ্ ঈসা (আ) বিহ্বল চিত্তে নাফসী নাফসী বলিতে থাকিবেন। তাঁহারা স্পষ্ট বলিয়া দিবেন যে, 'হে আল্লাহ্! আজ আমরা নিজের মুক্তি ছাড়া আর কিছুই চাই না।' হযরত ঈসা (আ) বলিবেন, 'আল্লাহ্ আমি আজ তোমার নিকট স্নেহময়ী জননী মরিয়ম (আ)-এর জন্যও কিছু চাই না, তুমি কেবল আমাকে বাঁচাও।'

كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً -এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ, কা'ব আহবার ও হাসান বসরী (র) বলেন ঃ "প্রতিটি মানুষ সেই দিন হাঁটু গাড়িয়া নত হইয়া থাকিবে।" ইকরিমা (রা) বলেন ঃ "প্রতিটি উম্মত কিয়ামতের ময়দানে পৃথক পৃথক অবস্থান করিবে।" প্রথম ব্যাখ্যাটিই অধিক উত্তম।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... আব্দুল্লাহ বিন বাবাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন বাবাহ (র) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি যেন তোমাদিগকে দোযখের নিকট নতজানু অবস্থায় দেখিতে পাইতেছি।" ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ কাফি' (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) একটি হাদীসাংশে বলিয়াছেন ঃ অতঃপর লোকেরা পৃথক হইয়া যাইবে এবং প্রত্যেকে নতজানু হইয়া পড়িবে وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى اِلَى كِتَابِهَا 'এবং তুমি প্রত্যেক জাতিকে নতজানু দেখিবে এবং প্রত্যেক জাতিকে তাহার কিতাবের দিকে আহ্বান করা হইবে।' আয়াত দ্বারা এই কথাটিই বুঝানো হইয়াছে। এই হাদীসে আয়াতটির উভয় ব্যাখ্যার মিলন ঘটানো হইয়াছে। দুই ব্যাখ্যার মাঝে কোন বিরোধ নাই। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى اِلَى كِتَابِهَا প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার কিতাবের দিকে আহ্বান করা হইবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيْئَ بِالنَّبِيِّيْنَ وَالشُّهَدَاءِ এবং আমলনামা রাখা হইবে আর নবী ও সাক্ষীদাতাগণকে উপস্থিত করা হইবে।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ আজ তোমাদিগকে তোমাদিগের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হইবে।

অর্থাৎ আজ তোমাদিগকে তোমাদিগের ভাল-মন্দ যাবতীয় কাজের প্রতিফল দেওয়া হইবে। অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

يُنَبَّأُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ وَلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ۔

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হইবে সে কি অগ্রে পাঠাইয়াছে এবং কি পশ্চাতে পাঠাইয়াছে । বস্তুত মানুষ নিজের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

هٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ এই আমার লিপি, ইহা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে। অর্থাৎ এই আমলনামা তোমাদিগের আমলসমূহ হুবহু উপস্থিত করিবে। এতটুকুও কম-বেশি করা হইবে না।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَاكَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَايَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا

আমলনামা সম্মুখে রাখা হইবে। উহাতে যাহা রহিয়াছে তাহা দেখিয়া অপরাধীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে এবং বলিবে, হায় আফসোস! ইহা আমার কেমন গ্রন্থ? ছোট বড় কোন কিছুই তো না লিখিয়া ছাড়ে নাই। তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা উপস্থিত পাইবে। আর তোমার প্রভু কাহারো উপর জুলুম করেন না।

اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ 'তোমরা যাহা করিতে তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিতাম।' অর্থাৎ তোমাদের সমুদয় কর্ম লিখিয়া রাখার জন্য আমি ফেরেশতাদিগকে নির্দেশ দিতাম। ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ ফেরেশতারা মানুষের যাবতীয় আমল লিপিবদ্ধ করিয়া উহা নিয়া আসমানে আরোহণ করেন। অতঃপর আকাশে আমল বিষয়ক দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা সেই আমলনামাকে মানুষ সৃষ্টির পূর্বে লিখে লওহে মাহফুজে সংরক্ষণ করে রাখা আমলনামার সাথে মিলাইয়া নেন। দুই আমলনামার মধ্যে একটি অক্ষরও কম-বেশী হয় না। অতঃপর ইব্ন আব্বাস (রা) اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ 'আমি তোমাদের কৃত কর্ম লিপিবদ্ধ করিতাম' পাঠ করেন।

(٣٠) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ○

(٣١) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ○

(٣٢) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ○

(٣٣) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ○

(٣٤) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ○

(٣٥) ذَٰلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ○

(٣٦) فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

(٣٧) وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

৩০. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে দাখিল করিবেন স্বীয় রহমতে। ইহাই মহাসাফল্য।

৩১. পক্ষান্তরে যাহারা কুফরী করে তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমাদিগের নিকট কি আমার আয়াত পাঠ করা হয় নাই? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।'

৩২. যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি তো সত্য এবং কিয়ামত— ইহাতে কোন সন্দেহ নাই'; তখন তোমরা বলিয়া থাক, 'আমরা জানি না কিয়ামত কি; আমরা মনে করি ইহা একটি ধারণা মাত্র এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নহি।'

৩৩. উহাদিগের মন্দ কর্মগুলি উহাদিগের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

৩৪. আর বলা হইবে, 'আজ আমি তোমাদিগকে বিস্মৃত হইব যেমন তোমরা এই দিবসের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হইয়াছিলে। তোমাদিগের আশ্রয়স্থল হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদিগের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।

৩৫. 'ইহা এইজন্য যে, তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপ করিয়াছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল।' সুতরাং সেই দিন উহাদিগকে জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে না এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টার সুযোগ দেওয়া হইবে না।

৩৬. প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক, পৃথিবীর প্রতিপালক, জগতসমূহের প্রতিপালক।

৩৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব-গরিমা তাঁহারই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির মাঝে যে ফয়সালা করিবেন সে সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন, فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে অর্থাৎ যাহাদিগের অন্তরসমূহ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৎকর্ম করিয়াছে অর্থাৎ শরীয়ত অনুযায়ী নেক কাজ করিয়াছে, فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِىْ رَحْمَتِهٖ তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে দাখিল করিবেন স্বীয় রহমতে।

এইখানে রহমত দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হইয়াছে। যেমন সহীহ হাদীসে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতকে বলিলেন, "তুমি আমার রহমত। তোমার দ্বারা আমি যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করি।"

ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ইহাই মহাসাফল্য। অর্থাৎ ইহাই সুস্পষ্ট সাফল্য।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ

'পক্ষান্তরে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমাদের নিকট কি আমার আয়াত পাঠ করা হয় নাই? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে।'

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কাফিরদিগকে ধমকস্বরূপ বলা হইবে যে, তোমাদের নিকট কি আল্লাহ্র আয়াত পাঠ করা হয় নাই ? কিন্তু তোমরা তাহার অনুসরণের ব্যাপারে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে, উহা শ্রবণ না করিয়া মুখ ফিরাইয়া নিয়াছিলে, কাজে কর্মে তোমরা ছিলে অপরাধী, পাপী আর অন্তর ছিল তোমাদের মিথ্যায় পরিপূর্ণ।

وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لاَرَيْبَ فِيْهَا

যখন বলা হয় আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি তো সত্য। আর কিয়ামত ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্থাৎ মু'মিনরা যখন তোমাদিগকে বলে যে, আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য, আর কিয়ামতের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই।

قُلْتُمْ لاَ نَدْرِىْ مَا السَّاعَةُ তখন তোমরা বলিয়া থাক, আমরা জানি না কিয়ামত কি। অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কে আমাদিগের কোন জ্ঞান নাই।

اِنْ نَّظُنُّ اِلاَّ ظَنًّا আমরা মনে করি ইহা একটি ধারণা মাত্র। অর্থাৎ আমরা কিয়ামত সম্পর্কে নিশ্চিত নহি। তাই তাহারা বলে, وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ আর আমরা এই ব্যাপারে নিশ্চিত নহি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُوْا উহাদিগের মন্দ কর্মগুলি উহাদিগের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ মন্দ কাজের শাস্তি তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِه يَسْتَهْزِئُوْنَ যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে। অর্থাৎ যে আযাব ও শাস্তি লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ এবং বলা হইবে আজ আমি তোমাদিগকে বিস্মৃত হইব। অর্থাৎ দোযখের আগুনে আমি তোমাদিগের সাথে ভুলিয়া যাওয়া ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিব।

كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هٰذَا যেমনিভাবে তোমরা এই দিবসের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হইয়াছিলে। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের সাক্ষাৎকারকে বিশ্বাস না করার কারণে তোমরা উহার জন্য কোন আমল কর নাই।

وَمَأْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّصِرِيْنَ তোমাদের ঠাঁই হইবে জাহান্নাম, আর তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।

সহীহ্ হাদীসে রহিয়াছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন বান্দাকে বলিবেন, আমি কি তোমাকে সন্তান-সন্ততি দেই নাই ? আমি কি তোমাকে সম্মান দেই নাই ? আমি কি ঘোড়া ও উটকে তোমার অনুগত করিয়া দেই নাই ? আমি কি তোমাকে স্বাধীনতা দেই নাই ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন করিতে এবং নিয়ামতরাজি ভোগ করিতে ? বান্দা বলিবে, হাঁ, হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ্ বলিবেন, তুমি কি আমার সাক্ষাৎকারকে বিশ্বাস করিতে না? বান্দা বলিবে, না, আমি উহাকে বিশ্বাস করিতাম না। অতঃপর আল্লাহ্ বলিবেন, আমি আজ তোমাকে ভুলিয়া থাকিব। যেমন তুমি আমাকে ভুলিয়াছিলে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ذَالِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا উহা এইজন্য যে, তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপ করিয়াছিলে। অর্থাৎ তোমদিগকে এমন শাস্তি এইজন্য দিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রমাণাদিকে অস্বীকার করিতে এবং উহা লইয়া হাসি-তামাশা করিতে।

وَغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا এবং পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। অর্থাৎ পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। ফলে তোমরা দুনিয়া লইয়াই নিশ্চিত রহিয়াছ। পরিণামে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَالْيَوْمَ لَايُخْرَجُوْنَ مِنْهَا সেদিন তোমাদিগকে উহা হইতে বাহির করা হইবে না। অর্থাৎ সেদিন তাহাদিগেকে দোযখ হইতে বাহির করা হইবে না।

وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টার সুযোগ দেওয়া হইবে না।। অর্থাৎ তাহাদিগের হইতে সন্তুষ্টি তলব করা হইবে না বরং কোন প্রকার হিসাব বা নিন্দাবাদ ছাড়াই তাহাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। যেমন একদল লোক হিসাব-কিতাব ও শাস্তি ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

মু'মিন ও কাফিরদের ফয়সালা সম্পর্কে আলোচনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক। অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তন্মধ্যস্থ সমুদয় বস্তুর মালিক আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা।

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ জগতসমূহের প্রতিপালক। وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গৌরব তাঁহারই ।

মুজাহিদ (র) বলেন كِبْرِيَاءُ অর্থ سُلْطَانٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ই মহান ও গৌরবময়। প্রতিটি বস্তুই তাঁহার সম্মুখে বিনয়াবনত এবং তাঁহারই মুখাপেক্ষী।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "মর্যাদা আমার ভূষণ, অহংকার আমার চাদর। অতএব যে ব্যক্তি আমার চাদর লইয়া আমার সাথে টানাহেঁচড়া করিবে আমি তাহাকে আমার দোযখে স্থান দিব।"

ইমাম মুসলিম (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) মহানবী (সা) হইতে এই হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করিয়াছেন।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ এবং তিনি পরাক্রমশালী। অর্থাৎ তিনি কাহারো নিকট পরাজিত হন না এবং কেহ তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

اَلْحَكِيْمُ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার কোন কথা, শরীয়তের কোন মাসআলা এবং তাকদীরের একটি বর্ণও প্রজ্ঞামুক্ত নহে।

২৬ শ পারা

সূরা আহ্‌কাফ

৩৫ আয়াত, ৪ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) حٰمٓ ۚ

(٢) تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

(٣) مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ○

(٤) قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۗ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٥) وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ○

(٦) وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝

১. হা-মীম,

২. এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ।

৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু কাফিররা উহাদিগকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

৪. বল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহাদিগের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? ইহারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করিয়াছে আমাকে দেখাও অথবা আকাশমণ্ডলীতে উহাদিগের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকিলে তাহা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর— যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

৫. সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাহা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও উহাকে সাড়া দিবে না ? এবং এইগুলি উহাদিগের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নহে।

৬. যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্রিত করা হইবে তখন ঐগুলি হইবে উহাদিগের শত্রু এবং ঐগুলি উহাদিগের ইবাদত অস্বীকার করিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে এই সংবাদ দিতেছেন যে, তিনি স্বীয় বান্দা মুহাম্মদ (সা)-এর উপর কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন। এবং তিনি নিজের প্রতাপ ও প্রতিপত্তির কথা বর্ণনা করিতেছেন, যাহার বিরোধিতা করা কাহারও সাধ্য নহে। এবং তিনি কথা ও কাজে অত্যন্ত প্রজ্ঞাময় ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ কোন কিছুই আমি অনর্থক বা অন্যায়ভাবে সৃষ্টি করি নাই।

وَاَجَلٍ مُّسَمًّى নির্দিষ্ট কালের জন্য। অর্থাৎ এই আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী যাবতীয় বস্তুকে আমি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। উহার এক মুহূর্ত পূর্বেও উহা ধ্বংস হইবে না এবং এক মুহূর্ত পরও টিকিয়া থাকিবে না।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّا اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ এবং কাফিররা উহাদিগকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

অর্থাৎ আল্লাহ্র রাসূল হইতে, আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব হইতে, আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও যে সব বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে যাহারা বেপরোয়া ভাব প্রকাশ করে এবং মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহারা অচিরেই বুঝিতে পারিবে যে, তাহারা নিজেদের জন্য কি ক্ষতি আর অকল্যাণ ডাকিয়া আনিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, قُلْ (বল,) অর্থাৎ হে রাসূল আল্লাহর সাথে অন্যদের উপাসনাকারী এই মুশরিকদিগকে বলিয়া দিন যে,

أَرَأَيْتُمْ مَّاتَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহাদিগের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? ইহারা কি সৃষ্টি করিয়াছে আমাকে দেখাও।

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাহাদিগের পূজা করিতেছ যাহাদিগকে ডাকিতেছ এবং যাহাদিগের ইবাদত করিতেছ, তাহারা পৃথিবীর কোন্ বস্তুটা সৃষ্টি করিয়াছে? অর্থাৎ পৃথিবীর এমন একটি স্থান দেখাইয়া দাও যাহা তাহারা সৃষ্টি করিয়াছে।

أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ অথবা আকাশমণ্ডলীতে তাহাদিগের কোন অংশদারীত্ব রহিয়াছে কি?

অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোথাও তাহাদিগের অংশীদারিত্ব নাই। তাহারা একটি বালুকণারও মালিক নয়। আল্লাহই সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা তিনিই ইহার একমাত্র মালিক। রাজত্ব আর কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁহারই হাতে। সুতরাং কেন তাঁহার সাথে শরীক স্থাপন কর? কেন অন্যদের পূজা কর? তোমাদিগকে ইহা কে শিখায়াইয়াছে? বস্তুত আল্লাহ তাহাদিগকে উহা করিতে বলেন নাই, উহা কোন বিবেকবানের শিক্ষাও নয়। উহা তাহাদেরই মনগড়া। তাই আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ

إِيْتُوْنِىْ بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا পূর্ববর্তী কোন কিতাব আমার নিকট উপস্থিত কর। অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের উপর নাযিলকৃত কোন কিতাবে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো পূজা করার সপক্ষে কোন দলীল থাকে তাহা হইলে তোমরা উহা আমাদের সামনে পেশ কর।

أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান অর্থাৎ তোমাদের ধর্মের সপক্ষে অন্য কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকিলে উহাও পেশ কর।

إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অর্থাৎ এই ব্যাপারে তোমাদের আকলী (যুক্তিগত) কিংবা নকলী (উক্তিগত) কোন প্রমাণ নেই।

এক কিরআতে أَوْ أَثْرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ পড়া হইয়াছে। যাহারা অর্থ এই বিষয়ে পূর্ববর্তীদের কোন সহীহ ইলম থাকিলে উহা পেশ কর।

মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা এমন ব্যক্তিকে পেশ কর যিনি পূর্ববর্তীদের ইলমের উত্তরসূরী।

আওফী (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা এই বিষয়ে কোন একটি দলিল পেশ কর।

ইমাম আহমদ (র).....আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ তোমরা কোন ইলমী লিপি পেশ কর।

সুফিয়ান (র) বলেন, আমার জানা মতে, হাদীসটি মারফূ রূপে অর্থাৎ রাসূলল্লাহ (সা)-ই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবু বকর ইবনে আইয়াশ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ পূর্ববর্তীদের রাখিয়া যাওয়া অবশিষ্ট ইল্‌ম।

হাসান বসরী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল গবেষণালব্ধ জ্ঞান যাহা বাহির করা হয়।

ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও আবু বকর ইবনে আইয়াশ (র) বলেন, আয়াত দ্বারা ইলমী লিপি উদ্দেশ্য।

কাতাদা (র)-এর মতে বিশেষ কোন ইলম উদ্দেশ্য। এই ব্যাখ্যাগুলি প্রায় একই অর্থবোধক। আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি, এই ব্যাখ্যাগুলি উহার সমর্থন করে। ইবনে জারীর (র)-ও উহাই পছন্দ করিয়াছেন।

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّايَسْتَجِيْبُ لَه اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাহা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও উহার ডাকে সাড়া দিবে না এবং এইগুলি উহাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নহে।

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া প্রতিমাদিগকে ডাকে এবং তাহাদিগের নিকট প্রার্থনা করে, যাহা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ডাকে সাড়া দিতে তাহারা সক্ষম হইবে না, তাহারা যা বলে তাহা সম্পর্কে উহারা উদাসীন, উহাদিগের না আছে শ্রবণশক্তি, না আছে দেখিবার শক্তি, না আছে ধরিবার শক্তি। কারণ উহারা নির্জীব পাথর ও জড় পদার্থ বৈ নয়। তাহাদিগের চেয়ে বড় বিভ্রান্ত আর কেহ নাই।

وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِيْنَ

যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্রিত করা হইবে তখন এইগুলি হইবে উহাদিগের শত্রু। এইগুলি উহাদিগের ইবাদত অস্বীকার করিবে।

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَاتَّخَذُوْامِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا - كَلاَّ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا -

তাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদিগকে ইলাহ্ বানাইয়াছে যাহাতে উহারা তাহাদের সম্মানের কারণ হয়। কখনও না, অবশ্যই উহারা তাহাদের ইবাদতকে অস্বীকার করিবে এবং তাহাদিগের বিরোধী হইয়া যাইবে। অর্থাৎ প্রয়োজনের মুহূর্তে উপাস্যরা উপাসকদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে।

হযরত ইবরাহীম (আ) 'তাহার উম্মতদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَاْوٰكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِّنْ نَّصِرِيْنَ

তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করিয়াছ, পার্থিব জীবনে তোমাদিগের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে, পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করিবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদিগের আবাস হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদিগের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।

(৭) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

(৮) اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۭ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۭ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۭ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًاۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۭ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

(৯) قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ ۭ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

৭. যখন উহাদিগের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় এবং উহাদিগের নিকট সত্য উপস্থিত হয়, তখন কাফিররা বলে, 'ইহা তো সুস্পষ্ট যাদু!'

৮. উহারা কি তবে বলে যে, 'সে ইহা উদ্ভাবন করিয়াছে।' বল, 'যদি আমি ইহা উদ্ভাবন করিয়া থাকি তবে তোমরা তো আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাকে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছ, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু।'

৯. বল, 'আমি তো প্রথম রসূল নহি। আমি জানি না আমার ও তোমাদিগের ব্যাপারে কী করা হইবে; আমি আমার প্রতি যাহা ওহী হয় কেবল তাহারই অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

তাফসীর ঃ মুশরিকদের অবাধ্যতা ও কুফরীর কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তায়ালা বলিতেছেন যে, যখন তাহাদিগকে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতে পাঠ করিয়া শুনানো হয়, তখন তাহারা বলে, هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ইহা সুস্পষ্ট যাদু।

অর্থাৎ মিথ্যাচারিতা, অপবাদ ভ্রষ্টতা আর কুফরী তাহাদের স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। তাই তাহারা বলে, ইহা সুস্পষ্ট যাদু ঃ اَمْ يَقُوْلُوْنَ اِفْتَرَاهُ না-কি সে উহা উদ্ভাবন করিয়াছে?

অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) এই কুরআনকে নিজের থেকে উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছে বলিয়া তাহারা বলে। আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ

قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا

তুমি বল, 'যদি আমি উহা উদ্ভাবন করিয়া থাকি তবে তোমরা তো আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।'

অর্থাৎ হে নবী, আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন যে, যদি আমি কুরআনকে নিজ হইতে উদ্ভাবন করিয়া লইয়া থাকি, আমি যদি আল্লাহর সত্য নবী না হইয়া থাকি, তাহা হইলে এই মিথ্যা ও অপবাদের জন্য আমাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন। পৃথিবীর কেহ আমাকে সেই শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমরাও না অন্য কেহও না। এই প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলিয়াছেন,

قُلْ اِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرَنِىْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدًا اِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسَالَاتِهِ۔

বল, আল্লাহর শাস্তি হইতে কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন আশ্রয় আমি পাইব না। কেবল আল্লাহর পক্ষ হইতে পৌছান এবং তাঁহার বাণী প্রচারই আমাকে রক্ষা করিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ۔

সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করিয়া লইত তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাহাকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ধরিয়া ফেলিতাম এবং কাটিয়া দিতাম তাহারা জীবন ধমনী। অতঃপর তোমাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, তাহাকে রক্ষা করিতে পারে।

এই বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা এইস্থানে বলিয়াছেন ঃ

قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ۔

আপনি বলিয়া দিন যে, 'আমি যদি উহা গড়িয়া নিয়া থাকি তাহা হইলে তো তোমরা আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমরা যেই বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত রহিয়াছ; সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত। আমার ও তোমাদিগের মাঝে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট।'

এই আয়াতে কাফিরদিগকে ধমক দেওয়া হইয়াছে ও ভয় দেখানো হইয়াছে। পরবর্তী আয়াতে তওবা করিয়া আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়া আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন ঃ

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ এবং তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। অর্থাৎ তোমরা যদি তওবা করিয়া কুফরী, অবাধ্যতা ও অপকর্ম হইতে ফিরিয়া আস; তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শন করিবেন। এই বিষয়ে সূরা আল ফুরক্বানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন,

وَقَالُوْا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اِكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا۔

উহারা বলে, 'এইগুলি তো সে পূর্ববতীগণের কাহিনী যাহা সে লিখাইয়া লইয়াছেন, এইগুলি সকাল-সন্ধ্যা তাহার নিকট পাঠ করা হয়।' বল, 'ইহা তিনিই অবতীর্ণ

করিয়াছেন, যিনি আকাশগুলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য সম্পর্কে অবগত আছেন, তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

قُلْ مَاكُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ বল, আমি তো প্রথম রাসূল নহি। অর্থাৎ হে রাসূল, আপনি বলিয়া দিন যে, আমি পৃথিবিতে প্রথম রাসূল নহি বরং আমার পূর্বেও অনেক নবী-রাসূল আগমন করিয়াছেন। আমি তোমাদিগের নিকট এমন কিছু লইয়া আসি নাই যাহার কোন নজির খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অতঃপর তোমরা আমাকে কোন্ যুক্তিতে অস্বীকার করিতেছ ? আমার পূর্বেও তো বিভিন্ন জাতির নিকট আল্লাহ অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন, مَاكُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ এর অর্থ আমিই কেবল প্রথম রাসূল নই। ইবনে জারীর ও ইব্ন আবু হাতিম (র) ইহা ছাড়া অন্য কোন মত পেশ করেন নাই।

وَمَا اَدْرِىْ مَايُفْعَلُ بِىْ وَلاَبِكُمْ আমি জানি না আমার এবং তোমাদিগের ব্যাপারে কী করা হইবে? আলী ইবনে আবু তালহা (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর لِيَغْفِرَ اللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ "আল্লাহ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় ভুল মাফ করিয়া দিবেন" অবতীর্ণ হয়। অনুরূপ ভাবে ইকরিমা, হাসান ও কাতাদা (র) বলেন, উপরোক্ত আয়াতটি لِيَغْفِرَ اللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে।

এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আল্লাহ্ আপনার সাথে কী ব্যবহার করিবেন তাহা তো বলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তিনি আমাদিগের সাথে কেমন ব্যবহার করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ

আল্লাহ্ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন যাহার তলদেশে নির্ঝরমালা প্রবাহিত।

সহীহ হাদীস দ্বারা এই কথাও প্রমাণিত যে, আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবীগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের জন্য কী রহিয়াছে? তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

যাহ্হাক (র) বলেন, وَمَا اَدْرِىْ مَايُفْعَلُ بِىْ وَلاَبِكُمْ এর অর্থ ইহার পর আমাকে কি নির্দেশ দেওয়া হইবে এবং কোন জিনিষ হইতে আমাকে বারণ করা হইবে আমি তাহা জানি না।

হাসান বসরী (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, পরকালে যে আমি জান্নাতে প্রবেশ করিব সে ব্যাপারে আমার নিশ্চিত জানা আছে। দুনিয়ার জীবনে ভবিষ্যতে আমাকে কোন্ নবীর ন্যায় হত্যা করা হইবে, নাকি সাধারণ জীবন যাপন করে আমি আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতে পারিব তাহা আমার জানা নাই। অনুরূপভাবে তোমাদিগকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেওয়া হইবে, নাকি পাথর মারিয়া হত্যা করা হইবে তাহাও আমার জানা নাই। ইমাম ইবনে জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটিকে অধিক নির্ভরযোগ্য মনে করেন। বস্তুত ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য শোভনীয় ব্যাখ্যা। কেননা তিনি এবং তাঁহার অনুসারীরা পরকালে জান্নাতে প্রবেশ করিবেন ইহা তিনি সুনিশ্চিত জানিতেন। কিন্তু দুনিয়ার অন্যদের পরিণাম সম্পর্কে তিনি ছিলেন অনবহিত এবং তাঁহার প্রতিপক্ষ কাফিরদের অবস্থা কেমন হইবে, তাহারা কি ঈমান গ্রহণ করিবে নাকি কুফরীর উপরই অটল থাকিবে আর শাস্তি ভোগ করিবে? নাকি তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। তাহার কিছুই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জানা ছিল না।

কিন্তু ইমাম আহমদ (র) উম্মুল আলা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মুল আলা (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলেন–যখন লটারীর মাধ্যমে মুহাজিরদিগকে আনসারদের মাঝে বণ্টন করা হইতেছিল তখন উসমান ইব্ন মাজউন (রা)-কে আমাদের ভাগে দেওয়া হইল। আমাদের কাছে আসার পর তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং কয়েকদিন পর মারা গেলেন। আমরা তাঁহাকে কাফন পরাইলাম, ইত্যবসরে রাসূল (সা) আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন অগত্যা আমি বলিয়া ফেলিলাম যে, "হে আবূ সায়েব, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ আপনাকে মর্যাদা দান করিবেন।" আমার এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ "তুমি কিভাবে জানিয়াছ যে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাঁহাকে সম্মান দান করিবেন?" আমি বলিলাম, 'আপনার উপর আমার মাতা-পিতা কোরবান হউক, আমি কিছুই জানি না।' অতঃপর মহানবী (সা) বলিলেন, 'তাঁহার কাছে তাঁহার প্রভুর পক্ষ হইতে মৃত্যু আসিয়াছে আর আমি তাঁহার জন্য মঙ্গলের আশা করি। আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না যে, আমার সাথে কেমন ব্যবহার করা হইবে।" উম্মে আলা (রা) বলেন ঃ এই কথার পর আমি বলিলাম, আল্লাহর শপথ! ইহার পর আমি কাউকে নির্দোষ সাব্যস্ত করিয়া কথা বলিব না এবং এই ঘটনা আমাকে খুবই মর্মাহত করিয়াছে। কিন্তু পরবর্তীতে আমি স্বপ্নে দেখি যে, উসমান ইবনে মাজউনের জন্য একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে। আমি হুযূর (সা)-এর নিকট এই স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করিলাম। তিনি বলিলেন, "উহা তাহার আমল।" এই হাদীসটি কেবল বুখারীতেই আছে মুসলিমে নেই।

অন্য বর্ণনায় আছে, হুযূর (সা) বলিয়াছেন, وَمَا اَدْرِىْ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا يُفْعَلُ بِهٖ অর্থাৎ "আমি রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না যে, তাহার সাথে কি ব্যবহার করা হইবে। আমাকে উহা ব্যথিত করিয়াছে। বর্ণনাকারীর এই কথাটি প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় বর্ণনাটিই স্থান অনুযায়ী অধিক উপযোগী।

এই হাদীসটি এবং ইহার সমার্থবোধক অন্যান্য হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, নির্দিষ্ট ভাবে কোন ব্যক্তি জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান কাহারো নাই। তবে নবী করীম (সা) যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া জান্নাতী হওয়ার কথা ঘোষণা দিয়াছেন, কেবল তাহাদিগকেই নিশ্চিতভাবে জান্নাতী বলা যায়। যেমন আশরায়ে মুবাশ্‌শারাহ (সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবী) আব্দুল্লাহ বিন সালাম, উমাইছা, বিলাল, সুরাকা, আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম, বিরে মাউনায় শাহাদাত প্রাপ্ত সত্তর জন্য কারী, যায়দ ইব্‌ন হারিছা, জাফর ইবনে রাওয়াহা (রা) প্রমুখ ঐ প্রকারের সাহাবীগণ।

اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَا يُوْحٰى আমি উহাই অনুসরণ করি যাহা আমার প্রতি ওহী হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি যে ওহী প্রেরণ করেন আমি কেবল উহারই অনুসরণ করি।

وَمَا اَنَا اِلاَّ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ আমি সুস্পষ্ট ভীতি প্রদর্শনকারী বৈ কিছু নই। অর্থাৎ আমি প্রতিটি মানুষকে স্পষ্টভাবে ভীতি প্রদর্শন করি ও সতর্ক করি। বিবেকবান ব্যক্তি মাত্রই আমার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(١٠) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(١١) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ۚ وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ۝

(١٢) وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ۚ وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ۝

(١٣) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

(١٤) أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

১০. বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যদি এই কুরআন আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে আর তোমরা ইহাতে অবিশ্বাস কর, উপরন্তু বনী ইসরাঈলের একজন ইহার অনুরূপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়া ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিল অথচ তোমরা কর ঔদ্ধত্য প্রকাশ, তাহা হইলে তোমাদিগের পরিণাম কি হইবে? আল্লাহ্ জালিমদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

১১. মু'মিনদিগের সম্পর্কে কাফিররা বলে, 'ইহা ভাল মনে হইলে তাহারা ইহার দিকে আমাদের অগ্রগামী হইত না।' উহারা ইহা দ্বারা পরিচালিত নহে বলিয়া বলে, 'ইহা তো এক পুরাতন মিথ্যা।'

১২. ইহার পূর্বে ছিল মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ, এই কিতাব ইহার সমর্থক, আরবী ভাষায়, যেন ইহা জালিমদিগকে সতর্ক করে এবং যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদিগকে সুসংবাদ দেয়।

১৩. যাহারা বলে, 'আমাদিগের প্রতিপালক তো আল্লাহ্, এবং এই বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে, তাহাদিগের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

১৪. ইহারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় ইহারা স্থায়ী হইবে, ইহাই তাহাদিগের কর্মফল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, হে মুহাম্মদ, আপনি কুরআন অস্বীকারকারী এই মুশরিকদিগকে বলুন ঃ

أَرَءَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি এই কুরআন যদি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে আর তোমরা ইহাতে অবিশ্বাস কর।

অর্থাৎ তোমাদিগের নিকট পৌঁছাইবার জন্য যেই কিতাবটি আল্লাহ আমার উপর অবতীর্ণ করিয়াছেন। তোমরা যদি উহাতে অবিশ্বাস কর এবং উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে একটু ভাবিয়া দেখ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগের সাথে কেমন ব্যবহার করিবেন।

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى مِثْلِه অথচ বনী ইসরাঈলের একজন অনুরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন।

অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহ কুরআনে সত্যতা ও বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দিয়াছে এবং কুরআনের ন্যায় সুসংবাদ প্রদান করিয়াছে ও সংবাদ দিয়াছে।

فَاٰمَنَ অতঃপর সে ঈমান আনিয়াছে। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের যেই লোকটি কুরআনের সত্যতা ও বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দিয়াছিল, সে উহার মাহাত্ম্য ও হাকীকত উপলব্ধি করিয়া উহার উপর ঈমান আনিয়াছিল।

وَاسْتَكْبَرْتُمْ আর তোমরা অহংকার করিয়াছ। অর্থাৎ তোমরা অহংকারবশত উহার আনুগত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছ।

এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় মাসরুক (র) বলেন, সাক্ষ্য দানকারী এই লোকটি তাহার নবী ও কিতাবের উপর ঈমান আনিয়াছিল আর তোমরা তোমাদের নবী ও কিতাবকে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছ।

اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ আল্লাহ্ তা'আলা জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। আয়াতে شَاهِدٌ শব্দটি জাতিবাচক বিশেষ্য।

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালাম ও অন্যরা ইহার অন্তর্ভুক্ত। কেননা আয়াতটি মক্কী। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালামের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছে। নিম্নের আয়াতটি এই আয়াতের সমার্থবোধক।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْا اٰمَنَّا بِه اِنَّه الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِه مُسْلِمِيْنَ

যখন তাহাদিগের নিকট কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাহারা বলে আমরা ইহার উপর ঈমান আনিয়াছি। নিশ্চয় ইহা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সত্য, আমরা তো ইতিপূর্বেও মুসলমান ছিলাম।

আল্লাহ আরো বলিয়াছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِه اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ـ

ইতিপূর্বে যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছিল তাহাদিগের নিকট তিলাওয়াত করা হইলে তাহারা নির্দ্বিধায় সিজদায় লুটিয়া পড়ে এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পূত-পবিত্র, আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত হইবেই।

মাসরুক ও শা'বী (র) বলেন, এই আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) সম্পর্কে নয়। কারণ আয়াতটি মক্কী আর আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন হিজরতের পর মদীনায়। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) মাসরুক ও শা'বী (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র)-ও এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। ইমাম মালিক (র) .... সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, সা'দ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) ব্যতীত, ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কাউকে জান্নাতী বলিতে শুনি নাই। সা'দ (রা) বলেন, তাহার সম্পর্কেই وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِى اِسْرَائِيْلَ عَلٰى مِثْلِه বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি অনুরূপ সাক্ষ্য দিয়াছে। আয়াতটি নাযিল হয়। ইমাম বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী (র), মালিক (র)-এর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, যাহ্হাক, কাতাদা ইকরিমা (র) ইউসুফ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম, হেলাল ইবন ইয়াসাফ, সুদ্দী, ছওরী, মালিক ইবন আনাস ও ইব্ন যায়েদ (র)-এর মতে আয়াতটি যাঁহার সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে তিনি আব্দুল্লাহ ইবন সালাম (রা)।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ

মু'মিনদিগের সম্পর্কে কাফিররা বলে, ইহা ভাল হইলে তাহারা ইহার দিকে আমাদিগের অগ্রগামী হইত না।

অর্থাৎ কাফিরগণ কুরআনে বিশ্বাসী লোকদিগের সম্পর্কে বলে যে, কুরআন যদি মঙ্গলজনক হইত তাহা হইলে বিলাল, আম্মার, সোহাইব, খাব্বাব (রা) ও ইহাদের ন্যায় দুর্বল, অবহেলিত অবাঞ্ছিত দাস-দাসীরা আমাদের ন্যায় ভদ্র ও মর্যাদা সম্পন্ন লোকদিগের আগে উহা গ্রহণ করিত না। সর্বাগ্রে আমরাই তো এই কল্যাণ লাভ করিতাম। ইহা বলার কারণ এই যে, তাহারা মনে করিত যে, আল্লাহর নিকট তাহাদিগের বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব রহিয়াছে, তাহারা আল্লাহর একান্ত আপন। বস্তুত তাহাদিগের এই ধারণা যার পর নাই, ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিমূলক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ لِيَقُوْلُوْا أَهٰؤُلَاءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا

তেমনিভাবে আমি তাহাদিগের একের দ্বারা অন্যকে পরীক্ষা করিয়াছি। যেন তাহারা বলে যে, আল্লাহ কি আমাদিগের মধ্য হইতে এই লোকগুলির উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন? অর্থাৎ তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলে যে, আমাদিগের ছাড়া এই লোকগুলি কি করিয়া হিদায়াত লাভ করিল?

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا ইহা যদি ভালই হইত তাহা হইলে তাহারা তো আমাদিগের অগ্রগামী হইত না।

অর্থাৎ ইসলাম যদি ভাল কিছু হইত তাহা হইলে আমরাই সকলের পূর্বে সানন্দে উহা গ্রহণ করিতাম। পক্ষান্তরে আহ্‌লুস সুন্নাত্ ওয়াল জামায়াত বলেন যে, যে কাজ বা কথা সাহাবা-ই কিরাম (রা) হইতে প্রমাণিত নয়, উহা বিদআত বলিয়া বিবেচিত। কারণ উহা কল্যাণকর হইলে আমাদের আগে উহারাই তাহা করিতেন। কোন ভাল কাজ হইতেই তাঁহারা পিছাইয়া থাকেন নাই।

وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهِ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا إِفْكٌ قَدِيْمٌ উহারা ইহা দ্বারা পরিচালিত নহে বলিয়া বলে, 'ইহা তো পুরাতন মিথ্যা।'

অর্থাৎ কাফিরগণ কুরআন দ্বারা পরিচালিত নহে বলিয়া বলে, 'ইহা তো পূর্ব যুগের মিথ্যা কাহিনী মাত্র।' ইহা তাহাদিগের সেই অহংকার আর দম্ভ যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সত্যকে চাপা দেওয়া আর মানুষকে তুচ্ছ ও হীন জ্ঞান করাকেই 'কিবর' বা অহংকার বলে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন,

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوْسٰى إِمَامًا وَّرَحْمَةً ইহার পূর্বে ছিল মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহস্বরূপ। অর্থাৎ ইতিপূর্বে মূসা (আ)-এর কিতাব তাওরাত জাতির জন্য আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ ছিল, هٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا ইহা সমর্থনকারী গ্রন্থ আরবী ভাষায়। অর্থাৎ কুরআন সুস্পষ্ট সাবলীল আরবী ভাষায় পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সমর্থনকারী কিতাব।

لِيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ যেন ইহা জালিমদিগকে সতর্ক করে এবং সৎকর্মশীলদিগকে সুসংবাদ দেয়। অর্থাৎ আল-কুরআন জালিমদিগের জন্য ভীতি ও ঈমানদার সৎলোকদিগের জন্য সুসংবাদ সম্বলিত।

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا যাহারা বলে, 'আমাদিগের প্রতিপালক তো আল্লাহ্, এবং এই বিশ্বাসে অবিচল থাকে।' সূরা হা-মীম আস্-সাজদায় এই আয়াতের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ তাহাদিগের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

অর্থাৎ ভবিষ্যতের ব্যাপারে তাহাদিগের কোন ভয় নাই এবং অতীতের জন্য তাহারা কোন প্রকার দুঃখিত হইবে না।

أُوْلٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ـ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

ইহারাই জান্নাতী সেথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে, ইহা তাহাদের কর্মফল।

অর্থাৎ কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাহারা আল্লাহর অফুরন্ত রহমত ভোগ করিতে থাকিবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(١٥) وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا
وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَحَمْلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ
وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْۤ
اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ
ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

(١٦) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ
سَيِّاٰتِهِمْ فِيْۤ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ؕ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ۝

১৫. আমি মানুষকে তাহার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি। তাহার জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সহিত এবং প্রসব করে কষ্টের সহিত, তাহাকে গর্ভধারণ করিতে ও তাহার স্তন্য ছাড়াইতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হইবার পর বলে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি। আমার প্রতি আমার মাতা-পিতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ, তাহারা জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকার্য করিতে পারি যাহা তুমি পছন্দ কর, আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদিগকে সৎকর্ম পরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হইলাম এবং আত্মসমর্পণ করিলাম।

১৬. আমি ইহাদিগেরই সুকৃতিগুলি গ্রহণ করিয়া থাকি এবং মন্দ কর্মগুলি ক্ষমা করি, তাহারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা-সত্য প্রমাণিত হইবে।

তাফসীর ঃ ইতিপূর্বে আল্লাহপাকের একত্বতা ইবাদতের নিষ্ঠা ও ঈমানে দৃঢ়তার কথা আলোচিত হইয়াছে আর এখন মাতা-পিতার অধিকার সম্পর্কে আলোচনা হইতেছে। সন্তানের প্রতি মাতাপিতার হক বা অধিকার সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় অনেক আয়াত বিবৃত হইয়াছে। যেমন ঃ

وَقَضَى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا الاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا তোমার প্রতিপালক তোমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহার ব্যতীত কাহারো ইবাদত করিবে না এবং মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবে।

অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন,

اَنْ اشْكُرْلِى وَلِوَالِدَيْكَ وَالَىَّ الْمَصِيْرُ 'আমার এবং তোমার মাতাপিতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, আমার নিকটই তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। এই বিষয়ে আরো আয়াত রহিয়াছে। এইস্থানে আল্লাহপাক বলিয়াছেন ঃ

وَوَصَّيْنَاالْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا "আমি মানুষকে তাহার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি।" অর্থাৎ মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহার ও স্নেহ প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়াছি।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) ..... সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত সা'দ (রা)-এর মাতা তাহাকে বলিলেন, "আল্লাহ কি মাতা-পিতার আনুগত্য করিবার জন্য সন্তানদিগকে নির্দেশ দেন নাই? শোন সা'দ! তুমি আল্লাহ্র প্রতি কুফরী না করা পর্যন্ত আমি পানাহার করিব না।' হযরত সা'দ (রা) উহা করিতে অস্বীকার করায় তাহার মাতা খান-পিনা বন্ধ করিয়াছিল, এমনকি কাষ্ঠ দ্বারা মুখ খুলিয়া জোরপূর্বক তাহার মুখে পানি ইত্যাদি দেওয়া হইত। সেই প্রসংগেই وَوَصَّيْنَاالْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا 'এবং আমি মানুষকে মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি' আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ইমাম মুসলিম (র) সহ আরো অনেকে অনুরূপ সনদে শো'বার সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا "তাহার জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সহিত।"

অর্থাৎ মাতা গর্ভাবস্থায় সন্তানের কারণে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। যেমন বমি, ভারিত্ব ইত্যাদি গর্ভবর্তী মহিলারা গর্ভাবস্থায় যেমন কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হইয়া থাকেন তেমনি প্রসবকালেও কষ্ট করেন।

وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا "এবং তাহার জননী তাহাকে প্রসব করে কষ্টের সহিত।" অর্থাৎ সন্তান প্রসবকালে মাতা প্রসববেদনার ন্যায় অসহনীয় কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে।

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُوْنَ شَهْرًا "গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়াইতে সময় লাগে ত্রিশ মাস।"

এই আয়াত এবং সূরা লোকমানের আয়াত وَفِصَالُهُ فِى عَامَيْنِ এবং তাহার (শিশুর) দুধ ছাড়াইবে দুই বৎসরে এবং وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ 'আর মায়েরা তাহাদিগের সন্তানদিগকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাইবে, যে দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করিতে চাহে' দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, গর্ভধারণের নিম্ন মেয়াদ ছয় মাস। ইহা অত্যন্ত মজবুত ও সঠিক কথা। হযরত উসমান (রা) ও আরো অনেক সাহাবায়ে কিরাম এই মতের সাথে একমত পোষণ করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) মু'আম্মার ইবন আব্দুল্লাহ আলজুহানী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মু'আম্মার ইব্ন আব্দুল্লাহ জুহানী (র) বলেন ঃ এক ব্যক্তি আমাদের জুহাইনা গোত্রের এক মহিলাকে বিবাহ করিল। অতঃপর ছয় মাস পূর্ণ হওয়া মাত্রই সে একটি সন্তান জন্ম দেয়। ফলে মহিলাটির স্বামী হযরত উসমান (রা)-কে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। উসমান (রা) মহিলাটিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মহিলাটি আসার জন্য প্রস্তুত হইলে তাহার বোন কাঁদিতে শুরু করিল। মহিলাটি বোনকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল ঃ কাঁদিও না বোন। আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলি একমাত্র তিনি (স্বামী) ব্যতীত আল্লাহর সৃষ্টির অন্য কেউ আমার সাথে মিলিত হয় নাই। আমি কখনো কোন অপকর্ম করি নাই। তুমি চিন্তা করিও না। আল্লাহ তা'আলা আমার ব্যাপারে যাহা ভালো মনে করেন তাহাই সিদ্ধান্ত দিবেন। মহিলাটিকে উসমান (রা)-এর নিকট লইয়া আসার পর তিনি রজম করার নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী (রা) এই সংবাদ শুনিয়া উসমান (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, উসমান! আপনি ইহা কি করিতেছেন? বলিলেন, মহিলাটি বিবাহের ছয় মাস পরই সন্তান জন্ম দিয়াছে। ইহাতো অসম্ভব। এই কথা শুনিয়া আলী (রা) বলিলেন, খলীফাতুল মুসলিমীন, আপনি কি কুরআন পড়েন না? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ হ্যাঁ, পড়ি। আলী (রা) বলিলেন আপনি কি এই আয়াতটি পড়েন নাই? وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُوْنَ شَهْرًا (গর্ভধারণ ও দুগ্ধ ছাড়াইবার মেয়াদ হইল ত্রিশ মাস) অন্য আয়াতে দুধ পান করাইবার মেয়াদ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ অর্থাৎ দুই বৎসর বলা হইয়াছে। সুতরাং বুঝা গেল, গর্ভধারণ আর দুগ্ধ পান করাইবার মেয়াদ একত্রে ত্রিশ মাস। সেখান থেকে দুগ্ধ পান করাইবার মেয়াদ যদি দুই বৎসর (২৪) মাস ধার্য করা হয়, তাহা হইলে গর্ভধারণের জন্যও থাকে ছয় মাস। অতএব কুরআন দ্বারাই যখন গর্ভধারণের মেয়াদ ছয় মাস প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে কি করিয়া এই ভদ্র মহিলাকে ব্যভিচারের অভিযোগ অভিযুক্ত করা হলো ? বর্ণনাকারী বলেন ঃ এই কথা শুনিয়া হযরত উসমান (রা) বলিলেন, এই কথা যথার্থই সঠিক। আফসোস! আমি ইহা বুঝিতে পারি নাই। যাও মহিলাটিকে আমার কাছে নিয়া আস। লোকেরা পাইল যে, মহিলাটির কাজ শেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মু'আম্মার (র) বলেন আল্লাহর শপথ! একটি কাক আরেকটি কাকের সাথে, একটি ডিম আরেকটি ডিমের সাথে যতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ মহিলার এই বাচ্চাটি তার পিতার সাথে তার চেয়ে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। শিশুটির পিতা তাহাকে দেখিয়া বলিল; এতো আমারই সন্তান। আল্লাহর শপথ, ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। রাবী বলেন আল্লাহ তা'আলা পিতার এহেন যন্ত্রণাদায়ক আচরণের শাস্তি স্বরূপ তাহার মুখমণ্ডলে মাংস- ক্ষয় রোগে বিপদগ্রস্ত করেন। যাহা তাহাকে কুঁরে কুঁরে খাইয়া ফেলে। অবশেষে এই রোগই একদিন পিতা মারা যায়। (ইব্‌ন আবূ হাতিম) আমরা فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ 'আমি প্রথম ইবাদতকারী।' এর ব্যাখ্যায় এই বর্ণনাটি অন্য সনদে উল্লেখ করিয়াছি। ইবন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কোন মহিলা নয় মাসে সন্তান জন্ম দিলে একুশ মাস, সাত মাসে হইলে তেইশ মাস, আর ছয় মাসে হইলে পূর্ণ দুই বছর দুধপান করানোই যথেষ্ট। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُوْنَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً-

তাহারা গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়াইবার সময় হইল ত্রিশমাস। যখন সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যখন শক্তিশালী যুবক হয় এবং পৌরুষত্ব লাভ করে এবং চল্লিশ বৎসরে উপনীত হয় অর্থাৎ যখন জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৈর্য ও সহনশীলতার পূর্ণতা লাভ করে। প্রবাদ আছে যে, চল্লিশ বছর বয়সে যে অভ্যাস সৃষ্টি হয় অবশিষ্ট জীবনে তাহা তেমন পরিবর্তন হয় না। আবূ বকর ইবন আইয়াশ (র) কাসিম ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আমি মাসরুককে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মানুষকে কখন পাপের জন্য পাকড়াও করা হয়? উত্তরে তিনি বলিলেন, 'চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হইলে। অতএব তুমি তোমার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লও।'

হাফিজ আবূ ইয়ালা মুছেলী (র) ..... উসমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত উসমান (রা) বলেন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন, 'মুসলমান যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাহার হিসাব হালকা করিয়া দেন। ষাট বছরে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তাহাকে আল্লাহ্মুখী হওয়ার তৌফিক দান করেন। যখন সত্তর বছরে উপনীত হয় তখন আকাশের অধিবাসীরা তাহাকে ভালোবাসতে শুরু করে, যখন আশি বছরে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাহার সৎকর্মগুলি অটল রাখেন আর অপকর্মগুলি মুছিয়া ফেলেন। আর যখন নব্বই বছরে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তাহার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেন এবং তাহার পরিবারের লোকদের জন্য তাহাকে সুপারিশকারী নিয়োগ করেন এবং আকাশে এই কথা লিখিয়া রাখেন যে, এই ব্যক্তিটি পৃথিবীতে আল্লাহর কয়েদী।' এই হাদীসটি অন্য সনদে মসনদে আহমদে বর্ণিত হইয়াছে।

হাজ্জাজ ইব্ন আব্দুল্লাহ হালিমী দামেশ্কে বনী উমাইয়ার গভর্ণর ছিলেন, তিনি বলেন যে, আমি চল্লিশ বছরে বয়সে লোকলজ্জায় গুনাহ ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। অতঃপর আল্লাহর লজ্জায় গুনাহ ত্যাগ করিয়াছি। কবি সুন্দর বলিয়াছেন ঃ "শৈশবে না বুঝিয়া যাহা করার করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু বার্ধক্য যখন মুখ দেখাইলো তখন মাথার শুভ্রকেশ গুনাহকে বলিয়া দিয়াছে যে, এখন তুমি চলিয়া যাও।"

قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ ـ

সে বলে, "হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি। তুমি আমার প্রতি এবং আমার মাতাপিতার প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছ তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকার্য করিতে পারি যাহা তুমি পছন্দ কর, আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদিগকে সৎকর্ম পরায়ণ কর।"

অর্থাৎ মানুষ চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পর বলে যে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার প্রতি এবং আমার মাতা-পিতার প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন উহার জন্য আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য এবং ভবিষ্যতে যেন আমি সৎকার্য করিয়া আপনার সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারি তাহার জন্য শক্তি দাও, সামর্থ্য দাও এবং আমার সন্তান-সন্ততি ও ভবিষ্যত বংশধরদিগকে সৎকর্ম পরায়ণ কর।

اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ আমি তোমারই অভিমুখী হইলাম এবং আত্মসমর্পণ করিলাম। এই আয়াত চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, সে যেন নতুনভাবে তওবা করিয়া আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয় এবং উহার উপর দৃঢ় থাকে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযূর (সা) সাহাবীদিগকে তাশাহহুদের মধ্যে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবার উপদেশ দিতেন। দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِىْ اَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وَاَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِيْنَ بِهَا عَلَيْكَ فَابْلِيْهَا وَاَتْمِمْهَا عَلَيْنَا ـ

"হে আল্লাহ আমাদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি কর, আমাদের মাঝে সংশোধন করিয়া দাও, আমাদিগকে শান্তির পথ দেখাইয়া দাও, অন্ধকার হইতে মুক্তি দিয়া

আলোর পথে লইয়া আস, গোপন প্রকাশ্য সকল অশ্লীল কাজ হইতে আমাদিগকে দূরে রাখ, আমাদের চোখ, কান, অন্তর ও পরিবার-পরিজনে বরকত দাও, আমাদের তওবা কবুল কর, তুমি তো অবশ্যই তওবা গ্রহণকারী পরম দয়ালু। হে আল্লাহ! আমাকে তোমার অনুগ্রহ-অনুকম্পার জন্য কৃতজ্ঞ ও গুণকীর্তনকারী বানাও। সর্বোপরি দান কর, মোদের তোমার অফুরন্ত নিয়ামত।" আল্লাহ বলেন ঃ

أُوْلَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِىْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ـ

"আমি উহাদিগের ভাল কাজগুলি গ্রহণ করিয়া থাকি এবং মন্দ কর্মগুলি ক্ষমা করি। তাহারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত,তাহাদিগকে যে ওয়াদা দেওয়া হইত উহা সত্য।

অর্থাৎ যাহারা তওবা করিয়া আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয় এবং যে সব ভাল কর্ম ছুটিয়া গিয়াছে, তওবা ও ইসতেগ্ফার দ্বারা উহার ক্ষতিপূরণ করিয়া লয়, আমি তাহাদিগের ভাল আমলগুলি কবুল করি এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করিয়া দেই এবং এই সামান্য আমলের বিনিময়ে তাহাদিগকে জান্নাত দান করি।

যে কেহ তওবা করিয়া আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয় তাহাদের প্রত্যেককে এই ধরনের পুরস্কার দান করিবেন বলিয়া আল্লাহ ওয়াদা করিয়াছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ "তাহাদিগকে যে ওয়াদা দেওয়া হইত উহা সত্য।" ইব্ন জারীর (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রা) মহানবী (সা) হইতে, তিনি জিবরাঈল (আ) হইতে বর্ণনা করেন যে, (কিয়ামতের দিন) মানুষের ভাল-মন্দ যাবতীয় কর্ম উপস্থিত করা হইবে এবং একটি দ্বারা আরেকটির ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। ইহার পর যদি কোন নেক অবশিষ্ট থাকে উহার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জান্নাত দান করিবেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমার ওস্তাদ ইয়াযদাদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এইভাবে যদি সমস্ত নেকই নিঃশেষ হইয়া যায় তাহা হইলে কি হইবে? উত্তরে তিনি أُوْلَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِىْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ـ পাঠ করিলেন। অর্থাৎ আমি তাহাদের ভাল কাজগুলি গ্রহণ করি এবং মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করি। তাহারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। তাহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইত উহা সত্য।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) মোতামির ইব্ন সুলাইমান (র) হইতে অনুরূপ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, জিবরাঈল (সা) আল্লাহ হইতে

বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, বান্দাকে তাহার যাবতীয় ভাল ও মন্দ আমল সহ উপস্থিত করা হইবে ..... (শেষ পর্যন্ত)। হাদীসটি গরীব তবে সূত্র গ্রহণযোগ্য।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইউসুফ ইব্‌ন সা'দ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ইউসুফ ইব্‌ন সা'দ (র) বলেন, হযরত আলী (রা) বসরা জয় করিবার পর মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিব (র) আমার বাড়িতে অবস্থান করিলেন। একদা বলিলেন, আমি হযরত আলী (রা)-এর নিকট ছিলাম। তখন হযরত আম্মার হযরত ছা'ছাআ হযরত আশতর এবং হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকরও তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিছু লোক হযরত উসমান (রা) সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপন করিল এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করিয়া বসিল। আলী (রা) তখন সিংহাসনে উপবিষ্ট। হাতে ছিল একটি লাঠি। উপস্থিত লোকদের একজন বলিল, এই ব্যাপারে মীমাংসা করিবার লোকতো আমাদের মাঝেই আছেন। জিজ্ঞাসা করিবার পর আলী (রা) বলিলেন, উসমান (রা) তাহাদেরই একজন, যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

أُوْلَـٰئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِىْ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ -

আমি তাহাদের ভাল কাজগুলি গ্রহণ করিব এবং মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করিয়া দিব। তাহারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।

আলী (রা) বলিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আয়াতে যাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে তাঁহারা হইলেন হযরত উসমান (রা) ও তাহার সাথীবৃন্দ। এই কথাটি তিনি তিনবার বলিলেন। ইউসুফ ইব্‌ন সা'দ (র) বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিব (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলুন, আপনি কি এই কথা আলী (রা)-এর মুখেই শুনিয়াছেন? উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি অবশ্যই ইহা আলী (রা)-এর মুখ হইতে শুনিয়াছি।

(১৭) وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَا اَتَعِدٰنِنِىْٓ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِىْ ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ۖ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

(١٨) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ○

(١٩) وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

(٢٠) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۭ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ○

১৭. আর এমন লোক আছে, যে তাহার মাতাপিতাকে বলে, 'আফসোস তোমাদিগের জন্য। তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাইতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হইব যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ অতিবাহিত হইয়াছে।' তখন তাহার মাতা-পিতা আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করিয়া বলে, দুর্ভোগ তোমার জন্য! বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে, 'ইহা তো অতীত কালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।'

১৮. ইহাদিগের পূর্বে যে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায় গত হইয়াছে, তাহাদিগের মত ইহাদিগের প্রতিও আল্লাহ্র উক্তি সত্য হইয়াছে। ইহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

১৯. প্রত্যেকের মর্যাদা তাহার কর্মানুযায়ী, ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তাহাদিগের প্রতি অবিচার করা হইবে না।

২০. যে দিন কাফিরদিগকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হইবে, সেদিন উহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা তো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করিয়া নিঃশেষ করিয়াছ। সুতারং আজ তোমাদিগকে দেওয়া হইবে অবমাননাকর শাস্তি। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।'

তাফসীর ঃ যাহারা মাতা-পিতার জন্য দোয়া করে এবং তাহাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে এতক্ষণ যাবত তাহাদের অবস্থা ও আল্লাহ্র নিকট তাহারা যেই সফলতা আর

মুক্তি লাভ করিবে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন সেই সব হতভাগাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে যাহারা দুর্ভাগ্যবশত মাতাপিতার সাথে নাফরমানী করে ও তাহাদিগকে কষ্ট দেয়। কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পুত্র আব্দুর রহমান (রা) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। কিন্তু তাহার এই ধারণা সঠিক নয়। কারণ তিনি এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মুসলমানদের একজন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন যে, আয়াতটি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর এক ছেলে সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই বর্ণনার বিশুদ্ধতায় দ্বিমত রহিয়াছে। (আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ)।

মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত যে, আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইবন আবূ বকর (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইবন জুরাইজ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এবং অন্যরা বলেন, আয়াতটি আব্দুর রহমান ইবন আবূ বকর (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইহা সুদ্দী (র) বলিয়াছেন। ইবন আবূ হাতিম (র) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাদীনী (র) হইতে বর্ণনা করেনঃ আব্দুল্লাহ ইবন মাদীনী (র) বলেন ঃ মারওয়ান একদিন তাঁহার খোতবায় বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমিরুল মু'মিনীনকে ইয়াযিদ সম্পর্কে একটি সুন্দর মত শিখাইয়া দিয়াছেন। তিনি যদি ইয়াযিদকে খলিফা মনোনীত করিয়া যান তাহার অন্যায় হইবে না। কারণ হযরত আবূ বকর (রা), উমর (রা)-কে মৃত্যুর পূর্বে খলিফা নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া হযরত আব্দুর রহমান ইবন আবূ বকর (রা) বলিয়া উঠিলেন, আপনারা কি হেরাক্লের আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী কাজ করিতে চাহিতেছেন? আল্লাহ্‌র শপথ! প্রথম খলিফা আবূ বকর (রা) আপন ছেলে সন্তান বা পরিবারবর্গের কাউকে খলিফা নিযুক্ত করিয়া যান নাই। মুআবিয়া (রা) আপন ছেলের প্রতি সম্মান ও দয়া প্রদর্শন করিয়াই ইয়াযিদকে মনোনয়ন দিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া মারওয়ান বলিতে লাগিলেন যে, তুমি কি সেই আব্দুর রহমান নও যে তাঁহার মাতা-পিতাকে "উফ" বলিয়াছিলে? উত্তরে আব্দুর রহমান (রা) বলিলেন ঃ আপনি কি এক অভিশপ্ত ব্যক্তির সন্তান নন? আপনার পিতার উপর কি রাসূলুল্লাহ (সা) অভিসম্পাত করেন নাই? হযরত আয়িশা (রা) শুনিয়া বলিলেন, হে মারওয়ান! আপনি আব্দুর রহমান (রা) সম্পর্কে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা মিথ্যা। এই আয়াত তাঁহার সম্পর্কে নয় বরং তাহা অমুকের পুত্র অমুকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর মারওয়ান মিম্বর থেকে নামিয়া আয়িশা (রা)-এর হুজরার দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার সাথে কি যেন কথা বলিলেন, অতঃপর চলিয়া গেলেন। বুখারী শরীফে অন্য সনদে ও অন্য শব্দে হাদীসটি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, মুসা ইবন ইসমাঈল (র)

ইউসুফ ইব্‌ন যাহ্‌হাক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ান (রা) মারওয়ান-কে হেজাজের গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একদিন তিনি ইয়াযিদ ইব্‌ন মুআবিয়া (রা) সম্পর্কে ভাষণ দিতেছিলেন যেন লোকেরা মুআবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর পর তাঁহার হাতে বায়আত করেন। তখন আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) আপত্তি তুলিয়া কিছু বলিলেন। মারওয়ান তাঁহাকে গ্রেফতার করিবার জন্য সিপাহীদেরকে নির্দেশ দিলেন। আব্দুর রহমান (রা) দৌড়াইয়া বোন হযরত আয়িশা (রা) হুজরায় ঢুকিয়া পড়িলেন। অতঃপর মারওয়ান বলিলেন, "এই ব্যক্তি সম্পর্কেই وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَا اَتَعِدَنِنِىْ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِىْ আয়াতটি অবতীর্ণ হইয়াছে। 'আর এমন লোক আছে যে, তাহার মাতা-পিতাকে বলে 'আফসোস' তোমাদিগের জন্য, তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাও যে, আমি পুনরুত্থিত হইব! যদিও আমার পূর্বে কত পুরুষ অতিবাহিত হইয়াছে।' এই কথা শুনিয়া আয়িশা (রা) পর্দার আড়াল হইতে বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সম্পর্কে আমার পবিত্রতা ঘোষণার আয়াত ব্যতীত কুরআনের অন্য কোন আয়াত নাযিল করেন নাই। অপর সূত্রে নাসায়ী (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ (র) বলেন, মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান যখন ছেলের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেন তখন মারওয়ান বলিলেন ঃ ইহা আবূ বকর ও উমর (রা)-এর সুন্নত। এই কথা শুনিয়া আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) বলিলেন, 'তাহা নয় বরং হেরক্‌ল ও কায়সারের সুন্নত।' মারওয়ান বলিলেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَا 'আর এমন লোকও আছে যে তাহারা মাতা-পিতাকে বলে আফসোস তোমাদিগের জন্য।' নাযিল করিয়াছেন। এই সংবাদ হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট পৌছিলে তিনি বলিলেন, 'মারওয়ান মিথ্যা বলিয়াছেন।' আল্লাহ্‌র শপথ! এই আয়াত তাঁহার সম্পর্কে নয়। যাহার সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে ইচ্ছা করিলে আমি তাহার নাম বলিয়া দিতে পারি। মারওয়ান তো তাহার পিতার মেরুদণ্ডে থাকাবস্থায়ই মহানবী (সা) তাহার পিতাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন। অতঃপর বলা যায় যে, মারওয়ান আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতেরই ফসল।

اَتَعِدَانِنِىْ اَنْ اُخْرَجَ ؟ তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাইতেছ যে, আমাকে বাহির করা হইবে? অর্থাৎ তোমরা আমাকে কি এই ভয় দেখাইতেছ যে, মৃত্যুর পর আমি পুনরুত্থিত হইব?

وَقَدْخَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِىْ অথচ আমার পূর্বে অনেক পুরুষ অতিবাহিত হইয়াছে। অর্থাৎ আমার পূর্বে তো অনেক লোক অতিবাহিত হইয়াছে, মৃত্যুবরণ করিয়াছে। কিন্তু কই কেহ তো পুনরায় জীবিত হইয়া পরকাল সম্পর্কে কোন সংবাদ দিল না।

وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللّٰهَ "আর তাহারা আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ জানায়।" অর্থাৎ নিরুপায় হইয়া মাতা-পিতা আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ জানায় এবং সন্তানের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে এবং বলে,

وَيْلَكَ اٰمِنْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَيَقُوْلُ مَاهٰذَا اِلاَّ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ

দুর্ভোগ তোমার জন্য! বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে ইহা তো অতীতকালের উপকথার ব্যতীত কিছুই নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىْ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ۔

ইহাদিগের পূর্বে যে জ্বিন ও মানুষ গত হইয়াছে তাহাদিগের মত ইহাদিগের প্রতিও আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য হইয়াছে। ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত অর্থাৎ ইহারা ইহাদের সমপর্যায়ের পূর্ববর্তী মানুষ ও জ্বিনদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, যাহারা নিজেও ধ্বংস হইয়াছে আর আপনজনদিগকেও ধ্বংস করিয়াছে। আয়াতে وَالَّذِىْ قَالَ এর পর اُولٰئِكَ ব্যবহার করায় বুঝা গিয়াছে যে, আয়াতের যে ব্যাখ্যা আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি উহা সঠিক। অর্থাৎ যে কেউ মাতা-পিতার সাথে বে-আদবী করিবে এবং পরকালকে অস্বীকার করিবে তাহাদের প্রত্যেকের জন্য এই বিধান। হাসান ও কাতাদা (র) বলিয়াছেন যে, আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, যাহারা কাফির-ফাজির মাতা-পিতার অবাধ্য ও পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী। হাফিজ ইবন আসাকির (র) ..... আবূ উমামা বাহেলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উমামা বাহেলী (রা) বলেন, আরশের উপর থেকে আল্লাহ্ তা'আলা চার ব্যক্তির উপর অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন.এবং ফেরেশতাগণ আমীন আমীন বলিয়াছেন।

১. যে ব্যক্তি ভিক্ষুককে এই বলিয়া প্রতারিত করে যে, আস, আমি তোমাকে কিছু দান করিব। কিন্তু যখন সে কাছে আসে তখন বলে, আমার কাছে তো কিছুই নাই।

২. যে গৃহস্থালীর ছোটখাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।

৩. অমুকের বাড়ি কোন্টা? জিজ্ঞাসা করা হইলে যে অন্যের বাড়ি দেখাইয়া দেয়।

৪. যে ব্যক্তি তাহার মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়। ফলে তাহারা অতিষ্ট হয়ে আহাজারী শুরু করে।" হাদীসটি গরীব বলিয়া বিবেচিত।

لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوْا "প্রত্যেকের মর্যাদা তাহার কর্মানুযায়ী"। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হইবে।

وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَايُظْلَمُوْنَ "আল্লাহ্ প্রত্যেককে তাহাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন, কাহারো প্রতি অবিচার করা হইবে না।" অর্থাৎ প্রতিফল দেওয়ার ব্যাপারে কাহারো প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হইবে না।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, জান্নাতে স্তর হইল উপরের দিকে আর দোজখের স্তর নীচের দিকে।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

"যেদিন কাফিরদিগকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হইবে সেদিন উহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা তো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করিয়া নিঃশেষ করিয়াছ।"

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কাফিরদিগকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করিয়া ধমক ও তিরস্কার স্বরূপ বলা হইবে যে, তোমাদের সুখ-সম্ভার তো পার্থিব জীবনে ভোগ করিয়াই শেষ করিয়া ফেলিয়াছ।

এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর হযরত উমর (রা) অনেক আকর্ষণীয় এবং সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় বর্জন করিয়াছিলেন। আর তিনি বলিতেন, আমার ভয় হয় যে, আমিও উহাদিগের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাই কিনা যাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا "তোমরা তো তোমাদিগের সুখ-সম্ভার পার্থিব জীবনেই ভোগ করিয়া নিঃশেষ করিয়াছ" বলিয়াছেন।

আবূ সিজলায (র) বলেন, কিয়ামতের দিন অনেক মানুষ দুনিয়ায় করিয়া যাওয়া তাহাদিগের অনেক নেক আমল খুঁজিয়া পাইবে না। তাহাদিগকে বলা হইবে اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا তোমাদিগের সুখ-সম্ভার তোমরা পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করিয়াছ।

فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ۔

"সুতরাং আজ তোমাদিগকে দেওয়া হইবে অবমাননাকর শাস্তি। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।"

অর্থাৎ কাফিরদিগকে তাহাদিগের কর্মানুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হইবে। তাহারা পার্থিব জীবনে ভোগ-বিলাসিতায় নিজদিগকে আকণ্ঠ ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, তাহারা আপাদ-মস্তক নাফরমানী আর খোদাদ্রোহীতায় লিপ্ত ছিল, অহংকার আর আত্মম্ভরিতায়

সত্যের সাথে বিদ্রোহ করিয়াছিল। তাই কিয়ামতের দিবসে তাহাদিগকে অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হইবে। আফসোস আর অনুতাপ করিতে করিতে সেই দিন তাহারা জাহান্নামের অতলান্তে নিক্ষিপ্ত হইবে।

(٢١) وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ۭ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

(٢٢) قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

(٢٣) قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ڮ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ○

(٢٤) فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۭ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ۭ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(٢٥) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۢ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰٓى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ۭ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ○

২১. স্মরণ কর, আদ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার কথা, যাহার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীরা আসিয়াছিল; সে তাহার আহ্কাফবাসী সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়াছিল এই বলিয়া, 'আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত করিও না। আমি তোমাদিগের জন্য মহাদিবসের শাস্তি আশংকা করিতেছি।'

২২. উহারা বলিয়াছিল, 'তুমি আমাদিগকে আমাদিগের দেব-দেবীগুলির পূজা হইতে নিবৃত্ত করিতে আসিয়াছ? তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।'

২৩. সে বলিল, 'ইহার জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট আছে, আমি যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছি কেবল তাহাই তোমাদিগের নিকট প্রচার করি, কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়।'

২৪. অতঃপর যখন উহাদিগের উপত্যকার দিকে মেঘ আসিতে দেখিল তখন উহারা বলিতে লাগিল, 'উহা তো মেঘ, আমাদিগকে বৃষ্টি দান করিবে।' হূদ বলিল, 'ইহাই তো তাহা যাহা তোমরা ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছ, ইহাতে রহিয়াছে এক ঝড়—মর্মন্তুদ শাস্তি বহনকারী।

২৫. 'আল্লাহ্‌র নির্দেশে ইহা সমস্ত কিছু ধ্বংস করিয়া দিবে।' অতঃপর উহাদিগের পরিণাম এই হইল যে, উহাদিগের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই রহিল না। এইভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি।

তাফসীর ঃ মুহাম্মদ (সা)-কে স্বীয় সম্প্রদায়ের যাহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল, তাহাদিগের ব্যাপারে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ "স্মরণ কর, আদ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার কথা" আয়াতে اَخَا عَادٍ "আদ সম্প্রদায়রে ভাই" দ্বারা হূদ (আ)-কে বুঝানো হইয়াছে। আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে প্রথম আদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, যাহারা 'আহকাফে' বসবাস করিত।

ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, احقاف - حقف -এর বহুবচন। যাহার অর্থ বালির পাহাড়।

ইকরিমা (র) বলেন, আহকাফ অর্থ পাহাড় বা গুহা।

আলী (রা) বলেন, আহকাফ হাজারা মাউতের বায়হুত নামক একটি উপত্যকা, যেখানে কাফিরদিগের আত্মা নিক্ষেপ করা হয়।

কাতাদা (র) বলেন, আহ্‌কাফ ইয়ামানে সমুদ্রের তীরে 'শাহার' নামক একটি জায়গা। আদ সম্প্রদায় সেখানেই বসবাস করিত। ইবন মাজাহ্ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্ আমাদিগের প্রতি এবং আদ জাতির ভ্রাতার প্রতি রহম করুন।"

وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ "যাহার পূর্বে ও পরে সতর্ককারীরা আসিয়াছে।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইহাদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম এবং শহরগুলিতেও সতর্ককারী রাসূলগণ পাঠাইয়াছিলেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا "আমি উহাকে পূর্বের ও পরের সকলের জন্য শিক্ষার বিষয় বানাইয়াছি।"

অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

فَانْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُوْدَ اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اللّٰهَ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

"যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তাহা হইলে আপনি বলিয়া দিন যে, আমি তোমাদিগকে আদ ও সামূদ সম্প্রদায়ের ন্যায় তোমাদিগকেও আযাবের ভয় দেখাইয়াছি। তাহাদিগের পূর্বে ও পরে রাসূল আসিয়াছিলেন। তাঁহারা এই বলিয়াছিলেন, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারো ইবাদত করিও না। আমি তোমাদিগের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করিতেছি।" ইহার পর তাহারা হুদ (আ)-কে উত্তর দিয়াছিল যে,

قَالُوْا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ الِهَتِنَا "তাহারা বলিল, তুমি কি আমাদিগকে দেব-দেবীগুলির পূজা হইতে নিবৃত্ত করিতে আসিয়াছ।"

فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ "তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছে উহা আনয়ন কর।

অর্থাৎ তাহারা আযাব অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব মনে করিয়া উহার ত্বরিত আগমন কামনা করিয়াছিল। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন,

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِهَا "যাহারা আযাবের প্রতি ঈমান রাখে না উহারা তাহা ত্বরিৎ কামনা করে।"

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ "তিনি বলিলেন, ইহার জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট আছে।" অর্থাৎ তোমাদিগের ব্যাপারে আল্লাহ্ই ভালো জানেন। তিনি যখন তোমাদিগকে শাস্তির উপযোগী মনে করিবেন কেবল তখনই শাস্তি নাযিল করিবেন। আমার দায়িত্ব তো শুধু আল্লাহ্‌র বাণী তোমাদিগের কানে পৌঁছে দেওয়া। তবে وَلٰكِنِّىْ اَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ "কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়।" অর্থাৎ আমি বিলক্ষণ দেখিতেছি যে, তোমরা নিতান্ত অবুঝ-নির্বোধ।

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ "অতঃপর যখন উহাদিগের উপত্যকার দিকে মেঘ আসিতে দেখিল।" অর্থাৎ যখন তাহারা তাহাদিগের নিকট আযাব আসিতে দেখিল, তখন তাহারা ভাবিল যে, উহা মেঘ, তাহাদিগকে বৃষ্টি দান করিবে। তাই তাহারা আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল। কারণ তাহাদিগের বৃষ্টির খুবই প্রয়োজন ছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

بَلْ هُوَ مَااسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ

"ইহাই তো তাহা তোমরা যাহা ত্বরান্বিত করিতেছিলে, ইহাতে রহিয়াছে এক ঝড় মর্মন্তুদ শাস্তি বহনকারী। অর্থাৎ ইহা সেই আযাব যাহার সম্পর্কে তোমরা বলিয়াছিলে, তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ উহা আনয়ন কর।

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْئٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا "আল্লাহ্‌র নির্দেশে ইহা প্রতিটি বস্তুকে ধ্বংস করিয়া দিবে।" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশেই এই আযাববাহী মেঘ তাহাদিগের জনপদের সব কিছু তছনছ করিয়া ফেলিবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন,

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْئٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ "আযাব যে স্থান অতিক্রম করিত উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিত।" তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَاَصْبَحُوْا لاَيُرٰى اِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ "উহাদিগের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই রহিল না।" অর্থাৎ ঝড়ে তাহারা সকলেই ধ্বংস হইয়া গেল। ধ্বংসের করাল গ্রাস থেকে কেইই রেহাই পাইল না।

كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ "অপরাধী সম্প্রদায়কে আমি এইভাবে প্রতিফল দিয়া থাকি।"

অর্থাৎ আমার রাসূলদিগকে যাহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং আমার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহাদিগকে আমি এইভাবে শাস্তি দিয়া ধ্বংস করি। ইহাই আমার নীতি। নিতান্ত একটি "গরীব" হাদীসে আদ জাতির যে কাহিনী বিবৃত হইয়াছে উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ইমাম আহমদ (র) ..... হারিছ বকরী (র) হইতে বর্ণনা করেন। হারিছ বকরী (র) বলেন ঃ আমি আলা ইব্ন হাজরামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যাইতেছিলাম। রাস্তায় তামীম গোত্রের এক বৃদ্ধার সাথে সাক্ষাৎ হইল, যাহার কাছে যানবাহনের কোন ব্যবস্থা ছিলো না। বৃদ্ধা আমাকে বলিল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! একটি বিশেষ প্রয়োজনে আমি রাসূল (সা)-এর নিকট যাইতে চাই; তুমি কি আমাকে হুযূরের নিকটে পৌঁছাইয়া দিবে? আমি সম্মত হইয়া তাহাকে আমার সওয়ারীর পিছনে বসাইয়া মদীনায় পৌঁছিলাম। দেখিলাম, মসজিদে নববীতে অসংখ্য লোকের ভীড়। তিল ধারণের ঠাঁই নাই। একটি কালো পতাকা উড়িতেছে। হযরত বিলাল (রা) তরবারী হাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে দণ্ডায়মান। ব্যাপার কি জানিতে চাইলে লোকেরা আমাকে বলিলঃ হুযূর (সা) হযরত 'আমর ইবনুল আস (রা)-কে কোন অভিযানে পাঠানোর প্রস্তুতি নিতেছেন। আমি মসজিদের এক কোণায় চুপচাপ বসিয়া পড়িলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার ঘরে তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন। আমি

অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে ঘরে ঢুকিবার অনুমতি দিলেন। আমি সালাম বলিয়া হুযূরের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বনু তামীমের সাথে তোমার কোন মতবিরোধ ছিলো কি? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, তবে আমিই ছিলাম বিজয়ী। এই সফরে বনূ তামীমের এক অসহায় বৃদ্ধার সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। আপনার কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য আবেদন করিলে তাহাকে লইয়া আপনার দরবারে আসিয়াছি। ঐ তো সে আপনার অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। হুযূর (সা) বলিলেন, তাহাকেও ভিতরে লইয়া আস। আমি তাহাকে ভিতরে লইয়া আসিলাম। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যদি ভালো মনে করেন তাহা হইলে বনূ তামীম ও আমাদের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া দিন। আমার এই কথা বৃদ্ধার আত্মমর্যাদায় আঘাত হানিল এবং সে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, হুযূর! তাহা হইলে বিপদগ্রস্ত কোথায় আশ্রয় নিবে। আমি বলিলাম, আমার উপমা হইল যাহা আদে আওয়াল বলিয়াছিল। আমার বাহন জন্তু তাহার মৃত্যুকে বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছে। আমি জানিতাম না যে, বৃদ্ধাটি আমার সাথে এমন শত্রুতা করিবে। আল্লাহ না করুন, আমি যেন আদ জাতির প্রতিনিধির ন্যায় হইয়া না যাই।

রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আদ জাতির প্রতিনিধির ঘটনা কি? অথচ তিনি এই ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক অবগত ছিলেন। আমি বলিলাম, আদ জাতির জনবসতিতে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দিলে তাহারা কায়ল নামক একজন দূতকে কোন এক স্থানে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে লোকটি মুআবিয়া ইব্‌ন বকরের কাছে অবস্থান করিয়া মদপান ও জারাদাহ নামক তাহার দুই বাঁদীর গান বাজনায় এমনভাবে মত্ত হইয়া গেল যে, এইভাবে তাহার একমাস কাটিয়া যায়। একমাস অতিবাহিত হওয়ার পর লোকটি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া জাবালে সাহারায় গিয়া উপস্থিত হয়। অতঃপর সে বলিল, হে আল্লাহ! তুমি তো জানো আমি কোন রোগীর চিকিৎসা করিতে কিংবা কোন কয়েদীর মুক্তিপণ আদায় করিতে আসি নাই। ইলাহী! তুমি আদ জাতির অভাব দূর করিয়া দাও, তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় পানি দান করো। মুহূর্ত পর আকাশে কয়েক খণ্ড কালো মেঘ দেখা দিল এবং তন্মধ্য হইতে এই আওয়াজ আসিল যে, ইহাদের মধ্য হইতে যাহা ইচ্ছা তুমি পছন্দ করিয়া নাও। লোকটি গাঢ় কালো বর্ণের মেঘ খণ্ডটি পছন্দ করিয়া লইল। অতঃপর আওয়াজ আসিল যে, এই মেঘখণ্ডকে গ্রহণ কর যাহা ছাই বানাইয়া সমূলে ধ্বংসকারী। আদ জাতির কেউ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি যতটুকু জানি তুফানের ভাণ্ডার হইতে আমার হাতের এই আংটি পরিমাণ বাতাসই তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। আবূ ওয়ায়েল বলেন ঃ এই বর্ণনাটি যথার্থই সঠিক।

আরবে নিয়ম ছিল যে, কোন পুরুষ বা মহিলাকে দূতরূপে কোথাও পাঠানো হইলে তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইত, "খবরদার! আদ জাতির প্রতিনিধির ন্যায় করিও না।" তিরমিযী, নাসায়ী এবং ইব্‌ন মাজাহতেও এই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহা পূর্বে সূরা আ'রাফে বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ..... আয়িশা (র) হইতে বর্ণনা করেন, আয়িশা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কখনও দাঁত বাহির করিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে দেখি নাই। তিনি মুচকি হাস্য করিতেন। তিনি আরো বলেন, আকাশে মেঘ দেখা দিলে কিংবা ঝড় প্রবাহিত হইলে তাঁহার চেহারা মোবারক চিন্তাযুক্ত মনে হইত। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল, মানুষ আকাশে মেঘ দেখিলে বৃষ্টির আশায় আনন্দিত হয়। কিন্তু আপনার চেহারায় চিন্তার ছাপ দেখিতে পাই। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ আয়িশা, এই মেঘ বা বায়ু আযাব বহন করিয়া আনিবে না এই ব্যাপারে আমি কি করিয়া আশ্বস্ত হইতে পারি? পূর্ব যুগের একটি জাতিকে কেবল বায়ু দ্বারাই ধ্বংস করা হইয়াছিল। একটি জাতি আযাববাহী মেঘ দেখিয়া বলিয়াছিল ঃ ইহা আমাদিগকে বৃষ্টি দান করিবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এই হাদীসটি ইবন ওহব (র) সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

অপর একটি হাদীস ঃ ইমাম আহমদ (র) ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আকাশপ্রান্তে কোন মেঘ উঠিতে দেখিলে যাবতীয় কাজ ছাড়িয়া দিতেন, এমনকি সালাতরত থাকিলেও। অতঃপর এই দোয়া পাঠ করিতেন ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ عَافِيَتِهٖ "হে আল্লাহ ইহার অনিষ্ট হইতে আমি তোমার নিকট পানাহ চাই।" অতঃপর আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেলে তিনি আল্লাহ পাকের প্রশংসা করিতেন, আর বৃষ্টি বর্ষিত হইলে বলিতেন ঃ اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا "হে আল্লাহ মঙ্গলজনক বৃষ্টি দান কর।"

অপর একটি হাদীস ঃ মুসলিম (র) স্বীয় সহীহ্ মুসলিমে আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, ঝড়-তুফান শুরু হইলে নবী করীম (সা) বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَافِيْهَا وَخَبْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّمَا اُرْسِلَتْ بِهٖ-

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উহার, উহার মধ্যে যাহা রহিয়াছে তাহার এবং উহা যাহা বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছে তাহার মঙ্গল কামনা করিতেছি এবং উহার, উহার মধ্যে যাহা রহিয়াছে তাহার এবং উহা যাহা বহন করিয়া আনিয়াছে তাহার অনিষ্ট হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।"

আয়িশা (রা) বলেন ঃ আকাশে মেঘ উঠিলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারার রং পরিবর্তন হইয়া যাইত এবং তিনি একবার ঘর হইতে বাহির হইতেন, সামনে অগ্রসর হইতেন আবার পিছন দিকে ফিরিয়া যাইতেন। বৃষ্টি বর্ষিত হইলে তিনি চিন্তামুক্ত হইতেন। হযরত আয়িশা (রা) উহা বুঝিতে পারিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আদ জাতি আযাব বহনকারী মেঘ দেখিয়া বলিয়াছিল, ইহা আমাদিগকে বৃষ্টি দান করিবে। আমার ভয় হয় ইহা যেন তেমন হইয়া না যায়। সূরায়ে আ'রাফে হযরত হুদ (আ) ও আদ জাতির ধ্বংসের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। তাই পুনরায় এইখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। (সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য।)

তাবারানী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আদ জাতির উপর কেবল একটি আংটি পরিমাণ বায়ু প্রবাহিত করা হইয়াছিল। এই বায়ু প্রথমত গ্রামবাসীদের উপর অতঃপর শহারবাসীদের উপর প্রবাহিত হইয়াছিল। উহা দেখিয়া তাহারা বলিতে শুরু করিয়াছিল যে, এই তো মেঘ আসিতেছে, উহা আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। কিন্তু বায়ু পল্লীবাসীদিগকে বহন করিয়া শহরবাসীদের উপর নিক্ষেপ করিল। ফলে সকলেই ধ্বংস হইয়া গেল।" (আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।)

(٢٦) وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَآ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْـِٕدَةً ۖ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ اَبْصَارُهُمْ وَلَآ اَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

(٢٧) وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

(٢٨) فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ۗ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

২৬. আমি উহাদিগকে যে, প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলাম তোমাদিগকে উহা দিই নাই; আমি উহাদিগকে দিয়াছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু এইগুলি উহাদিগের কোন কাজে আসে নাই। কেননা উহারা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করিয়াছিল। যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত উহাই উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল।

২৭. আমি তো ধ্বংস করিয়াছিলাম তোমাদিগের চতুষ্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ; আমি উহাদিগকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করিয়াছিলাম, যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে সৎপথে।

২৮. উহারা আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা উহাদিগকে সাহায্য করিল না কেন? বস্তুত উহাদিগের ইলাহ্গুলি উহাদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িল। উহাদিগের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম এইরূপই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, আমি পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে সন্তান-সন্ততি, প্রভাব- প্রতিপত্তি আর সম্পদের প্রাচুর্য দান করিয়াছিলাম; উহার কিছুই এখনও তোমাদিগকে দেওয়া হয় নাই। তাহাদিগকে চোখ, কান, অন্তর সব কিছুই দিয়াছিলাম।

فَمَا أَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ اَبْصَارُهُمْ وَلاَ أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْئٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِئُوْنَ-

"কিন্তু তাহাদিগের কর্ণ, তাহাদিগের চক্ষু এবং তাহাদিগের অন্তর তাহাদিগের কোন কাজে আসে নাই। কেননা উহারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করিত। যাহা লইয়া উহারা উপহাস করিত উহাই উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল।"

অর্থাৎ যে আযাব উহারা অস্বীকার করিত এবং যাহার বাস্তবায়নকে অসম্ভব মনে করিত। অবশেষে উহাই উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া লইল। অতএব তোমরা উহা-দিগের ন্যায় হইও না। অন্যথায় উহাদিগের ন্যায় তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে আযাবে নিপতিত হইবে এবং সমূলে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرٰى আমি তোমাদের চতুষ্পার্শ্বের জনপদকে ধ্বংস করিয়াছিলাম। অর্থাৎ হে মক্কার অধিবাসিগণ, তোমরা তোমাদের আশপাশে একটু তাকাইয়া দেখ যে, কত সম্প্রদায় ও জাতিকে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি এবং নির্মমভাবে তাহারা তাহাদের অপকর্মের প্রতিফল ভোগ করিয়াছে। মক্কার আশে-পাশের যাহারা আল্লাহর রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে অস্বীকার করিয়াছিল; আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। যেমন ইয়ামানের

নিকটে হাজারা মাউতের 'আহকাফ' নামক অঞ্চলের অধিবাসী আদ জাতির অবস্থার প্রতি একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করো। তোমাদের এবং শামের মধ্যবর্তী এলাকার 'সামূদ' জাতির পরিণাম নিয়েও চিন্তা করো। ইয়ামান ও মাদইয়ানের 'সাবা' জাতির পরিণামও দেখো। 'সাবা' ছিল মক্কাবাসীদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের যাতায়াতের পথে। লূত সম্প্রদায়ের বুহাইরাদের থেকেও তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পার। ইহারাও মক্কা-বাসীদের যাতায়াতের পথে ছিল।

وَصَرَّفْنَا الْاٰيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ আমি নিদর্শনসমূহকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি, যেন তাহারা ভ্রান্ত পথ হইতে সুপথে ফিরিয়া আসে।

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً "উহারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে ইলাহ্ বানাইয়াছিল তাহারা উহাদিগকে সাহায্য করিল না কেন?"

অর্থাৎ মুশরিকরা আল্লাহকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করিয়াছিল, প্রয়োজনের সময় তাহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে কি? অবশ্যই নয়।

بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ "বস্তুত তাহারা উহাদিগের হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িল।"। অর্থাৎ অনুসারীদিগকে সাহায্য করা তো দূরের কথা তাহারা নিজেরাই তদপেক্ষা অধিক বিপদগ্রস্ত হইয়া কাটিয়া পড়িল।

ذٰلِكَ اِفْكُهُمْ উহা তাহাদিগের মিথ্যা উক্তি।

وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ "উহা তাহাদিগের অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম।"

অর্থাৎ দেবতাগুলিকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করা তাহাদিগের অলীক উদ্ভাবন মাত্র। ইহার কোন ভিত্তি নাই। ফলে তাহাদিগের ইবাদত করিয়া তাহাদিগের উপর ভরসা করিয়া হতভাগারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হইয়াছে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

(٢٩) وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ○

(٣٠) قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

(৩১) يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ○

(৩২) وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ۚ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ○

২৯. স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম একদল জ্বিনকে যাহারা কুরআন পাঠ শুনিতেছিল, যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল, উহারা একে অপরকে বলিতে লাগিল, 'চুপ করিয়া শ্রবণ কর।' যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হইল উহারা উহাদিগের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল সতর্ককারীরূপে।

৩০. উহারা বলিয়াছিল, 'হে আমাদিগের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করিয়াছি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে মূসার পরে ইহা উহার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।

৩১. 'হে আমাদিগের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদিগের পাপ ক্ষমা করিবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।'

৩২. কেহ যদি আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তাহাদিগের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না। উহারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ স্মরণ কর, যখন আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম একদল জ্বিনকে যাহারা কুরআন পাঠ শুনিয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র) ..... যুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাটি 'নাখ্‌লাহ' নামক স্থানে সংঘটিত হইয়াছে। নবী করীম (সা) তখন ইশার সালাত আদায় করিতেছিলেন।

كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا "তাহারা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল" এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় সুফিয়ান (র) বলেন, তাহারা একে অপরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিলেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর বর্ণনানুযায়ী এরা ছিল নাসীবীনের অধিবাসী, সংখ্যায় ছিল তারা সাতজন। ইমাম আহমদ ও বায়হাকী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, হুযূর (সা) জ্বিনদেরকে শুনাইবার উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করেননি। তিনি তাহাদিগকে দেখেনও নাই। মহানবী (সা) সাহাবাদের সাথে ওকাজ বাজারে যাইতেছিলেন। এদিকে শয়তানও আকাশের সংবাদের মাঝে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হইয়া যায় এবং তাহাদের গায়ে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইতে শুরু হইয়া যায়। শয়তানরা আসিয়া তাহাদের সম্প্রদায়কে এই সংবাদ জানাইলে তাহারা বলিল ঃ নিশ্চয় নতুন কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। যাও, তোমরা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাহির কর। তাহারা ইহার তথ্য অনুসন্ধান করিবার জন্য চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহাদের যেই দলটি আরবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছিল 'নাখলাহ' নামক স্থানে আসিয়া তাহারা রাসূল (সা)-এর সাক্ষাৎ পায়। তিনি তখন ওকাজ বাজারে যাওয়ার পথে সাহাবাদিগকে লইয়া ফজরের সালাত আদায় করিতেছিলেন। কুরআন তিলায়াতের আওয়াজ শুনিয়া তাহারা থমকিয়া দাঁড়ায় এবং মনযোগ সহকারে কুরআন শুনিতে থাকে। ইহার পর তাহারা পরস্পর বলাবলি করে যে, ইহাই তোমাদের ও আকাশের খবরাখবরের মাঝে প্রতিবন্ধকতার কারণ। সেখান হইতে তাহারা দ্রুত প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছিয়া বলিতে শুরু করে ঃ

قَالُوْا يَاقَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا الْقُرْاٰنَ عَجَبًا يَّهْدِى اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا-

"আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনিয়াছি। যাহা সঠিক পথ নির্দেশ করে। ফলে আমরা উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি। আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করিব না।"

এইদিকে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অবহিত করেন। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ "আপনি বলিয়া দিন যে, একদল জ্বিন মনযোগ সহকারে কুরআন শ্রবণ করিয়াছে।"

এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমসহ তিরমিযী ও নাসায়ী ইত্যাদি হাদীসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (র) বলেন, জ্বিনেরা ওহী শ্রবণ করিত, একটি শব্দ তাহাদের কর্ণগোচর হইলে তাহার সাথে নিজেদের থেকে আরো দশটি শব্দ যোগ করিয়া লইত। ফলে তাহারা একটি সত্য কথা বলিলে মিথ্যা বলিত দশটি। ইতিপূর্বে তাহাদের প্রতি

তারকা নিক্ষেপ করার কোন নিয়ম ছিল না। কিন্তু মহানবী (সা)-এর আগমনের পর তাহাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইতে শুরু করে। তাহারা তাহাদের নির্ধারিত আসনে বসার সাথে সাথেই উহা নিক্ষেপ করা হইত, ফলে তাহারা আর তথায় অবস্থান করিতে পারিত না। তাহারা ইবলিসের নিকট এই অভিযোগ জানাইলে সে বলিল যে, নতুন কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। অতঃপর ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য ইবলিস তাহার সৈন্য-সামন্তকে চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে 'নাখলাহ্'র দুই পাহাড়ের মাঝে সালাতরত দেখিতে পাইল এবং ফিরিয়া গিয়া ইবলিসকে এই সংবাদ জানাইল। ইবলিস বলিল ঃ হ্যাঁ এই কারণেই আকাশকে সংরক্ষিত করা হইয়াছে এবং তোমাদের যাওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিরমিযী ও নাসায়ীর তাফসীর অধ্যায়েও এই বর্ণনাটি উল্লেখ করা হইয়াছে। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আইয়ুব (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। হাসান বসরী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানিতেন না। ওহীর মাধ্যমে তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ..... মুহাম্মদ বিন কা'ব কুরযী (র) সূত্রে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। তাহাতে হুযূর (সা)-এর তায়েফ সফর এবং তায়েফবাসীদিগকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান ও তাহাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা ইত্যাদির ঘটনা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং ইহাতে সেই উত্তম দোয়াটিও উল্লেখ করিয়াছেন যাহা মহানবী (সা) তায়েফের বিপদের মুহূর্তে পাঠ করিয়াছিলেন। দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْا ضُعْفَ قُوَّتِى وَقِلَّةَ حِيْلَتِى وَهَوَانِى عَلى النَّاسِ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ وَاَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ۔ وَاَنْتَ رَبِّىْ اِلَى مَنْ تَكِلْنِىْ اِلَىٰ عَدُوٍّ بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِىْ اَمْ اِلَىٰ صَدِيْقٍ قَرِيْبٍ مَلَكْتَهُ أَمْرِىْ اِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَىَّ فَلاَ اُبَالِىْ غَيْرَ اِنَّ عَافِيَتَكَ اَوْسَعُ لِىْ أَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِىْ أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَنْ يَّنْزِلَ بِىْ غَضَبَكَ اَوْ يَحُلَّ بِىْ سَخَطِكَ وَلَكَ الْعُتْبَى حَتّٰى تَرْضٰى وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ۔

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দুর্বলতা, নিঃসম্বলতা, ও মানুষের চোখে আমার মর্যাদাহীনতার অভিযোগ করিতেছি; হে পরম দয়ালু! তুমি সকলের চেয়ে অধিক দয়ালু ও স্নেহশীল তুমি দুর্বল ও অসহায়দের রব। তুমি আমার রব, তুমি

আমাকে কাহার হাতে সোপর্দ করিতেছ? দূরবর্তী কোন শত্রুর হাতে যে আমাকে অক্ষম করিয়া দিবে, নাকি নিকটবর্তী কোন বন্ধুর হাতে যাহাকে তুমি আমার ব্যাপারে ক্ষমতা দান করিয়াছ? আমার প্রতি যদি তোমার ক্রোধ না থাকে তাহা হইলে এই বিপদাপদের জন্য আমার কোন পরোয়া নেই। তবে যদি তুমি আমাকে নিরাপদ রাখ তাহা হইলে উহা আমার জন্য নিতান্তই আরামদায়ক। তোমার চেহারার যেই নূরের বদৌলতে অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে এবং ইহকাল ও পরকালের সবকিছুই সংশোধিত হইয়াছে তাহার উছিলায় পানাহ চাহিতেছি যে, তুমি আমার প্রতি তোমার ক্রোধ, অসন্তুষ্টি নিন্দা নাযিল করিও না। তোমার সন্তুষ্টি আমার একান্ত প্রয়োজন। নেককাজ করা ও বদকাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার ক্ষমতা তোমার-ই প্রদত্ত।"

রাবী বলেন, সেই সফর থেকে ফিরিবার পথে 'নাখলাহ' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রি যাপন করেন। সেই রাতেই নাসীবীনের জ্বিনেরা তাঁহার কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করে। এই বর্ণনাটিই বিশুদ্ধ। তবে এই রাত্রে জ্বিনদের কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণের ব্যাপারে আপত্তি রহিয়াছে। কারণ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জ্বিনদের কুরআন শ্রবণের ঘটনাটি ওহী নাযিল হওয়ার প্রথম দিকে সংঘটিত হইয়াছে আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তায়েফ সফর ছিল চাচা আবূ তালিবের ইন্তিকালের পর, হিজরতের এক বৎসর বা দুই বৎসর পূর্বের ঘটনা। ইব্ন ইসহাক (র) ও অন্যরা এই মতই ব্যক্ত করিয়াছেন।

আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, হুযূর (সা) 'নাখলাহ্' নামক স্থানে কুরআন তিলাওয়াত করিতেছিলেন। ইত্যবসরে জ্বিন দল তথায় আগমন করে। কুরআন শুনিয়া তাহারা নিশ্চুপ হইয়া যায়। সংখ্যায় ছিল তাহারা নয়জন। তন্মধ্যে একজনের নাম যুবায়াহ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ হইতে ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ পর্যন্ত নাযিল করেন। সুতরাং এই বর্ণনা আর আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের পূর্বোল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, তখন জ্বিনদের উপস্থিতি সম্পর্কে হুযূর (সা) অবগত ছিলেন না। তখন তাহারা কুরআন শ্রবণ করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের নিকট চলিয়া যায়। পরবর্তীতে প্রতিনিধিরূপে তাহারা দলে-দলে হুযূর (সা)-এর খেদমতে আসিতে থাকে। এই সম্পর্কিত হাদীস ও বিভিন্ন বর্ণনা যথাস্থানে আলোচিত হইবে ইনশাল্লাহ্।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) মা'আন ইব্ন আব্দুর রহমান (র) হইতে বর্ণনা করেন। মা'আন ইব্ন আব্দুর রহমান (র) বলেন ঃ আমি আমার আব্বাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি মাসরুককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি– যেই রাত্রে জ্বিনেরা কুরআন শুনিয়াছে সেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সেই সম্পর্কে কে সংবাদ দিয়াছিল? তিনি বলিলেন যে, তোমার পিতা ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন, একটি বৃক্ষ রাসূলুল্লাহ

(সা)-কে তাহাদের সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। হইতে পারে যে, এই সংবাদ প্রথমবারে দেওয়া হইয়াছিল আর আমরা ইতিবাচক বর্ণনাকে নেতিবাচক বর্ণনার উপর প্রাধান্য দিব। ইহাও হইতে পারে যে, যখন তাঁহারা কুরআন শ্রবণ করিতেছিল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) টের পান নাই। বৃক্ষটি তাহাদের সমবেত হওয়ার সংবাদ প্রদান করে। (আল্লাহ সর্বজ্ঞ)।

আবার ইহাও হইতে পারে যে, এই বর্ণনাটির সম্পর্ক পরবর্তীতে সংঘটিত ঘটনাসমূহের কোন একটির সাথে। হাফেজ বায়হাকী (র) বলেন, প্রথমবারে হুযূর (সা) জ্বিনদেরকে দেখিতে পান নাই এবং তাহাদিগকে শুনাইবার উদ্দেশ্যে ও কুরআন পাঠ করেন নাই। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের বর্ণনাটি এই প্রথম ঘটনা সম্পর্কে। তবে ইহার পর জ্বিনরা হুযূর (সা)-এর নিকট আসিলে হুযূর (সা) তাহাদিগকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনান এবং তাহাদিগকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত প্রদান করেন। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)-ও এই ধরনের বর্ণনা দিয়াছেন।

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের (র) বর্ণনাসমূহ

ইমাম আহমদ (র) ..... আলকামা (র) হইতে বর্ণনা করেন। আলকামা (র) বলেন যে, আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের কেহ কি সেই রাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিল? উত্তরে তিনি বলিলেন, না কেউ ছিলেন না। তবে এক রাতে আমরা হুযূর (সা)-কে মক্কায় হারাইয়া ফেলিলাম। তখন আমরা ভাবিলাম যে, হয়তো তিনি শত্রুর কবলে পড়িয়াছেন, শত্রুরা হয়তো তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে। আমরা সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলাম। বড়ই অশান্তিতে আমরা সেই রাতটি অতিবাহিত করি। সুবহে সাদেকের সামান্য পূর্বে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, তিনি হেরা গুহার দিক হইতে আসিতেছেন। আসার পর আমরা আমাদের রাতের অবস্থা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, আমার নিকট জ্বিনদের একজন দূত আসিয়াছিল। তাহার সাথে গিয়া আমি জ্বিনদিগকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনাইয়াছি। অতঃপর তিনি আমাদিগকে লইয়া গিয়া তাহাদের চিহ্ন ও আগুনের চিহ্ন দেখাইলেন। শা'বী (র) বলেন, তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পাথেয় চাহিয়াছে। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ যেই হাড্ডির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হইবে উহা পূর্বের তুলনায় অধিক গোশতে পরিপূর্ণ হইয়া তোমাদের হস্তগত হইবে এবং মল ও গোবর তোমাদের পশুদের খাদ্য। অতএব হে মুসলমানগণ! তোমরা উহা দ্বারা ইস্তেঞ্জা করিও না। কারণ উহা তোমাদের ভাইদের খাদ্য।" ইমাম মুসলিম (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জরীর (র) ..... উবাইদুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন। উবাইদুল্লাহ্ (র) বলেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "আমি হাজুন নামক স্থানে দাঁড়াইয়া জ্বিনদিগকে কুরআন শুনাইয়া রাত অতিবাহিত করিয়াছি।"

আরেক সূত্রে ইব্‌ন জারীর (র) ..... শামের অধিবাসী আবূ উসমান ইব্‌ন শায়বাহ খুযায়ী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ উসমান ইব্‌ন শায়বাহ খুযায়ী (র) বলেন ঃ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন মক্কায় সাহাবীদিগকে বলিলেন ঃ জ্বিনদের কার্যকলাপ দেখিবার জন্য যাহারা রাত্রে আমার সাথে যাইতে চাও চল। কিন্তু আমি ব্যতীত কেহ যায় নাই। তিনি আমাকে লইয়া মক্কার উঁচু স্থানে পৌঁছার পর নিজের পা দ্বারা একটি বৃত্ত আঁকিয়া "তুমি এইখানে বসিয়া থাক" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন এবং এক স্থানে দাঁড়াইয়া কুরআন তিলাওয়াত করিতে শুরু করিলেন। তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনিয়া অসংখ্য জ্বিন তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। এমনকি আমি আর হুযূর (সা)-কে দেখিতে পাইলাম না এবং তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম না। অতঃপর আমি দেখিতে পাইলাম যে, আকাশের মেঘখণ্ডের ন্যায় তাঁহারা এদিক সেদিক ছুটিয়া যাইতে লাগিল। সেইখানে মাত্র অল্প কয়েকজন রহিয়া গেল। ফজরের সময় হুযূর (সা) অবসর হইয়া ব্যক্তিগত প্রয়োজন সারিয়া আমার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন অবশিষ্ট জ্বিনেরা কোথায়? আমি বলিলাম, ঐ তো উহারা ঐখানে। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে কিছু হাড্ডি ও গোবর দিলেন। অতঃপর তিনি এই দুই বস্তু দ্বারা ইস্তিঞ্জা করিতে নিষেধ করিয়া দেন। ইমাম বায়হাকী দালায়েলে নবুওয়াতে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই (র) ..... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে এই হাদীসটি অবিকল বর্ণনা করেন। হাফিজ আবূ নু'আইম (র) ..... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(আরেক সূত্রে) হাফিজ আবূ নু'আইম (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে সাথে লইয়া এক জায়গায় উপস্থিত হন। তিনি একটি বৃত্ত আঁকিয়া আমাকে বলিলেন, 'তুমি ঠিক এই স্থানে দাঁড়াইয়া থাক। সাবধান! এই বৃত্ত হইতে বাহির হইবে না। অন্যথায় ধ্বংস হইয়া যাইবে।"

আরেক সূত্রে ঃ ইব্‌ন জারীর (র) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গায়লান সাকাফী (র) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গায়লান (র) ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, শুনিয়াছি আপনি নাকি জ্বিন প্রতিনিধি দলের রাতে হুযূর (সা) এর সাথে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করিয়া বলেন যে, নবী (সা) একটি বৃত্ত আঁকিয়া আমাকে বলিলেন, 'তুমি এই বৃত্ত হইতে বাহির হইও না।' সকালে আসিয়া হুযূর (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি ঘুমাইয়াছিলে?' আমি বলিলাম, জ্বি-না আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কয়েকবারই লোকদের

থেকে সাহায্য প্রার্থনা করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু আমি শুনিতে পাইয়াছিলাম যে, আপনি তাহাদিগকে লাঠি দ্বারা শাসন করিতেছেন এবং বলিতেছেন যে, বসিয়া পড়। হুযূর (সা) বলিলেন, আমার আশংকা হইতেছিল যে, তুমি যদি বৃত্ত হইতে বাহির হও তাহা হইলে তাহারা তোমাকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কিছু দেখিয়াছ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, সাদা পোষাক পরিহিত কয়েকজন লোক দেখিয়াছি। হুযূর (সা) বলিলেন, উহারা নাসীবীনের জ্বিন। আমার নিকট উহারা খাদ্য চাহিয়াছে। আমি তাহাদিগকে হাড্ডি ও গোবর দিয়াছি। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! উহাতে তাহাদের কি লাভ হইবে? বলিলেন, তাহাদের হাত লাগার সাথে সাথে প্রতিটি হাড্ডি পূর্বের ন্যায় গোশ্‌তে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। আর খাওয়ার পূর্বে যাহা ছিল গোবরে তাহা পাওয়া যাইবে। অতএব কেহ যেন হাড্ডি বা গোবর দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করে।

আরেক সূত্র ঃ হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) ..... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আমাকে সাথে করিয়া লইয়া যান। অতঃপর তিনি বলেন ঃ পনেরজন জ্বিন যাহারা পরস্পর চাচাতো ও ফুফাতো ভাই ছিল আজ রাত আমার কাছে কুরআন শ্রবণ করিবার জন্য আসিবে। অতঃপর আমি তাঁহার সাথে এক স্থানে গিয়া পৌঁছি। তিনি একটি বৃত্ত আঁকিয়া উহার মধ্যে আমাকে বসাইয়া রাখিয়া বলিলেন ঃ এই স্থান হইতে বাহির হইও না। আমি সারা রাত সেখানে কাটাইলাম। ফজরের সময় তিনি কিছু হাড্ডি, গোবর ও কয়লা হাতে লইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, এই জিনিষগুলি কখনও ইস্তিঞ্জায় ব্যবহার করিও না। রাসূলুল্লাহ (সা) যেই জায়গায় গিয়া ছিলেন সকাল বেলায় আমি সেই জায়গায় যাইয়া দেখি জায়গাটি এতই প্রশস্ত যে, সেখানে ষাটটি উট অবস্থান করিতে পারিবে।

(আরেক সূত্র) ইমাম বায়হাকী (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, জ্বিনের রজনীতে আমি মহানবী (সা) এর সাথে গিয়াছিলাম। হাজুন নামক স্থানে যাওযার পর তিনি একটি বৃত্ত আঁকিয়া আমাকে সেই বৃত্তের মধ্যে রাখিয়া তিনি জ্বিনদের নিকট গমন করেন। তাঁহারা হুযূর (সা)-এর চতুষ্পার্শ্বে জড়ো হয়। তাহাদের নেতা ওযারদান বলিল, ইহাদিগকে এদিক সরাইয়া আমি আপনাকে কষ্টমুক্ত করিয়া দিতেছি। হুযূর (সা) বলিলেন, আল্লাহর হাত হইতে কেউ আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

(আরেক সূত্র) ইমাম আহমদ (র) ..... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ জ্বিনের রজনীতে হুযূর (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কাছে কি পানি আছে? আমি বলিলাম, আমার কাছে পানি নাই বটে তবে এক

পাত্র নাবীয আছে। হুযূর (সা) বলিলেন, উত্তম খেজুরও পবিত্র পানি। আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) ইব্ন যায়দের সূত্রে একই সনদে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(আরেক সূত্র) ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন যে, তিনি জ্বিন রজনীতে হুযূর (সা)-এর সাথে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আব্দুল্লাহ! তোমার কাছে কি কোন পানি আছে? বলিলাম, আমার কাছে একটি পাত্রে কিছু নাবীয আছে। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ উহা দ্বারা আমাকে ওযূ করাও। অতঃপর তিনি ওযূ করিলেন এবং বলিলেন ঃ হে আব্দুল্লাহ! ইহা পানীয় ও পবিত্র বস্তু। এই সনদে শুধু আহমদ (র)-ই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। দারে কুতনী (র) হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে অন্য সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

(আরেক সূত্র) ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণণা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, জ্বিন প্রতিনিধির রজনীতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি জোরে শ্বাস টানিতেছিলেন। আমি বলিলাম ঃ হুযূর, আপনার কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, "আমার নিকট আমার ইন্তিকালের সংবাদ আসিয়াছে" হে ইব্ন মাসউদ! মুসনাদে আহমাদে সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় এই হাদীসটি উল্লেখ করা হইয়াছে। দালায়েলে নুবুওতে হাফিজ আবূ নু'আইম (র) হাদীসটি ...... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, জ্বিন প্রতিনিধির রজনীতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম। ফিরিয়া আসার পর তিনি খুব জোরে শ্বাস টানিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, হুযূর, আপনার কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, আমার নিকট আমার মৃত্যুর সংবাদ আসিয়াছে। আমি বলিলাম, তাহা হইলে এখন খলিফা নির্বাচন করিয়া দিন। হুযূর বলিলেন, কাহাকে খলিফা নির্বাচন করিব? আমি বলিলাম আবূ বকর (রা)-কে। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। আবার শ্বাস টানিতে শুরু করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতাপিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, বলুন না, আপনার কি হইয়াছে? হুযূর (সা) বলিলেন, আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হইয়াছ। আমি বলিলাম হুযূর তবে একজন খলিফা নির্বাচন করিয়া দিন। তিনি বলিলেন, কাহাকে? আমি বলিলাম, উমর (রা)-কে। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন ও পুনরায় শ্বাস টানিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কি হইয়াছে, একটু বলুন না। তিনি বলিলেন, আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। আমি বলিলাম, হুযূর, তাহা হইলে একজন খলিফা

নিযুক্ত করিয়া দিন। হুযূর (সা) বলিলেন, কাহাকে? আমি বলিলাম, আলী ইব্ন আবূ তালিবকে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁহার হাতে আমার জীবন! মানুষ যদি তাঁহার আনুগত্য করে তাহা হইলে সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। এই হাদীসটি নিতান্তই গরীব এবং হাদীসটি সংরক্ষিত না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। আর সহীহ মানিয়া লইলেও বলিতে হইবে যে, এই ঘটনাটি ঘটিয়াছে মদীনায়। সেখানেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জ্বিনদের প্রতিনিধি দল আসিয়াছিল। কারণ হুযূর (সা)-এর ওফাত হইয়াছিল মক্কা বিজয়ের পর। তখন মানুষ ও জ্বিন দলে দলে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করিয়াছে। এবং সূরায়ে নাস্র অবতীর্ণ করিয়া আল্লাহ তা'আলা হুযূর (সা) -কে ইন্তিকালের সংবাদ দিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এই ব্যাপারে বক্তব্য পেশ করিয়াছেন এবং হযরত উমর (রা) তাহাতে একমত পোষণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীস সূরায়ে নাস্রের ব্যাখ্যায় উল্লেখ্য করা হইবে ইনশাআল্লাহ।

আবূ নু'আইম (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। খলিফা নির্বাচনের কথাও সেখানে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এই সূত্রটি গরীব এবং বিষয়টি বিস্ময়কর।

(আরেক সূত্র) ইমাম আহমদ (র) ..... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার চতুষ্পার্শ্বে বৃত্ত আঁকিয়া দিয়া বলিলেন, তুমি এই বৃত্ত হইতে বাহির হইও না। আমি তাহাদিগকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনাইব। তাঁহারা ছিল খর্জুর বৃক্ষের ন্যায় লম্বা। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সাথে কি পানি আছে? আমি বলিলাম, না। হুযূর (সা) বলিলেন, তোমার সাথে কি নাবীয আছে? আমি বলিলাম, হ্যাঁ আছে। অতঃপর তিনি উহা দ্বারা ওযূ করিলেন।

وَاِذْ صَرَفْنَا نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ "যখন আমি জ্বিনদিগকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছি"— এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আবূ হাতিম (র)..... ইকরামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইকরামা (র) বলেন ঃ জ্বিনরা ছিল জাযীরায়ে মাওছেলের অধিবাসী। সংখ্যায় ছিল তাহারা বার হাজার। নবী করীম (সা) একটি বৃত্ত আঁকিয়া আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে বলিলেন, আমি আসা পর্যন্ত এইখানে অপেক্ষা করো। খবরদার! এই বৃত্ত হইতে বাহির হইও না। কিন্তু ইব্ন মাসউদ (রা) তাহাদিগকে দেখিয়া চলিয়া যাইতে চাহিলেন। তবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা স্মরণ করিয়া আর বাহির হইলেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে বলিলেন ঃ তুমি যদি বৃত্ত হইতে চলিয়া যাইতে তাহা হইলে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তোমার আমার সাক্ষাৎ ঘটিত না।

(আরেক সূত্র) وَاِذْ صَرَفْنَا نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে সায়ীদ ইব্ন আবূ আরুবাহ (র) কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, কাতাদাহ (র) বলেন ঃ শুনিয়াছি যে, জ্বিনরা নিনওয়াহ হইতে মহানবী (সা)-এর নিকট আসিয়াছিলেন। নবী করীম (সা) বলিয়াছিলেন যে, জ্বিনদিগকে কুরআন তিলাওয়াত করিয়া শুনাইবার জন্য আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তোমাদের মধ্য হইতে আমার সাথে কে যাইতে চাও? কিন্তু সকলেই মাথা ঝুঁকাইয়া রহিল। তিনি পুনরায় অনুরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কেহ সাড়া দিল না। তৃতীয়বার অনুরূপ জিজ্ঞাসা করার পর হোযাইল গোত্রের আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হুযূর (সা)-এর সংগে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। হুযূর (সা) তাঁহাকে সংগে লইয়া হাজুন ঘাঁটিতে পৌছিলেন এবং একটি বৃত্ত আঁকিয়া তাঁহাকে সেখানে বসাইয়া রাখিয়া তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, 'আমি দেখিতে পাইলাম যে, শকুনের ন্যায় কতিপয় প্রাণী আগমন করিতেছে। কিছুক্ষণ পর আমি প্রচণ্ড একটি হট্টগোলের আওয়াজ শুনিতে পাইয়া রাসূলের ব্যাপারে ভয় পাইলাম।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) কুরআন তিলাওয়াত করিলেন। ফিরিয়া আসার পর আমি নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কিসের হট্টগোল শুনিতে পাইলাম? হুযূর (সা) বলিলেন, তাহারা একজন নিহত ব্যক্তি লইয়া ঝগড়া করিতেছিল, ন্যায় সংগতভাবে উহার মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম এই বর্ণনাটি মুরসাল রেওয়ায়াত করিয়াছেন।

এই সব ঘটনাবলী দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হুযূর (সা) স্বেচ্ছায় যাইয়া জ্বিনদিগকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিয়াছেন এবং প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা দিয়াছেন। তবে প্রথমবারে যখন তাঁহারা কুরআন শুনিয়াছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে দেখেন নাই এবং তাঁহাদের সম্পর্কে তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা দ্বারা ইহাই বুঝা যায়। ইহার পর তাহারা প্রতিনিধিরূপে হুযূর (সা)-এর নিকট আসিলে হুযূর (সা) তাহাদিগকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনান। তখন ইব্ন মাসউদ (রা) হুযূরের সাথে গিয়াছিলেন বটে তবে ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না। ইব্ন মাসউদ (রা) ব্যতীত অন্য কেউ হুযূর (সা)-এর সাথে যান নাই। ইহাও হইতে পারে যে, প্রথমবার হুযূর (সা)-এর সাথে কেহ ছিলেন না। ইমাম আহমদ (র)-এর বর্ণনার দ্বারা ইহাই বুঝা যায়। অতঃপর অন্য এক রাত্রে আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হুযূরের সাথে গিয়াছিলেন। যেমন ঃ

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ (বল আমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আবূ হাতিম ইব্ন জুরাইজের হাদীস হইতে এই ধরনের বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাও

বর্ণিত আছে যে, নাখলায় যেই জ্বিনেরা হুযূর (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করিয়াছিল তাহারা ছিল নিনওয়াবাসী আর মক্কায় যাহারা সাক্ষাৎ করিয়াছে তাহারা ছিল নাসীবীনের অধিবাসী।

আর বায়হাকী (র) বলেন, যেই বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, আমরা চরম অশান্তিতে সেই রাতটি অতিবাহিত করিয়াছি সেইখানে আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) ব্যতীত অন্যদের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) ..... আমর (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমর (র) বলেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা) হুযূর (সা)-এর বিশেষ প্রয়োজন ও ওযূর জন্য পানির পাত্র লইয়া হুযূর (সা)-এর সাথে যাইতেন। নিয়মানুযায়ী একদিন তিনি হুযূর (সা)-এর পিছনে পিছনে গেলেন। হুযূর (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? উত্তর দিলেন, আমি আবূ হুরায়রা। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ ইস্তেঞ্জার জন্য ঢিলা লইয়া আস কিন্তু হাড্ডি আর গোবর আনিও না। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর আমি আঁচলে করিয়া কয়েকটি পাথর আনিয়া হুযূর (সা)-এর পার্শ্বে রাখিয়া দিলাম। তিনি প্রয়োজন সারিয়া দাঁড়াইলে আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম এবং বলিলাম হে আল্লাহর রাসূল! হাড্ডি আর গোবর আনিতে নিষেধ করিলেন কেন, জানিতে পারি কি? বলিলেন ঃ নাসীবীনের একদল জ্বিন আমার নিকট আসিয়া খাদ্য প্রার্থনা করিয়াছিল। আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করিলাম যে, তাহারা যেই হাড্ডি আর গোবর অতিক্রম করিবে তাহা যেন খাদ্যে পরিণত হইয়া যায়। ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রন্থে এই ধরনের একটি হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এই হাদীস আর উপরে বর্ণিত হাদীসগুলি দ্বারা বুঝা যায় যে, জ্বিন প্রতিনিধি দল হুযূর (সা)-এর নিকট উহার পর আরো কয়েকবার আগমন করিয়াছে। এখন ঐ হাদীসগুলি উল্লেখ করিব যাহা দ্বারা হুযূর (সা)-এর নিকট জ্বিনদের একাধিকবার আগমনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইব্ন জারীর (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) وَإِذْ صَرَفْنَا نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাহারা নাসীবীনের অধিবাসী ছিল। সংখ্যায় ছিল তাঁহারা সাতজন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে নিজের পক্ষ হইতে দূতরূপে তাহাদের সম্প্রদায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ইহারা ছিল সাতজন। তিনজন হেরানের অধিবাসী আর চারজন নাসীবীনের অধিবাসী। তাহাদের নাম হইল ঃ (১) হাছী (২) হাছা (৩) মুনীছী (৪) শাজীর (৫) মাজির (৬) উরদুনিয়ান (৭) আহক্বাম। আবূ হামজাহ ছুমালী (র) বলেন ঃ জ্বিনদের সেই গোত্রটির নাম ছিল বনূ শীছান। জ্বিনদের অন্যান্য গোত্রের তুলনায় ইহারা ছিল সংখ্যাধিক। বংশগত দিক থেকেও ছিল তাহারা সম্মানিত। ইহারা সাধারণত ইবলিসের সেনাদলভুক্ত ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

সুফিয়ান ছওরী (র) ..... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ তাঁহারা ছিল নয়জন। তন্মধ্যে একজনের নাম যুবাআহ। তাহারা নাখলাহ হইতে আসিয়াছিল। কাহারো কাহারো মতে সংখ্যায় তাহারা পনের জন ছিল। এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তাহারা ষাটটি উটে চড়িয়া আসিয়াছিল এবং তাহাদের নেতার নাম ছিল অরদান। কাহারো মতে তাহাদের সংখ্যা ছিল তিনশত। ইকরিমা (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহারা বার হাজার ছিল। পরস্পর বিরোধপূর্ণ এই বর্ণনাসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জ্বিনদের আগমন একাধিকবার ঘটিয়াছে। কখনো সাতজন, কখনো নয়জন, কখনো তিনশত, কখনো বার হাজার ইত্যাদি সংখ্যক আগমন করিয়াছে। বুখারী শরীফের এক হাদীসেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীসটি এই ঃ

ইয়াহইয়া ইব্‌ন সুলাইমান (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ উমর (রা) যদি কোন ব্যাপারে বলিতেন যে, "আমার ধারণায় ব্যাপারটি এই মনে হয় তাহা হইলে বাস্তবেও উহাই ঘটিত।" একদিনের ঘটনা। হযরত উমর (রা) বসিয়া আছেন। ইত্যবসরে একজন সুদর্শন লোক কোথায় যেন যাইতেছিল। উমর (রা) লোকটিকে দেখিয়া বলিলেন, আমার ধারণা যদি ভুল না হয় তাহা হইলে লোকটি জাহেলিয়া যুগের একজন গণক ছিল। তাহাকে আমার নিকট লইয়া আস। লোকটি আসার পর উমর (রা) তাঁহার ধারণার কথা লোকটিকে বলিলেন। লোকটি বলিল ঃ এমন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী কোন মুসলামান এই যাবত আমার চোখে পড়েনি। উমর (রা) বলিলেন, প্রকৃত ঘটনা বলিতে তোমাকে জোর তাগিদ দিতেছি। সে বলিল, আমি গণক ছিলাম। উমর (রা) বলিলেন, তোমার জীবনের একটি বিস্ময়কর ঘটনা আমাকে শুনাও। লোকটি বলিল ঃ আমি একদিন বাজারে যাইতেছিলাম। যেই জ্বিনটি আমার নিকট সবচেয়ে আশ্চর্যজনক সংবাদ নিয়া আসিত পথিমধ্যে সে আমার নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে সন্ত্রস্ত ক্লান্ত মনে হইতেছিল। সে বলিতে লাগিল ঃ

اَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَاَبْلَاسَهَا وَيَاَسَهَا مِنْ بَعْدِ اِنْكَاسُهَا

وَلُحُوقَهَا بِالْقَلَاصِ وَهلَاسَهَا

অর্থাৎ আপনি কি জ্বিনদের ধ্বংস নৈরাশ্য, ছড়াইয়া পড়িবার পর সংকুচিত হওয়া ও তাহাদের দুর্গতির কথা শুনিয়াছেন? এই কথা শুনিয়া হযরত উমর (রা) বলিতে লাগিলেন, যেন সত্যই বলিয়াছে। আমি একদিন তাহাদের মূর্তিগুলির পার্শ্বে শুইয়াছিলাম। ইত্যবসরে একজন লোক একটি গো-বৎস লইয়া তথায় উপস্থিত হইল উহা যবাহ করিল। হঠাৎ আমি এমন একটি প্রচণ্ড আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। ইতিপূর্বে কোনদিন যাহা আমি শুনি নাই। কে যেন বলিতেছিল, হে জালীহ! সফলতা দানকারী

বিষয় আসিয়াছে। একজন বাকপটু লোক 'লা-ইলা ইল্লাল্লাহ্'-এর দাওয়াত দিতেছেন। উমর (রা) বলেন এই আওয়াজ শুনিয়া সমস্ত মানুষ ভয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিন্তু আমি ইহার তথ্য অনুসন্ধান করিবার জন্য সেইখানে বসিয়া রইলাম। কিছুক্ষণ পর পুনরায় আওয়াজ শুনা গেল এবং অদৃশ্য হইতে কে যেন পূর্বের কথাগুলি বলিতেছিল। কিছু দিন পরই মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াতের কথা চতুর্দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। ইমাম বায়হাকী (র) ইব্‌ন ওহাবের সূত্রে এই হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, এই রেওয়ায়েত দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, উমর (রা) নিজেই ঐ আওয়াজটি যবাহকৃত গো-বৎস হইতে শুনিয়াছেন। উমর (রা)-এর আরো একটি দুর্বল রেওয়ায়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ইহাই বুঝা যায়। তবে অন্যান্য বর্ণনা দ্বার বুঝা যায় যে, সেই গণক লোকটিই উমর (রা)-কে ঘটনাটি শুনাইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। বায়হাকী (র)-এর এই মতটি গ্রহণযোগ্য মত। যতদূর জানা যায় যে, লোকটির নাম ছিল সাওয়াদ বিন কারিব। এই ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানিতে চাইলে আমার গ্রন্থ সীরাতে উমর (রা) দেখিয়া নিন। ইমাম বায়হাকী (র) বলেন, সম্ভবত ইনি সেই গণক, নাম উল্লেখ না করিয়া সহীহ হাদীসে যাহার সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

ইমাম বায়হাকী (র) বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। বারা (রা) বলেন ঃ হযরত উমর (রা) একদিন মিম্বরে নববীতে দাঁড়াইয়া খুতবা দিতেছিলেন। খুতবার মাঝে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে সাওয়াদ ইব্‌ন কারিব আছে কি? কিন্তু গোটা এক বৎসরের মধ্যে কেহই হ্যাঁ বলিয়া উত্তর দেয় নাই। পরবর্তী বছর আবারো জিজ্ঞাসা করার পর আমি জিজ্ঞাস করিলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! সাওয়াদ ইব্‌ন কারিব আবার কে? উমর (রা) বলিলেন ঃ তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী খুবই চিত্তাকর্ষক ও আশ্চর্যজনক। ইত্যবসরে সাওয়াদ ইব্‌ন কারিব (রা) আসিয়া হাজির। হযরত উমর (রা) তাঁহাকে বলিলেন, সাওয়াদ, আমাদিগকে তোমার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী শুনাও।

সাওয়াদ (রা) বলিলেন ঃ আমি হিন্দুস্থান গিয়াছিলাম। এক রাতে শুইয়া আছি। ইত্যবসরে আমার সাথী জ্বিন আমার কাছে আসিয়া আমাকে জাগাইয়া বলিতে লাগিল ঃ উঠ, হুঁশ থাকিলে শোন ও ভালো করিয়া বুঝিয়া লও। লুওয়াই ইব্‌ন গালিবের বংশ হইতে আল্লাহ একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন।

অতঃপর কবিতা আবৃত্তি করিল ঃ

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَتَحْسَاسِهَا * وَشَدِّهَا الْعَيْنَ بِأَحْلَاسِهَا

تَهْوِي الى مَكَّةَ تَبْغِي الْهُدَى * مَاخَيْرُ الْجِنِّ كَانْكَا سِهَا

فَانْهَضْ الى الصفوة مِنْ هَاشِمٍ * وَاسْمُ بِعَيْنَكَ اِلى رَأسِهَا

অর্থ ঃ আমি জ্বিনদের অনুভূতি ও তল্পীতল্পা গুটাইবার কারণে আশ্চর্যবোধ করিতেছি। তুমি যদি হিদায়াত অনুসন্ধান করিয়া থাক তাহা হইলে মক্কার দিকে রওয়ানা করো। ভালো ও মন্দ জ্বিন সমান নয়। উঠ, বনু হাশিমের সেই দিপ্তীমান প্রিয় দর্শন চেহারার প্রতি তাকাও। ইহার পর আমি আবারো তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ি। পুনরায় সে আমাকে জাগাইয়া বলিতে লাগিলঃ হে সাওয়াদ বিন কারিব! আল্লাহ্ একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন। তুমি তাহার খিদমতে যাও এবং হিদায়াত লাভ কর। পরবর্তী রাতে সে আবারো আমাকে জাগ্রত করিয়া কবিতা আবৃত্তি করিল ঃ

عَجِبْتُ لِلْجِنّ وَتَطْلابِهَا * وَشَدَّهَا لِلْعَبس بِافْتَابِهَا

تَهْوِىْ الى مَكَّةَ تَبْغِىْ الْهُدى * لَيْسَ قَدْمَاهَا كَاَذْنَابِهَا

فَانْهَض الِىَ الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ * وَاسْم بِعَنيَك اِلَى قَابِهَا

অর্থাৎ- জ্বিনদের অনুসন্ধান ও তল্পীতল্পা গুটাইতে দেখিয়া আমি আশ্চর্য হই।

হিদায়াত পাইতে হইলে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হও। তাহার পা ও লেজ সমান নয়। অতিসত্ত্বর বনী হাশেমের সেই মহান ব্যক্তির মুখ দর্শনে ধন্য হও।

তৃতীয় রাত্রে পুনরায় আসিয়া সে আমাকে জাগাইল এবং নিম্নোক্ত কবিতাগুলি আবৃত্তি করিল ঃ

عَجِبْتُ لِلجِنّ وَتَخْبَارِهَا * وَشَدَهَا العَبْسَ بِاَكْوَارِهَا

تَهْوِىْ اِلى مَكَّةَ تَبْغِىْ الْهُدى * لَيْسَ دُوْر الشرّ كَاَخْبَارِهَا

فَاَنْهَضَ اِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ * مَامُوْمِنوا الجِنّ كَكَفارِها

অর্থাৎ জ্বিনদের অবগতি ও তাদের কাফেলার দ্রুত প্রস্তুতির জন্য আমি অবাক হই।

হিদায়াত লাভের জন্য মক্কায় চলিয়া যাও। ভালো ব্যক্তি আর মন্দ ব্যক্তি সমান নয়।

উঠ, বনী হাশেমের মহান ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হও। ঈমানদার জ্বিন আর কাফির জ্বিন সমান নয়।

উপর্যুপরী তিন রাত এই কথাগুলি শুনিবার পর মুহাম্মদ (সা) এর মর্যাদা ও ভালোবাসা আমার মনের সমুদ্রে তরঙ্গায়িত হইতে শুরু করিল। ফলে সফরের প্রস্তুতি নিয়া সোজা মক্কায় হুযূর (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন মক্কা নগরীতে অবস্থান করিতেছেন। তাহার চতুষ্পার্শ্বে ছিল জনতার প্রচণ্ড ভীড়। আমাকে দেখিয়া রাসূল (সা) বলিয়া উঠিলেন ঃ মারহাবা! হে সাওয়াদ ইব্ন কারিব! হুযূর (সা) বলিলেন, "তুমি কিভাবে, কেন এবং কাহার কথা শ্রবণ করিবার জন্য আসিয়াছ আমার

সবই জানা আছে।" সাওয়াদ বলিল, হুযূর, অনুমতি হইলে আপনাকে কয়েকটি কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইব। হুযূর বলিলেন ঃ নির্ভাবনায় আগ্রহের সাথে বলিতে পার। অতঃপর আমি নিম্নোক্ত কবিতাগুলি পাঠ করিলাম ঃ

اَتَانِى رَئِى بَعْدَ لَيلٍ وَهْجَعَة * وَلَمْ يَكُ فِيمَا قَد بَلَوْتُ بَكَاذِبٍ

ثَلاَثُ لَيَالٍ قَولُهُ كُلّ لَيْلَةٍ * اَتَاكَ رَسُوْلُ مِن لُؤى بِنْ غَالِبْ

فَثَمَّرْتُ عَنْ سَاقِىْ الا زَاروسطتْ * بِىْ الدعاب الوَجْنَاءِ بَيْنَ السَباسب

فَأشْهَدُ أَنَّ اللّهَ لاَرَبَّ غَيْرَهُ * وَإِنَّكَ مَامُوْنُ عَلى كُلّ غَائِبٍ

وَاِنَّكَ ادنى المُرسلِيْنَ وسيلةً * الى اللّهِ يَا ابنُ الاَكرمِيْنَ الاَطَايب

فَمُرْنَا بِمَا يأتيك يَاخَيْرُ مُرْسَل * وَاِنّ كَانَ فِيمَا جَاءَ شِيْبَ الدُوائب

وكُنْ لِى شَفِيْعًا يَوْمَ لاَذَوْشَفَاعَةِ * سِوَاك بِمغن عنْ سَواد ابنْ قارِبِ

অর্থ ঃ আমি নিদ্রা যাওয়ার পর রাত্রিকালে আমার জ্বিন আসিয়া আমাকে একটি সত্য সংবাদ শুনায়। পর পর তিন রাত সে আমার নিকট আসিতে থাকে এবং আমাকে বলিতে থাকে যে, লুওয়াই ইবনে গালিবের বংশে আল্লাহ্‌র একজন রাসূল আগমন করিয়াছেন। আমি সফরের প্রস্তুতি নিয়া দ্রুত আপনার নিকট আসিয়াছি। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন রব নাই এবং আপনি আল্লাহর বিশ্বস্ত রাসূল। আপনার সুপারিশই সর্বাধিক নির্ভরশীল। হে মহান ও পবিত্র লোকদের সন্তান! হে মহানবী! আপনি আমাদের প্রতি যেই সব আসমানী বিধান আনয়ন করিবেন উহা যত কঠিন আর স্বভাব বিরোধীই হোক আমরা তা উপেক্ষা করিতে পারিব না। আপনি অবশ্যই কিয়ামতের দিন আমার জন্য সুপারিশ করিবেন। সেখানে তো আপনি ব্যতীত সাওয়াদ ইব্‌ন কারিবের কোন সুপারিশকারী থাকিবে না।

সাওয়াদ (রা) বলেন, আমার কবিতাগুলি শুনিয়া হুযূর (সা) হাসিয়া উঠিলেন এবং আমাকে বলিলেন, "তুমি সফল হে সাওয়াদ!" এই ঘটনা শ্রবণ করার পর উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সেই সাথীটি কি এখনও তোমার নিকট আসে? সাওয়াদ (রা) বলিলেন ঃ যখন আমি কুরআন পাঠ করিয়াছি তখন থেকে আর সে আসে না। তাহার পরিবর্তে আল্লাহর কিতাব লাভ করিতে পারিয়া আমি যারপর নাই আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। ইমাম বায়হাকী (র) আরো দুইটি সূত্রে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

দালায়েলে নবুওয়াতে হাফেজ আবূ নুআইম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস মদীনায় হিজরত করার পর হুযূর (সা)-এর নিকট জ্বিন প্রতিনিধি দল আসিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ করে। হাদীসটি এই ঃ

সুলাইমান ইব্ন আহমদ (র) ..... আমর ইব্ন গায়লান ছাকাফী (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমর ইব্ন গায়লান ছাকাফী বলেন ঃ আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট যাইয়া বলিলাম যে, শুনিয়াছি যেই রাতে জ্বিন প্রতিনিধি দল হুযূর (সা)-এর নিকট আসিয়াছিল, সেই রাতে আপনিও হুযূর (সা)-এর সাথে ছিলেন। তিনি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলেন। আমি বলিলাম, আমাকে উহার কাহিনী শুনান। তিনি বলিলেন, একদিন সুফ্ফাবাসী সাহাবীদিগকে রাতের খানা খাওয়াইবার জন্য লোকেরা সাথে করিয়া লইয়া যায়। আমাকে কেউ না নেওয়ায় আমি সেখানেই রহিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পর হুযূর (সা) সেই পথ দিয়া কোথায়ও যাইতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? আমি বলিলাম, আমি ইব্ন মাসউদ। হুযূর (সা) বলিলেন, কি ব্যাপার খানা খাওয়াইবার জন্য তোমাকে কি কেউ লইয়া গেল না? বলিলাম ঃ জ্বি, না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি আমার সাথে চলো, হয়ত কোন ব্যবস্থা করিতে পারিব। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, অতঃপর আমরা উম্মে সালামার হুজরার নিকট যাই। আমাকে বাহিরে রাখিয়া হুযূর (সা) ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পর হুজরার ভিতর হইতে একজন দাসী আসিয়া বলিল ঃ হুযূর (সা) ঘরে আপনার জন্য কিছুই পান নাই। আপনি আপনার জায়গায় চলিয়া যান। অতঃপর আমি মসজিদে চলিয়া গেলাম এবং কতগুলি কংকর একত্রিত করিয়া উহার উপর মাথা রাখিয়া গায়ে কাপড় জড়াইয়া শুইয়া পড়িলাম। একটু পর সেই দাসীটি আসিয়া আমাকে বলিল, চলুন, রাসূলুল্লাহ (সা) আপনাকে যাইতে বলিয়াছেন। আমি তাহার সাথে যাইতে লাগিলাম। আর মনে মনে এই আশা করিতেছিলাম যে, হয়ত খাবারের কোন ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। আমি পৌঁছার পর খেজুরের একটি তাজা ডাল হাতে লইয়া হুযূর (সা) ঘর হইতে বাহির হইলেন। ডালটি আমার বুকের উপর রাখিয়া হুযূর (সা) বলিলেন, আমি যেইখানে যাইতেছি তুমি কি আমার সাথে সেইখানে যাইবে? আমি বলিলাম مَاشَاءَ اللّٰهُ। তিনি তিনবার আমাকে এই প্রশ্ন করিলেন। আর আমি مَاشَاءَ اللّٰهُ। বলিয়া উত্তর দিলাম। অতঃপর তিনি রওয়ানা হইলেন। আর আমিও তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা 'বাকী গারকাদ' নামক স্থানে পৌঁছিলাম। অতঃপর একটি বৃত্ত আঁকিয়া তিনি আমাকে বলিলেন ঃ তুমি এইখানে বসিয়া থাক। আমি আসিবার পূর্ব পর্যন্ত একটুও নড়াচড়া করিও না। অতঃপর তিনি হাঁটিতে লাগিলেন আর আমি খেজুর বৃক্ষের ফাঁক দিয়া হুজুরের প্রতি তাকাইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর যখন তিনি আড়ালে চলিয়া গেলেন। তখন আমি একটি প্রচণ্ড শোরগোলের শব্দ শুনিতে পাইয়া সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলাম। আমার মনে এই সন্দেহ জাগ্রত হইল যে, সম্ভবত হাওয়াজেন গোত্র রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার সাথে প্রতারণা করিয়াছে। আমি

বাড়িতে গিয়া লোকজন লইয়া আসিয়া হুযূর (সা)-এর সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলাম। কিন্তু তখন আমার স্মরণ হইল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তো এই জায়গা ত্যাগ করিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর শুনিতে পাইলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) লাঠি দ্বারা কাহাদেরকে যেন শাসন করিতেছেন এবং বলিতেছেন তোমরা বসিয়া পড়। তাহারা বসিয়া পড়িল। এইভাবে গোটা রাত কাটিয়া গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যাওয়ার পর তুমি কি ঘুমাইয়াছিলে? আমি বলিলাম, না, ঘুমাই নাই। তবে আমি খুবই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এমনকি আপনার সাহায্যার্থে বাড়িতে গিয়ে লোকজন ডাকিয়া আনিবার জন্য মনস্থ করিয়াছিলাম। আমি ধারণা করিয়াছিলাম যে, হাওয়াজেন গোত্র আপনাকে হত্যা করিবার জন্য আপনার সাথে প্রতারণা করিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি যদি এই বৃত্ত হইতে বাহির হইতে তাহা হইলে তাহারা তোমাকে ছিনাইয়া লইয়া যাইত। আচ্ছা, তুমি কি কিছু দেখিয়াছ? আমি বলিলাম, সাদা পোষাক পরিহিত কিছু কালো লোক দেখিতে পাইয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, উহারা নাসীবীনের জ্বিন প্রতিনিধি। আমার নিকট আসিয়া তাহারা খাদ্য চাহিয়াছে। ফলে প্রতিটি হাড্ডি ও গোবরকে আমি তাহাদের খাদ্যরূপে নির্বাচন করিয়া দিয়াছি। আমি বলিলাম, উহা দ্বারা তাহাদের কি উপকার হইবে? হুযূর (সা) বলিলেন ঃ তাহাদের জন্য যে কোন হাড্ডিই পূর্বের ন্যায় গোশ্‌তে ভরপুর হইয়া যায় এবং খাওয়ার পুর্বে যাহা ছিল তাহারা গোবরে তাহা পাইয়া থাকে। সুতরাং কেউ যেন হাড্ডি আর গোবর দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করে। এই সনদটি খুবই গরীব। উহাতে একজন রাবী এমন রহিয়াছেন যাহার নাম উল্লেখ করা হয় নাই। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

আবূ নুআইম (র) ..... যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। যুবাইর ইবনে আওত্তাম (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন মদীনার মসজিদে ফজরের সালাতের ইমামতি করিলেন। সালাত শেষে চলিয়া যাইবার সময় তিনি বলিলেন, আজ রাতে জ্বিন প্রতিনিধির কাছে যাইব। আমার সাথে তোমাদের মধ্য হইতে কে যাইবে? তিনবার বলার পরও কেউ কোন উত্তর দিল না। হুযূর (সা) আমার কাছে আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। আমি তাঁহার সাথে হাঁটিতে লাগিলাম। মদীনার পাহাড়সমূহ অতিক্রম করিয়া আরো সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আমরা একটি বালুকাময় প্রান্তরে উপনীত হইলাম। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে, দেহের নিম্নাংশে পোষাক পরিহিত কয়েকজন দীর্ঘকায় লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার দেহে প্রচণ্ড কম্পন শুরু হইয়া গেল। ঘটনার অবশিষ্টাংশ পূর্বে বর্ণিত ইব্‌ন মাসউদের বর্ণনার মতই। হাদীসটি গরীব বলিয়া বিবেচিত। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

জ্বিন প্রতিনিধি সম্পর্কে বর্ণিত হাফিজ আবূ নুআইমের বর্ণিত আরেকটি হাদীস নিম্নরূপ ঃ

আবূ মুহাম্মদ ইব্ন হাব্বান (র) ..... ইব্রাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইব্রাহীম (র) বলেন ঃ হযরত আব্দুল্লাহর এক দল সাথী হজ্জের উদ্দেশ্যে সফরে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে তাহারা দেখিতে পাইলেন যে, সাদা বর্ণের একটি সর্প রাস্তার উপর পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা হইতে মিশক আম্বরের ঘ্রাণ ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমি সাথীদিগকে বলিলাম, তোমরা চলিয়া যাও। আমি দেখি এই সর্পের পরিণাম কি দাঁড়ায়। ইব্রাহীম (র) বলেন, আমার সাথীরা চলিয়া যাওয়ার অল্পক্ষণ পরই সাপটি মরিয়া গেল। ফলে আমি সাপটিকে ছোট টুকরা সাদা কাপড়ে পেঁচাইয়া রাস্তার পার্শ্বে দাফন করিয়া রাখিলাম। অতঃপর রাতের খাবারের সময় আমি আমার সাথীদের সাথে মিলিত হইলাম। ইবরাহীম (র) বলেন, আমরা তখনও সেখানেই বসা। ইত্যবসরে পশ্চিম দিক হইতে চারজন মহিলা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের একজন বলিল, তোমাদের মধ্যে কে উমরকে দাফন করিয়াছে? আমরা বলিলাম ঃ উমর কে? তাহাতো জানি না। মহিলাটি বলিল, তোমাদের কে সর্পটি দাফন করিয়াছে? ইবরাহীম (র) বলেন, আমি বলিলাম, আমিই দাফন করিয়াছি। মহিলাটি বলিল, আল্লাহর শপথ! তোমরা একজন পাকা সাওম পালনকারী ও সালাত কায়িমকারীকে দাফন করিয়াছ। সে তোমাদের নবীর উপর ঈমান আনিয়াছিল এবং মুহাম্মদ (সা) নবীরূপে আগমন করিবার চারশত বছর পূর্বেই আসমান হইতে তাঁহার গুণাবলী শ্রবণ করিয়াছিল। ইবরাহীম (র) বলেন, অতঃপর আমরা আল্লাহর গুণ বর্ণনা করিলাম এবং হজ্জ সমাপনান্তে হযরত উমর (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আমি তাহাকে সাপের ঘটনাটি শুনাইলাম। হযরত উমর (রা) ঘটনাটি শুনিয়া বলিলেন, মহিলাটি ঠিকই বলিয়াছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, لَقَدْ اٰمَنَ بِى قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ بِاَرْبَعَمِائَةٍ অর্থাৎ আমি নবীরূপে প্রেরিত হওয়ার চারশত বছর পূর্বে সে আমার প্রতি ঈমান আনিয়াছে। এই হাদীসটি নিতান্ত গরীব বলিয়া বিবেচিত।

এক বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, দাফন করা লোকটি ছিল সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল। আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যেই নয়জন জ্বিন আসিয়াছিল এই দাফনকৃত জ্বিনটি তাঁহাদের একজন, যিনি সর্বশেষ মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

আবূ নু'আইম (র) ..... মুয়ায ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুআয ইবনে আব্দুল্লাহ (র) বলেন, আমি একদিন উসমান ইব্ন আফফান (রা)-এর কাছে বসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আমিরুল মু'মিনীন! একদিন আমি এক ময়দানে গিয়া দেখিতে পাইলাম যে, দুইটি সাপ পরস্পর লড়াই করিতেছে। অতঃপর একটি অপরটিকে মারিয়া ফেলিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি

লড়াই ক্ষেত্রে যাইয়া দেখি তথায় অসংখ্য সাপ মৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে এবং কাহারো কাহারো দেহ হইতে ইসলামের সৌরভ ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমি এক এক করিয়া সকলের ঘ্রাণ লইতে লাগিলাম। অবশেষে হলুদ বর্ণের হালকা পাতলা একটি সাপ হইতে ইসলামের ঘ্রাণ আসিতে লাগিল। আমি আমার পাগড়ীতে পেঁচাইয়া তাহাকে দাফন করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলাম। ইত্যবসরে আমি একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। কে যেন বলিতেছেন, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দান করুন। এই সর্প দুইটি জ্বিনদের বনু শা'আয়ান ও বনু কায়েস গোত্রের ছিল। তাহাদের ঝগড়া ও হত্যাকাণ্ড সবই তুমি প্রত্যক্ষ করিয়াছ। তুমি যাহাকে দাফন করিয়াছ, সে ছিল একজন শহীদ। সে তাহাদেরই একজন ছিল যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কুরআন তিলাওয়াত শুনিয়াছিল।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উসমান (রা) অতঃপর লোকটিকে বলিলেন, তুমি যদি সত্য বলিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি একটি বিস্ময়কর ঘটনাই দেখিয়াছ। আর যদি মিথ্যা বলিয়া থাক তবে মিথ্যার পরিণাম তুমি নিজেই ভোগ করিবে।

আয়াতের বিশ্লেষণ

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ স্মরণ কর, যখন আমি এক দল জ্বিনকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম তাহারা কুরআন শুনিতেছিল।

فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا اَنْصِتُوْا যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন তাহারা বলিল, চুপ কর। অর্থাৎ জ্বিনরা নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া ভদ্রতা রক্ষার্থে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, তোমরা চুপচাপ কুরআন শ্রবণ কর।

বায়হাকী (র) ..... জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, হুযূর (সা) একদিন সাহাবা-ই কিরাম (রা)-এর সম্মুখে সূরায়ে আর রাহমান আদ্যোপান্ত তিলাওয়াত করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ কি ব্যাপার, তোমরা যে চুপ করিয়া রহিয়াছ? জ্বিনরাই তো তোমাদের চাইতে ভালো উত্তর দিতে পারে। আমি তাহাদের সম্মুখে فَبِاَىِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করিবে, পাঠ করিবার সাথে সাথে তাহারা এই বলিয়া উত্তর দিয়াছিল যে, وَلاَبِشَيْئٍ مِّنْ اٰلاَئِكَ وَنِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ। (আপনার কোন নিয়ামতকেই আমরা মিথ্যা বলিব না, যাবতীয় প্রশংসা আপনারই প্রাপ্য)। ইমাম তিরমিযী (র) আবূ মুসলিম আবদুর রহমান ইব্‌ন ওয়াকিদ (র)-এর মাধ্যমে ওলীদ ইব্‌ন মুসলিম (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি গরীব। যুহাইর (র) হইতে ওলীদ

কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ব্যতীত অন্য কোথাও আমি উহা পাই নাই। ইমাম বায়হাকী (র) মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ তাতিরীর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

فَلَمَّا قُضِىَ যখন সমাপ্ত হইল অর্থাৎ যখন তিনি কুরআন পাঠ হইতে অবসর হইলেন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন,

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِى يَوْمَيْنِ দুই দিনে সপ্ত আকাশ সমাপ্ত করেন।

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ যখন সালাত সমাপ্ত করা হইবে।

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ যখন তোমরা তোমাদিগের হজ্জ কার্য সমাপন করিবে।

وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِيْنَ তাহারা নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল সতর্ককারীরূপেই।

অর্থাৎ জ্বিনরা হুযূর (সা)-এর মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছে নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহারা সেই সম্পর্কে নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়াছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

তাহারা যেন দীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং নিজ সম্প্রদায়ের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে সতর্ক করে, যাহাতে তাহারা সতর্ক হইতে পারে।

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জ্বিনদের নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হইয়াছিল কিন্তু রাসূল পাঠানো হয় নাই। রাসূল না পাঠানোর ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِىْ اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى 'আপনার পূর্বে আমি যত নবী রাসূল পাঠাইয়াছি তাহারা সকলেই ছিলেন গ্রামের অধিবাসী।' অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلاَّ اَنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ-

'আপনার পূর্বে আমি যত নবী পাঠাইয়াছি তাহারা সকলেই আহার করিতেন ও বাজারে হাঁটিতেন।'

ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ 'এবং আমি তাহার সন্তানদিগের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব রাখিয়াছি।'

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ইবরাহীম (আ)-এর পর যত নবী রাসূলের আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাহারা সকলেই ছিলেন তাঁহারই বংশের। সূরা আন'আমে বলা হইয়াছে ঃ يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ হে জ্বিন ও মানব জাতি! তোমাদিগের নিকট কি তোমাদিগের হইতে রাসূলগণ আসেন নাই?

ইহার তাৎপর্য এই যে, আয়াতে জ্বিন ও মানবজাতি উভয়কে সম্মিলিতভাবে সম্বোধন করা হইয়াছে। অতএব রাসূল আগমনের ব্যাপারটি কোন এক জাতির সাথে সম্পৃক্ত হইবে। তাহারা হইল মানুষ। আয়াতের অর্থ এই রকম হইবে যে, হে জ্বিন ও মানুষ! তোমাদিগের দুই জাতির কোন এক জাতির মধ্য হইতে কি তাহাদিগের নিকট কোন রাসূল আসেন নাই? যেমন আল্লাহ তা'আলা এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ উভয় দরিয়া হইতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। এই আয়াত দ্বারা বাহ্যত উভয় দরিয়া হইতে মুক্তা ও প্রবাল নির্গত হয় বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে উভয় দরিয়া হইতে নয়, বরং দুই দরিয়ার যে কোন একটি হইতে মুক্তা ও প্রবাল উৎপন্ন হয়। অতঃপর জ্বিন সম্প্রদায় স্বজাতির নিকট যাইয়া যে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

قَالُوْا يقَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى তাহারা বলিল, 'হে আমাদিগের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করিয়াছি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে মূসার পরে।'

ঈসা (আ)-এর কথা এই জন্য উল্লেখ করা হয় নাই যে, ঈসা (আ)-এর কিতাব ইঞ্জিল মূলত তাওরাতেরই সম্পূরক ছিল। ওয়াজ নসীহতই ছিল তাহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। হালাল-হারামের মাসআলা ছিল নিতান্তই অল্প। সুতরাং তাওরাতই হইল আসল কিতাব। তাই জ্বিনরা ইন্জীলের কথা উল্লেখ না করিয়া কেবল তাওরাতের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

অনুরূপভাবে হুযূর (সা)-এর মুখে জিবরাঈল (আ)-এর প্রথম আগমনের সংবাদ শ্রবণ করিয়া ওয়ারাকা ইব্ন নওফল বলিয়াছিলেন, 'বাহ! বাহ! ইনি তো সেই দূত যিনি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আগমন করিতেন। হায়! আমি যদি আরো কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিতাম!'

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ইহা ইহার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে। অর্থাৎ আল কুরআন পূর্ববর্তী নবীগণের উপর অবতীর্ণ কিতাব সমূহকে সমর্থনকারীরূপে আগমন করিয়াছে।

يَهْدِىْ اِلَى الْحَقِّ সত্য পথের দিকে পরিচালিত করে। অর্থাৎ কুরআন বিশ্বাস ও সংবাদের ব্যাপারে সত্যের সন্ধান দেয়। وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ এবং সরল পথের দিকে অর্থাৎ কুরআন আমলের ক্ষেত্রে সরল পথের দিশা দেয়। কারণ কুরআনের প্রতিপাদ্য

বিষয় হইল দুইটি। একটি হইল খবর, অপরটি তলব। খবর সত্য আর তলব হইল ন্যায্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً তোমার প্রতিপালকের কথা সত্য ও ন্যায়রূপে পরিপূর্ণ হইয়াছে। আল্লাহ সুবহানুহু তা'আলা আরো বলিয়াছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ তিনি তাহার রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য ধর্ম লইয়া পাঠাইয়াছেন। এই আয়াতে هُدٰى অর্থ কল্যাণকর ইল্‌ম আর دِيْنِ الْحَقِّ। এর অর্থ সৎকার্য। অনুরূপভাবে জ্বিন সম্প্রদায় বলিল يَهْدِىْ اِلَى الْحَقِّ কুরআন সত্য পথের সন্ধান দেয়। وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ এবং সরল সহজ পথের সন্ধান দেয় অর্থাৎ আকীদার ক্ষেত্রে সত্য পথের সন্ধান দেয় এবং আমলিয়াতের ক্ষেত্রে সহজ পথের সন্ধান দেয়।

يَاقَوْمَنَا اَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ "হে আমাদের জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আন।"

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে জ্বিন ও মানুষ উভয় জাতির প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন। তাই তিনি জ্বিন জাতিকে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে এমন একটি সূরা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা উভয় জাতিকে সম্বোধন করিয়াছেন এবং উভয়ের প্রতি বিধান জারী করিয়াছেন ও ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হইল সূরা আর রাহমান। এইজন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, اَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ "তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আন।"

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ "আল্লাহ্ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন।" কেহ কেহ বলেন এই আয়াতে من হরফটি অতিরিক্ত। তবে এই ধারণাটি আপত্তিজনক। কারণ ইতিবাচক বাক্যে এই ধরনের ব্যবহারের কোনো নিয়ম নাই।

কাহারো মতে من হরফটি تَبْعِيْض তথা অংশ বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের কিছু পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ "এবং তিনি তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে তাহার যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন।

কতিপয় আলিম এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, মু'মিন জ্বিনরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। সৎ কর্মশীল ঈমানদার জ্বিনদিগকে কিয়ামতের দিন দোযখের শাস্তি হইতে রক্ষা করা হইবে। ইহা তাহাদের প্রতিদান। ইহার চাইতে আরো উন্নত মর্যাদা দেওয়া হইলে এইখানে তাহাও উল্লেখ করা হইত।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, "মু'মিন জ্বিনরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। কারণ উহারা ইবলিসের বংশধর আর ইবলিসের বংশ জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।"

তবে নির্ভরযোগ্য সঠিক মত এই যে, "ঈমানদার মানুষের ন্যায় ঈমানদার জ্বিনরাও জান্নাতে প্রবেশ করিবে।" এই দাবীর সপক্ষে কেহ কেহ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَجَانٌّ "ইহাদিগকে ইতিপূর্বে কোনো মানুষ বা জ্বিন স্পর্শ করে নাই" আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করিতে চাহিয়াছেন। তবে এই দলিলটি আপত্তিজনক। নিম্নোক্ত আয়াতটি ইহার উত্তম ও উপযুক্ত দলিল।

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِاَىِّ الاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

"আর যে তাহার প্রতিপালকের উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে তাহার জন্য রহিয়াছে দুইটি জান্নাত। অতএব হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করিবে?"

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জ্বিন ও মানুষের প্রতি প্রদত্ত স্বীয় অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সৎকর্মশীল মানুষ ও জ্বিনদের প্রত্যেককে দুইটি করিয়া জান্নাত দেওয়া হইবে।

এই আয়াতটি শ্রবণ করিয়া মানুষের তুলনায় জ্বিনরাই অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল,

لاَبِشَيْئٍ مِّنْ الاَئِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ "হে প্রভু! তোমার কোনো নিয়ামতকেই আমরা অস্বীকার করিব না। সকল প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য"।

এমন তো হইতে পারে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা জ্বিনদিগকে এমন নিয়ামত দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যাহা মূলত তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না।

আরেকটি প্রমাণ ইহাও দেওয়া যাইতে পারে যে, যখন ইনসাফের দাবী অনুযায়ী কাফির জ্বিনদিগকে যখন দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে, তাহা হইলে অনুগ্রহের দাবী অনুযায়ী মু'মিনদিগকে জান্নাত প্রদান করা হইবে, ইহাই যুক্তিসঙ্গত কথা। নিম্নোক্ত আয়াতটিও এই দাবীর প্রমাণস্বরূপ পেশ করা যাইতে পারে। আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً "যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে, জান্নাতুল ফিরদাউস তাহাদের অতিথিশালা।"

এই আয়াতের ব্যাপকতা প্রমাণ করে যে, কেবল মানুষই নয়, বরং জ্বিন জাতিকেও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করা হইবে। এই ধরনের আরো অসংখ্য আয়াত রহিয়াছে। আলহাম্‌দু লিল্লাহ্! পৃথক একটি গ্রন্থে আমি এই মাসআলাটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। আরো শুনুন, সকল ঈমানদার জান্নাতে প্রবেশ করার পরও জান্নাতের অনেক

জায়গা শূন্য রহিয়া যাইবে। তাহা হইলে ঈমানদার ও নেককার জ্বিনরা তাহাতে প্রবেশ করিতে বাধা কোথায়? আরো শুনুন, আয়াতে দুইটি কথা উল্লেখ করা হইয়াছে গুনাহ্ মাফ ও দোযখ থেকে মুক্তি। এই দুই জিনিস সাব্যস্ত হওয়ার পর জান্নাত অপরিহার্য হইয়া পড়ে। কারণ আখিরাতে জান্নাত আর জাহান্নাম ছাড়া তৃতীয় কোন স্থান নাই। সুতরাং যেই ব্যক্তি জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইল সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। উপরন্তু জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাওয়া সত্ত্বেও মু'মিন জ্বিনকে জান্নাত দেওয়া হইবে না এমন কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। কেহ যদি এমন প্রমাণ পেশ করিতে পারে আমরা তাহা মানিয়া নেওয়ার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি।

দেখুন হযরত নূহ্ (আ) তাঁহার জাতিকে বলিতেছেন ঃ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন।" এই আয়াতে জান্নাতে প্রবেশের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। তাই বলে এই কথা বলা যাইবে না যে, নূহ্ (আ)-এর উম্মতরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। বরং সর্বসম্মতিক্রমে তাহারা জান্নাতী। উমর ইব্ন আব্দুল আযীয বলিয়াছেন, জ্বিনরা জান্নাতের মধ্যভাগে স্থান পাইবে না, বরং জান্নাতের আশেপাশে অবস্থান করিবে। কেহ কেহ বলেন, তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং মানুষ তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে কিন্তু তাহারা মানুষকে দেখিতে পাইবে না। অবস্থাটা ঠিক দুনিয়ার বিপরীত হইবে। কেহ বলেন, তাহারা জান্নাতে পানাহার করিবে না বরং ফেরেশতার ন্যায় তাসবীহ্ তাহলীলই হইবে তাহাদের খাদ্য। কিন্তু সব ক'টি মতই আপত্তিকর ও ভিত্তিহীন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে বলিতেছেন ঃ

وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ "কেহ যদি আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহ্র অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করিতে পারিবে না।" বরং আল্লাহ্র শক্তি তাহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে।

وَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءُ "আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদিগের কোন বন্ধু থাকিবে না।" অর্থাৎ তাহাদিগের কেউ তাহাকে আশ্রয় দিবে না ও আল্লাহ্র শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।

اُولٰئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ "তাহারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।" এইখানে লক্ষণীয় যে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে যুগপৎ ভীতি প্রদর্শন ও উৎসাহ প্রদানের পথ অবলম্বন করা হইয়াছে। দীন প্রচারের জন্য এই পদ্ধতি খুবই উত্তম ও ফলপ্রদ—একদিকে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে অপরদিকে ভয় দেখানো হইয়াছে। এইজন্য তাহারা অধিকাংশই হিদায়াত লাভ করিয়াছে এবং দলে দলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া ইসলাম কবূল করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

(٣٣) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى أَنْ يُّحْـِۧىَ الْمَوْتٰى ۚ بَلٰٓى إِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

(٣٤) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۚ أَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○

(٣٥) فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْٓا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۚ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৩৩. উহারা কি অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সকলের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নাই, তিনি মৃতের জীবন দান করিতেও সক্ষম? বস্তুত তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩৪. যে দিন কাফিরদিগকে উপস্থিত করা হইবে জাহান্নামের নিকট, সে দিন উহাদিগকে বলা হইবে, 'ইহা কি সত্য নহে?' উহারা বলিবে, 'আমাদিগের প্রতিপালকের শপথ! ইহা সত্য।' তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, 'শাস্তি আস্বাদন কর। কারণ তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।'

৩৫. অতএব, তুমি ধৈর্যধারণ কর যেমন ধৈর্যধারণ করিয়াছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। উহাদিগের জন্য তাড়াহুড়া করিবেন না। উহাদিগকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহা যে দিন তাহারা প্রত্যক্ষ করিবে, সেদিন উহাদিগের মনে হইবে, উহারা যেন দিবসের এক দণ্ডের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করে নাই। ইহা এক ঘোষণা, সত্য ত্যাগী সম্প্রদায় ব্যতীত কাহাকেও ধ্বংস করা হইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, যাহারা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করে এবং স্বশরীরে কিয়ামত দিবসে উপস্থিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে, তাহারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে সৃষ্টি করিয়াছেন?

وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ "এবং এই সকলের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নাই।" অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি আল্লাহ্ তা'আলাকে ক্লান্ত করিয়া তুলে নাই বরং তিনি "হও" বলিয়াছেন, আর উহা নির্বিবাদে, নির্দ্বিধায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্র নির্দেশের ব্যত্যয় করিবে এমন সাধ্য কার? সকলেই তাঁহার সম্মুখে ভীত-সন্ত্রস্ত। এমন প্রবল প্রতাপান্বিত মহা পরাক্রমশালী শক্তিমান আল্লাহ্ কি মৃত মানুষগুলিকে পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারিবেন না? যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টি হইতে বড়, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।" তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন,

بَلٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ "বস্তুত তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

অতঃপর কাফিরদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ "যেদিন কাফিরদিগকে জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হইবে সেই দিন তাহাদিগকে বলা হইবে, ইহা কি সত্য নহে?"

অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবার পূর্বে কাফিরদিগকে জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, কেমন! তোমাদিগকে যাহা বলা হইয়াছে উহা কি সত্যরূপে পাইয়াছ? ইহা কি যাদু? না-কি তোমরা কিছুই দেখিতেছ না?

قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا "তাহারা বলিবে, হ্যাঁ, আমাদিগের প্রতিপালকের শপথ!" অর্থাৎ তখন তাহারা বাধ্য হইয়া স্বীকার করিবে যে, ইহা সবই সত্য।

قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ "আল্লাহ্ বলিবেন, তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদিগের নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দিয়া বলিতেছেন ঃ

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ "অতঃএব তুমি ধৈর্যধারণ কর যেমন ধৈর্যধারণ করিয়াছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।"

অর্থাৎ পূর্ব যুগের রাসূলদিগকে তাহাদিগের সম্প্রদায় মিথ্যা প্রতিপন্ন করায় তাহারা যেমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে ধৈর্যধারণ করিয়াছেন, আপনিও তেমন ধৈর্যধারণ করুন।

اُوْلُوا الْعَزْمِ তথা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রসূলের সংখ্যা কত এই ব্যাপারে উলামাদের মতবিরোধ রহিয়াছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে, হযরত নূহ্ (আ) ইবরাহীম (আ), মূসা (আ), ঈসা ও খাতামুল আম্বিয়া (সা)। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আহযাব ও সূরা শূরার দুইটি আয়াতে বিশেষভাবে ইঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। হইতে পারে আল্লাহ্ তা'আলা اُوْلُوا الْعَزْمِ দ্বারা সকল নবী-রাসূলকেই বুঝাইয়াছেন। এই অর্থে مِنَ الرُّسُلِ এর مِنْ হরফটি জাতি বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে বলিতে হইবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন, মাসরুক (র) বলেন, হযরত আয়িশা (রা) আমাকে বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন সাওম পালন করিলেন। পরদিন উপবাস কাটাইলেন, আবার সাওম পালন করিলেন। অতঃপর উপবাস কাটাইলেন, পরদিন সাওম পালন করিলেন, অতঃপর উপবাস কাটাইলেন, অতঃপর বলিলেন, হে আয়িশা! মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার বংশধরদের জন্য দুনিয়া শোভা পায় না। আয়িশা, পার্থিব জীবনের বিপদাপদে ধৈর্যধারণ ও ভোগ-বিলাস হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণকে নির্দেশ দিয়াছেন। আমাকেও অনুরূপ কষ্ট দিয়া ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ 'দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ যেমন ধৈর্যধারণ করিয়াছিল তুমিও অনুরূপ ধৈর্যধারণ কর।' আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, 'আমি অবশ্যই অবশ্যই তাঁহাদিগের ন্যায় ধৈর্যধারণ করিব। শক্তি দেওয়ার মালিক আল্লাহ্।'

وَلاَتَسْتَعْجِلْ لَهُمْ "আর উহাদিগের জন্য তাড়াহুড়া করিবেন না।" অর্থাৎ উহাদিগের নিকট আযাব আসার ব্যাপারে আপনি তাড়াহুড়া করিবেন না।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন,

فَذَرْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُوْلِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلاً "আমাকেও বিলাস সামগ্রীর অধিকারীদিগকে ছাড়িয়া দাও, আর কিছুকালের জন্য উহাদিগকে সুযোগ দাও।"

فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا "অতএব কাফিরদিগকে অবকাশ দাও, উহাদিগকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্য।"

كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَايُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْا اِلاَّ سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ- "উহাদিগকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহা যেদিন তাহারা প্রত্যক্ষ করিবে সেদিন উহাদিগের মনে হইবে উহারা যেন দিবসের একদণ্ডের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করে নাই।"

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا اِلاَّ عَشِيَّةً اَوْ ضُحَاهَا "যেই দিন উহারা ইহা (কিয়ামত) প্রত্যক্ষ করিবে সেই দিন উহাদিগের মনে হইবে যেন উহারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা বা এক প্রভাত অবস্থান করিয়াছে।"

يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَانْ لَّمْ يَلْبَثُوْا اِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ "এবং যেদিন তিনি উহাদিগকে একত্র করিবেন সেদিন উহাদিগের অবস্থিতি দিবসের মুহূর্তকাল মাত্র ছিল,উহারা পরস্পরকে চিনিবে।" بَلاَغٌ (ইহা এক ঘোষণা)।

ইব্‌ন জারীর বলিয়াছেন, بَلاَغٌ এর দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, ইহা মূলত ছিল ذَالِكَ لُبْثُ بَلاَغٍ অর্থাৎ দুনিয়ায় অবস্থান করা ছিল কেবল দীন প্রচারের জন্য। দ্বিতীয়ত, মূল বাক্য هٰذَا الْقُرْاٰنُ بَلاَغٌ ছিল। অর্থাৎ আল-কুরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে একটি ঘোষণা।

فَهَلْ يُهْلَكُ اِلاَّ الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ "সত্যত্যাগী সম্প্রদায় ব্যতীত কাহাকেও ধ্বংস করা হইবে না।" অর্থাৎ যে নিজের জন্য ধ্বংস ডাকিয়া আনে আল্লাহ্ কেবল তাহাকেই ধ্বংস করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা আল্লাহ্‌র ন্যায়-নীতির পরিচয় যে, তিনি শাস্তির উপযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া কাহাকেও ধ্বংস করেন না।

সূরা মুহাম্মদ

৩৮ আয়াত, ৪ রুকু‘, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ○

(٢) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ○

(٣) ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ○

১. যাহারা কুফরী করে এবং অপরকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত করে, তিনি তাহাদিগের কর্ম ব্যর্থ করিয়া দেন।

২. যাহারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং মুহাম্মদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করে, আর উহাই তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত সত্য; তিনি তাহাদিগের মন্দ কর্মগুলি ক্ষমা করিবেন এবং তাহাদিগের অবস্থা ভাল করিবেন।

৩. ইহা এই জন্য যে, যাহারা কুফরী করে তাহারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যাহারা ঈমান আনে তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে। এইভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাহাদিগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا "যাহারা কুফরী করে।" অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর সাথে কুফরী করে।

وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ "এবং আল্লাহ্র পথ হইতে নিবৃত্ত করে, আল্লাহ্ উহাদিগের কর্ম ব্যর্থ করিয়া দিবেন।" অর্থাৎ অন্যদিগকে আল্লাহ্র পথ হইতে ফিরাইয়া রাখে, আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগের যাবতীয় আমল ব্যর্থ করিয়া দিবেন; কোন সওয়াব বা প্রতিদান দেওয়া হইবে না।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَقَدِمْنَا اِلٰى مَاعَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا

"তাহারা যে সব আমল করিয়াছে আমি পূর্বেই তাহা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ "আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকার্য করিয়াছে।" অর্থাৎ যাহারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনিয়াছে এবং শরীয়ত অনুযায়ী আমল করিয়াছে তথা ভিতর-বাহির সবই আল্লাহ্র দিকে ঝুঁকাইয়া দিয়াছে।

وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ "এবং মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহার উপর ঈমান আনিয়াছে।" এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের পর তাঁহার উপর ও তাঁহার প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের জন্য অপরিহার্য শর্ত।

وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ "এবং উহা তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত সত্য।" এই আয়াতাংশটি পূর্বাপর সম্পর্কহীন একটি বাক্য অর্থাৎ জুমলা মু'তারজা।

كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ "তিনি তাহাদিগের মন্দ কর্মগুলি ক্ষমা করিবেন এবং তাহাদিগের অবস্থা ভালো করিয়া দিবেন।"

بَالَهُمْ -এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, শব্দটির অর্থ হইল أَمْرَهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের কাজ সংশোধন করিয়া দিবেন। মুজাহিদ (র)-এর মতে شَانَهُمْ (তাহাদিগের অবস্থা) কাতাদাহ্ ও ইব্ন যায়দ (রা) এর মতে حَالَهُمْ (তাহাদিগের অবস্থা)। তবে প্রতিটি ব্যাখ্যার অর্থ প্রায় একই।

হাদীস শরীফে হাঁচিদাতা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলার পর উত্তরে কেউ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (আল্লাহ্ তোমার উপর রহম করুন) বলিলে প্রত্যুত্তরে হাঁচিদাতাকে يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (আল্লাহ্ তোমাকে হিদায়াত দান করুন এবং তোমার অবস্থা ভাল করিয়া দিন) বলিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন,

ذَالِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ "ইহা এইজন্য যে, যাহারা কুফরী করে তাহারা মিথ্যার অনুসরণ করে।" অর্থাৎ আমি কাফিরদিগের আমল ব্যর্থ এবং মু'মিনদিগের অপরাধ ক্ষমা ও তাহাদিগের অবস্থা ভাল করিয়া দেই। এইজন্য যে, যাহারা কুফরী করে তাহারা সত্য পরিহার করিয়া মিথ্যার অনুসরণ করে।

وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ "আর যাহারা ঈমান আনে তাহারা সত্যের অনুসরণ করে।"

كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ "এইভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাহাদিগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাহাদিগের কর্মফল ও পরিণামের কথা স্পষ্ট বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

(٤) فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۭ حَتّٰٓى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ڎ فَاِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاۗءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ڔ ذٰلِكَ ړ وَلَوْ يَشَاۗءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۭ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ○

(٥) سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ○

(٦) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ○

(٧) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ○

(٨) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ○

(٩) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ○

৪. অতএব যখন তোমরা কাফিরাদিগের সহিত যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাহাদিগের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিবে তখন উহাদিগকে কষিয়া বাঁধিবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাইবে যতক্ষণ না যুদ্ধ ইহার অস্ত্র নামাইয়া ফেলে। ইহাই বিধান। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে শাস্তি দিতে পারিতেন কিন্তু তিনি চাহেন তোমাদিগের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করিতে। যাহারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তিনি কখনও তাহাদিগের কর্ম বিনষ্ট করিয়া দেন না।

৫. তিনি তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাহাদিগের অবস্থা ভাল করিয়া দেন।

৬. তিনি তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার কথা তিনি তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন।

৭. হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদিগের অবস্থান দৃঢ় করিবেন।

৮. যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাহাদিগের কর্ম ব্যর্থ করিয়া দিবেন।

৯. ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন উহারা তাহা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ্ উহাদিগের কর্ম নিষ্ফল করিয়া দিবেন।

তাফসীর ঃ মুশরিকদিগের সাথে যুদ্ধ করিবার নীতি নির্ধারণ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে বলিতেছেন ঃ فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ "যখন তোমরা কাফিরদিগের সহিত যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাহাদিগের গর্দানে আঘাত কর।" অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা কাফিরদিগের মুখোমুখি হও এবং হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু কর তখন তোমরা তরবারীর আঘাতে তাহাদিগের গর্দান উড়াইয়া দাও। حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ "পরিশেষে যখন তোমরা উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিবে।" অর্থাৎ যখন তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিয়া ধ্বংস করিবে। فَشُدُّوا الْوَثَاقَ "তোমরা উহাদিগকে কষিয়া বাঁধিবে।" অর্থাৎ তাহাদিগের যাহারা ধরা পড়িয়া বন্দীরূপে তোমাদিগের হস্তগত হইবে তাহাদিগকে মজবুতভাবে বাঁধিয়া ফেলিবে। যুদ্ধ শেষে বন্দীদিগের ব্যাপারে তোমাদের জন্য দুইটি অধিকার থাকিবে। হয়ত মুক্তিপণ লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে নতুবা কোন মুক্তিপণ ছাড়াই অনুগ্রহপূর্বক তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া দিবে।

বাহ্যত মনে হয় যে, এই আয়াতটি বদর যুদ্ধের পর অবতীর্ণ হইয়াছে। কারণ অল্প সংখ্যক লোককে হত্যা করা ও অধিক সংখ্যক লোককে বন্দী করিয়া মুক্তিপণ লইয়া

ছাড়িয়া দেওয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে তিরস্কার করার ঘটনাটি বদর যুদ্ধ প্রসংগেই ঘটিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَاكَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ - لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

"দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত কোন নবীর জন্য বন্দী রাখা শোভনীয় নয়। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর আর আল্লাহ্ চাহেন পরকালের কল্যাণ। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। পূর্ব হইতে বিধান না থাকিলে তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ তাহার জন্য মহাশাস্তি তোমাদিগের উপর আপতিত হইত।" কোন কোন আলিমের মতে যেই আয়াতে মুক্তিপণ লওয়া আর না লওয়ার ইখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে; পরবর্তীতে উহা রহিত হইয়া গিয়াছে। রহিতকারী আয়াত হইল,

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ

"নিষিদ্ধ মাসসমূহ চলিয়া গেলে তোমরা কাফিরদিগকে যেখানে পাও হত্যা কর।"আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আয়াতটি "মানসূখ" হওয়ার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। সুদ্দী, যাহ্হাক, কাতাদাহ্ ও ইব্ন জুরাইজ (র) একই মত পোষণ করিয়াছেন। অন্যদের মতে আয়াতটি মান্সূখ নয়। ইহাদের সংখ্যাই অধিক। আবার কেহ কেহ বলেন ঃ বিনিময় ছাড়া মুক্তি দেওয়া কিংবা মুক্তিপণ লইয়া ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যাপারে ইমামের অধিকার থাকিবে, তবে হত্যা করা তাহার জন্য বৈধ নয়। অন্যরা বলেন, হত্যা করার অধিকারও ইমামের থাকিবে। তাহাদের দলিল এই যে, মহানবী (সা) বদরের বন্দী নজর ইব্ন হারিছ ও উকবা ইব্ন আবূ মু'আইতকে হত্যা করিয়াছিলেন। বন্দী সুমামাহ্ (রা)-কে মহানবী (সা) বলিয়াছিলেন যে, সুমামাহ্, তোমার মতামত কি? বলো। তখন সুমামাহ্ ইব্ন উসাল (রা) বলিলেন ঃ যদি আপনি (আমাকে) হত্যা করেন তাহা হইলে একজন রক্তের অধিকারী ব্যক্তিকেই হত্যা করিবেন, আর যদি দয়া করেন তাহা হইলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে দয়া করিবেন। আর যদি মুক্তিপণ চান, তাহা হইলে আপনি যাহা চাইবেন তাহাই দেওয়া হইবে।

ইমান শাফিয়ী (র) বলিয়াছেন ঃ হত্যা, মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি, বিনিয়ম ছাড়া মুক্তি ও গোলাম বানাইয়া নেওয়া এই চারটি বিষয়ে ইমামকে অধিকার দেওয়া হইবে। আল্লাহ্র অনুগ্রহে কিতাবুল আহকামে আমি এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا "যতক্ষণ না যুদ্ধ তাহার অস্ত্র নামাইয়া ফেলে।" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন ঃ যতক্ষণ না ঈসা (আ) অবতরণ করিবেন। সম্ভবত মুজাহিদ (র) মহানবী (সা)-এর বাণী لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ حَتّٰى يُقَاتِلَ اٰخِرُهُمُ الدَّجَّالَ "আমার একদল উম্মত সর্বদা সত্যের উপর জয়ী থাকিবে, এমনকি তাহাদের সর্বশেষ ব্যক্তিটি দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করিবে"—হইতে এই মতটি গ্রহণ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) জুবাইর ইব্ন নুফাইর (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ তিনি বলেন ঃ সালামা ইব্ন নুফাইল (রা) বলিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন ঃ আমি ঘোড়া ত্যাগ করিয়াছি, অস্ত্র ফেলিয়া দিয়াছি এবং যুদ্ধ তাহার অস্ত্র রাখিয়া দিয়াছে। আমি আরো বলিয়াছি যে, এখন আর যুদ্ধ নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ

اَلاٰنَ جَاءَ الْقِتَالُ لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى النَّاسِ يَزِيْغُ اللّٰهُ تَعَالٰى قُلُوْبَ اَقْوَامٍ فَيُقَاتِلُوْنَهُمْ وَيَرْزُقُهُمُ اللّٰهُ مِنْهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلٰى ذٰالِكَ اَلَا اِنَّ عَقْدَ دَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالشَّامِ وَالْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

অর্থাৎ "যুদ্ধের সময় আসিয়া গিয়াছে। আমার একদল উম্মত মানুষের উপর সর্বদা জয়ী থাকিবে। বক্র স্বভাবের লোকেরা তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে জীবিকা দান করিবেন। এই অবস্থাতেই আল্লাহ্র নির্দেশ আসিয়া পড়িবে। মু'মিনদের স্থান হইল শামদেশ। কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে।" ইমাম নাসা'য়ী (রা) জুবাইর ইব্ন নুফাইর (র)-এর সূত্রে সালামাহ ইব্ন নুফাইল আল সালবী (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূল কাসিম বাগবী (র) নাওয়াছ ইব্ন সাম'আন (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিজ আবূ ইয়ালা মুছেলী (র) দাঊদ ইব্ন রশীদ (র) হইতে উক্ত সনদে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বিশুদ্ধ কথা এই যে, এই হাদীসটি সালামা ইব্ন নুফাইল (র) হইতে বর্ণিত। এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, আয়াতটি রহিত নয়। তাই বলা যায় যে, যুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই বিধান কার্যকর থাকিবে।

حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا "যতক্ষণ না যুদ্ধ তাহার অস্ত্র রাখিবে" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা বলেন, যুদ্ধ তাহার অস্ত্র রাখিয়া দেওয়ার অর্থ হইল শিরক

বিলুপ্ত হওয়া। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ। "তাহাদিগের সাথে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হইবে এবং দীন একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই থাকিবে।"

কেহ কেহ বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, যতক্ষণ পর্যন্ত মুশরিকরা আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা করিয়া অস্ত্র ত্যাগ না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ চালাইয়া যাও।

কেহ কেহ বলেন, তাহাদিগের সর্বশক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ব্যয় না করিয়া, তোমরা যুদ্ধ চালাইয়া যাও।

ذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ "আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করিলে উহাদিগের থেকে প্রতিশোধ লইতেন।" অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তি প্রদান করিয়া উহাদিগের হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিতেন।

وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ "কিন্তু তিনি চাহেন তোমাদিগের একজন দ্বারা অপরকে পরীক্ষা করিতে।"

অর্থাৎ তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য ও তোমাদিগের ভাল-মন্দ যাচাই করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে শত্রুর মোকাবিলা ও যুদ্ধের বিধান দিয়াছেন। যেমন জিহাদের তাৎপর্য বর্ণনা প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আলে ইমরান ও সূরা বারাআতের দুইটি আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ-

তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, যখন আল্লাহ্ তোমাদিগের মধ্যে কে জিহাদ করিয়াছে এবং কে ধৈর্যশীল তাহা এখনও জানেন না।"

সূরা তাওবায় আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন,

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ-

"তোমরা তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিবে তোমাদিগের হস্তে আল্লাহ্ উহাদিগকে শাস্তি দিবেন, উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন, উহাদিগের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে বিজয়ী করিবেন ও মু'মিনদিগের চিত্ত প্রশান্ত করিবেন এবং উহাদিগের অন্তরের ক্ষোভ দূর করিবেন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

অতঃপর জিহাদের মূল উদ্দেশ্য কাফির-মুশরিকদিগকে দমন করা হইলেও তাহাতে মুসলমান নিহত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়, এইজন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ যাহারা আল্লাহ্র পথে নিহত (শহীদ) হইবে আল্লাহ্ তাঁহাদের আমল নষ্ট করিবেন না বরং উহা আরো বাড়াইয়া দিবেন। কাহারো কাহারো আমল কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকিবে। এই বিষয়ে ইমাম আহমদ (র) হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে কায়েস জুযামী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ কায়েস জুযামী (রা) বলেন, এক সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, শহীদকে ছয়টি পুরস্কার দেওয়া হইবে ঃ

১. রক্তের প্রথম ফোঁটাটি মাটিতে পড়ার সাথে সাথে তাঁহার জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

২. তাঁহাকে তাঁহার বেহেশতের স্থান দেখানো হইবে।

৩. অনিন্দ্য সুন্দরী ডাগর চোখা সুনয়না হুরদের সাথে তাঁহাকে বিবাহ দেওয়া হইবে।

৪. যাবতীয় বিপদাপদ হইতে তাঁহাকে নিরাপদ রাখা হইবে।

৫. কবর আযাব হইতে রক্ষা করা হইবে।

৬. ঈমানের অলংকার পরাইয়া তাঁহাকে সুসজ্জিত করা হইবে। ইমাম আহমদ (র) একাই এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(আরেকটি হাদীস) ইমাম আহমদ (র) ..... মিকদাম ইব্ন মা'দীকারিব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মিকদাম ইব্ন মা'দীকারীব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "শহীদ আল্লাহ্র নিকট ছয়টি পুরস্কার লাভ করিবে ঃ

১. রক্তের প্রথম ফোঁটাটি মাটিতে পড়ার সাথে সাথে তাঁহার জীবনের যাবতীয় গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

২. তাঁহাকে তাঁহার জান্নাতের স্থান দেখানো হইবে।

৩. ডাগর চোখা হুরদের সাথে তাঁহার বিবাহ পড়াইয়া দেওয়া হইবে।

৪. কবরের আযাব হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে।

৫. মহাবিপদ হইতে তাঁহাকে নিরাপদ রাখা হইবে।

৬. মূতি ও ইয়াকুত খচিত মর্যাদার মুকুট তাঁহাকে পরানো হইবে। তাহার একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও তন্মধ্যস্ত সমুদয় বস্তু হইতে উত্তম। ৭২ জন ডাগর চোখা হুরকে তিনি স্ত্রীরূপে লাভ করিবেন এবং তাঁহাকে আত্মীয়দের থেকে সত্তর জন ব্যক্তি সম্পর্কে সুপারিশ করার অধিকার দেওয়া হইবে। ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ্ হাদীসটি সহীহ বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর ও আবূ কাতাদাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, "ঋণ ব্যতীত শহীদের সব অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।" আবূ দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, শহীদ তাঁহার পরিবারের সত্তর জনের জন্য সুপারিশ করিবে। ইমাম আবূ দাউদ (রা) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। শহীদের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

سَيَهْدِيْهِمْ তিনি তাহাদিগকে পথ দেখান। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহাদিগকে জান্নাতের পথ দেখাইবেন।

যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ فِىْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ-

"যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎ কাজ করিয়াছে, তাহাদের ঈমানের বদৌলতে আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে এমন জান্নাতে দিয়া দিবেন, যাহার তলদেশে নদী-নালা প্রবাহিত হইবে এবং যা নিয়ামতরাজীতে পরিপূর্ণ থাকিবে।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

"হে মু'মিনগণ, তোমরা যদি আল্লাহ্র (দীনের) সাহায্য কর; তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করিবেন।"

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলিয়াছেন, لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ (যে আল্লাহ্কে সাহায্য করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে অবশ্যই সাহায্য করিবেন।) কারণ কর্ম যেমন হয় ফলাফল তেমনই হইয়া থাকে।

তাই আল্লাহ্ বলিয়াছেন, وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ "তিনি তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করিবেন।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ

مَنْ بَلَّغَ ذَا سُلْطَانٍ حَاجَةً مَنْ لَايَسْتَطِيْعُ اَبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَدَمَيْهِ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ "যেই ব্যক্তি কোন ক্ষমতাশীল ব্যক্তির নিকট এমন লোকের প্রয়োজনের কথা জানায়, যে উহা জানাইতে সক্ষম নয়; তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন পুলসিরাতের উপর তাহার পা দৃঢ় রাখিবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ "যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদিগের জন্য দুর্ভোগ

রহিয়াছে।" অর্থাৎ কাফিরদের অবস্থা মু'মিনদের ঠিক বিপরীত। তাহারা পদে পদে হোঁচট খাইতে থাকিবে। وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ এবং তাহাদিগের অবস্থা সংশোধন করিয়া দিবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁহাদের অবস্থা ও কাজ সংশোধন করিয়া দিবেন। وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ "এবং তিনি তাহাদিগকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন যাহার পরিচয় তিনি তাহাদিগকে দিয়াছেন" এবং তাহার প্রতি পথ দেখাইয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ প্রতিটি মানুষ জান্নাতে তাহাদের নিজ নিজ বাসস্থান এমনভাবে চিনিতে পারিবে যেমনভাবে তাহারা দুনিয়ায় তাহাদের বাড়ি ঘর চিনিত। কেহ কোন ভুল করিবে না বা কাহাকে জিজ্ঞাসাও করিতে হইবে না। মনে হইবে যেন জন্মের শুরু হইতেই তাহারা সেখানে বসবাস করিতেছে। ইমাম মালিক (র) যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (র) বলিয়াছেন ঃ "জুমুআর সালাত আদায় করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তোমরা যেমন তোমাদের নিজ নিজ ঘর চিনিতে পার ঠিক তদ্রূপ বেহেশতে প্রবেশ করার পর বেহেশতবাসীরা আপন আপন বাসস্থান চিনিতে পারিবে।" মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন ঃ "দুনিয়ায় যাহার সাথে তাহার আমলের যেই মুহাফিজ ফেরেশতা ছিল সেই তাহার আগে আগে হাঁটিবে। জান্নাতে পৌছার পর সে নিজেই তার বাসস্থান চিনিয়া লইতে পারিবে। এমনিভাবে সে আল্লাহ্ প্রদত্ত যাবতীয় নিয়ামতসমূহের পরিচয় লাভ করার পর ফেরেশতা ফিরিয়া যাইবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) এই বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিষয়ে একটি সহীহ্ হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম বুখারী (র) কাতাদা (র) হইতে তিনি আবুল মুতাওয়াক্কিল নাজী হইতে তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ

اِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ يَتَقَاصَوْنَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا حَتّٰى اِذَا هُذِّبُوْا وَنُقُّوْا اُذِنَ لَهُمْ فِىْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّ اَحَدَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ فِى الْجَنَّةِ اَهْدٰى مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الَّذِىْ كَانَ فِى الدُّنْيَا

অর্থাৎ "দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মু'মিনদিগকে বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী একস্থানে আটক করা হইবে। সেখানে দুনিয়ায় যে সব জুলুম-অত্যাচার তাহারা করিয়াছিল পরস্পর উহার প্রতিশোধ নেওয়া হইবে। যখন তাহারা সম্পূর্ণ পবিত্র ও নিষ্কলংক হইয়া যাইবে তখন তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হইবে। যাঁহার হাতে আমার জীবন আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমরা প্রত্যেকে দুনিয়ার ঘর-বাড়ি সম্পর্কে অবগত; বেহেশতবাসীরা বেহেশতে তাহাদের বাসস্থান সম্পর্কে ততোধিক অবগত থাকিবে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ

تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ تَعِسَ عَبْدُ الْقَطِيْفَةِ تَعِسَ وَانْتَكَسَ اِذَا شِيْكَ فَلاَ انْتَقَشَ ـ

অর্থাৎ "টাকা-কড়ি ও পোষাক-পরিচ্ছদের দাসরা ধ্বংস হউক। সে অসুস্থ হইলে আল্লাহ্ যেন তাহার রোগমুক্ত না করেন।"

وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ "এবং তিনি তাহাদিগের কর্মসমূহ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা খোদাদ্রোহীদের যাবতীয় আমল ও সৎকর্ম অর্থহীন ও নিষ্ফল করিয়া দিবেন।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

ذَالِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ "ইহা এই জন্য যে আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন উহারা তাহা অপছন্দ করে।" অর্থাৎ তাহাদিগের আমল ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন উহারা তাহা পছন্দ করে না।

فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ "সুতরাং আল্লাহ্ উহাদিগের কর্ম নিষ্ফল করিয়া দিবেন।"

(١٠) اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ○

(١١) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ○

(١٢) اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۖ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ○

(١٣) وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْٓ اَخْرَجَتْكَ ۚ اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ○

১০. উহারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই এবং দেখে নাই উহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের পরিণাম কি হইয়াছিল? আল্লাহ্ উহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন এবং কাফিরদিগের জন্য রহিয়াছে অনুরূপ পরিণাম।

১১. ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ মু'মিনদিগের অভিভাবক এবং কাফিরদিগের কোন অভিভাবক নাই।

১২. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যাহারা কুফরী করে, ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় উদর পূর্তি করে, তাহাদিগের নিবাস জাহান্নাম।

১৩. উহারা তোমার যে জনপদ হইতে তোমাকে বিতাড়িত করিয়াছে তাহা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল; আমি উহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি এবং উহাদিগকে সাহায্য করিবার কেহ ছিল না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ "উহারা কি ভ্রমণ করে না পৃথিবীতে?" অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র সাথে শরীক সাব্যস্ত করে এবং তাঁহার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ - دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ "এবং দেখে নাই উহাদিগের পূর্ববর্তীদের অবস্থা কি হইয়াছিল? আল্লাহ্ উহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন।" অর্থাৎ পৃথিবীতে ভ্রমণ করিলে মুশরিকরা দেখিতে পাইত যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে তাহাদিগের পূর্ববর্তী লোকদিগকে তাহাদিগের কুফরী ও নবী-রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে শাস্তি দিয়া ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাহাদিগের চোখের সামনে মু'মিনদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। وَلِلْكَافِرِيْنَ اَمْثَالُهَا এবং কাফিরদিগের জন্য রহিয়াছে অনুরূপ পরিণাম।" ذَالِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكَافِرِيْنَ لاَمَوْلٰى لَهُمْ "ইহা এইজন্য যে আল্লাহ্ মু'মিনদিগের অভিভাবক আর কাফিরদিগের কোন অভিভাবক নাই।" এইজন্যই উহূদের দিন মুশরিক নেতা আবূ সুফিয়ান ছখর ইব্ন হারব মুহাম্মদ (সা), আবূ বকর ও উমর (রা) সম্পর্কে প্রশ্ন করার পর উত্তর না পাইয়া বলিয়াছিল, "ইহারা কি মরিয়া গিয়াছে?" তখন উমর (রা) বলিয়াছিলেন, 'হে আল্লাহ্র দুশমন! যাহাদের অস্তিত্ব তোমার জন্য অমঙ্গল বহন করিয়া আনিবে, আল্লাহ্র ফজলে তাঁহারা সকলেই বাঁচিয়া আছেন।' আবূ সুফিয়ান বলিল, আজকের দিন বদরের প্রতিশোধ নেয়ার দিন। আর লড়াই তো বালতির ন্যায়। (এখন একজনের হাতে আবার আরেকজনের হাতে)। তোমাদের নিহতদের মধ্যে তোমরা এমন লোকও পাইবে, মৃত্যুর পর যাহাদের হাত-পা, চোখ, কান, নাক ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি এমন করিতে কাউকে আদেশও করি নাই আবার নিষেধও করি নাই। অতঃপর সে বলিতে

লাগিল, أُعْلُ هُبَلْ اُعْلُ هُبَلْ (হুবল জিন্দাবাদ হুবল জিন্দাবাদ)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তোমরা কেন জবাব দিতেছ না।" তাহারা বলিল, হুযূর! আমরা কি বলিয়া উত্তর দিব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা বল اَللّٰهُ اَعْلٰى وَاَجَلُّ (আল্লাহ্ বড় ও মহান!) আবূ সুফিয়ান বলিল ঃ لَنَا الْعُزّٰى وَلَاعُزّٰى لَكُمْ (আমাদের দেবতা আছে, তোমাদের উজ্জা দেবতা নাই) রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তোমরা কেন উত্তর দিতেছ না"? সাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা কি বলিব? হুযূর (সা) বলিলেন, তোমরা বল, اَللّٰهُ مَوْلَانَا وَلَامَوْلٰى لَكُمْ। 'আল্লাহ্ আমাদের অভিভাবক, তোমাদের কোন অভিভাবক নাই।' অতঃপর আল্লাহ্ বলিয়াছেন, اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ "যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকাজ করিয়াছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদিগকে এমন জান্নাতে স্থান দিবেন যাহার তলদেশে নদী-নালা প্রবাহিত হইবে।" وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ "যাহারা কুফরী করে ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং জানোয়ারের ন্যায় উদর পূর্তি করে। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে কাফিরদের কাজ কেবল পেট ভরে পানাহার করা। তাহারা পশুর ন্যায় পানাহার করে। পশুরা যেমন এদিক-ওদিক ঘুরাফিরা করিয়া অবাধে পেট পুরিয়া ভক্ষণ করে ইহারাও হালাল-হারাম, ভাল-মন্দ বিবেচনা না করিয়া কেবল উদর বোঝাই করে। মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ اَلْمُؤْمِنُ يَاْكُلُ فِىْ مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ অর্থাৎ 'মু'মিনরা এক উদরে ভক্ষণ করে আর কাফির ভক্ষণ করে সাত উদরে।' আল্লাহ্ তা'আলা অতঃপর বলিতেছেন , وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ অর্থাৎ "কিয়ামতের দিন জাহান্নাম হইবে তাহাদের ঠিকানা।"

وَكَاَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِىَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِىْ اَخْرَجَتْكَ اَهْلَكْنَا هُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔

"উহারা তোমাকে যে জনপদ (মক্কা) হইতে বিতাড়িত করিয়াছে তাহা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল, আমি উহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি এবং তাহাদিগের কোন সাহায্যকারী ছিল না।"

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কার মুশরিকদিগকে ধমক দিয়া ও আযাবের ভয় দেখাইয়া বলিতেছেন যে, তোমাদিগের চেয়ে অনেক শক্তিশালী জনপদকে আমি আমার নবীদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অপরাধে তছনছ করিয়া দিয়াছি। কিন্তু তাহাদিগের চেয়ে দুর্বল হইয়া তোমরা আমার এমন নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছ, যিনি সকল নবীগণের মধ্যমণি, সাইয়্যেদুল মুরসালীন। এখন তোমরা নিজেরাই ভাবিয়া দেখ যে, তোমাদিগের পরিণাম কি হইতে পারে? তবে দয়ার নবীর বরকত ও উসিলায় যদি

তোমরা পার্থিব জীবনে আযাব হইতে রক্ষা পাইয়া থাক, তাহা হইলে মনে রাখিও পরকালের মহাশাস্তি হইতে তোমরা কিছুতেই রক্ষা পাইবে না।

يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَاكَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ-

"উহাদিগের শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে, উহাদিগের শুনিবার সামর্থ্য ছিল কিন্তু উহারা দেখিতও না"।

مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِىْ اَخْرَجَتْكَ "তোমার জনপদ হইতে যাহারা তোমাকে বিতাড়িত করিয়াছে।" অর্থাৎ যাহারা তোমাকে তাহাদিগের চোখের সম্মুখ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে তাহারা পূর্ব-যুগের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ হইতে শক্তিশালী নয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা হইতে বাহির হইয়া সওর গুহায় আশ্রয় নেওয়ার পর মক্কার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় শহর, তুমি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় শহর। মুশরিকরা আমাকে বিতাড়িত না করিলে আমি তোমার বুক হইতে বাহির হইতাম না।" অতঃএব সর্বাধিক শত্রু হইল আল্লাহ্র সীমা অতিক্রমকারী যে আল্লাহ্র হরমে সীমালঙ্ঘন করিয়াছে অথবা নিজ খুনী ব্যতীত অন্যকে হত্যা করিয়াছে অথবা জাহেলিয়াতের কুপ্রথার কারণে কাউকে হত্যা করিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবীর উপর وَكَاَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِىَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِىْ اَخْرَجَتْكَ اَهْلَكْنَا هُمْ فَلاَ نَاصِرَ لَهُمْ (উহারা তোমাকে যে জনপদ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে উহা হইতে অতি শক্তিশালী কত জনপদ; আমি উহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। উহাদিগের কোন সাহায্যকারী ছিল না।) নাযিল করেন।

(١٤) اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ○

(١٥) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ○

১৪. যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালক প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি তাহার ন্যায় যাহার নিকট নিজের মন্দ কর্মগুলি শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যাহারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে?

১৫. মুত্তাকীদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত ঃ উহাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যাহার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদিগের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেথায় উহাদিগের জন্য থাকিবে বিবিধ ফলমূল ও তাহাদিগের প্রতিপালকের ক্ষমা। মুত্তাকীরা কি তাহাদিগের ন্যায় যাহারা জাহান্নামে স্থায়ী হইবে এবং যাহাদিগকে পান করিতে দেওয়া হইবে ফুটন্ত পানি, যাহা উহাদিগের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ "যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রেরিত বিধান, ধর্ম, হিদায়াত ও ইলমের ব্যাপারে পূর্ণ যথাযথ বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে এবং আল্লাহ্র সরল-সঠিক ফিতরতের উপর অবিচল রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি কি, كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوْا اَهْوَاءَهُمْ "তাহার ন্যায় যাহার নিকট তাহার মন্দ কর্মগুলি শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যাহারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে?" অর্থাৎ প্রথমোক্ত ব্যক্তি, শেষোক্ত ব্যক্তির ন্যায় নয়।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

أَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمى

যে ব্যক্তি জানে যে, তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে উহা সত্য, সে ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অন্ধ?

অন্যত্র বলিয়াছেন,

لَايَسْتَوِىْ اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ

"জাহান্নামের অধিবাসীগণ আর জান্নাতের অধিবাসীগণ সমান নন। জান্নাতীরাই সফলকাম।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ "মুত্তাকীদের জন্য যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত"।

ইকরিমা (র) বলিয়াছেন, مَثَلُ الْجَنَّةِ এর অর্থ জান্নাতের পরিচয়। فِيْهَا اَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ "উহাতে আছে নির্মল পানির নহর।"

ইব্‌ন আব্বাস (রা), হাসান ও কাতাদা (র) বলিয়াছেন, غَيْرُ اٰسِنٍ অর্থ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ অর্থাৎ অপরিবর্তনীয়।

কাতাদা, যাহ্হাক ও আতা খোরাসানী (র) বলিয়াছেন, غَيْرِ اسِنٍ অর্থ দুর্গন্ধ নয় এমন, অবিকৃত। পানির ঘ্রাণ বিকৃত হইয়া গেলে আরবরা বলিয়া থাকে اَسِنَ الْمَاءُ পানি বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) কর্তৃক বর্ণিত একটি মারফু' হাদীসে বলা হইয়াছে غَيْرُ اٰسِنٍ অর্থ পরিচ্ছন্ন নির্মল পানি।

মাসরুক (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুররা, আ'মাশ, ওয়াকী, আবূ সাঈদ আশাজ্জ, ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন, মাসরুক বলেন যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলিয়াছেন, "বেহেশ্‌তের নির্ঝর মালা মেশকের পাহাড় হইতে প্রবাহিত হয়।"

وَاَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ "আরো আছে দুধের নহর যাহার স্বাদ অপরিবর্তনীয়।" অর্থাৎ জান্নাতের নহরে পানি ব্যতীত আরো আছে দুধের নহর, যাহার স্বাদ কখনও পরিবর্তন হইবে না। বরং নির্মল, পরিচ্ছন্ন, সুমিষ্ট, সুস্বাদু ও যারপর নাই সাদা।

একটি মারফু' হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, "জান্নাতের দুধ পশুর স্তন হইতে নির্গত দুধ নয় (বরং সম্পূর্ণ আল্লাহ্ প্রদত্ত)।

وَاَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ "আরো আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর)।" অর্থাৎ জান্নাতে সুপেয় সুরার ঝরণা থাকিবে যাহা দুনিয়ার মদের ন্যায় বিস্বাদ বা দুর্গন্ধযুক্ত হইবে না – বরং সুদর্শন, সুস্বাদু, সুঘ্রাণ ও সুফলদায়ক হইবে। যাহা মনকে সতেজ ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিবে।

لَافِيْهَا غَوْلٌ وَّلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ উহাতে কোন মাতলামী নাই এবং তাহার দ্বারা জ্ঞান হারাও হইবে না।

لَايُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَايُنْزِفُوْنَ "সেই সূরা পানে তাহাদিগের শিরঃপীড়া হইবে না এবং তাহারা জ্ঞান হারাও হইবে না"।

بَيْضَاءُ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ উহা সাদা, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, لَمْ يَعْصِرْهَا الرِّجَالُ قَدَامِهِمْ 'জান্নাতের মদ্য মানুষের পা দ্বারা নিংড়ানো মদ নয়।" وَاَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى 'আরো আছে পরিশোধিত মধুর নহর।' অর্থাৎ জান্নাতে যার পর নাই পরিচ্ছন্ন সুবর্ণ ও সুস্বাদু খাঁটি মধু থাকিবে।

মধু সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, لَمْ يَخْرُجْ مِنْ بُطُوْنِ النَّحْلِ 'জান্নাতের মধু মৌমাছির উদর হইতে নির্গত হয় নাই।'

ইমাম আহ্মদ (র) ..... মুআবিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুআবিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, জান্নাতে দুধ, পানি ও শরাবের সমুদ্র রহিয়াছে। উহা হইতে নদী-নালা ও ঝরণারাজি প্রবাহিত হয়। ইমাম তিরমিযী (র) জান্নাতের বর্ণনায় মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াসার (র)..... সায়দ ইব্ন আবূ ইয়াছ জুওয়াইযী (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ্ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আবূ বকর ইব্ন মারদূওয়াই ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন কায়েস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন কায়েস (রা) বলেন , রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন যে, "এই নহরগুলি "জান্নাতে আদ্ন্" হইতে বাহির হইয়া একটি হাউজে আসিয়া পৌঁছে। অতঃপর জান্নাতের সর্বত্র পৌঁছে যায়।" আরেকটি সহীহ হাদীসে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিলে তোমরা জান্নাতুল ফেরদৌস প্রার্থনা করিও কারণ উহা সবচেয়ে উত্তম ও উঁচু জান্নাত। জান্নাতের নহরসমূহ সেখান হইতেই প্রবাহিত হয়। আর তার উপরেই আল্লাহ্র আরশ অবস্থিত।"

হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী (র) ..... আসিম ইব্ন লাকীত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । আসিম ইব্ন লাকীত (রা) বলেন যে, লাকীত ইব্ন আমির (রা) প্রতিনিধিরূপে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জান্নাতে আমরা কি কি পাইব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "পরিচ্ছন্ন খাঁটি মধুর নদী, নেশা মুক্ত শরাবের নদী, সুস্বাদু তাজা দুধের নহর, অবিকৃত ও দুর্গন্ধমুক্ত স্বচ্ছ পানির ঝরণা, রকমারি ফল-ফলাদি ও সতী-সাধ্বী স্ত্রী।" অতঃপর লাকীত ইব্ন আমির (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা সেখানে কি বিবিও লাভ করিব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "হ্যাঁ, নেককার পুরুষদিগকে জান্নাতে নেককার স্ত্রী দেওয়া হইবে। দুনিয়ার ন্যায় তোমরা তাহাদের থেকে আনন্দ উপভোগ করিবে, তাঁহারাও তোমাদের থেকে আনন্দ উপভোগ করিবে। তবে জান্নাতে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে না।"

ইবন্ আবূদ দুনিয়া (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, তোমরা হয়ত ধারণা করিতেছ যে, জান্নাতের নহরসমূহ দুনিয়ার নদী-নালার ন্যায় মাটি খুঁড়ে তৈয়ার করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপারটি মূলত এমন নয়। আমি আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি, উহা পরিচ্ছন্ন জমিনের উপর সমভাবে প্রবাহিত হইবে। উহার কিনারায় মনি-মুক্তার তাঁবুসমূহ থাকিবে। আর উহার মাটি হইবে খাঁটি মিশকের। আবূ বকর ইব্ন মারদূওয়াই (র) মাহদী ইব্ন হাকীম

(র)-এর মাধ্যমে ইয়াযিদ ইব্ন হারুন (র) হইতে এই হাদীসটি মারফূ' রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ অর্থাৎ "তাহাদিগের জন্য সেখানে সব রকমের ফল-ফলাদি থাকিবে"।

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

يَدْعُوْنَ فِيْهَا لِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ "তাহারা সেখানে যাবতীয় ফল-মূল নিরাপদে চাহিয়া আহার করিবে।"

فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ "উভয় জান্নাতে যাবতীয় ফল-ফলাদির জোড়া থাকিবে।"

وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ "আরও থাকিবে তাহাদিগের প্রতিপালকের ক্ষমা।" অর্থাৎ এতকিছু দেওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশতবাসীদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ "মুত্তাকীরা কি উহাদিগের ন্যায় যাহারা দোযখে স্থায়ী হইবে।" অর্থাৎ এতক্ষণ পর্যন্ত যাহাদের জান্নাতে প্রাপ্তব্য মর্যাদা ও সুখ-সামগ্রীর কথা আলোচনা করা হইয়াছে। তাহারা কি উহাদিগের মত হইতে পারে যাহারা আজীবন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিবে? অর্থাৎ এই দুই শ্রেণীর লোক সমান নয়। বেহেশতের সুরম্য অট্টালিকায় বাস করিবে যাহারা তাহারা উহাদিগের সমান হইতে পারে না, যাহারা বাস করিবে জাহান্নামের অতলান্তে।

وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا "তাহাদিগকে ফুটন্ত পানি পান করিতে দেওয়া হইবে।" অর্থাৎ জাহান্নামীদিগকে প্রচণ্ড অসহনীয় গরম পানি পান করানো হইবে।

فَقَطَّعَ اَمْعَائَهُمْ "যাহা উহাদিগের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে।" অর্থাৎ ফুটন্ত গরম পানি জাহান্নামীদিগের উদরস্থ নাড়ী-ভুঁড়ি ইত্যাদি কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। আল্লাহ্ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

(١٦) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ حَتّٰۤى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ۚ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ○

(١٧) وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ ○

(১৮) فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ○

(১৯) فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ○

১৬. উহাদিগের মধ্যে কতক তোমার কথা শ্রবণ করে। অতঃপর তোমার নিকট হইতে বাহির হইয়া যাহারা জ্ঞানবান তাহাদিগকে বলে, 'এইমাত্র সে কী বলিল?' ইহাদিগের অন্তর আল্লাহ্ মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহারা নিজদিগের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে।

১৭. যাহারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাহাদিগের সৎপথে চলিবার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাহাদিগকে মুত্তাকী হইবার শক্তি দান করেন।

১৮. উহারা কি কেবল এইজন্য অপেক্ষা করিতেছে যে, কিয়ামত উহাদিগের নিকট আসিয়া পড়ুক আকস্মিকভাবে? কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো আসিয়াই পড়িয়াছে। কিয়ামত আসিয়া পড়িলে উহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে কেমন করিয়া!

১৯. সুতরাং জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদিগের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ্ তোমাদিগের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।

তাফসীর ঃ মুনাফিকদের নির্বুদ্ধিতা, বিবেকহীনতা ও জ্ঞানশূন্যতার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা শ্রবণ করা সত্ত্বেও কিছু বুঝিতে পারিতেছে না।

قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ "জ্ঞানবানদিগকে তাহারা বলে।" অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মজলিস হইতে বাহির হইয়া তাহারা সাহাবাদিগকে বলে, مَاذَا قَالَ اٰنِفًا "তিনি এইমাত্র কী বলিলেন।" অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাহা বলেন উহারা তাহা বুঝে না এবং উহার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْا اَهْوَاءَهُمْ

"ইহাদিগের অন্তর আল্লাহ্ মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং তাহারা তাহাদিগের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিয়াছে।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগের অন্তর মোহর করিয়া দিয়াছেন। ফলে সঠিক কিছু বুঝে না এবং তাহাদিগের উদ্দেশ্যও সঠিক নয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى "যাহারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে সৎপথে চলিবার শক্তি বৃদ্ধি করেন।"

অর্থাৎ যাহারা হিদায়াত লাভ করিবার ইচ্ছা করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে উহার তাওফীক দান করেন এবং উহার উপর দৃঢ় পদ রাখেন, সর্বোপরি উহাদিগের হিদায়াত আরো বৃদ্ধি করিয়া দেন।

وَاٰتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ "এবং উহাদিগকে উহাদিগের তাকওয়া দান করেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে অন্তরে হিদায়াত ঢালিয়া দেন।

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً "উহারা কি কেবল এইজন্য অপেক্ষা করিতেছে যে, কিয়ামত উহাদিগের নিকট আসিয়া পড়ুক আকস্মিকভাবে?"

কিয়ামত হঠাৎ আসিয়া পড়ার অর্থ এই যে, কিয়ামত এমনভাবে আসিয়া পড়িবে যে, পূর্ব হইতে কেহই তাহা টের পাইবে না। সেই সম্পর্কে সকলেই উদাসীন থাকিবে।

فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاطُهَا "কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো আসিয়াই পড়িয়াছে।" অর্থাৎ কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার লক্ষণসমূহ আসিয়া পড়িয়াছে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ

"ইহা পূর্ববর্তী ভীতি প্রদর্শনকারীদিগের একটি ভীতি প্রদর্শনকারী। নিকটবর্তী হওয়ার বস্তু নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে।"

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ "কিয়ামত নিটকবর্তী হইয়াছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হইয়াছে।"

اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوْهُ "আল্লাহ্র নির্দেশ আসিয়া গিয়াছে, অতএব তোমরা উহার জন্য তাড়াহুড়া করিও না।"

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ "মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে আর তাহারা উদাসীনতায় মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবীরূপে দুনিয়ায় আগমন কিয়ামতের অন্যতম একটি লক্ষণ। কারণ তিনি হইলেন আখেরী নবী তাঁহার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা দীন পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং বিশ্ববাসীর জন্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মহানবী (সা) কিয়ামতের লক্ষণসমূহকে এমনভাবে বিবৃত করিয়াছেন ইতিপূর্বে কোন নবী তেমনভাবে বর্ণনা দেন নাই। এই বিষয়ে যথাস্থানে বিশদ আলোচনা রহিয়াছে।

হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন, মুহাম্মদ (সা)-এর নবীরূপে আগমন কিয়ামতের একটি নিদর্শন, তাই তাহার নাম, نَبِيُّ التَّوْبَةِ (তাওবার নবী) نَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ (যুদ্ধের নবী) الحَاشِرُ (সমবেতকারী) যাঁহার পদ দ্বয়ের উপর সকল লোক সমবেত হইবে العَاقِبُ (পশ্চাতে আগমনকারী) যাঁহার পর আর কোন নবী আগমন করিবেন না।

ইমাম বুখারী (র)... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) বলেন, আমি দেখিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মধ্যমা ও তদপার্শ্বস্থ আঙ্গুলদ্বয় উঠাইয়া বলিয়াছেন, بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ আমি ও কিয়ামত এই দুই অঙ্গুলির ন্যায় নিকটবর্তী প্রেরিত হইয়াছি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ "কিয়ামত আসিয়া পড়িলে উহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে কেমন করিয়া?"

অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হইয়া গেলে কাফিরগণ কেমন করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিবে? কোন উপদেশই তখন কোন উপকারে আসিবে না।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى "সেদিন মানুষ উপলব্ধি করিবে, কিন্তু এই উপলব্ধি তাহার কী কাজে আসিবে?"

وَقَالُوْا اٰمَنَّا بِهٖ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ "এবং ইহারা বলিবে, আমরা তাহাকে বিশ্বাস করিলাম। কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হইতে উহারা নাগাল পাইবে কি করে?

فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ "সুতরাং জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই।" আয়াতে ব্যবহৃত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ না থাকার জ্ঞান লাভ করিবার নির্দেশ বুঝা গেলেও মূলত ইহা একটি সংবাদ মাত্র।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ "ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদিগের ত্রুটির জন্য।"

সহীহ্ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ وَجَهْلِىْ وَاِسْرَافِىْ فِىْ اَمْرِىْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ
اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ هَزْلِىْ وَجِدِّىْ وَخَطَئِىْ وَعَمَدِىْ وَكُلُّ ذَالِكَ عِنْدِىْ -

"হে আল্লাহ্! আমার ত্রুটি, আমার অজ্ঞতা, আমার বাড়াবাড়ি এবং আমার যে অপরাধের কথা তুমি আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত সবকিছু ক্ষমা করিয়া দাও। হে আল্লাহ্! আমার ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত যাবতীয় অপরাধকে তুমি মাফ করিয়া দাও। আমি এই সকল অপরাধে অপরাধী।" হাদীসে আরো আছে যে, নবী করীম (সা) সালাত শেষে বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِغْفِرْلِىْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ اِلٰهِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্ আমার পূর্বাপর, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সীমা লংঘন, যাহা তুমি আমার চেয়ে ভালো জানো, সব ক্ষমা করে দাও। তুমি আমার ইলাহ্, তুমি ব্যতীত আমার কোন ইলাহ্ নাই।" একটি সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– "হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের রবের নিকট তাওবা কর। কারণ আমি দৈনিক সত্তর বারেরও অধিক আল্লাহ্র নিকট তাওবা করি।"

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ ইব্ন সারখিস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে যাইয়া তাঁহার সাথে খানা খাইয়াছি। প্রসঙ্গক্রমে আমি তাঁহাকে বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তো আপনাকে ক্ষমা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমাকেও যেন তিনি ক্ষমা করিয়া দেন। অতঃপর আমি বলিলাম, আমি কি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব? তিনি বলিলেন, "তোমার নিজের জন্যও।" অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ "ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদিগের ত্রুটির জন্য।" অতঃপর আমি তাঁহার কাঁধের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, তার একাংশ উঁচু হইয়া রহিয়াছে। আমার নিকট উহা তিলকের ন্যায় মনে হইল। এই হাদীসটি ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ইব্ন মাজাহ্ (র) এবং ইব্ন আবূ হাতিম (র)-ও বর্ণনা করিয়াছেন।

অপর একটি হাদীস আবূ ইয়ালা (র)............ আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণিত। হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন, "তোমাদিগের অধিক পরিমাণে لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ। وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ। পাঠ করা উচিত। কারণ ইবলিস বলে, আমি মানুষকে পাপ দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি আর তাহারা আমাকে ধ্বংস করিয়াছে لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ। দ্বারা।" ইহা দেখিয়া আমি তাহাদিগকে প্রবৃত্তি (বিদআত) দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। এখন তাহারা মনে করে তাহারা সঠিক পথে রহিয়াছে।

আরেক হাদীসে আছে যে, ইবলীস আল্লাহ্ তা'আলাকে বলিয়াছে, "আমি তোমার ইজ্জত ও জালালের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, মানুষের আত্মা তাহাদিগের দেহে থাকা

পর্যন্ত আমি তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতেই থাকিব।" প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ বলিলেন, "আমি আমার ইজ্জত ও জালালের শপথ করিয়া বলিতেছি, তাহারা যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে থাকিব।" ইস্তিগফারের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ "আল্লাহ্ তোমাদিগের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদিগের দিবা কালের গতিবিধি চলাফেরা এবং রজনীর অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন,

هُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰى كُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ

"তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিবসে তোমরা যাহা কর তাহা তিনি জানেন।"

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ

"ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই; তিনি উহাদিগের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত, সুস্পষ্ট কিতাবে সবই আছে।"

ইব্‌ন জুরাইজ এবং ইব্‌ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, مُتَقَلَّبَكُمْ এই দুনিয়ার ঠিকানা এবং مَثْوَاكُمْ আখিরাতের ঠিকানা।

সুদ্দী (র)-এর মতে مُتَقَلَّبَكُمْ দুনিয়ার এবং مَثْوَاكُمْ কবরের ঠিকানা। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই উত্তম ও সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

(٢٠) وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؕ فَاَوْلٰى لَهُمْ ۚ

(٢١) طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۝

(٢٢) فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ ۝

(٢٣) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ ۝

২০. মু'মিনরা বলে, 'একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন?' অতঃপর যদি দ্ব্যর্থহীন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং উহাতে জিহাদের কোন নির্দেশ থাকে তুমি দেখিবে যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা মৃত্যুর ভয়ে বিহবল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাইতেছে। শোচনীয় পরিণাম উহাদিগের।

২১. আনুগত্য ও ন্যায়সংগত বাক্য উহাদিগের জন্য উত্তম ছিল। সুতরাং জিহাদের সিদ্ধান্ত হইলে যদি উহারা আল্লাহ্‌র প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করিত তবে তাহাদিগের জন্য ইহা মঙ্গলজনক হইত।

২২. ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিবে।

২৩. আল্লাহ্ ইহাদিগকেই করেন অভিশপ্ত আর করেন বধির ও দৃষ্টি শক্তিহীন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, মু'মিনগণ জিহাদের বিধান কামনা করে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদ ফরয করিয়া দেন তখন অহমিকাবশত অধিকাংশ লোকই উহা অস্বীকার করে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا اَخَّرْتَنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا۔

তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই, যাহাদিগকে বলা হইয়াছিল যে, তোমরা তোমাদের হস্তসমূহকে সংরুদ্ধ কর এবং সালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর;

অনন্তর যখন তাহাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ হইল তখন তাহাদের একদল আল্লাহ্‌কে যেরূপ ভয় করে তদপেক্ষা অধিক ভয় করিতে লাগিল মানুষদেরকে। আর তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করিয়াছ? কেন আমাদিগকে আরো কিছু কালের জন্য অবসর দিলে না?' (হে রাসূল!) তুমি বল, 'পার্থিব উপকরণ সামান্য মাত্র আর ধর্মভীরুদের জন্য পরকালই উত্তম। তোমাদিগের উপর খর্জুর বীজের পর্দার পরিমাণও জুলুম করা হইবে না।'

এই জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন,

يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ "মু'মিনরা বলে, একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন?" অর্থাৎ ঈমানদাররা বলে যে, আল্লাহ্ কেন এমন একটি সূরা অবতীর্ণ করেন না যাহাতে জিহাদের বিধান রহিয়াছে?

فَاِذَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاَوْلٰى لَهُمْ -

"অতঃপর দ্ব্যর্থহীন কোন সূরা যদি অবতীর্ণ হয় এবং উহাতে জিহাদের কোন নির্দেশ থাকে তুমি দেখিবে যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে তাহারা মৃত্যুর ভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাইতেছে।"

অর্থাৎ জিহাদের বিধান সম্বলিত দ্ব্যর্থহীন আয়াত অবতীর্ণ করিবার পর ব্যাধিগ্রস্ত লোকগুলি ভয়ে-শংকায় ও শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে সাহসহীনতায় বিহ্বলচিত্তে তোমার প্রতি তাকাইয়া থাকে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিতেছেন ঃ

طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ আনুগত্য ও ন্যায়সংগত বাক্য উহাদিগের জন্য উত্তম ছিল।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশ শ্রবণ করিয়া আজীবন যথাযথভাবে উহা পালন করাই তাহদিগের জন্য মঙ্গলজনক ছিল।

فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ "যখন সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত হইবে।" অর্থাৎ যখন পরিস্থিতি নাজুক আকার ধারণ করিবে এবং যুদ্ধ আসিয়া পড়িবে।

فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ "তাহারা যদি আল্লাহ্‌র প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করিত তাহা হইলে ইহা তাহাদিগের জন্য মঙ্গলজনক হইত।"

অর্থাৎ তখন যদি তাহারা নিষ্ঠা ও ইখলাসের সাথে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িত তবে উহা তাহাদিগের জন্য মঙ্গলজনক হইত।

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ

"ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করিতে।" অর্থাৎ বর্বরযুগের ন্যায় তোমরা রক্তপাত করিবে এবং আত্মীয়তা বন্ধন ছিন্ন করিবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ

"এমন লোকদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত রহিয়াছে। ফলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে বধির ও অন্ধ করিয়া দিয়াছেন।" এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হইতে ব্যাপকভাবে এবং আত্মীয়তা বন্ধন ছিন্ন করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন। প্রকারান্তরে আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন ও আত্মীয়তা বন্ধন বজায় রাখার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা অর্থ হইল, আত্মীয়দের সাথে কথাবার্তায়, কাজে-কর্মে সদাচরণ ও উত্তম ব্যবহার করা এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে তাহাদের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা। এই বিষয়ে নবী করীম (সা) হইতে বিভিন্ন সূত্রে অনেক "সহীহ্" ও "হাসান" হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম বুখারী (র).....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব সৃষ্টির পর আত্মীয়তার বন্ধন দণ্ডায়মান হইয়া আল্লাহ্র কোমর জড়াইয়া ধরিল। আল্লাহ্ বলিলেন, কি ব্যাপার বল, সে বলিল, ইহা আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারী হইতে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর জায়গা। অতঃপর আল্লাহ্ বলিলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বজায় রাখিবে আমি তাহার সাথে সম্পর্ক রাখিলে তুমি কি খুশী হইবে? সে বলিল, হ্যাঁ, আমি তাহাতে খুশী হইব। আল্লাহ্ বলিলেন, তোমার জন্য ইহা মঞ্জুর করা হইল।" আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, মনে চাইলে তোমরা فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ "ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করিতে" পাঠ কর।

ইমাম বুখারী (র) অপর দুইটি সূত্রে মুআবিয়া ইব্ন আবূ মুযার্রিদ (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী বলেন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন, তোমরা ইচ্ছা করিলে, فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ "ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করিতে" আয়াতটি পাঠ করিতে পার।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ বাকরা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ বাকরা (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "সত্যাদ্রোহীতা আর আত্মীয়তা বন্ধন

ছিন্ন করার ন্যায় এমন মারাত্মক ও জঘন্য অপরাধ দ্বিতীয়টি আর নেই, যাহার শাস্তি অতিসত্বর দুনিয়ায় বাস্তবায়িত হওয়া সত্ত্বেও পরকালেও উহার উপযুক্ত সাজা ভোগ করিতে হইবে।" ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) ইসমাঈলের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটি হাসান সহীহ্ বলিয়া ইমাম তিরমিযী (র) মন্তব্য করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... সওবান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু ও আর্থিক স্বচ্ছলতা কামনা করিবে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আমর ইব্ন শুয়াইব (র) হইতে তিনি স্বীয় পিতা শুয়াইব (রা) হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখি– কিন্তু তাহারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাহারা আমার উপর জুলুম করে আর আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেই, আমি তাহাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি আর তাহারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আচ্ছা, আমি তাহাদের থেকে প্রতিশোধ নিব কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "না"। যদি তুমি প্রতিশোধ নাও, তাহা হইলে তাহারা সকলেই তোমাকে ত্যাগ করিবে। তুমি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিতে থাক এবং আত্মীয়তা বন্ধন বজায় রাখিয়া চল। মনে রাখিও, যতদিন পর্যন্ত তুমি তাহাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখিবে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করিতে থাকিবেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আত্মীয়তা সম্পর্ককে আরশের সাথে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। সদাচারের বিনিময়ে সদাচার করার নাম আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা নয় বরং আত্মীয়তা বন্ধন রক্ষাকারী সেই ব্যক্তি, যে সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে।" ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "কিয়ামতের দিন আত্মীয়তা সম্পর্ককে রাখা হইবে, হরিণের চরখার মত সংরক্ষিত, তাহার অনেক পাহারাদার থাকিবে। সে স্পষ্ট ভাষায় মধুর কণ্ঠে কথা বলিবে। অতঃপর তাহাকে যে ছিন্ন করিয়াছিল সে তাহার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিবে, যাহাকে সে বজায় রাখিয়াছে সে তাহার সাথে সম্পর্ক জুড়িবে।"

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "যাহারা মানুষের প্রতি

দয়া প্রদর্শন করে, আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি দয়া পরবশ হন। তোমরা দুনিয়াবাসীদের প্রতি দয়া কর, আকাশবাসীরা তোমাদের দয়া করিবেন। আত্মীয়তা সম্পর্ক আল্লাহ্ প্রদত্ত বস্তু। যে উহা বজায় রাখিবে আমি তাহার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখিব আর যে ব্যক্তি উহা ছিন্ন করিবে, আমি তাহার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিব।" আবু দাউদ ও তিরমিযী (র) সুফিয়ান ইব্ন উআইনা (র)-এর মাধ্যমে আমর ইব্ন দীনার (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান-সহীহ্ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)........ আব্দুল্লাহ ইব্ন ফারিজ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন ফারিজ (র) একদিন অসুস্থ আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-এর নিকট গেলেন। আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) তাহাকে বলিলেন ঃ তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছ ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, 'আমি রহমান। আমার নামেই আমি رَحِمٌ (আত্মীয়তা সম্পর্ক)-এর নাম রাখিয়াছি। অতএব যে ব্যক্তি উহা রক্ষা করিবে, আমি তাহার সাথে সম্পর্ক গড়িব, আর যে উহা ছিন্ন করিবে, আমি তাহার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিব।' এই সম্বন্ধে ইমাম আহমদ (র) একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

যাহরানী (র) .... সুলাইমান (র) হইতে বর্ণনা করেন সুলাইমান (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আত্মা হইল সম্মিলিত বাহিনী। "রোযে আযলে" যাহার সাথে যাহার মিলন হইয়াছে। দুনিয়াতে তাহাদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হইয়াছে। আর যাহার সাথে বিমুখতা ছিল দুনিয়ায় তাহার সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইয়াছে।" এই প্রসংগে মহানবী (সা) আরো বলিয়াছেন ঃ "যখন কথা বেশী হইবে, কাজ কমিয়া যাইবে, মৌখিক সম্পর্ক সৃষ্টি হইবে, অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ জন্ম নিবে, আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা হইবে, তখন আল্লাহ্ মানুষের উপর অভিসম্পাত করিবেন বধির ও অন্ধ করিয়া দিবেন।" এই বিষয়ে প্রচুর হাদীস রহিয়াছে।

(٢٤) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ○

(٢٥) إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ○

(٢٦) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ○

(٢٧) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۝

(٢٨) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَآ أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُۥ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝

২৪. তবে কি তাহারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না উহাদিগের অন্তর তালাবদ্ধ?

২৫. যাহারা নিজদিগের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হইবার পর উহা পরিত্যাগ করে শয়তান উহাদিগের কাজকে শোভন করিয়া দেখায় এবং উহাদিগকে মিথ্যা আশা দেয়।

২৬. ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহারা তাহা অপছন্দ করে; তাহাদিগকে উহারা বলে, আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদিগের আনুগত্য করিব। আল্লাহ্ উহাদিগের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন।

২৭. ফেরেশতারা যখন উহাদিগের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে প্রাণ হরণ করিবে, তখন উহাদিগের দশা কেমন হইবে!

২৮. ইহা এই জন্য যে, যাহা আল্লাহ্‌র অসন্তোষ জন্মায় উহারা তাহার অনুসরণ করে এবং তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াসকে অপ্রিয় গণ্য করে। তিনি ইহাদিগের কর্ম নিষ্ফল করিয়া দেন।

তাফসীর ঃ গভীর চিন্তাভাবনা করিয়া কুরআন বুঝিবার জন্য আদেশ করিয়া এবং কুরআন হইতে বিমুখ না হইবার নির্দেশ দিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

"তবে কি উহারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না উহাদিগের অন্তর তালাবদ্ধ?"

অর্থাৎ তাহারা কুরআন বুঝিবে কি করিয়া তাহাদিগের অন্তর তো তালাবদ্ধ রহিয়াছে। ফলে কুরআনের কথা উহাতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। ইব্‌ন জারীর (র)..... উরওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, উরওয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا তবে কি তাহারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না তাহাদিগের অন্তর তালাবদ্ধ? পাঠ করিলেন। শুনিয়া ইয়ামানের একজন যুবক বলিয়া উঠিল, বরং তাহাদিগের অন্তসমূহে তালা

রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা খুলিয়া না দেওয়া পর্যন্ত উহা অপসারিত হইবে না। কথাটি হযরত উমর (রা) এর মনে গাঁথিয়া গেল। এমনকি তিনি স্বীয় শাসনামলে তাহার নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا وَعَلٰى اَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى

"যাহারা নিজদিগের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হইবার পর ইহা পরিত্যাগ করে।" অর্থাৎ সৎপথ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইবার পর যাহারা ঈমান ত্যাগ করিয়া কুফরীর পথ অবলম্বন করে, اَلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلٰى لَهُمْ "শয়তান উহাদিগের কাজকে শোভন করিয়া দেখায় এবং উহাদিগকে মিথ্যা আশা দেয়।" অর্থাৎ শয়তান তাহাদের মন্দ কাজগুলিকে তাহাদিগের নিকট শোভনীয় ও চিত্তাকর্ষক করিয়া দেখায় এবং তাহাদিগকে প্রতারিত করে ও ধোঁকা দেয়।

ذَالِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَانَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِىْ بَعْضِ الْاَمْرِ -

"ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহারা তাহা অপছন্দ করে, তাহাদিগকে উহারা বলে আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদিগের আনুগত্য করিব।"

অর্থাৎ তাহাদিগের এই কুফরী সেই কপটতারই সাজা যাহা তাহারা মনের মধ্যে গোপন রাখিত। ফলে কাফিরদিগের সাথে নিবৃতে মিলিত হইয়া বলিত, ভয় কিসের! আমরা তো কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করিতেই প্রস্তুত আছি। বস্তুত মনের কথা গোপন করিয়া অন্য কথা প্রকাশ করাই মুনাফিকদিগের চরিত্র। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন,

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ "আল্লাহ্ উহাদিগের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন।" অর্থাৎ তাহারা যাহা গোপন রাখে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। আল্লাহ্র নিকট কিছুই গোপন থাকে না।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَايُبَيِّتُوْنَ "রাতের অন্ধকারে তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ উহাও লিখিয়া রাখেন।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ

"ফেরেশ্তারা যখন উহাদিগের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে প্রাণ হরণ করিবে তখন উহাদিগের দশা কেমন হইবে!"

অর্থাৎ যখন তাহাদিগের প্রাণ হরণ করিবার জন্য ফেরেশতা আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং তাহাদিগের প্রাণগুলি দেহাভ্যন্তরে লুকাইয়া থাকিবার চেষ্টা করিবে আর ফেরেশতারা

মারিয়া পিটাইয়া রাগ-ধমক দিয়া জোরপূর্বক উহা বাহির করিয়া লইবে, তখন তাহাদিগের অবস্থা কেমন হইবে!

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ-

"ফেরেশ্‌তা আসিয়া যখন কাফিরদিগের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে প্রাণ হরণ করিবে উহা যদি তুমি দেখিতে!"

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظَّالِمُوْنَ فِىْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيَهُمْ

"জালিমরা যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকিবে এবং ফেরেশ্‌তারা তাহাদিগের প্রতি (প্রহার করিতে) হাত বাড়াইবে যদি তুমি উহা দেখিতে!"

اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ-

"তোমরা তোমাদের প্রাণ বাহির কর, তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে অন্যায়ভাবে যাহা বলিতে এবং তাঁহার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে যে দম্ভ প্রকাশ করিতে উহার কারণে আজ তোমাদিগকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হইবে।"

তাই আল্লাহ্ তা'আলা এইস্থানে বলিয়াছেন ঃ

ذَالِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَا اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ

"ইহা এইজন্য যে, যাহা আল্লাহ্‌র অসন্তোষ জন্মায় ইহারা তাহার অনুসরণ করে এবং তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াসকে অপ্রিয় গণ্য করে। তিনি ইহাদিগের কর্ম নিষ্ফল করিয়া দেন।"

(٢٩) اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ○

(٣٠) وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ○

(٣١) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَا۟ اَخْبَارَكُمْ ○

২৯. যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ উহাদিগের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন না?

৩০. আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে উহাদিগের পরিচয় দিতাম। ফলে, তুমি উহাদিগের লক্ষণ দেখিয়া উহাদিগকে চিনিতে পারিতে, তবে তুমি অবশ্যই কথার ভংগিতে উহাদিগকে চিনিতে পারিবে। আল্লাহ্ তোমাদিগের কর্ম সম্পর্কে অবগত।

৩১. আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব, যতক্ষণ না আমি জানিয়া লই তোমাদিগের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদিগকে এবং আমি তোমাদিগের ব্যাপারে পরীক্ষা করি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ

"যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা মনে করে যে, আল্লাহ্ উহাদিগের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন না।"

অর্থাৎ মুনাফিকরা কি এই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের ধোঁকাবাজী প্রতারণা ও মনের অশুভ পরিকল্পনার কথা মু'মিনদিগের নিকট ফাঁস করিয়া দিবেন না? তাহাদের এই ধারণা নিতান্তই ভুল। বস্তুত আল্লাহ্ তাহাদিগের মনের কথা এমনভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন যে, বিজ্ঞজনেরা উহা বিলক্ষণ বুঝিয়া ফেলিবেন। সূরা তাওবা অবতীর্ণ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা উহাতে মুনাফিকদের নীচুতা, হীনমন্যতা ও তাহাদিগের এমন কার্যকলাপের কথা তুলিয়া ধরিয়াছেন, যাহা উহাদিগের কপটতার মুখোশ উন্মোচন করিয়া দেয়। আর এই জন্যই সূরা তাওবার আরেক নাম রাখা হইয়াছে সূরা ফাজেহাহ্ অর্থাৎ অপমানকারী সূরা।

اَضْغَانٌ শব্দটি ضِغْنٌ এর বহুবচন। ইসলাম মুসলমান ও এই দুইয়ের সাহায্য-সহযোগিতায় নিয়োজিত মহৎ ব্যক্তিবর্গের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করার মত অন্তরস্ত গোপন ব্যাধিকে আরবীতে ضِغْنٌ বলে।

وَلَوْ نَشَاءُ لَاَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ

"আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে উহাদিগের পরিচয় দিতাম। ফলে তুমি উহাদিগের লক্ষণ দেখিয়া উহাদিগকে চিনিতে পারিতে।"

لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِىْ لَحْنِ الْقَوْلِ "তবে তুমি কথার ভংগিতে উহাদিগকে চিনিতে পারিবে।" অর্থাৎ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাদিগের মুখ হইতে যে সব কথা নিঃসৃত হয় উহার ভাবভঙ্গি দেখিয়াই তাহাদের কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় এবং তাহারা কোন দলের তাহা বুঝিতে পারা যায়। لَحْنِ الْقَوْلِ "হযরত উসমান (রা) বলিয়াছেন, কেহ মনের মধ্যে কোন রহস্য গোপন করিলে আল্লাহ্ তাহার চেহারা ও জিহ্বার উপর ইহা প্রকাশ করিয়া দেন।"

হাদীস শরীফে আছে যে, কেহ কোন কথা গোপন রাখে আল্লাহ্ তা'আলা উহা প্রকাশ করিয়া দেন। ভালো হইলে ভালো আর মন্দ হইলে মন্দ। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় আমি আমল ও আকীদাগত নিফাক (কপটতা) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন মনে করি না। একদল মুনাফিককে চিহ্নিত করা হইয়াছে বলিয়া হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ইমাম আহমদ (র) আবূ মাসঊদ, উকরা ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আবূ মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ভাষণে আল্লাহ্র প্রশংসা বর্ণনা করার পর বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কতিপয় মুনাফিক রহিয়াছে। আমি যাহার নাম বলিব সে যেন উঠিয়া দাঁড়ায়। অতঃপর তিনি বলিলেন অমুক দাঁড়াও, অমুক দাঁড়াও, অমুক দাঁড়াও। এইভাবে তিনি ছত্রিশ ব্যক্তির নাম ডাকিয়া অতঃপর বলিলেন, তোমাদের ভিতর তোমাদের মধ্যে অনেক মুনাফিক আছে। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হযরত উমর (রা) তাহাদের একজনের পাশ দিয়ে যাইতেছিলেন সে চাদর দিয়া মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছ কেন? তখন সে ঘটনাটি খুলিয়া বলিল। শুনিয়া উমর (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ তোকে ধ্বংস করুক।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ "আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব।" অর্থাৎ আদেশ দিয়া, নিষেধ করিয়া আমি তোমাদিগকে উত্তমরূপে যাচাই করিব।

حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ

যতক্ষণ না আমি জানিয়া লই তোমাদিগের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমি তোমদিগের ব্যাপারে পরীক্ষা করি।

বলাবাহুল্য যে, কোন কিছু সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। অতএব আয়াতের অর্থ হইল যতক্ষণ না আমি জনসমক্ষে উহার বাস্তবায়ন দেখিব। এইজন্যই হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) এ ধরনের ক্ষেত্রে نَعْلَمُ এর অর্থ করেন نَرٰى অর্থাৎ দেখার অর্থে ব্যবহার করেন।

(٣٢) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ۝

(٣٣) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ ۝

(٣٤) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۝

(٣٥) فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْۤا اِلَى السَّلْمِ ۖۗ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖۗ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ۝

৩২. যাহারা কুফরী করে এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত করে এবং নিজদিগের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হইবার পর রাসূলের বিরোধিতা করে, উহারা আল্লাহ্‌র কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। তিনি তো তাহাদিগের কর্ম ব্যর্থ করিবেন।

৩৩. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদিগের কর্ম বিনষ্ট করিও না।

৩৪. যাহারা কুফরী করে ও আল্লাহ্‌র পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না।

৩৫. সুতরাং তোমরা হীনবল হইও না এবং সন্ধির প্রস্তাব করিও না, তোমরাই প্রবল; আল্লাহ্ তোমাদিগের সংগে আছেন, তিনি তোমাদিগের কর্মফল কখনও ক্ষুণ্ন করিবেন না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, যাহারা কুফরী করে, আল্লাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধকতা, সৃষ্টি করে, হিদায়াত প্রকাশিত হইবার পরও রাসূল (সা)-এর বিরোধিতা করে এবং ঈমান হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না বরং তাহারা নিজেরাই চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। মহাপ্রলয়ের দিন রিক্ত হস্তেই তাহারা আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হইবে। কোন আমলের বিন্দু বিসর্গ প্রতিদানও তাহারা পাইবে না।

নেক কাজ যেমন মন্দ কাজকে মুছিয়া ফেলে, তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সমুদয় ভালো কাজকে সম্পূর্ণ বিনাশ করিয়া দিবেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন নাস্‌র মাবওয়াবী আবুল আলিয়া (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আবুল আলিয়া (র) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) ধারণা করিতেন যে, শির্‌কের সাথে যেমন কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়, তেমন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলার পর কোন গুনাহ ক্ষতিকর নয়। তাঁহাদের এই ভ্রম অপনোদনের নিমিত্ত اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ "তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুসরণ কর আর তোমাদের আমলসমূহকে বরবাদ করিও না।" আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তাঁহারা শংকিত হইয়া পড়িল যে, গুনাহ্ তাঁহাদের আমলসমূহকে বরবাদ করিয়া দিবে। আব্দুল্লাহ্ ইবন মুবারক (র) ইব্‌ন উমর (রা)-এর সূত্রে ইমাম আহমদ ইব্‌ন নাস্‌র (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমরা সাহাবায়ে কিরামগণ (রা) ধারণা করিতাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের যে কোন নেক কাজকেই কবুল করিয়া লন। আমাদিগের এই ভুল সংশোধনের জন্য اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ "তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর ও রাসূল (সা)-এর আনুগত্য কর এবং তোমদিগের কর্ম বিনষ্ট করিও না।" আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়াতে আমরা মনে করিলাম যে, কবীরা গুনাহ ও অশ্লীল কার্যকলাপই আমাদিগের আমলসমূহকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

"আল্লাহ্ তাঁহার সাথে শির্‌ক করাকে পছন্দ করেন না, ইহা ব্যতীত অন্য গুনাহ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া দেন।" আয়াতটি নাযিল করেন ইহার পর আমরা আর কোন মন্তব্য করিলাম না। তবে কবীরা গুনাহ ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা ভয় করিতাম ও যে ব্যক্তি উহা হইতে বিরত থাকিত তাহার ব্যাপারে আশান্বিত হইতাম।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ঈমানদার বান্দাদিগকে তাঁহার ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর আনুগত্য করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। যাহাতে নিহিত রহিয়াছে ইহকাল ও পরকালের সমূহ কল্যাণ, আর ধর্ম ত্যাগ করিয়া মুরতাদ হইতে বারণ করিয়াছেন।

যাহা সমুদয় সৎকাজকে বরবাদ করিয়া দেয়। তিনি বলিয়াছেন, وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ "তোমরা তোমাদিগের কার্যসমূহকে বিনষ্ট করিও না।" অর্থাৎ ধর্ম ত্যাগ করিয়া তোমরা তোমাদিগের কর্ম নষ্ট করিও না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ

"যাহারা কুফরী করে ও আল্লাহ্র পথ হইতে নিবৃত্ত করে অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না।"

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

"আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। ইহা ছাড়া অন্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করিয়া দেন।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মু'মিন বান্দাদিগকে বলিয়াছেন, فَلَا تَهِنُوْا "অতএব তোমরা দুর্বল হইও না।" অর্থাৎ শত্রুর মুকাবিলায় তোমরা তোমাদিগের দুর্বলতা প্রকাশ করিও না।

وَتَدْعُوْا اِلَى السَّلْمِ "এবং সন্ধির প্রস্তাব করিও না।" অর্থাৎ শক্তি ও সংখ্যায় তোমরা কাফিরদের তুলনায় অধিক হইলে কাফিরদের নিকট যুদ্ধ বন্ধ কিংবা সন্ধির প্রস্তাব করিও না।

وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ "তোমরাই প্রবল।" অর্থাৎ যখন তোমরা শক্তি ও সামর্থ্যে শত্রুর উপর প্রবল থাকিবে তখন তাহাদিগের নিকট যুদ্ধ বন্ধ কিংবা সন্ধি চুক্তির প্রস্তাব দিও না। তবে সমস্ত মুসলামানদের তুলনায় শক্তি ও সংখ্যায় কাফিররা প্রবল হইলে ইমাম যদি সন্ধি করাই কল্যাণকর মনে করেন, তাহা হইলে সন্ধি চুক্তি বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। মক্কার কাফিররা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মক্কা প্রবেশ হইতে বাধা প্রদান করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগের সাথে দশ বছরের জন্য সন্ধি করেন ইসলামের ইতিহাসে যাহা হুদাইবিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত।

وَاللّٰهُ مَعَكُمْ "আল্লাহ্ তোমাদিগের সাথে আছেন।" এই আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য ও বিজয়ের মহাসংবাদ দিয়াছেন।

وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ "তিনি তোমদিগের কর্ম কখনও ক্ষুণ্ন করিবেন না।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কিছুতেই তোমাদিগের কর্মসমূহ নিষ্ফল করিয়া দিবে না বরং উহার উপযুক্ত প্রতিদান তোমাদিগকে প্রদান করিবেন, উহাতে তিনি মোটেই কার্পণ্য করিবেন না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

(٣٦) إِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوْا وَ تَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ أُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْئَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۝

(٣٧) إِنْ يَّسْئَلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَ يُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ۝

(٣٨) هٰٓأَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا أَمْثَالَكُمْ ۝

৩৬. পার্থিব জীবন তো কেবল ক্রীড়া-কৌতুক, যদি তোমরা ঈমান আন, তাকওয়া অবলম্বন কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে তোমাদিগের পুরস্কার দিবেন এবং তিনি তোমাদিগের ধন-সম্পদ চাহেন না।

৩৭. তোমাদিগের নিকট হইতে তিনি তাহা চাহিলে ও তজ্জন্য তোমাদিগের উপর চাপ দিলে তোমরা তো কার্পণ্য করিবে, এবং তিনি তোমাদিগের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন।

৩৮. দেখ, তোমরাই তো তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করিতে বলা হইতেছে অথচ তোমাদিগের অনেকে কৃপণতা করিতেছে, যাহারা কার্পণ্য করে তাহারা তো কার্পণ্য করে নিজেদিগেরই প্রতি। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত; যদি তোমরা বিমুখ হও তিনি অন্য জাতিকে তোমাদিগের স্থলবর্তী করিবেন; তাহারা তোমাদিগের মত হইবে না।

তাফসীর ঃ দুনিয়ার তুচ্ছতা, মূল্যহীনতা ও গুরুত্বহীনতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলিতেছেন, اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ "পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক মাত্র।" অর্থাৎ ক্রীড়া কৌতুক আর খেল-তামাশাই পার্থিব জীবনের সারকথা। শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যাহা কিছু করা হইবে উহাই কাজে আসিবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, اِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَايَسْئَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ "তোমরা যদি ঈমান আন এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে উহার প্রতিদান দিবেন আর তিনি তোমাদের সম্পদ চান না।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের

মুখাপেক্ষী নন তিনি তোমাদের নিকট কিছু চাহেন না। তিনি তো কেবল তোমাদের দরিদ্র-অসহায় ভাইদের প্রতি মানবতা প্রদর্শন উদ্দেশ্যে তোমাদের উপর দান-সদকার বিধান দিয়াছেন। উপরন্তু তোমরাই পরকালে উহার সুফল ভোগ করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنْ يَّسْئَلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا অর্থাৎ তিনি তোমাদিগের নিকট সম্পদ চাহিলে এবং এইজন্য তোমাদিগকে চাপ দিলে তোমরা কার্পণ্য করিবে। وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ এবং তিনি তোমাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন।

কাতাদা (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, আল্লাহ্র পথে সম্পদ ব্যয় করার জন্য চাপ সৃষ্টি করিলেই তাহাদিগের মনের হিংসা-বিদ্বেষ প্রকাশিত হইয়া যাইবে। বস্তুত কাতাদা (র) যথার্থই বলিয়াছেন। কারণ সম্পদ মানুষের প্রিয় বস্তু তাই মানুষ স্বভাবত তদপেক্ষা প্রিয় পাত্র ছাড়া উহা ব্যয় করে না।

هَاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَّبْخَلُ

"তোমরা তো তাহারাই যাহাদিগকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করিতে বলা হইতেছে অথচ তোমাদিগের অনেকে কৃপণতা করিতেছে।" অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে আহবান করা হইলে তোমাদের অনেকে আল্লাহ্র আহবানে সাড়া দেয় না।

وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ "যাহারা কার্পণ্য করে তাহারা তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই প্রতি।" অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করিতে কার্পণ্য করে তাহারা দানের সওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবে এবং আল্লাহ্র ডাকে সাড়া না দেওয়ার অশুভ পরিণাম তাহারাই ভোগ করিবে।

وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ "আল্লাহ্ অভাবমুক্ত" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা গায়রুল্লাহ্ হইতে, মুখাপেক্ষী, অভাবমুক্ত আর প্রতিটি বস্তু সর্বকালেই তাঁহার দ্বারের ভিখারী মুখাপেক্ষী।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন,

وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ "আর তোমরা অভাবগ্রস্ত।" অর্থাৎ তোমরা সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী। ফলকথা অমুখাপেক্ষীতা আল্লাহ্ তা'আলার অপরিহার্য গুণ এবং মুখাপেক্ষীতা সৃষ্টির অপরিহার্য অবিচ্ছেদ্য গুণ।

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ

"যদি তোমরা বিমুখ হও তিনি অন্য জাতিকে তোমাদিগের স্থলবর্তী করিবেন তাহারা তোমাদের মত হইবে না।"

অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহ্র আনুগত্য ও তাঁহার বিধানের অনুসরণ হইতে বিমুখ হও তাহা হইলে তিনি এমন এক জাতিকে তোমাদিগের স্থলবর্তী করিবেন যাহারা তোমাদের ন্যায় অবাধ্য হইবে না বরং আল্লাহ্র অনুগত ও তাঁহার বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবে। ইবন আবূ হাতিম (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَيَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ (তোমরা যদি বিমুখ হও তাহা হইলে তিনি এমন জাতিকে তোমাদিগের স্থলবর্তী করিবেন যাহারা তোমাদের মত হইবে না।) আয়াতটি তিলাওয়াত করিলে সাহাবায়ে কিরাম (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন , ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা অবাধ্য হইলে আমাদিগের পরিবর্তে যাহাদিগকে আনা হইবে আর তাহারা আমাদিগের মত হইবে না; তাহারা কাহারা?" রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন, 'এই ব্যক্তি এবং তাহার সম্প্রদায়। দীন সুরাইয়া নক্ষত্রের নিকটে থাকিলেও পারস্যের লোকেরা উহা লইয়া আসিবে।'

মুসলিম ইব্ন ফয়জী এককভাবে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ মুসলিম ইব্ন খালিদের সমালোচনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

সূরা ফাত্হ

২৯ আয়াত, ৪ রুকু', মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

ইমাম আহ্মদ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযূর (সা) মক্কা বিজয়ের বছর সফরকালে বাহনের উপর বসিয়া সূরা ফাত্হ পাঠ করিয়াছেন। তিনি খুব থামিয়া থামিয়া সূরাটি পাঠ করিতেছিলেন। রাবী মুআবিয়া ইব্ন কুররা (র) বলেন, মানুষ আমার নিকট ভীড় করিবে এই ভয় না থাকিলে আমি তোমাদিগকে হুযূর (সা)-এর ন্যায় সূরাটি তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতাম।

(١) إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۙ

(٢) لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ

(٣) وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ○

১. নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়—

২. যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন,

৩. এবং আল্লাহ্ তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন।

তাফসীর ঃ ষষ্ঠ হিজরীর জিলক্বদ মাসে উমরাহ পালন করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা ত্যাগ করিয়া মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে হুদাইবিয়া নামক স্থানে মক্কার মুশরিকরা তাঁহাকে মক্কা প্রবেশ ও বায়তুল্লাহ্ যিয়ারত হইতে বাধা প্রদান করে। অতঃপর তাহারা এই মর্মে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে যে, তিনি এই বৎসর ফিরিয়া যাইবেন এবং আগামী বৎসর আসিয়া উমরাহ্ পালন করিবেন। হযরত উমর (রা) সহ আরো অনেক বড় বড় সাহাবাদের অপছন্দ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সন্ধি প্রস্তাবে একমত হইলেন। ইহার বিস্তারিত ঘটনা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। হুযূর (সা) সেখানেই হাদী কোরবানী করিয়া ফিরিয়া গেলেন। ফিরিবার পথে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই সন্ধি চুক্তিটি মুসলমানদের প্রতিকূলে মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাতে অনেক কল্যাণ নিহিত ছিল। তাই এই সন্ধিকে "বিজয়" আখ্যায়িত করা হইয়াছে। যেমন ইব্ন মাসঊদ (রা) সহ অনেকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তোমরা তো ফাত্হ (বিজয়) বলিতে "ফাত্হে মক্কা" (মক্কা বিজয়) মনে কর; কিন্তু আমরা বিজয় বলিতে হুদাইবিয়ার সন্ধি বুঝে থাকি।

আ'মাশ (র) ..... আবূ সুফিয়ান (রা)-এর মাধ্যমে জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, জাবির (রা) বলেন, "বিজয়" দ্বারা আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই বুঝিতাম। ইমাম বুখারী (র)..... বারা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। বারা (রা) বলেন, তোমরা "বিজয়" বলিতে মক্কা বিজয় মনে কর প্রকৃতপক্ষে উহাও একটি বিজয়। কিন্তু আমরা "বিজয়" বলিতে হুদাইবিয়ার দিবসের "বাইয়াতে রিজওয়ান"কে বুঝিয়া থাকি। সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমরা চৌদ্দশত সাহাবী ছিলাম। তথায় হুদাইবিয়া নামক একটি কুয়া ছিল। আমরা প্রত্যেকেই সেই কুয়া হইতে পানি নিতে শুরু করি। অবশেষে উহাতে এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট রহিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি আসিয়া কুয়ার এক কিনারায় বসিয়া পড়িলেন। অতঃপর এক পাত্র পানি আনাইয়া উহা দ্বারা ওযূ করিলেন ও কুলি করিলেন। অতঃপর দোয়া করিয়া ওযূর অবশিষ্ট পানি কুয়ায় ফেলিয়া দিলেন। মুহূর্ত পরেই কুয়াটি পানিতে কানায় কানায় ভরিয়া গেল। আমরা তৃপ্তির সাথে পানি পান করিলাম এবং আমাদের পশুপালদেরকেও পান করাইলাম।

ইমাম আহ্মদ (র) ..... হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন যে, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলাম। একটি ব্যাপারে আমি তাঁহাকে তিনবার প্রশ্ন করিলাম। কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। মনে মনে বলিলাম, আফসোস! বারবার প্রশ্ন করিয়া আমি হুযূর (সা)-কে কষ্ট দিলাম। তিনি তো কোন উত্তর দিলেন

না। উমর (রা) বলেন, এই বেআদবীর কারণে আমার ব্যাপারে কোন ওহী অবতীর্ণ হইয়া যায় কিনা এই ভাবিয়া আমি সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলাম। অবশেষে উটের পিঠে আরোহন করিয়া দ্রুত গতিতে সেই স্থান ত্যাগ করিলাম। ক্ষণকাল পরেই শুনিতে পাইলাম পিছন হইতে কে যেন আমাকে ডাকিতেছে। আমার ব্যাপারে কোন ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে ভাবিয়া আমি ফিরিয়া গেলাম। উমর (রা) বলেন, যাওয়ার পর হুযূর (সা) বলিলেন ঃ গতরাতে আমার উপর এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে যাহা আমার নিকট দুনিয়া ও তন্মধ্যস্ত যাবতীয় বস্তু হইতে উত্তম। অতঃপর তিনি إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا .... 'আমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দেওয়া হইয়াছে' তিলাওয়াত করিলেন। ইমাম বুখারী, তিরমিযী এবং নাসায়ী (র) ও মালিক (র)-এর বিভিন্ন সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আলী ইবনুল মাদানী (র) বলিয়াছেন, ইহা মাদানী সনদ, তাহাদের ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট এই সনদটি পাওয়া যায় না।

ইমাম আহমদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, হুদাইবিয়া থেকে ফিরিবার পথে নবী করীম (সা)-এর উপর لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ "যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করিয়া দেন।" আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আজ রাতে আমার উপর এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে যাহা আমার নিকট দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু হইতে উত্তম। অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম (রা) হুযূর (সা)-কে মুবারকবাদ জানাইয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে কি ব্যবহার করিবেন উহাতো বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন কিন্তু আমাদের কি উপায় হইবে? অতঃপর لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ .... فَوْزًا عَظِيْمًا আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। যাহার তলদেশে নির্ঝরমালা প্রবাহিত হয়, তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে এবং তিনি তাহাদিগের পাপমোচন করিবেন। আল্লাহ্র নিকট ইহাই মহাসাফল্য।" কাতাদা (র)-এর রিওয়ায়াত হইতে সহীহ্দ্বয়ে এই হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ..... মুজাম্মি ইব্ন হারিসা আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাম্মি ইবন হারিসা আনসারী যিনি প্রসিদ্ধ কারীদের একজন ছিলেন, বলেন, আমরা হুদাইবিয়ায় উপস্থিত ছিলাম। ফিরিয়া আসিবার পথে দেখিতে পাইলাম যে, লোকেরা ইতঃস্তত ছুটাছুটি করিতেছে। জিজ্ঞাসা করা হইল যে, লোকদের কি হইয়াছে? তাহারা বলিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে। তাই আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি। হুযূর (সা) তখন "কুরাউল গামীম" নামক স্থানে

বাহনের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা সকলে তথায় সমবেত হওয়ার পর মহানবী (সা) সূরা ফাত্‌হ তিলাওয়াত করিয়া সকলকে শুনাইলেন।

অতঃপর একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহা কি বিজয়? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ, যাঁহার হাতে মুহাম্মদের জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, অবশ্যই ইহা বিজয়।"

হুদাইবিয়ায় যাহারা উপস্থিত ছিল খায়বারকে তাহাদের মাঝেই বণ্টন করা হইয়াছে। খায়বরের সৈন্য সংখ্যা ছিল এক হাজার পাঁচশত। তন্মধ্যে তিনশত ছিল অশ্বারোহী। মূল সম্পদকে আঠার ভাগ করিয়া অশ্বারোহীদিগকে দুইভাগ ও পদাতিক বাহিনীকে একভাগ প্রদান করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) জিহাদ অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা (র) হইতে তিনি মুজাম্মি ইব্‌ন ইয়াকুব (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হুদাইবিয়া হইতে ফিরিবার পথে রাত্রে এক জায়গায় আমরা অবতরণ করিয়া ঘুমাইয়া পড়ি। ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া দেখি যে, সূর্য উদয় হইয়া গিয়াছে। হুযূর (সা) তখনও ঘুমাইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে জাগ্রত করিবার জন্য আমরা বলাবলি করিতেছিলাম। ইত্যবসরে তিনি নিজেই জাগিয়া গেলেন। বলিলেন, "তোমরা যাহা করিতেছিলে করিতে থাক। যে ব্যক্তি ঘুমাইয়া পড়ে কিংবা ভুলিয়া যায় সে এমনই করিয়া থাকে।" বর্ণনাকারী বলেন, সেই সফরে হুযূর (সা)-এর উষ্ট্রী হারাইয়া গিয়াছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখিতে পাইলাম যে, উহার রশি একটি বৃক্ষের সাথে আটকাইয়া রহিয়াছে। উষ্ট্রীটি ধরিয়া সেইখান হইতে আমি হুযূর (সা)-এর নিকট লইয়া আসিলে তিনি উহাতে আরোহন করিলেন। আমরা চলিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে পথিমধ্যেই হুযূর (সা)-এর নিকট ওহী অবতীর্ণ হয়। রাবী বলেন, ওহী অবতীর্ণ হইলে হুযূর (সা) খুব কষ্ট অনুভব করিতেন। ওহী অবতরণ সমাপ্ত হওয়ার পর হুযূর (সা) আমাদিগকে বলিলেন যে, এই মাত্র আমার উপর .... اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا (নিশ্চয় আমি তোমাকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়) নাযিল হইয়াছে। ইমাম আবূ দাউদ, আহমদ ও নাসায়ী (র) জামে' ইবন শাদ্দাদ (র) হইতে অন্য সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... মুগীরা ইব্‌ন শুবা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুগীরা ইব্‌ন শুবা (র) বলেন, তাহাজ্জুদ ও নফল সালাত পড়িতে পড়িতে হুযূর (সা)-এর পদদ্বয় ফুলিয়া যাইত। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। উত্তরে তিনি বলিলেন, اَفَلَا اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا "আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হইব না?" (বুখারী, মুসলিম)

ইমাম আহমদ (র) ..... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আয়িশা (রা) বলিয়াছেন, দাঁড়াইয়া সালাত পড়িতে পড়িতে হুযূর (সা)-এর পদযুগল ফুলিয়া যাইত। আয়িশা (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি এমন করিতেছেন কেন? আল্লাহ্ তা আপনার আনুপূর্বিক সমুদয় পদস্খলন মার্জনা করিয়া দিয়াছেন। উত্তরে তিনি বলিলেনঃ يَا عَائِشَةُ اَفَلاَ اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا 'হে আয়িশা আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হইব না?' আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ওহ্বের সূত্রে ইমাম মুসলিম (র) স্বীয় সহীহ্ মুসলিমে এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আনাস (রা) বলেন, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করিতেন বিধায় হুযূর (সা)-এর দুই পা/পায়ের গোছা ফুলিয়া গিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার পূর্বাপর যাবতীয় ত্রুটি কি মাফ করিয়া দেওয়া হয় নাই ? তিনি বলিলেনঃ আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হইব না? আয়াতে مُبِيْنًا অর্থ সুস্পষ্ট, খোলা-মেলা। সুস্পষ্ট বিজয় দ্বারা সোলহে হুদাইবিয়া (হুদাইবিয়া সন্ধি)-র উদ্দেশ্য। কারণ এই সন্ধি দ্বারা অপরিমেয় কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। জনগণ নিরাপত্তা লাভ করিয়াছে, মুসলিম-অমুসলিম সুসম্পর্ক সৃষ্টি হইয়াছে এবং হীতকর ইল্ম আর ঈমানের প্রসার ঘটিয়াছে।

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ

(আল্লাহর আপনার পূর্বাপর ত্রুটি মার্জনা করিয়া দিবেন)। পূর্বের ও পরের ত্রুটি সমূহকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া কেবলমাত্র মহানবী (সা)-এরই বৈশিষ্ট। অন্য কাউকে এইরূপ মর্যাদা দান করা হয় নাই। নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ অন্য কাহারো পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়ার কথা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। ইহাতে হুযূর (সা)-এর অনুপম সম্মান ও মর্যাদার স্বীকৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। হুযূর (সা) সৎকর্ম, দৃঢ়তা ও খোদাভীরুতায় ছিলেন অতুলনীয়। পূর্বাপার কোন ব্যক্তিত্বই এমন দৃষ্টান্ত পেশ করিতে পারে নাই। তিনি ছিলেন সামগ্রিকভাবে পূর্ণাঙ্গ মহামানব, ইহ্কাল ও পরকালের সকলের সরদার। তাই যখন তাঁহার উষ্ট্রী বসিয়া পড়িয়াছিল তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "হস্তীবাহিনীর গতিরোধকারী সত্ত্বাই ইহার গতিরোধ করিয়া দিয়াছে।" অতঃপর তিনি বলিলেন, যাঁহার মুঠোয় আমার প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আল্লাহ্র মর্যাদার পরিপন্থী নয় এমন যাহা কিছুই আজ কাফিররা চাইবে আমি উহা দিতে প্রস্তুত আছি। তাই যখন তিনি আল্লাহ্র আনুগত্য করিলেন এবং সন্ধি প্রস্তাব মানিয়া লইলেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা اِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِّيَغْفِرَلَكَ اللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ "আমি আপনার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় দান করিয়াছি, যেন

আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় ত্রুটি মাফ করিয়া দেন এবং (ইহকাল-পরকালে) আপনার প্রতি তাহার নিয়ামত পরিপূর্ণ করিয়া দেন" নাযিল করেন।

وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا "এবং তিনি তোমাকে সরল পথের সন্ধান দিবেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে সুমহান শরীয়ত ও সঠিক ধর্মের দিশা দিবেন।

وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا "এবং আল্লাহ্ তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করিবেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি আপনার বিনয় ও নম্রতার বদৌলতে আল্লাহ্ আপনার মর্যাদা বুলন্দ করিবেন এবং শত্রুর মুকাবিলায় আপনাকে বিজয় দান করিবেন। যেমন সহীহ্ হাদীসে বলা হইয়াছে।

مَازَادَ اللّٰهُ بِعَفْوٍ اِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ

অর্থাৎ ক্ষমা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন আর বিনয় ও নম্রতা দ্বারা আল্লাহ্ উঁচু মাকাম দান করেন।

উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্র নাফরমানী করে, তুমি তাহার ব্যাপারে যতটুকু আল্লাহ্র আনুগত্য কর তা তাহাকে ততটুকু শাস্তি দিও না।

(٤) هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ؕ وَ لِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ

(٥) لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۙ

(٦) وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا ۝

(٧) وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

৪. তিনিই মু'মিনদিগের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন যেন তাহারা তাহাদিগের ঈমানের সহিত ঈমান দৃঢ় করিয়া লয়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৫. ইহা এই জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে এবং তিনি তাহাদিগের পাপমোচন করিবেন, ইহাই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য।

৬. এবং মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী, যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। অমঙ্গল চক্র উহাদিগের জন্য, আল্লাহ্ উহাদিগের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন এবং উহাদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং উহাদিগের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন, উহা কত নিকৃষ্ট আবাস!

৭. আল্লাহ্রই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ। "তিনিই মু'মিনদিগের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন।" ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মতে আয়াতে سَكِيْنَةٌ অর্থ প্রশান্তি বা রহমত। কাতাদা (র)-এর মতে গাম্ভীর্য বা প্রভাব।

আয়াতে মু'মিন দ্বারা ঐ সকল সাহাবাগণকে বুঝানো হইয়াছে যাঁহারা হুদাইবিয়ার দিন আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নির্দেশকে অম্লান বদনে মানিয়া লইয়াছিলেন। যখন তাহাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে এবং মনের অস্থিরতা দূর হইয়া যায়, তখন আল্লাহ্ তাহাদের ঈমান আরো বাড়াইয়া দেন।

ইমাম বুখারী (র) সহ আরো অনেকে এই আয়াত দ্বারা ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধির সপক্ষে প্রমাণ পেশ করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলে কাফিরদের প্রতিশোধ লইতে পারেন। তাই তিনি বলেন,

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করিলে একজন মাত্র ফেরেশ্তা পাঠাইয়া তাহাদিগকে

নিপাত করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু বিশেষ হিকমতের কারণে মু'মিনদিগের জন্য জিহাদ ও লড়াইয়ের বিধান দিয়াছেন।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا "আল্লাহ্ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।" অর্থাৎ আল্লাহ্র কোন প্রোগ্রামই জ্ঞান-প্রজ্ঞামুক্ত নয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন,

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا

'ইহা এই জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত হইবে। যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে, উপরে আনাস (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) হুযূর (সা)-কে মুবারকবাদ জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহা তো আপনার জন্য সুসংবাদ, আল্লাহ্ আমাদিগের জন্য কি রাখিয়াছেন?' তখন আল্লাহ্ তা'আলা لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا 'ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে।' অর্থাৎ চিরকালই তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে।

وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ "এবং তিনি তাহাদিগের পাপমোচন করিবেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন পুরষ ও মু'মিন নারীদিগের ভুল-ত্রুটি ও অপরাধ মুছিয়া ফেলিবেন, তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না। বরং তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন, তাহাদিগের দোষ গোপন করিবেন, তাহাদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবেন এবং তাহা-দিগকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করিবেন।

وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا "ইহাই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য।" যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ "যাহাকে জাহান্নাম হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হইবে, সে সফলকাম।"

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ

"এবং তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদিগকে যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন।"

অর্থাৎ যেসব মুনাফিক ও মুশরিক নারী কিংবা পুরুষ আল্লাহ্র বিধান সম্বন্ধে মন্দ ধারণা করে এবং রাসূলুল্লাহ্ ও সাহাবায়ে কিরামদিগের ব্যাপারে আপত্তিকর উক্তি করে এবং তাঁহার পতন কামনা করে— সংখ্যায় তাহারা যতই হোক, আজ হোক আর কাল

হোক আল্লাহ্ তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ "অমঙ্গল চক্র তাহাদিগের উপর, আল্লাহ্ উহাদিগের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন এবং উহাদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিক ও মুনাফিকদিগকে রহমত হইতে দূরে রাখিয়াছেন।

وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا "এবং তাহাদিগের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা কত নিকৃষ্ট আবাস!" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের শত্রু কাফির ও মুনাফিকদের প্রতিশোধ নেওয়ার স্বীয় শক্তি সামর্থ্যের কথা পুনরুল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

(৮) اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۙ

(৯) لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ؕ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

(১০) اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

৮. আমি তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে,

৯. যাহাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

১০. যাহারা তোমার বায়'আত গ্রহণ করে তাহারা তো আল্লাহ্‌রই বায়'আত গ্রহণ করে। আল্লাহ্‌র হাত উহাদিগের হাতের উপর। সুতরাং যে উহা ভঙ্গ করে উহা ভঙ্গ করিবার পরিণাম তাহারই এবং যে আল্লাহ্‌র সহিত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাহাকে মহা পুরস্কার দেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী মুহাম্মদ (সা)-কে বলিতেছেন, اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا 'আমি তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে।'

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আমি আপনাকে সৃষ্টির উপর সাক্ষী স্বরূপ, ঈমানদারদিগের জন্য সুসংবাদদাতা ও কাফিরদিগের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে দুনিয়ায় প্রেরণ করিয়াছি। সূরা আহ্যাবে ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আলোচিত হইয়াছে।

لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه تُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ "যাহাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আন এবং রাসূলকে সাহায্য কর এবং সম্মান কর।"

ইব্‌ন আব্বাস (রা) সহ কেহ কেহ বলিয়াছেন, আয়াতে تُعَزِّرُوْهُ অর্থ تُعَظِّمُوْهُ অর্থাৎ যেন তোমরা তাঁহার সম্মান কর। وَتُوَقِّرُوْهُ শব্দটি اَلتَّوْقِيْرُ মূল হইতে গৃহীত। অর্থ সম্মান করা, ইহ্তিরাম করা।

وَتُسَبِّحُوْهُ যেন তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা কর। بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً "সকাল সন্ধ্যায়।" অর্থাৎ দিবসের প্রথমভাগে ও শেষভাগে যেন তোমরা আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ কর। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মান ও তাজীম ঘোষণার্থে বলিয়াছেন, اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ 'যাহারা আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করে তাহারা তো আল্লাহ্রই নিকট বায়'আত গ্রহণ করে।'

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন, مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ 'যে রাসূলের আনুগত্য করে সে তো আল্লাহ্রই আনুগত্য করে।' يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ 'আল্লাহ্র হাত তাহাদিগের হাতের উপর' অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহাদিগের সাথে রহিয়াছেন। তিনি তাহাদের কথোপকথন শ্রবণ করেন, তাহাদের অবস্থান প্রত্যক্ষ করেন এবং তাহাদের ভিতর-বাহির সবই জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তিনি বায়'আত গ্রহণকারী। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِه مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِه وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

"আল্লাহ্ মু'মিনদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, তাহাদিগের জন্য জান্নাত আছে ইহার বিনিময়ে। তাহারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইন্‌জীল ও কুরআনে এই সম্পর্কে তাহাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পলনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে

আছে? তোমরা যে সওদা গ্রহণ করিয়াছ সেই সওদার জন্য আনন্দ কর এবং উহাই মহা সাফল্য।"

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে তরবারী ধারণ করিল সে যেন আল্লাহ্র হাতে বায়আত করিল।

তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আরো বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে উঠাইবেন। দেখিবার জন্য উহার দুইটি চোখ থাকিবে, কথা বলিবার জন্য জিহবা থাকিবে। খাঁটি মনে যে উহাকে চুম্বন করিল সে যেন আল্লাহ্র হাতে বায়'আত গ্রহণ করিল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ। 'যাহারা আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করে তাহারা তো আল্লাহ্রই নিকট বায়'আত গ্রহণ করে। আল্লাহ্র হাত তাহাদিগের হাতের উপর। 'এই আয়াত পাঠ করিলেন। তাই এইস্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ 'যে উহা ভঙ্গ করিবে উহা ভঙ্গ করিবার পরিণাম তাহারই।'

অর্থাৎ অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবার পরিণাম অঙ্গীকার ভঙ্গকারীরই ভোগ করিতে হইবে। আল্লাহ্ তাহার মুখাপেক্ষী নহেন।

وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا 'আর যে আল্লাহ্র সহিত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাহাকে মহাপুরস্কার দেন।' অর্থাৎ যে আল্লাহ্র সহিত কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে আল্লাহ্ তাহাকে অশেষ সওয়াব দান করিবেন। এইস্থানে যে বায়'আতের কথা আলোচিত হইয়াছে উহা 'বায়'আতুর রিজওয়ান' নামে অভিহিত। হুদাইবিয়ার একটি বাবুল বৃক্ষের নীচে তাহা সংঘটিত হয়। বায়'আত গ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা ছিল সেদিন মতান্তরে তেরশত, চৌদ্দশত কিংবা পনেরশত। চৌদ্দশতই অধিক নির্ভরযোগ্য। এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপঃ

ইমাম বুখারী (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, 'হুদাইবিয়ার দিন আমরা চৌদ্দশত ছিলাম।' সুফিয়ান ইব্ন উআইনা এর সূত্রে ইমাম মুসিলম এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) হইতে সালেম ইব্ন আবুল জাবেদের সূত্রে বর্ণিত আমাশের হাদীস হইতে ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, 'আমরা যেদিন চৌদ্দশত ছিলাম।' হুযূর (সা) পানিতে হাত রাখার সাথে সাথে আঙ্গুল হইতে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হইতে

লাগিল। সকলেই স্বচক্ষে উহা দর্শন করে। এই হাদীসটি সংক্ষিপ্ত। ইহা অপেক্ষা বিস্তারিত বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, হুদাইবিয়ার দিন উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম (রা) পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তূনীর হইতে একটি তীর বাহির করিয়া দিলে সাহাবায়ে কিরাম (রা) হুদাইবিয়ার কূপে উহা গাড়িয়া রাখিলেন। অনতিকাল পরেই প্রবলবেগে পানি উদগত হইতে লাগিল। ইহাতে সকলের পানি সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। জাবির (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনারা সেদিন কতজন ছিলেন? বলিলেন, চৌদ্দশত। তবে সেদিন আমাদের লোক সংখ্যা ১ লাখ থাকিলেও সেই পানি সকলের জন্য যথেষ্ট হইত। সহীহ্‌দ্বয়ে জাবির (রা) বর্ণিত এক বর্ণনায় সাহাবীদের সংখ্যা পনের শত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কাতাদা (রা)-এর সূত্রে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন, কাতাদা (র) বলেন, আমি সায়ীদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি বায়'আতে রিজওয়ানে উপস্থিত সাহাবাদের সংখ্যা কত ছিল? বলিলেন, পনের শত। জিজ্ঞাসা করিলাম, জাবির (রা) তো চৌদ্দ শতের কথা বলেন? বলিলেন, আল্লাহ্ তাঁহাকে রহম করুন। তিনিই আমাদেরকে পনের শত বলিয়াছেন। বিরোধ নিরসন কল্পে বায়হাকী (র) বলেন, 'জাবির (রা) প্রথম প্রথম পনের শতের কথাই বলিতেন কিন্তু পরবর্তীতে সংশয় সৃষ্টি হওয়ার পর চৌদ্দশত বলিয়া মত পেশ করেন।' আওফী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা ছিলেন এক হাজার পাঁচশত পঁচিশ। তবে চৌদ্দশত সংক্রান্ত বর্ণনাটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

বায়হাকী (র) ..... আবূ সায়ীদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সায়ীদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রা) বলেন, (বাবুল) বৃক্ষের নীচে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমরা চৌদ্দশত লোক ছিলাম। সালামা ইব্‌ন আকওয়া, মাকিল ইব্‌ন ইয়াসার ও বারা ইব্‌ন আযিব (রা)-এর বর্ণনায় চৌদ্দশত-এর উল্লেখই পাওয়া যায়। অনেক ঐতিহাসিকের মতও ইহাই। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) শু'বা (র)-এর সূত্রে আমর ইব্‌ন মুররা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, 'সেইদিন বৃক্ষবাসীরা ছিলেন চৌদ্দশত। সেদিন মুহাজিরদের এক অষ্টমাংশই ছিল আসলাম গোত্রের।'

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ..... মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা ও শারওয়ান ইব্‌ন হাকাম (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা ও মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম (রা) বলিয়াছেন, হুদাইবিয়ার বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধ বিগ্রহের উদ্দেশ্যে বাহির হন নাই বরং বায়তুল্লাহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সাত শত লোক সাথে লইয়া বাহির হইয়াছিলেন। প্রতি দশজনের কোরবানীর জন্য সাথে একটি করে উট নিয়াছিলেন

সত্তরটি উট। জাবির (রা) বলিতেন যে, হুদাইবিয়ার দিন আমরা ছিলাম চৌদ্দ শত লোক। ইব্ন ইসহাকও এমনই বলিয়াছেন। অতএব ইহা তাঁহার ধারণা প্রসূত বলিয়া পরিগণিত হইবে। কারণ সহীহ্দ্বয়ে যাহা সংরক্ষিত আছে তাহাতে তাঁহাদের সংখ্যা এক হাজারের ঊর্ধ্বে বলিয়া জানা যায়।

এই ঐতিহাসিক বায়'আতের কারণ

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র) সীরাত গ্রন্থে বলিয়াছেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উমর (রা)-কে মক্কায় পাঠানোর জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন, যেন তিনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের হেতু সম্পর্কে অবহিত করেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মতে এই কাজের জন্য হযরত উসমান (রা)-কে প্রেরণ করিলেই অধিক ভালো হয়। কারণ মক্কায় আদি ইব্ন কাব গোত্রে কেহ নেই যে, আমার সহযোগিতা করিবে। কুরাইশদের সাথে আমার শত্রুতার কথা তো আপনার অজানা নয়। আপনি আবূ সুফিয়ান ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দের নিকট উসমান ইব্ন আফফান (রা)-কে পাঠাইয়া দিন, তিনি যাইয়া তাহাদিগকে এই সংবাদ জানাইবেন যে, আমরা যুদ্ধের জন্য নয় বরং বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের জন্য আসিয়াছি। উমর (রা)-এর এই পরামর্শ হুযূর (সা)-এর খুব মনপূত হইল। তাই তিনি উসমান (রা)-কে মক্কাভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন।

মক্কা প্রবেশের পর কিংবা তাহার পূর্বেই আবান ইব্ন সাঈদ ইব্ন আস-এর সাথে উসমান (রা)-এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি উসমান (রা)-কে নিজের সম্মুখে বাহনের উপর উপবেশন করাইয়া নিজ দায়িত্বে নিরাপত্তার সাথে মক্কায় লইয়া গেলেন। এইভাবে তিনি আবূ সুফিয়ান ও বড় বড় কুরাইশ নেতাদের নিকট পৌঁছিয়া হুযূর (সা)-এর পয়গাম শুনাইলেন। তাহারা উসমান (রা)-কে বলিলেন, মনে চাইলে আপনি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করিতে পারেন। উসমান (রা) বলিলেন অসম্ভব! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পূর্বে আমি আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করিতে পারি না। এই কথা বলার পর তাহারা উসমান (রা)-কে আটক করিয়া ফেলিল। এদিকে হুযূর (সা) ও মুসলমানদের মধ্যে গুজব রটানো হইয়াছে যে, কুরাইশরা উসমান (রা)-কে শহীদ করিয়া ফেলিয়াছে। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর (রা) আমাকে বলিয়াছেন যে, উসমান (রা) শহীদ হওয়ার সংবাদ শ্রবণ করার পর মহানবী (সা) বলিয়াছেন, 'ইহার প্রতিশোধ না নিয়া এই স্থান ত্যাগ করিব না।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত জনতাকে সমবেত করিয়া তাহাদের থেকে বায়'আত নিলেন। একটি বৃক্ষতলে এই বায়'আত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যাহা 'বায়'আতে রিজওয়ান' নামে খ্যাত। লোকেরা বলাবলি করিত যে, হুযূর (সা) মৃত্যুর উপর বায়'আত নিয়াছিলেন। তবে জাবির (রা) বলেন, না, মৃত্যুর উপর নয় বরং এই মর্মে বায়'আত গ্রহণ করা হইয়াছিল যে, 'আমরা কেহ যুদ্ধ হইতে

পলায়ন করিব না।' উপস্থিত সকল মুসলমানই বায়'আতের মাধ্যমে যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করার অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিলেন। একমাত্র সালামা গোত্রের জাদ্দ ইব্ন কায়েস এই বায়'আত হইতে বিরত থাকে। জাবির (রা) বলেন, আমি হলফ করিয়া বলিতেছি যে, জাদ্দ ইব্ন কায়েসের উটের আড়ালে লুকাইয়া থাকার দৃশ্যটি মনে হয় আমি এখন দেখিতেছি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানিতে পারিলেন যে, উসমান (রা)-এর শাহাদাত সংক্রান্ত সংবাদটি সঠিক নয়। ইব্ন লাহীয়া (রা) আবুল আসওয়াদ (র)-এর সূত্রে উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উসমান (রা)-কে আটক করিয়া কুরাইশরা সুহাইল ইব্ন আমর হুয়াইতিব ইব্ন আব্দুল ওজ্জা, ও মিকরায ইব্ন হাফ্সকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করে। তাহাদের উপস্থিতিতেই একদল মুসলমান ও একদল কাফিরের মাঝে বাদানুবাদ শুরু হইয়া যায়। এমনকি পরস্পর তীর এবং পাথর নিক্ষেপও করা হয়। ধীরে ধীরে সংঘাত বাড়তে থাকে। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হয় যে, জিবরাঈল (আ) অবতরণ করিয়া হুযূর (সা)-কে বায়'আত গ্রহণ করার আদেশ দিয়া গিয়াছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্র নামে বাহির হইয়া বায়'আত গ্রহণ কর। অনতিবিলম্বে মুসলিমগণ বৃক্ষের নীচে হুযূর (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া এই মর্মে বায়'আত করিল যে, তাহারা কখনও যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবে না। ইহাতে মুশরিকদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে এবং তাহাদের নিকট যেসব মুসলমান বা বন্দী ছিলেন তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল এবং সন্ধি চুক্তির প্রস্তাব পেশ করিল।

বায়হাকী (র).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, বায়'আতে রিজওয়ানের সময় হযরত উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দূতরূপে মক্কায় গিয়া কুরাইশদের হাতে বন্দী ছিলেন। হুযূর (সা) বলিলেন, 'ইয়া আল্লাহ্! তুমি তো জানো যে, উসমান (রা) আল্লাহ্ তা'আলা ও আল্লাহ্র রাসূলের কাজে আবদ্ধ রহিয়াছে।' বলিয়া তিনি স্বীয় এক হাত অপর হাতের উপর রাখিয়া উসমান (রা)-এর পক্ষ হইতে বায়'আত করিলেন। সুতরাং উসমান (রা)-এর জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত সর্বোত্তম হাত বলিয়া পরিগণিত হইল। ইব্ন হিশাম (র).... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের এক হাতের উপর আরেক হাত রাখিয়া উসমান (রা)-এর পক্ষ হইতে এর বায়'আত গ্রহণ করিয়াছেন।

আব্দুল মালিক ইব্ন হিশাম নাহুবী (র) শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, শা'বী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদিগকে বায়'আতের জন্য আহবান করিলে আবূ সিনান আসাদী (রা) সর্বপ্রথম হুযূর (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হাত বাড়াইয়া দিন, আপনার হাতে আমি বায়'আত গ্রহণ করিব। হুযূর

(সা) বলিলেন, কিসের বায়'আত গ্রহণ করিবে? আবূ সিনান (রা) বলিলেন, 'আপনার অন্তরে যাহা আছে তাহার উপরে।' ইনি হইলেন ওহবের পুত্র আবূ সিনান আসাদী।

ইমাম বুখারী (র) নাফি' হইতে বর্ণণা করিয়াছেন। নাফি' (র) বলেন, লোকেরা বলাবলি করে যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) উমর (রা)-এর আগে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাপারটি তাহা নয় বরং হুদাইবিয়ার দিন হযরত উমর (রা) তদীয় পুত্র আব্দুল্লাহ্ (রা)-কে এক আনসারীর নিকট হইতে তাঁহার ঘোড়া আনিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। হুযূর (সা) তখন বৃক্ষের নীচে বায়'আত করিতেছিলেন কিন্তু উমর (রা) উহা জানিতেন না। তিনি আপন মনে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন। আব্দুল্লাহ্ (রা) টের পাইয়া আগে বায়'আত হইয়া তবে ঘোড়া আনিতে গেলেন। ঘোড়া লইয়া হযরত উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহাকে বায়'আতের সংবাদ দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি যাইয়া হুযূর (সা)-এর হাতে বায়'আত হন। ইহাকেই বিকৃত করিয়া লোকেরা বলে যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) উমর (রা)-এর আগে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

অতঃপর বুখারী (র).... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, লোকেরা পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহারা চতুর্দিক হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া হুযূর (সা)-এর নিকট জড়ো হইতে লাগিল। দেখিয়া হযরত উমর (রা) ব্যাপার কি অবগত হওয়ার জন্য পুত্র আব্দুল্লাহ্ (রা)-কে পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, লোকেরা হুযূর (সা)-এর হাতে বায়'আত হইতেছে। ফলে তিনিও বায়'আত হইয়া উমর (রা)-কে সংবাদ দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনিও আসিয়া বায়'আত হইলেন। লাইস (র).... আবূ যুবাইর (র)-এর সূত্রে জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, হুদাইবিয়ার দিন আমরা এক হাজার চারশত ছিলাম। আমরা হুযূর (সা)-এর হাতে বায়'আত হই। হযরত উমর (রা) তখন হুযূর (সা)-এর হাত ধরিয়া ছিলেন। বাবুল বৃক্ষের নীচে এই বায়'আত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। জাবির (রা) বলেন, মৃত্যুর উপর নয় বরং যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিব না—এই মর্মে বায়'আত হইয়াছিলাম। ইমাম মুসলিম (র) কুতাইবা (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

মুসলিম (র) .... মাকিল ইব্ন ইয়াসার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মাকিল ইব্ন ইয়াসার (রা) বলেন, সেদিন হুযূর (সা) যখন বায়'আত গ্রহণ করিতেছিলেন আমি তখন গাছের একটি ডাল হুযূর (সা)-এর মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়াছিলাম। সংখ্যায় ছিলাম আমরা এক হাজার চারশত। আমরা মৃত্যুর উপর নয় বরং রণাঙ্গন হইতে পলায়ন না করার উপর বায়'আত হইয়াছিলাম। ইমাম বুখারী (র).... সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) বলেন, আমরা বৃক্ষের নীচে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত হইয়াছিলাম। রাবী ইয়াযিদ বলেন, আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবূ সালামা! তোমরা সেদিন কিসের উপর বায়'আত হইয়াছিলে? বলিলেন, মৃত্যুর উপর।

ইমাম বুখারী (র).... সালামা (রা)-এর সূত্রে আরো বর্ণনা করিয়াছেন। সালামা (রা) বলেন, হুদাইবিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত হইয়া আমি একদিকে সরিয়া গিয়াছিলাম। হুযূর (সা) আমাকে বলিলেন, কি তুমি বায়'আত হইবে না? বলিলাম, আমি তো বায়'আত হইয়াছি। তিনি বলিলেন, আসো বায়'আত হও। আমি তাঁহার (সা) নিকট যাইয়া পুনরায় বায়'আত হইলাম। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে সালামা! তুমি কিসের উপর বায়'আত হইয়াছ? বলিলেন, মৃত্যুর উপর। ইমাম মুসলিম (র).... ইয়াযীদ ইব্ন আবূ উবায়দ (রা) হইতে অন্য সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী (র).... আব্বাদ ইব্ন তামীম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা মৃত্যুর উপর বায়'আত হইয়াছে।

ইমাম বায়হাকী (র) .... সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) বলেন, হুদাইবিয়ায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমরা এক হাজার চারশত লোক ছিলাম। তথাকার কূপে পানি এত অল্প ছিল যে, পঞ্চাশটি বকরীও তৃপ্তি সহকারে পান করিতে পারে নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুয়ার কিনারায় বসিয়া দোয়া করিলেন, অথবা কুয়ার মধ্যে থুথু ফেলিলেন। ফলে পানিতে কুয়াটি কানায় কানায় ভরিয়া যায়। আমরা তৃপ্তি সহকারে পান করি এবং পশুপালকে পান করাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বায়'আতের জন্য আমাদিগকে বৃক্ষের গোড়ায় আহবান করিলেন।

আমি সর্বাগ্রে বায়'আত হইলাম। অতঃপর তিনি অন্যদের থেকে বায়'আত গ্রহণ করিলেন। পরিশেষে তিনি বলিলেন ঃ সালামা বায়'আত হও। আমি বলিলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো সকলের পূর্বেই বায়'আত হইয়াছি। হুযূর (সা) বলিলেন, আবারো হও। সালামা বলেন, দ্বিতীয়বার বায়'আত হওয়ার পর আমি নিরস্ত্র জানিতে পারিয়া হুযূর (সা) আমাকে একটি ঢাল প্রদান করিলেন। অতঃপর পূনরায় বায়'আত গ্রহণ করিতে শুরু করিলেন। সবশেষে তিনি আবারো বলিলেন, সালামা তুমি কি বায়'আত হইবে না? বলিলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সকলের আগে একবার, মাঝখানে একবার, মোট দুইবার বায়'আত হইয়াছি। হুযূর বলিলেন, আবারো হও। তখন আমি তৃতীয়বারের মত বায়'আত হইলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, সালামা তোমাকে যেই ঢালটি দিয়াছিলাম উহা কোথায়? বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হযরত আমির (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। দেখিলাম যে, শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার মত তাঁহার কিছুই নাই। তাই উহা তাহাকে প্রদান করিয়াছি। শুনিয়া হুযূর (সা) হাসিয়া বলিলেন, তোমাকে দেখিতেছি সেই ব্যক্তির ন্যায় যে আল্লাহ্র নিকট দোয়া করিয়াছিল যে, 'হে আল্লাহ্ আমাকে এমন একজন বন্ধু মিলাইয়া দাও যে আমার নিকট আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় হইবে।' অতঃপর মুশরিকদের প্রস্তাবে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সালামা (রা) বলেন, আমি তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্র খাদিম ছিলাম। তাঁহার ও তাহার ঘোড়ার পরিচর্যা করিতাম। তিনি আমার পানাহারের ব্যবস্থা করিতেন। আমি আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্র পথে হিজরত করিয়াছি। যখন সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া যায় এবং পরস্পর মেলামেশা শুরু হইয়া যায়, তখন আমি একটি গাছের নিচে গিয়া কাঁটা পরিস্কার করিয়া গাছের গোড়ায় হেলান দিয়া উহার ছায়ার তলে শুইয়া পড়ি। অকস্মাৎ চারজন মুশরিক তথায় আসিয়া হুযূর (সা) সম্পর্কে ধৃষ্টতামূলক কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। তাহাদের আচরণে অতিষ্ঠ হইয়া আমি সেখান হইতে উঠিয়া অন্য একটি গাছের নীচে চলিয়া যাই। তাহারা তাহাদের অস্ত্র গাছের সাথে ঝুলাইয়া রাখিয়া শুইয়া পড়ে। ইত্যবসরে শুনিতে পাইলাম, কে যেন ডাকিয়া বলিতেছেন, হে মুহাজির সম্প্রদায়! হযরত দুহাইম (রা)-কে হত্যা করা হইয়াছে। আমি তরবারী হাতে লইয়া বৃক্ষ তলে ঘুমন্ত চার ব্যক্তির ঝুলন্ত অস্ত্রগুলো আয়ত্তে আনিয়া উহা একত্রিত করিয়া এক হাতে লইয়া অন্য হাতে তলোয়ার উত্তোলন করিয়া বলিলাম, আল্লাহ্র শপথ! যিনি মুহাম্মদ (সা)-কে সম্মান দান করিয়াছেন, তোমাদের যে মাথা উঠাইবে আমি তাহার মাথা উড়াইয়া দিব। অতঃপর আমি তাহাদিগকে হুযূর (সা)-এর নিকট লইয়া গেলাম। অপরদিকে আমার চাচা আমির (রা) আবলাত গোত্রের মিকরায নামক এক মুশরিককে ধরিয়া হুযূর (সা)-এর নিকট লইয়া আসে। এমনিভাবে আরো সত্তরজন মুশরিক হুযূর (সা)-এর কাছে নীত হয়। তিনি তাহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, মন্দের প্রারম্ভ ও উহার পুনরুক্তি তাহাদেরই দায়িত্বে রহিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ "তিনিই কাফিরদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয় দান করায় মক্কায় তাহাদের হাতকে তোমাদের হইতে এবং তোমাদের হাতকে তাহাদিগের হইতে বিরত রাখিয়াছেন।"

সহীহ্দ্বয়ে আবূ আওয়ানা (র).... তারেক (র) সূত্রে সায়ীদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। সায়ীদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা) বলেন, যাহারা বৃক্ষের নীচে হুযূর (সা)-এর হাতে বায়'আত হইয়াছিল আমার আব্বাও তাঁহাদের একজন ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, পরবর্তী বছর হজ্জ করিতে গিয়া আমরা আর সেই স্থানটি চিনিতে পারিলাম না, যেখানে হুযূর (সা) আমাদের বায়'আত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আবূ বকর হুমাইদী (র) ...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, হুযূর (সা) যখন লোকদিগকে বায়'আতের জন্য আহ্বান করিলেন তখন আমি দেখিলাম যে, জাদ্দ ইব্ন কায়েস নামক এক ব্যক্তি তাহার উটের বগলের নীচে লুকাইয়া রহিয়াছে। ইব্ন জুরাইজের হাদীস হইতে ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হুমাইদী (র) ...... জাবির (রা) হইতে আরো বর্ণনা করেন। তিনি

বলিয়াছেন, হুদাইবিয়ার দিন আমরা চৌদ্দশত লোক ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে বলিলেন, "তোমরা আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লোক।" জাবির (রা) বলেন, "আমার যদি চোখ থাকিত তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে বৃক্ষের সেই স্থানটি দেখাইয়া দিতাম।" রাবী সুফিয়ান (র) বলেন, সেই স্থানটি সম্পর্কে খুব মতবিরোধ রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, বৃক্ষের নীচে যাহারা বায়'আত হইয়াছে তাঁহাদের কেহই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, বৃক্ষের নীচে যাহারা বায়'আত হইয়াছে তাহাদের কেউ দোযখে যাইবে না। লাল উটওয়ালা ব্যতীত সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আমরা তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া গিয়া দেখিলাম যে, এক ব্যক্তি তাহার হারানো উটের অনুসন্ধান করিতেছে। আমরা তাহাকে বলিলাম, হতভাগা! চল রাসূল (সা)-এর কাছে যাইয়া বায়'আত গ্রহণ কর। লোকটি বলিল, বায়'আত করার চাইতে হারানো উটের সন্ধান লাভ করাই আমার নিকট অধিক শ্রেয়।

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আহমদ (র) ...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, কে আছ যে, 'সানিয়্যাতুল মেরারে' আরোহন করিবে? তাহার থেকে সেই বস্তু বিদূরিত হইয়া যাইবে যাহা বনী ইসরাঈলদের থেকে দূর হইয়াছিল। বলার পর সর্বাগ্রে বনু খাযরাজ গোত্রের এক সাহাবী উহাতে আরোহন করিলেন। তৎপর অন্যারা। অতঃপর তিনি বলিলেন, লাল উটের মালিক ব্যতীত তোমাদের প্রত্যেককেই ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। লোকটির নিকট আসিয়া আমরা তাহাকে বলিলাম, আস, তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। লোকটি বলিল, (দরকার নাই) তোমাদের সাথী আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে তদপেক্ষা হারানো উষ্ট্রের সন্ধান লাভ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। বলিয়া লোকটি উট অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

ইমাম মুসলিম (র) ...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে উম্মে মোবাশশার সংবাদ দিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হাফসা (রা)-এর নিকট বলিতে শুনিয়াছেন যে, বৃক্ষের নীচে যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত হইয়াছে ইন্‌শাআল্লাহ্ তাহাদিগের কেহই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। এই কথা শুনিয়া হাফসা (রা) বলিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ, জাহান্নামে প্রবেশ করিবেই তো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে ধমক দিলে হাফসা (রা) وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا "তোমরা সকলেই উহাতে প্রবেশ করিবেই" আয়াতটি পাঠ করিলেন। উত্তরে হুযূর (সা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا

"অতঃপর আমি মুত্তাকীদিগকে মুক্তি দিব এবং জালিমদিগকে সেখানে উপুড় করিয়া নিক্ষেপ করিব।" (মুসলিম)

ইমাম মুসলিম (র)...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হাতিব ইব্ন আবূ বালতাআ (রা)-এর ভৃত্য হুযূর (সা)-এর নিকট অভিযোগ করিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! হাতিব অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। কারণ সে বদর ও হুদাইবিয়ায় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। তাইতো আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

"যাহারা তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করে তাহারা তো আল্লাহ্রই নিকট বায়'আত গ্রহণ করে। আল্লাহ্র হাত তাহাদিগের হাতের উপর। আর যে উহা ভঙ্গ করে উহা ভঙ্গ করার পরিণাম ভঙ্গকারীরই উপর। আর যে আল্লাহ্র সহিত অঙ্গীকার পূর্ণ করে আল্লাহ্ তাহাকে মহা পুরস্কার দিবেন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ـ

"মু'মিনরা যখন বৃক্ষ তলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করিল তখন আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন, তাহাদিগের অন্তরে যাহা ছিল তাহা তিনি অবগত ছিলেন, তাহাদিগকে তিনি দান করিলেন প্রশান্তি এবং তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।"

(١١) سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۭ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

(١٢) بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّ زُيِّنَ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا ○

(١٣) وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ○

(١٤) وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

১১. যে সব আরব মরুবাসী গৃহে রহিয়া গিয়াছে তাহারা তোমাকে বলিবে, ‘আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদিগকে ব্যস্ত রাখিয়াছে, অতএব আমাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।’ উহারা মুখে যাহা বলে তাহা উহাদিগের অন্তরে নাই। উহাদিগকে বল, ‘আল্লাহ্ তোমাদিগের কাহারো কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করিলে কে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে? বস্তুত তোমরা যাহা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত।’

১২. না, তোমরা ধারণা করিয়াছিলে যে, রাসূল ও মু’মিনগণ তাহাদিগের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়া আসিতে পারিবে না এবং এই ধারণা তোমাদিগের অন্তরে প্রীতিকর মনে হইয়াছিল। তোমরা মন্দ ধারণা করিয়াছিলে, তোমরা তো ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়।

১৩. যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, আমি সেই সব কাফিরদিগের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রাখিয়াছি।

১৪. আল্লাহ্রই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব, তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ যে সব গ্রাম্য বেদুঈনগণ জিহাদ পরিত্যাগ করিয়া পরিবার-পরিজনদের সাথে ঘরে বসিয়া রহিয়াছিল, এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে জিহাদে যাইতে বিরত রহিয়াছিল, যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফিরিয়া আসার পর তাহারা বিভিন্ন টাল-বাহানা দেখাইয়া আত্মরক্ষার জন্য মনে-প্রাণে নয় বরং কৃত্রিমভাবে আল্লাহ্র নিকট

তাহাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হুযূর (সা)-এর নিকট ধরনা দিয়াছিল, তাহাদিগের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا

"উহাদের মুখে তাহা বলে যাহা উহাদিগের অন্তরে নাই। উহাদিগকে বল, আল্লাহ্ তোমাদিগের কাহারো কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করিলে কে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে?"

অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি তোমাদিগের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেন তাহা হইলে কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। তিনি তোমাদিগের মনের খবর পুংখানুপুংখরূপে জানেন এবং তোমাদিগের কোন টাল-বাহানা ও কপটতা কোন কাজে আসিবে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا "বস্তুত তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ

بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا

"বরং তোমরা ধারণা করিয়াছিলে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মু'মিনগণ তাহাদিগের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়া আসিতে পারিবে না।"

অর্থাৎ তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস করিয়াছিলে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মু'মিনগণ যুদ্ধে নিহত হইবেন। তাহাদিগের গর্দান উড়িয়া যাইবে, তাঁহারা সমূলে ধ্বংস হইয়া যাইবেন। তাঁহাদিগের মৃত্যু সংবাদ দেওয়ার জন্যও কেহ ফিরিয়া আসিতে পারিবেন না।

وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا "তোমরা মন্দ ধারণা করিয়াছিলে, তোমরা একটি ধ্বংসমুখী জাতি।"

ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকের মতে, আয়াতে بُوْرًا এর অর্থ هَلْكى অর্থাৎ ধ্বংসমুখী। কাতাদা (র)-এর মতে فَاسِدِيْنَ অর্থাৎ সন্ত্রাসী, অশান্তি সৃষ্টিকারী। কাহারো মতে, ইহা ওস্মানী শব্দ।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ "যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনেনা।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভিতরে-বাহিরে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র অনুগত না হয়, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে জাহান্নামে শাস্তি প্রদান করিবেন। মনের আসল কথা গোপন

করিয়া মানুষের নিকট অন্য কিছু প্রকাশ করিলেও আল্লাহ্‌র আযাব হইতে সে রক্ষা পাইবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় শক্তি-সামর্থ্য, রাজত্ব ও আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا "তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করে এবং অবনত মস্তকে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লয়, আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন এবং তাহার প্রতি দয়াপরবশ হন।

(١٥) سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ۗ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ۗ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

১৫. তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাইবে তখন যাহারা গৃহে রহিয়া গিয়াছিল তাহারা বলিবে, 'আমাদিগকে তোমাদিগের সংগে যাইতে দাও।' উহারা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করিতে চায়। বল, 'তোমরা কিছুতেই আমাদিগের সংগী হইতে পারিবে না। আল্লাহ্ পূর্বেই এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন।' উহারা বলিবে, 'তোমরা তো আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেছ।' বস্তুত উহাদিগের বোধশক্তি সামান্য।

তাফসীর ঃ যে সব বেদুঈনরা হুদাইবিয়ার উমরাহ্য় হুযূর (সা) ও সাহাবায়ে কিরামদের সাথে অংশগ্রহণ করে নাই, তাহারা হুযূর (সা) ও সাহাবাদিগকে যখন খায়বার বিজয় করিয়া গনীমত সংগ্রহ করিতে যাইতে দেখিবে, তখন তাহারা আশা প্রকাশ করিয়া বলিবে যে, আমাদিগকেও তোমাদের সাথে লইয়া যাও। বিপদের সময় তাহারা পিছনে সরিয়া গেলেও লাভের সময় অংশগ্রহণ করিতে চাইবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের কৃত পাপের উপযুক্ত শাস্তিস্বরূপ সাথে যাওয়ার অনুমতি না

দেওয়ার জন্য মহানবী (সা)-কে নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন পাপ তেমন সাজা। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, যাহারা হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদিগের ব্যতীত কাউকে খায়বারের গনীমত লাভ করিতে দেওয়া হইবে না, যুদ্ধ-বিমুখ বেদুঈনগণ তাহাতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না। অতএব আইনতই তাহারা খায়বার—গনীমতের প্রাপ্য নয়। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلَامَ اللّٰهِ "উহারা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করিতে চায়।"

মুজাহিদ, কাতাদা ও জুআইবির (র) বলেন, হুদাইবিয়াবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন আয়াতে উহাকেই বুঝানো হইয়াছে। ইব্ন জারীর (র) এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। ইব্ন যায়দ (র)-এর মতে তদ্দ্বারা আল্লাহ্র নিম্নোক্ত ঘোষণাটি উদ্দেশ্য ঃ

فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِىَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِىَ عَدُوًّا اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخَالِفِيْنَ-

"আল্লাহ্ যদি তোমাকে উহাদিগের কোন দলের নিকট ফেরত আনেন এবং উহারা অভিযানে বাহির হইবার জন্য তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন তুমি বলিবে, তোমরা তো আমার সহিত কখনও বাহির হইবে না এবং তোমরা আমার সংগী হইয়া কখনও শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে না। তোমরা তো প্রথমবার বসিয়া থাকাই পছন্দ করিয়াছিলে। সুতরাং যাহারা পিছনে থাকে তাহাদের সহিত বসিয়াই থাক।"

ইব্ন যায়দের এই মতটি আপত্তিকর। কারণ সূরা তাওবার এই আয়াতটি তাবূক যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। বলাবাহুল্য যে, তাবূক যুদ্ধ উমরাতুল হুদাইবিয়ার পরের ঘটনা।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলিয়াছেন, يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلَامَ اللّٰهِ -এর অর্থ হইল, তাহারা মুসলমানদিগকে জিহাদ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতিকে পরিবর্তন করিতে চায়।

قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ "বল, তোমরা কিছুতেই আমার সংগী হইতে পারিবে না। আল্লাহ্ পূর্বেই এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন।" অর্থাৎ হে রাসূল! মুনাফিকদের আপনার সংগে যুদ্ধে বাহির হইবার আকাঙ্ক্ষার উত্তরে আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন যে, তোমাদের এই প্রার্থনার পূর্বেই আল্লাহ্ হুদাইবিয়াওয়ালাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, খায়বারের যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ কেবল তাহাদিগকেই দেওয়া হইবে, অন্য কাহাকেও ইহাতে অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না।

فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا "উহারা বলিবে যে, তোমরা তো আমাদিগের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করিতেছ।" অর্থাৎ তাহারা বলিবে যে, যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদে তোমাদের সাথে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে তোমরা আমাদের সাথে হিংসা পোষণ করিতেছ।

بَلْ كَانُوْا لاَيَفْقَهُوْنَ اِلاَّ قَلِيْلاً বস্তুত উহাদিগের বোধশক্তি সামান্য। অর্থাৎ তাহারা যাহা ধারণা করিয়াছে, ব্যাপার কিন্তু তাহা নহে। কিন্তু তাহারা উহা বুঝে না।

(١٦) قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

(١٧) لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

১৬. যে সব আরব মরুবাসী গৃহে রহিয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে বল,'তোমরা আহূত হইবে এক প্রবল, পরাক্রান্ত জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে; তোমরা উহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে যতক্ষণ না উহারা আত্মসমর্পণ করিবে। তোমরা এই নির্দেশ পালন করিলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে উত্তম পুরস্কার দান করিবেন। আর তোমরা যদি পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তিনি তোমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন।'

১৭. অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্নের জন্য কোন অপরাধ নাই এবং যে কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে আল্লাহ্ তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে তিনি তাহাকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন।

তাফসীর ঃ প্রবল, পরাক্রান্ত জাতি যাহাদিগের সাথে লড়াই করিবার জন্য সহসা আহ্বান করা হইবে বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহারা কাহারা, এই ব্যাপারে কুরআন ব্যাখ্যাতাদের মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

১. তাহারা হাওয়াজেন গোত্র। শু'বা আবূ বিশ্র (র) সূত্রে সাঈদ ইব্ন জুবাইর কিংবা ইকরিমা কিংবা উভয় হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদা (র)-এর মতও ইহাই।

২. ছাকীফ গোত্র। এই মত যাহ্হাক (র) বর্ণনা করেন।

৩. বনু হানীফা। ইহা জুআইবির (র) বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) যুহরী (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। সায়ীদ এবং ইকরিমা (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে।

৪. পারস্যবাসী। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র), ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আতা, মুজাহিদ এবং ইকরিমা (র)-এর মতও ইহাই। কা'ব আহবার (র) বলেন, তাহারা রোমবাসী। ইব্ন আবূ লায়লা, আতা, হাসান ও কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাহারা পারস্য ও রোমবাসী। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাহারা মূর্তিপূজক। তাঁহার থেকে আরেক বর্ণনায় আছে যে, তাহারা নির্দিষ্ট কোন জাতি নয়- বরং যে কোন প্রবল শক্তিধর সম্প্রদায়। ইব্ন জুরাইজ (র) এইরূপ বর্ণনা করেন এবং ইব্ন জারীরের মতও ইহাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُوْلِىْ بَاسٍ شَدِيْدٍ -এর ব্যাখ্যায় যুহরী (র) বলেন, সেই প্রবল, শক্তিধর জাতি এখনও আবির্ভূত হয় নাই।

তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আরো বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُوْلِىْ بَاسٍ شَدِيْدٍ এই আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন, উহারা হইল যোদ্ধা জাতি অর্থাৎ কুর্দীগণ। তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আরো বর্ণনা করিয়াছেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, এমন এক জাতির সহিত তোমরা যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হইবে না, যাহাদের চোখ হইবে ছোট, নাক হইবে চেপ্টা আর মুখমণ্ডল হইবে ঢালের ন্যায়। সুফিয়ানের মতে, তাহারা হইল তুর্কী।

ইব্ন আবূ উমর (র) ...... আবূ খালিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, আবূ হুরায়রা (রা) একবার আমাদের নিকট আগমন করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرِ "তোমরা এমন এক জাতির মোকাবেলা করিবে যাহারা পশমের তৈরী পাদুকা ব্যবহার করিবে।" -এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলিলেন, পশমের জুতা পরিধানকারী জাতি হইল যোদ্ধাজাতি অর্থাৎ কুর্দীগণ।

تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ 'তোমরা উহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে অথবা তাহারা আত্মসমর্পণ করিবে।'

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার বিধান দিয়াছেন। অতএব তোমরা তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ অব্যাহত রাখিবে। হয়ত যুদ্ধ করিয়া তোমরা তাহাদিগকে পরাজিত করিবে কিংবা আত্মসমর্পণ করিয়া যুদ্ধবিগ্রহ ব্যতীরেকে তাহারা স্বেচ্ছায় তোমাদের ধর্মে দীক্ষিত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, فَاِنْ تُطِيْعُوْا "তোমরা যদি আনুগত্য কর।" অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্‌র আহ্বানে সাড়া দিয়া জিহাদে বাহির হও এবং নিয়মানুযায়ী জিহাদ কর, তাহা হইলে, يُؤْتِكُمْ اَجْرًا حَسَنًا "তিনি তোমাদিগকে উত্তম প্রতিদান দান করিবেন।"

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ "আর যদি তোমরা পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী।"

অর্থাৎ হুদাইবিয়ার সময় তোমরা যেমন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিলে। যদি এখনও তেমন পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তাহা হইলে, يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করিবেন।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধে যোগদান না করার ওজরসমূহ বর্ণনা করিতেছেন। কতিপয় ওজর এমন আছে যাহা অবিচ্ছেদ্য। যেমন অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব ইত্যাদি। আবার কতিপয় এমন আছে যাহা আকস্মিক। যেমন, এমন রোগ যাহা কখনও থাকে কখনও থাকে না। অসুস্থতার মুহূর্তে এমন ব্যক্তি অপারগ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদ এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিতেছেন, وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ "এবং যে কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে আল্লাহ্ তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত।" وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا "কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে, তিনি তাহাকে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করিবেন।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি জিহাদ পরিত্যাগ করিয়া পার্থিব জীবনের ধান্ধায় লিপ্ত হয় আল্লাহ্ তাহাকে ইহজগতে লাঞ্ছনা দ্বারা এবং পরকালে জাহান্নামের অগ্নি দ্বারা শাস্তি প্রদান করিবেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

(١٨) لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ۝

(١٩) وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

১৮. মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করিল, তখন আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন, তাহাদিগের অন্তরে যাহা ছিল তাহা তিনি অবগত ছিলেন; তাহাদিগকে তিনি দান করিলেন প্রশান্তি এবং তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।

১৯. ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধে লভ্য সম্পদ যাহা উহারা হস্তগত করিবে, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ বাবুল বৃক্ষের নীচে যে সব মু'মিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত করিয়াছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের সম্পর্কে সন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেছেন। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, বায়'আতকারীদের সংখ্যা ছিল এক হাজার চারশত। বৃক্ষটির নাম সামূরাঃ বা বাবুল। হুদাইবিয়া নামক স্থানে এই বায়'আত সংঘটিত হইয়াছে। ইমাম বুখারী (র) ..... আব্দুর রহমান (রা) বর্ণনা করেন। আব্দুর রহমান (রা) বলেন, আমি একদা হজ্জ করিবার জন্য মক্কা শরীফ গমন করি। একস্থানে একদল লোককে সালাত আদায় করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ মসজিদ? তাহারা বলিল, ইহা সেই বৃক্ষ যাহার নীচে হুযূর (সা) 'বায়'আতে রিজওয়ান' গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর আমি সায়ীদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা)-কে এই সংবাদটি জানাইলাম। তিনি বলিলেন, আমার আব্বা আমাকে বলিয়াছেন যে, যাঁহারা হুজুর (সা)-এর হাতে বৃক্ষের নীচে বায়'আত করিয়াছিলেন আমিও তাহাদের একজন ছিলাম। তিনি বলিয়াছেন যে, বায়'আতের পরবর্তী বছর তথায় গিয়া আমরা আর সেই স্থানটি চিহ্নিত করিতে পারিলাম না। সেই বৃক্ষটি আর খুঁজিয়া পাইলাম না।' সায়ীদ (র) বলেন, আমি আশ্চর্য হই এইজন্য যে, বায়'আত কালে যেসব সাহাবায়ে কিরাম (রা) তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই এখন সেই স্থানটি চিনিতে পারেন না আর তোমরা দিব্যি চিনিয়া ফেলিয়াছ! তবে কি তোমরাই তাঁহাদের চেয়ে বেশি জান!

فَعَلِمَ مَافِىْ قُلُوْبِهِمْ "তাহাদিগের অন্তরে যাহা ছিল তিনি তাহা অবগত ছিলেন।" অর্থাৎ– আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের মনের সততা, অঙ্গীকার পালনের সদিচ্ছা, মান্যতা ও আনুগত্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا "তাহাদিগকে তিনি দান করিলেন প্রশান্তি এবং তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।" হুদাইবিয়ার সন্ধিই সেই আসন্ন বিজয়, যাহার বদৌলতে পরবর্তীতে মুসলমানরা অপরিমেয় কল্যাণ সাধন করে। খায়বর দখল, মক্কা বিজয় ও বিভিন্ন সাম্রাজ্য এই সন্ধির সূত্র ধরিয়াই মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক প্রভূত কল্যাণ ও মর্যাদা লাভ করিয়া তাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি ও শক্তিতে পরিণত হয়।

وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّأْخُذُوْنَهَا - وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا 'ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধে লভ্য সম্পদ যাহা উহারা হস্তগত করিবে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... সালামা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, সালামা (রা) বলেন, (একদিন) আমরা দ্বিপ্রহরের সময় বিশ্রাম করিতেছিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ হইতে এক ঘোষক ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে, হে লোক সকল! "জিবরাঈল (আ) আসিয়াছেন তোমরা বায়'আতের জন্য অগ্রসর হও।" আমরা দৌড়াইয়া হুযূর (সা)-এর নিকট পৌঁছিলাম। তখন তিনি বাবুল বৃক্ষের নীচে উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা সকলে তাঁহার হাতে বায়'আত গ্রহণ করিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ আয়াতে এই কথাটিই বলিয়াছেন। (মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে বায়'আত করিল তখন তাহাদিগের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হইলেন।" বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের এক হাত আরেক হাতের উপর রাখিয়া হযরত উসমান (রা)-এর জন্য বায়'আত করিলেন। তখন লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, ধন্য উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান! আমরা এখানে রহিয়াছি আর সে আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করিতেছে। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "সে যদি সেখানে কয়েক বছরও অবস্থান করে আমি তাওয়াফ না করা পর্যন্ত সে তাওয়াফ করিবে না।"

(٢٠) وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ

(٢١) وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا

(٢٢) وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا

(٢٣) سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا

(٢٤) وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ○

২০. আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের, যাহার অধিকারী হইবে তোমরা। তিনি ইহা তোমাদিগের জন্য ত্বরান্বিত করিয়াছিলেন এবং তিনি তোমাদিগ হইতে মানুষের হস্ত নিবারিত করিয়াছিলেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও এবং ইহা হয় মু'মিনদিগের জন্য এক নির্দশন এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরিচালিত করেন সরল পথে।

২১. আরও বহু সম্পদ রহিয়াছে যাহা এখনও তোমাদিগের অধিকারে আসে নাই, উহা তো আল্লাহ্র নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২২. কাফিররা তোমাদিগের মোকাবিলা করিলে পরিণামে উহারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিত, তখন উহারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইত না।

২৩. ইহাই আল্লাহ্র বিধান, প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে; তুমি আল্লাহ্র এই বিধানে কোন পরিবর্তন পাইবে না।

২৪. তিনি মক্কা উপত্যকায় উহাদিগের হস্ত তোমাদিগ হইতে এবং তোমাদিগের হস্ত উহাদিগ হইতে নিবারিত করিয়াছেন, উহাদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবার পর। তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন।

তাফসীর ঃ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا "আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের যাহার অধিকারী হইবে তোমরা।"

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতে "যুদ্ধ লব্ধ বিপুল সম্পদ" দ্বারা হুযূর (সা) হইতে আজ অবধি যে সব সম্পদ গনীমতরূপে মুসলমানদের হস্তগত হইয়াছে উহাকে বুঝানো হইয়াছে।

فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ 'তিনি ইহা তোমাদিগের জন্য ত্বরান্বিত করিয়াছেন।' অর্থাৎ খায়বার বিজয়কে আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য ত্বরান্বিত করিয়াছেন।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়াতে খায়বার বিজয়ের কথা বলা হয় নাই বরং হুদাইবিয়ার সন্ধির কথা বলা হইয়াছে।

وَكَفَّ اَيْدِىَ النَّاسِ عَنْكُمْ "এবং তোমাদিগ হইতে মানুষের হস্ত নিবারিত করিয়াছিলেন।" অর্থাৎ– তোমাদিগের শত্রু সম্প্রদায় তোমাদিগের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ বিগ্রহ করিবার অশুভ উদ্দেশ্য মনে মনে পোষণ করিত, তাহাতে তাহারা সফলকাম হইতে পারে নাই এবং যেই সব মুশরিকরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করিয়া ঘরে বসিয়া রহিয়াছিল, তাহারাও তোমাদের সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রী-কন্যাদের কোন ক্ষতিসাধন করিতে সক্ষম হয় নাই।

وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ "এবং ইহা হয় মু'মিনদিগের জন্য এক নিদর্শন।" অর্থাৎ উহা আমি এই জন্য করিয়াছি যেন মু'মিনগণ উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে। কারণ সংখ্যায় তাহারা স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুদের উপর তোমাদিগকে বিজয় দান করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে হেফাজত করিয়াছেন। আর যেন তাহারা মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া লয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি কাজের উপযুক্ত পরিণাম সম্পর্কে সম্যক অবগত। আল্লাহ্র যে কোন নির্দেশকে অবনত মস্তকে পালন করাতেই সমূহ কল্যাণ নিহিত। আল্লাহ্র নির্দেশ বাহ্যত তোমাদের স্বভাব বিরুদ্ধ হইলেও, তোমাদের মনঃপূত না হইলেও উহাতেই কল্যাণ আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, عَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ "এমনও হইতে পারে যে, তোমরা একটি জিনিসকে অপছন্দ করিবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা তোমাদিগের জন্য কল্যাণকর।"

وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا "এবং তোমাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করিবেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধান অনুসরণ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর আনুগত্যের বদৌলতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করিবেন।

وَاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا -

"আরো বহু সম্পদ রহিয়াছে, যাহা এখনও তোমাদিগের হাতে আসে নাই। উহা আল্লাহ্র নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

অর্থাৎ– আরো একটি গনীমত ও বিজয় রহিয়াছে, যাহা তোমরা এখনও লাভ করিতে পার নাই। তবে আল্লাহ্ উহা তোমাদিগের জন্য সহজলভ্য করিয়া দিবেন। উহা আল্লাহ্র নিকট সংরক্ষিত রহিয়াছে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মুত্তাকী বান্দাকে ধারণাতীত জীবিকা দান করিয়া থাকেন।

ইহা কোন্ গনীমত? এই বিষয়ে কুরআন ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, উহা হইল খায়বর বিজয়। এই ব্যাখ্যাটি মানিয়া লইলে فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ (ইহা তোমাদিগের জন্য ত্বরান্বিত করিয়াছেন) দ্বারা হুদাইবিয়ার সন্ধি বুঝিতে হইবে।

যাহ্হাক, ইব্‌ন ইসহাক ও আব্দুর রহমান ইব্‌ন ফাইয়দ ইব্‌ন আসলাম (র) প্রমুখের মতও ইহাই।

কাতাদা ও ইব্‌ন জারীর-এর মতে উহা ফাত্হে মক্কা বা মক্কা বিজয়।

ইব্‌ন আবূ লায়লা ও হাসান বসরীর (র)-এর মতে উহা পারস্য ও রোম বিজয়।

মুজাহিদ (র) বলেন, উহা সে সব বিজয় ও গনীমত যাহা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানগণ লাভ করিবে। আবূ দাউদ তায়ালিসী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে

বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, উহা সে সব বিজয় যাহা মুসলমানগণ কিয়ামত পর্যন্ত লাভ করিবে।

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لاَيَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلاَ نَصِيْرًا

"কাফিররা তোমাদিগের মোকাবিলা করিলে, পরিণামে উহারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিত। তখন উহারা কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাইত না।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দিয়া বলিতেছেন যে, মুশরিকরা তাহাদিগের মোকাবিলা করিলে আল্লাহ্ তাঁহার রাসূল ও ঈমানদার বান্দাদিগকে তাহাদিগের উপর বিজয় দান করিতেন আর কাফির বাহিনী পরাজিত হইয়া, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিত। তখন তাহারা কোন সাহায্যকারী বা অভিভাবক খুঁজিয়া পাইত না। বস্তুত আল্লাহ্ তাঁহার রাসূল এবং ঈমানদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া কেহ কোন দিন বিজয় লাভ করিতে পারে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً -

"ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান, প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তুমি আল্লাহ্‌র এই বিধানে কোন পরিবর্তন পাইবে না।"

অর্থাৎ– কাফির ও ঈমানদারদের মাঝে সংঘাত সৃষ্টি হইলে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদিগকে বিজয় দান করেন এবং সত্যের বিজয় দান করিয়া মিথ্যার পতন ঘটান। ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান। যেমন, বদরের যুদ্ধে মুষ্টিমেয় নিরস্ত্র মুসলমানকে সশস্ত্র রণনিপূণ মুশরিকদিগের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় দান করিয়াছেন। যাহারা সংখ্যায় ছিল মুসলমানদের কয়েকগুণ বেশী।

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ - وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا -

"তিনি মক্কা উপত্যকায় উহাদিগের হস্ত তোমাদিগ হইতে এবং তোমাদিগের হস্ত উহাদিগ হইতে নিবারিত করিয়াছেন। উহাদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবার পর। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন।"

অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্‌র আরেকটি অনুগ্রহ এই যে, মুশরিকদিগের হস্তকে তাহাদিগ হইতে বিরত রাখিয়াছেন, তাহারা মুসলমানদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই এবং মুশরিকদের হইতে মুসলমানদের হাতকে নিবারিত রাখিয়াছেন। ফলে

মসজিদুল হারামের নিকট তাহারা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় নাই। বরং উভয় পক্ষকেই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং সন্ধির মাধ্যমে দুই পক্ষের মাঝে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে মু'মিনদের জন্য ইহকাল ও পরকালের অপরিসীম কল্যাণ নিহীত ছিল।

উপরে সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছিল যে, সাহাবাগণ সত্তর জন মুশরিককে বন্দী করিয়া হুযূর (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত করিয়াছিলেন। হুযূর (সা) বলিয়াছিলেন, "তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, যুদ্ধের সূচনা ও পুনরাবৃত্তি তাহাদিগের হইতেই হইতে দাও।' তাহাদিগের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ "তিনিই তোমাদিগ হইতে তাহাদের হস্ত এবং তাহাদিগ হইতে তোমাদের হস্ত নিবারিত করিয়াছেন" আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, হুদাইবিয়ার দিন মক্কার আশিজন লোক অস্ত্র সজ্জিত হইয়া জাবালুত তানয়ীমের দিক হইতে চুপিসারে অবতরণ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে ছুটিয়া আসে। টের পাইয়া হুযূর (সা) সাহাবাদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন। সাহাবাগণ উহাদের সকলকে গ্রেফতার করিয়া হুযূর (সা)-এর নিকট হাজির করেন। কিন্তু তিনি দয়া পরবশ হইয়া উহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন ও মুক্ত করিয়া দিলেন। উহাদিগের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ "তিনিই মক্কায় তোমাদিগ হইতে তাহাদের হস্ত এবং তাহাদিগ হইতে তোমাদের হস্ত নিবারিত করিয়াছেন, উহাদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবার পর" আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) এই হাদীসটি হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল মযানী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন: আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) বলেন, কুরআনে আল্লাহ্ যেই বৃক্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। একদিন আমরা সেই বৃক্ষটির গোড়ায় বসিয়াছিলাম। বৃক্ষের ডালগুলো হুযূর (সা)-এর পৃষ্ঠদেশ ছুঁইছুঁই করিতেছিল, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) ও সুহাইল ইব্ন আমর হুযূর (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। হুযূর (সা) আলী (রা)-কে বলিলেন, "রাহমান, রাহীম আল্লাহ্র নামে লিখ"। কিন্তু সুহাইল হুযূর (সা)-এর হস্ত ধরিয়া ফেলিল এবং বলিল, 'রাহমান, রাহীম আবার কে?' আমরা তো তাহা জানি না।

আমরা যাহা জানি, আমাদের এই সন্ধিনামায় তাহাই লিখুন। সে বলিল, লিখুন "তোমার নামে হে আল্লাহ্", অতঃপর হুযূর (সা) লিখিলেন, ঃ "ইহা আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা) ও মক্কাবাসীদের মধ্যকার স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা।" কিন্তু এইবারও সুহাইল ইব্ন আমর হুযূর (সা)-এর হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, আপনি যদি আল্লাহ্র রাসূলই হইয়া থাকেন তাহা হইলে তো আমরা আপনার উপর বড় অত্যাচার করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের এই চুক্তিনামায় আমরা যাহা জানি আপনি তাহাই লিখুন। সুহাইল বলিল, লিখুন, ইহা মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্-এর স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা। ইত্যবসরে ত্রিশজন সশস্ত্র মুশরিক যুবক অকস্মাৎ আসিয়া পড়িয়া আমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। হুযূর (সা) তাহাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে বধির বানাইয়া দিলেন। আমরা তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়া লইয়া আসিলাম। হুযূর (সা) বলিলেন, "তোমরা কাহারো নিরাপত্তায় আসিয়াছ কি? অথবা বলিলেন, কেউ তোমাদিগকে নিরাপত্তা দিয়াছে কি?"তাহারা বলিল, না। অতঃপর হুযূর (সা) তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। এই প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা وَهُوَ الَّذِى كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ "তিনিই তোমাদিগ হইতে তাহাদের হস্ত এবং তাহাদিগ হইতে তোমাদের হস্ত নিবারিত করিয়াছেন, মক্কায় তাহাদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবার পর" নাযিল করেন। হুসাইন ইব্ন ওয়াকিদ-এর সূত্রে ইমাম নাসায়ী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) .... ইব্ন আবযা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইব্ন আবযা (রা) বলেন, হুযূর (সা) কোরবানীর পশু (হাদী) লইয়া যখন যুলহুলাইফাতে পৌছিলেন, তখন উমর (রা) বলিলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি এমন একটি সম্প্রদায়ের নিকট যাইতেছেন, যাহাদের সাথে আপনার দ্বন্দ্ব-সংঘাত রহিয়াছে। অথচ আপনার কাছে না আছে কোন অস্ত্র, না আছে আত্মরক্ষার অন্য কোন সুব্যবস্থা!' এই কথা শুনিয়া হুযূর (সা) লোক পাঠাইয়া মদীনা হইতে প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র আনাইয়া লইলেন। অতঃপর মক্কার নিকটবর্তী হইলে মক্কার মুশরিকরা তাঁহাকে বাধা প্রদান করিয়া বলিল, আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। পরিশেষে হুযূর (সা) মিনায় অবস্থান করিলেন। ইত্যবসরে গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, ইকরিমা ইব্ন আবূ জাহ্ল পাঁচশত সৈন্য লইয়া আপনার উপর আক্রমণ করিবার জন্য রওয়ানা হইয়াছে। হুযূর (সা) খালিদ ইব্ন অলীদকে বলিলেন, "খালিদ! তোমার চাচাতো ভাই তো সৈন্য-সামন্ত লইয়া আসিতেছে।" খালিদ (রা) বলিলেন, আমি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের তরবারী। (তখন হইতে তিনি "সাইফুল্লাহ্" তথা "আল্লাহ্র তরবারী" উপাধিতে ভূষিত হন)।

খালিদ সাইফুল্লাহ্ বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে যথায় ইচ্ছা যাহার মোকাবিলায় ইচ্ছা প্রেরণ করুন।' হুযূর (সা) তাঁহাকে ইকরিমা বাহিনীর মোকাবিলায় প্রেরণ করিলেন।

ঘাঁটিতে উভয় দলের মাঝে সংঘর্ষ বাঁধিয়া যায়। বীর সৈনিক হযরত খালিদ (রা) প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়া ইকরিমা বাহিনীকে পরাজিত করিয়া মক্কায় ধাওয়া করে। কিন্তু তাহারা নতুন উদ্যমে পুনরায় আক্রমণ করিলে হযরত খালিদ (রা) এইবারও পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে মক্কার গলিতে পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসেন। তাহারা তৃতীয়বারের মত আবারো আসে। হযরত খালিদ (রা) এইবারও তাহাদিগকে পরাভূত করেন। এই প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা هُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ .... عَذَابًا اَلِيْمًا নাযিল করেন। অর্থাৎ তিনিই তোমাদিগ হইতে তাহাদের হস্ত এবং তাহাদিগ হইতে তোমাদের হস্ত নিবারিত করিয়াছেন মক্কায়। তাহাদের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করার পর। উহারাই তো কুফরী করিয়াছিল এবং নিবৃত্ত করিয়াছিল তোমাদিগকে মসজিদুল হারাম হইতেও, বাধা দিয়াছিল কোরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছিতে। তোমাদিগকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হইত, যদি না থাকিত এমন মু'মিন নর ও নারী যাহাদিগকে তোমরা জান না, তোমরা উহাদিগকে পদদলিত করিতে অজ্ঞাতসারে; ফলে উহাদিগের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই এইজন্য যে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করিবেন। যদি উহারা পৃথক হইত, আমি উহাদিগের মধ্যে কাফিরদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম।

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর (সা)-কে বিজয় দান করিবার পর তাঁহাকে কাফিরদিগ হইতে নিবারিত করিয়াছেন– যেন মক্কার দুর্বল ও অসহায় মুসলমানগণ মুসলিম বাহিনীর হাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্‌ন আবযা (রা) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই বর্ণনাটিতে আপত্তি রহিয়াছে। ইহা হুদাইবিয়ার ঘটনা হইতে পারে না। কারণ হযরত খালিদ ইব্‌ন অলীদ (রা) তখনও তো ইসলাম গ্রহণ করেন নাই বরং সেদিন তিনি মুশরিক বাহিনীর সরদার ছিলেন। সহীহ্ হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়। আবার ইহা উমরাতুল কাজার ঘটনাও হইতে পারে না। কারণ হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, হুযূর (সা) পরবর্তী বছর আসিয়া উমরাহ্ পালন করিবেন ও তিন দিন মক্কায় অবস্থান করিবেন। বস্তুত এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হুযূর (সা) যখন পরবর্তী বছর মক্কায় আসিলেন কাফিররা তাহাকে বাধা প্রদান করে নাই কিংবা তাঁহার সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহও করে নাই। এটাকে বিজয়ের

ঘটনাও বলা যাইতে পারে না। কারণ সেই দিন তো হুযূর (সা) কুরবানীর পশু লইয়া আসেন নাই বরং যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই সৈন্য সামন্ত লইয়া আসিয়াছিলেন। অতএব এই বর্ণনাটির আপত্তি আর ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়াই গেল। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

ইব্ন ইসহাক (র).... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর গোলাম ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুশরিকরা চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোককে নিযুক্ত করিয়াছিল যেন তাহারা রাসূল (সা)-এর সৈন্যদের গতিবিধি লক্ষ্য করে এবং সুযোগ পাইলে কাহারো উপর আক্রমণ করে বা কাউকে ধরিয়া লইয়া আসে। কিন্তু মুসলমানরা তাহাদিগের সকলকে ধরিয়া হুযূর (সা)-এর নিকট লইয়া আসেন। হুযূর (সা) তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন এবং ছাড়িয়া দিলেন। অথচ তাহারা মুসলিম বাহিনীর প্রতি পাথর ও তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, এই ঘটনা প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا - هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ - لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا -

কাতাদা (র) বলিয়াছেন, ইব্ন যুনাইম নামক এক সাহাবী হুদাইবিয়ার একটি টিলার উপর উঠিয়াছিল। মুশরিকরা তীর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে শহীদ করিয়া ফেলে। হুযূর (সা) লোক পাঠাইয়া তাহাকে সহ মোট বারজনকে ধরাইয়া আনিলেন। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পক্ষ হইতে তোমাদের কোন নিরাপত্তা আছে কি? তাহারা বলিল, না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা هُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ "তিনিই তাহাদের হাতকে তোমাদের হইতে এবং তোমাদের হাতকে তাহাদের হইতে নিবারিত করিয়াছেন" নাযিল করেন।

(٢٥) هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَـُٔوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ ۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

(٢٦) اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○

২৫. উহারাই তো কুফরী করিয়াছিল এবং নিবৃত্ত করিয়াছিল তোমাদিগকে মসজিদুল হারাম হইতে ও বাধা দিয়াছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছিতে। তোমাদিগকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হইত, যদি না থাকিত এমন মু'মিন নর ও নারী যাহাদিগকে তোমরা জান না, তোমরা তাহাদিগকে পদদলিত করিতে অজ্ঞাতসারে; ফলে উহাদিগের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই এইজন্য যে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করিবেন। যদি উহারা পৃথক হইত, আমি উহাদিগের মধ্যে কাফিরদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম।

২৬. যখন কাফিররা তাহাদিগের অন্তরে পোষণ করিত গোত্রীয় অহমিকা, তখন আল্লাহ্ তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদিগকে স্বীয় প্রশান্তি দান করিলেন, আর তাহাদিগকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করিলেন এবং তাহারাই ছিল ইহার অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।

তাফসীর ঃ আরবের কুরাইশ কাফির এবং যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহাদিগের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা

বলিতেছেন, هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا "উহারাই তো কুফরী করিয়াছে।" অর্থাৎ কাফির উহারাই অন্য কেহ নয়।

وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "এবং নিবৃত্ত করিয়াছিল তোমাদিগকে মসজিদুল হারাম হইতে।" অর্থাৎ– তোমরা মসজিদুল হারামের প্রকৃত হকদার ও মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাহারা তোমাদিগকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে।

وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهُ "এবং বাধা দিয়াছিল কুরবানীর আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছিতে।"

অর্থাৎ– অবাধ্যতা ও বিদ্রোহবশত তাহারা কুরবানীর পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছিতে বাধা প্রদান করিয়াছে। সেদিন কুরবানীর পশু তথা হাদী ছিল সত্তরটি। ইনশাল্লাহ্ এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা হইবে।

وَلَوْ لاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ "যদি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী না থাকিত।" অর্থাৎ তোমাদিগকে সেদিন যুদ্ধ করিবার অনুমতি এই জন্য দেওয়া হয় নাই যে, মক্কায় এমন কতিপয় দুর্বল মুসলমান নর-নারী রহিয়া গিয়াছে যাহারা অত্যাচারের ভয়ে ঈমান প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না এবং হিজরত করিয়া তোমাদিগের সাথে মিলিত হওয়ার সামর্থ্যও তাহাদিগের ছিল না। এমতাবস্থায়, যুদ্ধের অনুমতি দিলে সে সব অসহায় খাঁটি মুসলমানরা অজ্ঞতাবশত তোমাদের হাতে প্রাণ হারাইবে এবং তাহাদিগের ঘর-বাড়ি সহায়-সম্পত্তি ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং তোমরা অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া দিয়ত প্রদানে বাধ্য হইবে। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ

"তোমরা তাহাদিগকে পদদলিত করিতে অজ্ঞাতসারে। ফলে উহাদিগের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে।" অর্থাৎ এমতাবস্থায় তোমাদিগকে যুদ্ধের অনুমতি দিলে তোমরা তাহাদিগকে পদদলিতে করিতে এবং অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া তোমরা জরিমানা প্রদান করিতে।

لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ "ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করিবেন।"

অর্থাৎ তাহাদিগকে শাস্তি প্রদানে আল্লাহ্ এইজন্য বিলম্ব করিতেছেন, যেন একদিকে তাহাদের মধ্য হইতে মু'মিনরা ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায় এবং তাহাদিগের অনেকে ইসলামের দিকে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ পায়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَوْ تَزَيَّلُوْا "যদি উহারা পৃথক হইত।" অর্থাৎ কাফিরগণ যদি মু'মিনদের হইতে পৃথক হইয়া যাইত।

لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا "তাহা হইলে আমি উহাদিগের মধ্য হইতে কাফিরদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম।" অর্থাৎ– কাফিরগণ যদি মু'মিনদিগ হইতে পৃথক হইয়া যাইত; তাহা হইলে তাহাদিগের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার নির্দেশ দিতাম। ফলে তোমরা তাহাদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করিতে।

আবুল কাসিম তাবারানী (র) .... হুজর ইব্ন খাল্ফ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হুজর ইব্ন খাল্ফ (র) বলেন,আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, জুনাইদ ইব্ন সুবাই (রা) বলেন, আমি হুযূর (সা)-এর সাথে দিনের প্রথমভাগে কাফিরের ভূমিকায় যুদ্ধ করিয়াছি আর শেষভাগে মুসলমানের ভূমিকায় যুদ্ধ করিয়াছি। আমাদের ব্যাপারেই وَلَوْ لاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ (যদি না থাকিত মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী) নাযিল হয়। আমরা ছিলাম নয়জন। সাতজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা।

হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী (র) অন্য সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ মক্কী (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এই সনদে তিনি আবূ জুমু'আ জুনাইদ ইব্ন সুবাই (র)-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সঠিক নামটি হইল আবূ জাফর হাবীব ইব্ন সিবা' (রা)। ইব্ন আবূ হাতিম হুজর ইব্ন খাল্ফ (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় আছে যে, আমরা তিনজন পুরুষ ও নয়জন মহিলা ছিলাম। আমাদের ব্যাপারেই وَلَوْ لاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ

"যদি না থাকিত মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন মহিলা" আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا "তাহারা যদি পৃথক হইয়া যাইত তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম"- এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, কাফিরগণ যদি মুসলমানদের হইতে পৃথক হইয়া যাইত তাহা হইলে মুসলমানদের হাতে নির্বিচারে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া আমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম।

اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ "যখন কাফিররা অন্তরে পোষণ করিত গোত্রীয় অহমিকা।" ইহা সে সময়ের কথা যখন কাফিররা "বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম" লিখিতে এবং সন্ধিপত্রে "ইহা আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা" লিখিতে আপত্তি করিয়াছিল।

فَانْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى -

"তখন আল্লাহ্ তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদিগকে স্বীয় প্রশান্তি দান করিলেন। আর তাহাদিগকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করিলেন।" তাকওয়ার বাক্য হইল, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ।

ইব্‌ন জারীর ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইমাম আহমদ (র) ...... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উবাই ইব্‌ন কা'ব বলেন, وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى , "তাকওয়ার বাক্যে আমি তাহাদিগকে সুদৃঢ় করিয়াছি" এর ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি বলিতে শুনিয়াছি যে, উহা হইল لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই।"

ইমাম তিরমিযী (র) হাসান ইব্‌ন কাযআ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব-হাসান। ইব্‌ন কাযআ ব্যতীত অন্য সনদে হাদীসটি পাওয়া যায় নাই। আবূ যুরআ' (র)-কেও এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়াছি কিন্তু তিনিও এই সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদের সন্ধান দিতে পারেন নাই।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... সায়ীদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সায়ীদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রা) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "মানুষের সাথে যুদ্ধ করিবার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যতক্ষণ না তাহারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই) বলিবে। অতএব, যে ব্যক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলিবে, সে যেন আমার থেকে তাহার জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করিল। তবে আল্লাহ্‌র হকের ব্যাপারটা আলাদা এবং আল্লাহ্‌ই তাহার হিসাব নিকাশ গ্রহণ করিবেন।

পবিত্র কুরআনে একটি সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ 'যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; তখন তাহারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا "এবং তাকওয়ার বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে সুদৃঢ় করিয়াছেন এবং তাহারাই ছিল ইহার অধিকতর উপযুক্ত ও যোগ্য।"

তাকওয়ার বাক্য হইল لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রসূল) পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত সম্প্রদায়টি এই বাক্যটি লইয়াই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিল এবং মুশরিকরা হুদাইবিয়ার দিন ইহা লইয়াই দম্ভ করিয়াছিল। ফলে হুযূর (সা) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাহাদিগের সাথে সন্ধি করিয়া লন।

বর্ধিত অংশটুকুসহ ইব্ন জারীর যুহ্রী (র)-এর হাদীস হইতে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, كَلِمَةُ التَّقْوٰى হইল ইখলাস বা নিষ্ঠা।

আতা ইব্ন আবূ রাবাহ্ (র)-এর মতে,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

ইউনুস ইব্ন বুকাইর (র) মিসওয়ার (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى "এবং আমি তাহাদিগকে তাওয়ার বাক্য দ্বারা সুদৃঢ় করিয়াছি" দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَه

সাওরী (র)....... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আলী (রা) বলেন, وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى -এর كَلِمَةَ التَّقْوٰى দ্বারা لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ উদ্দেশ্য। ইব্ন উমর (রা)-এর মতও ইহাই।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, كَلِمَةَ التَّقْوٰى হইল لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-এর সাক্ষ্য দেওয়া। ইহাই যাবতীয় তাকওয়ার মূল।

সায়ীদ ইব্ন জুবায়র (র)-এর মতে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা।

আতা খুরাসানী (র) বলেন, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه

আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) মা'মার (র)-এর সূত্রে যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাওকয়ার বাক্য হইল, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। কাতাদা (র)-এর মতে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا وَ اَهْلَهَا "তাহারাই ছিল ইহার অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত।" অর্থাৎ- মুসলমানরাই এই তাকওয়ার বাক্যের অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত।

وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا "আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।"

অর্থাৎ- কে কল্যাণ পাওয়ার উপযুক্ত আর কে অকল্যাণের যোগ্য তাহা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। নাসায়ী (র) ...... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবাই ইব্ন কাব (রা) اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ এর সাথে وَلَوْ حَمِيْتُمْ كَمَا حَمُوْ لَفَسَدَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ পাঠ করিতেন। অর্থাৎ 'যখন কাফিররা তাহাদিগের অন্তরে পোষণ করিত গোত্রীয় অহমিকা। তোমরাও যদি তাহাদিগের মত অহমিকা পোষণ করিতে তাহা হইলে মসজিদুল হারাম ধ্বংস হইয়া যাইত।' হযরত উমর (রা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি রাগিয়া গেলেন।

উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলিলেন, আপনি তো জানেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে যাতায়াত করিতাম এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে যাহা শিখাইতেন তিনি আমাকে উহা শিক্ষা দিতেন। এই কথা শুনিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন, বরং আপনার নিকটই ইল্‌ম ও কুরআন রহিয়াছে। তাই আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল আপনাকে যাহা শিখাইয়াছেন আপনি তাহাই পাঠ করুন এবং শিক্ষা দিন।

হুদাইবিয়া ও সন্ধির কাহিনী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ

ইমাম আহমদ (র) .... মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) ও মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা ও মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধ করিবার জন্য নহে– বরং বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করেন। তাঁহার সাথে ছিল কুরবানীর সত্তরটি পশু। সংগী ছিল সাতশত। প্রতি দশজনের কুরবানীর জন্য একটি করে উট। উস্‌ফান নামক স্থানে পৌঁছার পর বিশ্‌র ইব্‌ন সুফিয়ান কা'বীর সাথে হুযূর (সা)-এর সাক্ষাৎ হয়। কা'বী হুযূর (সা)-কে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার আগমনের সংবাদ পাইয়া কুরাইশরা আপনার সাথে যুদ্ধ করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা উটের ছোট ছোট বাচ্চাগুলিও সংগে করিয়া লইয়া আসিয়াছে। পরিধানে তাহাদের বাঘের চামড়া। যেইভাবেই হোক তাহারা আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না বলিয়া পণ করিয়াছে। ক্ষুদ্র একটি বাহিনীসহ খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে তাহারা 'কুরাউল গামীমে' পাঠাইয়া দিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হায়রে কুরাইশ! যুদ্ধই তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিয়াছে। আমাকে বাধা না দিলে তাহাদের জন্য কতই না ভালো হতো। আমাকে পরাজিত করিতে পারিলে তাহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় আর আল্লাহ্ যদি আমাকে বিজয় দান করেন, তাহা হইলে তাহারা দলে দলে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করিবে। তাহা না হইলে তাহারা যুদ্ধ করিবে। তাহাদের শক্তি আছে। কিন্তু কুরাইশরা কী মনে করে? আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি আমাকে যে দীন লইয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার জন্য আমি তাহাদের সাথে যুদ্ধ করিতে থাকিব। হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বিজয় দান করিবেন নয়ত এই ঘাড় বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।"

অতঃপর তিনি হুমুয এর পিছন হইতে সানিয়াতুল মেরারগামী পথ ধরিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবার জন্য নিজ সৈন্যদিগকে নির্দেশ দিলেন। মক্কার নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত হুদাইবিয়ার পথ ধরিয়া হুযূর (সা) সসৈন্যে চলিতে লাগিলেন। কুরাইশ বাহিনী যখন

জানিতে পারিল যে, হুযূর (সা) রাস্তা পরিবর্তন করিয়া অন্য পথ ধরিয়াছে, তখন তাহারা দৌড়াইয়া কুরাইশ দলপতিদের নিকট যাইয়া এই সংবাদ পৌছাইল।

এদিকে সানিয়াতুল মেরারে পৌছিবার পর হুযূর (সা)-এর উষ্ট্রী বসিয়া পড়িল। দেখিয়া লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উষ্ট্রী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

হুযূর (সা) বলিলেন, "না, উহা ক্লান্ত হয় নাই, ইহা তাহার স্বভাবও নয়। হস্তী বাহিনীকে মক্কা প্রবেশ হইতে বাধা দানকারী সত্তাই উহাকে থামাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্র শপথ! কুরাইশগণ আমার নিকট যাহা চাইবে আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার খাতিরে আমি তাহাই তাহাদিগকে দান করিব।"

অতঃপর তিনি লোকদিগকে বলিলেন, "তোমরা অবতরণ কর।" লোকেরা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই উপত্যকায় কোথাও পানির নাম গন্ধ নাই। লোকেরা কিভাবে এইখানে অবস্থান করিবে? হুযূর (সা) তুনীর হইতে একটি তীর বাহির করিয়া একজন সাহাবীর হাতে দিলেন। তিনি তীরটি কূপের মাঝখানে গাড়িয়া রাখিবা মাত্র প্রবল বেগে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এমনিভাবে সকলের পানি সমস্যার সমাধান হইয়া গেল।

হযূর (সা) সেইখানে স্থিরভাবে অবস্থান করিবার পর বুদাইল ইব্ন ওয়ারাকা খোজাআ গোত্রের কয়েকজন লোক লইয়া হুযূর (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়। হুযূর (সা) বিশ্র ইব্ন সুফিয়ানকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাকে তাহাই বলিলেন। ফিরিয়া গিয়া সে বলিল, "হে কুরাইশ সম্প্রদায়! মুহাম্মদ (সা)-কে লইয়া তোমরা খুব ভাবনায় পড়িয়া গিয়াছ দেখিতেছি। তিনি তো আসলে যুদ্ধ করিবার জন্য আসেন নাই। আল্লাহ্র ঘর যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি আসিয়াছেন। তোমরা আরো ভাবিয়া চিন্তিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, যুহ্রী (র) বলিয়াছেন, বনু খোজায়ার কাফির-মুশরিক নির্বিশেষে সকলই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। মক্কার কোন সংবাদই তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গোপন রাখিত না। কুরাইশরা বলিল, শুধুমাত্র বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আগমন করিয়া থাকিলেও এইভাবে হঠাৎ করিয়া তিনি মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না। আরববাসীরা ইহাতে আমাদিগকে নিন্দা করিবে।

অতঃপর তাহারা বনু আমির ইব্ন লুওয়াই গোত্রের মিকরায ইব্ন হাফস্কে হুযূর (সা)-এর নিকট প্রেরণ করে। তাহাকে দেখিবা মাত্র হুযূর (সা) বলিয়া উঠিলেন, "এই লোকটি বিশ্বাসঘাতক।"

লোকটি হুযূর (সা)-এর নিকট পৌঁছার পর মহানবী (সা) সাহাবাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাকে তাহাই বলিলেন। লোকটি ফিরিয়া গিয়া কুরাইশদিগকে ঘটনাটি খুলিয়া বলিল। তাহারা পুনরায় হালীস ইব্ন আলকামা কেনানীকে হুযূর (সা)-এর নিকট প্রেরণ করে। হুযূর (সা) তাহাকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "এই লোকটি এমন সম্প্রদায়ের যাহারা আল্লাহ্কে শ্রদ্ধা করে। তোমরা কুরবানীর পশুগুলিকে লইয়া আস।" লোকটি দেখিতে পাইল যে, চতুর্দিক হইতে কুরবানীর পশুগুলি উঠিয়া আসিতেছে। দীর্ঘ আবদ্ধতার কারণে পশুগুলির পশম পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া প্রভাবিত হইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে না যাইয়াই সে ফিরিয়া গেল। সে বলিল, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তাঁহাকে বাধা দান করা উচিত হইবে না। দীর্ঘ আবদ্ধতার কারণে পশুগুলির পশম উঠিয়া গিয়াছে। কুরাইশরা বলিল, তুমি মূর্খ বেদুঈন! কিছুই বুঝ না। তুমি এইখানে বসিয়া থাক।

অতঃপর তাহারা উরওয়া ইব্ন মাসউদ সাকাফীকে প্রেরণ করে। রওয়ানা হইবার প্রাক্কালে সে বলিল, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! এই যাবত তোমরা যাহাদিগকে মুহাম্মদ-এর নিকট পাঠাইয়াছিলে, তাহারা ফিরিয়া আসিবার পর তাহাদিগের সাথে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছ, আমি সবই লক্ষ্য করিয়াছি। তোমরা তাহাদিগের সাথে দুর্ব্যবহার করিয়াছ, তাহাদিগকে অপমান করিয়াছ, তাহাদিগের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়াছ ও তাহাদিগের সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করিয়াছ। তোমরা আমার পিতৃতুল্য। বিপদের সময় আমি আমার অনুসারীদের লইয়া তোমাদের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিয়াছি। তোমাদের জন্য আমি আমার জানমাল উৎসর্গ করিয়াছি।

তাহারা বলিল, আপনি সত্যই বলিয়াছেন। আপনার প্রতি আমাদের কোন খারাপ ধারণা নাই। অতঃপর সে রওয়ানা হইয়া আসিয়া হুযূর (সা)-এর সম্মুখে উপবেশন করিয়া বলিল, মুহাম্মদ! আপনি কিছু লোক সংগ্রহ করিয়া জাতির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করিবার জন্য আসিয়াছেন। কুরাইশরা আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ছোট ছোট শিশুরাও কৃত্তি পরিধান করিয়া বাহির হইয়াছে। আল্লাহ্র নামে তাহারা আজ অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, আপনাকে তাহারা কোনরূপেই মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না। শপথ আল্লাহ্র! আমি দেখিতেছি আগামীকাল যুদ্ধের সময় আপনার আশেপাশের এই লোকগুলি আপনাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

আবূ বকর (রা) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছনে দণ্ডায়মান ছিলেন। গর্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'ওহে! লাত বুতের লজ্জাস্থান চুষিয়া খাও, আমরা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব?'

উরওয়া বলিল, মুহাম্মদ, এই লোকটি আবার কে? হুযূর (সা) বলিলেন , ইনি আবূ কোহাফার পুত্র।

উরওয়া বলিল, আমার উপর যদি তোমার অনুগ্রহ না থাকিত, তাহা হইলে এখনই তোমার এই অপমানের প্রতিশোধ নিতাম। তবে উহার বিনিময়ে ইহা ছাড়িয়া দিলাম।

অতঃপর উরওয়া হুযূর (সা)-এর দাঁড়ি ধরিয়া কি যেন বলিতে চাইল। মুগীরা ইব্‌ন শু'বা তখন হুযূর (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। উরওয়ার এই বেআদবী আর ধৃষ্টতা দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। হাতে ছিল তাঁহার একটি লৌহদণ্ড। উহা দ্বারা তাহার হাতে আঘাত করিয়া তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দাঁড়ি মোবারক হইতে তোমার হাত সামলাও। আল্লাহ্‌র রাসূলের গায়ে হাত দিবার অধিকার তোমার নাই।

উরওয়া বলিল, তুমি তো বদ যবান, কঠোর ও বক্র প্রকৃতির লোক। এই কথা শুনিয়া হুযূর (সা) একটু মুচকি হাসিলেন।

উরওয়া জিজ্ঞাসা করিল, মুহাম্মদ, ইনি কে? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, ইনি তোমার ভাতিজা মুগীরা ইব্‌ন শো'বা।

উরওয়া বলিল, বিশ্বাসঘাতক! গতকাল ব্যতীত ইতিপূর্বে কখনও তোমার মাথা ধুইয়াছ? (অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার পূর্বে তো তুমি পবিত্র হইতেও জানিতে না আর এখন এত বড় কথা!)

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সাহাবীদের সাথে তাহার সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহার সাথেও সে সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। সাথে সাথে তিনি তাহাকে নিজের আগমনের হেতু সম্পর্কে অবহিত করেন।

অতঃপর উরওয়া হুযূর (সা)-এর নিকট হইতে উঠিয়া গিয়া সাহাবায়ে কিরামদের কার্যক্রম দেখিতে লাগিল। সে দেখিতে পাইল যে, হুযূর (সা) উযূ করিলে সাহাবাগণ সেই উযূর পানি হাতে হাতে উঠাইয়া নেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) থুথু ফেলিলে উহা মাটিতে পতিত হইবার পূর্বে তাহারা তুলিয়া নেন। মাথার চুল উঠিয়া গেলে উহাও সযত্নে সংরক্ষণ করেন, শ্রদ্ধা ও ভক্তির এমন একটি দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে কখনও সে দেখে নাই।

কুরাইশদের নিকট ফিরিয়া গিয়া উরওয়া বলিল, আমি কয়সর, কিসরা ও নাজ্জাশী প্রমুখ রাজা বাদশাহ্‌দের দরবারে যাতায়াত করিয়াছি। আল্লাহ্‌র শপথ! মুহাম্মদ (সা)-এর ন্যায় কোন বাদশাহ্‌ আর আমি দেখি নাই। মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারীরা তাহাদিগের বাদশাহ্‌কে যতটুকু ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে ইহার চেয়ে অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা করা আর সম্ভব নয়। অতএব তোমরা আরো ভাবিয়া দেখ।

হুযূর (সা) ইতিপূর্বে খিরাশ ইব্‌ন উমাইয়া খোজায়ীকে নিজের ছা'লাব নামক উটে চড়াইয়া মক্কায় পাঠাইয়াছিলেন। মক্কায় প্রবেশ করিবার পর কুরাইশরা উটের পা কাটিয়া ফেলে এবং খিরাশকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। তবে নেতৃবৃন্দ নিষেধ করায় কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া তিনি হুযূর (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসেন।

অতঃপর হুযূর (সা) মক্কায় পাঠাইবার জন্য হযরত উমর (রা)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে সাহায্য করিবার মত আমার আত্মীয়-স্বজন তথা বনু আদী গোত্রের কেহই সেখানে নাই। আমার আশংকা হয় যে, তাহারা আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। আমি যে কুরাইশদের শত্রু উহা তাহারা ভালভাবেই জানে। আপনি উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে প্রেরণ করুন। তিনি এই কাজে আমার চেয়ে অধিক উপযুক্ত।

হুযূর (সা) উসমান (রা)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং এই সংবাদ লইয়া তাহাকে কুরাইশদের নিকট প্রেরণ করিলেন যে, মুহাম্মদ (সা) যুদ্ধ করিবার জন্য নহে বরং আল্লাহ্র ঘর যিয়ারত করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন।

উসমান (রা) রওয়ানা হইয়া গেলেন। মক্কায় প্রবেশ করিবার পর আবান ইব্ন সাঈদ ইব্ন আছ এর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বাহন হইতে অবতরণ করিয়া উসমান (রা)-কে সম্মুখে বসাইয়া নিরাপত্তার সাথে লইয়া গেলেন।

উসমান (রা) বড় বড় কুরাইশ নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের নিকট মহানবী (সা)-এর পয়গাম পৌঁছাইয়া দিলেন। তাহারা উসমান (রা)-কে বলিল (থাক ঐ সব কথা) তোমার যদি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করিবার ইচ্ছা থাকে, তুমি তাহা করিতে পার। উসমান (রা) বলিলেন, অসম্ভব! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাওয়াফ করিবার পূর্বে আমি কিছুতেই তাওয়াফ করিতে পারি না। তখন তাহারা উসমান (রা)-কে সেইখানেই বন্দী করিয়া ফেলে। এদিকে হুযূর (সা) শুনিতে পান যে, কুরাইশরা হযরত উসমান (রা)-কে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে।

মুহাম্মদ (র) বলেন, যুহ্রী (র) আমাকে বলিয়াছেন যে, অতঃপর কুরাইশরা সুহাইল ইব্ন আমরকে হুযূর (সা)-এর নিকট প্রেরণ করে। তাহারা তাহাকে বলিয়া দিল যে, তুমি যাইয়া মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে সন্ধি কর। কিন্তু তাহার এই বৎসর এমনিতেই চলিয়া যাইতে হইবে। ইহাতে কোন প্রকার নমনীয়তা দেখাইবে না। যাহাতে আরববাসী এই কথা বলিতে না পারে যে, মুহাম্মদ জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করিয়াছে আর আমরা তাহা প্রতিরোধ করিতে পারি নাই।

সুহাইল ইব্ন আমর হুযূর (সা)-এর নিকট আসিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া হুযূর (সা) বলিলেন, কুরাইশরা সন্ধি করিবার জন্য এই লোকটিকে পাঠাইয়াছে।

সুহাইল হুযূর (সা)-এর নিকট আগমন করিবার পর দুইজনে দীর্ঘক্ষণ আলাপ আলোচনা করিয়া সন্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

আলোচনা পর্ব সমাপ্ত হইল। এখন চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেই হয়। ইত্যবসরে হযরত উমর (রা) দৌড়াইয়া হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট আসিয়া উৎকণ্ঠার সাথে বলিলেন, ভাই আবূ বকর! উনি কি আল্লাহ্র রাসূল নহেন? আমরা কি মুসলমান নই? আবূ বকর শান্তকণ্ঠে "হাঁ" বলিয়া উত্তর দিলেন।

উমর (রা) বলিলেন, তাহা হইলে কেন আমরা আমাদের ধর্মের কাজে দুর্বলতা ও হীনমন্যতা প্রকাশ করিব? আবূ বকর (রা) বলিলেন, সর্বাবস্থায় তাঁহার (রাসূলের) সিদ্ধান্ত মানিয়া লও। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল। উমর (রা) বলিলেন, আমিও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল।

অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আল্লাহ্র রাসূল নন?আমরা কি মুসলমান নই? উহারা কি মুশরিক নয়? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ।

উমর (রা) বলিলেন, তাহা হইলে কেন আমরা ধর্মের ব্যাপারে কাফিরদের নিকট দুর্বল হইতে যাইব?

হুযূর (সা) বলিলেন, আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁহার রাসূল। আমি কিছুতেই আল্লাহ্র অবাধ্য হইতে পারিব না। তিনি আমাকে ধ্বংস করিবেন না।

উমর (রা) বলিয়াছেন, সেই দিন আমি যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার কারণে পরক্ষণে আমি ভীষণভাবে অনুতপ্ত হই। আল্লাহ্র কোন আযাব আসিয়া পড়ে কিনা, এই ভয়ে অবিরাম রোযা রাখিয়াছি। সালাত আদায় করিয়াছি, সদকা করিয়াছি এবং অনেক ক্রীতদাস আযাদ করিয়াছি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন, "রাহমান রাহীম আল্লাহ্র নামে লিখ", সুহাইল বলিল, আমরা তো ইহা জানি না। বরং আপনি লিখুন, 'তোমার নামে হে আল্লাহ্!' অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রা)-কে বলিলেন, লিখ, 'তোমার নামে হে আল্লাহ্!' ইহা আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা) স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা।

সুহাইল বলিল, যদি আমরা এই সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল তাহা হইলে তো আমরা আপনার সাথে যুদ্ধ করিতাম না। বরং আপনি লিখুন, ইহা নিম্ন বর্ণিত শর্তে আব্দুল্লাহ্ পুত্র মুহাম্মদ ও সুহাইল ইব্ন আমর কর্তৃক স্বাক্ষরিত সন্ধিনামা।

সন্ধির শর্তসমূহ

* দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তায় বসবাস করিবে, কাহারো উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিবে না।

* কুরাইশদের কেহ যদি অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট আসে তাহাকে ফেরত দিতে হইবে আর কোন মুসলমান যদি কুরাইশদের নিকট চলিয়া আসে তবে তাহাকে ফেরত দেওয়া হইবে না।

* আমাদের মাঝে যুদ্ধ বন্ধ থাকিবে, ধর-পাকড়, কয়েদ-বন্দী সবই মুলতবী থাকিবে।

সন্ধির শর্তসমূহে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, কেহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হইতে চাহিলে হইতে পারিবে আর যদি কেহ কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হইতে চায় হইতে পারিবে।

তৎক্ষণাৎ বনু খোজাআ দাঁড়াইয়া বলিল, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হইলাম। আর বনু বকর কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কথা ঘোষণা করিল।

শর্তসমূহের মধ্যে ইহাও ছিল যে, আপনি এই বৎসর মক্কায় প্রবেশ না করিয়াই ফিরিয়া যাইবেন, আগামী বছর সাথীদের লইয়া আসিয়া তিনদিন মক্কায় অবস্থান করিতে পারিবেন। একজন আরোহীর নিকট সাধারণত যে পরিমাণ অস্ত্র থাকে সেই পরিমাণ অস্ত্রই সাথে রাখিতে পারিবেন। তলোয়ার কোষবদ্ধ থাকিবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) চুক্তিনামা লিখিতেছেন। ইত্যবসরে সুহাইল ইব্ন আমরের পুত্র আবূ জান্দাল (রা) লৌহ শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় মক্কা হইতে পলায়ন করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়াছেন। অপরদিকে সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূল (সা)-এর স্বপ্নের ভিত্তিতে বিজয়ের নিশ্চিত বিশ্বাস লইয়া মদীনা হইতে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, মক্কায় প্রবেশ না করিয়া বায়তুল্লাহ্ যিয়ারত না করিয়া কাফিরদের সাথে সন্ধি করিয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনিচ্ছা সত্ত্বেও সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতেছেন, উহাতে তাহাদিগের মন ভাঙ্গিয়া গেল এবং তাঁহারা অস্থির হইয়া পড়িলেন।

এইখানেই তাহাদের দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটিল না। সদ্য আগত নও মুসলিম আবূ জান্দালকে দেখিয়া সুহাইল ইব্ন আমর ক্ষিপ্ত হইয়া তাহার মুখে সজোরে একটি চপেটাঘাত করিয়া বলিল, মুহাম্মদ, সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার পর আবূ জান্দাল তোমার নিকট আগমন করিয়াছে। অতঃপর চুক্তি অনুসারে তাহাকে ফেরত দাও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, তুমি সত্যই বলিয়াছ।

সুহাইল ইব্ন আমর আবূ জান্দালের জামার কলার ধরিয়া রওয়ানা হইল আর আবূ জান্দাল উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,ওহে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমরা কি আমাকে মুশরিকদের নিকট ফিরাইয়া দিতেছ? হায়রে! মুসলমান হওয়ার অপরাধে তাহারা আমার উপর অত্যাচার করিবে। ইহাতে মুসলমানদের দুশ্চিন্তা ও তাঁহাদের ব্যথা বহুগুণে বাড়িয়া গেল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'আবূ জান্দাল! ধৈর্যধারণ কর এবং মর্যাদা লাভের আশায় থাক। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য এবং তোমার মত অন্যান্য অসহায় দুর্বল মুসলমানদের জন্য রাস্তা খুলিয়া দিবেন। আমি কুরাইশ সম্প্রদায়ের সাথে সন্ধি করিয়াছি। এই সন্ধির ভিত্তিতে তোমাকে তাহাদিগের নিকট ফেরত পাঠাইতেছি। আমি তো চুক্তি ভঙ্গ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারি না।'

হযরত উমর (রা) আবূ জান্দাল (র)-এর পাশাপাশি হাঁটিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 'আবূ জান্দাল! তুমি ধৈর্যধারণ কর, উহারা তো মুশরিক। তাহাদিগের এক এক জনের রক্ত কুকুরের রক্তের ন্যায়। 'উমর (রা) তরবারীর হাতলটি সন্তর্পণে আবূ

জান্দালের হাতে দিতে চাইলেন, যেন সে উহা দ্বারা এক আঘাতে পিতার ইহ লীলা শেষ করিয়া দেয়। কিন্তু আবূ জান্দাল (রা) পিতার দেহে হাত তুলিতে পারিলেন না।

সন্ধিনামা সমাপ্ত হইল, হুযূর (সা) হরম এলাকায় সালাত আদায় করিতেছিলেন। আর হালাল হওয়ার ব্যাপারে চিন্তাযুক্ত ছিলেন। ক্ষণকাল পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "হে লোক সকল! তোমরা কুরবানী কর এবং হলক কর।" কিন্তু কেহই উঠিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় অনুরূপ বলিলেন। এইবারও কেহই দাঁড়াইল না। তিনি আবারো অনুরূপ বলিলেন কিন্তু এইবারও কেহই উঠিল না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর নিকট গিয়া বলিলেন, "উম্মে সালামা! লোকদের কি হইল?" উম্মে সালমা (রা) বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো জানেন, তাহাদের মনে আজ কত দুঃখ! আপনি তাহাদিগের কাউকে কিছু না বলিয়া সোজা আপনার কুরবানীর পশুর নিকট যাইয়া উহা কুরবানী করুন এবং হলক করুন। আপনার দেখাদেখি হয়ত অন্যরাও করিতে শুরু করিবে।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাহারো সাথে কথা না বলিয়া স্বীয় পশুর নিকট যাইয়া উহা কুরবানী করিলেন। অতঃপর বসিয়া হলক করিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম উঠিয়া কুরবানী করিতে লাগিল ও হলক করিতে লাগিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া অর্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া মক্কা ও মদীনার মধবর্তী স্থানে পৌছার পর সূরা আল ফাত্‌হ নাযিল হয়।

ইমাম আহমদ (র) এই হাদীসটি এইভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইউনুস ইব্‌ন বুকাইর এবং যিয়াদ বুকায়ী (র) আবূ ইসহাক (র) হইতে এই হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে তিনি যুহ্‌রী (র) সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র)-ও স্বীয় সহীহ গ্রন্থে এই হাদীসটি আরো দীর্ঘায়িত করে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনাটি নিম্নরূপঃ শুরুর অধ্যায়ে বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামাহ্ ও মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম (রা) হইতে বর্ণিত। তাহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদাইবিয়ার দিন এক হাজার কয়েকশত সাহাবী লইয়া রওয়ানা হইলেন। যুলহুলাইফায় পৌঁছিয়া তিনি কুরবানীর পশুর গলায় চিহ্ন লাগাইলেন ও উমরাহ্‌র জন্য ইহরাম বাঁধিলেন এবং খোজাআ গোত্রের এক ব্যক্তিকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর বানাইয়া প্রেরণ করেন। গাদীরুল আশতাত নামক স্থানে পৌঁছার পর গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, কুরাইশরা সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে গোত্রাধিপতিদিগকে একত্রিত করিয়াছে। তাহারা আপনার উপর আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য এবং আপনাকে মক্কা প্রবেশ হইতে বাধা প্রদান করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে।

শুনিয়া হুযূর (সা) বলিলেন, "তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, যাহারা আমদিগকে আল্লাহ্‌র ঘর হইতে বাধা প্রদান করিতে চায় আমরা কি তাহাদের উপর আক্রমণ করিব? অন্য বর্ণনায় আছে, যাহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে আমরা কি তাহাদিগের সন্তানদের উপর আক্রমণ করিব? তাহারা যদি আমাদের নিকট আসিয়া পড়ে তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের ঘাড় কাটিয়া দিবেন। অন্যথায় আমরা তাহাদিগকে দুঃখ দিয়া ছাড়িব। আরেক বর্ণনায় আছে, যদি তাহারা বসিয়া থাকে তাহা হইলে তাহারা ব্যথা-বেদনা ও দুঃখ ক্লেশে পতিত হইবে, আর যদি তাহারা মুক্তি পাইয়াও যায় তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের গর্দান কাটিয়া দিবেন। আমরা আল্লাহ্‌র ঘর যিয়ারত করিব। যদি কেহ আমাদিগকে বাধা প্রদান করে তাহা হইলে আমরা তাহাদিগের সাথে লড়াই করিব কি?

আবূ বকর (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল (সা)-ই এই ব্যাপারে ভাল জানেন। আমরা তো উমরাহ্ করিবার জন্য আসিয়াছি, যুদ্ধ করিবার জন্য নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ঘর যিয়ারত হইতে আমাদিগকে বাধা দিবে, আমরা তাহার সাথে যুদ্ধ করিব।

অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন, "তাহা হইলে তোমরা রওয়ানা হও।" অন্য বর্ণনায় আছে "তাহা হইলে তোমরা আল্লাহ্‌র নামে রওয়ানা হও।"

কিছুদূর যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ একদল কুরাইশ সৈন্য লইয়া আসিতেছে, তোমরা ডানদিক ধরিয়া চল। আল্লাহ্‌র শপথ! খালিদ তাহাদিগের সম্পর্কে মোটেই টের পাইল না। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাথীদের লইয়া কাতরাতুল জায়শ নামক স্থানে খালিদ বাহিনীর মুখোমুখি হইয়া পড়িলেন। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ যারপর নাই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল এবং দৌড়াইয়া কুরাইশদের নিকট যাইয়া সংবাদ দিল।

এদিকে হুযূর (সা) অগ্রসর হইয়া সানিয়াতুল মেরারে পৌঁছার পর তাঁহার বাহন বসিয়া পড়িল। লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, কসওয়া ক্লান্ত হইয়া গিয়াছে; কসওয়া ক্লান্ত হইয়া গিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, কসওয়া ক্লান্ত হয় নাই। উহা তাহার স্বভাবও নয়। কিন্তু হস্তী বাহিনীর প্রতিরোধকারী সত্তাই উহাকে প্রতিরোধ করিয়াছেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, আল্লাহ্‌র সম্মানিত বস্তুর মর্যাদা রক্ষা হয় এমন যাহা কিছু আজ তাহারা আমার নিকট প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাদিগকে অকাতরে উহা দান করিব।"

অতঃপর তিনি বাহনটিকে হাঁকাইলেন। তৎক্ষণাৎ উহা উঠিয়া দ্রুত গতিতে ছুটিতে লাগিল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি হুদাইবিয়া প্রান্তরে একটি কুয়ার নিকট অবতরণ

করিলেন, যাহার পানি ছিল খুবই অল্প। লোকেরা উহার পানি ব্যবহার করিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই উহা নিঃশেষ হইয়া যায়। অতঃপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তৃষ্ণার অভিযোগ করিলে তিনি তূনীর হইতে একটি তীর বাহির করিয়া উহা কুয়ার মধ্যে রাখিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি, তীরটি কুয়ায় রাখিবামাত্র প্রবল বেগে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইহাতে সকলের পানির সমস্যার সমাধান হইয়া গেল।

ইত্যবসরে খুযাআ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে বুদাইল ইব্‌ন ওয়ারাকা খুযায়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শহরতলিতে বসবাসকারী এই লোকগুলি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। বুদাইল ইব্‌ন ওয়ারাকা বলিলেন, আমি কা'ব ইব্‌ন লুওয়াই ও আমের ইব্‌ন লুওয়াইকে রাখিয়া আসিয়াছি। তাহারা আপনাকে বায়তুল্লাহ্ গমন হইতে প্রতিরোধ করিবার জন্য এবং আপনার সাথে লড়াই করিবার জন্য শিশু-সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া হুদাইবিয়া অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছে।

শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আমরা তো কাহারো সাথে যুদ্ধ করিবার জন্য আসি নাই। আমরা আসিয়াছি কেবল উমরাহ্ করিবার উদ্দেশ্যে। যুদ্ধই তো কুরাইশদিগকে ধ্বংস করিয়া দিল। আর যদি তাহারা ইহা অস্বীকার করে তাহা হইলে যাঁহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এই ব্যাপারে আমি তাহাদিগের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করিব। হয়ত আমার ঘাড় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে নতুবা আল্লাহ্ তাঁহার দীনকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।"

বুদাইল বলিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন আমি উহা তাহাদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দিব। অতঃপর তিনি কুরাইশদের নিকট যাইয়া বলিলেন, আমি মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট হইতে আসিয়াছি। আমি তাঁহার বক্তব্য শুনিয়াছি। যদি তোমরা বল, আমি তাহা পেশ করিব এবং সেই অনুযায়ী কাজ করিব। তাহাদের মধ্য হইতে নির্বোধ লোকেরা বলিল, তাহার সম্পর্কে তোমার কোন সংবাদ দেওয়া আমাদের প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞজনেরা বলিল, সে কি বলিল উহা আমাদিগকে শুনাও। অতঃপর বুদাইল রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাহা বলিয়াছেন উহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন।

অতঃপর উরওয়া ইব্‌ন মাসউদ দাঁড়াইয়া বলিল, সুধীমণ্ডলী! আপনারা আমার পিতৃতুল্য নন? আমি কি আপনাদের সন্তানতুল্য নই? তাহারা বলিল, হ্যাঁ। উরওয়া বলিল, আপনারা কি আমাকে সন্দেহ করিবেন? তাহারা বলিল, না। উরওয়া বলিল, আপনারা কি জানেন যে, আমি ওকাজবাসীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন ও অনুসারীদের লইয়া আপনাদের নিকট আসিয়াছি? তাহারা বলিল, হ্যাঁ, জানি।

অতঃপর উরওয়া বলিল, এই লোকটি যদি কোন মঙ্গলজনক পরিকল্পনা লইয়া আসিয়া থাকে তাহা হইলে আপনারা উহা গ্রহণ করুন এবং আমাকে মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যাইতে দিন।

তাহাদিগের সম্মতি পাইয়া উরওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যাইয়া তাহার সাথে আলোচনা করিতে লাগিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বুদাইলকে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাকে একই উত্তর দিলেন। উরওয়া বলিল, মুহাম্মদ! আপনি যদি তাহাদিগের উপর আক্রমণ করেন তাহা হইলে হয়ত আপনি বিজয় লাভ করিবেন আর তাহারা পরাজিত হইবে কিংবা তাহারা বিজয় লাভ করিবে আর আপনি পরাজিত হইবেন। যদি আপনি বিজয় লাভ করেন তাহা হইলে যাহারা পরাজিত হইবে, উহারা আপনারই সম্প্রদায়। ইতিপূর্বে আরবের কেহ স্বজাতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছে এমন কথা আপনি শুনিয়াছেন কি?

আর যদি তাহারা বিজয় লাভ করে আর আপনি হন পরাজিত তাহা হইলে আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আপনার আশেপাশের এই লোকগুলি আপনাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে; একজনকেও আপনি খুঁজিয়া পাইবেন না।

আবূ বকর (রা) বলিলেন, 'নরাধম! যাও, লাত দেবতার লজ্জাস্থান চুষিয়া খাও, আমরা বুঝি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব?'

উরওয়া বলিল, ইনি কে? লোকেরা বলিল, ইনি আবূ বকর (রা)। উরওয়া বলিল, আমার প্রতি যদি তোমার অনুগ্রহ না থাকিত, যাহার প্রতিদান আমি তোমাকে প্রদান করি নাই, তাহা হইলে এখনই আমি তোমাকে ইহার প্রতিউত্তর দিতাম।

অতঃপর উরওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কথা বলিতে লাগিল। এক পর্যায়ে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাঁড়ি মোবারক ধরিয়া কথা বলিতে চাইল। মুগীরা ইব্‌ন শো'বা (রা) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথার নিকট দণ্ডায়মান। হাতে তাহার তরবারী এবং মাথায় শিরস্ত্রাণ। উরওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাঁড়ির প্রতি হাত বাড়ানো মাত্র মুগীরা ইব্‌ন শো'বা তরবারীর হাতল দ্বারা তাহার হাতে আঘাত করিয়া ব্যাঘ্র কণ্ঠে বলিলেন, 'আল্লাহ্‌র রাসূলের দাঁড়ি হইতে তোমার হাত সরাও।'

উরওয়া মাথা উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে? লোকেরা বলিল, ইনি মুগীরা ইব্‌ন শো'বা (রা)। উরওয়া বলিল, "গাদ্দার! আমি কি তোমার বিশ্বাসঘাতকতায় তোমাকে সাহায্য করি নাই?" (ঘটনাটি নিম্নরূপ)।

জাহেলীয়াতের সময় মুগীরা ইব্‌ন শু'বা কাফিরদের একটি দলের সাথে ছিল। পথিমধ্যে সুযোগ পাইয়া সে সকলকে হত্যা করিয়া তাহাদের মাল-পত্র, টাকা-কড়ি লুট করিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া মুসলমান হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলিয়াছিলেন, তোমার ইসলাম তো আমি মঞ্জুর করিতে পারি কিন্তু এই সম্পদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।

অতঃপর উরওয়া দুই-চোখে সাহাবাগণের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। সে দেখিতে পাইল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুখ হইতে থু-থু ফেলা মাত্র সাহাবাগণ উহা হাতে লইয়া মুখমণ্ডলে ও সর্বশরীরে মাখাইয়া লয়। তিনি যখন তাহাদিগকে কোন কাজের নির্দেশ দেন, তখন তাহারা প্রতিযোগিতার সাথে উহা পালন করে। যখন তিনি উযূ করেন, তখন উযূর অবশিষ্ট পানির বরকত লাভের জন্য তাঁহাদের মধ্যে প্রায় ঝগড়া বাধিয়া যায়। যখন তিনি কথা বলেন, তখন তাহারা নিঃশব্দে মনোনিবেশ সহকারে উহা শ্রবণ করে। নবী করীম (সা)-এর প্রতি চোখ তুলে তাকাইবার সাহসটুকু পর্যন্ত তাহারা পায় না। শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কী এক অনুপম নিদর্শন।

উরওয়া ইব্‌ন মাসঊদ সাথীদের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্দের দরবারে গমন করিয়াছি। কিস্‌রা, কায়সার, নাজাশী সকলের রাজ দরবারেই আমার পদচারণা হইয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি, মুহাম্মদের সংগীরা তাঁহাকে যতটুকু সম্মান ও শ্রদ্ধা করে অন্য কোন রাজা-বাদশাহ্দের অনুসারী তাহাদিগকে ততটুকু সম্মান করিতে আমি দেখি নাই। তিনি মুখ হইতে থু-থু ফেলা মাত্র তাহাদের কেহ না কেহ উহা হাতে লইয়া গায়ে মুখে মাখাইয়া লয়। তিনি তাহাদিগকে কোন কাজের নির্দেশ দিলে প্রতিযোগিতার সাথে উহারা তাহা পালন করে। তিনি উযূ করিলে উযূর অবশিষ্ট পানির বরকত লাভ করিবার জন্য পরস্পর কাড়াকাড়ি লাগিয়া যায়। তিনি কথা বলিলে তাহারা মনযোগ সহকারে চুপচাপ উহা শুনিতে থাকে। তাঁহার সম্মানে তাঁহার প্রতি চোখ তুলিয়া তাকাইবার সাহসটুকু পর্যন্ত তাহারা পায় না। তিনি তোমাদিগকে একটি ন্যায়ানুগ ও বাস্তবসম্মত প্রস্তাব দিয়াছেন, তোমরা উহা গ্রহণ কর।

ইহার পর কিনানা গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, তোমরা আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে দাও। জনতা ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল, ঠিক আছে তুমি যাও। লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবীদের নিকট পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "এই লোকটি এমন এক সম্প্রদায়ের যাহারা কুরবানীর পশুকে শ্রদ্ধা করে। তোমরা তাহার দিকে পশুগুলিকে হাঁকাইয়া আন।" জনতা পশুগুলিকে তাহার দিকে হাঁকাইয়া আনিল এবং "লাব্বাইক"-এর সূর মূর্ছনায় আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল।

এই দৃশ্য দেখিয়া লোকটি বলিল, সুবহানাল্লাহ্! এই লোকগুলিকে আল্লাহ্র ঘর হইতে বাধা দেওয়া সংগত হইবে না। ফিরিয়া গিয়া লোকটি সাথীদিগকে বলিল, আমি দেখিয়াছি যে, কুরবানীর পশুগুলিকে নিশান লাগানো হইয়াছে। তাহাদিগকে আল্লাহ্র ঘর হইতে বাধা দেওয়া আমি সংগত মনে করি না।

অতঃপর মিকরায ইব্ন হাফস্ নামক এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, এইবার আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে দেওয়া হউক। জনতার সম্মতি পাইয়া লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "আগন্তুক ব্যক্তিটির নাম মিকরায। সে একজন নাফরমান লোক।" অতঃপর সে নবী (সা)-এর সাথে আলাপ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সুহাইল ইব্ন আমর আসিয়া উপস্থিত হইল।

মা'মার (র) আইয়ুব (র) সূত্রে ইকরিমা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইকরিমা (রা) বলিয়াছেন, সুহাইল ইব্ন আমর আগমন করিবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "এইবার তোমাদের কাজ সহজ হইয়া গিয়াছে।"

মা'মার (র) বলেন, যুহ্রী (র) তাঁহার হাদীসে বলিয়াছেন, সুহাইল আসিয়া বলিল, আসুন আমাদের ও আপনার মাঝে একটি চুক্তি লিখিয়া লই।

অতঃপর নবী করীম (সা) সম্মত হইয়া আলী (রা)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন, "লিখ, বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।"

সুহাইল ইব্ন আমর বলিল, শপথ আল্লাহ্র! "রাহমান" কে তাহাতো আমরা জানি না। বরং আপনি পূর্বের ন্যায় লিখুন, 'তোমার নামে হে আল্লাহ্!' মুসলমানগণ বলিলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমরা "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" ব্যতীত অন্য কিছু লিখিতে রাজী নহি। নবী (সা) বলিলেন, লিখ, "তোমার নামে হে আল্লাহ্! ইহা আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা।"

সুহাইল বলিল, শপথ আল্লাহ্র! আমরা যদি জানিতাম যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল, তাহা হইলে তো আমরা আপনাকে বায়তুল্লাহ্ হইতে বাধা দিতাম না এবং আপনার সাথে যুদ্ধও করিতাম না। আপনি বরং 'আব্দুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মদ লিখুন।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আমি আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমরা বিশ্বাস কর আর না কর্ আমি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূল। লিখ, 'আব্দুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মদ।"

যুহ্রী (র) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুশরিকদের এই সব অপ্রীতিকর দাবী এই জন্য পূরণ করিয়াছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাহন বসিয়া যাওয়ার পর তিনি বলিয়াছিলেন, "যাহাতে আল্লাহ্র সম্মানিত বস্তুর মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকিবে তাহাদের এমন যে কোন প্রস্তাব আজ আমি গ্রহণ করিব।"

অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন, "তবে এই বৎসর আমাদিগকে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করিবার সুযোগ দিতে হইবে।"

সুহাইল বলিল, আল্লাহ্র শপথ! তাহা হইলে আরববাসী বলিবে, আমরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি; আমরা কিছুই করিতে পারি নাই। তবে আগামী বৎসর আপনার জন্য বায়তুল্লাহ্র দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। অতঃপর ইহা লিপিবদ্ধ করা হইল।

অতঃপর সুহাইল বলিল, আরেকটি শর্ত এই যে, মুসলমান হইয়া আমাদের কেহ আপনার নিকট আসিলে তাহাকে আমাদের নিকট ফেরত দিতে হইবে।

এই অদ্ভুত শর্ত শুনিয়া মুসলমানগণ বলিল, সুবহানাল্লাহ্! একজন মুসলমানকে কী করিয়া মুশরিকদের নিকট ফেরত দেওয়া হইবে?

ইত্যবসরে আবূ জান্দাল (রা) ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সুহাইল মক্কার নিম্নাঞ্চল হইতে বেড়ীবদ্ধ অবস্থায় পা হেঁচড়াইয়া আসিয়া মুসলমানদের মাঝে উপস্থিত হইলেন।

সুহাইল বলিল, আবূ জান্দাল প্রথম ব্যক্তি যাহাকে সন্ধির শর্তানুযায়ী আমাদের নিকট ফেরত দিতে হইবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "এখনও তো সন্ধিনামা লিপিবদ্ধ করা হয় নাই।" সুহাইল বলিল, তাহা হইলে আপনার সাথে আমি কখনো কোন সন্ধিই করিব না। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন, "ঠিক আছে তবে উহা কার্যকর কর।" আবূ জান্দাল বলিল, 'হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে মুশরিকদের নিকট ফেরত দিতেছ, অথচ তোমরা দেখিতেছ যে, আমি কী অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হইয়াছি। আল্লাহ্‌কে স্বীকার করার অপরাধে মুশরিকরা তাহাকে অবর্ণনীয় কঠিন শাস্তি দিয়াছিল।'

উমর (রা) বলেন, এই দৃশ্য দেখিয়া আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম, আপনি কি সত্য নবী নন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ", আমি বলিলাম, আমরা সত্য পন্থী নহি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ।" আমি বলিলাম, তাহা হইলে কেন আমরা আমাদের ধর্মের ব্যাপারে হীনমন্যতা প্রকাশ করিব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "শোন আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। আমি কিছুতেই আল্লাহ্‌র অবাধ্য হইতে পারি না। তিনি আমার সাহায্যকারী।" আমি বলিলাম, আপনি কি আমাদিগকে বলেন নাই যে, আমরা আল্লাহ্‌র ঘরে আসিব এবং উহা যিয়ারত করিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ, কিন্তু আমি কি বলিয়াছি যে, এই বৎসরই আসিব?" আমি বলিলাম, না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তুমি একদিন সেখানে যাইবে এবং উহা তাওয়াফ করিবে।"

উমর (রা) বলেন, অতঃপর আমি আবূ বকর (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম, আবূ বকর! আচ্ছা উনি কি আল্লাহ্‌র সত্য নবী নন? বলিলেন, হ্যাঁ। আমি বলিলাম, আমরা কি সত্যের উপর নই? আমাদের শত্রুরা কি বাতিল নয়? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। আমি বলিলাম, তাহা হইলে কেন আমরা আমাদের ধর্মের ব্যাপারে হীনমন্যতা প্রকাশ করিব? আবূ বকর (রা) বলিলেন, আরে মিয়া! উনি তো নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি তাঁহার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করেন না। তিনিই তাঁহার সাহায্যকারী। সর্বান্তকরণে তাঁহার নির্দেশ মানিয়া চল। কসম আল্লাহ্‌র! তিনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি বলিলাম, তিনি কি বলেন নাই যে, আমরা বায়তুল্লাহ্ যাইব এবং উহা তাওয়াফ করিব? আবূ বকর (রা) বলিলেন, হ্যাঁ, তিনি কি এই কথা বলিয়াছিলেন যে, তুমি এই

বৎসরই বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করিবে? আমি বলিলাম, না তাহাতো বলেন নাই। আবূ বকর (রা) বলিলেন, 'একদিন অবশ্যই তুমি তথায় যাইবে এবং আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করিবে।'

যুহ্রী (র) বলেন, উমর (রা) বলিয়াছেন, 'অতঃপর আমি আমার এই ধৃষ্টতার জন্য অনুতপ্ত হইয়াছি ও অনেক আমল করিয়াছি।'

সন্ধিপর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবাগণকে বলিলেন, "তোমরা উঠিয়া কুরবানী কর ও হলক কর।" বর্ণনাকারী বলেন, শপথ আল্লাহ্র! এই ঘোষণার পর কেহই দাঁড়াইলেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনবার এই ঘোষণা দিলেন। কিন্তু কাহারো সাড়া না পাইয়া উঠিয়া উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট গিয়া তাঁহাকে ঘটনাটি বলিলেন। উম্মে সালামা (রা) বলিলেন, 'হে আল্লাহ্র নবী! আপনি যাইয়া কাহারো সাথে কোন কথা না বলিয়া আপনার পশু কুরবানী করুন এবং নাপিত ডাকিয়া হলক করুন।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহির হইলেন। কাহারো সাথে কোন কথা বলিলেন না। নিজ হাতে কুরবানী করিলেন এবং নাপিত ডাকিয়া হলক করিলেন। ইহা দেখিয়া সাহাবাগণ উঠিয়া কুরবানী করিলেন এবং একে অপরের হলক করিয়া দিতে লাগিলেন। এমনকি তাহারা দুশ্চিন্তাযুক্ত অবস্থায় পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হইবার উপক্রম হইয়া গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ঈমানদার মহিলারা আগমন করিলে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَاۤءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَاتَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ وَاٰتُوْهُمْ مَّا اَنْفَقُوْا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَلَاتُمْسِكُوْهُنَّ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ۔

হে মু'মিনগণ! তোমাদিগের নিকট মু'মিন নারীরা দেশ ত্যাগী হইয়া আসিলে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিও। আল্লাহ্ তাহাদিগের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানিতে পার যে, তাহারা মু'মিন তবে তাহাদিগকে কাফিরদিগের নিকট ফেরত পাঠাইও না। মু'মিন নারীগণ কাফিরদিগের জন্য বৈধ নহে এবং কাফিরগণ মু'মিন নারীদিগের জন্য বৈধ নহে। কাফিররা যাহা ব্যয় করিয়াছে, তাহা উহাদিগকে ফিরাইয়া দিও। অতঃপর তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিলে তোমাদিগের কোন অপরাধ হইবে না যদি তোমরা তাহাদিগকে তাহাদিগের মাহ্র দাও। তোমরা কাফির নারীদিগের সহিত দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখিও না।

এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর হযরত উমর (রা) তাঁহার দুই জন মুশরিক স্ত্রীকে তালাক প্রদান করিলেন। অতঃপর তাহাদিগের একজনকে মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান, অপরজনকে সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া বিবাহ করে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় ফিরিয়া গেলেন। কিছুদিন পর আবূ বাছীর (রা) নামক এক কুরাইশ মুসলমান পলায়ন করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার অনুসন্ধানে কুরাইশরা দুই ব্যক্তিকে প্রেরণ করে। তাহারা আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিল, সন্ধিচুক্তি অনুসারে তাহাকে আমাদের নিকট ফেরত দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বাছীর (রা)-কে তাহাদের হাতে সমর্পণ করিলেন।

আবূ বাছীর (রা)-কে সংগে করিয়া তাহারা মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইল। যুলহুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছিয়া তাহারা খেজুর আহার করিবার জন্য অবতরণ করিল। কথা প্রসংগে আবূ বাছীর (রা) তাহাদের একজনকে বলিল, তোমার তরবারীটা তো খুব চমৎকার! তখন সে উহা কোষমুক্ত করিয়া বলিল, হ্যাঁ, এইটা খুবই চমৎকার। আমি একাধিকবার ইহা পরীক্ষা করিয়াছি। আবূ বাছীর (রা) বলিল, দেখি তোমার তরবারীটা। এই বলিয়া তিনি তরবারীটা হাতে লইয়া এক আঘাতে তাহার ভবলীলা শেষ করিয়া দিল। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া অপরজন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। মদীনায় প্রবেশ করিয়া বরাবর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই লোকটি ভয়ানক কিছু দেখিয়া থাকিবে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একান্ত সন্নিকটে আসিয়া লোকটি বলিল, শপথ আল্লাহ্‌র! আমার সংগীকে হত্যা করা হইয়াছে। আমাকেও মারিয়া ফেলিবে।

অতঃপর আবূ বাছীর (রা) আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনার দায়িত্ব পূরণ করিয়া দিয়াছেন।। দায়িত্ব হিসাবে আপনি আমাকে তাহাদের হাতে সোপর্দ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর সৌভাগ্যবশত আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তাহার মা ধ্বংস হোক! এই লোকটি দেখিতেছি যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করিবে। যদি কেহ তাহাকে বুঝাইত।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে এই কথা শুনিয়া সে বুঝিতে পারিল যে, তিনি তাহাকে আবারো ফিরাইয়া দিবেন। ফলে সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া তিনি সমুদ্র তীরে যাইয়া অবস্থান করিলেন।

এদিকে আবূ জান্দাল (রা) সুযোগ পাইয়া মক্কা হইতে পলায়ন করিয়া সংগোপনে আবূ বাছীরের সাথে মিলিত হয়। তখন হইতে মক্কার কেহ ইসলাম গ্রহণ করিলে সে আবূ বাছীরের সাথে যোগ দিতে শুরু করিল। দেখিতে না দেখিতে তাহাদের একটি বড় দল গড়িয়া উঠিল।

সেখানে তাহারা বসিয়া রহিল না, বরং কুরাইশদের কোন বাণিজ্য কাফেলা সেই পথে শাম দেশে যাইতে লাগিলে তাহারা উহাদের পথ রোধ করিতে লাগিল। এবং লড়াই বাধাইয়া তাহাদের কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করিয়া ফেলিল ও তাহাদের

মাল-পত্র ছিনাইয়া লইতে লাগিল। ইহাতে মক্কার কুরাইশরা এক বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হয়।

উপায় না দেখিয়া তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট দূত প্রেরণ করে। দূত আসিয়া আল্লাহ্ ও আত্মীয়তা সম্পর্কের দোহাই পাড়িয়া বলিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আবূ বাছীর বাহিনীকে আপনার কাছে লইয়া আসেন। আজ হইতে আমাদের কেহ আপনার নিকট আসিলে সে নিরাপদ । তাহার ব্যাপারে আমাদের কোন দাবী নাই।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের এই আবেদন মঞ্জুর করিলেন এবং লোক পাঠাইয়া আবূ বাছীর ও তাহার সাথীদিগকে লইয়া আসিলেন। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতগুলি নাযিল করেন ঃ

وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ - هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ - لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ -

"তিনি তোমাদিগ হইতে তাহাদের হস্ত এবং তাহাদিগ হইতে তোমাদের হস্ত নিবারিত করিয়াছেন। মক্কা উপত্যকায় উহাদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবার পর। তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন। উহারাই তো কুফরী করিয়াছিল এবং নিবৃত্ত করিয়াছিল তোমাদিগকে মসজিদুল হারাম হইতে ও বাধা দিয়াছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছিতে। তোমাদিগকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হইত যদি না সেখানে থাকিত মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী। যাহাদিগকে তোমরা জান না, তোমরা তাহাদিগকে পদদলিত করিতে অজ্ঞাতসারে। ফলে উহাদিগের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই এইজন্য যে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করিবেন। যদি উহারা পৃথক হইত তাহা হইলে আমি উহাদিগের মধ্যে কাফিরদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম। যখন কাফিররা তাহাদিগের অন্তরে পোষণ করিত গোত্রীয় অহমিকা।"

কাফিরদের অহমিকা এই ছিল যে, তাহারা মুহাম্মদ (সা)-কে "বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম" এবং "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" লিখিতে দেয় নাই এবং মুসলমানয় দিগকে বায়তুল্লাহ্ যিয়ারত হইতে বাধা প্রদান করিয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) তাফসীর উমরাতুল হুদাইবিয়া ও হজ্জ অধ্যায়ে মা'মার ও সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা (র) হইতে তাঁহারা যুহ্রী (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) তাফসীর অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসটি নিম্নরূপ। তিনি বলেন, আহমদ ইবন ইসহাক সালামী (র) হাবীব ইব্ন আবূ ছাবিত (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার আবূ ওয়াইলের নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন, আমরা সিফসীনে ছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি বলিল, আপনি কি তাহাদিগকে দেখেন নাই যাহাদিগকে আল্লাহ্র কিতাবের দিকে আহবান করা হয়? আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলিলেন, হ্যাঁ, দেখিয়াছি। অতঃপর সুহাইল ইব্ন হুনাইফ বলিল, তোমরা নিজদিগকে পবিত্র মনে করিও না। আমরা হোদাইবিয়া অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুশরিকদের মাঝে যে সন্ধি হইয়াছিল সেদিন উপস্থিত ছিলাম। ইচ্ছা করিলে আমরা সেদিন যুদ্ধ করিতে পারিতাম। সেদিন উমর (রা) আসিয়া হুযূর (সা)-কে বলিলেন, আমরা কি সত্যের উপর নই? তাহারা কি বাতিল নয়? আমাদের যাহারা নিহত হইবে তাহারা কি জান্নাতী নয়? মুশরিকদের নিহতরা কি দোজখী নয়? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলিয়াছ।" উমর (রা) বলিলেন, তবে আমরা কেন আমাদের ধর্মের ব্যাপারে হীনমন্যতা প্রকাশ করিব এবং আল্লাহ্র ঘর যিয়ারত না করিয়াই এমনিতে ফিরিয়া যাইব! আল্লাহ্ তো এই ব্যাপারে আমাদের মাঝে কোন ফয়সালা দেন নাই।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হে ইব্ন খাত্তাব! আমি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূল। তিনি আমাকে কিছুতেই ধ্বংস করিবেন না।"

অতঃপর উমর (রা) মুখ ভার করিয়া হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট যাইয়া বলিলেন, আবূ বকর! আমরা কি সত্যের উপর নহি? তাহারা কি বাতিল নহে?

আবূ বকর (রা) বলিলেন, "হে খাত্তাবের পুত্র! তিনি নিশ্চয় আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ধ্বংস করিবেন না। অতঃপর সূরা আল ফাত্হ নাযিল হয়।

ইমাম বুখারী (র) অন্য জায়গায়ও এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী (র) অন্য সূত্রে আবূ ওয়াইল সুফিয়ান ইব্ন সালামা (র), সুহাইল ইব্ন হুনাইফ (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, সুহাইল ইব্ন হুনাইফ (র) বলিয়াছেন, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের মতামতকে নির্ভুল মনে করিও না। আবূ জান্দাল দিবসে আমি উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিবার শক্তি যদি আমার থাকিত তাহা হইলে সেদিন অবশ্যই আমি উহা পরিবর্তন করিতাম।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, সূরা আল ফাত্হ অবতীর্ণ হওয়ার পর হুযূর (সা) হযরত উমর (রা)-কে ডাকিয়া তাঁহাকে উহা তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। ইমাম আহমদ

(র) ...আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস (রা) বলেন, কুরাইশগণ নবী করীম (সা)-এর সাথে সন্ধি করিবার সিদ্ধান্ত নিল। তাহাদিগের মধ্যে সুহাইল ইব্ন আমরও উপস্থিত ছিল। নবী করীম (সা) আলী (রা)-কে বলিলেন, "লিখ, বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম।" অতঃপর সুহাইল বলিল, 'বিসমিল্লাহির রাহম্মানির রাহীম' কি তাহাতো আমরা জানি না। আপনি বরং লিখুন, 'তোমার নামে হে আল্লাহ্!' অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন," লিখ, আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হইতে।" সুহাইল বলিল, আমরা যদি বিশ্বাস করিতাম যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তাহা হইলে আমরা আপনার বিরোধিতা করিতাম না। আপনি বরং আপনার নিজের নাম এবং আপনার পিতার নাম লিখুন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "লিখ, আব্দুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মদ হইতে।"

তাহারা নবী করীম (সা)-কে এই শর্ত দিল যে, আপনার অনুসারীদেরকে আমাদের নিকট আসিয়া পড়িলে আমরা তাহাকে আপনার নিকট ফেরত দিব না। কিন্তু আমাদের কেহ আপনার নিকট চলিয়া গেলে তাহাকে আমাদের নিকট ফেরত দিতে হইবে। অতঃপর আলী (রা) বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহাও কি লিপিবদ্ধ করিব?' রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ, আমাদের কেহ তাহাদের নিকট চলিয়া গেলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে রহমত হইতে বঞ্চিত করিবেন।" ইমাম মুসলিম (র) হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র).... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, খারিজীরা যখন বাহির হইয়া পৃথক হইয়া যায় তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদাইবিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সন্ধি করিয়াছেন। তখন তিনি আলী (রা)-কে বলিলেন, "হে আলী! লিখ, "ইহা আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা) স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা।" মুশরিকগণ বলিল, আমরা যদি আপনাকে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, তাহা হইলে তো আপনার সাথে আমাদের কোন বিরোধ ছিল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আলী! উহা মুছিয়া ফেল। হে আল্লাহ্! তুমি তো জান যে আমি আল্লাহ্র রাসূল। আলী! উহা মুছিয়া ফেল এবং লিখ, ইহা আব্দুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মদের স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা।" শপথ আল্লাহ্র! আল্লাহ্র রাসূল (সা) আলী (রা) হইতে শ্রেষ্ঠতম। ইহা সত্ত্বেও তিনি তাহার হাতে নিজের নাম কাটাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে নবুওতের দফতর হইতে তাহার নাম মুছিয়া যায় নাই। তোমরা কি ইহা হইতে বাহির হইয়াছ? তাহারা বলিল, হ্যাঁ।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ইকরিমা ইব্ন আম্মার ইয়ামানী (র) হইতে অনুরূপ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) .... ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, হুদাইবিয়ার দিন হুযূর (সা) সত্তরটি উট

কুরবানী করেন। উহাতে আবূ জাহ্‌লের একটি উটও ছিল। আল্লাহ্‌র ঘর হইতে অবরুদ্ধ হওয়ার পর উহারা এমনভাবে ক্রন্দন করিয়াছিল যেমন ক্রন্দন করে কাহারো থেকে দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে বিচ্ছিন্ন করিলে।

(২৭) لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ○

(২৮) هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○

২৭. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিয়াছেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মস্‌জিদুল হারামে প্রবেশ করিবে নিরাপদে— কেহ কেহ মস্তক মুণ্ডিত করিবে, কেহ কেহ কেশ কর্তন করিবে। তোমাদিগের কোন ভয় থাকিবে না। আল্লাহ্ জানেন যাহা তোমরা জান না। ইহা ছাড়াও তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন এক সদ্য বিজয়।

২৮. তিনি তাঁহার রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন, অপর সমস্ত দীনের উপর ইহাকে জয়যুক্ত করিবার জন্য। সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

তাফসীর ঃ এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি মক্কায় প্রবেশ করিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করিয়াছেন। তিনি সাহাবাগণকে এই স্বপ্ন সম্পর্কে অবহিত করিলেন। তখন তিনি ছিলেন মদীনায়। অতঃপর হুদাইবিয়ার দিন যখন তাহারা যখন বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন তখন তাহাদের মনে প্রত্যয় জন্মেছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সন্ধি সম্পর্কিত ঘটনা সংঘটিত হইল এবং আগামী বৎসর আবার আসিবে বলিয়া এই বৎসর ফিরিয়া যাইতে হইল, তখন কোন কোন সাহাবীর মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তো বলিয়াই বসিলেন, যে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমাদিগকে বলেন নাই যে, আমরা বায়তুল্লায় যাইব এবং উহা তাওয়াফ করিব?'

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, কিন্তু আমি কি বলিয়াছিলাম যে, তুমি এই বৎসরই তথায় যাইবে? উমর (রা) বলিলেন, না, তাহা তো বলেন নাই। অতঃপর নবী (সা) বলিলেন, তুমি একদিন সেখানে যাইবে এবং আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করিবে। হযরত

আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ও ঠিক একই উত্তর দিয়াছিলেন। আর এই প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ -

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিয়াছেন। আল্লাহ্র ইচ্ছা অবশ্যই তোমরা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিবে।"

আয়াতে اِنْ شَاءَ اللّٰهُ। "যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন" নিশ্চয়তা বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে।

اٰمِنِيْنَ। নিরাপদে। অর্থাৎ যখন তোমরা মক্কায় প্রবেশ করিবে তখন তোমরা নিরাপদ থাকিবে, তোমাদের কোন শংকা বা ভয় থাকিবে না।

مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ "কেহ কেহ মস্তকের কেশ মুণ্ডিত করিবে, কেহ কেহ কেশ কর্তন করিবে।"

আয়াতের অর্থ এই নয় যে, তোমরা মস্তকের কেশ মুণ্ডিত কিংবা কেশ কর্তিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করিবে। বরং মক্কা প্রবেশের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে তোমাদের কেহ মাথার চুল মুণ্ডন করিবে আর কেহ কাটিয়া ছোট করিবে। বস্তুত কতিপয় লোকে মাথার কেশ মুণ্ডন করিয়াছিল আর কতিপয় কেশ কর্তন করিয়াছিল।

সহীহ্দ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ মস্তক মুণ্ডনকারীদিগকে রহম করুন। উপস্থিত জনতা বলিল, আর কর্তনকারীকে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আল্লাহ্ মুণ্ডনকারীকে রহম করুন। জনতা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আর কর্তনকারীকে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবারো বলিলেন, আল্লাহ্ মুণ্ডনকারীকে রহম করুন। অতঃপর জনতা বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আর কর্তনকারীকে? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তৃতীয় অথবা চতুর্থবারে বলিলেন, এবং কর্তনকারীকে (আল্লাহ্র রহম করুন)।

لَاتَخَافُوْنَ "তোমাদিগের কোন ভয় থাকিবে না।"

অর্থগত দিক থেকে لَاتَخَافُوْنَ "তোমরা ভয় করিবে না।" حَالٌ مُؤَكَّدَةٌ অর্থাৎ তোমরা নিরাপদে মক্কায় প্রবেশ করিবে এবং নগরীতে নিরাপদে অবস্থান করিবে। তখন কাহারো কোন ভয় থাকিবে না। ইহা সপ্তম হিজরীর উমরাতুল কাযার ঘটনা। কারণ নবী করীম (সা) হুদাইবিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া যিলহজ্জ ও মুহাররম এই দুই মাস মদীনায় অবস্থান করিয়া সফর মাসে খায়বার অভিযানে রওয়ানা হন। আল্লাহ্র অনুগ্রহে খায়বারের কিয়দাংশ জোরপূর্বক আপোষে মুসলমানদের হস্তগত হয়।

বিপুল খর্জুর বৃক্ষ ও অপরিসীম শস্য ফসলাদি সমৃদ্ধ অঞ্চল খায়বার। মহানবী (সা) কেবলমাত্র হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাহাবীদিগের মাঝে উহা বণ্টন করিয়া দেন।

এবং তথাকার ইয়াহুদীদিগের উপর উহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। বিনিময়ে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তাহাদিগকে দেওয়া হয়। খায়বার অভিযানে আহলে হুদাইবিয়া ব্যতীত শুধুমাত্র হাবশা থেকে প্রত্যাগত জাফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) ও তাঁহার সাথীবৃন্দ এবং আবূ মূসা আশআরী (রা) ও তাহার সাথীবৃন্দই অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের কেহই অনুপস্থিত ছিলেন না। ইব্ন যায়দের মতে আবূ দুজানা সিমাক ইব্ন খারশাহ (রা) অংশ গ্রহণ করেন নাই।

খায়বার বিজয়ের পর মুসলমানরা মদীনায় ফিরিয়া আসে। অতঃপর সপ্তম হিজরীর যিলক্বদ মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আহলে হুদাইবিয়াদিগকে লইয়া উমরাহ্ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। যুলহুলাইফা নামক স্থানে আসিয়া তিনি ইহরাম বাঁধেন। কোরবানীর পশু সাথে করিয়াই লইয়া আসেন। উহাদের সংখ্যা ছিল ষাটটি উট; মতান্তরে সত্তরটি উট।

অতঃপর তিনি তালবিয়া পাঠ করিলেন। সাথে সাথে সাহাবাগণও লাব্বাইক-এর সুর মূর্ছনায় আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া সম্মুখ পানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

মাররুয্ যাহরান নামক স্থানের নিকট পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (রা)-কে অশ্ব ও অস্ত্রসহ অগ্রে প্রেরণ করেন। মুশরিকরা তাহাকে দেখিয়া যারপর নাই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল এবং ধারণা করিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দশ বছর মেয়াদী যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগের সাথে যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছেন। তাহারা আসিয়া মক্কার অন্যদেরকে সংবাদ দিল। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাররুয্ যাহরানে আসিয়া অবস্থান করিলেন। তখন তিনি তীর কামান ও ধনুক সহ যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্র ইয়াজাজে পাঠাইয়া দিয়া মক্কার শর্তানুযায়ী কোষবদ্ধ তরবারী সংগে লইয়া মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর পথিমধ্যে কুরাইশ কর্তৃক প্রেরিত মিকরায ইব্ন হাফস আসিয়া বলিল, মুহাম্মদ! আপনি চুক্তি ভঙ্গ করিবেন তাহাতো আমরা পূর্বে বুঝি নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলন, কি হলো? মিকরায বলিল, আপনি তীর ধনুক ও বিভিন্ন অস্ত্র লইয়া মক্কায় প্রবেশ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি তো ঐগুলি ইয়াজাজে পাঠাইয়া দিয়াছি। মিকরায বলিল, তাহা হইলে আপনি অঙ্গীকার পালন করিয়াছেন।

নবী করীম (সা)-কে আসিতে দেখিয়া কুরাইশদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ক্ষোভে-দুঃখে মক্কা হইতে বাহির হইয়া গেল। যেন তাহাদের মহানবী (সা) ও তাঁহার সাথীদের মুখ দেখিতে না হয়। অন্যান্য নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোররা মহানবী (সা) ও তাঁহার সাহাবীদিগকে এক নজর দেখিবার জন্য ঘরে কেহ বা রাস্তায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মহানবী (সা) মক্কায় প্রবেশ করিলেন। সাহাবীগণ তাঁহার সম্মুখে তালবিয়া পাঠ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নবী করীম (সা) তখন কাসওয়া নামক সেই

উষ্ট্রীতে আরোহী ছিলেন, হুদাইবিয়ার দিন যাহাতে তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা আনসারী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরিয়া সম্মুখে হাঁটিতেছিলেন আর নিম্নোক্ত কবিতাগুলি আবৃত্তি করিতেছিলেন ঃ

بِاسْمِ الَّذِىْ لاَدِيْنَ اِلاَّ دِيْنُهُ * بِاسْمِ الَّذِىْ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

خَلُّوا بَنِى الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ * اَلْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَاْوِيْلِهِ

كَمَا ضَرَبْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيْلِهِ * ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ

وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلُ عَنْ خَلِيْلِهِ * قَدْ اَنْزَلَ الرَّحْمنُ فِىْ تَنْزِيْلِهِ

فِىْ صُحُفٍ تُتْلَى عَلَى رَسُوْلِهِ * بِاَنَّ خَيْرًا لِقَتْلِ فِىْ سَبِيْلِهِ

يَارَبِّ اِنِّى مُؤْمِنٌ بِقِيْلِهِ

অর্থাৎ 'সেই সত্তার নামে এই অভিযান যাঁহার ধর্মই একমাত্র ধর্ম এবং মুহাম্মদ (সা) যাঁহার রাসূল। ওহে কাফির গোষ্ঠী! তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের পথ ছাড়িয়া দাও। আজ আমরা তোমাদিগকে চরম শিক্ষা দিব। এমন আঘাত করিব যাহা মাথা হইতে তোমাদের খুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে এবং বন্ধু বন্ধুর পরিচয় হারাইয়া ফেলিবে। যে আল্লাহ্‌র পথে জীবন দান করে সেই ধন্য। প্রভু হে! তোমার রাসূলের আহবানে আমি তোমার প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

ইউনুস ইব্‌ন বুকাইর (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন হায়স (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন হায়স (রা) বলেন, উমরাতুল কাযার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধারণ করিয়া গাইতেছিলেন ঃ

خَلُّوْا بَنِى الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ * اِنِّىْ شَهِيْدٌ اَنَّهُ رَسُوْلُهُ

خَلُّوْا فَكُلُّ الْخَيْرِ فِىْ رَسُوْلِهِ * يَارَبِّ اِنِّىْ مُؤْمِنٌ بَقِيْلِهِ

نَحْنُ قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَأْوِيْلِهِ * كَمَا قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيْلِهِ

ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامِ عَنْ مَقِيْلِهِ * وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلُ عَنْ خَلِيْلِهِ

হে কাফির সম্প্রদায়! তোমরা তাঁহার পথ ছাড়িয়া দাও। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি তাঁহার রাসূল। আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যেই সমুদয় কল্যাণ নিহিত। প্রভু হে! আমি তাঁহার কথায় ঈমান আনিয়াছি। তোমাদের উপর আমরা এমন আঘাত হানিব যাহাতে তোমাদের মাথা হইতে খুলি উড়িয়া যাইবে এবং বন্ধু তাহার বন্ধুকে হারাইয়া ফেলিবে।

আব্দুর রায্‌যাক (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, উমরাতুল কাযায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় প্রবেশ করিবার সময় আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) তাঁহার সম্মুখে হাঁটিতেছিলেন। আরেক বর্ণনায় আছে যে, তিনি উষ্ট্রীর লাগাম ধরিয়া হাঁটিতেছিলেন। তখন তিনি বলিতেছিলেন ঃ

خَلُّوْ بَنِي الْكُفَّارِعَنْ سَبِيْلِه * قَدْ نَزَّلَ الرَّحْمنُ فِيْ تَنْزِيْلِه

بِأَنَّ خَيْرَ الْقَتْلِ فِيْ سَبِيْلِه * يَارَبِّ اِنِّيْ مُؤْمِنٌ بِقِيْلِه

نَحْنُ قَتَلْنَاكُمْ عَلى تَاوِيْلِه * كَمَا قَتَلْنَاكُمْ عَلى تَنْزِيْلِه

اَلْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلى تَأْوِيْلِه * ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَّ عَنْ مَقِيْلِه

وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلُ عَنْ خَلِيْلِه

অর্থাৎ 'ওহে কাফিরের দল! তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের পথ ছাড়িয়া দাও। আল্লাহ্ কুরআনে বলিয়াছেন, সে ব্যক্তিই ধন্য আল্লাহ্‌র পথে যাহার জীবন উৎসর্গীত হইয়াছে। প্রভু হে! তাঁহার আহ্বানে আমি ঈমান আনিয়াছি। আমরা তাঁহারই নির্দেশে ও ইংগিতে তোমাদিগকে হত্যা করিয়াছি। আজ আমরা তোমাদের উপর এমন আঘাত করিব যাহাতে তোমাদের মাথার খুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং বন্ধু বন্ধুর পরিচয় হারাইয়া ফেলিবে।

ইমাম আহমদ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাররুয্‌যাহরানে পৌঁছার পর সাহাবাগণ শুনিতে পাইলেন, কুরাইশরা বলাবলি করিতেছে যে, মুসলমানরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং কর্মক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সাহাবাগণ বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা যদি আমাদের কিছু পশু জবাহ্ করিয়া উহা আহার করি তাহা হইলে আগামী দিন তেজোদ্দীপ্ত অবস্থায় আমরা মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিব।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, না উহা করিও না বরং তোমাদের সমুদয় পাথেয় একত্রিত করিয়া আমার নিকট উপস্থিত কর। তাহারা উহা করিল এবং সকলে উহা হইতে আহার করিল এবং বরকত লাভ করিল এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ থলিয়া পুরিয়া লইল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্মুখে অগ্রসর হইয়া মসজিদে প্রবেশ করিলেন। তখন কুরাইশরা হাজরে আসওয়াদের নিকট বসিয়া রহিল। মস্‌জিদে প্রবেশ করিয়া নিজের চাদরটি বিছাইয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। অতঃপর বলিলেন, কুরাইশরা যেন আজ তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা দেখিতে না পায়।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) রুকনে আসওয়াদ চুমু খাইয়া রমযসহ তাওয়াফ করিলেন। রুকনে ইয়ামনী হইতে আড়াল হইয়া তিনি রুকনে আসওয়াদের দিকে হাঁটিয়া গেলেন। কুরাইশরা বলিল, তোমরা হাঁটিয়া চলিতে সন্তুষ্ট হও নাই। তোমরা হরিণের ন্যায় তাওয়াফ করিতেছ। এইভাবে তিনি কয়েকবার তাওয়াফ করেন। অবশেষে উহা সুন্নতে রূপান্তরিত হয়।

আবূ তোফায়ল (র) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে বলিয়াছেন যে, নবী (সা) বিদায় হজ্জে উহা করিয়াছিলেন। ইমাম আহমদ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা)ও সাহাবাগণ যখন মক্কায় গমন করেন তখন তাঁহারা মদীনার জ্বরে খুবই দুর্বল ছিলেন। মুশরিকরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, তোমাদের নিকট এমন একটি সম্প্রদায় আগমন করিতেছে ইয়াসরিব তথা মদীনার জ্বর তাহাদিগকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে এবং উহাতে তাহারা খুবই দুর্ভোগ পোহাইতেছে। কুরাইশরা হাজরে আসওয়াদের এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা)-কে মুশরিকদের মন্তব্য সম্পর্কে অবহিত করেন। তাই তিনি সাহাবাদিগকে নির্দেশ দিলেন, যেন তাহারা তিনবার রাম্‌ল করে; যাহাতে মুশরিকরা তাহাদের শৌর্য-বীর্য দেখিতে পায়। ফলে মুসলমানগণ তিনবার রমল করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে দুই রুকনের মাঝে এমনভাবে হাঁটিবার জন্য নির্দেশ দেন যেন মুশরিকরা তাহাদিগকে দেখিতে না পায়। নবী করীম (সা) তাহাদিগকে সাত চক্কর রাম্‌ল পূর্ণ করিতে এইজন্য নিষেধ করিয়াছেন যেন তাহাদের কষ্ট না হয়। এই দৃশ্য দেখিয়া মুশরিকরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, তোমরা কি ইহাদের সম্পর্কেই ধারণা করিয়াছিলে যে, জ্বর তাহাদিগকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে? ইহারা তো অমুক অমুকের চেয়েও বীর্যবান। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) স্বীয় সহীহ্দ্বয়ে হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য সূত্রে আছে যে, নবী (সা) হুদাইবিয়ার পরবর্তী বছর যিলকদ মাসের চতুর্থ তারিখ যখন উমরাহ্ পালন করিতে মক্কায় আসিলেন, তখন মুশ্রিকরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, তোমাদের নিকট এমন একটি দল আগমন করিতেছে, ইয়াসরিব তথা মদীনার জ্বর যাহাদিগকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে। শুনিয়া নবী করীম (সা) সাহাবাদিগকে তিনবার রাম্‌ল করিবার নির্দেশ দিলেন। পূর্ণ সাতবার রাম্‌ল করিবার নির্দেশ এইজন্য দেন নাই যেন তাহাদের কষ্ট না হয়।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আরো বৃদ্ধি করিয়া বলিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, হুদাইবিয়ার পরবর্তী বৎসর মক্কায় গমন করিয়া হুযূর (সা) বলিলেন, তোমরা রাম্‌ল কর। যেন মুশ্রিকরা সাহাবাদের শক্তি দেখিতে পায়। মুশরিকরা তখন কাইনুকার দিক হইতে আসিতেছিল। ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা

করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বায়তুল্লাহ ও স্নাফা-মারওয়ায় সাঈ করিয়াছেন, যেন মুশ্রিকরা তাঁহার শৌর্য-বীর্য দেখিতে পায়।

ইমাম বুখারী (র) আরো বিভিন্ন স্থানে এবং ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী (র) সুফিয়ান ইব্ন উআইনা (র) সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, আলী ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (র) ইব্ন আবূ আওফা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ আওফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন উমরাহ্ করিতে গেলেন, তখন আমরা তাঁহাকে মুশ্রিক যুবকদের থেকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহাদের কেহ কেহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উত্যক্ত করিতে চাহিয়াছিল। ইমাম বুখারী (র) একাই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন নাই। ইমাম বুখারী (র) আরে বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন কাফি (র) .... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে কুরাইশরা তাঁহাকে বাধা প্রদান করে। তাই তিনি হুদাইবিয়া নামক স্থানেই পশু কুরবানী করিলেন, মাথা মুণ্ডিত করিলেন এবং সর্বশেষে মুশ্রিকদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করিলেন যে, তিনি পরবর্তী বৎসর আসিয়া নিরাপদে উমরাহ পালন করিবেন, কিন্তু কোষবদ্ধ তরবারী ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র তিনি সংগে আনিতে পারিবেন না।

পরবর্তী বৎসর তিনি চুক্তি অনুযায়ী উমরাহ্ পালনের জন্য মক্কায় প্রবেশ করিলেন। তিনদিন অবস্থান করিবার পর মুশরিকরা তাঁহাকে চলিয়া যাওয়ার জন্য বলিলে তিনি চলিয়া যান। এই হাদীসটি মুসলিম শরীফেও আছে। ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, উবাইদুল্লাহ ইব্ন মূসা (র) .... বারা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। বারা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যিলকদ মাসে উমরাহ করিবার জন্য রওয়ানা হন। কিন্তু কুরাইশরা তাঁহাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করে। অতঃপর পরবর্তী বৎসর তিন দিন মক্কায় অবস্থান করিতে পারিবেন এই শর্তে তাহাদের সাথে সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধিপত্রে লিখা হইয়াছিল যে, ইহা আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদের স্বাক্ষরিত সন্ধিনামা। মুশ্রিকরা বলিল, আমরা তো ইহা বিশ্বাস করি না। আমরা যদি আপনাকে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, তাহা হইলে আমরা আপনাকে বাধা দিতাম না। আপনি বরং মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ লিখুন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল এবং আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ। অতঃপর তিনি আলী (রা)-কে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ শব্দটি মুছিয়া ফেল। আলী (রা) বলিলেন, না, আল্লাহ্র শপথ! আমি উহা মুছিতে পারিব না। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেই লিখিলেন, (তিনি ভালো লিখিতে পারিতেন না) ইহা মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্র স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা। এই মর্মে যে, তিনি কোষমুক্ত তরবারী ব্যতীত কোন অস্ত্র লইয়া

মক্কায় প্রবেশ করিবেন না। মক্কার কেহ তাঁহার অনুসরণ করিতে চাহিলে তিনি তাহাকে সাথে নিবেন না এবং তাঁহার সাথীদের কেহ মক্কায় অবস্থান করিতে চাহিলে তাহাকে তিনি বারণ করিবেন না।

পর বছর যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করিলেন এবং তিন দিনের মেয়াদ শেষ হইয়া গেল তখন কুরাইশরা আসিয়া আলী (রা)-এর নিকট বলিল, আপনার সাথীদের বলুন, যেন তিনি অবিলম্বে মক্কা ত্যাগ করেন। চুক্তি অনুসারে মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন রওয়ানা হইলেন, তখন হযরত হামযা (রা)-এর কন্যা চাচা! চাচা! বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার অনুসরণ করিল। আলী (রা) তাহাকে হাতে ধরিয়া লইয়া আসিলেন এবং ফাতিমা (রা)-কে বলিলেন, এই নাও তোমার চাচাতো বোন। ফাতিমা (রা) তাহাকে তুলিয়া লইলেন। এইভাবে তাহাকে লইয়া হযরত আলী যায়দ ও হযরত জাফর (রা)-এর মাঝে বাক-বিতণ্ডা শুরু হইল। আলী (রা) বলিলেন, আমিই তাহাকে আনিয়াছি এবং সে আমার চাচাতো বোন। জাফর (রা) বলিলেন, সে আমার চাচাতো বোন এবং তাহার খালা আমার স্ত্রী। যায়দ (রা) বলিলেন, সে আমার ভাতিজী।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই বিতর্কের সমাধান এইভাবে করিলেন, মেয়েটিকে তাহার খালার হাতে তুলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমার এবং তুমি আমার। জাফর (রা)-কে বলিলেন, আকৃতি ও প্রকৃতিতে তুমি আমার তুল্য। যায়দ (রা)-কে বলিলেন, তুমি আমার ভাই এবং আমার মাওলা।

আলী (রা) বলিলেন, আপনি হামযা তনয়াকে বিবাহ করিবেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, সে তো আমার দুধ সম্পর্কের ভ্রাতৃকন্যা। এই হাদীসটি কেবল বুখারী (র) বর্ণনা করেন।

فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا

"আল্লাহ্ জানেন যাহা তোমরা জান না। ইহা ছাড়াও তিনি তোমাকে দিয়াছেন এক সদ্য বিজয়।"

অর্থাৎ হুদাইবিয়ার বৎসর মক্কায় প্রবেশ না করিয়া তোমাদের ফিরিয়া যাওয়ায় যে কল্যাণ ও উপকারিতা নিহিত ছিল আল্লাহ্ তাহা জানিতেন, তোমরা জানিতে না। এবং রাসূল (সা)-এর স্বপ্নের ভিত্তিতে তোমাদিগকে মক্কা প্রবেশের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার পরিবর্তে তোমাদিগকে একটি সদ্য বিজয় দান করা হইল। উহা হইল তোমাদের মাঝে এবং তোমাদের শত্রু পক্ষ মুশরিকদের মাঝে স্বাক্ষরিত সন্ধি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁহার শত্রু পক্ষ এবং তাবৎ বিশ্ববাসীর উপর বিজয় দান করিবার ব্যাপারে মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দান করিয়া

বলিয়াছেন ঃ هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ 'তিনি তাঁহার রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন।'

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে হিতকর বিদ্যা ও সৎকর্ম সহ দুনিয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা এই জন্য করা হইল যে, শরীয়ত দুই ভাগে বিভক্ত। ইলম বা বিদ্যা ও আমল। ইলমে শরয়ী বিশুদ্ধ ও নির্ভুল আর আমলে শরয়ী গ্রহণযোগ্য বা মকবুল। অতএব শরীয়তের খবরসমূহ সত্য বলিয়া বিবেচিত এবং তাহার নির্দেশাবলী ন্যায়সংগত।

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ 'অপর সমস্ত দীনের উপর ইহাকে জয়যুক্ত করিবার জন্য।'

অর্থাৎ আরব-অনারব মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে তাবৎ বিশ্বের সকল ধর্ম বিশ্বাসীদের উপর জয়যুক্ত করিবার জন্য আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করিয়াছেন।

وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا 'সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।'

অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) যে আল্লাহ্র রাসূল এবং আল্লাহ্ তাঁহার সাহায্যকারী এই ব্যাপারে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

(٢٩) مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۚ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ ۛ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ۛ ۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۚ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۝

২৯. মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল; তাঁহার সহচরগণ কাফিরদিগের প্রতি কঠোর এবং নিজদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাহাদিগকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখিবে। তাহাদিগের

মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকিবে। তাওরাতে তাহাদিগের বর্ণনা এইরূপই এবং ইঞ্জিলেও। তাহাদিগের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যাহা হইতে নির্গত হয় কিশলয়। অতঃপর ইহা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, যাহা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এইভাবে আল্লাহ্ মুমিনদিগের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদিগের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।

তাফসীর ঃ মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এই সংবাদ দিতেছেন যে, তিনি সন্দেহাতীতরূপে আল্লাহ্র সত্য নবী। তাই তিনি বলিয়াছেন, مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ 'মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল।'

আয়াতে مُحَمَّدٌ মুবতাদা বা উদ্দেশ্য এবং رَسُوْلُ اللّٰهِ খবর বা বিধেয়। অর্থাৎ ইহা একটি পূর্ণ বাক্য। মুহাম্মদ (সা) যাবতীয় প্রশংসনীয় গুণে গুণান্বিত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন ঃ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ 'তাহার সহচরগণ কাফিরদিগের প্রতি কঠোর এবং নিজদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।'

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

فَسَوْفَ يَاتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ-

'আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায়কে আনিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন, যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিবে, তাহারা মুমিনদিগের প্রতি কোমল ও কাফিরদিগের প্রতি কঠোর হইবে।'

ইহাই মুমিনদের পরিচয় যে, তাহারা কাফিরদের প্রতি হইবে কঠোর-পাষাণ আর মুমিনদের প্রতি হইবে স্নেহ-কোমল-দয়ার্দ্র ও সহানুভূতিশীল। কাফিরদের সম্মুখে হইবে ক্ষীপ্ত ও কঠোর আর ঈমানদার ভাইয়ের নিকট হইবে হাসিমুখ ও প্রফুল্ল। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً

'হে ঈমানদারগণ! কাফিরদের যাহারা তোমারদের মোকাবেলায় আসে তোমরা তাহাদের সাথে লড়াই কর, তাহারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখিতে পায়।'

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, মু'মিনদিগের পারস্পারিক প্রীতি-ভালবাসা ও হৃদ্যতার দৃষ্টান্ত হইল একটি দেহের ন্যায় "একটি অংগ অসুস্থ হইলে সারা দেহেই অনিদ্রা ও

জ্বরের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।" তিনি আরো বলিয়াছেন, এক মু'মিন অন্য এক মু'মিনের সম্পর্ক হইল প্রাচীরের ন্যায়। একে অপরকে শক্তিশালী করে। অতঃপর তিনি দুই হাতের অঙ্গুলী একটির ভিতরে অপরটি প্রবেশ করাইয়া দেখাইয়া দেন।

এই হাদীস দুইটি সহীহ গ্রন্থে রহিয়াছে।

تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا

'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাহাদিগকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখিবে।'

সাহাবাদের বর্ণনায় আল্লাহ্ তা'আলা অধিক আমল ও অধিক সালাতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সালাতই সর্বোত্তম আমল। অতঃপর সালাতের মধ্যে ইখলাসের ও আল্লাহ্‌র নিকট ইহার উপযুক্ত প্রতিদান কামনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জান্নাত হইল তাহাদের প্রতিদান যাহাতে আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম অনুগ্রহ তথা জীবিকার স্বচ্ছলতা ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভই সবচেয়ে উত্তম। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ 'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড়।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِالسُّجُوْدِ 'তাহাদিগের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকিবে।'

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতের অর্থ হইল তাহাদের মুখমণ্ডলে সুন্দর চিহ্ন থাকিবে।

মুজাহিদ (র) সহ অনেকে বলিয়াছেন, মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকার অর্থ হইল বিনয় ও নম্রতা। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِالسُّجُوْدِ "তাহাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকিবে" এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, ইহার অর্থ হইল তাহাদের মুখমণ্ডলে বিনয় ও নম্রতার ছাপ পরিলক্ষিত হইবে। মনসূর (র) বলেন, আমি বলিলাম, আমি তো মনে করিতাম যে, উহা মুখমণ্ডলের চিহ্ন যাহা সালাম আদায় করিলে দেখা দিয়া থাকে। তিনি বলিলেন, অনেক সময় ঐ দাগটি এমন লোকের দুই চোখের মাঝেও হইয়া থাকে যাহার হৃদয় ফিরআউনের চেয়েও পাষাণ।

সুদ্দী (র) বলিয়াছেন, সালাত তাহাদের মুখমণ্ডলের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া দেয়।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রি বেলা অধিক পরিমাণে সালাত আদায় করিবে দিনের বেলা তাহার মুখমণ্ডল সুন্দর হইয়া যাইবে। ইব্‌ন মাজাহ (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "রাত্রিকালে যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে সালাত আদায় করিবে, দিবাকালে তাহার মুখমণ্ডল সুদর্শন দেখা যাইবে।" বিশুদ্ধ মত হইল যে, ইহা "মাওকূফ" হাদীস।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, সৎকর্ম দ্বারা অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়, মুখমণ্ডলের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়, জীবিকায় স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায় ও মানুষের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি হয়।

আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রা) বলিয়াছেন, 'কেহ গোপনে কোন ইবাদত করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার মুখমণ্ডলে ও ভাষায় উহা প্রকাশ করিয়া দেন।'

মোটকথা মনের গোপন বস্তু এক সময় চেহারায় প্রকাশ হইয়া যায়। অতঃপর ঈমানদারের গোপন কর্ম যখন একনিষ্ঠভাবে বিশুদ্ধরূপে আল্লাহ্ররই জন্য হয়, তখন আল্লাহ্ তাহার বাহিরটাকে মানুষের সামনে সুসংবদ্ধ ও সংশোধিত করিয়া দেন। এই প্রসংগে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন যে, 'যে ব্যক্তি তাহার ভিতরটাকে সংশোধিত করিবে. আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বাহিরটাকে সংশোধন করিয়া দিবেন।'

আবুল কাসিম তাবারানী (র) ..... জুন্দুব ইব্ন সুফিয়ান বাযালী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জুন্দব ইব্ন সুফিয়ান বাযালী (র) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, "কেহ মনোমধ্যে কোন কিছু গোপন করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে উহার চাদর পরাইয়া দেন। ভালো হইলে ভাল, মন্দ হইলে মন্দ।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহ যদি কোন জড় পাথরের মধ্যেও ইবাদত করে যাহার কোন দরজা-জানালা বা ছিদ্র নাই, তবুও তাহার আমল মানুষের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিবে।"

ইমাম আহমদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইত বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, "সৎ কর্ম, সৎ চাল-চলন ও মিথ্যাচার নবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের একভাগ।" ইমাম আবূ দাউদ (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ নুফায়লী (র)-এর সূত্রে যুহাইর হইতে উক্ত সনদে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর নিয়ত ছিল খাঁটি, নির্ভেজাল, তাহাদের আমল ছিল মার্জিত ও রুচিশীল। যে কেহ তাহাদের চাল-চলন ও কর্মপদ্ধতি দেখিত, তাহারা মুগ্ধ হইয়া যাইত।

ইমাম মালিক (র) বলিয়াছেন, যে সকল সাহাবায়ে কিরাম (রা) শাম বিজয় করিয়াছিলেন তাহাদিগকে যখন তথাকার নাসারাগণ দেখিল তাহারা বলিয়া উঠিল, আল্লাহ্র শপথ! ইহারা আমাদের হাওয়ারীদের চেয়ে অনেক ভাল। বস্তুত তাহারা যথার্থই বলিয়াছে। কারণ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে সম্মানিত জাতি আখ্যায়িত করা হইয়াছে আর এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ জামাত হইল সাহাবায়ে কিরাম (রা)। আসমানী কিতাবসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা ইহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ
"তাওরাতে তাহাদিগের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে এবং ইঞ্জিলেও।"

كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ـ

"তাহাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ যাহা হইতে কিশলয় নির্গত হয়। অতঃপর উহা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে। যাহা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এইভাবে আল্লাহ্ মুমিনদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, রাসূলের সহচরদের দৃষ্টান্ত হইল এই যে, তাহারা একটি চারাগাছের ন্যায় যাহার থেকে লতা-পাতা বাহির হয়। অতঃপর উহা শক্ত পুষ্ট ও লম্বা হয়, পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে। অনুরূপভাবে সাহাবাগণ দুঃখ-দুর্দশায়, বিপদে-আপদে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহায্য-সহযোগিতা করিয়াছেন। যেমন তাহারা রাসূল (সা)-এর সাথে চারাগাছের লতা-পাতার ন্যায়।

এই আয়াত দ্বারা ইমাম মালিক (র) প্রমাণ করিয়াছেন যে, রাফিযী অর্থাৎ যাহারা সাহাবায়ে কিরাম (রা)-দের সাথে বিদ্বেষ রাখে তাহারা কাফির। কেননা ইহারা সাহাবাদের ব্যাপারে বিদ্বেষভাব পোষণ করে আর যাহারা সাহাবাদের ব্যাপারে বিদ্বেষভাব পোষণ করে এই আয়াতের ভিত্তিতে তাহারা কাফির। একদল আলিমও এই ব্যাপারে তাঁহার সংগে একমত পোষণ করিয়াছেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা)-দের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাহাদের সমালোচনা হইতে বিরত থাকার ব্যাপারে অনেক হাদীস রহিয়াছে। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্র প্রশংসা ও তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই তাহাদের জন্য যথেষ্ট। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ـ

"যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।"

অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাহাদিগের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তিনি তাহাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং অফুরন্ত পুরস্কার ও উত্তম জীবিকা দান করিবেন। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি হক ও সত্য উহা কখনো লংঘিত কিংবা পরিবর্তিত হয় না। উপরন্তু যাহারা সাহাবায়ে কিরামের পদাংক অনুসরণ করিবে তাহাকেও অনুরূপ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হইবে।

ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সহীহ্ গ্রন্থে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "তোমরা আমার সাহাবীদিগকে গালি দিও না। যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমাদের কেহ উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করিলেও তাহাদের এক মুদ কিংবা তাহার অর্ধেক ব্যয় করিবার সমতুল্য সওয়াব পাইবে না।"

সূরা হুজুরাত

১৮ আয়াত, ২ রুকূ‘, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

(٢) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝

(٣) اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ۚ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

১. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হইও না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২. হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজদিগের কণ্ঠস্বর উঁচু করিও না এবং নিজদিগের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাঁহার সহিত সেইরূপ

উচ্চস্বরে কথা বলিও না; কারণ ইহাতে তোমাদিগের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যাইবে তোমাদিগের অজ্ঞাতসারে।

৩. যাহারা আল্লাহ্র রাসূলের সম্মুখে নিজদিগের কণ্ঠস্বর নীচু করে আল্লাহ্ তাহাদিগের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করিয়াছেন। তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

তাফসীর ঃ এই কয়টি আয়াতে আল্লাহ্পাক তাঁহার বান্দাদিগকে সম্মান ও মর্যাদার সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে আচরণ করিবার আদব শিক্ষা দিয়া বলেন ঃ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ الخ। অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! কোন ব্যাপারেই তোমরা রাসূলের সমক্ষে আগে বাড়িবার চেষ্টা করিও না। বরং সকল ক্ষেত্রেই তোমরা তাঁহার অনুগমন করিয়া চল।

এই শরয়ী আদবের ব্যাপকতায় হযরত মুআয (রা)-এর সেই হাদীসও অন্তর্ভুক্ত। যাহাতে আছে যে, গভর্নররূপে ইয়ামান প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া তুমি কোন্ আইনে শাসনকার্য পরিচালনা করিবে? বলিলেন, আল্লাহ্র কিতাব তথা কুরআনের আইনে। জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি কোন সমস্যার সমাধান কুরআনে না পাও তাহলে? বলিলেন, তাহলে আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর সুন্নত দ্বারা শাসন করিব। জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি তাহাতেও না পাও? বলিলেন, তাহা হইলে আমি নিজে ইজতিহাদ করিয়া সিদ্ধান্ত নিব। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার বুকে হাত মারিয়া বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি তাহার রাসূলের দূতকে এমন কথা বলিবার তাওফীক দিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার রাসূল (সা) একমত। ইমাম আহমদ আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং ইব্ন মাজাহ্ (র)-ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

এইখানে দেখার বিষয় হইল যে, মুআয (রা) নিজের মত ও ইজতিহাদের কথা কুরআন ও সুন্নাহর পরে উল্লেখ করিয়াছেন। নিজের ইজতিহাদের কথাটা সর্বপ্রথম বলিলে তাহা অবশ্যই আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর সমক্ষে অগ্রণী হওয়া সাব্যস্ত হইত।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন لَاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ الخ। এই আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোন কথা বলিও না।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এই আয়াতে রাসূলের আগে কথা বলিতে নিষেধ করা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, রাসূলের জবানে আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত শুনিবার আগে তোমরা ফতওয়া দিতে যাইও না। যাহ্হাক (র) বলেন, শরীয়াতের ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে ডিঙ্গাইয়া তোমরা সিদ্ধান্ত নিতে যাইও না। সূফিয়ান সওরী (র) বলেন, কোন আচরণে-উচ্চারণে তোমরা আল্লাহ্ ও

তাঁহার রাসূলের সমক্ষে অগ্রণী হইও না। হাসান বসরী (র) বলেন, তোমরা ইমামের আগে দু'আ করিও না।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দেন তাতে তোমরা তাঁহাকে ভয় করিয়া চল।

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের সব কথা শুনেন এবং যাহার যা নিয়ত তাহা তিনি জানেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا الخ হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজদিগের কণ্ঠস্বর উঁচু করিও না।

ইহা দ্বিতীয় আদব যাহা আল্লাহ্ তাঁহার ঈমানদার বান্দাদেরকে শিক্ষা দিয়াছেন, যেন তাঁহারা নবীর সমক্ষে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বরের উপর উঁচু না করে। বর্ণিত আছে, এই আয়াতটি হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)-এর সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) .... ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) বলেন, আবূ বকর ও উমর এই দুই সেরা ব্যক্তি ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছিল। যেদিন বনী তামীমের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করিয়াছিল সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে তাহারা উচ্চস্বরে কথা বলিয়াছিলেন। ঘটনাটি এইরূপ যে, প্রতিনিধি দলটি আসিয়া উপস্থিত হইলে কোন এক ব্যাপারে তাঁহাদের একজন বনূ মুশাজি এর প্রতিনিধি আকরা ইব্ন হাবিস-এর আর অপরজন অন্য এক পক্ষাবলম্বন করেন। তখন আবূ বকর (রা) উমর (রা)-কে বলিলেন, তুমি আমার বিরোধিতা করিতে চাহিতেছ। উমর (রা) বলিলেন, না, আমার তাহা উদ্দেশ্য নহে। এই সূত্র ধরিয়া কথা বলিতে বলিতে তাঁহাদের আওয়াজ বড় হইয়া যায়। তখন আল্লাহ্ পাক يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا الخ আয়াতটি নাযিল করেন।

ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত কথা বলিবার সময় হযরত উমর (রা)-এর মুখে স্বর ফুটিত না। কোন কথা একবার বলিলে পুনরায় তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইত।

ইমাম বুখারী (র).... আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, বনী তামীমের একটি প্রতিনিধি দল একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করে। তাহাদের সহিত আলোচনার মধ্যে কোন এক প্রসংগে হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, আমি কা'কা ইব্ন আ'বাদ এর প্রস্তাব সমর্থন করি আর উমর (রা) বলিলেন, আমি সমর্থন করি আকরা ইব্ন হাবিস-এর প্রস্তাব। শুনিয়া আবূ বকর (রা) বলিলেন, তুমি আমার বিরোধিতা করিতে চাহিতেছ। উমর (রা)

বলিলেন, না তোমার বিরোধিতা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এই বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে কিছুটা উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হইয়া যায় এবং তাঁহাদের কণ্ঠস্বর উঁচু হইয়া যায়। এই প্রসংগে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

আবূ বকর বায্‌যার (র).... আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ বকর (রা) বলেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا الخ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সহিত আমি ঠিক গোপন আলোচনাকারীর ন্যায়ই কথা বলিব। ইমাম বুখারী (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন সাবিত ইব্‌ন কায়স (রা)-কে খোঁজ করেন। দেখিয়া এক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিতে পারি। এই বলিয়া সে খোঁজ করিয়া দেখিতে পাইল যে, তিনি নিজ গৃহে মাথা ঝুঁকাইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, ভাই আপনার খবর কি? তিনি বলিলেন, আমিই সেই অপদার্থ, যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্বরের উপর নিজের স্বরকে উঁচু করিত। আমার আমল সব বরবাদ হইয়া গিয়াছে।

জাহান্নাম ছাড়া আমার উপায় নাই শুনিয়া লোকটি ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিল, সে এই এই বলিয়াছে। রাবী মূসা (র) বলেন, শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহা সুসংবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, তুমি আবার তাহার কাছে যাও এবং বল, তুমি জাহান্নামী নহ, তুমি জান্নাতী। এই সূত্রে ইমাম বুখারী একাই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস (রা) উচ্চস্বরে কথা বলায় অভ্যস্ত ছিলেন। يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا الخ আয়াতটি নাযিল হইলে তিনি বলিলেন, আমিই সেই ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলিতাম। আমি জাহান্নামী। আমার সব আমল বরবাদ হইয়া গিয়াছে। এই বলিয়া তিনি স্বগৃহে চিন্তামনে বসিয়া রহিলেন। ইত্যাবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে খোঁজ করিলে কতিপয় লোক তাহার কাছে যাইয়া বলিল, ভাই! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাকে খুঁজিতেছেন। তুমি এইখানে এইভাবে বসিয়া রহিয়াছ কেন? বলিলেন, আমিই সেই ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কণ্ঠের উপর উচ্চ কণ্ঠে কথা বলিতাম। আমার সব আমল বরবাদ হইয়া গিয়াছে। আমি জাহান্নামী। শুনিয়া লোকেরা ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাহার বক্তব্য বিবৃত করিলে নবী করীম (সা) বলিলেন, না বরং সে জান্নাতী। আনাস (রা) বলেন, ইহার পর আমরা তাহাকে আমাদের সামনে হাঁটিতে দেখিতাম আর তাহাকে আমরা জান্নাতী লোক বলিয়া জানিতাম। অবশেষে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

ইমাম মুসলিম (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَرْفَعُوْا الخ আয়াতটি নাযিল হইলে সাবিত (রা) বলিলেন, আমি জাহান্নামী এই বলিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে যাওয়া আসা বন্ধ করিয়া দেই। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-কে বলিলেন আচ্ছা আবূ 'আমর সাবিতকে দেখিতেছি না ব্যাপার কি? সা'দ (রা) বলিলেন, সে তো আমার প্রতিবেশী লোক। তাহার কোন সমস্যার কথা তো আমি শুনি নাই। এই বলিয়া সা'দ (রা) তাহার নিকট গিয়া তাহাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা শুনাইলেন। শুনিয়া সাবিত (রা) বলিলেন, এই আয়াতটি নাযিল হইল। আর তোমরা তো জান যে, আমি তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে সবচেয়ে জোরে কথা বলি। আমি জাহান্নামী হইয়া গিয়াছি। সা'দ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই কাহিনী শুনাইলে তিনি বলিলেন, বরং সে জান্নাতী। ইব্ন কাসীর (র) বলেন, উপরোল্লেখিত হাদীসগুলোতে সাবিত ইব্ন কায়স (রা)-কে ডাকিয়া আনার জন্য সা'দ ইবন মুআয (রা)-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ইহা ঠিক নয়। কেননা সা'দ ইবন মু'আয (রা) বনূ কুরায়যা যুদ্ধের কিছুদিন পর মারা গিয়াছেন, যা ৫ম হিজরীর কথা। আর এই আয়াত বনূ তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আসেন তাদের সময়কার ঘটনা। আর প্রতিনিধি দল আগমনের সাধারণত সময় হইল ৯ম হিজরী। অতএব এই সময় সা'দ ইবন মু'আয (রা) জীবিত নাই।

ইবন জারীর (র) .... মুহাম্মদ ইব্ন সাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন সাবিত (র) বলেন, যখন لاَتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ আয়াতটি নাযিল হয়, সাবিত ইব্ন কায়স (রা) রাস্তায় বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করেন। বনূ আজলানের আসিম ইব্ন আদী (রা) তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাই সাবিত! তুমি কাঁদিতেছ কেন? উত্তরে বলিল, ভয় হয় এই আয়াতটি আমার সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে কিনা! আমি তো উচ্চস্বরে কথা বলিয়া থাকি। বর্ণনাকারী বলেন, আসিম ইব্ন আদী (রা) এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানাইলে তিনি বলিলেন যাও, তাহাকে লইয়া আস। আসিম তাহাকে লইয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন সাবিত! তুমি কাঁদিতেছ কেন? সাবিত বলিল, আমার আশংকা হয় যে, لاَتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ আয়াতটি আমার সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নহ যে, সুনামের সহিত জীবন যাপন করিবে, শাহাদতের মৃত্যু লাভ করিবে এবং অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করিবেই। আসিম বলিলেন, আমি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর সুসংবাদে সন্তুষ্ট আছি। আর ভবিষ্যত জীবনে কখনো আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর কণ্ঠস্বরের উপর আমার কণ্ঠস্বরকে উঁচু করিব না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ

اَصْوَاتَهُمْ আয়াতটি নাযিল করেন। উল্লেখ্য, বহু সংখ্যক তাবেয়ী এ কাহিনীটি এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন। যাহোক আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমক্ষে উচ্চস্বরে কথা বলিতে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণিত আছে যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) একদিন মসজিদে নববীতে দু'জন লোককে উচ্চস্বরে কথা বলিতে শুনিয়া আসিয়া বলিলেন, জানো, এখন তোমরা কোথায় আছ? অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের বাড়ি কোথায়? বলিল, আমরা তায়েফের লোক। উমর (রা) বলিলেন, তায়েফের না হইয়া যদি তোমরা মদীনার লোক হইতে, তাহা হইলে আমি তোমাদেরকে বেত্রাঘাত করিতাম।

আলিমগণ বলেন, মহানবী (সা)-এর কবরের কাছেও উচ্চস্বরে কথা বলা মাকরূহ যেমন মাকরূহ ছিল তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার সম্মুখে। কারণ তিনি জীবদ্দশায় ও কবরে উভয় অবস্থাতেই তিনি চিরকালের জন্য সম্মানিত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত উচ্চস্বরে কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন, যেমন আমরা প্রতিপক্ষের সহিত উচ্চস্বরে কথা বলিয়া থাকি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে শান্তভাবে গাম্ভীর্য ও সম্মানের সহিত কথা বলাই আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ। তিনি বলেন وَلاَتَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ "তোমরা একে অপরের সহিত যেমন উচ্চস্বরে কথা বল, রাসূলের সহিত তেমন উচ্চস্বরে কথা বলিও না।" অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لاَتَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا অর্থাৎ তোমরা একে অপরকে যেভাবে ডাক রাসূলকে তেমনভাবে ডাকিও না।

اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لاَتَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উচ্চস্বরে কথা বলিতে আমি তোমাদিগকে এই আশংকায় নিষেধ করিয়া দিয়াছি যে, পাছে তিনি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন আর এই কারণে তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের আমল বরবাদ হইয়া যায়। যেমন সহীহ্ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, মানুষ অনেক সময় আল্লাহ্‌র সন্তোষজনক এমন কথা বলে, যাহার কোন গুরুত্ব তাহার কাছে থাকে না। কিন্তু উহার বিনিময়ে তাহাকে জান্নাত লিখিয়া দেওয়া হয়। আবার আল্লাহ্‌র অসন্তোষজনক এমন কথা বলে, যাহাকে সে কিছুই মনে করে না। অথচ পরিণামে তাহাকে জাহান্নামের তালিকাভুক্ত করা হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে নীচু স্বরে কথা বলার ফযীলত ও উৎসাহ প্রদান করিয়া বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ الخ অর্থাৎ যাহারা রসূলের সম্মুখে তাহাদের কণ্ঠস্বরকে নীচু করে আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্যই খাঁটি করিয়া লইয়াছেন এবং উহাকে তাকওয়ার যোগ্য পাত্র বানাইয়াছেন।

لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ "তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।"

ইমাম আহমদ (র).... মুজাহিদ (র) হইতে কিতাবুয্ যুহদে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন, হযরত উমর (রা)-এর কাছে এই মর্মে একখানা পত্র আসে যে, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি তাহার মনে পাপের স্পৃহা জাগে না এবং পাপ করে না সে উত্তম, নাকি সেই ব্যক্তি উত্তম, যার মন পাপ করিতে চাওয়া সত্ত্বেও সে পাপ পরিত্যাগ করে? উত্তরে উমর (রা) লিখিলেন, যাহাদের মনে পাপের স্পৃহা জাগে কিন্তু করে না اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ الخ তাহাদের অন্তরকেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকওয়ায় পরিশোধিত করিয়াছেন। তাহাদের জন্যই আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

(٤) اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

(٥) وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৪. যাহারা ঘরের পিছন হইতে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে তাহাদিগের অধিকাংশই নির্বোধ।

৫. তুমি বাহির হইয়া উহাদিগের নিকট আসা পর্যন্ত যদি উহারা ধৈর্যধারণ করিত, তাহাই তাহাদিগের জন্য উত্তম হইত। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা সেই সব লোকদের তিরস্কার করিয়াছেন যাহারা মুহাম্মদ (সা)-কে কক্ষ তথা তাঁহার স্ত্রীদের বসবাসের ঘরের পিছন হইতে উচ্চস্বরে ডাকে। নির্বোধ বেদুঈনরাই এইরূপ করিত। আল্লাহ্ বলেন, ইহাদের অধিকাংশই নির্বোধ। অতঃপর তিনি ইহার আদব শিক্ষা দিয়া বলেন ঃ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا الخ। অর্থাৎ এইভাবে উচ্চস্বরে না ডাকিয়া যদি তাহারা আপনার বাহির হইয়া উহাদিগের নিকট আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করিত, তাহাই তাহাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর হইত। অতঃপর উহাদিগকে তাওবা ও ইনাবাতের আহবান জানাইয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতটি আকরা ইব্ন হাবিস তামীমী (রা) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছিল। একাধিক বর্ণনা দ্বারা ইহা প্রমাণিত। যেমন ইমাম আহমদ (র) ..... আকরা ইব্ন হাবিস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আকরা ইব্ন হাবিস (রা) বলেন যে, তিনি একদিন ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া মুহাম্মদ! বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ডাক দেন। অন্য

বর্ণনায় আছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বলিয়া ডাক দেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তর দান হইতে বিরত থাকেন। ফলে সে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার প্রশংসা অতিসুন্দর আর আমার তিরস্কার অতি জঘন্য। তিনি বলেন, ইব্ন জারীর (র).... বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত বারা (রা) اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া মুহাম্মদ! বলিয়া ডাক দিয়া বলিল, আমার প্রশংসা অতি সুন্দর ও আমার তিরস্কার অতি জঘন্য। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, 'ইহাতো আল্লাহ্র কাজ।' হাসান বসরী ও কাতাদা (র) এই হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবূ হাতিম (র) ... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) বলেন, আরবের কিছু লোক একত্র হইয়া একদিন বলিল, চল, আমরা এই লোকটির কাছে যাই। যদি সত্যিই সে নবী হইয়া থাকে তো ভাল কথা। আমাদেরও সৌভাগ্য। আর যদি সে ফেরেশ্তা হয় তাহা হইলে আমরা তাহার ছত্রছায়ায় শান্তির জীবন লাভ করব। যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়া আমি তাঁহাকে এই সংবাদ জানাই। কিছুক্ষণ পরেই লোকগুলি নবী করীম (সা)-এর হুজরার কাছে আসিয়া ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া মুহাম্মদ! বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়া দেয়। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ الخ আয়াতটি নাযিল করেন। বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার কান টানিয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, যায়দ! আল্লাহ্ তো তোমার কথা সত্য প্রমাণিত করিয়াছেন। যায়দ! আল্লাহ্ তো তোমার কথা সত্য প্রমাণিত করিয়াছেন।

(٦) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۝

(٧) وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۝

(٨) فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

৬. হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদিগের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যাহাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর, এবং পরে তোমাদিগের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।

৭. তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমাদিগের মধ্যে আল্লাহ্র রাসূল রহিয়াছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদিগের কথা শুনিলে তোমরাই কষ্ট পাইতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদিগের নিকট ঈমানকে প্রিয় করিয়াছেন এবং উহাকে তোমাদিগের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন; কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করিয়াছেন তোমাদিগের নিকট অপ্রিয়। উহারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।

৮. ইহা আল্লাহ্র দান ও অনুগ্রহ; আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা সতর্কতা অবলম্বনের জন্য পাপাচার তথা ফাসিকের বার্তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া সত্যতা যাচাই করিয়া নেওয়ার জন্য আদেশ দিয়াছেন। কারণ ফাসিক ব্যক্তি মিথ্যা কিংবা ভুল তথ্য পরিবেশন করিতে পারে। এমতাবস্থায় তাহার কথার উপর ভিত্তি করিয়া বিচার করিলে বিচারকের সিদ্ধান্ত অবাস্তব হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এই প্রকৃতির লোকেরা সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিতে তৎপর থাকে। আর আল্লাহ্ পাক বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী লোকের পথ অনুসরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

এই আয়াতের উপর ভিত্তি করিয়া একদল আলিম অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণ না করার মত পেশ করিয়াছেন। কারণ এমন ব্যক্তি ফাসিকও হইতে পারে। আরেক দল আলিম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের বক্তব্য হইল, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে ফাসিকের বার্তা যাচাই করিতে আদেশ করিয়াছেন। আর অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ফাসিক হওয়া প্রমাণিত নয়। বুখারীর ব্যাখ্যায় ইলম অধ্যায়ে আমি এ মাসআলাটি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

বহুসংখ্যক মুফাসসিরের অভিমত হইল এ আয়াতটি অলীদ ইব্ন উকবা ইব্ন আবূ মু'আইত সম্পর্কে নাযিল হয়, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বনূ মুস্তালিকের যাকাত উসুল কারা জন্য প্রেরণ করেন। একাধিক সূত্রে এই ঘটনাটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) .... হারিস ইব্ন আবূ যিরার খুযায়ী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হারিস ইব্ন যিরার (রা) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যাই। তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। ইসলাম গ্রহণ করিয়া আমি মুসলমান হইয়া যাই। আমাকে যাকাতের কথা বলেন। তাহাও আমি মানিয়া লইলাম এবং বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে বিদায় দিন। নিজ সম্প্রদায়ের নিকট গিয়া তাহাদিগকে আমি ইসলামের প্রতি আহ্বান করিব এবং যাকাত আদায় করিতে বলিব। যে আমার

আহবানে সাড়া দিবে আমি তাহার নিকট হইতে যাকাত উসূল করিয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিব। আপনি অমুক সময় আমার কাছে একজন দূত পাঠাইয়া দিবেন, সে আদায়কৃত যাকাত আপনাকে আনিয়া দিবে। হারিস তাহাই করিলেন এবং যথারীতি যাকাত উসূল করিয়া নিজের কাছে জমা করিয়া রাখিয়া দিলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দূত না পৌঁছায় সে মনে মনে ভাবিল যে, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল বোধ হয় আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, এই জন্যই দূত পাঠাইতে বিরত রহিয়াছেন। এই ভাবিয়া তিনি সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের ডাকিয়া বলিলেন, আমার নিকট হইতে যাকাতের পণ্য নিয়া যাইবার জন্য রাসূল (সা) অমুক সময় একজন দূত পাঠাইবেন বলিয়া আমাকে কথা দিয়াছিলেন। রাসূল (সা) তো ওয়াদা ভঙ্গ করিতে পারেন না। বোধ করি তিনি আমার প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন। অতএব চল, আমরা রাসূল (সা)-এর নিকট যাই।

অপরদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওয়াদামত যথাসময়ে ওলীদ ইব্ন উকবাকে হারিসের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রওয়ানা হইয়া কতটুকু আসিয়া অলীদ ভয়ে ফিরিয়া গিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! হারিস আমাকে যাকাতের মাল তো দেয়ই নাই বরং উল্টো আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাগিয়া যান এবং হারিসের উদ্দেশ্যে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে তাহাদিগের সহিত হারিসের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হইয়া যায়। দেখিয়া তাহারা বলিল, এই তো হারিস! বলিয়া তাহাকে তাহারা ঘিরিয়া ফেলে। হারিস জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কার কাছে প্রেরিত হইয়াছ? তাহারা বলিল, তোমার কাছে। জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? বলিল, আল্লাহ্র রাসূল তোমার নিকট ওয়ালীদকে পাঠাইয়াছিলেন। তুমি নাকি তাহাকে যাকাত দিতে অস্বীকার করিয়াছ এবং তাহাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছ? শুনিয়া স্তম্ভিত কণ্ঠে হারিস বলিলেন, 'শপথ সেই সত্তার! যিনি মুহাম্মদ (সা)-কে নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি কোন দিন তাহাকে দেখিও নাই আর সে আমার নিকট আসেও নাই।' অবশেষে হারিস আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যাকাত দিতে অস্বীকার করিয়াছ এবং আমার দূতকে হত্যা করিতে চাহিয়াছ, কথাটা কি ঠিক? হারিস বলিলেন, না, যিনি আপনাকে সত্য করিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার শপথ! আমি তাহাকে দেখিও নাই, সে আমার কাছে আসেও নাই। আমি তো আপনার দূতকে দেখিতে না পাইয়া আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন মনে করিয়া আবার আসিলাম। তখন يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ الخ আয়াতটি নাযিল হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আর তাবরানীও বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি হারিস ইব্ন গিরার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আসলে নামটা হইল হারিস ইব্ন যিরার (রা)।

ইবন জারীর (র) .... উম্মে সালামাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উম্মে সালামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ মুস্তালিকের ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে বনূ মুস্তালিকের যাকাত আনিবার জন্য প্রেরণ করেন। এদিকে সংবাদ পাইয়া বনূ মুস্তালিকের লোকেরা রাসূলের দূতের সম্মানে তাহার প্রতি অগ্রসর হয়। সুযোগ পাইয়া শয়তান তাহার মনে এই ধারণা সৃষ্টি করিয়া দেয় যে, তাহারা তোমাকে হত্যা করিতে আসিতেছে। ফলে ভয়ে সে ফিরিয়া গিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানাইল যে, বনূ মুস্তালিক আমাকে যাকাত দিতে অস্বীকার করিয়াছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এদিকে বনূ মুস্তালিক তাঁহার ফিরিয়া যাওয়ার সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সবেমাত্র জোহর নামায আদায় করিয়াছেন। তাহারা বলিল, আমরা আল্লাহ্র কাছে তাঁহার ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর ক্ষোভ হইতে পানাহ চাই। আপনি যাকাত উসূল করার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন শুনিয়া আমরা অত্যন্ত খুশী হইয়াছিলাম। কিন্তু মধ্যপথ হইতে তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া আমাদের মনে ভয় জন্মিল যে, কি জানি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন কিনা! অতঃপর তাহারা আরো কথাবার্তা বলিতে থাকে এক সময় হযরত বিলাল (রা) আসিয়া আসরের আযান দেয়। উম্মে সালামাহ (রা) বলেন, তখন يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ الخ আয়াতটি নাযিল হয়।

ইব্ন জারীর (র) আওফীর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওলীদ ইব্ন উকবা ইব্ন আবূ মু'আইতকে যাকাত উসূল করার জন্য বনূ মুস্তালিকের নিকট প্রেরণ করেন। এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া তাহারা খুশী হয় এবং তাহাকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য আগাইয়া আসে। কিন্তু ওলীদ তাহাদের বাহির হওয়ার খবর পাইয়া ফিরিয়া গিয়া বলিল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! বনূ মুস্তালিক আমাকে যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত রাগিয়া যান এবং তাহাদেরকে শায়েস্তা করিবার জন্য অভিযান চালানোর মনস্ত করেন। ইত্যবসরে একটি প্রতিনিধি দল আসিয়া বলিল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা জানিতে পাইলাম যে, আপনার দূত নাকি মধ্য পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। আমরা তো আশংকা করিয়াছিলাম যে, আপনি বুঝি আমাদের প্রতি রাগ করিয়া পত্র দ্বারা তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। আমরা আল্লাহ্র কাছে তাঁহার ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর অসন্তোষ হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করি।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ الخ আয়াতটি নাযিল করেন।

মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওলীদ ইব্ন উকবাকে যাকাত আনার জন্য বনূ মুস্তালিকের নিকট প্রেরণ করেন। সংবাদ পাইয়া তাহারা যাকাতের পণ্য লইয়া তাঁহার দিকে আগাইয়া আসে। কিন্তু সে মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া গিয়া সংবাদ

দেয় যে, বনূ মুস্তালিক আপনার সহিত লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছে। কাতাদা (র)) আরেকটু বাড়াইয়া বলেন, এবং তাহারা ইসলাম ত্যাগ করিয়া মুরতাদ হইয়া গিয়াছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা)-কে প্রেরণ করেন এবং বলিয়া দেন যে, সেখানে গিয়া আক্রমণ করার ব্যাপারে সংযম অবলম্বন করিও, তাড়াহুড়া করিও না।

খালিদ ইব্ন ওলীদ রাত্রি কালে আসিয়া তথায় পৌঁছেন এবং পরিস্থিতি বুঝার জন্য গুপ্তচর প্রেরণ করেন। ফিরিয়া আসিয়া তাহারা খালিদ (রা)-কে সংবাদ দিল যে, তাহারা ইসলামের উপর অটল আছে এবং আমরা তাহাদের আযান শুনিতে পাইয়াছি এবং নামায পড়িতে দেখিয়াছি। অতঃপর ভোর হইলে খালিদ (রা) নিজে তাহাদের অবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়া যান এবং ফিরিয়া গিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ঘটনাটি বিবৃত করেন। কাতাদা (র) বলেন, ইহার পর রাসূল (সা) প্রায়ই বলিতেন, সংযম অবলম্বন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আর তাড়াহুড়ার প্রবণতা শয়তানের পক্ষ হইতে। পূর্বসুরী অনেকেই যেমন ইব্ন আবূ লাইলা য়াযীদ ইব্ন রূমান, যাহ্হাক, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান প্রমুখ বলেন যে, এ আয়াতটি ওলীদ ইব্ন উকবা সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

وَاعْلَمُوْا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ অর্থাৎ তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমাদের মাঝে আল্লাহ্র রাসূল রহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে তোমরা সম্মান ও শ্রদ্ধা করিয়া চল! তাঁহার সাহচর্যে থাকিয়া শিষ্টাচার ও সভ্যতা শিক্ষা কর এবং তাঁহার আদেশ মান্য কর। কারণ তোমাদের স্বার্থ সম্পর্কে তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী জ্ঞান রাখেন। তোমাদের প্রতি তোমাদের নিজেদের চেয়ে তাঁহার স্নেহ বেশী এবং তোমাদের ব্যাপারে তাঁহার সিদ্ধান্ত তোমাদের সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশী সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلنَّبِىُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ ঈমানদারদের তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা নবী বেশী আপনজন। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন, স্বার্থ সংরক্ষণে নিজেদের ব্যাপারে ঈমানদারদের নিজেদের মতামত ও সিদ্ধান্ত কেবলই অসম্পূর্ণ, অকিঞ্চিৎকর। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ অর্থাৎ সর্ববিষয়ে রাসূল যদি তোমাদের কথামত চলেন অর্থাৎ তিনি যদি তোমাদের সকল মতামত গ্রহণ করেন, তবে উহাতে অবশ্যই তোমরা কষ্টে পড়িতে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَائَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ بَلْ اَتَيْنَا بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ-

অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি উহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিতেন, তাহলে মহাকাশ, পৃথিবী ও তন্মধ্যস্ত সবকিছু লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইত। আমি উহাদিগকে উপদেশ দিয়াছি। কিন্তু তাহারা উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

وَلَـٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ الخ অর্থাৎ আল্লাহ্ ঈমানকে তোমাদের প্রিয় করিয়াছেন এবং উহাকে তোমাদিগের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন। অর্থাৎ ঈমানকে তোমাদের নফসের নিকট প্রিয় এবং হৃদয়ের নিকট শোভনীয় করিয়া দিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেন, ইসলামের প্রকাশ বাহিরে আর ঈমানের অবস্থান অন্তর্জগতে। অতঃপর হাত দ্বারা নিজের বুকের প্রতি তিনবার ইংগিত করিয়া বলিলেন, 'তাকওয়া এইখানে, তাকওয়া এইখানে।'

وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ অর্থাৎ আর তিনি পাপাচার ও অবাধ্যতাকে অপ্রিয় ও ঘৃণিত করিয়াছেন। আয়াতের ফুসূক দ্বারা উদ্দেশ্য সর্বপ্রকার কবীরা গুনাহ্ আর ইসয়ান দ্বারা উদ্দেশ্য হইল যাবতীয় অবাধ্যতা। বলাবাহুল্য যে, ঈমানকে প্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া নিয়ামতের পূর্ণতা সাধনের জন্য আল্লাহ্ অন্যায় পাপাচারকেও অপ্রিয় করিয়া দিয়াছেন।

اُوْلٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ অর্থাৎ এইগুণে গুণান্বিত লোকেরাই সৎপথের পথিক। আল্লাহ্ ইহাদিগকে হিদায়াত ও দিশা দান করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র).... আবূ রিফাআর পিতা হইতে বর্ণনা করেন। আবূ রিফাআর পিতা বলেন, উহুদের দিন পরাজিত মুশরিকরা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা সারিবদ্ধ হও, আমি আল্লাহ্র প্রশংসা জ্ঞাপন করিব। সংগে সংগে সাহাবাগণ তাঁহার পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

اللهم لك الحمد كله اللهم لاقابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولاهادى لمن اضللت ولامضل لمن هديت ولامعطى لما منعت ولامانع لما اعطيت ولامقرب لما باعدت ولامباعد لما قربت ـ اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك ـ اللهم انى اسئلك النعيم المقيم الذى لايحول ولايزول ـ اللهم اسئلك النعيم يوم العيلة والامن يوم الخوف ـ

اللهم انى عائذ بك من شرما اعطيتنا ومن شرما منعتنا ـ اللهم حبب الينا الايمان وزينته فى قلوبنا وكره الينا الكفر و الفسوق والعصيان و اجعلنا من الرّاشدين ـ اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير

خزايا و لا مفتونين - اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك - اللهم قاتل الكفرة الذين اوتوا الكتاب اله الحق

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। হে আল্লাহ্! তুমি যাহা সম্প্রসারিত কর তাহা সংকুচিত করিবার, তুমি যাহা সংকুচিত কর তাহা সম্প্রসারিত করিবার, যাহাকে বিভ্রান্ত কর তাহাকে হিদায়াত দেওয়ার, যাহাকে হিদায়াত দাও তাহাকে বিভ্রান্ত করিবার, যাহা ঠেকাইয়া রাখ তাহা দান করিবার, যাহা দান কর তাহা ঠেকাইয়া রাখিবার, যাহা দূরে সরাইয়া দাও তাহা কাছে আনিবার, যাহা কাছে আন তাহা দূরে সরাইয়া দিবার কেই নাই। হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতি তোমার বরকত, রহমত, অনুগ্রহ ও জীবিকা সম্প্রসারিত কর। হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আমি অনন্ত নিয়ামতরাজি প্রার্থনা করি, যাহা কখনো শেষ হইবার নহে। হে আল্লাহ্! তোমার নিকট আমি অভাবের দিন নিয়ামত আর ভয়ের দিনে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ্! আমাদের তুমি যাহা দান করিয়াছ এবং যাহা দান করা হইতে বিরত রহিয়াছ উভয়ে অমঙ্গল হইলে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ্! আমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী বানাও এবং কুফ্‌র, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে বানাও অপ্রিয় ও ঘৃণিত আর আমাদেরকে সৎপথের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে মুসলমানরূপে মৃত্যু দান করিও, মুসলমানরূপে বাঁচাইয়া রাখিও এবং সসম্মানে নিরাপদে সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত কর। আল্লাহ্! ধ্বংস কর সেসব কাফিরদের যাহারা রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তোমার পথে বাধা সৃষ্টি করে আর তাহাদের উপর তোমার আযাব ও গজব চাপাইয়া দাও। হে আল্লাহ্! ধ্বংস কর সেসব কাফিরদের যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে।

এই হাদীসটি নাসায়ী (র) 'ফিল ইয়াওম ওয়া লায়লা' নামক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আর এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যাহার সৎকাজ ভালো লাগে এবং অসৎ কাজ খারাপ লাগে সে ঈমানদার। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً অর্থাৎ এই যে আল্লাহ্ তোমাদের যাহা দান করিয়াছেন তাহা তোমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ ও নিয়ামত বৈ নয়।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ কে হিদায়াতের যোগ্য আর কে গোমরাহ হওয়ার উপযুক্ত সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত এবং কথায় কাজে বিধান দানে সর্ববিষয়ে তিনি প্রজ্ঞাময়।

(৯) وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

(১০) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

৯. মু'মিনদিগের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলে তোমরা তাহাদিগের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবে; অতঃপর তাহাদিগের একদল অপর দলকে আক্রমণ করিলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে— যদি তাহারা ফিরিয়া আসে তাহাদিগের মধ্যে ন্যায়ের সহিত ফয়সালা করিবে এবং সুবিচার করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবিচারকারীদিগকে ভালোবাসেন।

১০. মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর যাহাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।

তাফসীর ঃ পরস্পর দ্বন্দ্বরত দুই দলের মাঝে মীমাংসা করিয়া দেওয়ার আদেশ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا অর্থাৎ মু'মিনদের দুইদল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলে তোমরা তাহাদের মাঝে মীমাংসা করিয়া দিও। বলা বাহুল্য যে, দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ঈমানদার আখ্যা দিয়াছেন। তাই এই আয়াতের উপর ভিত্তি করিয়া ইমাম বুখারী (র) প্রমুখ মত পেশ করিয়াছেন যে, যত বড় পাপই করুক, তাহাতে মানুষ বে-ঈমান হইয়া যায় না। পক্ষান্তরে খারিজী ও মুতাযেলীদের একাংশের মতে কবীরা গুনাহ করিলে ঈমান থাকে না।

সহীহ্ বুখারীতে হাসান ইব্ন আবূ বাকারাহ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন ভাষণ দান করেন। হাসান ইব্ন আলী (রা) তখন তাঁহার সংগে ছিলেন। তিনি একবার তাঁহার প্রতি আর একবার সমবেত লোকদের প্রতি

তাকাইতে থাকেন। অতঃপর বলিলেন, আমার এই সন্তান একদিন সর্দার হইবে। আর আল্লাহ্ ইহার মাধ্যমে মুসলমানদের বড় দুইটি দলের মাঝে মীমাংসা করিয়া দিবেন। অবশেষে ঠিক তাহাই হইল। দীর্ঘ ও ভয়াবহ লড়াইয়ের পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মাধ্যমে শাম (সিরিয়া) ও ইরাকবাসীদের মাঝে মীমাংসা করিয়া দেন।

فَانْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا الخ অর্থাৎ মীমাংসা করিয়া দেওয়ার পরও যদি এক দল অপর দলের উপর আক্রমণ করিয়া বসে, তাহা হইলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নিরাপত্তায় ফিরিয়া আসে এবং সত্যকে মানিয়া লয়।

যেমন সহীহ্ হাদীসে আছে যে, হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, জালিম হউক কিংবা মজলুম, তুমি তোমার ভাইয়ের সাহায্য কর। শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মজলুমকে সাহায্য করার অর্থ আমরা বুঝিলাম কিন্তু জালিমকে সাহায্য করিব কি করিয়া? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'জুলুম হইতে বিরত রাখাই জালিমকে তোমার সাহায্য করা।'

ইমাম আহমদ (র) .... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাইর নিকট যান। তিনি যান গাধায় চড়িয়া আর সংগের মুসলমানরা পায়ে হাঁটিয়া। জমি ছিল লবনাক্ত। গন্তব্যস্থলে গিয়া পৌঁছিলে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই বলিল, তুমি আমার নিকট হইতে সরিয়া যাও। তোমার গাধার দুর্গন্ধ আমার সহ্য হইতেছে না। শুনিয়া এক আনসারী সাহাবী বলিলেন, আল্লাহ্‌র রাসূলের গাধার গন্ধ তোমার গন্ধ হইতে অনেক সুঘ্রাণ। এ কথা শুনিয়া আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাইর দলের কিছু লোক চটিয়া যায়। দেখিতে না দেখিতে দুই দলের মধ্যে রীতিমত লাঠালাঠি-হাতাহাতি ও জুতা বিনিময় শুরু হইয়া যায়। আনাস (রা) বলেন, আমরা জানিতে পারিলাম যে, ইহাদের সম্পর্কেই وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ..... الخ আয়াতটি নাযিল হয়।

মু'তামির ইব্‌ন সুলায়মান ও আবূ মুতামির সূত্রে ইমাম বুখারী (র) সন্ধি অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিম যুদ্ধ অধ্যায়ে হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, আউস ও খাররাজ এ দুই গোত্রের মাঝে একবার লাঠালাঠি ও জুতা বিনিময় হইয়াছিল। সে প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিয়া তাহাদের মাঝে মীমাংসা করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দেন।

সুদ্দী (র) বলেন, ইমরান নামক এক আনসারীর উম্মে যায়েদ নামক এক স্ত্রী ছিল। একদা স্ত্রী তাহার পিত্রালয়ে যাইতে চাইলে তাহার স্বামী তাহাকে নিজ ঘরের ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এদিকে মহিলা বাপের নিকট সংবাদ পোঁছাইয়া দিলে তাহারা আসিয়া তাহাকে বাহির করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হয়। স্বামী তখন

ছিল বাড়ির বাহিরে। ফলে স্বামী পক্ষের লোকেরা আসিয়া বাধা প্রদান করিলে দু'দলের মধ্যে সংঘাত বাধিয়া যায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোক পাঠাইয়া তাহাদের মাঝে মীমাংসা করিয়া দেন। তাহারা আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়া আসে।

فَانْ فَاءَتْ فَاَصْلِحُوْا الخ অর্থাৎ 'যদি তাহারা আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি ফিরিয়া আসে, তবে তোমরা সুবিচারের সহিত তাহাদের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিবে। আল্লাহ্ সুবিচারককে ভালোবাসেন।' ইব্ন আবূ হাতিম (র).... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, 'দুনিয়াতে যাহারা সুবিচার করিবে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্র সম্মুখে তাহারা মুক্তা নির্মিত উচ্চ মঞ্চে অবস্থান করিবে।' ইমাম নাসায়ী (র) মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও আব্দুল আ'লার সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবূ হাতিম (র).... আব্দুলাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ন্যায় বিচারকরা অর্থাৎ যাহারা রাষ্ট্র পরিচালনায় নিজের পরিবারবর্গ ও অধিনস্তদের মধ্যে ন্যায়বিচার করে কিয়ামতের দিন তাহারা আরশের ডানে আল্লাহ্র নিকট নূরের মঞ্চে উপবেশন করিবে। ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী (র) সুফিয়ান ইব্ন উআয়না (র) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ অর্থাৎ ঈমানদাররা সব দীনি ভাই। যেমন রাসূল (সা) বলিয়াছেন, মুসলিম মুসলিমের ভাই।

সহীহ্ হাদীসে আছে যে, আল্লাহ্ বান্দার সাহায্য করিতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তাহার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে।

অন্য হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, কোন মুসলিম যখন সংগোপনে তাহার ভাইয়ের জন্য দু'আ করে তখন ফেরেশ্তা বলে, আমীন। আর তোমারও তাহাই হউক। এ মর্মে আরো বহু হাদীছ রহিয়াছে।

এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, প্রেম-প্রীতি, দয়া-মায়া ও পারস্পরিক বন্ধনে দুই মুমিনের দৃষ্টান্ত হইল, এক দেহের ন্যায়, যাহার এক অঙ্গ রোগাক্রান্ত হইলে সারা দেহে খবর হইয়া যায়।

আরেক সহীহ্ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, এক মু'মিনের জন্য আরেক মু'মিন ঠিক প্রাসাদের ন্যায়, যাহার এক অংশ অপর অংশের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই বলিয়া তিনি এক হাতের অঙ্গুলী আরেক হাতের অঙ্গুলীর মধ্যে ঢুকাইয়া দেখান। ইমাম আহমদ (র) .... আবূ হাযিম (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হাযিম (র) বলেন, আমি সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন, ঈমানদারের সহিত ঈমানদারের সম্পর্ক

ঠিক যেমন দেহের সহিত মাথার সম্পর্ক। ঈমানদারের জন্য ঈমানদার এমনভাবে ব্যথিত হয় যেমন মাথায় কোন্ সমস্যা দেখা দিলে দেহ ব্যথিত হয়।

فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ অর্থাৎ অতএব সংঘাতমুখর দু'দলের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিও এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চলিও। তবেই তোমরা অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবে।

(١١) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

১১. হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা, যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডাকিও না, ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যাহারা এই ধরনের আচরণ হইতে নিবৃত্ত না হয় তাহারাই জালিম।

তাফসীরঃ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে উপহাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, সত্যকে উপেক্ষা করিয়া চলা এবং মানুষকে অবজ্ঞা করাই হইল অহংকার। মানুষকে উপহাস ও অবজ্ঞা করা হারাম। কারণ যাহাকে উপহাস করা হয়, আল্লাহ্‌র নিকট সে উপহাসকারী অপেক্ষা বেশী সম্মানিত ও প্রিয় হওয়া বিচিত্র নয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَسْخَرْ الخ "হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে।" কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে এবং কোন নারী যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে। কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে।

وَلَاتَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ "তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করিও না।" অপরের নিন্দাকারী মানুষ ঘৃণিত ও অভিশপ্ত।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ অর্থাৎ ধ্বংস সেই সব লোকের যাহারা আচরণে ও উচ্চারণে লোকের নিন্দা করিয়া বেড়ায়। الهمز অর্থ কাজের দ্বারা নিন্দা করা আর اللمز অর্থ কথা দ্বারা নিন্দা করা।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ অর্থাৎ যাহারা মানুষকে অবজ্ঞা করে এবং আচরণে তাহাদের অপমান করে আর হাঁটিয়া হাঁটিয়া চোগলখোরী করিয়া বেড়ায়। এই চোগলখোরী করাই হইল اللمز তথা মুখের কথায় মানুষের অবজ্ঞা করা। তাই এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ لَاتَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ "তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করিও না।"

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ 'তোমরা একে অপরকে হত্যা করিও না।' ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র, কাতাদা ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, لَاتَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ অর্থ لايطعف بعضكم بعضا অর্থাৎ তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করিও না। وَلَاتَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ অর্থাৎ তোমরা একে অপরকে এমন নামে ডাকিও না যাহা শুনিতে খারাপ লাগে।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ জাবীরাহ ইব্ন যাহ্হাক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ জাবীরাহ্ (র) বলেন, وَلَاتَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ আমাদেরই গোত্র বনু সালামা সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন আমাদের মধ্যে এমন কেহ ছিল না যাহার দুই কিংবা তিনটি নাম নাই। তিনিও লোকদেরকে উহার কোন এক নামে ডাকিতে শুরু করেন। তখন লোকেরা বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই নামে ডাকিলে সে গোস্বা হইয়া থাকে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা وَلَاتَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ আয়াতটি নাযিল করেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) মূসা ইব্ন ইসমাঈল ওয়াহাব ও দাউদের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ মুসলমান হইয়া ইসলাম বুঝিয়া একে অপরকে মন্দ পদবী ও খারাপ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ الخ অর্থাৎ এই ঘোষণার পরও যাহারা এই ধরনের আচরণ হইতে নিবৃত্ত না হয় তাহারাই জালিম।

(١٢) يَٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۭ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ○

১২. হে মুমিনগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান হইতে দূরে থাক। কারণ অনুমান কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করিও না। তোমাদিগের মধ্যে কি কেহ তাহার মৃত ভ্রাতার গোশ্‌ত ভক্ষণ করিতে চাহিবে? বস্তুত তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ঈমানদার বান্দাদিগকে বহুবিধ অনুমান তথা অহেতুক অপবাদ এবং পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন এবং অপরাপর সকল লোকের বিরুদ্ধে অথবা খিয়ানতের অভিযোগ প্রদান হইতে সতত দূরে থাকার আদেশ দিয়াছেন। কারণ এই ধরনের বেশীর ভাগ অনুমানই নিছক পাপ হইয়া থাকে। তাই সাবধানতাবশত উহা পরিহার করিয়া চলা কর্তব্য।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, তোমার মু'মিন ভাইয়ের মুখ নিঃসৃত কথায় যথাসম্ভব ভালো ছাড়া মন্দ ধারণা করিও না। অর্থাৎ কোন মুসলমানের মুখের কথার ব্যাখ্যা যতক্ষণ পর্যন্ত ভালোর দিকে নেওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত মন্দ অনুমান করিতে উমর (রা) জোরালোভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

ইব্‌ন মাজাহ্ (র) .... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমি একদিন নবী করীম (সা)-কে দেখিলাম যে, তিনি কা'বা তাওয়াফ করিবার সময় বলিতেছেন, কত সুন্দর তুমি, কত সুন্দর তোমার ঘ্রাণ! কত মহান তুমি, কত বড় তোমার মর্যাদা! আমি সেই সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি যাঁহার হাতে আমার প্রাণ। মু'মিনের মর্যাদা আল্লাহ্‌র নিকট অবশ্যই তোমার চেয়ে আরো বড়। মু'মিনের নিন্দা করা আর মু'মিন সম্পর্কে ভালো ছাড়া খারাপ ধারণা করার তো কোন অবকাশই নাই। এই সূত্রে একা ইব্‌ন মাজাহ্ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মালিক (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন, তোমরা মন্দ ধারণা হইতে সতত বিরত থাক। কারণ মন্দ ধারণা সবচেয়ে মিথ্যা বিষয়। অপরের ছিদ্রান্বেষণ করিও না, গুপ্তচর বৃত্তি করিও না, দু'জনের ক্রয়-বিক্রয়ের সময় পাশের থেকে মূল্য বাড়াইয়া প্রতারণা করিও না, একে অপরের সহিত হিংসা করিও না, পরস্পর বিদ্বেষ রাখিও না, সম্পর্ক ছিন্ন করিও না। সর্বোপরি হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ভাই ভাই হইয়া জীবন যাপন কর।

ইমাম বুখারী (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) হইতে ইমাম মুসলিম ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) হইতে ও আবূ দাউদ (র) শাবী ও মালিক (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

সুফিয়ান সওরী (র) যুহরী (র) সূত্রে আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, 'তোমরা একে অপরের সম্পর্ক ছিন্ন করিও না, পরস্পর বিদ্বেষ রাখিও না, হিংসা করিও না। পরস্পর ভাই ভাইরূপে জীবন যাপন কর। আর

তিন দিনের উপরে নিজের ভাইয়ের সহিত কথাবার্তা বর্জন করা কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নহে। ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তাবরানী হারিসা ইব্ন নু'মান (র) হইতে বর্ণনা করেন। হারিসা ইব্ন নু'মান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, তিনটি দোষ আমার উম্মতের সহিত জড়াইয়া রহিয়াছে। অশুভ লক্ষণ গ্রহণ, হিংসা ও কুধারণা। শুনিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, কাহারো মধ্যে এই দোষগুলি থাকিলে দূর করিবার উপায় কি? হে আল্লাহ্র রাসূল! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, মনে হিংসা আসিলে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অন্তরে কাহারো প্রতি কুধারণা জন্মিলে বিশ্বাস করিও না আর কোন অশুভ লক্ষণ দেখা দিলে উহা উপেক্ষা করিয়া সামনে চলিতে থাক।

ইমাম আবূ দাউদ (র).... যায়েদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট উপস্থিত এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হইল, অমুকের দাঁড়ি হইতে মদ ঝরিতেছে। শুনিয়া ইব্ন মাসঊদ (রা) বলিলেন, অন্যের গোপন দোষ তালাশ করিতে আমাদিগকে বারণ করা হইয়াছে। কিন্তু কাহারো কোন দোষ প্রকাশ পাইয়া গেলে আমরা উহা গ্রহণ করি। ইব্ন আবূ হাতিম (র) তাঁহার বর্ণনায় এই লোকটির নাম অলীদ ইব্ন উকবা ইব্ন আবূ মুআইত উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম আহ্মদ (র) উকবার কেরানী দুজায়ন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, দুজায়ন (র) বলেন, আমি একদিন উকবাকে বলিলাম, আমাদের কিছু প্রতিবেশী মদ পান করে। আমি ইহাদিগকে পুলিশে ধরাইয়া দিতে চাই, আপনি কি বলেন? উকবা বলিলেন, না, তাহা করিও না। তাহাদের উপদেশ দাও ও ভীতি প্রদর্শন কর। সেই তাহাই করিল, কিন্তু ফল হইল না, তাহারা সতর্ক হইল না। এইবার দুজায়ন আসিয়া বলিল, আমি তো উহাদিগকে নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু তাহারা বিরত হইল না। আমি পুলিশ ডাকিয়া তাহাদের ধরাইয়া দিব। উকবা (রা) বলিলেন, কপাল পোড়া! তাহা করিও না। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, একজন মু'মিনের দোষ গোপন রাখিল, সে যেন জীবন্ত প্রোথিত একটি কন্যাকে কবর হইতে তুলিয়া জীবন্ত করিল। সুফিয়ান সওরী (র) রাশিদ ইব্ন সা'দ-এর সূত্রে মুআবিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তুমি যদি মানুষের গোপন দোষ খুঁজিয়া বেড়াও, তাহা হইলে তাহাদের তুমি ধ্বংস করিবে কিংবা বলিলেন, 'তাহাদের তুমি প্রায় ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।'

আবূ দাউদ (র).... জুবায়র ইব্ন নুফায়র, কাছীর ইব্ন মুররা, আমর ইব্ন আসওয়াদ, মিকদাম ইব্ন মাদীকারিব ও আবূ উমামা (রা) হইতে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, শাসক যখন প্রজা সাধারণের দোষ খুঁজিয়া বেড়ায় তখন জনগণের অশান্তি ও অধঃপতন অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায়। وَلَا تَجَسَّسُوْا অর্থাৎ তোমরা একে

অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না। তাজাস্সুস সাধারণত মন্দ তথা দোষ খুঁজিয়া বেড়ানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতেই জাসূস্ শব্দটি উৎপন্ন যাহার অর্থ গুপ্তচর। আর تحسس ব্যবহার করা হয় বেশীর ভাগ ভালোর ক্ষেত্রে। যেমন হযরত ইয়াকূব (আ)-এর ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَاتَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ অর্থাৎ হে আমার সন্তানরা! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তাহার ভাইয়ের সন্ধান লইয়া আস। কিন্তু আল্লাহ্র করুণা হইতে নিরাশ হইও না।

আবার কখনো দুটাই মন্দার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ

لاتجسسوا لاتحسسواولاتباغضوا ولاتدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ـ

অর্থাৎ গুপ্তচর বৃত্তি করিও না একে অপরের দোষ তালাশ করিও না, পরস্পর বিদ্বেষ রাখিও না, সম্পর্ক ছিন্ন করিও না এবং পরস্পর ভাই ভাই হইয়া থাক। এই হাদীসে تَجَسُّسُ -কে মন্দার্থে ব্যবহৃত করা হইয়াছে।

আওযাবী (র) বলেন اَلتَّجَسُّسُ। অর্থ কোন কিছু সন্ধান করা العسس। অর্থ অন্যের কথার প্রতি কান দেয়া অথচ তাহারা উহা অপছন্দ করে কিংবা দরবারের আড়ালে দাঁড়াইয়া অন্যের গোপন কথা শোনা আর التدابر। অর্থ একের সহিত অপরের কথোপকথন বর্জন করা। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلَايَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا 'আর তোমাদের কেহ যেন অন্যের গীবত না করে।' এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা গীবত করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। মহানবী (সা) ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যেমন ঃ

আবূ দাউদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, বলা হইল, হে আল্লাহ্র রাসূল? গীবত কাহাকে বলে? তিনি বলিলেন ঃ তোমার ভাই সম্বন্ধে তোমার এমন আলোচনা করা যাহা সে অপছন্দ করে। প্রশ্ন করা হইল, আমি যাহা বলিব যদি তাহা আমার ভাইয়ের মধ্যে বর্তমান থাকে তবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'তুমি যাহা বলিবে যদি তাহা তাহার মধ্যে বর্তমান থাকে তবেই তুমি তাহার গীবত করিলে। আর যদি না থাকে তাহলে তাহা হইবে অপবাদ।' ইমাম তিরমিযী (র) কুতায়বা ও দারাওরদী (র) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাসান সহীহ্ বলিয়া রায় দিয়াছেন। আর ইব্ন জারীর (র) আলী (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইব্ন উমর (রা), মাসরূক, কাতাদা, আবূ ইসহাক ও মুআবিয়া ইব্ন কুররা (র) গীবতের এই ব্যাখ্যাই দিয়াছেন।

আবূ দাউদ (র).... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আয়িশা (রা) বলেন, আমি এক দিন নবী করীম (সা)-কে বলিলাম, আপনার কাছে তো সফিয়্যার এমন

এমন দোষ যথেষ্ট! অর্থাৎ সফিয়্যা বেঁটে হওয়ার প্রতি ইংগিত করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তুমি এমন একটি কথা বলিয়াছ যাহাকে সমুদ্রের পানির সহিত মেশানো হইলে মিশিয়া যাইত।"

ইমাম তিরমিযী (র).... আয়িশা (রা) হইতে এ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাদীসটি হাসান সহীহ্ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) হাস্সান ইব্ন মুখারিক (র) হইতে বর্ণনা করেন। হাস্সান ইবনে মুখারিক (র) বলেন, জনৈকা মহিলা একদিন হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট আসে। আলোচনা শেষে উঠিয়া রওয়ানা করিলে আয়িশা (রা)-এর হাত দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ইংগিত করিলেন অর্থাৎ বুঝাইতে চাহিলেন যে, মহিলাটি খাটাকৃতির। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'তুমি তাহার গীবত করিলে।'

গীবত সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। ইহাতে কাহারো কোন দ্বিমত নাই। তবে বৃহৎ স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে প্রয়োজন অনুপাতে গীবত করার অনুমতি রহিয়াছে। যেমন হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের চরিত্র পর্যালোচনা ও দোষ-গুণ আলোচনা এবং উপদেশ প্রদান করা। যেমন জনৈক পাপাচারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাইলে তিনি বলিলেন, তাহাকে আসিতে দাও। এই সমাজপতি লোকটি বড়ই খারাপ।

অন্য হাদীসে আছে যে, মুআবিয়া ও আবুল জাহ্ম (র) ফাতিমা বিনতে কায়স (রা)-কে বিবাহের প্রস্তাব দিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফাতিমাকে বলিলেন, 'মুআবিয়া তো কপর্দকহীন। আর আবুল জাহ্ম সে তো কাঁধ হতে লাঠি নামায় না।'

আর এই হারামও অত্যন্ত কঠোর ও ভয়াবহ। আল্লাহ্ তা'আলা গীবত করাকে মৃত মানুষের গোশ্ত ভক্ষণ করার সহিত তুলনা করিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন : أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ 'তোমাদের মধ্যে কি কেহ তাহার মৃত ভ্রাতার গোশ্ত ভক্ষণ করিত চাহিবে?' অর্থাৎ মরা মানুষের গোশ্ত খাওয়াকে স্বভাবত যেমন তোমরা অপছন্দ কর, তেমনি শরীয়াতের বিধান হিসাবে গীবত করাকেও অপছন্দ কর। কারণ ইহার পরিণাম ও শাস্তি উহার তুলনায় কঠোর ও ভয়াবহ। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মনে গীবত সম্পর্কে ঘৃণা সৃষ্টি এবং সাবধানতা অবলম্বনের নিমিত্ত ইহা বলিয়াছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দান করিয়া আবার ফেরত নেয়ার ব্যাপারে বলিয়াছেন, 'যে এমন করে সে ঐ কুকুরের ন্যায় যে বমি করিয়া পুনরায় উহা খাইয়া ফেলে।

একাধিক সূত্রে সিহাহ্, হিসান ও মাসানীদ গ্রন্থের বহু হাদীসে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলিয়াছেন, তোমাদের এই শহর মক্কা নগরীতে, এই হজ্জের মাসে এই দিনটির মর্যাদার ন্যায় তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান মর্যাদা সম্পন্ন বস্তু; তার ক্ষতিসাধন হারাম।

ইমাম আবূ দাউদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মুসলমানের উপর মুসলমানের সম্পদ নষ্ট করা, মানহানী করা ও প্রাণের ক্ষতি করা হারাম। একজন মানুষের নিকৃষ্ট হওয়ার জন্য তাহার মুসলমান ভাইয়ের তাচ্ছিল্য করাই যথেষ্ট।

উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).... আবূ বুরদাহ বালবী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ হে ঐ সব লোক! যাহারা মুখে ঈমান আনিয়াছ; কিন্তু ঈমান অন্তরে প্রবেশ করে নাই, তোমরা মুসলমানের গীবত করিও না, তাহাদের গোপন দোষ খুঁজিয়া বেড়াইও না। কারণ যে মুসলমানের গোপন দোষ খুঁজিয়া বেড়ায় আল্লাহ্ তাহার গোপনীয়তা প্রকাশ করিয়া দেন। আর আল্লাহ্ যাহার গোপনীয়তা ফাঁস করেন তাহাকে তিনি তাহারই গৃহে অপদস্ত করিয়া ছাড়েন।

হাকিম আবূ ইয়ালা (র) তাঁহার মসনাদ গ্রন্থে বারা ইব্‌ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমাদের ভাষণ দান করেন। পর্দার আড়াল হইতে মহিলারাও তাহা শুনিতে পান। তিনি বলেন ঃ "হে ঐ সব লোক! যাহারা মুখে ঈমান আনিয়াছ কিন্তু ঈমান অন্তরে প্রবেশ করে নাই, তোমরা মুসলমানের গীবত করিও না এবং তাহাদের চাঁপাদোষ খুজিয়া ফিরিও না। কারণ যে তাহার ভাইয়ের চাপা দোষ খুঁজিয়া ফিরে আল্লাহ্ তাহার অপ্রকাশিত দোষ প্রকাশ করিয়া দেন। আল্লাহ্ যাহার দোষ প্রকাশ করেন, তাহাকে তিনি তাহার ঘরের ভিতরই অপদস্ত করিয়া ছাড়েন।"

আবূ বকর আহমদ ইব্‌ন ইবরাহীম আল ইসমাঈলী (র) ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, 'হে ঐ সকল লোক! যাহারা মুখে ঈমান আনিয়াছ, কিন্তু ঈমান অন্তরে প্রবেশ নাই, তোমরা মুসলমানের গীবত করিও না এবং তাহাদের গোপন দোষ তালাশ করিয়া ফিরিও না। কারণ যে মুসলমান মুসলমানের দোষ খুঁজিয়া বেড়ায় আল্লাহ্ তাহার দোষ প্রকাশ করিয়া দেন। আর আল্লাহ্ যাহার দোষ প্রকাশ করেন ঘরের অভ্যন্তরে হইলেও তিনি তাহাকে লাঞ্ছিত করেন।'

বর্ণিত আছে হযরত ইব্‌ন উমর (রা) একদিন কা'বার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, 'কত মহান তুমি! কত বড় তোমার মর্যাদা! কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট মু'মিনের মর্যাদা তোমা অপেক্ষা অনেক বেশী।'

আবূ দাউদ (র).... মিসওয়ার (র) হইতে বর্ণনা করেন। মিসওয়ার (র) বলেন, নবী (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে প্রতারণা করিয়া এক গ্রাস খাদ্য আহার করিল, আল্লাহ্ তাহাকে জাহান্নামে অনুরূপ এক গ্রাস খাদ্য আহার করাইবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে ধোঁকা দিয়া কাপড় পরিধান করিল, আল্লাহ্ তাহাকে জাহান্নামে অনুরূপ একটি কাপড় পরিধান করাইবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় লোক দেখানোর জন্য কোন কাজ করিবে আল্লাহ্ তাহাকে কিয়ামতে লোক দেখানোর জন্য অনুরূপ করিবেন।

ইব্‌ন মুসাফ্‌ফা (র) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মি'রাজের সময় আমি তামার নখ বিশিষ্ট কিছু লোক দেখিতে পাইলাম যে, তাহারা নিজেরাই নিজেদের মুখে ও বুকে চপেটাঘাত করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, জিবরাঈল! ইহারা কাহারা? বলিলেন, 'ইহারা সেই সব লোক যাহারা মানুষের গোশ্‌ত ভক্ষণ করিত এবং মানুষের মানহানী করিয়া বেড়াইত।' ইমাম আহমদ (র) আবুল মুগীরা আব্দুল কুদ্দূস ইব্‌ন হাজ্জাজ শাম্মী (র) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র).... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মি'রাজ রজনীতে আপনি কি দেখিয়াছিলেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমাকে লইয়া আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এমন কিছু নারী-পুরুষের কাছে লইয়া গেলেন যাহাদের ব্যাপারে কিছু লোক নির্ধারিত করা হইয়াছে, তাহারা ঐ সকল লোকের পাশের গোশ্‌ত জুতার বরাবর কাটিয়া তাহাদের মুখে রাখিয়া বলেন, তোমরা যেরূপ খাইতে, এখন খাও। তাহারা ইহা খাইতে মৃত্যুর ন্যায় কষ্ট পাইবে এবং অপছন্দ করিবে। আমি বলিলাম, তাহারা কাহারা? হে জিবরাঈল! তিনি বলিলেন তাহারা হইল ঐ সকল লোক যাহারা মানুষের দোষ তালাশ করিয়া বেড়াইত, চোগলী করিয়া বেড়াইত। তখন তাহাদেরকে বলা হইবে, তোমাদের কেহ কি মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খাইতে পছন্দ করিতে? তোমরা তো তাহা অপছন্দ কর। সেও গোশ্‌ত খাইতে অপছন্দ করিবে।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) স্বীয় মসনাদে আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদিগকে নির্দেশ দিলেন যেন তাহারা আজ রোযা রাখে এবং আমার অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত ইফতার না করে। আদেশমতে সকলেই রোযা রাখিল। সন্ধ্যা বেলা এক একজন আসিয়া বলিতে লাগিল, আমি আজ রোযা ব্রত কাটাইয়াছি, অনুমতি দিন, ইফতার করি, আর তিনি অনুমতি দিতেন। অবশেষে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার পরিবারের দুই মহিলা আজ রোযা রাখিয়াছে। আপনি অনুমতি দিন তাঁহারা ইফতার করুক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। লোকটি পুনরায় একই কথা বলিলে এইবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তাহারা রোযা রাখে নাই। আচ্ছা যে সারাদিন মানুষের গোশ্‌তই খাইল সে রোযা রাখিল কি করিয়া? সত্যিই যদি তাহারা রোযা রাখিয়া থাকে তাহলে তুমি গিয়া তাহাদিগকে বমন করিতে বল। তাহারা তাহাই করিল। উভয়ে কিছু কিছু জমাট রক্ত বমন করিল। অতঃপর লোকটি আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সংবাদ দিল। তিনি বলিলেন, এই অবস্থাতেই যদি তাহাদের মৃত্যু হইত তাহলে অগ্নি তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিত। এই হাদীসের সনদ দুর্বল এবং মতনও দুর্লভ।

হাফিজ বায়হাকী (র).... রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম উবায়দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবায়দ (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে দুই মহিলা রোযা রাখে। এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের এখানে দুই মহিলা রোযা রাখিয়াছে, এখন তাহারা পিপাসায় মরিয়া যাওয়ার উপক্রম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছুই বলিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। লোকটি পুনরায় বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মহিলা দুইটির মুমূর্ষু অবস্থা! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তাহাদের ডাকিয়া আন। তাহারা আসিলে একটি পাত্র আনিয়া একজনকে বলিলেন, ইহাতে বমি কর। সে আধা পেয়ালা পরিমাণ পূঁজ ও রক্ত বমন করিল। দ্বিতীয়জনকে বলিলেন, তুমিও বমি কর। সে পূঁজ, টাটকা রক্ত ও গোশ্‌ত ইত্যাদি বমন করিয়া পাত্র পুরিয়া ফেলিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইহারা আল্লাহ্ যাহা হালাল করিয়াছেন তাহা হইতে রোযা রাখিয়াছে বটে, কিন্তু যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা দ্বারা ইফতার করিয়াছে। অর্থাৎ দুইজন একত্রে বসিয়া মানুষের গোশত খাইয়াছে।

হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন মায়ায (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন. 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অমুক মহিলার সহিত আমি হারাম কাজে লিপ্ত হইয়াছি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুখ ফিরাইয়া নিলেন। লোকটি চারবার কথাটি বলিবার পর পঞ্চমবারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি যিনা করিয়াছ? বলিল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, জানো, যিনা কাহাকে বলে? বলিল, পুরুষ নিজের স্ত্রীর সহিত বৈধ উপায়ে যাহা করে আমি তাহার সহিত অবৈধভাবে ঠিক তাহাই করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তা এখন তুমি কি চাও? বলিল, চাই, আপনি আমাকে পবিত্র করুন। এইবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আচ্ছা তোমার ঐটা কি তুমি তাহার ওখানে ঢুকাইয়াছ, যেমন সুরমাদানির শিলা সুরমাদানীতে অদৃশ্য হইয়া যায়? বলিল, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বর্ণনাকারী বলেন, এইবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিবার আদেশ দেন। নির্দেশমত তাহাই করা হয়। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুনিতে পাইলেন যে, দুই ব্যক্তির একজন অপরজনকে বলিতেছে, দেখিলে এই লোকটির কাণ্ড! আল্লাহ তাহার দোষ গোপন রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার নফস তাহাকে ছাড়িল না। অবশেষে কুকুরের ন্যায় প্রস্তরাঘাতে প্রাণ হারাইল! অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোথাও রওয়ানা করিতেছেন। পথিমধ্যে একটি মরা গাধা দেখিতে পাইয়া বলিলেন, অমুক অমুক কোথায়? আস, এই মড়া হইতে খাও। তাহারা বলিল, আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহাও কি খাওয়ার জিনিস? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তবে কেন এই একটু আগে তোমরা তোমাদের ভাইয়ের যে দোষচর্চা করিলে তাহা এই মড়া খাওয়া অপেক্ষা জঘন্য। আমি সেই সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাঁহার হাতে আমার জীবন, সে তো এখন জান্নাতের নহরে হাবুডুবু খাইয়া বেড়াইতেছে। এই হাদীসের সনদ সহীহ্।

ইমাম আহমদ (র)... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির (রা) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে ছিলাম। হঠাৎ পঁচা-গলা এক মড়ার উৎকট দুর্গন্ধ নাকে আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা কি জান, ইহা কিসের দুর্গন্ধ? ইহা সেই লোকদের দুর্গন্ধ যাহারা মানুষের গীবত করিয়া বেড়ায়?

আবূ ইব্ন হুমায়দ (র) তাঁহার মসনাদে জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। পথিমধ্যে একটি গলিত মড়ার তীব্র দুর্গন্ধ নাকে আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, মুনাফিকদের একটি দল কতিপয় মুসলমানের গীবত করিয়া ছিল সেই জন্যই এই দুর্গন্ধের আবির্ভাব।

সুদ্দী (র) اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, কেহ কেহ বলেন, সালমান ফারসী (রা) কোন সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুই সাহাবীর সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাহাদের সেবা করিতেন, মাল-পত্র বহন করিতেন ও তাহাদের সহিত পানাহার করিতেন। একদিন সংগীদ্বয় সম্মুখে রওয়ানা করিলেন কিন্তু তিনি গেলেন না, ঘুমাইয়া রহিলেন। মন্যিলে পৌঁছিয়া তাহাকে না পাইয়া অগত্যা তাহারা নিজেরাই তাঁবু ফেলিলেন। অতঃপর বলিলেন, সালমান আসলে উপস্থিত খানা খাইতে আর তৈরি তাঁবুতে থাকিতেই আসিয়াছে। কিছুক্ষণ পর পিছন হইতে তিনি আসিয়া পৌঁছিলে তাহাকে তাহারা কিছু সালন আনার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। একটি পেয়ালা হাতে করিয়া সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার সংগীরা আমাকে পাঠাইয়াছেন আপনার নিকট যদি থাকে একটু সালন দিন। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তোমার সংগীরা সালন দিয়া কি করিবে? তাহারা তো সালন দিয়াই রুটি খাইয়াছে। অগত্যা ফিরিয়া গিয়া সালমান (রা) সংগীদ্বয়কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই উক্তি বিবৃত করেন। শুনিয়া তাঁহারা নিজেরাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন সত্য সত্যই যিনি আপনাকে নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, রওয়ানা হইয়া অবধি আমরা কোন খাদ্যই তো চোখে দেখিলাম না। (আর আপনি কিনা বলিতেছেন আমরা সালন দিয়াই রুটি খাইয়াছি। ব্যাপার কি বুঝিলাম না।) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, সালমান সম্পর্কে তোমরা যে উক্তি করিয়াছিলে, উহাই তাহার গোশ্ত দ্বারা সালন পাকাইয়া তদ্বারা রুটি খাওয়ার নামান্তর। বর্ণনাকারী বলেন, এ প্রসংগে اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ আয়াতটি নাযিল হয়।

হাফিজ যিয়া আল মাকদিসী (র) আল মুখতারে আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আরবের লোকদের মধ্যে সফর-ভ্রমণে একে অপরের সেবা করিবার নিয়ম ছিল। কোন এক সফরে আবূ বকর ও উমর

(রা)-এর সংগে জনৈক ব্যক্তি ছিল, সে তাঁহাদের সেবা করিত। একদিন তাহারা দু'জন ঘুমাইয়া পড়েন। সজাগ হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, খাদিম লোকটি তাঁহাদের খানা প্রস্তুত করে নাই। বলিলেন, ও বেটা! বড়ই ঘুম কাতর। অতঃপর তাহাকে জাগাইয়া বলিলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যাও। গিয়া বল, আবূ বকর ও উমর আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন এবং আপনার নিকট একটু সালন চাহিয়াছেন। লোকটি আসিয়া তাহাদের আর্জি পেশ করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তাঁহারা তো সালন দ্বারাই রুটি খাইয়াছে! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই দুর্বোধ্য উক্তি শুনিতে পাইয়া তাহারা নিজেরাই দরবারে রেসালাতে আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল? আমরা কি দ্বারা সালন পাকাইলাম? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ 'তোমাদের ভাইয়ের গোশ্‌ত দ্বারা। শপথ সেই সত্তার যাঁহার হাতে আমার জীবন! তোমাদের দাঁতে এখনও আমি তাহার গোশ্‌ত দেখিতে পাইতেছি।' শুনিয়া আবূ বকর ও উমর (রা) বলিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেনঃ আমি কেন ওকে (যাহার গীবত করিয়াছ, তাহার) তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বল।

হাফিজ আবূ ইয়ালা .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেনঃ দুনিয়াতে যে নিজ ভাইয়ের গোশ্‌ত ভক্ষণ করে, আখিরাতে তাহার নিকট উহার গোশ্‌ত আনিয়া বলা হইবে, ইহাকে এখন মৃত অবস্থায় ভক্ষণ কর, যেমন জীবিত অবস্থায় ভক্ষণ করিয়াছিলে। অগত্যা সে উহা ভক্ষণ করিবে এবং তাঁহার মুখ পাংশু হইয়া যাইবে ও চিৎকার করিতে থাকিবে। এ হাদীসটি বড়ই দুর্লভ (গরীব)।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের যাহা করিতে আদেশ ও যাহা নিষেধ করেন, তাহাতে তাহাকে ভয় করিয়া তাঁহার আদেশ-নিষেধ মানিয়া চল।

اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ যে তাওবা করিয়া আল্লাহ্‌র প্রতি ধাবিত হয়, তিনি তাহার তাওবা কবূল করেন এবং যে তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁহার উপর নির্ভরশীল হয়, তাহার প্রতি তিনি পরম দয়ালু।

জমহুর আলিমগণ বলেন, গীবতকারীর তাওবা করার নিয়ম হইল, প্রথমত গীবত করা ছাড়িয়া দিবে। অতঃপর পুনরায় উহা না করার দৃঢ় সংকল্প করিবে। তবে অতীত অপারাধের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং কৃত গীবতের প্রতিবিধান করা শর্ত কিনা তাহাতে মতভেদ রহিয়াছে। একদল আলিম বলেন, প্রতিবিধান শর্ত নয়। কারণ যাহার অগোচরে তাহার দোষচর্চা করা হইয়াছে তাহাকে ব্যাপারটি জানাইতে গেলে সে ততোধিক ব্যথিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং প্রতিবিধানের জন্য না জানাইয়া এবং যে সব মজলিসে তাহার দোষচর্চা করা হইয়াছিল, সে সব মজলিসে তাহার গুণ বর্ণনা

করিতে শুরু করিবে এবং অন্য কাউকে তাহার সম্পর্কে গীবত করিতে দেখিলে যথাসম্ভব প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিবে। ইহাই হইবে সত্যিকার প্রতিবিধান।

ইমাম আবূ দাউদ (র).... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ও আবূ তালহা ইব্ন সাহল আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ও আবূ তালহা ইব্ন সাহল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ কোন মুসলমানকে অপমান করিলে আল্লাহ্ তাহাকে এমন সব স্থানে লাঞ্ছিত করিবেন, যেখানে সে তাঁহার রহমত কামনা করেন। আর যে কোন মুসলমানকে সাহায্য করিয়া সম্ভাব্য অপমান হইতে তাহাকে রক্ষা করে। আল্লাহ্ তাহাকে এমন সব ক্ষেত্রে সাহায্য করিবেন, যেখানে সে তাঁহার সাহায্য কামনা করে। ইমাম আবূ দাউদ (র) একই সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(١٣) يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

১৩. হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদিগের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।

তাফসীর ঃ মানব জাতির অবগতির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, তিনি তাহাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রথমে সেই ব্যক্তিটিকেই সৃষ্টি করিয়া তাঁহার থেকে তাঁহার সহধর্মিণীকে সৃষ্টি করেন। তাঁহারা হইলেন, আদম ও হাওয়া (আ)। অতঃপর তাঁহাদিগকে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেন। شُعُوْبٌ শব্দটি قبائل অপেক্ষা ব্যাপক। قبائل এরপর আরো কয়েকটি স্তর আছে। যেমন ঃ فصائل - عشائر - عمائر ও افخاذ ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন, شعوب দ্বারা উদ্দেশ্য আরবের বাহিরের ছোট ছোট গোত্র আর قبائل দ্বারা উদ্দেশ্য আরবের ছোট ছোট গোত্র। যেমন ঃ বনী ইসরাঈল গোত্রসমূহকে اسباط বলা হয়। আবূ উমর ইব্ন আব্দুল আযীয (র)-এর 'আল-আশবাহ এবং আল কাসদু ওয়াল উমাম ফী মা'রিফাতে আনসাবিল আরব ওয়াল আজম' নামক গ্রন্থ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমি স্বতন্ত্র একটি মুকাদ্দমায় এ বিষয়ে আলোকপাত করিয়াছি।

মোটকথা, আদম (আ)-এর বংশধর হিসাবে সব মানুষই সমান। মর্যাদার তারতম্য কেবল দীন তথা আল্লাহ্র আনুগত্য ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর অনুসরণ-অনুকরণের ভিত্তিতেই নির্ণিত হইয়া থাকে। এ ব্যাপারে যে যে পর্যায়ের, তাহার মর্যাদাও ঠিক সেই মানের। ঠিক একারণেই আল্লাহ্ তা'আলা গীবত ও একে অপরকে তাচ্ছিল্য কর নিষেধ করিয়া দেওয়ার পরই মানুষ হিসাবে সকলে সমান সমান হওয়ার কথাটি স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন ঃ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ الخ অর্থাৎ হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ ও এক নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও নানা গোত্রে। যাহাতে তোমরা একে অপরকে চিনিতে পার।

لِتَعَارَفُوْا অর্থ ليحصل التعارف بينهم كل يرجع الى قبيلته অর্থাৎ একে অপরের পরিচয় লাভ করিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ গোত্রে ফিরিয়া যাইতে পার। মুজাহিদ (র) বলেন, لتعارفوا অর্থাৎ যেমন বলা হয়, অমুকের পুত্র অমুক, অমুক কিংবা অমুক গোত্রের লোক।

আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা তোমাদের বংশ সূত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কর যদ্দারা তোমরা আত্মীয়তা বজায় রাখিতে পারিবে। কারণ আত্মীয়তা বজায় রাখিলে পরিবার-পরিজনে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ে।

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট মান-মর্যাদার মাপকাঠি তাকওয়া— বংশ নয়। এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বহু হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম বুখারী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন? সাহাবাগণ বলিলেন, আমরা অবশ্য আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছি না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আল্লাহ্র নবী ইউসুফ (আ) সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ্র এক নবীর পুত্র। তিনিও আল্লাহ্র এক নবীর পুত্র, তিনিও আল্লাহ্র খলীলের পুত্র। প্রশ্নকারীরা বলিল, আমাদের প্রশ্ন এই ব্যাপারেও নহে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তবে কি তোমরা আমাকে আরব জাতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছ? তাহারা বলিল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, জাহিলিয়াতের সেরা ব্যক্তিগণ ইসলামেও সেরা ব্যক্তিরূপে বিবেচিত। যদি তাঁহারা দীনের সম্যক জ্ঞান লাভ করে।

ইমাম মুসলিম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের বাহ্য আকার-আকৃতি ও অর্থ-সম্পদের প্রতি তাকান না। তাকান তোমাদিগের হৃদয় ও আমলের প্রতি।

ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ (র) আহমদ ইব্‌ন সিনান (র) সূত্রে কাসীর ইব্‌ন হিশাম (র)-এর হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী (র) .... হাবীব ইব্‌ন খিরাশ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হাবীব ইব্‌ন খিরাশ (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, 'মুসলমানগণ পরস্পর ভাই-ভাই। তাকওয়া ছাড়া অন্য কিছুতে একের উপর অন্যের কোন রকম শ্রেষ্ঠত্ব নাই।'

আবূ বকর বায্যার (র) .... হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলিয়াছেন, 'তোমরা সবাই আদমের বংশধর। আদম মাটির তৈরী। তোমরা পূর্ব পুরুষের দ্বারা ফখর করিবে না; অন্যথায় মলের কীট হইতেও আল্লাহ্‌র নিকট ঘৃণ্য হইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌নে উমর (রা) বলেন, নবী (সা) মক্কা বিজয়ের দিন এক পর্যায়ে তাহার কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর উপর থাকিয়া ভাষণ প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'আলার যথাযথ গুণ বর্ণনা করিয়া তিনি বলিলেন, 'লোক সকল! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের হইতে জাহেলিয়াতের দোষ-ত্রুটি ও বংশ গৌরবের প্রবণতা দূর করিয়া দিয়াছেন। এখন মানুষ কেবলমাত্র দুইভাগে বিভক্ত। কেহ সৎকর্ম পরায়ণ মুত্তাকী ও আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদাসম্পন্ন। আর কেহ অসৎকর্ম পরায়ণ, হতভাগা ও আল্লাহর নিকট হীণ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ الخ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এই আমার বক্তব্য। সবশেষে আমি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আমার নিজের ও তোমাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।' আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) আবূ আসিম যাহ্হাক, মুখাল্লাদ ও মূসা ইব্‌ন উবায়দা (র)-এর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... উকবা ইব্‌ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উকবা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেনঃ 'তোমাদিগের এই বংশ পরিচয় অন্যের উপর মর্যাদার প্রমাণ নহে। তোমরা সকলেই আদম সন্তান। সকলেই সমানে সমান। দীন ও তাকওয়া ব্যতীত একের উপর অন্যের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। অর্বাচীন আখ্যা পাওয়ার জন্য একজন লোক কৃপণ অশালীন হওয়াই যথেষ্ট।' ইব্‌ন জারীর (র) ইব্‌ন লাহীয়ার সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার শব্দ হইল, আদম ও হাওয়ার সন্তান হিসাবে সব মানুষ সমানে সমান। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন না। যে যত বড় মুত্তাকী, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সে তত বড় মর্যাদা সম্পন্ন।

ইমাম আহমদ (র) .... দুররাহ (রা) বিনতে আবূ লাহাব হইতে বর্ণনা করেন। দুররাহ (রা) বলেন, একদিনের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরে বসিয়া আছেন।

ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! উত্তম লোক কে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'মানুষের মধ্যে দীনী জ্ঞান-বিজ্ঞানে, তাকওয়া-পরহেযগারীতে, সৎকাজের আদেশ দান ও অন্যায় কাজে বাধা প্রদানে এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখায় যে সকলের সেরা সে-ই সেরা মানুষ।'

ইমাম আহমদ (র).... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, 'মহানবী (সা)-এর দুনিয়ার কোন বস্তুর প্রতি আকর্ষণ ছিল না এবং মুত্তাকী ব্যতীত কোন ব্যক্তির তাঁহার কাছে বিশেষত্ব ছিল না।'

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সব কিছু জানেন এবং সমস্ত কিছুর খবর রাখেন। ঠিক সেই হিসাবেই যাহাকে ইচ্ছা তিনি হিদায়াত দান করেন, যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন, যাহাকে ইচ্ছা তিনি অনুগ্রহ করেন, যাহাকে যাহার উপর ইচ্ছা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। এই সব বিষয়ে তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী ও সবিশেষ সচেতন।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের ভিত্তিতে কোন কোন আলিম বলেন, বিবাহে কুফূ তথা সম্পদ ও বংশ ও রূপ সৌন্দর্যে সমতা রক্ষা করা শর্ত নয়। শর্ত একমাত্র দীন। কারণ আল্লাহ্‌র নিকট তাকওয়াই মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি। পক্ষান্তরে অন্যরা ভিন্ন দলীলের ভিত্তিতে কাফাআত শর্ত সাব্যস্ত করেন। ফিক্‌হের কিতাবসমূহে এ ব্যাপারে আলোচনা রহিয়াছে। কিতাবুল আহকামে আমি নিজেও এ বিষয়ে আলোকপাত করিয়াছি।

তাবারানী (র).... আব্দুর রহমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বনী হাশিমের এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সর্বাপেক্ষা আপন লোক। শুনিয়া আরেক ব্যক্তি বলিল, তোমার অপেক্ষা আমি রাসূলের বেশী আপন। তোমার তো তাঁহার সহিত বংশ সম্পর্ক রহিয়াছে।

(١٤) قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ۭ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۭ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(١٥) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝

(١٦) قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ، وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

(١٧) يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ، قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ ، بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(١٨) اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ، وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

১৪. আরব মরুবাসিগণ বলে, 'আমরা ঈমান আনিলাম'; বল, "তোমরা ঈমান আন নাই, বরং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ করিয়াছি। কারণ ঈমান এখনো তোমাদিগের অন্তরে প্রবেশ করে নাই। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর তোমাদিগের কর্মফল সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হইবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

১৫. তাহারাই মু'মিন, যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিবার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে তাহারাই সত্যনিষ্ঠ।

১৬. বল, 'তোমরা কি তোমাদিগের দীন সম্পর্কে আল্লাহ্কে অবহিত করিতেছ? অথচ আল্লাহ্ জানেন যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।'

১৭. উহারা আত্মসমর্পণ করিয়া তোমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করে। বল, 'তোমাদিগের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করিও না। বরং আল্লাহ্ই ঈমানের দিকে পরিচালিত করিয়া তোমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

১৮. আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা দেখেন।

তাফসীর ঃ যেসব আরব মরুবাসী সবেমাত্র ইসলামে প্রবেশ করিয়া নিজেদের জন্য ঈমানের দাবী করিয়াছিল, অথচ তখনও ঈমান তাহাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয় নাই,

তাহাদিগের সমালোচনা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ قَالَتِ الْأَعْرَابُ اٰمَنَّا الخ অর্থাৎ আরব মরুবাসীরা বলিয়াছিল, আমরা ঈমান আনিয়াছি। বলুন, তোমরা ঈমান আন নাই, বরং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ করিয়াছি। কারণ ঈমান এখনো তোমাদিগের অন্তরে প্রবেশ করে নাই।

একদল আলিম এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঈমান ইসলাম অপেক্ষা সীমিত। ইহাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব। হাদীসে জিবরীলও এ দাবীর পক্ষে সমর্থন করে যে, তাহাতে প্রথমে ইসলাম, অতঃপর ঈমান, তাহার পর ইহসান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইয়াছে।

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম সর্বাপেক্ষা ব্যাপক, ঈমান তদপেক্ষা সীমিত এবং ইহসান আরো সীমিত।

ইমাম আহমদ (র) .... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, একদিন আমি নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। দেখিলাম যে, তিনি কতিপয় লোককে দান করিলেন, কিন্তু উহাদেরই মধ্য হইতে একজনকে কিছুই দিলেন না। দেখিয়া আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি অমুক ব্যক্তিকে কিছুই দিলেন না, অথচ সে একজন মু'মিন লোক! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, মু'মিন না বলিয়া বরং মুসলিম বল। সা'দ (রা) এই কথাটি তিনবার বলিলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিবারই বলিলেন, মু'মিন না বলিয়া বরং মুসলিম বল। অতঃপর নবী (সা) বলিলেন, অনেক সময় আমি আমার অধিক প্রিয় ব্যক্তিকে না দিয়া অন্যদের দান করি শুধু এই আশংকায় যে, (দুর্বল ঈমানের কারণে অভাবে পড়িয়া) পাছে তাহারা জাহান্নামের উপযুক্ত হইয়া পড়ে।

এই হাদীসে মহানবী (সা) মু'মিন ও মুসলিমের মাঝে পার্থক্য করিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ঈমান ইসলাম অপেক্ষা সীমিত। বুখারীর কিতাবুল ঈমানের ব্যাখ্যার শুরুতে আমি এ বিষয়ে প্রমাণাদিসহ বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

ইহাতে আরো প্রমাণিত হয় যে, উক্ত লোকটি মুসলমান ছিল, মুনাফিক নয়। কারণ নবী করীম (সা) তাহাকে দান করা হইতে বিরত থাকেন ঠিক, কিন্তু মুসলমান বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন। ইহাতে আরো প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আয়াতে উল্লিখিত আরব বেদুঈনরা মুনাফিক ছিল না বরং মুসলমানই ছিল, কিন্তু ঈমান তাহাদের অন্তরে তখনও বদ্ধমূল হইয়া সারে নাই। তবে সমস্যা ছিল এই যে, নিজেদের জন্য তাহারা এমন অবস্থান ও মর্যাদার দাবীদার ছিল, যাহা এখনও লাভ করিতে পারিয়াছিল না। তাই এই ব্যাপারে তাহাদিগকে সংশোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ ব্যাখ্যা ইব্ন আব্বাস (রা), ইবরাহীম নাখয়ী, কাতাদা, ইব্ন জারীর (র)-ও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারীর মতে লোকগুলি আসলে মুনাফিক ছিল। কিন্তু মুখে মুখে ঈমান প্রকাশ করিত।

মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও ইব্ন যায়েদ (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا -এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল, 'আমরা ঈমান আনিলাম' না বলিয়া বরং তোমরা আসল কথাটিই বল যে, হত্যা বন্দীর ভয়ে আমরা আত্মসমর্পণ করিলাম।

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতটি বনূ আসাদ ইব্ন খুযায়মা সম্পর্কে নাযিল হয়। কাতাদা (র) বলেন, আয়াতটি এমন একদল লোক সম্পর্কে নাযিল হয়, ঈমান আনিয়া রাসূল (সা)-কে ধন্য করিয়াছে বলিয়া ভাবিয়াছিল। তবে সঠিক প্রথমটি। অর্থাৎ আয়াতটি এমন একদল লোক সম্পর্কে নাযিল হয় যাহারা নিজেদের জন্য ঈমানের স্তর দাবী করিয়াছিল।

অর্থাৎ তাহারা সেই স্তরের লোক ছিল না। যদি তাহারা মুনাফিকই হইত তাহা হইলে, এইখানে তাহাদের সম্পর্কে অপমানজনক শব্দই ব্যবহার করা হইত। অথচ, তাহা করা হয় নাই বরং ইহাদিগের সংশোধনের নিমিত্ত বলা হইয়াছে, قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا الخ। অর্থাৎ বল, তোমরা ঈমান আন নাই, বরং তোমরা বল, আমরা মুসলমান হইয়াছি। ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই। অর্থাৎ এখনও তোমরা ঈমানের হাকীকতের নাগাল পাও নাই।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَايَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর, তাহা হইলে তোমাদিগের কর্মফল বিন্দুমাত্র কমানো হইবে না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন : مَا اَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْئٍ অর্থাৎ আমি তাহাদের কর্মফল বিন্দুমাত্র লাঘব করি নাই। اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ যাবতীয় অপকর্ম ও নাফরমানী ত্যাগ করিয়া যে তাওবা করিয়া আল্লাহ্মুখী হয়, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন ও অনুগ্রহ করেন। اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الخ অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ও প্রকৃত ঈমানদার তাহারা যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনার পর আর সন্দেহ পোষণ করে না ও টলমল করে না বরং সব সময় একই অবস্থা তথা খাঁটি বিশ্বাসের উপর অটল হইয়া থাকে। আর নিজেদের সর্বশক্তি ও উত্তম সম্পদ আল্লাহ্র আনুগত্যে ব্যয় করে। ঈমানের দাবীতে ইহারাই প্রকৃত সত্যবাদী। পক্ষান্তরে ঐ সব লোক প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার নহে ঈমান যাহাদের মুখ অতিক্রম করিয়া হৃদয়ে পৌঁছে না।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, মু'মিনরা দুনিয়াতে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী তাহারা যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনিয়া পরে আর সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ

করে। দ্বিতীয় শ্রেণী, মানুষ যাহাদের মাল ও জানের ভরসা রাখে। তৃতীয় শ্রেণী, যাহাদের মনে কোন লোভ আসিলে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়া তাহা বর্জন করে। قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ الخ অর্থাৎ বল, তোমরা কি তোমাদিগের দীন সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে অবহিত করিতেছ? অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহ্‌কে তোমাদিগের মনের খবর জানাইতেছ? আল্লাহ্ তো আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। আকাশ ও পৃথিবীর ছোট বড় একটি বিন্দুও তাঁহার অগোচর নয়। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ الخ অর্থাৎ যে সব আরব মরুবাসী মুসলমান হইয়া রাসূলের আনুগত্য ও সাহায্য করিয়া তাহাকে ধন্য করিয়াছে বলিয়া মনে করে তাহাদিগের প্রতিবাদে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, 'হে রাসূল! আপনি পরিষ্কার বলিয়া দিন যে, তোমাদের ইসলাম গ্রহণ আমাকে ধন্য করিয়াছে বলিয়া তোমরা মনে করিও না। ইহাতে যদি বিন্দুমাত্র উপকার হয়, তাহাতো তোমাদেরই হইবে। বরং ইসলাম গ্রহণ করিতে পারিয়াছ, ইহা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অসীম মেহেরবানী।

بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ الخ অর্থাৎ ঈমানের পথ দেখাইয়া আল্লাহ্‌ই বরং তোমাদের ধন্য করিয়াছেন, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও। যেমন হুনায়নের দিন মহানবী (সা) আনসারদের বলিয়াছিলেন, 'হে আনসার সম্প্রদায়! ব্যাপার কি এমন নয় যে, আমি তোমাদিগকে পথহারা পাইয়াছি আর আমার মাধ্যমে আল্লাহ্ তোমাদের হিদায়াত দিয়াছেন? তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিলে আর আমার মাধ্যমে তোমাদিগের মাঝে প্রীতি সঞ্চার করিয়াছেন? এবং তোমরা ছিলে নিঃস্ব-অসহায় অতঃপর আমার উসিলায় তোমাদিগকে সহায় দিয়াছেন?' বলাবাহুল্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখনই কোন কথা বলিতেন উত্তরে সাহাবাগণ বলিতেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন।

হাকিম আবূ বকর বায্যার (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, বনূ আসাদের বেশ কিছু লোক একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা মুসলমান হইয়াছি, আরবরা আপনার সহিত লড়াই করিয়াছে কিন্তু আমরা তাহা করি নাই। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, দীন সম্পর্কে ইহাদের জ্ঞান সামান্য। শয়তান ইহাদের মুখের উপর চলাচল করে। এই প্রসংগে يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ الخ আয়াতটি নাযিল হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা গোটা সৃষ্টিজগত সম্পর্কে তাহার জ্ঞান এবং সমগ্র সৃষ্টির যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে নিজের অবগতির কথা পুনর্ব্যক্ত করিয়া বলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ الخ অর্থাৎ আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন।

সূরা ক্বাফ

৪৫ আয়াত, ৩ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

কুরআনের যে কয়টি সূরাকে মুফাস্‌সাল নামে অভিহিত করা হয়, বিশুদ্ধ মতে সূরা ক্বাফ তাহার প্রথম সূরা। কেহ কেহ বলেন, মুফাস্‌সালের প্রথম সূরা হইল সূরা হুজুরাত। সূরা নাবা থেকে মুফাস্‌সালের আরম্ভ হওয়ার ব্যাপারে সর্বসাধারণ্যে যে অভিমত শোনা যায় তাঁহার কোন ভিত্তি নাই। আমাদের জানা মতে, নির্ভরযোগ্য কোন আলেম এ মত পোষণ করেন নাই। ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থের تَحْزِيْبُ الْقُرْاٰنِ নামক অধ্যায়ে যে বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন উহা আলোচ্য সূরাটি মুফাসসালের প্রথম সূরা হওয়ার প্রমাণ। বর্ণনাটি নিম্নরূপ ঃ

ইমাম আবূ দাউদ (র) ...... আউস ইব্‌ন হুযাইফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হই। তখন দলের সহযোগীরা মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)-এর নিকট অবতরণ করে এবং বনু খালিককে নবী করীম (সা) তাঁহার একটি কোব্বায় স্থান দেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতি রাতে ইশার সালাতের পর আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমাদের সাথে আলাপ করিতেন। এমনকি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকার কারণে তাঁহার পা পরিবর্তন করিতে হইত। তিনি কিছুক্ষণ এক পায়ের উপর আবার অন্য পায়ের উপর দাঁড়াইয়া কথা বলিতেন। তিনি আপন সম্প্রদায় কুরাইশ কর্তৃক যে নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন সাধারণত সে কাহিনীই বর্ণনা করিয়া শুনাইতেন। অতঃপর তিনি বলিতেন, "আমি দুঃখিত হইব না? মক্কায় আমরা দুর্বল ও প্রতিপত্তিহীন ছিলাম। কিন্তু হিজরত করিয়া মদীনায় আসিবার পর এখন বালতির ন্যায় যুদ্ধ আমাদের ও তাহাদের মাঝে হস্তান্তরিত হইতেছে। কখনও আমরা তাহাদের উপর জয়লাভ করি, তাহারা হয় পরাজিত আর কখনো বা তাহারা আমাদের উপর বিজয়ী হয়।"

এইভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর একরাতে তিনি আমাদের নিকট আসিতে পূর্বের নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বিলম্ব করেন। আমরা বলিলাম, হুযুর! আজ তো আপনি আমাদের কাছে আসিতে বিলম্ব করিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিলেন, "কুরআনের যে অংশটি আমি প্রতিদিন তিলাওয়াত করি, আজ এখন উহা পাঠ করিলাম। পাঠ আরম্ভ করিবার পর উহা শেষ না করিয়া আসিতে পারিলাম না।" হযরত আউস (রা) বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনারা কুরআন শরীফকে কিভাবে ভাগ করিতেন? উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, প্রথম তিন থেকে যথাক্রমে তিন সূরা এক মঞ্জিল, অতঃপর পাঁচ সূরা এক মঞ্জিল, অতঃপর সাত সূরা এক মঞ্জিল, অতঃপর নয় সূরা এক মঞ্জিল, অতঃপর তের সূরা এক মঞ্জিল এবং মুফাস্সাল-এর সম্পূর্ণটাই এক মঞ্জিল। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) হইতে তিনি আবূ খালিদ আহমার (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) হইতে উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

অতএব মঞ্জিল সম্পর্কে উপরিউক্ত হিসাবে দেখা যায় যে, প্রথম হইতে আটচল্লিশ সূরায় হয় ছয় মঞ্জিল। তৎপরবর্তী সূরাটি হইল সূরা ক্বাফ যেখান হইতে মুফাস্সাল আরম্ভ। হিসাবটি বিস্তারিতভাবে এইরূপ বলা যায় যে, প্রথম মঞ্জিলের তিন সূরা হইল সূরা বাকারা, আলে ইমরান ও নিসা। দ্বিতীয় মঞ্জিলের পাঁচ সূরা যথাক্রমে মায়িদাহ, আনআম, আ'রাফ, আনফাল ও বারাআত। তৃতীয় মঞ্জিলের সাত সূরা যথাক্রমে ইউনুস, হুদ, ইউসুফ, রা'দ; ইবরাহীম, হিজর ও নাহ্ল। চতুর্থ মঞ্জিলের নয়টি সূরা যথাক্রমে সুবহানা (বনী ইসরাঈল), কাহ্ফ, মারয়াম, ত্বাহা, আম্বিয়া, হজ্জ, মু'মিনূন, নূর ও ফুরকান। পঞ্চম মঞ্জিলের এগারটি সূরা যথাক্রমে শু'আরা, নাম্ল, কাসাস, আনকাবূত, রূম, লুক্বমান, আলিফ লাম মীম, আস্সাজদা, আহযাব, সাবা, ফাতির ও ইয়াসীন। ষষ্ঠ মঞ্জিলের তেরটি সূরা যথাক্রমে সাফ্ফাত, সোয়াদ, যুমার, গাফির, হা-মীম আস্সাজ্দা, হা-মীম-আইন-সীন-ক্বাফ, যুখরূফ, দুখান, জাছিয়া, আহক্বাফ, আল কিতাল (মুহাম্মদ) ফাত্হ ও হুজুরাত। ইহার পরবর্তী সূরাটি হইল সূরা ক্বাফ। সাহাবাগণের বক্তব্য অনুযায়ী সেখান হইতে মুফাস্সাল আরম্ভ। ইহা সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হয় যে, কাফ-ই মুফাস্সাল এর প্রথম সূরা। সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য।

ইমাম আহমদ (র) ...... আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আবূ ওয়াকিদ আললাইছী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদের সালাতে কোন্ সূরা পাঠ করিতেন? তিনি বলিলেন, সূরা ক্বাফ ও সূরা ইকতারাবাতিস সা'আত। ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম ইব্ন মাজাহ, ইমাম মালিক (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র)-এর অন্য এক বর্ণনায় আবূ ওয়াকিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। অতঃপর ইমাম মুসলিম উপরোক্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করেন।

ইমাম আহমদ (র).... হারিছার কন্যা উম্মে হিশাম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হিশাম বিনতে হারিছা (রা) বলেন, দীর্ঘ দুই বছর কিংবা এক বছর কয়েক মাস যাবৎ আমরা ও রাসূল (সা) একই চুলা ব্যবহার করিয়াছি। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখ হইতেই সূরা ক্বাফ মুখস্ত করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি প্রতি জুমুআর খোতবা প্রদানের সময় মিম্বরে দাঁড়াইয়া এই সূরাটি পাঠ করিতেন। ইব্ন ইসহাক (র)-এর হাদীস হইতে ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ...... হারিছ ইব্ন নু'মান (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখ হইতে শুনিয়া শুনিয়াই সূরা ক্বাফ মুখস্ত করিয়াছি। তিনি প্রতি জুমুআয় এই সূরাটি পাঠ করিতেন। উম্মে হিশাম (রা) বলেন, আমাদের চুলা এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চুলা একটিই ছিল।

ইমাম মুসলিম, নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) শু'বা (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে কোন বড় সমাবেশে, যেমন ঈদ জুমুআ ইত্যাদিতে সূরা ক্বাফ পাঠ করিতেন। কারণ এই সূরাটিতে সৃষ্টির সূচনা, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম, পুরষ্কার-শাস্তি, উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

(١) قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۝

(٢) بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ۝

(٣) ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ۝

(٤) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ۝

(٥) بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ۝

১. ক্বাফ, শপথ সম্মানিত কুরআনের, তুমি অবশ্যই সতর্ককারী।

২. কিন্তু কাফিররা উহাদিগের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হইতে দেখিয়া বিস্ময়বোধ করে ও বলে, "ইহা তো এক আশ্চর্য ব্যাপার।

৩. "আমাদিগের মৃত্যু হইলে এবং আমরা মৃত্তিকায় পরিণত হইলে, আমরা কি পুনরুত্থিত হইব? সুদূর পরাহত সেই প্রত্যাবর্তন।"

৪. আমি তো জানি মৃত্তিকা ক্ষয় উহাদিগের কতটুকু এবং আমার নিকট আছে রক্ষিত ফলক।

৫. বস্তুত উহাদিগের নিকট সত্য আসিবার পর উহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ফলে উহারা সংশয়ে দোদুল্যমান।

তাফসীর ঃ বিভিন্ন সূরার শুরুতে যে সব হরফে হেজা উল্লেখ করা হইয়াছে ق তন্মধ্য হইতে একটি হরফ। যেমন ص، ن، الم، حم ইত্যাদি। মুজাহিদ (র)সহ অনেকে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা সূরা বাকারার শুরুতে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

কোন কোন পূর্বসূরী মনীষী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাহারা বলিয়াছেন, ق এমন একটি পাহাড়ের নাম যাহা সমগ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। উহাকে জাবালে ক্বাফ নামে অভিহিত করা হয়। সম্ভবত ইহা বনী ইসরাঈলদের মনগড়া কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। কেহ হয়ত এই হিসাবে উহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে সব ইসরাঈলী বর্ণনার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে ইসলামের বক্তব্য নাই উহা বর্ণনা করা জায়েয। আমার মনে হয়, দীনের ব্যাপারে সর্বসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার নিমিত্ত ইসরাঈলী যিন্দীকদের মনগড়া কাহিনী। এযুগেও অসংখ্য বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম ও অসংখ্য মুসলিম মনীষীর বর্তমানে তাহারা ভূয়া হাদীস রচনা করিয়া জনমনে বিভ্রান্তির জাল বিস্তারে ত্রুটি করে নাই। অতএব হাজার-হাজার বছর পূর্বে যখন না ছিল সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা, না ছিল ভাল-মন্দ বিবেচনাকারী পণ্ডিত, যাহারা থাকিত সর্বক্ষণ মদে মত্ত, ঐশী বাণীকে স্বার্থানুযায়ী বিকৃতির কাজে যাহাদের ছিল সিদ্ধহস্ত তাহাদের বর্ণিত কাহিনীকে কতটুকুই বা বিশ্বাস করা যায়?

তবে মহানবী (সা) যে বলিয়াছেন, "বনী ইসরাঈলদের বর্ণনা আলোচনা করায় কোন দোষ নাই।" তাহা সর্বক্ষেত্রে নয় বরং যাহাকে যুক্তিসংগত বলিয়া সাব্যস্ত করা হইবে উহা বর্ণনা করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহা বাস্তব পরিপন্থী, শ্রবণ করা মাত্রই বুদ্ধি যাহাকে অযৌক্তিক ও বাতিল বলিয়া সিদ্ধান্ত দেয়, উহা বর্ণনা করার অনুমতি নাই। আলোচ্য বর্ণনাটি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বিধায় পরিত্যাজ্য। আল্লাহ ভাল জানেন। অনেক পূর্বসুরী ও উত্তরসূরী কুরআন ব্যাখ্যাতা কুরআনের ব্যাখ্যায় আহলে কিতাবদের গ্রন্থ হইতে অনেক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন

তাহাদের এসব ভিত্তিহীন অলীক কাহিনীর মুখাপেক্ষী নয়। ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হাতিম রাজী (র) তো আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এমন একটি অভিনব বর্ণনা নকল করিয়াছেন যাহা সনদের দিক হইতে বিশুদ্ধ নয়। বর্ণনাটি ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীর পিছনে এমন একটি সমুদ্র সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর এই সমুদ্রের পিছনে এমন একটি পাহাড় সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা সমুদ্রটি বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। এই পাহাড়টিকে ক্বাফ নামে পাহাড়টির উপর রাখা হইয়াছে। অতঃপর এই পাহাড়ের পিছনে এই পৃথিবীর সাত গুণ বড় একটি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা পাহাড়টিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর সেই বৃহৎ পৃথিবীর পিছনে একটি সমুদ্র সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা পৃথিবীটিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর উহার পিছনে একটি পাহাড় সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার নাম ক্বাফ। দ্বিতীয় আকাশ উহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। এমনিভাবে সাত পৃথিবী, সাত সমুদ্র, সাত পাহাড় ও সাত আকাশের কথা উল্লেখ করিয়া এই আয়াতটি পাঠ করিলেন। وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةَ এই বর্ণনাটির সূত্রে ইনকেতা অর্থাৎ সূত্র বিচ্ছেদ রহিয়াছে।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ق আল্লাহ তা'আলার একটি নাম বিশেষ। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত যে, উহা الم - طس - حم - ن - ص ইত্যাদির ন্যায় হরফে হেজা।

উল্লেখ্য যে, বর্ণনা দুইটির সাথে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত উপরোক্ত বর্ণনাটির দূরতম কোন সম্পর্কও নাই।

কেহ কেহ বলেন ঃ ق এর অর্থ قُضِىَ الْأَمْرُ وَاللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর শপথ! ফয়সালা করা হইয়াছে। ق হরফটিই অবশিষ্ট শব্দগুলো উহ্য থাকার প্রমাণ। যেমন কবি বলিয়াছেন ঃ قُلْتُ لَهَا قِفِى فَقَالَتْ ق তবে এই ব্যাখ্যাটিতে আপত্তি রহিয়াছে। কারণ, বাক্যের অংশ বিশেষকে তখনই উহ্য রাখা যায় যখন সুস্পষ্ট কোন দলীল থাকে। আলোচ্য আয়াতাংশে ق হরফটি দ্বারা এতগুলো শব্দ উহ্য আছে বলিয়া বুঝা যায় না। وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ (শপথ সম্মানিত কুরআনের!)। অর্থাৎ সম্মানিত সুমহান কুরআনের শপথ! যাহার সম্মুখ হইতে এবং পিছন হইতে মিথ্যা আসিতে পারে না। যাহা প্রশংসিত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ।

আলোচ্য আয়াতাংশের জওয়াবে কসম কি, এই ব্যাপারে উলামাগণের মতবিরোধ রহিয়াছে। কতিপয় নাহু বিশেষজ্ঞ হইতে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন, قَدْ عَلِمْنَا مَاتَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ আয়াতটি জওয়াবে কসম। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি সঠিক বলিয়া মনে হয় না। বস্তুত কসমের পরবর্তী কালামের সারাংশ অর্থাৎ

নবুওয়াত ও পুনরুত্থানের বাস্তবতা প্রমাণিত হওয়াই জওয়াবে কসম। জওয়াবে কসম প্রকাশ্যে উল্লেখ না থাকায় কোন অসুবিধা নাই। কুরআনে এই ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন ঃ ص وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِبَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ অনুরূপভাবে এইখানেও আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, ق وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ بَلْ عَجِبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُوْنَ هٰذَا شَيْئٌ عَجِيْبٌ "সম্মানিত কুরআনের শপথ! কিন্তু কাফিররা উহাদিগের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হইতে দেখিয়া বিস্ময়বোধ করে এবং বলে, উহা এক আশ্চর্য ব্যাপার।"

অর্থাৎ কাফিররা আশ্চর্যবোধ করিতেছে যে, তাহাদের মধ্য হইতে একজন মানুষ কি করিয়া রাসূলরূপে আবির্ভূত হইল।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ অর্থাৎ "মানুষেরা এইজন্য আশ্চর্য হইতেছে যে, আমি তাহাদেরই মধ্য হইতে এক ব্যক্তির নিকট লোকদিগকে সতর্ক করিবার জন্য প্রত্যাদেশ করিয়াছি।" অর্থাৎ ইহা কোন আশ্চর্য বিষয় নয়। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা ফেরেশতাদের থেকে, যাহাকে ইচ্ছা মানবকুল থেকে রাসূল নির্বাচিত করিয়া থাকেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার ব্যাপারে কাফিরদের আশ্চর্যবোধ এবং উহা অসম্ভব জ্ঞান করা প্রসঙ্গে বলিতেছেন ঃ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ بَعِيْدٌ "যখন আমরা মৃত্যুবরণ করিব এবং মৃত্তিকায় পরিণত হইব, তখন আমরা কি পুনরুত্থিত হইব? সুদূর পরাহত সেই প্রত্যাবর্তন।"

অর্থাৎ কাফিররা বলে যে, আমরা যখন মরিয়া যাইব, আমাদের দেহের জোড়াগুলি খুলিয়া পৃথক হইয়া বিচূর্ণ হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইবে তখন আমাদের পুনরায় এই আকৃতিতে রূপান্তরিত হওয়া কি করিয়া সম্ভব হইবে? ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ "সুদূর পরাহত সেই প্রত্যাবর্তন"। অর্থাৎ কাফিরদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করা সম্ভব নয়।

তাহাদের এই বিশ্বাসের প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ "আমি জানি যে, মৃত্তিকা তাহাদের কতটুকু ক্ষয় করে।" অর্থাৎ মৃত্তিকা তাহাদের দেহের কতটুকু ভক্ষণ করে উহা আমার জানা আছে। উপরন্তু তাহাদের ছিন্নভিন্ন অংগগুলি কোথায় কি অবস্থায় রহিয়াছে উহা আমার অবিদিত নয়।

وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيْظٌ "এবং আমার নিকট আছে রক্ষিত ফলক"। অর্থাৎ আমার নিকট এই সবকিছু সংরক্ষণকারী কিতাব রহিয়াছে। ফলকথা, আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। উপরন্তু সমুদয় বিষয়বস্তু কিতাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

قَدْ عَلِمْنَا مَاتَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ -এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়াতের অর্থ–মৃত্তিকা তাহাদের গোশ্ত, চর্ম-হাড্ডি, লোম ইত্যাদির যাহা ভক্ষণ করে আল্লাহ তাহা জানেন।

মুজাহিদ, কাতাদা, যাহ্হাক (র) এবং অন্যান্য ইমামগণও অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের কুফরী, অবাধ্যতা ও সম্ভব বস্তুকে অসম্ভব ভাবার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন ঃ

بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِىْ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ "বস্তুত উহাদিগের নিকট সত্য আসিবার পর উহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ফলে উহারা সংশয়ে দোদুল্যমান।"

অর্থাৎ যে কোন সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সংশয়ে দোদুল্যমান হইয়া থাকে। সে যাহাই বলিবে উহা বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে। مريج অর্থ-বিভিন্ন অস্থির, অস্বীকারকারী ও সংশয়ে নিপতিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اِنَّكُمْ لَفِىْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ। "নিশ্চয় তোমরা বিবাদে লিপ্ত রহিয়াছ। যাহাকে কল্যাণ হইতে বঞ্চিত করা হয়, সে-ই কুরআনের আনুগত্য হইতে বিরত থাকে।"

(٦) اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۝

(٧) وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝

(٨) تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝

(٩) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ۝

(١٠) وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۝

(١١) رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ؕ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ۝

৬. উহারা কি উহাদের ঊর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখে না, আমি কিভাবে উহা নির্মাণ করিয়াছি ও উহাকে সুশোভিত করিয়াছি এবং উহাতে কোন ফাটলও নাই?

৭. আমি বিস্তৃত করিয়াছি ভূমিকে ও তাহাতে স্থাপন করিয়াছি পর্বতমালা এবং উহাতে উদ্‌গত করিয়াছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ।

৮. আল্লাহর অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ।

৯. আকাশ হইতে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি।

১০. ও সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ যাহাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর।

১১. আমার বান্দাদিগের জীবিকাস্বরূপ; বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এইভাবে পুনরুত্থান ঘটিবে।

তাফসীর ঃ কাফিররা যাহার বাস্তবায়নকে অস্বীকার করিয়া আশ্চর্যবোধ করিতেছে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতাবলে তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্যজনক বস্তুর প্রকাশ ঘটাইয়া দেখাইয়াছেন। সেই মহান কুদরতের কথা স্মরণ করাইয়া তিনি বলিতেছেন ঃ اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَالَهَا مِنْ فُرُوْجٍ অর্থাৎ "কাফিররা কি তাহাদের ঊর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখে না যে, আমি কিভাবে উহা নির্মাণ করিয়াছি এবং বাতি দ্বারা উহা সুসজ্জিত করিয়াছি এবং উহাতে বিন্দুমাত্র ফাটল নাই।"

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন ঃ فُرُوْجٌ অর্থ شُقُوْقٌ অর্থাৎ ফাটল বা ত্রুটি।

কাহারো মতে فُرُوْجٌ অর্থ فُتُوْقٌ অর্থাৎ ছিদ্র।

কেহ বলিয়াছেন ঃ فُرُوْجٌ অর্থ صُدُوْعٌ তবে প্রতি ব্যাখ্যার প্রায় সমার্থবোধক।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا مَاتَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ-

অর্থাৎ "যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখিতে পাইবে না। আবার তাকাইয়া দেখ কোন ত্রুটি পাও কি? অতঃপর তুমি বার বার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হইয়া তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবে।" অর্থাৎ আকাশ সৃষ্টিতে কোন দোষ-ত্রুটি প্রমাণ করা মানুষের সাধ্যাতীত। উহা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত।

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا "এবং আমি বিস্তৃত করিয়াছি ভূমিকে" অর্থাৎ আমি ভূমিকে সম্প্রসারিত করিয়াছি এবং বিছাইয়া দিয়াছি।

وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ "এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছি পর্বতমালা।" অর্থাৎ আমি ভূমিতে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করিয়াছি যেন উহা তাহার অধিবাসীদের লইয়া টলিতে না পারে। কারণ পৃথিবী চতুর্দিক হইতে পানি দ্বারা বেষ্টিত।

وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ অর্থাৎ "আমি পৃথিবীতে উদ্‌গত করিয়াছি যাবতীয় নয়ন প্রীতিকর শস্যরাজি ও ফল-ফলাদি ইত্যকার বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি।" আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ "আমি প্রতিটি বস্তুই জোড়া জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতে পার।"

بَهِيْجٍ শব্দটির অর্থ নয়নাভিরাম, মনোমুগ্ধকর বা যাহা দেখিতে সুন্দর। تَبْصِرَةً وَذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيْبٍ "আল্লাহর অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ।" অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি এবং তন্মধ্যস্ত সমুদয় নিদর্শনাবলী অবলোকন করিবার কথা এইজন্য বলা হইয়াছে, যেন আল্লাহর অনুরাগী যে কোন ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

مُنِيْبٌ এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি বিনয়ী, আল্লাহর ভয়ে ভীত ও আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তনের অনুরাগী।

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا অর্থাৎ "আমি আকাশ হইতে বরকতময় তথা কল্যাণকর পানি বর্ষণ করি।" فَاَنْبَتْنَابِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ অর্থাৎ "অতঃপর আমি আকাশ হইতে বর্ষিত পানি দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের বাগবাগিচা ও এমন শস্যরাজি উৎপন্ন করি যাহা ক্ষেত হইতে কাটিয়া গোলাজাত করিয়া রাখা যায়।" وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ অর্থাৎ "আমি আকাশ হইতে বর্ষিত পানি দ্বারা দীর্ঘকায় খর্জুর বৃক্ষ উৎপন্ন করি।"

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইকরিমা, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী (র) ও অন্যরা বলিয়াছেন, الباسقات অর্থ الطوال অর্থাৎ দীর্ঘকায়। لَهَا طَلْعٌ نَضِيْدٌ "যাহাতে থরে থরে খর্জুর পূর্ণ গুচ্ছ রহিয়াছে।" رِزْقًا لِلْعِبَادِ "সৃষ্টির জীবিকা স্বরূপ" وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَيْتًا "বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে।"

মৃত ভূমি অর্থ যে ভূমি পূর্বে অনুর্বর ছিল। বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার পর উর্বরতা সবুজ শ্যামল ও মনোমুগ্ধকর রূপ লাভ করিয়া নয়নপ্রীতিকর বিভিন্ন ফল-ফুল উৎপন্ন করে, যাহা দর্শকের চোখ কাড়িয়া নেয়। অথচ ইতিপূর্বে ছিল তাহা ঘাস-পাতা, তরুলতাবিহীন অনুর্বর প্রান্তর। মৃত্যু ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর পুনরুত্থানের ব্যাপারটি

ঠিক এমনই হইবে। এইভাবেই আল্লাহ তা'আলা মৃত মানুষগুলিকে জীবিত করিয়া তুলিবেন। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের চোখের সামনে সংঘটিত এই সব নিদর্শনাবলীর তুলনায় কাফিররা যে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে উহা কোনো ব্যাপারই নয়। অতঃপর হে কাফির গোষ্ঠী! তোমাদের কি বোধোদয় হইবে না?

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির চেয়ে আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করা বড় কঠিন কাজ।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলিয়াছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى بَلٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ -

অর্থাৎ "তাহারা কি বুঝে না যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ঐগুলি সৃষ্টি করিয়া তিনি ক্লান্ত হন নাই? তিনি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করিতে সক্ষম? হ্যাঁ তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।"

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ اِنَّ الَّذِىْ اَحْيَاهَا لَمُحْىِ الْمَوْتٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ -

অর্থাৎ "এবং তাহার একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখিতে পাও শুষ্ক, ঊষর। অতঃপর আমি উহাতে বারি বর্ষণ করিলে উহা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়, যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃতের জীবন দানকারী। তিনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

(١٢) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ۝

(١٣) وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ۝

(١٤) وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۭ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ۝

(١٥) اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ۭ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝

১২. উহাদিগের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল নূহের সম্প্রদায়, রাস্‌স ও ছামূদ সম্প্রদায়।

১৩. আদ ফিরআউন ও লূত সম্প্রদায়।

১৪. এবং আয়কার অধিবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়। উহারা সকলেই রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, ফলে উহাদিগের উপর আমার শাস্তি আপতিত হইয়াছে।

১৫. আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, পুনঃ সৃষ্টি বিষয়ে উহারা সন্দেহ পোষণ করিবে!

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা কুরাইশ কাফিরদিগকে এমন আযাবের ভয় দেখাইতেছেন, যাহা তাহাদের সমপর্যায়ের লোকদের উপর ইতিপূর্বে তিনি আযাব নাযিল করিয়াছিলেন। যেমন নূহ সম্প্রদায়। আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে পানিতে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন ও রাস্‌স সম্প্রদায়, সূরা ফুরকানে বিস্তারিতভাবে যাহাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّأَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوْطٍ -

অর্থাৎ "উহাদিগের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল নূহ সম্প্রদায়, রাস্‌স, সামূদ ও আদ সম্প্রদায় এবং ফিরআউন ও লূত সম্প্রদায়।"

وَإِخْوَانُ لُوْطٍ বলিয়া লূত (আ)-এর উম্মত সাদ্দুমবাসীকে বুঝানো হইয়াছে। হযরত লূত (আ)-কে তাহাদিগের নিকট নবীরূপে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইহাদের সকলকে আল্লাহ তা'আলা ইহাদের কুফরী, অবাধ্যতা ও সত্যাদ্রোহীতার কারণে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন।

وَأَصْحٰبُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ (এবং আয়কাবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়) আয়কাবাসী বলিয়া হযরত শু'আইব (আ)-কে বুঝানো হইয়াছে এবং তুব্বা সম্প্রদায় হইল ইয়ামানের অধিবাসী। সূরা দুখানে এই সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হইয়াছে।

كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ "সকলেই রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল।" অর্থাৎ উল্লিখিত সব কয়টি জাতি ও সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। আর একজন রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা প্রকারান্তরে সকল নবীকেই মিথ্যাবাদী বলার নামান্তর। এই হিসাবে তাহারা প্রত্যেকে সমস্ত নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলিয়াছেন ঃ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِيْنَ "নূহ সম্প্রদায় রাসূলদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল অথচ তাহাদের নিকট মাত্র একজন রাসূল আসিয়াছিলেন।" কিন্তু তাহাদের অবস্থাদৃষ্টে বলা যায় যে, তাহাদের নিকট সকল রাসূল আগমন করিলেও তাহারা উহাদিগকে অস্বীকার করিত। فَحَقَّ وَعِيْدِ 'ফলে উহাদিগের নিকট আমার শাস্তি আপতিত হইয়াছিল।'

অর্থাৎ রাসূলদিগকে অস্বীকার করিলে আমি যেই শাস্তি দেওয়ার ভয় দেখাইয়াছিলাম, তাহাদের উপর উহা আপতিত হইয়াছে। অতঃএব তোমরাও সতর্ক হও! যেন তোমাদের উপরও যেন অনুরূপ আযাব আসিয়া না পড়ে। কারণ তোমরাও তাহাদের মত একই অপরাধে অপরাধী।

أَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ অর্থাৎ আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, পুনরায় সৃষ্টি করিবার ব্যাপারে তাহারা সন্দেহে নিপতিত হইবে?

بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ 'বরং তাহারা পুনঃ সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহে রহিয়াছে।' অর্থাৎ প্রথমবার সৃষ্টি করিয়া আমি ক্লান্ত হইয়া পড়ি নাই। আর পুনঃ সৃষ্টি তো তদপেক্ষা সহজ কাজ।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ هُوَ الَّذِيْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ "তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন অতঃপর পুনরায় সৃষ্টি করিবেন আর পুনঃ সৃষ্টি তাঁহার জন্য অধিকতর সহজ।"

আল্লাহ তা'আলা অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন ঃ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْيِى الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ -

"এবং মানুষ আমার জন্য উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া যায়; বলে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করিবে কে, যখন উহা পচিয়া গলিয়া যাইবে? বল, 'উহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবেন তিনিই যিনি ইহা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।"

সহীহ্ হাদীসে আছে যে, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, বনী আদম আমাকে কষ্ট দেয়। সে বলে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। অথচ প্রথমবার সৃষ্টি করা পুনঃ সৃষ্টির চেয়ে সহজ নয়?"

(١٦) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ○

(١٧) اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ○

(١٨) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ○

(১৯) وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ○

(২০) وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ۚ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ○

(২১) وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ○

(২২) لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ○

১৬. আমিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাহা আমি জানি। আমি তাহার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।

১৭. স্মরণ রাখিও, দুই গ্রহণকারী তাহার দক্ষিণে ও বামে বসিয়া তাহার কর্ম লিপিবদ্ধ করে।

১৮. মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তাহা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তাহার নিকটেই রহিয়াছে।

১৯. মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যই আসিবে; ইহা হইতেই তোমরা অব্যাহতি চাহিয়া আসিয়াছ।

২০. আর শিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হইবে, উহাই শাস্তির দিন।

২১. সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হইবে, তাহার সংগে থাকিবে চালক ও তাহার কর্মের সাক্ষী।

২২. তুমি এই দিবস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার সম্মুখ হইতে পর্দা উন্মোচন করিয়াছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, মানুষের উপর তাঁহার ক্ষমতা অপরিসীম। তিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা। মানুষের কোন বিষয়ই তাহার জ্ঞানের আওতার বাহিরে নয়, এমনকি মানুষ তাহার মনের গভীরে ভাল কিংবা মন্দ কোন কল্পনা করিলে আল্লাহ্ তাহাও জানেন।

সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "আমার উম্মতের মনে যে কল্পনা জাগ্রত হয় আল্লাহ তা'আলা উহা ক্ষমা করিয়া দেন, যতক্ষণ না সে উহা মুখে উচ্চারণ করে কিংবা কার্যে পরিণত করে।"

وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ "আমি তাহার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।" অর্থাৎ মানুষের গ্রীবাস্থিত ধমনী তাহার যতটুকু নিকটে আল্লাহর ফেরেশতারা তদপেক্ষা অধিক নিকটে রহিয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এই আয়াত দ্বারা আল্লাহর ইল্ম উদ্দেশ্য। তাহারা এই ব্যাখ্যা এইজন্য করিয়াছেন যেন, হুলূল বা ইত্তেহাদ লাযেম না আসে। কারণ এই দুইটি বস্তু সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ। আল্লাহ ইহা হইতে পূত-পবিত্র। কিন্তু শব্দ দ্বারা এই অর্থ বুঝা যায় না। কারণ আয়াতে أَنَا أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ বলা হয় নাই বলা হইয়াছে, وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ অর্থাৎ আয়াতে আমি বলা হয় নাই বরং আমরা বলা হইয়াছে। অতএব আয়াত দ্বারা আল্লাহ্র ইলম বুঝা যথার্থ নয়।

যেমন মুমূর্ষ ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لاَّتُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ "আমার ফেরেশতাগণ তোমাদের চেয়ে তাহার অধিক নিকটে। কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে দেখ না।"

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ অর্থাৎ "আমার নির্দেশে আমার ফেরেশতাগণ যিকর তথা কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন আর আমিই উহা সংরক্ষণ করিব।"

তদ্রুপ আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ফেরেশতাগণ মানুষের গ্রীবাস্থিত ধমনীর চেয়েও অতি নিকটে অবস্থান করে। শয়তান যেমন মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়া থাকে অনুরূপভাবে ফেরেশতাগণকে মন্ত্রণা দেওয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, "শয়তান বনী আদমের শিরায় শিরায় চলাচল করিয়া থাকে।"

এই প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ অর্থাৎ মানুষের আমল লিপিবদ্ধকারী দুই ফেরেশতা যখন ডানে ও বামে বসিয়া সতর্কতার সাথে তাহাদের আমল লিপিবদ্ধ করে।"

مَايَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ অর্থাৎ "মানুষ যখনই যে কথা বলে একজন পাহারাদার ফেরেশতা তাহার নিকট উপস্থিত থাকিয়া উহা অক্ষরে অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে। একটি শব্দ বা একটি হরকতও ছাড়িয়া দেয় না।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَاتَفْعَلُوْنَ "অবশ্যই আছে তোমাদিগের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ। সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ; উহারা জানে তোমরা যাহা কর।"

ফেরেশতাগণ মানুষের প্রতিটি কথা লিপিবদ্ধ করেন কিনা এই ব্যাপারে আলিমগণের মতবিরোধ রহিয়াছে। হাসান বসরী ও কাতাদা (র) বলেন যে, ফেরেশতাগণ মানুষের প্রতিটি কথাই লিপিবদ্ধ করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, মানুষের যে সব কথার সওয়াব বা শাস্তি দেওয়া হইবে ফেরেশতাগণ কেবল উহাই লিপিবদ্ধ করেন।

مَايَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ আয়াতটি প্রথম মতের স্বপক্ষে প্রমাণ দান করে।

ইমাম আহমদ (র)...... বিলাল ইব্ন হারিছ মুযনী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "অনেক সময় মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন কথা বলে যাহার বিনিময়ে সে তেমন বড় কোন সাওয়াবের আশা করে না কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাহার জন্য সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করিয়া দেন। আবার অনেকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমন কথা বলিয়া ফেলে যাহাকে সে তেমন কোন অপরাধের মনে করে না কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাহার জন্য অসন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করিয়া দেন।

আলকামা (র) বলেন ঃ হারিছ ইব্ন বিলালের এই হাদীসটি আমাকে অনেক কথা হইতে বিরত রাখিয়াছে।

ইমাম তিরমিযী নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) মুহাম্মাদ ইব্ন আমর (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আহনাফ ইব্ন কায়েস (র) বলিয়াছেন যে, ডান পার্শ্বের ফেরেশতা নেক লিপিবদ্ধ করেন এবং বাম পার্শ্বের ফেরেশতার ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করেন। মানুষ যদি কোন অন্যায় কাজ করিয়া ফেলে তখন ডান পার্শ্বস্থ ফেরেশতা বাম পার্শ্বস্থ ফেরেশতাকে বলে, থাম, এখনও লিখিও না। অতঃপর যদি সে আল্লাহর নিকট তাওবা করে তবে উহা লিখিতে নিষেধ করে আর যদি লোকটি তাওবা না করে তবে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া নেয়। (ইব্ন আবূ হাতিম)

হাসান বসরী (র) عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিয়াছেন, হে বনী আদম! তোমার জন্য একটি সহীফা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তোমার জন্য দুইজন সম্মানিত ফেরেশতা নিয়োজিত করা হইয়াছে। একজন তোমার ডানে আর অপরজন তোমার বামে। ডান পার্শ্বস্থ ফেরেশতা তোমার নেক কর্মগুলো সংরক্ষণ করে আর বাম পার্শ্বস্থ ফেরেশতা তোমার অসৎ কর্মগুলো সংরক্ষণ করে। এখন তুমি তোমার ইচ্ছানুযায়ী আমল কর। অল্প কর কিংবা বেশি কর। যখন তুমি মৃত্যুবরণ করিবে তখন এই সহীফাটি পেচাইয়া তোমার গলায় বাঁধিয়া তোমার সাথে কবরে রাখিয়া দেওয়া হইবে। কিয়ামতের দিন যখন তুমি আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইবে তখন উহা তোমার সম্মুখে পেশ করা হইবে। এই প্রসংগেই আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِىْ عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَّلْقَاهُ مَنْشُوْرًا اِقْرَاْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ـ

"প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তাহার গ্রীবা লগ্ন করিয়াছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য বাহির করিব এক কিতাব যাহা সে উন্মুক্ত পাইবে। তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।"

হাসান বসরী (র) বলেন, আল্লাহর শপথ! যিনি তোমার হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব তোমার উপরই অর্পণ করিয়াছেন তিনি যথার্থ ইনসাফ করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ الاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ অর্থাৎ তুমি ভাল-মন্দ যাহা কিছুই বল উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এমনকি আমি খাইয়াছি, আমি পান করিয়াছি, আমি গিয়াছি, আমি আসিয়াছি ইত্যাদি কথাগুলিও লিখিয়া রাখা হয়। অতঃপর বৃহস্পতিবার দিন তাহার প্রতিটি কথা ও কর্ম যাচাই করিয়া কেবল যাহা ভালো কিংবা মন্দ উহাই রাখিয়া দিয়া অবশিষ্টগুলি ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই প্রসংগেই আল্লাহ তা'আলা একস্থানে বলিয়াছেন, يَمْحُوْا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ "আল্লাহ যাহা ইচ্ছা মুছিয়া ফেলেন যাহা ইচ্ছা রাখিয়া দেন এবং তাহারই নিকট রহিয়াছে উম্মুল কিতাব।"

ইমাম আহমদ (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি মুমূর্ষ অবস্থায় আহাজারি করিতেছিলেন, হঠাৎ তাহার মনে পড়িল যে, তাউস (র) বলিতেন, ফেরেশতাগণ প্রতিটি জিনিস লিপিবদ্ধ করেন। এমনকি আহাজারিও। অতঃপর তিনি আর একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নাই। এই অবস্থাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ "মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যই আসিবে।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, হে মানুষ, সত্য সত্যই মৃত্যু-যন্ত্রণা একদিন আসিয়া পড়িবে এবং যে বিষয়ে তুমি সন্দেহ পোষণ করিতে সে বিষয়ে তোমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে।

ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ "ইহা হইতেই তোমরা অব্যাহতি চাহিয়া আসিয়াছ।" অর্থাৎ এই মৃত্যু যন্ত্রণা হইতেই একদিন তুমি পলায়ন করিতে। আজ উহা আসিয়াই গিয়াছে। আজ উহা হইতে পলায়ন করা কিংবা মুক্তি পাওয়ার পথ পাইবে না।

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ আয়াতটি আল্লাহ্ তা'আলা কাহাদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন এই ব্যাপারে উলামাদের মতবিরোধ রহিয়াছে। বিশুদ্ধ মত হইল যে, সর্বস্তরের মানুষ আয়াতটির লক্ষ্য। কেহ বলিয়াছেন যে, কাফিরদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে। আবার কেহ ভিন্নমত পোষণ করিয়াছেন।

আবূ বকর ইব্ন আবূদ্ দুনিয়া (র) .... আলকামা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়িশা (রা) বলিয়াছেন, আমি একদা আমার পিতা আবূ বকর

(রা)-এর নিকট উপস্থিত হই। তখন তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত। আমি তাঁহার শিয়রে বসিয়া আছি। তাহার মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হইলে আমি এই কবিতাটি আবৃত্তি করিলাম ঃ

مَنْ لَايَزَالُ رَمْعُهُ مُقْنِعًا فَانَّهُ لَابُدَّ مَرَّةً مَرْفُوْقٌ

অর্থাৎ "যাহার অশ্রুজল কোন দিন বন্ধ হয় নাই। তবুও একদিন অবশ্যই তাহা সজোরে প্রবাহিত হইবে।"

আয়িশা (রা) বলেন, এই কথা শুনিয়া হযরত আবূ বকর (রা) মাথা উঠাইয়া বলিলেন, বৎস! ইহা বলিও না বরং বল,

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ

খালিফ ইব্‌ন হিশাম (র)............ বাহী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। বাহী (রা) বলেন, আবূ বকর (রা) এর মৃত্যুকালে হযরত আয়িশা (রা) তাঁহার নিকট আসিয়া নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন ঃ

لَعَمْرُكَ مَايُغْنِى الْمَرْاءُ عَنِ الْفَتَىٰ * اذا حشرجت يوما وضاق بها الصَّدْرُ

অর্থাৎ "জীবনের কসম যে যুবককে কোন দিন প্রাচুর্যতা গাফিল করিতে পারে নাই। হঠাৎ একদিন তাঁহার বক্ষ সংকুচিত হইয়া গেল।"

ইহা শুনিয়া আবূ বকর (রা) চাদর হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিলেন, আয়িশা! ইহা বলিও না বরং তুমি বল, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ

আমি সীরাতে সিদ্দীক নামক গ্রন্থে "ওফাত" অধ্যায়ে এই প্রসংগে অনেক হাদীস উল্লেখ করিয়াছি। সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মৃত্যুকালে মুখমণ্ডল হইতে ঘাম মুছিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, "মৃত্যু বড়ই যন্ত্রণাদায়ক।"

ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ এর ব্যাখ্যায় দুইটি মত পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ما শব্দটি اسم موصول অর্থাৎ, যাহা হইতে তোমরা দূরে থাকিতে চাইতে এবং পলায়ন করিতে, এখন উহাই তোমাদের দ্বার প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ ما শব্দটি مافيه অর্থাৎ যে মৃত্যু যন্ত্রণা তোমাদের আঙ্গিনায় আসিয়া পড়িয়াছে উহা হইতে তোমরা অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতে না।

ইমাম তাবারানী মু'জামে কাবীরে সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "মৃত্যু হইতে পলায়নকারী ব্যক্তি একটি শিয়ালের ন্যায় ঋণের দায়ে মাটি যাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায় আর সে পলায়নের জন্য দৌড়াইতে শুরু করে। দৌড়াইতে দৌড়াইতে এক সময় ক্লান্ত-শ্রান্ত হইয়া গর্তের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া গেল। তখন মাটি তাহাকে বলিল, শিয়াল! আমার ঋণ পরিশোধ কর। তখন শিয়াল আবারো ঊর্ধ্ব শ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল। অবশেষে এক পর্যায়ে অসার হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া মরিয়া গেল।"

এই উপমাটির সারমর্ম এই যে, উল্লেখিত শিয়ালটি যেমন মাটি হইতে কোনভাবে অব্যাহতি লাভ করিতে সক্ষম নয়, তেমনি ভাবে তেমনি মানুষও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে সক্ষম নয়।

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ ذَالِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ "এবং শিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হইবে উহাই শাস্তির দিন।" উহা কিয়ামতের দিবস।

শিংগায় ফুঁৎকার কিয়ামতের বিভীষিকা ও পুনরুত্থান সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, "আমি কিভাবে আনন্দ ভোগ করিব। ফুঁৎকার দানকারী ফেরেশতা শিংগা মুখে লইয়া নতশীরে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় রহিয়াছে।" শুনিয়া সাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহা হইলে আমরা কি বলিব? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তোমরা বল, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ এখন সাহাবাগণ বলিলেন, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيْدٌ "সে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হইবে। তাহার সাথে থাকিবে চালক ও তাহার কর্মের সাথী।"

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে দুইজন করিয়া ফেরেশতা থাকিবে। একজন তাহাকে ময়দানে মাহশারে লইয়া যাইবে, অপরজন তাহার আমলের সাক্ষ্য দিবে। আলোচ্য আয়াতের বাহ্যিক অর্থ ইহাই। ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন এবং তিনি বর্ণনা করেন, ইসমাঈল (র)........ ছাকীফ গোত্রের একজন গোলাম ইয়াহ্ইয়া ইব্ন রাফি (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াহইয়া ইব্ন রাফি (র) বলেন, হযরত উসমান (রা) একদিন খুতবা দানকালে وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيْدٌ আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, একজন চালক তাহাকে আল্লাহর নিকট লইয়া যাইবে এবং একজন তাহার কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে।

মুজাহিদ, কাতাদা এবং ইব্ন যায়েদ (র) ও একইমত পোষণ করিয়াছেন।

মুতার্‌রিফ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন سَائِقٌ দ্বারা উদ্দেশ্য ফেরেশতা এবং شَهِيْدٌ দ্বারা উদ্দেশ্য আমল। যাহ্হাক এবং সুদ্দী (র)-ও ইহাই বলিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, سائق হইল ফেরেশতা এবং شهيد লোকটি নিজেই অর্থাৎ মানুষ নিজেই নিজের আমলের সাক্ষ্য দিবে না। যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র) একই মন্তব্য করিয়াছেন।

لَقَدْ كُنْتَ فِىْ غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ـ

"তুমি এই দিবস সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার সম্মুখ হইতে পর্দা উন্মোচন করিয়াছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর।"

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এই কথাটি কাহাকে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন, এই ব্যাপারে ইব্ন জারীর (র) তিনটি মত উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

১. আল্লাহ তা'আলা কাফিরদিগকে লক্ষ্য করিয়া কথাটি বলিবেন। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র) এবং সালেহ ইব্ন কায়সান (র)-এর মতও ইহাই।

২. উহা দ্বারা ভাল-মন্দ, মু'মিন-কাফির সর্বস্তরের লোক সকলকে লক্ষ্য করিয়াই আল্লাহ তা'আলা এই কথাটি বলিবেন। কারণ দুনিয়ার তুলনায় আখিরাত হইল জাগ্রত অবস্থার ন্যায় আর দুনিয়া হইল নিদ্রার ন্যায়। ইব্ন জারীর (র) এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) হুসাইন ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন উবায়দুল্লাহ (র) সূত্রে ইবন্ আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

৩. স্বয়ং নবী করীম (সা)-কে উদ্দেশ্য করিয়াই ইহা বলা হইয়াছে। যায়দ ইব্ন আসলাম (র) ও তাহার পুত্র এই মত পোষণ করিয়াছেন। তৃতীয় মত অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হে নবী! আপনার নিকট প্রত্যাদেশ প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত আপনি উদাসীন ছিলেন। কুরআন অবতীর্ণ করিয়া আমি আপনার সম্মুখ হইতে পর্দা উন্মোচিত করিয়া দিয়াছি। ফলে এখন আপনার দৃষ্টি শক্তি প্রখর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাহ্যিক বর্ণনাভঙ্গী দ্বারা এই অর্থ বুঝা যায় না। বরং ব্যাপকভাবে প্রতিটি মানুষই আয়াতের আওতাভুক্ত। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষকেই বলা হইবে যে, তুমি এই দিবস সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার দৃষ্টি প্রখর হইয়াছে।

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ "তোমার সম্মুখ হইতে পর্দা উন্মোচিত করিয়াছি। ফলে অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর অর্থাৎ শক্তিশালী। কারণ কিয়ামতের দিন প্রতিটি লোকেরই চক্ষু খুলিয়া যাইবে। এমনকি কাফিরগণ পর্যন্ত সে সচেতনতা লাভ করিবে। কিন্তু সেই সচেতনতা তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ أَسْمِعْ بِهِ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوْنَنَا "যেদিন তাহারা আমার নিকট আসিবে সেদিন তাহারা অনেক দেখিবে ও অনেক শুনিবে।"

অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ - رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ -

"যদি আপনি দেখিতেন, যখন অপরাধীরা মাথা নত করিয়া থাকিবে। তাহারা বলিবে, হে রব! আমরা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। আপনি আমাদিগকে পুনরায় দুনিয়ায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করিয়া আসিব। আমরা পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিব।"

(٢٣) وَقَالَ قَرِيْنُهُ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ○

(٢٤) اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ○

(٢٥) مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ ○

(٢٦) الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ○

(٢٧) قَالَ قَرِيْنُهُ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهُ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ○

(٢٨) قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ○

(٢٩) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ○

২৩. তাহার সংগী ফেরেশতা বলিবে, "এই তো আমার নিকট আমলনামা প্রস্তুত।"

২৪. আদেশ করা হইবে নিক্ষেপ কর, "জাহান্নামে প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে—"

২৫. কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, সীমা লংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী।"

২৬. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করিবে তাহাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ্ত কর।

২৭. তাহার সহচর শয়তান বলিবে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমি তাহাকে অবাধ্য হইতে প্ররোচিত করি নাই। বস্তুত সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত।"

২৮. আল্লাহ্ বলিবেন, "আমার সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করিও না; তোমাদিগকে আমি তো পূর্বেই সতর্ক করিয়াছি।

২৯. 'আমার কথার রদবদল হয় না এবং আমার বান্দাদিগের প্রতি কোন অবিচার করি না।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, মানুষের আমল সংক্রান্ত ব্যাপারে নিয়োজিত ফেরেশতা কিয়ামতের দিন মানুষের আমল সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে এবং বলিবে, هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ (এই তো আমার নিকট আমলনামা প্রস্তুত)। অর্থাৎ

তোমার আমলনামা আমার নিকট হুবহু প্রস্তুত রহিয়াছে। ইহাতে একটু কমও লিখা হয় নাই আবার একটু বাড়াইয়াও লিখা হয় নাই।

মুজাহিদ (র) বলেন, যে ফেরেশতা মানুষকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করিবে ইহা তাহার কথা। সে বলিবে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যাহার ব্যাপারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন আমি তাহাকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি। এইতো সেই লোক।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আমার মতে আয়াত দ্বারা চালক ফেরেশতা ও সাক্ষ্যদানকারী ফেরেশতা উভয়কেই বুঝানো হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির মাঝে ইনসাফের সহিত বিচার করিবেন এবং বলিবেন ঃ اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ "প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।"

القيا শব্দটি দ্বিবচন, কোন কোন নাহু বিশেষজ্ঞ বলেন, আরবের এক শ্রেণীর লোক একবচনের ক্ষেত্রে দ্বিবচন ব্যবহার করিয়া থাকে। যেমন ঃ হাজ্জাজ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিতেন يَاحَرْسِى اِضربا عُنُقَهُ অর্থাৎ হে আমার জল্লাদ তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও। এখানে اِضْرِبْ একবচনের স্থলে দ্বিবচন ব্যবহার করা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) এই প্রসংগে একটি আরবী কবিতা উল্লেখ করিয়াছেন।

فان تزجرانى ياابن عفان انزجره * وتتركانى احم عرضا منعا

কেহ বলিয়াছেন, القيا ফেয়েলটির শেষের আলিফ মূলত ছিল نون تاكيد সহজ করার জন্য نون تاكيد আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হইয়াছে। কিন্তু এই ধারণাটি অমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ ওয়াকফের অবস্থা ব্যতীত এই ধরনের ব্যবহারের কোন নিয়ম নাই।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই ধরনের মনে হয় যে, উপরি-উল্লিখিত চালক ও সাক্ষ্যদাতা উভয় ফেরেশতাকে এই নির্দেশ দেওয়া হইবে। অর্থাৎ যখন চালক ফেরেশতা লোকটিকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করিবে এবং সাক্ষ্যদানকারী ফেরেশতা তাহার আমল সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে, তখন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবার জন্য ফেরেশতাদ্বয়কে নির্দেশ দিবেন।

اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ অর্থাৎ "প্রত্যেক কট্টর কাফির, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও মিথ্যার ধ্বজাধারীকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ কর।"

مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি হক বা দায়িত্ব আদায় করে না, কোন সৎকর্ম করে না, আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখে না ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে দান-খয়রাত করে না। এক কথায় প্রতিটি কল্যাণকর কাজ হইতে যে নিজে বিরত থাকে এবং অন্যদেরকেও বাধা প্রদান করে।

مُعْتَدٍ অর্থাৎ অপব্যয়কারী।

কাতাদা (র) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কথাবার্তা, চাল-চলন ও কাজ-কর্মে সীমা লংঘন করে।

مُّرِيْبٍ অর্থাৎ সন্দেহ পোষণকারী।

اَلَّذِىْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক সাব্যস্ত করিয়া তাহার উপাসনা করে।

فَاَلْقِيَاهُ فِى الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ "তাহাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।"

পূর্বে একটি হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন জাহান্নাম মানুষের সামনে গর্দান বাহির করিয়া উচ্চস্বরে ঘোষণা করিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তিন ব্যক্তির দায়িত্বে নিয়োজিত করিয়াছেন । ১. উদ্ধত অত্যাচারী কাফির, ২. আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারী ও ৩. ছবি অংকনকারী। ময়দানে মাহশারে সমবেত সকলেই এই ঘোষণাটি শুনিতে পাইবে।

ইমাম আহমদ (র)........ আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "কিয়ামতের দিন দোযখ হইতে একটি গর্দান বাহির হইয়া ঘোষণা করিবে যে, আজ আমি তিন ব্যক্তির দায়িত্বে নিয়োজিত হইয়াছি। ১. উদ্ধত অত্যাচারী ব্যক্তি, ২. আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারী ও ৩. অন্যায়ভাবে হত্যাকারী। অতঃপর তাহাদিগকে জাহান্নামের অতলে নিক্ষেপ করা হইবে।

قَالَ قَرِيْنُهُ "তাহার সাথী বলিবে।"

ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, কাতাদা (র) ও অন্যরা বলিয়াছেন ঃ যে শয়তানকে মানুষের পিছনে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সে বলিবে ঃ رَبَّنَا مَا اَطْغَيْتُهُ "হে রব! আমি তাহাকে বিভ্রান্ত করি নাই"।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাফির অবস্থায় কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হইবে, শয়তান তাহার সম্পর্কে বলিতে ঃ رَبَّنَا مَا اَطْغَيْتُهُ " হে আমার প্রতিপালক আমি তাহাকে বিভ্রান্ত করি নাই।"

وَلٰكِنْ كَانَ فِىْ ضَلاَلٍ بَعِيْدٍ "সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত"। অর্থাৎ আমি প্ররোচণা দিয়া তাহাকে বিভ্রান্ত করি নাই বরং সে নিজেই বিভ্রান্ত ছিল, সে নিজেই জানিয়া বুঝিয়া মিথ্যা পথ অবলম্বন করিয়াছে ও সত্যদ্রোহীতা করিয়াছে। তাহার এই অপরাধের জন্য আমি দায়ী নই।

যেমন আল্লাহ তা'আলা এই প্রসংগে অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلاَّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلاَ تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْا اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ - اِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

অর্থাৎ "যখন সব কিছুর মীমাংসা হইয়া যাইবে তখন শয়তান বলিবে, আল্লাহ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি নাই। আমার তো তোমাদিগের উপর কোন আধিপত্য ছিল না। আমি কেবল তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করিও না। তোমরা নিজদিগেরই প্রতি দোষারোপ কর। আমি তোমাদিগের উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নহি এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নহ। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহর শরীক করিয়াছিলে তাহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। জালিমদিগের জন্য তো মর্মন্তুদ শাস্তি আছেই।"

قَالَ لاَتَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ "আল্লাহ বলিবেন, 'তোমরা আমার নিকট বাক-বিতণ্ডা করিও না।"

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষ তাহার সাথী শয়তান আল্লাহর সম্মুখে পরস্পর বাক-বিতণ্ডা করিবে। মানুষ বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার নিকট সত্য আসিবার পর এই শয়তানই আমাকে উহা হইতে বিভ্রান্ত করিয়াছে। শয়তান বলিবে, رَبَّنَا مَا اَطْغَيْتُهُ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلاَلٍ بَعِيْدٍ 'হে রব! আমি তাহাকে বিভ্রান্ত করি নাই। সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন ঃ لاَتَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ "তোমরা আমার নিকট বাক-বিতণ্ডা করিও না।" وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ "রাসূল পাঠাইয়া, কিতাব অবতীর্ণ করিয়া এই ব্যাপারে আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম। এবং তোমাদের মাঝে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।"

وَمَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ "আমার এখানে কোন কথার রদবদল হয় না।"

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন, অর্থাৎ যাহা সিদ্ধান্ত করিবার ছিল আমি তাহা করিয়া ফেলিয়াছি।

وَمَا اَنَا بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيْدِ "আমি আমার বান্দাদিগের প্রতি কোন অবিচার করি না।"

অর্থাৎ আমি একজনের অপরাধের কারণে অন্যজনকে শাস্তি দেই না। প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রত্যেককে নিজ নিজ অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিব।

(٣٠) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ○

(٣١) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ○

(٣٢) هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ○

(٣٣) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ○

(٣٤) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ○

(٣٥) لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ○

৩০. সেই দিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করিব, 'তুমি কি পূর্ণ হইয়া গিয়াছ?' জাহান্নাম বলিবে, "আরও আছে কি?"

৩১. আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হইবে মুত্তাকীদের—কোন দূরত্ব থাকিবে না।

৩২. ইহারই প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল–প্রত্যেক আল্লাহ্ অভিমুখী, হিফাজতকারীর জন্য—

৩৩. যাহারা না দেখিয়া দয়াময় আল্লাহ্কে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়।

৩৪. তাহাদিগকে বলা হইবে, 'শান্তির সহিত তোমরা উহাতে প্রবেশ কর; ইহা অনন্ত জীবনের দিন।'

৩৫. সেখানে তাহারা যাহা কামনা করিবে তাহাই পাইবে এবং আমার নিকট রহিয়াছে তাহারও অধিক।

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন, যেহেতু তিনি জাহান্নামের সঙ্গে অংগীকার করিয়াছিলেন যে, অচিরেই জাহান্নামকে অপরাধী জ্বিন ও মানব দ্বারা পূর্ণ করিবেন। তাই তাঁহার নির্দেশে জাহান্নামের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত জ্বিন ও মানবগণ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে। পরিশেষে আল্লাহ্ পাক জাহান্নামকে প্রশ্ন করিবেন, তুমি পূর্ণ হইয়াছ কি? তদুত্তরে জাহান্নাম বলিবে, আর বাকী আছে কি ? তাহাদিগকেও নিক্ষেপ করিলে আমি পূর্ণ হইতাম। আয়াতের অর্থ ইহাই। হাদীসেও এই অর্থের সমর্থন মিলে। যেমন ঃ

ইমাম বুখারী (র) .....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) এই আযাব প্রসংগে বলেন, অপরাধীগণকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইলে

জাহান্নাম বলিবে, আরও আছে কি? পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কুদরতী কদম জাহান্নামে স্থাপন করিবেন। তখন জাহান্নাম বলিয়া উঠিবে, হইয়াছে, হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) .....আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, অপরাধীরা যতই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে ততই জাহান্নাম বলিতে থাকিবে—আরও আছে কি ? অবশেষে আল্লাহ্ পাক আপন কুদরতী কদম জাহান্নামের মুখে স্থাপন করিবেন। তখন জাহান্নাম সভয়ে সংকুচিত হইয়া বলিয়া উঠিবে, হে আল্লাহ্! তোমার অনুগ্রহ ও ইজ্জতের কসম! যথেষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে জান্নাতে তখন অনেক জায়গা অবশিষ্ট থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন একটা নতুন জাতি সৃষ্টি করিয়া উক্ত স্থান পূরণ করিবেন।

কাতাদা (র) হইতে ইমাম মুসলিমও উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। আবানুল আত্তার এবং সুলায়মান আত্তায়ফী (র) কাতাদা (র) হইতে উহা বর্ণনা করেন।

হাদীস ঃ ইমাম বুখারী (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণনা করেন ঃ রোজ হাশরে জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি পূর্ণ হইয়াছ কি ? তদুত্তরে জাহান্নাম বলিবে, আরও আছে কি ? তখন আল্লাহ্ পাক নিজ কুদরতী কদম জাহান্নামের উপর রাখিবেন। অমনি জাহান্নাম বলিয়া উঠিবে, যথেষ্ট হইয়াছে।

হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন। তবে আবূ সুফিয়ান অধিকাংশ সময় উহা মাওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেন।

অপর এক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন (র) সূত্রে হিশাম ইব্ন হাস্সান ও আবূ আইয়ুব (র) উহা বর্ণনা করেন। অপর হাদীস ঃ ইমাম বুখারী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন, একদা জান্নাত ও জাহান্নামের ভিতর বিতর্ক সংঘটিত হয়। জাহান্নাম বলিল, আমাকে সকল অহংকারী ও বুর্জয়া শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত করা হইয়াছে। জান্নাত বলিল, আমার অবস্থা তো এই যে, দুনিয়ার যত সব দুর্বল ও লাঞ্ছিত ব্যক্তিগণ আমার ভিতরে ঠাঁই নিবে। তখন আল্লাহ্ পাক জান্নাতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার রহমত। আমি আমার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা করি রহমত দ্বারা ভাগ্যবান করি।" অতঃপর তিনি জাহান্নামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার আযাব। আমি যাহাকে ইচ্ছা করি এই আযাব দান করি।" অবশেষে বলেন, ইহা ঠিক যে, তোমরা উভয়ই পূর্ণ হইয়া যাইবে। তবে জাহান্নাম ততক্ষণ পূর্ণ হইবে না যতক্ষণ না আল্লাহ্ পাকের কুদরতী কদম উহার উপর স্থাপন করা হইবে। তখনই কেবল জাহান্নাম বলিয়া উঠিবে ব্যস, ব্যস, হইয়াছে। তখন সঙ্গোপনে জাহান্নামের একাংশ অপর অংশের ভিতর ঢুকিয়া যাইবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কোন বান্দার উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না। পক্ষান্তরে জান্নাতের জন্য স্থান পূর্ণ করিবার জন্য আল্লাহ্ নতুন এক জাতি সৃষ্টি করিবেন।

অপর হাদীস ঃ ইমাম মুসলিম ..... আবূ সাঈদ খুদ্রী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, একবার জান্নাত ও জাহান্নাম পরষ্পর বিতর্কে লিপ্ত হইল। জাহান্নাম বলিল, আমার ভিতর সকল অহংকারী ও জালিম সম্প্রদায়ের লোকদের প্রবেশ ঘটিবে। তখন জান্নাত বলিল, আমার মধ্যে যত সব দরিদ্র ও দুর্বল লোক ঠাঁই নিবে। আল্লাহ্ পাক উভয়ের বিতর্ক মীমাংসা প্রসংগে বলিলেন, জান্নাত! 'তুমি আমার রহমত। আমি আমার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা করুণা প্রদর্শন করি। পক্ষান্তরে হে জাহান্নাম! তুমি আমার আযাব। আমার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা শাস্তি প্রদান করি। তবে তোমাদের উভয়ই পূর্ণ হইবে।'

এই বর্ণনা কেবল ইমাম মুসলিমই করেন। ইমাম বুখারী ইহা উদ্ধৃত করেন নাই। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। আবূ সায়ীদ খুদ্রী (রা) হইতে ভিন্নভাবে ইমাম আহমদও বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন এবং সেই বর্ণনাটি অধিকতর বিস্তারিত। যেমন ঃ

হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ "একদা জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর গর্ব প্রকাশে লিপ্ত হইল। জাহান্নাম বলিল, হে খোদা! আমার মধ্যে তো সকল জালিম, দাম্ভিক, রাষ্ট্রের ক্ষমতা সম্পন্ন ও অভিভাবক শ্রেণীর লোক আশ্রয় নিবে। তদুত্তরে জান্নাত বলিল, হে পরোয়ারদিগার, আমার ভিতরে আসিয়া যত দুর্বল, দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকেরা আশ্রয় লাভ করিবে। তখন আল্লাহ্ পাক জাহান্নামকে বলিলেন, তুমি আমার শাস্তির আগার। আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তোমার দ্বারা শাস্তি প্রদান করি। পক্ষান্তরে জান্নাতকে বলিলেন, তুমি আমার করুণা যাহা প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রসারিত ও পরিব্যাপ্ত। তবে তোমরা উভয়ই জ্বিন ও ইনসান দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে। অতঃপর যখন জাহান্নামে উহার বাসিন্দাগণ নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে, তখন জাহান্নাম বলিতেই থাকিবে, আরও আছে কি? নিক্ষেপ শেষ হওয়ার পরেও যখন বলিবে, আরও আছে কি, তখন আল্লাহ্ পাক সেদিকে দৃষ্টি দিবেন এবং জাহান্নামের চাহিদা নিবৃত্ত করার জন্য নিজ কুদরতী কদম উহাতে রাখিবেন। সঙ্গে সঙ্গে জাহান্নাম সংকুচিত হইয়া বলিয়া উঠিবে– ব্যস, ব্যস, যথেষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে জান্নাতেও বেশ কিছু জায়গা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। উহা পূরণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নতুন এক জাতি সৃষ্টি করিবেন।

অপর হাদীস ঃ আবূ ইয়ালা (র) তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ রোজ হাশরে আল্লাহ্ পাক তাঁহার পবিত্র সত্তার সহিত আমার পরিচয় ঘটাইবেন। তখন আমি তাঁহাকে এইরূপ এক সিজদা প্রদান করিব যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন। তৎপর আমি তাঁহাকে এইরূপ স্তুতি জ্ঞাপন করিব যাহাতে তিনি আমার উপর অধিকতর সন্তুষ্ট হইবেন। ফলে আমাকে তিনি সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন। ইত্যবসরে আমার উম্মতগণ জাহান্নামের উপর অবস্থিত পুলসিরাত অতিক্রম করিতে থাকিবে। কিছু লোক চোখের পলকে পার হইয়া

যাইবে। কিছু লোক তীর তীব্র বেগে পার হইবে। কিছু লোক দ্রুতগামী অশ্ব হইতেও ক্ষিপ্রবেগে পার হইবে। এমনকি একদলকে হামাগুড়ি দিয়া যাইতেও দেখিব। মোটকথা আমলের পার্থক্যের কারণে এই পার্থক্য দেখা দিবে। অপরদিকে জাহান্নাম আরও আছে কি? আরও আছে কি? বলিতে থাকিবে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কুদরতি কদম উহাতে রাখিবেন। তখন উহা সংকুচিত হইয়া একাংশ অপরাংশের ভিতর মিশিয়া যাইবে এবং বলিয়া উঠিবে–যথেষ্ট, যথেষ্ট। তখন আমি হাউজে কাউসারের পাশে দণ্ডায়মান থাকিব।

প্রশ্ন করা হইল, হে আল্লাহ্র রাসূল! হাউজে কাউসার কি জিনিস ? হুযূর (সা) জবাবে বলিলেন, যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার কসম; হাউজে কাউসারের পানি দুধ হইতেও সাদা, মধু হইতেও মিষ্টি, বরফ হইতেও ঠাণ্ডা এবং মিশ্‌ক হইতেও খুশবুদার। উহা হইতে পানি পানের পাত্রের সংখ্যা আকাশের তারা হইতেও বেশী। একবার যে উহার পানি পান করিবে তাহার আর কোনদিন পিপাসা লাগিবে না। তেমনি যে ব্যক্তি উহা পান করিতে পাইবে না তাহার পিপাসা নিবারণের আর কোন পানিই ভাগ্যে জুটিবে না। এই বক্তব্যটি ইব্‌ন জারীর (রা) পছন্দ করিয়াছেন।

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ উহার অর্থ হইল, তুমি কি পূর্ণ হও নাই ? তদুত্তরে জাহান্নাম বলিবে, আমার কি আরও জায়গা আছে যেখানে কাহাকেও নিক্ষেপ করা যায়? ইকরিমা (র) হইতে হিকাম ইব্‌ন আবানও অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। উহাতেও ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ এর ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে–"আমি তো পূর্ণ হইয়া গিয়াছি। তাই এখন কি আর একজনও আমার ভিতরে প্রবেশের স্থান রহিয়াছে ?"

মুজাহিদ (র) হইতে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ মরিয়ামের সূত্রে ওয়ালিদ ইব্‌ন মুসলিম (র) বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ জাহান্নামে অবিরামভাবে অপরাধীগণের নিক্ষেপণ চলিবে। অবশেষে জাহান্নাম বলিবে, আমি তো পূর্ণ হইয়া গিয়াছি। অতঃপর বলিবে, আমার ভিতর কি আরও স্থান রহিয়াছে ?

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এই সকল ব্যাখ্যাকারদের বক্তব্য হইল এই যে, আল্লাহ্ পাক জাহান্নামের কাছে যে প্রশ্ন করিবেন, "তুমি কি পূর্ণ হইয়াছ" উহা তিনি নিজ কদম মুবারক জাহান্নামে রাখার পরই করিবেন। জাহান্নাম তখন সংকুচিত হইয়া জবাব দিবে, আমার ভিতর আরও কি কাহারও জায়গা আছে ?

আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাহান্নাম এই প্রশ্ন তখনই তুলিবে যখন জাহান্নাম কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং সূচাগ্র পরিমাণ স্থানও অবশিষ্ট থাকিবে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ্ পাকের বক্তব্য ঃ وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাতাদা, আবূ মালিক ও সুদ্দী (র) বলেন, وازلفت অর্থাৎ জান্নাতকে মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হইবে এবং غير بعيد অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। তখন উহা এইজন্য দূরবর্তী থাকিবে না যে, উহা প্রাপ্তি নিশ্চিত এবং তাহারা উহা পাইতে চলিয়াছে। মূলত যাহা নিশ্চিত তাহাই নিকটবর্তী বলিয়া বিবেচিত হয়।

هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ অর্থাৎ ইহা সেই অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন যাহা তোমাদের সহিত করা হইয়াছিল। এই অঙ্গীকার ছিল তাহাদের জন্য যাহারা পাপ হইতে প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, অঙ্গীকার রক্ষাকারী।

اواب অর্থাৎ প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, শপথ গ্রহণকারী।

حفيظ অর্থাৎ অঙ্গীকার সংরক্ষক ও চুক্তি বাস্তবায়ক।

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উসাইর (র) বলেন, তাহারা সেই সকল লোক যাহারা যে কোন মজলিস শেষ করিয়াই আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

اَوَّابٍ حَفِيْظٌ অর্থাৎ যে ব্যক্তি গোপন অবস্থায়ও আল্লাহ্‌কে ভয় করে, যদিও সেখানে আল্লাহ্ ছাড়া তাহাকে কেহই দেখিতে পায় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "হাশরের ময়দানে যাহারা আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাইবে তাহাদের অন্যতম হইল সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ্‌র স্মরণে অশ্রু বিসর্জন করে।"

وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সে প্রশান্ত অন্তঃকরণে উপস্থিত হইবে। যেহেতু সেই অন্তঃকরণ হইবে আল্লাহ্‌র মর্জির কাছে সমর্পিত, তাই উহাতে প্রশান্তি ও স্থিরতা বিরাজ করিবে।

اُدْخُلُوْهَا অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ কর। بِسَلَامٍ শব্দের তাৎপর্য প্রসংগে কাতাদা (র) বলেন, তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি হইতে নিরাপদ থাকিবে এবং আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা তাহাদিগকে সালাম করিতে থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ অর্থাৎ এই দিন স্থায়ীভাবে থাকিবার দিন এবং তাহারা জান্নাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকিবে। তাহাদের কখনও মৃত্যু ঘটিবে না। তাহারা কখনও স্থানান্তরিত হইবে না এবং স্থায়ী সুখ-শান্তির জন্য তাহাদিগকে কোন কূটকৌশল গ্রহণ করিতে হইবে না।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ لَهُمْ مَايَشَاءُوْنَ فِيْهَا অর্থাৎ সেখানে তাহারা কাঙ্ক্ষিত সকল কিছুই পাইবে এবং কোন কিছুর জন্যই তাহাদের আয়াস-প্রয়াসের প্রয়োজন হইবে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... কাছীর ইব্ন সুরাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ জান্নাতবাসীদের অনায়াসলব্ধ নিয়ামতরাশির অন্যতম হইল এই যে, এক খণ্ড মেঘ তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া আওয়াজ দিবে, তোমরা কি চাও ? যাহা চাহিবে তাহাই বর্ষণ করিব। তখন জান্নাতবাসীগণ যাহা চাহিবে মেঘ হইতে তাহাই বর্ষিত হইবে।

কাছীর (র) বলেন, আমি যদি সেখানে পৌঁছিতে পারি আর আমার নিকট যদি মেঘ প্রশ্ন করে তুমি কি চাও, তাহা হইলে আমি বলিব, আমি চমকপ্রদ পোষাকে সজ্জিত যুবতী নারী চাই।

ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "তোমাদের মনে যেই পাখী খাইবার ইচ্ছা জাগিবে উহা সঙ্গে সঙ্গে ভুনা হইয়া তোমাদের তোমাদের সামনে হাজির হইবে।"

ইমাম আহমদ (র) ..... হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "যদি কোন জান্নাতীর সন্তান লাভের ইচ্ছা হয় তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্ত্রী গর্ভবতী হইয়া সন্তান প্রসব করিবে ও দেখিতে না দেখিতে সন্তান যুবক হইয়া যাইবে।"

ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) হাদীসটি বুন্দারের সূত্রে মা'আয ইব্ন হিশাম (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে 'হাসান গরীব' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বর্ণনায় كَمَا اشْتَهِى শব্দটি যোগ করিয়াছেন। উহার অর্থ হইল, যেইরূপ তুমি আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ।

আল্লাহ্ পাকের পরবর্তী আয়াত وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ (আমার নিকট আরও অতিরিক্ত কিছু রহিয়াছে) মর্মার্থের দিক হইতে তাঁহার لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ আয়াতের মত। সুহাইব ইব্ন সিনান (র) হইতে সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, زيادة অর্থাৎ অতিরিক্ত বলিতে মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার "দীদার"কে বুঝাইয়াছেন।

বায্যার ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) .....আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ (আমার কাছে অতিরিক্ত কিছু রহিয়াছে) অর্থ হইল এই যে, আল্লাহ্ পাক প্রতি শুক্রবার জান্নাতীগণকে সাক্ষাৎ প্রদান করিবেন।

হাদীসটি আবূ আবদান শাফী (র) মারফূ সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার মসনাদে আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উক্ত বর্ণনায় হযরত আনাস

(রা) বলেনঃ একদা হযরত জিব্রাঈল (আ) একটি সাদা আয়না নিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে হাজির হইলেন। উহার মধ্যে একটি কালো বিন্দু ছিল। হুযূর (সা) প্রশ্ন করিলেন, এইটি কি ? জিব্রাঈল (আ) বলিলেন, এইটি হইল জুমআর দিন। একমাত্র আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য বিশেষ সম্মানের বস্তু হিসাবে এই দিনটি প্রদান করা হইয়াছে। ইয়াহুদী ও নাসারাসহ অন্যান্য সকল উম্মতই এই দিনটি হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। এই দিনে আপনাদের জন্য অনেক বরকত ও কল্যাণ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে এমন একটি সময় রহিয়াছে যখন আল্লাহ্র কাছে যাহা প্রার্থনা করা হয় তাহাই পাওয়া যায়। আমাদের নিকট এই দিনটির নাম 'ইয়াওমুল মাযীদ' (অতিরিক্ত প্রাপ্তির দিন)। হুযূর (সা) জিব্রাঈল (আ)-কে পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, 'ইয়াওমুল মাযীদ' কি ? জিব্রাঈল (আ) জবাবে বলিলেন, আপনার প্রতিপালক বেহেশতের ভিতর একটি প্রশস্ত ময়দান সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার মাঝখানে একটি লাল টিলা অবস্থিত। জুমআর দিন আল্লাহ্ যেসব ফেরেশতাকে ইচ্ছা করেন সেখানে অবতরণ করাইবেন। উহার চতুষ্পার্শে অবস্থিত নূরের মিম্বরের উপর আম্বিয়ায়ে কিরাম উপবিষ্ট হইবেন। তাঁহাদের পিছনের স্থান, ইয়াকূত ও যবরযদ পাথরের আসনে সিদ্দীক এবং শহীদগণ বসিবেন। অতঃপর মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, আমি তোমাদের প্রতিপালক, তোমাদে সঙ্গে যে ওয়াদা করিয়াছিলাম, আমি তোমাদিগকে দান করিব। তখন জান্নাতীগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার সন্তুষ্টি প্রার্থনা করিতেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলাম। তোমাদের কাঙ্ক্ষিত সকল কিছুই আমার কাছে রহিয়াছে। তাহা ছাড়া আমার নিকট অতিরিক্ত কিছুও রহিয়াছে।

সেই হইতে তাহাদের ভিতর জুমআর দিনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হইবে। কারণ সেইদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে উত্তম নিয়ামত প্রদান করিয়াছেন। সেই দিনই আল্লাহ্ পাক আরশে উপবিষ্ট হইয়াছেন। সেই দিনই তিনি আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই দিনই কিয়ামত সংঘটিত হইবে।

'আলউম্ম' কিতাবের জুম'আ সংক্রান্ত অধ্যায়ে ইমাম শাফিয়ী (র) বর্ণনাটি এই ভাবেই উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেখানে তিনি অন্য এক সূত্রেও আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর হাদীসটি উদ্ধৃত করেন। তাহা ছাড়া আনাস (রা) হইতে উসমান ইব্‌ন উমাইরের সূত্রে ইব্‌ন জারীর (র)-ও তাহা বর্ণনা করেন। উহাতে আরও বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। উক্ত কিতাবে আনাস (রা) হইতে মাওকূফ সূত্রে একটি দীর্ঘ 'আছার'ও বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে সংশ্লিষ্ট আয়াতাংশ সম্পর্কে অনেক দুর্লভ বক্তব্য রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ জান্নাতী ব্যক্তি সত্তর বৎসর পর্যন্ত এক দিকেই ধ্যানমগ্ন হইয়া তাকাইয়া থাকিবে। অতঃপর এক হুর আসিয়া তাহার কাঁধে হাত দিয়া তাহার দিকে ফিরাইবে। তাহার দেহের বর্ণ এইরূপ সুশ্রী ও স্বচ্ছ হইবে যে, তাহার দিকে তাকাইয়া

জান্নাতী ব্যক্তি আয়নায় নিজ চেহারা দেখার মতই নিজকে দেখিতে পাইবে। সে যেসব অলংকার পরিহিত থাকিবে উহাতে ব্যবহৃত নগণ্য একটি মতিও এইরূপ হইবে যাহার জ্যোতিতে সারা দুনিয়া আলোকিত হইতে পারে। সে সালাম করিবে। জান্নাতী ব্যক্তি জবাব দিয়া প্রশ্ন করিবে, কে তুমি? তদুত্তরে সে বলিবে, কুরআন পাকে যাহাকে 'অতিরিক্ত পাওনা' বলা হইয়াছে আমি সে 'অতিরিক্ত পাওনা'। তাহার সত্তর পাল্লা দেহাবরণ থাকিবে। তথাপি তাহার সৌন্দর্যের ঝলক এইরূপ স্বচ্ছ হইবে যে, পায়ের গোছার মধ্যকার হাড়ের সারবস্তু পর্যন্ত দেখা যাইবে। তাহার মাথায় মুকুটের সাধারণ মতির পাথরের চমকেও চতুর্দিক ঝকমক করিতে থাকিবে।

দা'রাজ হইতে আমর ইবনুল হারিছের সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ ওহাব (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(٣٦) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، هَلْ مِنْ مَّحِيصٍ ○

(٣٧) إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ○

(٣٨) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبٍ ○

(٣٩) فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ○

(٤٠) وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ○

৩৬. আমি তাহাদের পূর্বে আরও কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করিয়াছি, যাহারা ছিল তাহাদের অপেক্ষা শক্তিতে ছিল প্রবল! উহারা দেশে বিদেশে ভ্রমণ করিয়া ফিরিত; অতঃপর উহাদের আর কোন আশ্রয় রহিল না।

৩৭. ইহাতে উপদেশ রহিয়াছে তাহার জন্য যাহার অন্তঃকরণ আছে অথবা যে নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করে।

৩৮. আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যকার সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছি ছয় দিনে। আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই।

৩৯. অতএব উহারা যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে।

৪০. তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে এবং সালাতের পরেও।

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, এই সব কাফির তো কোন হিসাবেরই নহে ? ইহা হইতেও অনেক শক্তিশালী ও বিত্তবান সম্প্রদায়কে আমি ইতিপূর্বে ধ্বংস করিয়াছি।

مَنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا অর্থাৎ এমন সব সম্প্রদায় যাহারা ইহাদের তুলনায় সংখ্যায় ও শক্তিতে বহু গুণে বেশী ছিল। তাহাদের আয়ুও অনেক বেশী ছিল।

فَنَقَّبُوْا فِى الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ অর্থাৎ ফলে তাহারা বিভিন্ন শহরে ছড়াইয়া পড়িত। আশ্রয় খুঁজিতেছিল আমার আযাব হইতে বাঁচার জন্য। কিন্তু তাহারা কোথাও আশ্রয় পাইয়াছে কি ? তাহাদের সকল প্রয়াস পণ্ডশ্রমে পরিণত হইয়াছে।

فَنَقَّبُوْا فِى الْبِلَادِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তাহারা বিভিন্ন শহরে স্মরণীয় সৌধরাজি ও অন্যান্য নিদর্শন করিয়াছিল। মুজাহিদ (র) উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তাহারা বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করিয়া ফিরিত। কাতাদা (র) বলেন, তাহারা বাণিজ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য শহরে শহরে ছুটিয়া বেড়াইত। ইহাদের তুলনায় তাহাদের ব্যাপ্তি ও পরিমাণ ছিল অনেক বেশী।

কেহ শহর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে আরবী ভাষায় বলা হয় ঃ نَقَّبَ فِى الْبِلَادِ অর্থাৎ যে বিভিন্ন শহর ভ্রমণ করিয়াছে। কবি ইমরাউল কায়েস বলেন ঃ

لَقَدْ نقبت فى الافاق حتى - رضيت من الغميمت بالاياب

অর্থাৎ আমি এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়াছি। এমনকি প্রচুর সম্পদ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ অর্থাৎ কোথাও কি পালাইল ? বাঁচার ঠাঁই পাইয়াছে ? আমার নির্ধারিত শাস্তি হইতে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলি রক্ষা পায় নাই। তাহাদের পালাইয়া বাঁচার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তাহাদের প্রচুর ধনবল ও জনবল কোনই কাজে আসে নাই। তাহারাও সমকালীন নবীগণকে অস্বীকার করিয়াছিল। ফলে আমার গজব তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছে। সুতরাং ইহাদেরও আমার গজব হইতে পালাইয়া বাঁচার কোন আশ্রয় জুটিবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَشَهِيْدٌ। অর্থাৎ যাহার অন্তর আছে অথবা যে মনোযোগ দিয়া কান পাতিয়া শুনে তাহার জন্যে ইহাতে উপদেশ রহিয়াছে। لَذِكْرٰى অর্থাৎ উপদেশ বা শিক্ষা। قَلْبٌ অর্থ হৃদয় বা অন্তঃকরণ। মুজাহিদ উহার অর্থ করিয়াছেন, জ্ঞান।

اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ অর্থাৎ সে গুরুত্ব সহকারে কথাগুলো শ্রবণ করে, জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করে এবং অন্তর দ্বারা অনুভব করে।

মুজাহিদ বলেন ঃ لَذِكْرٰى অর্থাৎ শুধু কান দিয়া শুনিলে চলে না, মনঃসংযোগ ছাড়া।

যাহ্হাক (র) বলেন ঃ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ যখন কোন লোক একাগ্রচিত্তে কান দিয়া শোনে তখন আরবরা বলে اَلْقَى فُلَانٌ سَمْعَهٗ

সুফিয়ান সওরী (র) সহ অন্যরাও অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ۔

অর্থাৎ আমি নভোমণ্ডল ও পৃথিবী এবং উহার অন্তর্গত সকল কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছি। অথচ আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই। ইহা দ্বারা আল্লাহ্ পাক ইহাই প্রমাণ করেন যে, মাত্র ছয় দিনে যিনি অনায়াসে এইরূপ বিশাল ব্যাপার ঘটাইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে দ্বিতীয়বার ধ্বংস ও মরণোত্তর জগত ও জীবন সৃষ্টি করা তো কোন ব্যাপারই নহে।

কাতাদা (র) বলেন, অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা বলিয়া থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা ছয় দিনে আসমান-যমীন সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিন শনিবারে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তাই তাহারা সেই দিনটিকে বিশ্রাম দিবস নাম দিয়া সাপ্তাহিক ছুটি ভোগ করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই অবাস্তব ধারণা বাতিল করার জন্য বলেন ঃ

وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ অর্থাৎ "আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই।"

لُغُوْبٍ অর্থাৎ ক্লান্তি, শ্রান্তি, হয়রানী।

অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى بَلٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

"তাহারা কি দেখিতে পায় না যে, আল্লাহ্ তা'আলাই নভোমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাতে তিনি সামান্যতম ক্লান্তিও অনুভব করেন নাই। সেই আল্লাহ্

কি মৃতকে জীবিত করিতে পারিবেন না? নিশ্চয়ই পারিবেন। তিনি তো সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ অর্থাৎ "মানুষ সৃষ্টি হইতে নভোমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি অবশ্যই কঠিন কাজ।"

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا অর্থাৎ "তোমাদিগকে সৃষ্টি করা কি অধিক কঠিন না আসমান সৃষ্টি করা ?" এখানেও মানুষ সৃষ্টি হইতে আকাশ সৃষ্টি অধিকতর কঠিন কাজ বলা হইয়াছে।

তাই তিনি এখানে বলেন ঃ

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ অর্থাৎ অতএব উহারা যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর। তাহারা তোমাকে অস্বীকার করিলে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ অর্থাৎ আর তোমার কাজ হইল তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস মহিমা ঘোষণায় রত থাকা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে। সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের ওয়াক্ত ও সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের ওয়াক্ত এবং রাতের তাহাজ্জুদ সালাত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁহার উম্মতগণের উপর এক বৎসর ওয়াজিব ছিল। অতঃপর উম্মতের উপর হইতে ওয়াজিব হওয়ার বিধান রহিত করা হয় এবং মি'রাজের রাতে ফজর ও আসর সহ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী' (র) .....জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জারীর (রা) বলেন ঃ

আমরা এক পূর্ণিমার রাতে হুযুর (সা)-এর গৃহে অবস্থান করিলাম। তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তোমরা যখন আল্লাহ্ পাকের দরবারে নীত হইবে তখন তোমাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ্ তা'আলাকে এইরূপ দেখিতে পাইবে, যেইরূপ তোমরা আজ পূর্ণিমার চাঁদ দেখিতেছ। সেখানে তোমাদের কোন ভীড় ঠেলিয়া দেখিতে হইবে না। অতএব তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামায কখনও ছাড়িবে না। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ

বুখারী ও মুসলিম সহ একদল হাদীসবেত্তা এই হাদীসটি ইসমাঈলের সূত্রে বর্ণনা করেন।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ অর্থাৎ রাতের একাংশেও তোমরা আল্লাহ্র মহিমা ঘোষণার জন্য সালাত আদায় কর। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

অর্থাৎ “রাতের গভীরে তাহাজ্জুদ সালাত অতিরিক্ত ইবাদত, যাহা তোমার জন্য নির্দিষ্ট। অচিরেই তোমার প্রভু তোমাকে ‘মাকামে মাহমুদ’ বা প্রশংসিত অবস্থানে সমাসীন করিবেন।”

وَأَدْبَارَ السُّجُوْدِ অর্থাৎ সিজদাসমূহ তথা সকল সালাতের পর।

ইব্ন আবূ নাজীহ (র) .....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ উহার অর্থ হইল সালাতের পরে তাসবীহ পাঠ। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা হইতেও তাহাই প্রমাণিত হয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, সুস্থ মুহাজিরগণ হুযূর (সা)-এর দরবারে আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! বিত্তবান লোকেরা স্থায়ী নিয়ামতরাজী ও উচ্চমর্যাদার অধিকারী হইবে। হুযূর (সা) প্রশ্ন করিলেন, কিভাবে ? তাহারা উত্তর দিল, আমাদের ন্যায় সালাত, সাওম তো তাহারা করেই, পরন্তু তাহারা দান সদকা করে ও গোলাম আযাদ করে। অথচ আমরা তাহা পারি না। তখন হুযূর (সা) বলিলেন, আইস, আমি তোমাদিগকে এমন একটি আমল শিখাইয়া দিব, যাহা করিয়া তোমরা তাহাদের হইতে অনেক আগাইয়া যাইবে। তাহা হইল এই যে, তোমরা প্রত্যেক সালাতের পরে তেত্রিশবার করিয়া সুবহানাল্লাহ্, আল্হামদুলিল্লাহ্ ও আল্লাহু আকবর পাঠ করিবে।

অতঃপর তাহারা আবার আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা আমাদের বিত্তশালী ভাইয়েরাও শুনিয়াছে এবং তাহারাও উহা আমল করিতেছে। তখন হুযূর (সা) বলিলেন ঃ ذَالِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ “ইহা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ যাহাকে ইচ্ছা তিনি তাহা দান করিয়া থাকেন।”

أَدْبَارَ السُّجُوْدِ সম্পর্কিত দ্বিতীয় অভিমত হইল এই যে, উহা দ্বারা মাগরিবের পরবর্তী দুই রাকআত সালাতের কথা বলা হইয়াছে। এই মতের প্রবক্তা হইলেন হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), ইমাম হাসান (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), আবূ হুরায়রা (রা), আবূ উসামা (রা) প্রমুখ। মুজাহিদ, ইকরিমা, শা'বী, নাখয়ী, হাসান, কাতাদা (র) প্রমুখ এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন ওয়াকী' (র) ......হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ফজর ও আসর ব্যতীত প্রত্যেক ফরয সালাতের পরে হুযূর (সা) দুই রাকআত সালাত আদায় করিতেন।

উপরোক্ত হাদীসের أَثَرَ كُلِّ صَلٰوةٍ (প্রত্যেক সালাতের পর) বাক্যাংশের স্থানে আবদুর রহমান বলিয়াছেন دبر كل صلوة (প্রত্যেক সালাতের পিছনে)।

সুফিয়ান সওরী (র) সূত্রে ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসায়ী (র) উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সান্নিধ্যে ছিলাম। তিনি ফজরের পূর্বে দুই রাকআত হাল্কা ধরনের নফল সালাত আদায় করিলেন। অতঃপর তিনি ঘর হইতে সালাতের জন্য বাহির হইলেন। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, "হে ইব্‌ন আব্বাস! ফজরের সালাতের পূর্বের দুই রাকআত 'ইদ্‌বারান্ নুজূম' আর মাগরিবের সালাতের পূর্বে দুই রাকআত 'ইদ্‌বারাস সুজূদ'।"

মুহাম্মদ ইব্‌ন যুবাইদা, হিশাম ও রিফাঈর সূত্রে ইমাম তিরমিযী (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে তিনি হাদীসটিকে 'গরীব' বলিয়া মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, উল্লেখিত সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি আমার জানা নাই।

মূলত বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসের বক্তব্য এইরূপ ঃ 'এক রাত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁহার খালা উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করেন। সেই রাত্রে তিনি হুযূর (সা) এর সহিত তের রাকআত সালাত আদায় করেন।'

অথচ পূর্বোক্ত হাদীসে অন্যরূপ বর্ণনা আসিয়াছে। এই অতিরিক্ত বর্ণনাটি 'গরীব'। কারণ, উহাতে বর্ণিত সূত্রটি ছাড়া অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি আমাদের জানা নাই। তাহাছাড়া রিশদীন ইব্‌ন কুরাইব দুর্বল রাবী। সেক্ষেত্রে এই হাদীসের বক্তব্যটি ইব্‌ন আব্বাসের নিজস্ব বক্তব্য হইতে পারে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

(٤١) وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۝

(٤٢) يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ۝

(٤٣) اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ۝

(٤٤) يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ۝

(٤٥) نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۚ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ۝

৪১. শুন, যেদিন এক ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান হইতে আহ্বান করিবে,

৪২. যেদিন মানুষ অবশ্যই শুনিতে পাইবে মহানাদ, সেই দিনই বাহির হইবার দিন।

৪৩. আমিই জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে।

৪৪. যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হইবে এবং মানুষ বাহির হইয়া আসিবে ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া; এই সমবেত সমাবেশকরণ আমার জন্য সহজ।

৪৫. উহারা যাহা বলে তাহা আমি জানি, তুমি উহাদিগের উপর জবরদস্তি করার লোক নহ; সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাহাকে উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে।

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ্ পাক বলেন, হে মুহাম্মদ (সা)! শুনিয়া রাখ, এক নিকটবর্তী স্থান হইতে সেদিন ঘোষক ঘোষণা করিবে।

কাতাদা (র) বর্ণনা করেন যে, কা'ব ইব্ন আহবার (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে আদেশ করিবেন যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের পাথরের উপর দাঁড়াইয়া এই ঘোষণা প্রদান কর—"হে চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড্ডি ও ছিন্ন ভিন্ন দেহের খণ্ড-বিখণ্ড অস্থিসমূহ! মহান আল্লাহ্ তোমাদের বিচার কার্যের জন্য আবার একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন।"

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ অর্থাৎ "যেদিন সত্য সত্যই ভয়াবহ গুরু গর্জন শুনিতে পাইবে, সেদিন তো বাহির হইবার দিন।" ইহা দ্বারা শিংগার মহা হুংকারের কথা বলা হইয়াছে। ইহার ফলে ইতিপূর্বে সে সকল মানুষ কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিত তাহাদের সব সংশয়ের পরিসমাপ্তি ঘটিবে। সেইদিন হইল কবর হইতে বাহির হইয়া আসার দিন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ "নিশ্চয় আমি জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমার কাছেই সকলকে ফিরিয়া আসিতে হইবে।"

অর্থাৎ তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁহার সৃষ্টি জীবনকে প্রথমে সেইভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন পরে সেইভাবেই সৃষ্টি করিয়া পুনরুত্থিত করিবেন এবং সেই পুনরুত্থান তাঁহার জন্য স্বভাবতই পূর্ব হইতে সহজতর হইবে। সেইদিন সকল সৃষ্টজীবই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করিবে। ভাল কর্মে ভাল ফল ও মন্দ কর্মে মন্দ ফল পাইবে।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا "যেদিন ধরণী বিদীর্ণ হইবে, মানুষ দৌড়াইয়া বাহির হইয়া আসিবে।"

ইহার পদ্ধতি এই হইবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। সেই বৃষ্টি সকল মৃতের শরীর পুনর্গঠন করিবে। বৃষ্টি যেভাবে মাটিতে পড়িয়া থাক বীজ হইতে অঙ্কুরদগম ঘটায় ইহাও তদ্রূপ হইবে।

এইভাবে যখন প্রাণীসমূহের দেহ পুনর্গঠিত হইবে, তখন আল্লাহ্ ইসরাফীল (আ)-কে শিংগা ফুঁকিতে নির্দেশ দিবেন। তাহার শিঙ্গার ভিতর সকল প্রাণীর প্রাণ অবস্থান করিবে। যখন তিনি শিঙ্গা ফুঁকিবেন তখন সকল প্রাণ পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িবে। তখনি আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিবেন, আমার মর্যাদা ও মহত্ত্বের কসম, প্রত্যেকটি প্রাণ পূর্বের মতই নিজ নিজ দেহে প্রবেশ কর। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি আত্মা নিজ নিজ শরীরে প্রবেশ করিবে এবং বিষাক্ত বস্তুর বিষক্রিয়ার মতই প্রাণের প্রভাব সারা অংগ-প্রত্যংগে ছড়াইয়া যাইবে। ফলে উহা সচল ও চঞ্চল হইবে এবং আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে দৌড়াইয়া হাশরের মাঠে উপস্থিত হইবে। এ সময়টি কাফিরদের জন্য খুবই দুঃসময় হইবে।

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُوا بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ قَلِيلاً-

অর্থাৎ "সেদিন তোমাদিগকে ডাকিবেন তোমরা তাঁহার প্রশংসা সহকারে সাড়া দিবে এবং তোমাদের ধারণা হইবে যে, খুব কম সময়ই তোমরা অবস্থান করিয়াছ।"

সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "সর্বপ্রথম আমার কবর ফাটিয়া যাইবে।"

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ ذَالِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ হাশরের মাঠে সকলকে একত্রিত করা আমার জন্য খুবই সহজ। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার সকল প্রাণী সৃষ্টি করিয়া তাহাদের উত্থান ঘটানো আমার নিকট অত্যন্ত সহজসাধ্য একটি কাজ। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ وَمَا اَمْرُنَا اِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ "আমার নির্দেশ চোখের পলকে একবার বলা মাত্র কার্যকর হয়।"

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ اِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ

"তোমাদের সকলের সৃষ্টি এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান (আল্লাহ্ তা'আলার নিকট) এক ব্যক্তির সৃষ্টি ও পুনরুত্থান তুল্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।"

অতঃপর আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন ঃ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ "তাহাদের বক্তব্য সম্পর্কে আমি সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।"

অর্থাৎ হে রাসূল (সা)! মুশরিকগণ তোমার ব্যাপারে মিথ্যা ও অবাস্তব যে সব কথাবার্তার অবতারণা করিতেছে, আমি উহা পূর্ণ মাত্রায় অবহিত। তুমি সেই সব কথায় কান দিও না।

অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ-

অর্থাৎ "হে নবী! মুশরিকদের কথায় তোমার অন্তর সংকুচিত হওয়ার ব্যাপারে আমি ভালভাবে অবহিত আছি। অতএব তোমার প্রতি আমার আদেশ হইল এই যে, তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসায় নিবৃত্ত থাক এবং নিজকে নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত রাখ। এমনকি মৃত্যু আসিবার পূর্ব পর্যন্ত নিজ প্রতিপালকের ইবাদতে লিপ্ত থাক।"

অতঃপর তিনি এখানে বলেন ঃ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ "(হে নবী!) তুমি শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে পথে আনিবে ইহা তোমার কাজ নহে।"

অর্থাৎ তোমাকে আমি তাহাদের উপর শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে হিদায়াত দান করার জন্য পাঠাই নাই। তোমাকে যে সব কাজের আদেশ করা হইয়াছে উহা তাহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

মুজাহিদ, কাতাদা ও যাহ্হাক (র) বলেন ঃ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ অর্থাৎ তুমি তাহাদিগকে জোর করিয়া ঈমান গ্রহণ করাইও না।

অবশ্য প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কেননা যদি দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি সঠিক হইত তাহা হইলে বলা হইত وَلَا تَكُنْ جَبَّارٍ عَلَيْهِمْ অথচ তাহা না বলিয়া বলা হইয়াছে وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ অর্থাৎ তুমি তাহাদিগকে জোর করিয়া ঈমানদার বানাইতে পারিবে না এবং উহা তোমার দায়িত্বও নহে। তুমি শুধু মুবাল্লিগ।

ব্যাকরণবিদ ফাররা (র) বলেন, আরবী ভাষায় বলা হয় جَبَّرَ فُلَانٌ فُلَانًا عَلَى كَذَا। অর্থাৎ অমুক অমুককে উহা করিতে বাধ্য করিয়াছে। جبر এখানে اجبر। অর্থেও ব্যবহৃত।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ

"যে লোক আমার সতর্কীকরণকে ভয় করে তুমি তাহাকে কুরআন দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা কর।"

অর্থাৎ হে রাসূল! তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রদত্ত রিসালাতের দিকে সকলকে ডাকিতে থাক এইজন্য যে, যাহারা আল্লাহ্র আযাবকে ভয় করিবে ও তাঁহার রহমত লাভের আশা রাখিবে, তাহারা অবশ্যই সেই ডাকে সাড়া দিবে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ অর্থাৎ "আমার বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া ছাড়া তোমার আর কোন কাজ নাই। আর আমার কাজ হইল হিসাব লওয়া।"

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ অর্থাৎ "তুমি লোকদিগকে বুঝাইতে থাক, বুঝানোই তোমার কাজ। তুমি তাহাদের উপর দারোগা নিযুক্ত হও নাই।"

তিনি অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ "তাহাদের হিদায়াত প্রাপ্তি তোমার দায়িত্বে নহে, বরং আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন।"

অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّكَ لَاتَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ "তুমি ইচ্ছা করিলেই কাউকে হিদায়াত দিতে পারিবে না। বরং আল্লাহই যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন।"

তাই আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন ঃ

وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ -

অর্থাৎ "শক্তি প্রয়োগ করিয়া তুমি তাহাদিগকে পথে আনিতে পারিবে না; বরং আমার ভীতি প্রদর্শনে যে ভীত হয় তাহাকে কুরআন দ্বারা বুঝাও।"

হযরত কাতাদা (র) এই আয়াত শ্রবণ করিয়া নিম্নরূপ প্রার্থনা করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدَ وَيَرْجُوْا مَوْعَدَكَ يَابَارُ يَارَحِيْمُ

অর্থাৎ "আয় আল্লাহ্! তুমি আমাদিগকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যাহারা তোমার আযাবের ভয় প্রদর্শনে ভীত হয় ও যাহারা তোমার নিয়ামত লাভের আশা রাখে। হে অসীম মমতা ও রহমতের অধিকারী।"

সূরা যারিয়াত

৬০ আয়াত, ৩ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ۙ

(٢) فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ۙ

(٣) فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ۙ

(٤) فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ۙ

(٥) اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۙ

(٦) وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ؕ

(٧) وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۙ

(٨) اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۙ

(٩) يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ؕ

(١٠) قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ۙ

(١١) الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ۝

(١٢) يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ۝

(١٣) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ۝

(١٤) ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ۖ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝

১. শপথ ধূলি ঝঞ্ঝার,

২. শপথ বোঝাবহনকারী মেঘপুঞ্জের,

৩. শপথ স্বচ্ছন্দগতি নৌযানের,

৪. শপথ কর্ম বণ্টনকারী ফেরেশতাগণের—

৫. তোমাদিগের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য।

৬. কর্মফল দিবস অবশ্যম্ভাবী।

৭. শপথ বহু পথবিশিষ্ট আকাশের,

৮. তোমরা তো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত।

৯. যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সেই উহা পরিত্যাগ করে,

১০. অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা,

১১. যাহারা অজ্ঞ ও উদাসীন,

১২. উহারা জিজ্ঞাসা করে, 'কর্মফল দিবস কবে হইবে?'

১৩. বল, 'সেই দিন যখন উহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে অগ্নিতে।'

১৪. এবং বলা হইবে, 'তোমরা তোমাদিগের শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছিলে।'

তাফসীর ঃ শু'বা (র) .... হযরত আলী ইব্‌ন আবি তালিব (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি একদা কুফার মসজিদের মিম্বরের উপর আরোহণ করিয়া বলিলেন, তোমাদিগের কুরআনের যে কোন আয়াত ও হাদীসের কোন ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন কিছু জিজ্ঞাসার থাকিলে, আমাকে প্রশ্ন কর আমি তাহার সদুত্তর প্রদান করিব। তখনই ইবনুল কুওয়া (র) দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! وَالذّٰرِيَاتِ ذَرْوًا এই আয়াতের অর্থ কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন ঃ বাতাস। অতঃপর তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا – আয়াতটির অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, মেঘপুঞ্জ। আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, وَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ইহার মমার্থ কি?

এতদুত্তরে তিনি বলিলেন, নৌযান। আবার ঐ লোকটি জিজ্ঞাসা করিল فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ইহার অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন ফেরেশতাগণ। এতদবিষয়ে একটি মরফূ হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আবূ বকর বাজ্জার (র) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সুবাইগ তামীমী উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন। وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ইহার অর্থ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ বাতাস; আর ইহা যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে না শুনিতাম তাহা হইলে আমি তোমাকে বলিতাম না। সুবাইগ আবার জিজ্ঞাসা করিল, فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ইহার অর্থ কি আমাকে অবগত করুন। উত্তরে তিনি বলিলেন, ফেরেশতাগণ; আর আমি যদি ইহা রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে না শুনিতাম তাহা হইলে আমি তোমাকে বলিতাম না। পুনরায় সুবাইগ জানিতে চাহিয়া বলিল, فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ইহার মর্মার্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, নৌযান, আর আমি যদি ইহা রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে না শুনিতাম তাহা হইলে তোমাকে বলিতাম না। অতঃপর তিনি সুবাইগকে একশত কশাঘাৎ করার নির্দেশ দিলেন। ফলে তাহাকে কাযাঘাৎ জনিত ক্ষত শুকাইয়া গেল তখন তাহাকে ডাকিয়া পুনরায় এক শত কশাঘাৎ করার নির্দেশ দিলেন এবং তাহাকে আরোহীর সাহায্যে রওনা করাইয়া হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর নামে একটি পত্র পাঠাইয়া দিলেন। পত্রে লিখিত ছিল, এই ব্যক্তি যেন কোন সমাজে বা মজলিসে বসিতে না পারে। অল্প কিছুদিন পরই সুবাইগ আবু মূসা আশআরী (রা)-এর নিকট আসিয়া কঠোর শপথ বাক্যে তাহাকে বিশ্বস্ত করাইলেন যে, আমার চিন্তাধারা আমূল পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। পূর্বেকার বদ আকীদা আমার অন্তরে এখন আর নাই। সুতরাং আবূ মূসা আশআরী (রা) ঘটনাটি আমিরুল মু'মিনীনকে অবগত করাইলেন এবং সাথে সাথে নিজ প্রতিক্রিয়ার কথা লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাস্তবিকই সুবাইগ সংশোধিত হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রতি উত্তরে খেলাফতের দরবার হইতে এই ফরমান পাঠান হইল যে, সুবাইগকে এখন মজলিসে বসিবার অনুমতি দেওয়া হইল।

ইমাম আবূ বকর বায্যার (র) বলেন, বর্ণিত হাদীসটি মূল্যমানের দিক হইতে জয়ীফ। কারণ উক্ত হাদীসটির দুইজন বর্ণনাকারী আবূ বকর ইব্ন আবূ সাবুরা ও সাঈদ ইব্ন সালাম সমালোচিত বিধায় হাদীসটি জয়ীফ। উপরন্তু ধারণা হইতেছে যে, প্রকৃত অর্থে হাদীসটি মওকুফ। হযরত উমর (রা)-এর নিজ ফরমান সম্পর্কিত হাদীসটি মরফূ নহে, এইজন্য যে, উমর (রা)-এর সাথে সুবাইগ-এর ঘটনাটি যাহা ঘটিয়াছে তাহা অতি প্রসিদ্ধ; উহাকে কশাঘাৎ এই জন্য তিনি করিয়াছিলেন যে, উহার সম্পর্কে বদ আকীদার ধারণা তাহার স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ছিল এবং উহার প্রশ্নের অন্তরালে ছিল সংশ্লিষ্ট আয়াত অস্বীকার করার বিকৃত মানসিকতা। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। হাফিজ ইব্ন আসাকির (র) সুবাইগ সম্পর্কিত ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতের যেই অর্থ উমর ফারুক (রা) ও আলী (রা) বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইব্‌ন উমর (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী (র) প্রমুখ মুফাস্‌সিরগণ। ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে অন্য আর কোন বর্ণনার উল্লেখ করেন নাই। কেহ কেহ বলিয়াছেন, الذريات ইহার অর্থ 'বায়ু'। যেমন, পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে। فَالْحملاَت وقْراً ইহার অর্থ মেঘপুঞ্জ, কেননা পানিকে বহন করে বায়ু। যেমন, উমর ইব্‌ন নুফায়েল এর কবিতায় বলা হইয়াছে–

واسلمت لنفسى لمن اسلمت۔ له المزن تحمد عذابا زلزلا

অর্থ ঃ আমি আমার জীবন সত্তাকে তাহার হুকুমের বেদীমূলে আনুগত্যশীল করিয়াছি, যাহার আনুগত্যে রহিয়াছে ঐ ঝঞ্ঝা বায়ু, যে পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ মিষ্টান্ন পানি উড়াইয়া নিয়া চলে। فَالْجَارِيَات يُسْرًا ইহার অর্থ সর্বসম্মতিক্রমে নৌযান, যাহা পানির উপর দিয়া স্বাচ্ছন্দ-স্বাভাবিক গতিতে ভাসিয়া চলে। কাহারো কাহারো মতে উহার অর্থ তারকাপুঞ্জ, সেই সকল তারকা যাহা আকাশের বুকে সন্তরণশীল হয় স্বাভাবিক বিধিবদ্ধ নিয়মে। এই অর্থ সংগৃহীত হইলে অধঃস্তর হইতে ঊর্ধ্বস্তরের দিকের অর্থে উন্নীত হইবে। অর্থাৎ প্রথমে বায়ুর শপথ করা হইয়াছে, তাহার পর মেঘপুঞ্জ, অতঃপর নক্ষত্রপুঞ্জ, অতঃপর ঐ সকল কর্মবণ্টনকারী ফেরেশতা যাহারা আকাশের উপর অবস্থান করে, কখনো তাহারা আল্লাহ তা'আলার হুকুম নিয়া অবতীর্ণ হয়, কখনো আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনার্থে পৃথিবীতে আগমন করে, তাহাদিগের কসম করা হইয়াছে। আর যেহেতু ঐ সকল জিনিসের কসম করা হইয়াছে একমাত্র কিয়ামতকে কেন্দ্র করিয়া যেথায় মানবমণ্ডলীকে পুনরুত্থিত ও পুনর্জীবিত করা হইবে সেই লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ। "তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যম্ভাবী" অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার, শাস্তি তথা ভাল-মন্দ কর্মের প্রতিদান অনুষ্ঠানটি এই দিনটিতে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বহুপথ বিশিষ্ট আকাশের শপথ করিয়াছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) حبك এর করিয়াছেন সৌন্দর্যমণ্ডিত মনোরম দ্বীপ্তিমান আকাশ। এইরূপ অর্থ করিয়াছেন– মুজাহিদ, কাতাদা, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের, আবূ মালিক, আবূ সালিহ, সুদ্দী, আওফী, রবী ইব্‌ন আনাস (র) প্রমুখ মুফাস্‌সিরগণ।

হযরত যাহ্‌হাক, মিনহাল ইব্‌ন উমর ও অন্যরা বলেন ঃ ؟ اِنَّ الَّذِيْنَ لَوَاقِعٌ জলরাশির উপর নৃত্য করিয়া যাওয়া উর্মীমালা ও মরুভূমির বালুকণা এবং সবুজ শ্যামল উদ্যানের উপর দিয়া যখন বাতাস বহিয়া যায় তখন মনে হয় যেন, উহাদের উপর রাস্তা রচনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, حبك ইহাকেই বলা হয়। ইব্‌ন জারীর.... জনৈক সাহাবা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ان مِنْ ورائكم كذاب المضل وان رأسه من ورائه حبكًا حبكًا অর্থাৎ "তোমাদিগের পশ্চাতে একজন

বিভ্রান্তকারী মিথ্যাবাদী রহিয়াছে, যাহার মাথার পিছনের চুল 'হুবুক হুবুক' অর্থাৎ কোঁকড়ানো বা কুঞ্চিত কেশ থাকিবে।" সারকথা حُبُكْ এর অর্থ কোঁকড়ানো বা কুঞ্চিত। ইমাম আবূ সালিহ (র) বলেন ঃ حُبُكْ এর অর্থ প্রকাণ্ড, সে মতে আয়াতের অর্থ হইবে প্রকাণ্ড আকাশের শপথ। খুসাইফ (র) বলেন ঃ حُبُكْ এর অর্থ সুদর্শনীয় মনোরম দৃশ্য।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ এর মর্মার্থ হইল সপ্তম আকাশ, হয়তো বা ইহা দ্বারা তাহার উদ্দেশ্য হইতে পারে স্থিতিশীল নক্ষত্রপুঞ্জ, যাহা ঐ আকাশের বুকে বিদ্যমান। উলামায়ে সালফে সালেহীনদিগের অধিকাংশের অভিমত, ذَاتِ الْحُبُكِ বহুপথ বিশিষ্ট আকাশ, ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য অষ্টম আকাশ যাহা সপ্তম আকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

উল্লেখিত সকল বর্ণনাসমূহের নির্যাস ইহাই যে, সৌন্দর্যময় দীপ্তিমান আকাশের উচ্চতা, তাহার নির্মলতা ও রচনাশৈলী দক্ষতার নিপুণতা এবং তাহার দৃঢ়তা, ব্যাপক বিস্তৃতি ও চাকচিক্যপূর্ণ আলোক বিকীর্ণকারী তারকা, যাহার কিছু গতিশীল; কিছু স্থিতিশীল, সন্তরণশীল চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি সব কিছু দিয়াই আমি আল্লাহ আকাশকে সজ্জিত করিয়া তাহাকে মূল্যবান করিয়াছি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ اِنَّكُمْ لَفِىْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ "তোমরা তো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত।" অর্থাৎ হে মুশরিক সম্প্রদায়। তোমরা তোমাদিগের চিন্তাধারা, কথাবার্তা ও অভিমতের ক্ষেত্রে সর্ববাদী মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পার নাই। হযরত কাতাদা (র) বলেন, اِنَّكُمْ لَفِىْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ নিশ্চয় তোমরা তো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত। অর্থাৎ কুরআনকে সত্যায়নকারী ও মিথ্যা সাব্যস্তকারীদিগের মধ্য হইতে কাহারা কাহারা সত্য নহে, এই মতদ্বৈততার ভিতরে তোমরা নিপতিত।

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ "যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সেই উহা পরিত্যাগ করে।" অর্থাৎ এই অবস্থা তাহাদিগের হয় যাহারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট। তাহারা এই প্রকার বাতিল ও ভ্রান্ত কথাবার্তায় প্রলুব্ধ হয় এবং প্রতারিত হয়। তাহাদিগের সঠিক জ্ঞান ও সুস্থ বোধশক্তি নিঃশেষ হইয়া যায়।

আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে ফরমাইয়াছেন ঃ فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِيْنَ اِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ অর্থাৎ "তোমরা স্বীয় ভ্রান্ত উপাস্যদের দ্বারা জাহান্নামীদিগের ছাড়া অন্য কাউকে প্রবঞ্চিত ও প্রতারিত করিতে পার না।"

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও সুদ্দী (র) বলেন, يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ– ইহার মর্মার্থ হইল, উহা হইতে পদচ্যুত সেই হয় যে নিজেই প্রতারিত। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ, উহা হইতে দূরে সেই সরিয়া যায়, যাহাকে কামিয়াবী ও সফলতা

হইতে দূরে রাখা হইয়াছে। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, কুরআন হইতে দূরে সেই সরিয়া যায়, যে উহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পূর্ব হইতেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

قُتِلَ الْخَرَّاصُوْنَ অর্থাৎ "অভিশপ্ত হউক মিথ্যাচারীরা।" হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, خَرَّاصُوْنَ ইহার অর্থ মিথ্যাবাদীরা; যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে ফরমাইয়াছেন ঃ قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ "মানুষ ধ্বংস হউক; সে কত অকৃতজ্ঞ।" الْخَرَّاصُوْنَ মিথ্যাচারী দ্বারা তাহাদিগকে উদ্দেশ্য, যাহারা বলিয়া থাকে আমরা কিয়ামতের দিবসে পুনরুত্থিত হইব না এবং ইহা বিশ্বাসও করিব না। হযরত আলী ইব্‌ন আবি তালহা (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ মিথ্যাচারীরা অভিশপ্ত হউক অর্থাৎ সন্দেহ পোষণকারীরা। এই অর্থই হযরত মা'আয (রা) করিতেন। তিনি খুৎবায় বলিতেন, ধ্বংস হোক সন্দেহ পোষণকারীরা। হযরত কাতাদা (র) বলেন, اَلْخَرَّصُوْنَ ইহার মর্মার্থ হইল প্রতারক, কুধারণা পোষণকারী দল।

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞ ও উদাসীন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন যে, ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা আল্লাহর সহিত কুফরীতে এবং কুরআন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণে একাকার। উহারা দুশমনী, সন্দেহ ও অস্বীকার মূলক প্রশ্ন করে– يَسْئَلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ অর্থাৎ কর্মফল দিবস কবে হইবে? তদুত্তরে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ অর্থাৎ "সেই দিন যেইদিন তাহাদিগকে অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত করা হইবে।" হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ, হাসান (রা) বর্ণনা করেন, প্রজ্জ্বলিত করা হইবে অর্থাৎ অগ্নিতে শাস্তি দেওয়া হইবে। মুজাহিদ (র) আরও বলেন, অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত করা হইবে, যেমন স্বর্ণকে অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত ও বিগলিত করা হয়। হযরত যায়দ ইব্‌ন আসলাম ইব্রাহীম নখয়ী, সুফিয়ান সওরী ও মুজাহিদ (র) ইহাদিগের ন্যায় সালফে সালেহীনদিগের একটি বৃহদাংশ يُفْتَنُوْنَ ইহার অর্থ অগ্নিদাহ করিয়াছেন।

ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ অর্থাৎ তোমরা তোমাদিগের শাস্তি আস্বাদন কর। ইহার অর্থ হযরত মুজাহিদ (র) فِتْنَتَكُمْ অর্থাৎ তোমাদিগের অগ্নিতে প্রজ্জ্বলন ও অন্যরা عذابكم অর্থাৎ তোমাদিগের শাস্তি এই তাফসীর করিয়াছেন।

هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ অর্থাৎ তোমাদিগের শাস্তি আস্বাদন কর। তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছিলে। ইহা তাহাদিগকে ধিক্কার, তিরস্কার ও অবজ্ঞাস্বরূপ বলা হইবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(١٥) إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝

(١٦) اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ۝

(١٧) كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ○

(١٨) وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ○

(١٩) وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○

(٢٠) وَفِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ○

(٢١) وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○

(٢٢) وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ○

(٢٣) فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ○

১৫. সেদিন মুত্তাকীরা থাকিবে প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে,

১৬. উপভোগ করিবে তাহা যাহা তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে দিবেন; কারণ পার্থিব জীবনে তাহারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।

১৭. তাহারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করিত নিদ্রায়।

১৮. রাত্রির শেষ প্রহরে তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত,

১৯. এবং তাহাদিগের ধন-সম্পদে রহিয়াছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।

২০. নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নির্দশন রহিয়াছে ধরিত্রীতে,

২১. এবং তোমাদিগের মধ্যেও! তোমরা কি অনুধাবন করিবে না?

২২. আকাশে রহিয়াছে তোমাদের রিযক-এর উৎস ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু।

২৩. আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ, অবশ্যই তোমাদিগের বাক-স্ফূর্তির মতই এই সকল সত্য।

তাফসীর ঃ পরহেযগার ও মুত্তাকী লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, কিয়ামতের দিন তাহারা প্রস্রবণ ও ঝরনারাজি বিশিষ্ট জান্নাতে থাকিবে। পক্ষান্তরে পাপী অসৎ হতভাগ্য লোকদিগকে সেদিন শৃংখলাবদ্ধ করিয়া আগুনে পোড়াইয়া মর্মন্তুদ শাস্তি দেওয়া হইবে।

اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ। "তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে যাহা দিবেন উহারা তাহা উপভোগ করিবে।"

ইব্ন জারীর (র) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে যে সব ফারায়েজ তথা বিধান দান করেন তাহারা উহা তামীল করেন।

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ "তাহাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হইতে ফারায়েজ আসিবার পূর্বেও তাহারা সৎকর্মপরায়ণ ছিল।"

ইব্ন জারীর (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, اٰخِذِيْنَ مَا اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তাহাদিগকে যে সব ফারায়েজ দান করেন তাহারা উহা পালন করে। اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ ফারায়েজ আসিবার পূর্বেও তাহারা সৎকার্য করিত। কিন্তু এই সনদটি দুর্বল। বিশুদ্ধ সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই বর্ণনাটি পাওয়া যায় না। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন যুবায়র উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহাতে আপত্তি রহিয়াছে। কারণ আয়াতে اٰخِذِيْنَ শব্দটি পূর্বোক্ত فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ হইতে حَالٌ হইয়াছে। অর্থাৎ মুত্তাকীগণ জান্নাত ও ঝরনারাজিতে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ ভোগ করিবে।

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ "ইহার পূর্বে পার্থিব জীবনে তাহারা সৎ কর্মপরায়ণ ছিল।"

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ এই প্রসংগে كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ "পানাহার কর তৃপ্তির সহিত, তোমরা অতীত দিনে যাহা করিয়াছিলের তাহার বিনিময়ে।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগের ইহসান তথা আমলের ইখলাসের কথা বর্ণনা প্রসংগে বলিতেছেন ঃ

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَايَهْجَعُوْنَ "তাহারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করিত নিদ্রায়।"

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে কোন কোন মুফাসসির বলিয়াছেন, আয়াতে مَا হরফটি نافية অর্থাৎ রাত্রের সামান্য একটু সময়ও এমন অতিবাহিত হইত না যাহাতে তাহারা আল্লাহর ইবাদত করিত না।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, কোন রাত এমন অতিবাহিত হইত না যাহার সামান্য সময় হইলেও তাহারা উহাতে আল্লাহর ইবাদত করিত না।

মুতারিফ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে কাতাদা (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কোন রাত্রি এমন অতিবাহিত হইত না যাহাতে তাহারা আল্লাহর ইবাদত করিত না। রাত্রির শুরু ভাগে হউক, শেষ ভাগে হউক, তাহারা সালাত আদায় করিত।

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন, তাহাজ্জুদ পড়িয়া তাহারা রাতে অল্প সময় নিদ্রায় কাটাইত। কাতাদা (র)-ও ইহাই বলিয়াছেন।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) ও আবুল আলিয়া (র) বলিয়াছেন, তাহারা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করিত।

আবূ জাফর আল বাকির (র) বলিয়াছেন, তাহারা ইশার সালাত আদায় না করিয়া ঘুমাইত না।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, আয়াতে ما হরফটি مَصْدَرِيَّةٌ অর্থাৎ রাত্রে তাহাদের নিদ্রা সামান্যই ছিল। ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন।

হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَايَهْجَعُوْنَ এর অর্থ তাহারা রাত্রের অধিকাংশ সময় দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করিতেন। অল্প কিছুক্ষণ নিদ্রা যাইত এবং রাতের শেষাংশে আল্লাহর নিকট তাওবা ইস্তেগফার করিতেন।

আহনাফ ইব্ন কায়স (র) বলিয়াছেন ঃ كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَايَهْجَعُوْنَ এর অর্থ তাহারা রাত্রে সামান্য সময় ব্যতীত নিদ্রা যাইত না। অতঃপর তিনি বলিতেন ঃ আফসোস! আমি উহাদের অন্তর্ভুক্ত নহি।

হাসান বসরী (র) বলেন যে, আহনাফ ইব্ন কায়স (র) বলিতেন ঃ আমি আমার আমলকে বেহেশতবাসীদের আমলের সাথে তুলনা করিয়া দেখিতে পাই যে, তাহাদের মাঝে ও আমার মাঝে দুস্তর ব্যবধান। তাহারা এমন একটি সম্প্রদায়, আমরা যাহাদের নাগাল পাইতে পারি না। তাহারা রাত্রির অল্প সময়ই নিদ্রায় কাটাইত। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! আমার আমলকে দোজখবাসীদের আমলের সাথে তুলনা করিয়া দেখি যে, তাহারা এমন একটি সম্প্রদায় যাহাদের মধ্যে কল্যাণের লেশমাত্র নাই। তাহারা আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করে, আল্লাহর রাসূল (সা)-কে অস্বীকার করে এবং মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে। সুতরাং আমরা তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত যাহারা আমলের ক্ষেত্রে নেক বদকে একাকার করিয়া ফেলিয়াছে।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, বনী তামীমের এক ব্যক্তি আমার পিতাকে বলিল, হে আবু উসামা! একদল মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَايَهْجَعُوْنَ "তাহারা রাত্রের সামান্য সময়ই নিদ্রায় কাটাইত" আমি তো এই গুণটি আমাদের মধ্যে পাইতেছি না। আল্লাহর শপথ! আমরা তো রাতের সামান্য সময়ই ইবাদতে কাটাই। তখন আমার আব্বা তাহাকে বলিলেন, খোশনসীব সেই ব্যক্তির! যে ব্যক্তি নিদ্রা আসিলে ঘুমাইয়া পড়ে আর জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করিয়া চলে।

আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আগমন করিবার পর চতুর্দিক হইতে জনতা তাঁহার নিকট সমবেত হয়। আমিও তাহাদের মধ্যে ছিলাম।

আমি নবী করীম (সা)-এর চেহারা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা কোন মিথ্যাবাদী ব্যক্তির চেহারা হইতে পারে না। আমিই সর্বপ্রথম তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, হে লোক সকল! "তোমরা আহার করাও, আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখ, সালামের প্রসার কর এবং রাত্রিকালে মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় বিভোর থাকে তখন তোমরা জাগিয়া সালাত আদায় কর। তবেই তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে।"

ইমাম আহমদ (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বলিয়াছেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতে এমন প্রাসাদ থাকিবে যাহার বহিরাংশ ভিতর হইতে এবং ভিতরের অংশ বাহির হইতে দেখা যাইবে।" আবূ মূসা আশআরী (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ উহা কাহাকে দেওয়া হইবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ "যে ব্যক্তি কোমল ভাষায় কথা বলে, নিরন্নকে অন্ন দান করে এবং মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় অচেতন থাকে তখন সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সালাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত যাপন করে, সে উহা লাভ করিবে।"

মা'মার (র) বলিয়াছেন ঃ كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَايَهْجَعُوْنَ এর ব্যাখ্যায় যুহরী ও হাসান (র) বলিতেন, তাহারা রাতের অধিকাংশই সালাতে কাটাইতেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইবরাহীম নাখয়ী (র) বলেন ঃ كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَايَهْجَعُوْنَ অর্থাৎ তাহারা রাত্রিকালে ঘুমাইত না।

যাহ্হাক (র) اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذَالِكَ كَانُوْا قَلِيْلاً কে বাক্যের সাথে মিলাইয়া مُحْسِنِيْنَ كَانُوْا قَلِيْلاً পাঠ করিতেন এবং পরবর্তী আয়াত مِنَ اللَّيْلِ হইতে শুরু করিয়া مِنَ اللَّيْلِ مَايَهْجُعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ পাঠ করিতেন। কিন্তু এই মতটি কৃত্রিমতা মুক্ত নয়।

وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ "রাত্রির শেষ প্রহরে তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত।"

মুজাহিদ (র) ও অন্যরা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাহারা রাত্রির শেষ প্রহরে সালাত আদায় করিত, কেহ কেহ বলেন ঃ তাহারা রাত্রে দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করিত এবং শেষ রাত্রে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিত।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ("এবং শেষ রাত্রে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।)

ইসতেগফার যদি সালাতের মধ্যে হয়, তবে উহাই সর্বোত্তম।

সহীহ সংকলনসমূহ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করিয়া বলিতে থাকেন যে, কোন তাওবাকারী আছে কি? আমি তাহার তাওবা কবুল করিব। কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব।

আছে কোন যাচঞাকারী? সে যাহা চাইবে আমি তাহাকে উহাই দান করিব। ফজরের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এইভাবে ডাকিতে থাকেন।"

বংশধরদের জন্য হযরত ইয়াকুব (আ) এর দোয়া سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ (অবিলম্বে আমি তোমাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব) প্রসংগে অনেক মুফাস্সির বলেন যে, হযরত ইয়াকুব (আ) এই ইসতেগফারের জন্য শেষ রাত পর্যন্ত বিলম্ব করিয়াছিলেন।

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ "তাহাদের ধন-সম্পদে রহিয়াছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।"

অর্থাৎ ইহারা কেবল সালাত কায়েম করিয়া আল্লাহর হক আদায় করিয়াই ক্ষান্ত হন না,বরং যথাযথ গুরুত্বের সাথে মানুষের হকও আদায় করেন। যাকাত দান করেন, আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখেন ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি-সহমর্মিতা ইত্যাদির প্রতি যথোপযুক্ত গুরুত্ব প্রদান করিতেন।

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ অর্থাৎ তাহারা অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদেরকে তাহাদের সম্পদের নির্ধারিত একটি প্রদান করিতেন।

سَائِلُ বলা হয় এমন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে যে অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। এমন ব্যক্তিকে সাহায্য করাও ধনবানদের দায়িত্ব।

ইমাম আহমদ (র) ..... হুসাইন ইব্ন আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হুসাইন ইব্ন আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া ভিক্ষা করিলেও তাহার অধিকার (হক) রহিয়াছে।" আবূ দাউদ (র) সুফিয়ান সওরী (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি অন্য সূত্রে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

مَحْرُوْمُ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন ঃ محرم এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, কোন কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কোন পেশা অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন না এবং বায়তুলমালেও তাহার কোন অংশ নাই।

হযরত আয়িশা (রা) বলেন, محروم এমন এক ব্যক্তি যিনি জীবিকা অর্জনের জন্য কোন পেশা অবলম্বন করেছেন বটে কিন্তু তাহাতে তিনি পরিবারের ভরণপোষণ আঞ্জাম দিতে পারেন না।

যাহহাক (র) বলেন ঃ যাহার সম্পদ ছিল কিন্তু কারণবশত তাহার সম্পূর্ণ সম্পদ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই প্রসংগে আবূ কিলাবা (র) বলেন ঃ ইয়ামামায় একবার প্রবল জলোচ্ছ্বাস হইল, ইহাতে এক ব্যক্তির সমস্ত সম্পদই নষ্ট হইয়া যায়। তখন একজন সাহাবী বলিলেন, এই ব্যক্তি "মাহরূম" তথা বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্ত।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব ইবরাহীম নাখয়ী, ইব্‌ন উমর (রা) এর ভৃত্য নাফে ও আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহ করিতে সক্ষম নয়, তিনিই মাহরূম।

যুহরী ও কাতাদা (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যের নিকট প্রার্থনা করে না তিনি মাহরূম।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং এক লোকমা বা দুই লোকমা খাবার অথবা দু'একটি খেজুর দিয়া তাকে ফিরাইয়া দেয়া হয়, সে মিসকীন নয়, বরং মিসকীন তো সেই ব্যক্তি যার ঘরে প্রয়োজন পূরণের মত সম্পদ নাই এবং কথাবার্তা ও অবস্থা দ্বারা তাহার অভাব প্রকাশ পায় না। ফলে কেহ তাহাকে দান করে না।" ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) অন্য সূত্রে এই হাদীসটি সহীহদ্বয়ে উল্লেখ করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, মাহরূম সেই ব্যক্তি, যে গনীমতের সম্পদ বিতরণ করিবার পর উপস্থিত হয়।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ হযরত উমর ইব্‌ন আব্দুল আযীয (র) একদা মক্কা শরীফ যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একটি কুকুর আসিয়া তাঁহার কাছে দণ্ডায়মান হয়। তিনি যবাহকৃত বকরীর এক টুকরা গোশত কুকুরটির দিকে ছুঁড়িয়া মারিলেন এবং বলিলেন, মানুষ বলে ইহারাও মাহরূমের অন্তর্ভুক্ত।

শা'বী (র) বলেন, বহু চিন্তা করিয়াও আমি মাহরূম এর অর্থ বুঝিতে সক্ষম হই নাই।

ইব্‌ন জারীর (র)-এর মতে মাহরূম সেই ব্যক্তি যার কোন সম্পদ নাই। হয়ত ছিল কিন্তু পরে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অথবা সে কামাই রোজগার করিতে সক্ষম নয়।

ইমাম সওরী (র) ...... হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (রা) একদিন কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য ক্ষুদ্র একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধে তাঁহারা জয়লাভ করিলেন এবং কিছু গনীমতের মাল হস্তগত করিলেন। বণ্টন করিবার সময় রাসূলুল্লাহ (রা)-এর নিকট এমন কিছু লোক উপস্থিত হয়, যাহারা গনীমত লাভের সময় উপস্থিত ছিল না। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতটি মাদানী। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আয়াতটি মাদানী নয় বরং মক্কী।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَفِى الْاَرْضِ اٰيَاتٌ لِلْمُوْقِنِيْنَ "এবং পৃথিবীতে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।"

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহকে বিশ্বাস করিতে চায় তাহাদের জন্য পৃথিবীতে এমন নিদর্শন রহিয়াছে, যা দ্বারা সৃষ্টিকর্তার মাহাত্ম্য, বড়ত্ব এবং প্রবল-প্রতাপ ও ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকারের ফসলাদি, নানান ধরনের প্রাণী, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পাতা, তরু-লতা, বন-জঙ্গল, মাঠ-ময়দান, মরুভূমি, নদী-নালা, সমুদ্র, মানুষের ভাষা ও বর্ণের বৈপরীত্ব বুদ্ধি-বিবেক, কামনা-বাসনা ও দৈহিক শক্তির তারতম্য, চাল-চলন, দৈহিক গঠন প্রণালী ইত্যাদিতে আল্লাহর পরিচয় লাভের সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে।

وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلاَ تُبْصِرُوْنَ "এবং নিদর্শন রহিয়াছে, তোমাদের মধ্যেও তোমরা কি অনুধাবন কর না?"

কাতাদা (র) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের সৃষ্টিতে চিন্তা করিবে, দৈহিক গঠন প্রণালীর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করিবে, সে বুঝিতে পারিবে যে, আল্লাহই তাহাকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَاتُوْعَدُوْنَ "এবং আকাশে তোমাদের জীবিকা রহিয়াছে আর যাহা তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে। অর্থাৎ আকাশে তোমাদের জীবিকার উৎস বৃষ্টি এবং প্রতিশ্রুত জান্নাত রহিয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করেন।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রা) বলেন ঃ ওয়াসেল আহদাব (র) একদিন এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, আফসোস ! আমার রিয্ক হইল আকাশে আর আমি উহা তালাশ করিতেছি যমিনে। এই কথা বলিয়া তিনি লোকালয় ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে চলিয়া যান। তিনদিন যাবত সেখানে কিছুই মিলিল না। তৃতীয় দিন হঠাৎ দেখিলেন যে, একটি তাজা খেজুরের ছড়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার একটি ভাই যিনি তাঁহার থেকেও বুজর্গ ছিলেন, তাহার সাথে ছিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহারা দুই ভাই এইভাবে সেই জঙ্গলেই জীবন যাপন করেন।

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ "আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই তোমাদিগের বাক-স্ফূর্তির মতই এই সকল সত্য।"

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, কিয়ামত, পুনরুত্থান ও প্রতিদান ইত্যাদি সম্পর্কে আল্লাহর কৃত প্রতিশ্রুতি সর্বৈব সত্য। ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। অতএব হে মানব গোষ্ঠী ! তোমরা ইহাতে সন্দেহ পোষণ করিও না। যেমন যখন তোমরা কথা বল তখন তোমরা তোমাদের বাক স্ফূর্তিতে সন্দেহ করো না। হযরত মুয়ায (রা) কোন বিষয়ে কথা বলার সময় সংগীকে বলিতেন, তুমি যে এখানে উপস্থিত আছ, তাহা যেমন সত্য, আমার এই কথা ঠিক তদ্রূপ সত্য।

মুসাদ্দাদ (র) হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা শপথ করিয়া কোন কথা বলিবার পরও যাহারা তাহা বিশ্বাস করিল না, আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে ধ্বংস করুক।"

ইব্‌ন জারীর (র).... হাসান (র) হইতে মুরসাল পদ্ধতিতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(٢٤) هَلْ أَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ إِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ۝

(٢٥) إِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ۚ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ۝

(٢٦) فَرَاغَ إِلٰٓى أَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ۝

(٢٧) فَقَرَّبَهٗٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُوْنَ ۝

(٢٨) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ۚ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۚ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۝

(٢٩) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ۝

(٣٠) قَالُوْا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ۚ إِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۝

২৪. তোমার নিকট ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত আসিয়াছে কি?

২৫. যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'সালাম'। উত্তরে সে বলিল, 'সালাম'। ইহারা তো অপরিচিত লোক।

২৬. অতঃপর ইবরাহীম তাঁহার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি মাংসল গো-বৎস ভাজা লইয়া আসিল।

২৭. ও তাহাদিগের সামনে রাখিল এবং বলিল, 'তোমরা খাইতেছ না কেন?'

২৮. ইহাতে উহাদিগের সম্পর্কে তাঁহার মনে ভীতির সঞ্চার হইল। উহারা বলিল, 'ভীত হইও না।' অতঃপর উহারা তাহাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল।'

২৯. তখন তাহার স্ত্রী চীৎকার করিতে করিতে সম্মুখে আসিল এবং গাল চাপড়াইয়া বলিল, 'এই বৃদ্ধা-বন্ধ্যার সন্তান হইবে?'

৩০. উহারা বলিল, "তোমার প্রতিপালক এইরূপই বলিয়াছেন, তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য কাহিনীটি সূরা হুদ এবং সূরা হিজ্‌রেও উল্লেখ করা হইয়াছে। هَلْ أَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ 'তোমার নিকট ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত আসিয়াছে কি?'

এই মেহমানগণ ছিলেন ফেরেশতা। ইহারা মানুষের আকৃতিতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আসিয়াছিলেন। আল্লাহর নিকট ইহারা বড়ই সম্মানিত।

ইমাম আহমদ (রা) ও একদল আলেম এই আয়াতের ভিত্তিতে বলিয়াছেন ঃ মেহমানের মেহমানদারী করা ওয়াজিব। হাদীস দ্বারাও ইহাই প্রমাণিত হয়।

اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ "উহারা যখন তাহার নিকট প্রবেশ করিল, তখন তাহারা বলিল, 'সালাম'। উত্তরে সে বলিল, 'সালাম'।"

অর্থাৎ ফেরেশতাগণ ইবরাহীম (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া 'সালামুন' বলিয়া অভিবাদন করিলেন। ইবরাহীম (আ) ততোধিক উত্তমভাবে সালামের উত্তর দিলেন। সালামের চেয়ে উত্তমভাবে উত্তর দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا অর্থাৎ "যখন কেহ তোমাদিগকে সালাম করিবে; তোমরা তাহার চেয়ে উত্তমভাবে উত্তর দিবে কিংবা কমপক্ষে সালামের পরিমাণ উত্তর দিবে।" এই ক্ষেত্রে হযরত ইবরাহীম (আ) উত্তম পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। এই আয়াতে سَلاَمًا নসব না পড়ে রফা পড়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) জানিতেন না যে, ইহারা ফেরেশতা তাই তিনি বলিলেন ঃ ইহারা তো অপরিচিত লোক।

ফেরেশতাগণ ছিলেন, হযরত জিবরীল (আ) মিকাঈল (আ) ও ইসরাফীল (আ)। সুদর্শন যুবকের রূপ ধরিয়া তাঁহারা আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের চোখে-মুখে ছিল গাম্ভীর্যের ছাপ। এই জন্যই ইবরাহীম (আ) বলিলেন, "ইহারা তো অপরিচিত লোক।"

فَرَاغَ اِلَى اَهْلِه অর্থাৎ মেহমান দেখিয়া তাহাদের জন্য খানা প্রস্তুত করিবার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ) চুপিসারে দ্রুতগতিতে স্বীয় স্ত্রীর নিকট গেলেন।

فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ অর্থাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি একটি মাংসল গো-বৎস ভাজা লইয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাই ছিল ইবরাহীম (আ)-এর সর্বোত্তম সম্পদ।

এই প্রসংগে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ অর্থাৎ "অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ভুনা করা গো-বৎস লইয়া উপস্থিত হইলেন।"

فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهُ اِلَيْهِمْ অর্থাৎ তিনি ভুনা গোশ্‌ত আনিয়া মেহমানদের নিকটে রাখিয়া দিলেন।

قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ অর্থাৎ খাদ্য দ্রব্য মেহমানদের নিকট রাখিয়া ভদ্রতার সাথে কোমল কণ্ঠে মধুর ভাষায় বলিলেন, "আপনারা খাইতেছেন না কেন?"

এই আয়াত দ্বারা আতিথ্যের নিয়ম ও ভদ্রতা জানা গেল যে, মেহমান আসার হযরত ইবরাহীম (আ) সন্তর্পণে খানা প্রস্তুত করিবার জন্য ঘরে চলিয়া গেলেন তাঁহারা টেরও পাইল না। এমন বলেন নাই যে, আপনারা বসুন, আপনাদের জন্য খানা প্রস্তুত করিয়া আনিতেছি। বরং মেহমান আসার সাথে সাথে চুপিসারে ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্রুত ঘরের সর্বোত্তম বস্তু অর্থাৎ গো-বৎস ভূনা আনিয়া মেহমানদের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। দূরে কোথাও রাখিয়া এই নির্দেশ দেন নাই যে, আপনারা এইখানে আসুন। অতঃপর যারপর নাই বিনয় ও ভদ্রতার সাথে বলিলেন ঃ اَلَا تَاْكُلُوْنَ "আপনারা এখনও আহার শুরু করিতেছেন না কেন?" 'খাও' বলিয়া নির্দেশ দেন নাই। যেমন বলা হইয়া থাকে যে, অনুগ্রহপূর্বক আপনি এই কাজটি করিয়া দিন।

فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً অর্থাৎ খাদ্যের প্রতি আগন্তুক মেহমানগণ হস্ত প্রসারিত করিতে না দেখিয়া ইবরাহীম (আ) ভীত হইলেন।

এই প্রসংগে অন্য সূরায় বলা হইয়াছে ঃ

فَلَمَّا رَاٰ اَيْدِيَهُمْ لَاتَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَ اَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ـ قَالُوْا لَاتَخَفْ اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ وَامْرَاَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ ـ

অর্থাৎ "ইবরাহীম (আ) যখন দেখিলেন যে, আহার্য বস্তুর প্রতি তাঁহাদের হাত অগ্রসর হইতেছে না, তখন তিনি ভীত হইলেন। (ইবরাহীম (আ)-এর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া) তাঁহারা বলিল, ভয় করিও না, আমরা লূত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি। ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী তখন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ফেরেশতাদের কথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। অর্থাৎ লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কথা শুনিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। কারণ আল্লাহর অবাধ্যতায় তাহারা সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তখন ফেরেশতাগণ ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রীকে ইসহাক (আ) ও ইসহাকের ঔরসে ইয়াকুব (আ)-এর আগমনের সুসংবাদ দিলেন।

قَالَتْ يَاوَيْلَتَا ءَاَلِدُ وَ اَنَا عَجُوْزٌ وَهٰذَا بَعْلِى شَيْخًا ـ اِنَّ هٰذَا لَشَئٌ عَجِيْبٌ قَالُوْا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ـ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ـ اِنَّهُ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

অর্থাৎ "ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী বলিলেন, আশ্চর্য আমার সন্তান হইবে? অথচ আমি বৃদ্ধা মহিলা আর আমার স্বামী একজন বৃদ্ধ পুরুষ। ইহা তো আশ্চর্য ব্যাপার! তাঁহারা বলিল, আল্লাহর ব্যাপার তুমি আশ্চর্য হইতেছ ? তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক। হে নবী পরিবার! নিশ্চয় আল্লাহ প্রশংসিত, মহান।"

এই প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা এই স্থানে বলিয়াছেন ঃ

وَبَشَّرُوْهُ بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ "অতঃপর উহারা তাহাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল।"

এই আয়াতে ইবরাহীম (আ)-কে সুসংবাদ দেয়ার কথা বলা হইয়াছে। বস্তুত স্বামীকে সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া মানেই স্ত্রীকে সুসংবাদ দেওয়া। কারণ স্ত্রীর উদরেই সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব সন্তানের সুসংবাদ উভয়কেই দেওয়া হইয়াছে।

فَاَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِىْ صَرَّةٍ অর্থাৎ সন্তানের সুসংবাদের কথা শুনিয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী সশব্দে চীৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইল।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, আবূ সালেহ, যাহ্হাক, যায়দ ইব্ন আসলাম, সওরী, সুদ্দী (র) আয়াতটির এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

يَاوَيْلَتَا .... فَصَكَّتْ وَجْهَهَا এই আয়াতটিতে ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রীর চীৎকার করিয়া অগ্রসর হওয়া সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে:

فَصَكَّتْ وَجْهَهَا অর্থাৎ তিনি হাত দ্বারা কপাল চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাটি ইব্ন মুজাহিদ ও ইব্ন ছাবিত (র)-এর।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, فَصَكَّتْ وَجْهَهَا অর্থ সাধারণত মহিলাগণ অভিনব কোন কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া যেমন আশ্চর্যবোধ করেন, তেমনি ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী বৃদ্ধ বয়সে সন্তান হওয়ার কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া স্বীয় মুখে চপেটাঘাত করিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়াছেন।

وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ অর্থাৎ তিনি বলিলেন আমার কিভাবে সন্তান হইবে? আমি একেতো বৃদ্ধা। সন্তান ধারণের বয়স আমার শেষ হইয়া গিয়াছে। তদুপরি আমি জীবনভর বন্ধ্যা।

قَالُوْا كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ অর্থাৎ ফেরেশতাগণ বলিল ঃ আপনার প্রতিপালক এমনই বলিয়াছেন। তিনি নিঃসন্দেহে প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী। অর্থাৎ তোমাদের কে কতটুকু সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাহা ভাল করিয়া জানেন এবং কথায় ও কাজে তিনি প্রজ্ঞাময়।

২৭ শ পারা

(٣١) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ○

(٣٢) قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ○

(٣٣) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ ○

(٣٤) مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ○

(٣٥) فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(٣٦) فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

(٣٧) وَتَرَكْنَا فِيْهَآ اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ○

৩১. ইবরাহীম বলিল, “হে ফেরেশতাগণ! তোমাদিগের বিশেষ কাজ কি?”

৩২. উহারা বলিল, “আমাদিগকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে।

৩৩. ‘উহাদিগের উপর নিক্ষেপ করিবার জন্য মাটির শক্ত ঢেলা।

৩৪. ‘যাহা সীমালংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে।

৩৫. সেথায় যে সব মুমিন ছিল আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম।

৩৬. এবং সেথায় একটি পরিবার ব্যতীত কোন আত্মসমর্পণকারী আমি পাই নাই।

৩৭. যাহার মর্মন্তুদ শাস্তিকে ভয় করে আমি তাহাদিগের জন্য একটি নিদর্শন রাখিয়াছি।

তাফসীর ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ـ يَا اِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّهُ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ـ

অর্থাৎ" অতঃপর যখন ইবরাহীমের ভীতি দূরীভূত হইল এবং তাহার নিকট সুসংবাদ আসিল, তখন সে লূতের সম্প্রদায় সম্পর্কে আমার সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল। ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল- হৃদয় ও সতত আল্লাহ্ অভিমুখী। হে ইবরাহীম! ইহা হইতে বিরত হও; তোমার প্রতিপালকের বিধান আসিয়া পড়িয়াছে। উহাদিগের প্রতি তো শাস্তি যাহা অনিবার্য।"

আর এইস্থানে বলিয়াছেন قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ অর্থাৎ ইবরাহীম বলিলেন ঃ হে ফেরেশতাগণ! তোমরা কাহাদের ব্যাপারে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ?

قَالُوْا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ অর্থাৎ ফেরেশতাগণ বলিলেন, আমরা একটি অপরাধী সম্প্রদায় তথা লূত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি।

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ অর্থাৎ "আমাদিগকে লূত সম্প্রদায়ের উপর মাটির এমন শক্ত পাথর নিক্ষেপ করিবার জন্য পাঠানো হইয়াছে, আল্লাহ্র নির্দেশে যাহার প্রতিটির গায়ে অপরাধীদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক অপরাধীর জন্য এক একটি পাথর চিহ্নিত করিয়া রাখা হইয়াছিল।

এই প্রসংগে আল্লাহ্ সূরা আনকাবূতে বলিয়াছেন ঃ

قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَاَهْلَهُ اِلاَّ امْرَاَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِيْنَ-

অর্থাৎ "ইবরাহীম বলিল, এই জনপদে তো লূত রহিয়াছে। ফেরেশতারা বলিল, সেথায় কাহারা আছে তাহা আমরা ভাল জানি। আমরা তো লূতকে ও তাহার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিবই, তাহার স্ত্রীকে ব্যতীত; সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"

আর এই জায়গায় বলিয়াছেন ঃ فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ "সেথায় যে সব মু'মিন ছিল আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম।"

আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহারা হইল হযরত লূত (আ) ও তাঁহার স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য পরিবারবর্গ।

فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ- অর্থাৎ "সেখানে একটি পরিবার ব্যতীত আমি কোন আত্মসমর্পণকারী পাই নাই।"

মোতাযিলাদের মতে ঈমান ও ইসলাম একই বস্তু। এই দু'য়ের মাঝে কোন পার্থক্য নাই। আলোচ্য আয়াতের ভিত্তিতে কেহ কেহ এই মতের পক্ষে রায় দিয়াছেন। কারণ আয়াতে একই সম্প্রদায়কে একবার মুসলিম আবার মু'মিন আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

কিন্তু তাহাদের মতের সপক্ষে এই আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করা যুক্তিসংগত নয়। কারণ আলোচ্য সম্প্রদায়টি মু'মিন ছিল। আর আমাদের মতে প্রতিটি মু'মিনই মুসলিম কিন্তু প্রতিটি মুসলিম মু'মিন নয়। কাজেই তাহারা যেহেতু মু'মিন ছিল সেই হিসাবে তাহাদিগকে মুসলিম আখ্যায়িত করা বাস্তবসম্মত। তাই বলে সর্বত্রই মুমিন ও মুসলিম একই অর্থবোধক হওয়া আবশ্যক নয়।

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ অর্থাৎ লূত সম্প্রদায়কে মর্মান্তিক শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা আবর্জনা স্তুপে পরিণত করার মধ্যে উহাদের জন্য নির্দশন রহিয়াছে, যাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে।

(٣٨) وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ○

(٣٩) فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ○

(٤٠) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ○

(٤١) وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ○

(٤٢) مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ○

(٤٣) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ○

(٤٤) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ○

(٤٥) فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ○

(٤٦) وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ○

৩৮. এবং নিদর্শন রাখিয়াছি মূসার বৃত্তান্তে, যখন আমি তাহাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফিরআউনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম।

৩৯. তখন সে ক্ষমতার দম্ভে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, "এই ব্যক্তি হয় যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ।"

৪০. সুতরাং আমি তাহাকে এবং তাহার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং উহাদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম, সে তো ছিল তিরস্কার-যোগ্য।

৪১. এবং নিদর্শন রহিয়াছে 'আদের ঘটনায়, যখন আমি তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম অকল্যাণের বায়ু;

৪২. ইহা যাহা কিছুর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল, তাহাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল।

৪৩. আরও নিদর্শন রহিয়াছে ছামূদের বৃত্তান্তে, তখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'ভোগ করিয়া লও স্বল্পকাল।'

৪৪. কিন্তু উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করিল, ফলে উহাদিগের প্রতি বজ্রাঘাত হইল এবং উহারা উহা দেখিতেছিল।

৪৫. উহারা উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল না এবং উহার প্রতিরোধ করিতেও পারিল না।

৪৬. আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম ইহাদিগের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, উহারা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَفِىْ مُوْسٰى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ লূত সম্প্রদায়ের ন্যায় মূসা (আ)-এর বৃত্তান্তেও নিদর্শন রহিয়াছে। মূসা (আ)-কে আমি সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণসহ ফিরাউনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম।

فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ অর্থাৎ ফিরাউন অবাধ্যতা, দম্ভ ও অহমিকাবশত মূসা (আ) কর্তৃক আনীত সত্য হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, ফিরাউন তাহার দলবলের সহযোগিতায় মূসা (আ)-এর উপর নির্যাতন করিতে শুরু করে।

কাতাদা (র) বলেন, আল্লাহ্র দুশমন ফিরাউন স্বজাতির উপর বল প্রয়োগ করিতে শুরু করে।

ইব্ন যায়দ (র) বলেন, ফিরাউন তাহার সকল সাঙ্গ-পাঙ্গদের লইয়া মূসা (আ)-এর সত্যের দাওয়াত হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। অতঃপর ইব্ন যায়দ لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ আয়াতটি পাঠ করেন। অর্থাৎ (তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার শক্তি থাকিত কিংবা যদি আমি কোন মজবুত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে পারিতাম)। উল্লিখিত সব কয়টি ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে উত্তম।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ ثَانِىَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ "অহংকারবশত সে আল্লাহর পথ তথা সত্য হইতে ঘাড় ফিরাইয়া বাক-বিতণ্ডা করে।"

وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ অর্থাৎ ফিরাউন বলিল, হে মূসা! তুমি আমাকে যাহা বলিতেছ তাহার কারণ, হয়ত তুমি যাদুকর কিংবা মাতাল। যাদুকর বা মাতাল ছাড়া অন্য কেহ এই ধরনের কথা বলিতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِى الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ অর্থাৎ সত্য প্রত্যাখ্যানের অপরাধে আমি ফিরাউন ও তাহার সৈন্য সামন্তকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া ডুবাইয়া মারিয়াছি। কারণ সে ছিল তিরস্কারযোগ্য কাফির, সত্য ত্যাগী, অপরাধী ও খোদাদ্রোহী।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَفِى عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ "নিদর্শন রহিয়াছে আদের ঘটনায়, যখন আমি তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম অকল্যাণের বায়ু।"

আলোচ্য আয়াতে عَقِيْمٌ শব্দের অর্থ ধ্বংসকারী যাহাতে কল্যাণের লেশমাত্র নাই । যাহ্হাক, কাতাদা (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"ধ্বংসকারী বায়ূ"র ব্যাখ্যা প্রসংগে অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَاتَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ অর্থাৎ "সেই ধ্বংসকারী বায়ু যাহা কিছুর উপর দিয়াই বহিয়া গিয়াছিল তাহাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়া দিয়াছে।"

ইমাম আবূ হাতিম (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন ঃ "বায়ুকে পৃথিবীর দ্বিতীয় স্তরে বরাদ্দ করিয়া রাখা হইয়াছে। যখন আল্লাহ্ তা'আলা আদ জাতিকে ধ্বংস করিবার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন বায়ু পরিচালনায় নিয়োজিত ফেরেশতাকে বলিলেনঃ বায়ু প্রেরণ করিয়া আদ জাতিকে ধ্বংস করিয়া দাও। ফেরেশতা বলিল ঃ কতটুকু? ষাড়ের নাসারন্ধ্র পরিমাণ বায়ূ পাঠাইব কি? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ না তাহা হইলে তো পৃথিবী ও তন্মধ্যস্ত সমুদয় বস্তু তছনছ হইয়া যাইবে। বরং একটি আংটির হলকা পরিমাণ বায়ূ পাঠাও।" এই বায়ুর কথাই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে বলিয়াছেন ঃ مَاتَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ অর্থাৎ "সেই বায়ু যাহা কিছুর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল, তাহাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল।"

আলোচ্য হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী হিসাবে স্বীকৃত নয়। সম্ভবত ইহা আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে আমরেরই কথা। ইয়ারমূকের যুদ্ধে দুইজন আহ্‌লে কিতাবের সাথে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই বর্ণনাটি তিনি তাঁহাদের থেকেই সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বায়ু প্রসংগে হযরত সায়ীদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) বলেনঃ উহা ছিল দক্ষিণা বায়ু। সহীহ্ হাদীসে শু'বা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন ঃ "আমাকে প্রভাত বায়ু দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে এবং আদ জাতিকে দক্ষিণা বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছে।

وَفِى ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ "এবং নিদর্শন রহিয়াছে ছামূদ জাতির ঘটনায়, যখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'ভোগ করিয়া লও স্বল্প কাল।'

ইব্ন জারীর (র) বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতের অর্থ, তোমরা তোমাদিগের আয়ু শেষ হওয়া পর্যন্ত ভোগ করিয়া লও।

ছামূদ জাতির ধ্বংস প্রসংগে অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَاَمَّا ثَمُوْدَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوْا الْعُمْىَ عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ

অর্থাৎ "ছামূদ জাতিকে আমি পথ প্রদর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা হিদায়াতের পরিবর্তে ভ্রষ্টতাকেই গ্রহণ করিয়াছিল। ফলে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি তাহাদিগকে নিপাত করিয়া দিয়াছে।"

আর এই জায়গায় বলিয়াছেন ঃ

وَفِىْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ-

"আরো নিদর্শন রহিয়াছে ছামূদ জাতির বৃত্তান্তে। যখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল তোমরা কিছুকাল ভোগ করিয়া লও। কিন্তু উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করিল। ফলে উহাদিগের প্রতি বজ্রাঘাত হইল এবং উহারা উহা দেখিতেছিল।"

উল্লেখ্য যে, এই ঘোষণার পর তাহারা তিন দিন মাত্র আযাবের অপেক্ষা করিয়াছিল। চতুর্থ দিন প্রত্যুষেই আযাব আসিয়া পড়িয়াছিল।

فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ অর্থাৎ আযাব আসিবার পর আর তাহারা পলায়ন করিতে পারে নাই। এমনকি উঠিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতাও কাহারো ছিল না।

وَمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ অর্থাৎ বিপদে কাহারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবারও সুযোগ তাহারা পায় নাই।

وَقَوْمُ نُوْحٍ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ "এই আদ জাতির পূর্বে আমি নূহ জাতিকেও ধ্বংস করিয়াছিলাম।"

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَاسِقِيْنَ অর্থাৎ "নূহ (আ)-এর জাতি ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়"।

এই সকল কাহিনী ইতিপূর্বে বিভিন্ন সূরায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

(٤٧) وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْيدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ○

(٤٨) وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ○

(٤٩) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

(٥٠) فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۭاِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

(٥١) وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۭاِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৪৭. এবং আমি আকাশ নির্মাণ করিয়াছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী।

৪৮. এবং আমি ভূমিকে বিছাইয়া দিয়াছি, আমি কত সুন্দরভাবে বিছাইয়াছি ইহা!

৪৯. আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করিয়াছি জোড়ায়-জোড়ায়, যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

৫০. আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও, আমি তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ্-প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।

৫১. তোমরা আল্লাহ্‌র সংগে কোন ইলাহ্ স্থির করিও না, আমি তোমাদিগের প্রতি স্পষ্ট সতর্ককারী।

তাফসীর ঃ আকাশ ও যমীনের সৃষ্টি প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ অর্থাৎ "আমি আকাশকে সুউচ্চ সংরক্ষিত ছাদরূপে বানাইয়াছি আমার ক্ষমতাবলে।"

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, সওরী (র) এবং আরো অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

وَاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ অর্থাৎ আমিই আকাশকে চতুর্দিকে প্রসারিত করিয়াছি এবং কোন প্রকারের খুঁটি ছাড়া উহাকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছি। ফলে কোন কিছুর সাহায্য ব্যতীতই উহা যথাস্থানে দাঁড়াইয়া আছে।

وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ অর্থাৎ ভূমিকে আমি সৃষ্টির জন্য বিছানা বানাইয়া দিয়াছি এবং উহাকে উহার অধিবাসীদের জন্য উত্তম বিছানাই বানাইয়াছি।

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ অর্থাৎ সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুকে আমি জোড়ায়-জোড়ায় বানাইয়াছি। যেমন ঃ আসমান-যমীন, দিন-রাত, চন্দ্র-সূর্য, স্থল-সমুদ্র, আলো-অন্ধকার, ঈমান-কুফর, জীবন-মৃত্যু, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, জান্নাত-জাহান্নাম এইভাবে প্রতিটি প্রাণীকুল ও উদ্ভিদকে আমি জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ আমি এইসব কিছু এই জন্য সৃষ্ট করিয়াছি যেন তোমরা বুঝিতে পার যে, সৃষ্টিকর্তা একজন। তাঁহার কোন অংশীদার নাই।

فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্র সৃষ্টি নৈপুণ্য দেখিয়া উহাতে চিন্তা করিয়া তোমরা তাঁহার প্রতি ধাবিত হও। তাঁহার কাছে আশ্রয় নাও এবং জীবনের প্রতিটি বিষয়ে তোমরা তাঁহারই উপর ভরসা কর।

اِنِّىْ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ "আমি [মুহাম্মদ (সা)] তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ্-প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।"

وَلَاتَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ "তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন ইলাহ স্থির করিও না।" অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করিও না।

اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ "আমি তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ্-প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।"

(٥٢) كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ○

(٥٣) اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ○

(٥٤) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ○

(٥٥) وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(٥٦) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ○

(٥٧) مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ○

(٥٨) اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ○

(٥٩) فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ○

(٦٠) فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ○

৫২. এইভাবে, উহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের নিকট যখনই কোন রাসূল আসিয়াছে, উহারা তাহাকে বলিয়াছে, "তুমি তো এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ!"

৫৩. উহারা কি একে অপরকে এই যন্ত্রণাই দিয়া আসিয়াছে? বস্তুত উহারা এক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়।

৫৪. অতএব তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর, ইহাতে তুমি অপরাধী হইবে না।

৫৫. তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মু'মিনদিগের উপকারে আসিবে।

৫৬. আমি সৃষ্টি করিয়াছি জ্বিন্ এবং মানুষকে এই জন্য যে, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে।

৫৭. আমি উহাদিগের নিকট হইতে জীবিকা চাহি না এবং ইহাও চাহি না যে, উহারা আমার আহার্য যোগাইবে।

৫৮. আল্লাহ্ই তো রিযক দান করেন এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত।

৫৯. জালিমদের প্রাপ্য তাহাই যাহা অতীতে উহাদিগের সম মতাবলম্বীরা ভোগ করিয়াছে। সুতরাং উহারা ইহার জন্য আমার নিকট যেন ত্বরা না করে।

৬০. কাফিরদিগের জন্য দুর্ভোগ তাহাদিগের সেই দিনের, যেই দিনের বিষয়ে উহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে সান্ত্বনা স্বরূপ বলিতেছেন যে, এই সব মুশরিকরা আপনাকে যাহা বলিতেছে, উহা কোন নতুন কথা নয়, বরং পূর্বযুগের খোদাদ্রোহী কাফিরগণও তাহাদিগের নবী রাসূলদিগকে অনুরূপ কথা বলিয়াছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ كَذٰلِكَ مَا اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ অর্থাৎ "এইভাবে, উহাদিগের পূর্ববর্তীদিগরে নিকট যখনই কোন রাসূল আসিয়াছে, উহারা তাঁহাকে বলিয়াছে, তুমি তো এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ!"

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ اَتَوَاصَوْا بِهٖ ؟ অর্থাৎ "তাহারা কি একে অপরকে এই যন্ত্রণাই দিয়া আসিতেছে।" بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে খোদাদ্রোহীতা ও সীমা লংঘনে ইহারা ও ইহাদের পূর্ববর্তী কাফিরগণ একই রকম। ফলে উহাদের মুখ থেকে সে কথাই প্রকাশ পায়, যাহা পূর্ববর্তী কাফিরগণ বলিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا اَنْتَ بِمَلُوْمٍ অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ! আপনি উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলুন, এই ব্যাপারে আমি আপনাকে তিরষ্কার করিব না, ইহাতে আপনার কোন অপরাধ হইবে না।"

وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ "আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কারণ উপদেশ মু'মিনদিগের উপকারে আসিবে।" অর্থাৎ বিশ্বাসী অন্তর উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয়।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ অর্থাৎ আমি মানুষ ও জিন্ন জাতিকে আমার প্রয়োজনে সৃষ্টি করি নাই বরং শুধু এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, আমি তাহাদের উপকারের জন্য তাহাদিগকে আমার ইবাদতের নির্দেশ দিব আর তাহারা স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় আমার দাসত্ব করিবে এবং আমার পরিচয় লাভ করিবে।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ এর অর্থ اِلَّا لِيَقِرُّوْا بِعِبَادَتِيْ طَوْعًا اَوْ كَرْهًا অর্থাৎ যেন তাহারা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক আমার দাসত্ব স্বীকার করিয়া নেয়। ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন।

ইব্ন জুরাইজ (র)-এর মতে اِلَّا لِيَعْرِفُوْنَ অর্থাৎ যেন তাহারা আমার পরিচয় লাভ করিতে পারে।

রবী ইব্ন আনাস (র) বলেন; اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ অর্থ اِلَّا لِلْعِبَادَةِ অর্থাৎ আমার ইবাদত করিবার জন্য। সুদ্দী (র) বলেন, কতিপয় ইবাদত মানুষের উপকারে আসে আবার কতিপয় কোন উপকারে আসে না। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ "যদি তুমি তাহাদিগকে (মুশরিকদিগকে) জিজ্ঞাসা কর যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন? অবশ্যই তাহারা বলিবে যে, আল্লাহ্।" উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্কে সৃষ্টিকর্তা বলিয়া বিশ্বাস করা একটি ইবাদত। কিন্তু শিরকের সাথে এই ইবাদত কোন উপকারে আসিবে না।

মোটকথা সকলেই আল্লাহ্র ইবাদতকারী তবে কাহারো ইবাদত উপকারে আসিবে আর কাহারো ইবাদত কোন উপকারে আসিবে না।

যাহ্হাক (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে اِنْسٌ ঈমানদার মানুষ আর جِنٌ দ্বারা ঈমানদার জিন্ন উদ্দেশ্য।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَا اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ - اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ -

"আমি উহাদিগের হইতে জীবিকা চাহি না যে, উহারা আমার আহার্য যোগাইবে। আল্লাহ্ই তো রিয্কদাতা এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে اِنِّىْ اَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ এই আয়াতটি পড়াইয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতটির সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানবমণ্ডলীকে একমাত্র তাঁহারই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কোন শরীক নাই। অতএব যে ব্যক্তি তাহার আনুগত্য করিবে তিনি তাহাকে উত্তম ও উপযুক্ত প্রতিদান দিবেন আর

যে তাহার নাফরমানী করিবে তাহাকে তিনি কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন বরং গোটা সৃষ্টিকুল সর্বাবস্থায়ই তাঁহার মুখাপেক্ষী। তিনি তাহাদের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই তাহাদের রিয্কদাতা।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্পাক হাদীসে কুদসীতে বলেন, "হে আদম সন্তান! তোমরা কায়মনোবাক্যে আমার ইবাদত কর, স্বচ্ছলতা ও শান্তি দ্বারা আমি তোমদিগের মন ভরিয়া দিব এবং তোমাদের দারিদ্রতা দূর করিয়া দিব। অন্যথায় ব্যস্ততা আর দারিদ্রতায় আমি তোমাদিগকে অস্থির করিয়া রাখিব।"

ইমরান ইব্ন যায়েদা (র)-এর হাদীস হইতে ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) এই বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ ইব্ন হান্নান (র) ..... সালাম ইব্ন শুরাহবীল (র) হইতে বর্ণনা করেন। সালাম ইব্ন শুরাহবীল বলেনঃ আমি খালিদের দুই পুত্র হাব্বা ও সওআকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমরা একদা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট যাই। তখন তিনি একটি কাজ করিতেছিলেন কিংবা একটি ঘর নির্মাণ করিতেছিলেন। আবূ মুআবিয়া বলেন, তখন তিনি কি যেন ঠিক করিতেছিলেন। আমরাও তাঁহাকে সেই কাজে সহযোগিতা করিলাম। কাজ সমাপন করিয়া তিনি আমাদের জন্য দোয়া করিলেন ও বলিলেন, "মাথা ঝুঁকিয়া যাওয়া পর্যন্ত (মৃত্যু পর্যন্ত) জীবিকার ব্যাপারে নিরাশ হইও না। মনে রাখিও জন্মের সময় কোন মানুষ কিছুই লইয়া আসে না। কিন্তু পরক্ষণে আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুই দান করেন ও জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দেন।"

কোন কোন আসমানী গ্রন্থে আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে আদম সন্তান! তোমাকে আমি আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব হেলায় খেলায় জীবন বরবাদ করিও না। আমিই তোমার জীবিকার জিম্মাদার, অতএব জীবিকার অন্বেষণে অস্থির হইও না। আমাকে সন্ধান কর, পাইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি আমাকে পাইল সে সব কিছুই পাইল আর যে আমাকে হারাইল সে সব কিছুই হারাইল। আমিই তোমার সবচেয়ে প্রিয়পাত্র।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنَ

অর্থাৎ জালিমরা সেই আযাবই ভোগ করিবে যাহা ভোগ করিয়াছিল তাহাদের সমমনা পূর্ববর্তী লোকেরা। অতএব তাহারা যেন আযাবের জন্য তাড়াহুড়া না করে। কারণ নিঃসন্দেহে তাহারা একদিন আযাবে নিপতিত হইবে।

অবশেষে আল্লাহ্ বলেন ঃ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ অর্থাৎ "যাহারা প্রতিশ্রুত দিবস অর্থাৎ কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে তাহাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।"

সূরা তূর

৪৯ আয়াত, ২ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম মালিক (র) ..... জুবাইর ইব্ন মুত'ইম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জুবাইর ইব্ন মুত'ইম (রা) বলেন, "আমি একদিন নবী করীম (সা)-কে মাগরিবের সালাতে সূরা তূর পাঠ করিতে শুনিয়াছি। নবী করীম (সা)-এর মত এত মধুর কণ্ঠে কুরআন পাঠ করিতে আমি আর কাউকে দেখি নাই।" ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) ইমাম মালিকের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) .... হযরত উম্মে সালামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন ঃ "একদা (বায়তুল্লাহ যিয়ারতের সময়, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আমি আমার শারীরিক অসুস্থতার অভিযোগ করিলাম। শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন ঃ বাহনের পিঠে আরোহণ করিয়া তুমি সকলের পিছনে পিছনে তাওয়াফ কর। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরামর্শ অনুযায়ী তাওয়াফ করিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বায়তুল্লাহ্র এক পার্শ্বে সালাতে দাঁড়াইয়া সূরা তূর পাঠ করিতেছিলেন।

(١) وَالطُّوْرِ ۝

(٢) وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝

(٣) فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝

(٤) وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۝

(٥) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۝

(٦) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۝

(٧) اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝

(٨) مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ۝

(٩) يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۝

(١٠) وَّ تَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝

(١١) فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

(١٢) الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ۝

(١٣) يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۝

(١٤) هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۝

(١٥) اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ۝

(١٦) اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

১. শপথ তূর পর্বতের,

২. শপথ কিতাবের, যাহা লিখিত আছে

৩. উন্মুক্ত পত্রে;

৪. শপথ বায়তুল মা'মূরের,

৫. শপথ সমুন্নত আকাশের,

৬. এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের;

৭. তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী,

৮. ইহার নিবারণকারী কেহ নাই।

৯. যেই দিন আকাশ আন্দোলিত হইবে প্রবলভাবে

১০. এবং পর্বত চলিবে দ্রুত;

১১. দুর্ভোগ সেই দিন মিথ্যাশ্রয়ীদিগের—

১২. যাহারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে।

১৩. যেদিন উহাদিগকে ধাক্কা মারিতে মারিতে লইয়া যাওয়া হইবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে—

১৪. 'ইহাই সেই অগ্নি তোমরা যাহাকে মিথ্যা মনে করিতে।'

১৫. ইহা কি যাদু? না-কি তোমরা দেখিতেছ না?

১৬. তোমরা ইহাতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্যধারণ কর বা না কর উভয়ই তোমাদিগের জন্য সমান। তোমরা যাহা করিতে তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইতেছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কুদরতের প্রমাণ বহণকারী কতিপয় সৃষ্ট বস্তুর শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, অবশ্যই তাঁহার শত্রুদেরকে শাস্তি প্রদান করা হইবে আর তাহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই।

তূর এমন পাহাড়কে বলা হয়, যাহাতে গাছ-পালা ও লতা–পাতা উৎপন্ন হয়। যেমন, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র সাথে যেই পাহাড়ে কথোপকথন করিয়াছেন, তাহা তূররূপে অভিহিত। পক্ষান্তরে যেই পাহাড়ে গাছ-পালা উৎপন্ন হয় না, তাহাকে তূর বলা হয় না বরং আরবীতে তাহাকে جَبَلْ বলা হয়।

وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ এবং "শপথ লিখিত কিতাবের।"

কেহ কেহ বলেন ঃ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ বলিয়া লাওহে মাহফূজকে বুঝানো হইয়াছে। আবার কাহারো মতে উহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে দুনিয়ায় অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থসমূহ, যাহা প্রকাশ্যে লোকদিগকে পাঠ করিয়া শুনানো হয়। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন فِىْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ অর্থাৎ উন্মুক্ত পত্রে লিখিত কিতাব وَالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ এবং বায়তুল মা'মূরের শপথ।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মি'রাজ রজনীর কাহিনী বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ "সপ্তম আকাশ অতিক্রমের পর আমাকে বায়তুল মা'মূরে লইয়া যাওয়া হয়। তাহাতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে। অতঃপর তাহাদের উহাতে পুনরায় প্রবেশের পালা আসে না।" অর্থাৎ বায়তুল মা'মুরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করিয়া তথায় আল্লাহ্

তা'আলার ইবাদত করে এবং পৃথিবীবাসী যেমন তাহাদের কা'বা তাওয়াফ করে সেই ফেরেশতারাও বায়তুল মা'মূর তাওয়াফ করে এবং বায়তুল মা'মূর হলো সপ্তম আকাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের কা'বা। এই কারণেই মি'রাজের রাত্রিতে সেখানে পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বাইতুল মা'মূরের দেওয়ালের সাথে হেলান দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। কারণ তিনি হইলেন পৃথিবীতে অবস্থিত কা'বার প্রতিষ্ঠাতা। তাই উহার প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা আকাশের কা'বার সাথে তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, এইভাবে প্রত্যেক আকাশেই একটি করিয়া ঘর রহিয়াছে যাহাতে তাহার অধিবাসী ফেরেশতাগণ ইবাদত বন্দেগী করিয়া থাকে। প্রথম আকাশে অবস্থিত এই ধরনের ঘরটির নাম হইল বায়তুল ইয্যাত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কা'বা শরীফের সমান উপরে সপ্তম আকাশে বায়তুল মা'মূর নামক একটি ঘর আছে। এবং চতুর্থ আকাশে একটি নদী আছে, যাহার নাম হইল 'নাহরুল হায়ওয়ান'। হযরত জিবরাঈল (আ) প্রতিদিন একবার সেই নদীতে নামিয়া একটি ডুব দিয়া বাহির হইয়া গা ঝাড়া দেন। তাহাতে তাঁহার দেহ হইতে সত্তর হাজার ফোটা পানি গড়াইয়া পড়ে। তাহার প্রতিটি ফোঁটা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা একজন করিয়া ফেরেশতা তৈয়ার করিয়া তাহাদিগকে বায়তুল মা'মূরে প্রবেশ করিয়া সালাত আদায় করিতে নির্দেশ দেন। আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করিয়া তাঁহারা সেখান হইতে বাহির হইয়া আসে। পুনরায় আর কখনো তাঁহারা তাহাতে প্রবেশ করে না। অতঃপর তাঁহারা আকাশে একস্থানে অবস্থান করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করিতে থাকে। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁহারা এইভাবে তাসবীহ পাঠ করিতে থাকিবেন।" এই হাদীসটি খুবই গরীব। রাওহ ইব্ন জানাহ (র) একাই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। জাওয়াজানী, ওকায়লী ও হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ্ নিশাপূরী (র) প্রমুখ হাফেজে হাদীসগণ এই হাদীসটির বিশুদ্ধতা অস্বীকার করিয়াছেন। হাকিম বলিয়াছেন, ইহা আবূ হুরায়রা (রা), সাঈদ ও যুহরী (র)-এর বর্ণিত হাদীস বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।

ইব্ন জারীর (র) খালিদ ইব্ন আরআরাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, খালিদ ইব্ন আরআরাহ (র) বলেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিল যে, বায়তুল মা'মূর কি জিনিস? উত্তরে হযরত আলী (রা) বলিলেন ঃ কা'বা শরীফের বরাবর উপরে আকাশে অবস্থিত 'ছুরাহ' নামক একটি ঘর। দুনিয়াবাসীর নিকট বায়তুল্লাহ্র যেমন মর্যাদা, আকাশবাসীর নিকট তাহাার তেমনি মর্যাদা। তাহাতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা সালাত আদায় করিয়া বাহির হইয়া যায়। পুনরায় আর কখনো তাঁহারা তাহাতে প্রবেশ করে না।

শু'বা (র) এবং সুফিয়ান সওরী ও সিমাক (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে প্রশ্নকারী হইল, ইবনুল কাওয়া।

ইব্ন জারীর (র) .... আলী ইব্ন রাবীয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন। আলী ইব্ন রাবীয়া (র) বলেন, ইবনুল কাওয়া নামক এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-কে বায়তুল মা'মূর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে তিনি বলেন ঃ উহা আকাশে অবস্থিত ছুরাহ নামক একটি ঘর। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহাতে প্রবেশ করিয়া ইবাদত করিয়া বাহির হইয়া যায়। পুনরায় আর কখনো তাহারা তাহাতে প্রবেশ করে না। (আবার নূতন সত্তর হাজার প্রবেশ করে)। ইমাম ইব্ন জারীর (র) হইতে হুবহু এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আওফী (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণানা করিয়াছেন যে, বায়তুল মা'মূর হইল আরশের বরাবর একটি ঘর। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহাতে সালাত আদায় করে। একদল চলিয়া যাওয়ার পর পুনরায় আর তাঁহারা ফিরিয়া আসে না। ইকরিমা ও মুজাহিদ (র) সহ পূর্বসূরীদের আরো অনেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

কাতাদা, রবী ইব্ন আনাস ও সুদ্দী (র) বলেন। আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন তাঁহার সাহাবীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমরা কি জান যে, বায়তুল মা'মূর কি জিনিস? উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই এ ব্যাপারে ভালো জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "বায়তুল মা'মূর কা'বার ঠিক বরাবর আকাশে অবস্থিত একটি মসজিদ। কথার কথা যদি কখনো উহা ভাঙ্গিয়া পড়ে তো ঠিক কা'বার উপরেই পড়িবে। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহাতে সালাত আদায় করে। অতঃপর তাঁহারা বাহির হইয়া যায় পুনরায় আর কখনো ফিরিয়া আসে না।

যাহ্হাক (র) মনে করেন যে, এমন একদল ফেরেশতা উহা আবাদ করেন, যাহাদেরকে জ্বিন নামে অভিহিত করা হয়। এবং সেই দলেরই অন্তর্ভুক্ত ইবলীস।

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ "সমুন্নত আকাশের শপথ।"

সুফিয়ান সওরী, শু'বা ও আবুল আহওয়াস (র) হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আলী (রা) বলেন, وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ অর্থ হইল আকাশ।

সুফিয়ান সওরী (র) বলেন, হযরত আলী (রা) ইহার প্রমাণ স্বরূপ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَّهُمْ عَنْ اٰيَاتِهَا مُعْرِضُوْنَ

"আর আমি আকাশকে সংরক্ষিত ছাদরূপে বানাইয়াছি। তবুও তাহারা উহার নিদর্শনাবলী উপেক্ষা করিয়া চলে।" অর্থাৎ এই আয়াতে আকাশকে سَقْفُ তথা ছাদ বলা হইয়াছে।

মুজাহিদ, কাতাদা, সুদ্দী, ইব্ন জুরাইজ ও ইব্ন ইয়াযীদ (র) অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র)-ও এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন।

রবী ইব্ন আনাস (র)-এর মতে উহা হইল আরশ। অর্থাৎ- আল্লাহ্র আরশ সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য ছাদ স্বরূপ। জমহুর আলিমগণের ইহাই মত।

وَالْبَحْرُ الْمَسْجُوْرِ "আর উদ্বেলিত সমুদ্রের শপথ।"

রবী ইব্ন আনাস (র) বলেন। وَالْبَحْرُ الْمَسْجُوْرِ বলিয়া আরশের নিম্নে অবস্থিত সেই পানিকে বুঝানো হইয়াছে, যেখান হইতে আল্লাহ্ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং পুনরুত্থানের দিন যাহা দ্বারা কবর সমূহে মৃতদেহগুলিকে জীবিত করা হইবে।

জমহুর আলিমগণের মতে, উহা হইল দুনিয়ার এই সমুদ্র। مَسْجُوْرٌ শব্দের ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইল কিয়ামতের দিন সমুদ্রগুলিকে আগুন দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করা হইবে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা অন্য একস্থানে বলিয়াছেন ঃ

وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সমুদ্রগুলিকে অগ্নিদ্বারা প্রজ্জ্বলিত করা হইবে। উহা হাশরের ময়দানে সমবেত সমগ্র মানবমণ্ডলীকে ঘিরিয়া রাখিবে।

সায়ীদ ইব্ন মুসায়্যাব, হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে এই ব্যাখ্যাটি বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও এ ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মুজাহিদ ও উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন উমাইর (র) প্রমুখ ইমামগণও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

'আলা ইব্ন বদর (র) বলেন। উহাকে وَالْبَحْرُ الْمَسْجُوْرِ তথা উদ্বেলিত সমুদ্র করিয়া এইজন্য নাম রাখা হইয়াছে যে, উহার পানিও পান করা হয় না আর উহা দ্বারা ফসলাদিও সিঞ্চিত করা হয় না। কিয়ামতের দিন সমুদ্রসমূহের অবস্থাও একই রকম হইবে। আলা ইব্ন বদর (র) হইতে ইব্ন আবূ হাতিম (র)-ও উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সায়ীদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন। وَالْبَحْرُ الْمَسْجُوْرِ অর্থ প্রবহমান সমুদ্র। কাতাদা (র) বলেন, পানিতে পরিপূর্ণ সমুদ্র। ইব্ন জারীর (র) এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, সমুদ্রসমূহ বর্তমানে যেহেতু অগ্নি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত নয় কাজেই উহা পানিতে পরিপূর্ণ। কাহারো কাহারো মতে, ইহার অর্থ হইল শূন্য সমুদ্র।

আসমাযী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ অর্থ শূন্য সমুদ্র। যেমন ঃ একদল লোক পানির সন্ধানে একটি কূপের নিকট গিয়া শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিয়া বলিল اِنَّ الْحَوْضَ مَسْجُوْرٌ অর্থাৎ কূয়ায় তো কোন পানি নাই। অর্থাৎ কূয়ার পানি শূন্য। ইব্ন মারদূবিয়া (র) মাসানীদুশ শো'আরায় এই ব্যাখ্যাটি বর্ণনা করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, مَسْجُوْرٌ এর অর্থ হইল নিয়ন্ত্রিত সমুদ্র, যেন উহার পানি উচ্ছ্বসিত হইয়া স্থলবাসীকে ডুবাইয়া না দেয়। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই ব্যাখ্যাটি নকল করিয়াছেন। সুদ্দী (র) এবং অন্যদের মতও ইহাই। ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক স্বীয় মসনাদে বর্ণিত একটি হাদীসও এই ব্যাখ্যার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করে। তাহা হইল—

ইমাম আহমদ (র) .... উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ সমুদ্র প্রতি রাতে উচ্ছ্বসিত হইয়া পৃথিবীবাসীকে তলাইয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অনুমতি চায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দমন করিয়া রাখেন।

হাফিজ আবূ বকর ইসমায়লী (র) ..... আওওয়াম ইব্ন হাওশাব (র) হইতে বর্ণনা করেন। আওওয়াম ইব্ন হাওশাব (র) বলেন ঃ প্রহরার দায়িত্বে নিয়োজিত জনৈক বুযর্গ আমাকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক রাতে আমি আমার পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য বাহির হই। সেই রাতে আমি ছাড়া আর কোন পাহারাদার ছিল না। আমি নৌবন্দরে উপস্থিত হইলাম। সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া আমার মনে হইতে লাগিল যে, সমুদ্র উঁচু হইয়া পর্বত শৃংগের সাথে আছাড় খাইতেছে। এই রকম করে অতঃপর আবূ সালিহ এর সাথে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট ঘটনাটি বিবৃত করি। শুনিয়া তিনি বলিলেন ঃ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "প্রতি রাত্রে সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া পৃথিবীবাসীকে তলাইয়া দেওয়ার জন্য তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বারণ করিয়া রাখেন।" এই হাদীসের সনদের মধ্যে একজন রাবী এমন আছেন, যার পরিচয় অজ্ঞাত। যার নাম উল্লেখ করা হয় নাই।

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ "আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী" অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুর শপথ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, আমি কাফিরদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য অবশ্যই শাস্তি প্রদান করিব। ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র অবকাশ নাই। অতঃপর তিনি বলেন ঃ مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ অর্থাৎ আমি কাফিরদিগকে শাস্তি দিতে চাইলে উহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই।

হাফিজ আবূ বকর আবুদ্দুনিয়া (র) ..... জা'ফর ইব্ন যায়দ আবদী (র) হইতে বর্ণনা করেন। জা'ফর ইব্ন যায়দ আবদী (র) বলেন ঃ হযরত উমর (রা) এক রাতে

শহর পরিদর্শনের জন্য বাহির হইলেন। চলিতে চলিতে এক সময় এক মুসলমান ব্যক্তির ঘরের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, লোকটি দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করিতেছে। হযরত উমর (রা) দাঁড়াইয়া লোকটির কুরআন তিলাওয়াত শুনিতে লাগিলেন। লোকটি তখন সূরা তূর পাঠ করিতেছিলেন। পড়িতে পড়িতে اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ পর্যন্ত পৌঁছার পর হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ কা'বার প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই ইহা সত্য। অতঃপর তিনি গাঁধার উপর হইতে অবতরণ করিয়া বিষণ্ন মনে একটি প্রাচীরের সাথে হেলান দিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকেন। অতঃপর বাড়ী ফিরিয়া যান। এই ঘটনার পর তিনি প্রায় এক মাস যাবত এমন অসুস্থ হইয়া পড়েন যে, তাঁহার রোগ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা কাহারো ছিল না।

ইমাম আবূ উবাইদ (র) ..... হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান (রা) বলেন যে, হযরত উমর (রা) একদিন اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ পাঠ করিয়া দীর্ঘ বিশ দিন যাবত অসুস্থ থাকেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَاءُ مَوْرًا "যেদিন আকাশ প্রবলভাবে আন্দোলিত হইবে।"

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) বলেন, যেদিন আকাশ প্রবলভাবে নড়াচড়া করিবে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আরেকটি মত পাওয়া যায় যে, আয়াতের অর্থ হইল যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হইবে।

মুজাহিদ (র) বলেন, যেদিন আকাশ প্রবল বেগে ঘুরিবে। যাহ্হাক (র) বলেন, আকাশের ঘূর্ণন ও আন্দোলন সবকিছুই হইবে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে।

ইব্ন জারীর (র)-এর মতে যেদিন আকাশ অস্থিরভাবে ঘুরিবে।

وَتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا অর্থাৎ যেদিন পাহাড়সমূহ দ্রুত চলিবে। ফলে উহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধূলার সাথে মিশিয়া যাইবে।

فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অর্থাৎ মিথ্যাবাদীরা সেইদিন আল্লাহ্ তা'আলার আযাব ও শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে।

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ অর্থাৎ যাহারা পার্থিব জীবনে অসার ও বাতিল কার্যকলাপে লিপ্ত এবং দীনকে ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র বানায়।

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কাফির মিথ্যাবাদীদিগকে ধাক্কা মারিতে মারিতে জাহান্নামের আগুনের নিকট লইয়া যাওয়া হইবে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ, শা'বী, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, যাহ্হাক, সুদ্দী ও সুফিয়ান সওরী (র) বলেন, কিয়ামতের দিন কাফির মিথ্যাবাদীদিগকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হইবে।

هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন জাহান্নামের প্রহরীগণ কাফির মিথ্যাবাদীদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিবে, ইহা সেই দোজখ, যাহাকে তোমরা মিথ্যা মনে করিতে।

اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لاَتُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ ইহা কি যাদু, না-কি তোমরা ইহা দেখিতেছ না?

اُصْلَوْهَا অর্থাৎ তোমরা জাহান্নামের মধ্যে প্রবেশ কর। এমনভাবে যে তোমাদেরকে জাহান্নাম চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া রাখিবে।

فَاصْبِرُوْا اَوْ لاَتَصْبِرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ জাহান্নামের আযাব ও শাস্তিতে নিপতিত হইয়া তোমরা ধৈর্যধারণ কর আর না কর উহা হইতে মুক্তি লাভ করার কোন পথ নাই।

اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ আজ কেবল তোমাদিগকে তোমাদিগের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হইবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের কাহারো উপর জুলুম করিবেন না বরং প্রত্যেককেই তার কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করিবেন।

(١٧) اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ۙ

(١٨) فٰكِهِيْنَ بِمَاۤ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ○

(١٩) كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۙ

(٢٠) مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ○

১৭. মুত্তাকীরা জান্নাতেও ভোগ-বিলাসে থাকিবে।

১৮. তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে যাহা দিবেন তাহারা তাহা উপভোগ করিবে এবং তিনি তাহাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন।

১৯. তোমরা যাহা করিতে তাহার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার করিতে থাক।

২০. তাহারা শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়া বসিবে; আমি আয়তলোচনা হূরের সংগে তাহাদিগের মিলন ঘটাইব।

তাফসীর ঃ উপরে বর্ণিত হতভাগা জাহান্নামীদের বিপরীতে সৌভাগ্যশালী ঈমানদার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ অর্থাৎ নিশ্চয় মুত্তাকীরা জান্নাতে ও ভোগ-বিলাসে থাকিবে।

فَكِهِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে যেসব রকমারী সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ী ও যানবাহন ইত্যাদি দান করিবেন, জান্নাতের মধ্যে তাহারা উহা উপভোগ করিতে থাকিবে।

وَوَقٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ "এবং তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন।"

অভাবনীয়, অকল্পনীয়, অদৃশ্য ও অশ্রুতপূর্ব ভোগ-বিলাস সমৃদ্ধ জান্নাতে প্রবেশাধিকার দেওয়ার কথা ঘোষণা করার পর জাহান্নামের শাস্তি হইতে মুক্তি প্রদানের কথা বলা হইয়াছে। বস্তুত ইহা আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ নিয়ামত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদেরকে বলিবেন ঃ পার্থিব জীবনে তোমরা যাহা করিতে উহার প্রতিফল স্বরূপ আজ তোমরা তৃপ্তির সহিত স্বচ্ছন্দে পানাহার করিতে থাক। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ অর্থাৎ "বিগত জীবনে কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ আজ তোমরা স্বচ্ছন্দে তৃপ্তির সহিত পানাহার কর।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ অর্থাৎ জান্নাতীরা শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়া বসিয়া থাকিবে।

সুফিয়ান সওরী (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ জান্নাতীরা বাসর ঘরের খাটের ন্যায় খাটের উপর হেলান দিয়া বসিয়া থাকিবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম ..... হায়ছাম ইব্‌ন মালেক তায়ী (র) হইতে বর্ণনা করেন। হায়ছাম ইব্‌ন মালেক তায়ী (র) বলেন. রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতীরা জান্নাতের মধ্যে এক নাগাড়ে প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত হেলান দিয়া একই অবস্থায় বসিয়া থাকিবে। এদিক-ওদিক নড়াচড়াও করিবে না আর কোন প্রকার ক্লান্তিও অনুভব করিবে না। তাহাদিগের মনে যাহা চাইবে এবং চোখে যাহা ভালো লাগিবে যথাসময়ে উহা তাহাদিগের সামনে উপস্থিত হইয়া যাইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... ছাবিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ছাবিত (রা) বলেন যে, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, জান্নাতের মধ্যে একজন লোক সত্তর বছর পর্যন্ত হেলান দিয়া বসিয়া থাকিবে। তাহার চতুস্পার্শ্বে তাহার অসংখ্য স্ত্রী, খাদেম ও আল্লাহ্ প্রদত্ত নানা ধরনের বিলাস সামগ্রী থাকিবে। যখন সে অন্য দিকে একটু দৃষ্টি সরাইয়া নিবে হঠাৎ দেখিবে যে, তাহার সম্মুখে এমন কতিপয় স্ত্রী উপস্থিত যাহাদিগকে ইতিপূর্বে

কখনো দেখে নাই। তাহারা বলিবে, আপনি আমাদিগকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য করুন।

مَصْفُوفَة অর্থ হইল একে অপরের মুখোমুখী হইয়া বসিবে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِيْنَ অর্থাৎ জান্নাতীগণ আসনের উপর একে অপরের মুখোমুখী বসিয়া থাকিবে।

زَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ অর্থাৎ মুত্তাকীদিগকে আমি সতী-সাধ্বী সংগীনী ও আয়তলোচনা হুরদেরকে স্ত্রীরূপে দান করিব।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ زَوَّجْنَاهُمْ অর্থ আমি মুত্তাকী জান্নাতীদিগকে ডাগর চোখা হুরদের সাথে বিবাহ পড়াইয়া দিব। হুরদের রূপ-লাবণ্যের আলোচনা ইতিপূর্বে বহুবার করা হইয়াছে বিধায় পুনরায় উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

(٢١) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ○

(٢٢) وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ○

(٢٣) يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ ○

(٢٤) وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ○

(٢٥) وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ○

(٢٦) قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ○

(٢٧) فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ○

(٢٨) اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ○

২১. এবং যাহারা ঈমান আনে আর তাহাদিগের সন্তান-সন্ততি ঈমানের ক্ষেত্রে তাহাদিগের অনুগামী হয়, তাহাদিগের সহিত মিলিত করিব তাহাদিগের

সন্তান-সন্ততিকে এবং তাহাদিগের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করিব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।

২২. আমি তাহাদিগকে দিব ফলমূল এবং গোশ্ত যাহা তাহারা পছন্দ করে।

২৩. সেথায় তাহারা একে অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে পানপাত্র, যাহা হইতে পান করিলে কেহ অসার কথা বলিবে না এবং পান কর্মেও লিপ্ত হইবে না।

২৪. তাহাদিগের সেবায় নিয়োজিত থাকিবে সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ কিশোরেরা।

২৫. তাহারা একে অপরের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিবে।

২৬. এবং বলিবে, 'পূর্বে আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম।'

২৭. 'অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে অগ্নি-শাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

২৮. 'আমরা পূর্বেও আল্লাহ্কে আহ্বান করিতাম, তিনি তো কৃপাময়, পরম দয়ালু।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সৃষ্টি জগতের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, ঈমানদার লোকদিগের সন্তান-সন্ততি যদি ঈমানের ক্ষেত্রে মাতা-পিতার অনুগামী হয়, তাহা হইলে সন্তানদের আমল নিম্নমানের হইলেও মর্যাদার ক্ষেত্রে তাহাদিগকে তাহাদিগের মাতা-পিতার সাথে মিলিত করিয়া দিবেন, যেন সন্তানদিগকে কাছে পাইয়া মাতা-পিতার চক্ষু শীতল হয়। আর একটি উত্তম পদ্ধতিতে মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততিদের মাঝে মিলন ঘটানো হইবে। তাহা হইল, অসম্পূর্ণ আমলের অধিকারী সন্তান-সন্ততিদিগকে নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ আমলের অধিকারী মাতা-পিতার সমান মর্যাদা দান করা হইবে। ইহাতে মাতা-পিতার কর্মফল হইতে কিছুমাত্র হ্রাস করা হইবে না। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা অতঃপর বলিয়াছেন ঃ

وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ অর্থাৎ "তাহাদিগের সহিত তাহাদিগের সন্তানদিগকে মিলিত করিয়া দিব। কিন্তু তাহাদিগের কর্মফল আমি কিছুই হ্রাস করিব না।"

সুফিয়ান সওরী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার মাতা-পিতার সন্তানদেরকে তাহাদিগের সমান মর্যাদা দান করিবেন। যদিও তাঁহারা আমলের ক্ষেত্রে মাতা-পিতার সমান নয়, যেন সন্তানদিগকে কাছে পাইয়া মাতা-পিতার চক্ষু শীতল হয়। অতঃপর হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ আয়াতটি পাঠ করেন। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম সুফিয়ান সওরীর হাদীস হইতে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেন। অনুরূপভাবে ইব্ন জারীর (র) আমর ইব্ন মুর্রা (র)-এর সূত্রে শু'বা (র)-এর হাদীস হইতে এই বর্ণনাটি নকল করিয়াছেন।

ইমাম বায্যার (র) .... ইব্ন আব্বাস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, উহারা হইল ঈমানদার মাতা-পিতার এমন সন্তান, যাহারা ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর যদি মাতা-পিতার মর্যাদা তাহাদের চেয়ে উন্নত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে মাতা-পিতার সমান মর্যাদা দান করা হয়। কিন্তু মাতা-পিতার কর্মফল হইতে কিছুই হ্রাস করা হয় না।

হাফিজ তাবারানী (র) .... সায়ীদ উব্ন জুবাইর (র) হইতে বর্ণনা করেন। সায়ীদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, আমি হযরত ইব্ন আববাস (রা) হইতে শুনিয়াছি , তিনি বলেন, আমার মনে হয় কথাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই বলেছেন যে, জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিয়া তাহার মাতা-পিতা সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে যে, তাহারা কোথায় আছে? উত্তরে বলা হইবে যে, তাহারা তোমার মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তাই তাহারা জান্নাতের অন্য এক স্থানে আছে। তখন সে বলিবে ঃ পরওয়ারদেগার! আমিতো দুনিয়াতে নিজের জন্য এবং তাহাদিগের সকলের জন্য আমল করিয়াছিলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে আদেশ দেওয়া হইবে যে, তাহাদিগকেও ইহার সাথে একত্রে স্থান করিয়া দাও। অতঃপর হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ আয়াতটি পাঠ করেন।

আওফী (র) .... ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল যাহাদের সন্তান-সন্ততি ঈমান গ্রহণ করিয়া তদানুযায়ী আমল করিয়াছে, সন্তানদের ঈমানের উসিলায় তাহাদিগকে জান্নাত দান করা হইবে এবং তাহাদিগের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাহাদের সাথে মিলিত হইবে।

শা'বী, সায়ীদ ইব্ন জুবাইর, ইবরাহীম, কাতাদা, আবূ সালিহ, রাবী ইব্ন আনাস, যাহহাক ও ইব্ন যায়দ (র) এই ব্যাখ্যার প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র)-এর মতও ইহাই।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ (র) ..... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন ঃ হযরত খাদীজা (রা) একদিন জাহেলিয়াতের যুগে মৃত্যুপ্রাপ্ত তাহার দুই ছেলের পরিণাম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলিলেন ঃ "তাহারা জাহান্নামী।" এই উত্তর শুনার পর হযরত খাদীজা (রা)-এর মুখ মলিন হইয়া যায়। হুযূর (সা) উহা অনুভব করিয়া বলিলেন, "খাদীজা! তুমি যদি তাহাদের অবস্থান দেখিতে পাইতে তাহা হইলে অবশ্যই তুমি তাহাদিগকে ঘৃণা করিতে।" অতঃপর হযরত খাদীজা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা আপনার ঔরসে আমার যে সন্তানদি হইয়াছেন তাহাদের পরিণাম কি হইবে? উত্তরে আল্লাহ্র রাসূল

(সা) বলিলেন, তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূল (সা) বলিলেন ঃ ঈমানদার মাতা-পিতা এবং তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি জান্নাতে প্রবেশ করিবে আর মুশরিক মাতা-পিতা ও তাহাদের সন্তান-সন্ততি জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) .... وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

ইহা হইল মাতা-পিতার আমলের বরকতে সন্তানের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে সন্তানের দোয়ার বরকতে মাতা-পিতার প্রতি আল্লাহ্র কৃপা ও অনুগ্রহের কথা হাদীসে বর্ণিত আছে। যেমন ঃ

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের মধ্যে তাঁহার কোন কোন নেক বান্দার মর্যাদা তাঁহার প্রাপ্যের তুলনায় বাড়াইয়া দিবেন। তখন বান্দা বলিবে পরওয়ারদিগার! এত মর্যাদা আমাকে কোথা হইতে দেওয়া হইল? উত্তরে আল্লাহ্ বলিবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের দোয়া ও ইস্তেগফারের বদৌলতে তোমাকে এত মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। এই হাদীসটির সনদ সহীহ্। কিন্তু এই সনদে আর কেহ এই হাদীসটি বর্ণনা করে নাই। তবে সহীহ মুসলিমে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন ঃ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ মানুষের মৃত্যুর পর তাহার সমস্ত আমলের ধারা বন্ধ হইয়া যায়। তবে তিন আমল চালু থাকে।

১. "সদকায়ে জারিয়াহ,

২. তাঁহার শিখিয়ে যাওয়া এমন ইলম যাহা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়,

৩. নেক সন্তান যে তাহার জন্য দোয়া করে।" (মুসলিম)

এতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি উপযুক্ত আমল ব্যতীতই সন্তান-সন্ততিকে মাতা-পিতার সমান মর্যাদা দান করেন। এইবার তিনি নিজের ন্যায়নীতির কথা উল্লেখ করিতেছেন যে, তিনি একজনের অপরাধের কারণে অন্যজনকে শাস্তি দেন না। এ প্রসংগে তিনি বলেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنٌ অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ আমলের জন্য দায়ী। একজনের অপরাধের দায়-দায়িত্ব আরেকজনের উপর চাপানো হইবে না। পিতার অপরাধের বোঝা ছেলের ঘাড়ে বা ছেলের অপরাধের বোঝা পিতার ঘাড়ে চাপানো হইবে না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ اِلاَّ اَصْحَابَ الْيَمِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে ডান পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ নহে। তাঁহারা জান্নাতে থাকিবে এবং তাঁহারা অপরাধীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ অর্থাৎ "আমি জান্নাতীদিগকে বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল ও তাহাদের চাহিদা অনুযায়ী রকমারী সুস্বাদু গোশ্ত দান করিব।"

يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَأْسًا অর্থাৎ জান্নাতে জান্নাতীরা একে অপরের হইতে পান পাত্র তথা মদের পাত্র গ্রহণ করিবে। ইমাম যাহ্হাক (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

لاَ لَغْوٌ فِيْهَا وَلاَ تَأْثِيْمٌ অর্থাৎ জান্নাতীরা মদপান করিয়া দুনিয়ার মদপায়ীদের ন্যায় অসার, অসংলগ্ন ও অশালীন কথা বলিবে না এবং কোন প্রকার অশ্লীল এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হইবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ اللغو। অর্থ বাতিল তথা অসার ও অনর্থক কথাবার্তা আর تَأْثِيْمٌ অর্থ মিথ্যা কথন।

মুজাহিদ (র) বলেন, তাহারা কাউকে গালি দিবে না এবং কোন পাপ কর্মে লিপ্ত হইবে না।

কাতাদা (র) বলেন, আখিরাতের মদকে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার মদের অপবিত্রতা ও অনিষ্টতা হইতে পবিত্র করিয়া দিয়াছেন। ফলে উহাতে পান করিলে মাথা ধরিবে না, পেট ব্যথা হইবে না ও জ্ঞান লোপ পাইবে না। সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা এই সংবাদ দিয়াছেন যে, আখিরাতের মদ পানকারীকে অসার, অনর্থক ও অশ্লীল কথনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিবে না। উহা অত্যন্ত সুদর্শন ও সুস্বাদু। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ لاَغَوْلٌ فِيْهَا وَلاَهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ অর্থাৎ "উহা শুভ্র পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। উহা পান করিয়া কেহ মাতালও হইবে না এবং জ্ঞান হারাও হইবে না।" অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

لاَيُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلاَيُنْزِفُوْنَ অর্থাৎ "জান্নাতের মদ পান করিয়া কাহারো শিরঃপীড়া হইবে না এবং তাহারা জ্ঞান হারাও হইবে না।" আর এইখানে বলিয়াছেন ঃ

يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَأْسًا لاَلَغْوٌ فِيْهَا وَلاَتَاثِيْمٌ অর্থাৎ "জান্নাতীরা একে অপরের নিকট হইতে সুরা পাত্র গ্রহণ করিবে।" যাহা হইতে পান করিলে কেহই অসার কথা বলিবে না এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হইবে না।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ অর্থাৎ "তাহাদিগের সেবায় নিয়োজিত থাকিবে সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ কিশোরেরা।"

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের খাদেম ও সেবকদের সম্পর্কে এবং জান্নাতে তাহাদিগের মর্যাদা সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন যে, জান্নাতীদের কিশোর সেবকরা রূপ-লাবণ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পোষাক-পরিচ্ছদের সৌন্দর্যের দিক দিয়া তাহারা সজীব সতেজ সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِنْ مَّعِيْنٍ অর্থাৎ "জান্নাতীদের সেবায় ঘোরাফিরা করিবে চির কিশোরেরা। পান-পাত্র কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরা পূর্ণ পেয়ালা লইয়া।"

وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ অর্থাৎ জান্নাতীরা মুখোমুখী বসিয়া পরস্পর আলাপ-আলোচনা করিবে এবং নিজেদের পার্থিব জীবনের আমল ও হাল-অবস্থা সম্পর্কে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিবে। ইহা ঠিক তেমন, যেমন দুনিয়াতে মদপায়ীরা মদের আড্ডায় বসিয়া নিজেদের ভালো-মন্দ অবস্থা আলাপ-আলোচনা করিয়া থাকে।

قَالُوْا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىْ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করিয়া জান্নাতের যাবতীয় ভোগ-বিলাস লাভ করিবার পর বলিবে, আমরা তো পার্থিব জগতে পরিবার-পরিজনদের মাঝে থাকা অবস্থায় আমাদিগের পরওয়ারদিগার সম্পর্কে ভীত ও তাঁহার আযাব ও শাস্তি সম্পর্কে শংকিত ছিলাম।

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ "কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগের অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং আমরা যাহা ভয় করিতাম, সেই অগ্নি শাস্তি হইতে আমাদিগকে মুক্তি দিয়াছেন।"

اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ অর্থাৎ "ইতিপূর্বে আমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকিতাম এবং তাহার নিকট অনুনয়-বিনয় করিয়া প্রার্থনা করিতাম। ফলে তিনি আমাদিগের ডাকে সাড়া দিয়াছেন এবং আমাদের প্রার্থনা কবূল করিয়াছেন।"

اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ "নিশ্চয় তিনি কৃপাময় পরম দয়ালু।"

হাফিজ আবূ বকর বায্‌যার (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করিবে তখন তাহারা পরস্পর আলাপ-আলোচনা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে। তখন কুদরতীভাবে একজনের আসন আরেকজনের আসনের বরাবর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাহারা নিজ নিজ আসনে মুখোমুখী হেলান দিয়া বসিয়া দুনিয়ার হাল-অবস্থা সম্পর্কে আলাপ করিবে। একজন অপরজনকে বলিবে, আচ্ছা, তুমি কি বলিতে পার যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে কেন দিন ক্ষমা করিয়াছেন? আমার তো মনে পড়ে যে, একদিন আমরা অমুক জায়গায় ছিলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে ডাকিয়া নিয়া ক্ষমা করিয়া দেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)....... মাসরূক (র) হইতে বর্ণনা করেন। মাসরূক (র) বলেন, হযরত আয়িশা (রা) একদিন فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا .... الْبَرُّ الرَّحِيْمُ আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ্ আমাদিগের উপর অনুগ্রহ কর এবং আমাদিগকে অগ্নি-শাস্তি হইতে রক্ষা কর। তুমি তো কৃপাময়, পরম দয়ালু।" আ'মাশ (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, হযরত আয়িশা (রা) কি এই কথাটি সালাতের মধ্যেই বলিয়াছেন ? উত্তরে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, সালাতের মধ্যেই তিনি এই কথাটি বলিয়াছেন।

(٢٩) فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ۝

(٣٠) اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ۝

(٣١) قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ۝

(٣٢) اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۝

(٣٣) اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝

(٣٤) فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ۝

২৯. অতএব তুমি উপদেশ দান করিতে থাক, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি গণক নহ, উন্মাদও নহ।

৩০. উহারা কি বলিতে চাহে যে, সে একজন কবি? আমরা তাহার জন্য কালের বিপর্যয়ের অপেক্ষা করিতেছি।"

৩১. বল, "তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদিগের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।"

৩২. তবে কি উহাদিগের বুদ্ধি উহাদিগকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করে, না উহারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়?

৩৩. উহারা কি বলে, "এই কুরআন তাহার নিজের রচনা?" না, বরং উহারা অবিশ্বাসী।

৩৪. উহারা যদি সত্যবাদী হয়, ইহার সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক না!

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে মানব জাতির নিকট তাঁহার রিসালাতের দাওয়াত পৌঁছাইয়া দেওয়ার এবং তাহাদিগকে কুরআনের বাণী স্মরণ করাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি আরোপিত

সমালোচক ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিভিন্ন অভিযোগ-অপবাদ খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন ঃ

فَذَكِّرْ فَمَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلاَمَجْنُوْنٍ অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলার অসীম অনুগ্রহে আপনি গণক নন, উন্মাদও নন।" যেমন অজ্ঞ মুর্খ কুরাইশ কাফিররা বলিয়া থাকে।

'কাহেন' বলা এমন ব্যক্তিকে যাহার নিকট জ্বিনদের মাধ্যমে সংগৃহীত আকাশের বিভিন্ন তথ্য আসে। আর "মাজনূন" অর্থ পাগল বা উন্মাদ, স্পর্শ দ্বারা শয়তান যাহাকে পাগল করে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ "না-কি তাহারা বলে যে, সে একজন কবি? আমরা তাহার জন্য কালের বিপর্যয়ের অপেক্ষা করিতেছি।"

অর্থাৎ মুশরিকরা বলে যে, আমরা মুহাম্মদের এই সব কথাবার্তায় ধৈর্যের সহিত তাহার মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি। তাহার যে দিন মৃত্যু হইবে সেদিনই আমরা তাহার এই সব উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইব। আয়াতে مَنُوْنِ অর্থ মৃত্যু। ইহার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّىْ مَعَكُمْ مِنَّ الْمُتَرَبِّصِيْنَ "আপনি বলিয়া দিন যে, তোমরা অপেক্ষা কর আমিও তোমাদিগের সহিত অপেক্ষা করিব।"

অর্থাৎ যাহারা আপনার মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে, আপনি তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া দিন যে, ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা করিতে থাক, আমিও তোমাদিগের সাথে অপেক্ষা করিতেছি। দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্র সাহায্য কে লাভ করিতে পারে আর কাহার পরিণাম শুভ হয়, অদূর ভবিষ্যতেই তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কুরাইশ নেতৃবৃন্দ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে দারুন নদওয়ায় বৈঠকে মিলিত হওয়ার পর একজন প্রস্তাব দিল যে, মুহাম্মদকে কয়েদখানায় বন্দী করিয়া রাখিয়া তোমরা তাহার ধ্বংসের অপেক্ষা করিতে থাক। যেমনি তাঁহার পূর্ববর্তী যুহাইর ও নাবেগা প্রমুখ কবিরা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ইনি তো তাহাদের মতই একজন কবি মাত্র। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلاَمُهُمْ بِهٰذَا "তবে কি উহাদিগের বুদ্ধি উহাদিগকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করে?" অর্থাৎ তাহারা তোমার সম্পর্কে যে মিথ্যা ও অলীক কথাবার্তা বলিতেছে, তাহাদিগের বুদ্ধি বিবেকই তাহাদিগকে সেই বিষয়ে প্ররোচিত করে। তাহারা নিজেরাও বুঝে যে, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অলীক ধারণা মাত্র।

اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ অর্থাৎ তাহারা মূলত একটি নিরেট সীমালংঘনকারী বিভ্রান্ত ও হঠকারী সম্প্রদায়। ইহাই তাহাদিগকে তোমার বিরুদ্ধে এই সকল কথাবার্তা বলিতে উদ্বুদ্ধ করে।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ অর্থাৎ তাহারা বলে যে, মুহাম্মদ (সা) নিজেই এই কুরআন রচনা করিয়া লইয়াছেন।

এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ بَلْ لاَيُؤْمِنُوْنَ "বরং তাহারা বিশ্বাসী নয়।" অর্থাৎ তাহাদের ঈমান নাই। কুফরী মনোভাবই তাহাদিগকে এই ধরনের উক্তি উচ্চারণ করিতে উদ্বুদ্ধ করে।

فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖ اِنْ كَانُوْا صَادِقِيْنَ "উহারা যদি সত্যবাদী হয়, তাহা হইলে ইহার সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক।"

অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) পবিত্র কুরআন নিজ হাতেই রচনা করিয়াছেন বলিয়া উহারা যেই দাবী করিতেছে উহাতে যদি তাহারা সত্যবাদী হয়, তাহা হইলে মুহাম্মাদ (সা)-এর ন্যায় উহারাও অনুরূপ একটি রচনা উপস্থিত করুক। কিন্তু বস্তুত পৃথিবীর সমস্ত মানব ও জ্বিন জাতিকে একত্রিত করিয়াও যদি উহারা চেষ্টা করে তো কুরআনের সমান একটি গ্রন্থ রচনা করা তো দূরের কথা, কুরআনের সমমানের একটি সূরা বা আয়াতও তাহারা রচনা করিতে সক্ষম হইবে না।

(٣٥) اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ۝

(٣٦) اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ۝

(٣٧) اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ۝

(٣٨) اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ۚ فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

(٣٩) اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ۝

(٤٠) اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۝

(٤١) اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۝

(٤٢) اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ۚ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ۝

(٤٣) اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

৩৫. উহারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হইয়াছে, না উহারা নিজেরাই স্রষ্টা?

৩৬. নাকি উহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে? বরং উহারা তো অবিশ্বাসী।

৩৭. তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডার কি উহাদিগের নিকট রহিয়াছে, না উহারা এই সমুদয়ের নিয়ন্তা?

৩৮. না-কি উহাদিগের কোন সিঁড়ি আছে যাহাতে আরোহণ করিয়া উহারা শ্রবণ করে? থাকিলে উহাদিগের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক!

৩৯. তবে কি কন্যা সন্তান তাঁহার জন্য আর পুত্র সন্তান তোমাদিগের জন্য?

৪০. তবে কি তুমি উহাদিগের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছ যে, উহারা ইহাকে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করিবে?

৪১. না-কি অদৃশ্য বিষয়ে উহাদিগের কোন জ্ঞান আছে যে, উহারা এই বিষয়ে কিছু লিখে?

৪২. অথবা উহারা কি কোন ষড়যন্ত্র করিতে চাহে? পরিণামে কাফিররাই হইবে ষড়যন্ত্রের শিকার।

৪৩. না-কি আল্লাহ্ ব্যতীত উহাদিগের অন্য কোন ইলাহ আছে? উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তাহা হইতে পবিত্র!

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রবুবিয়াত (প্রভুত্ব) ও তাওহীদ (একত্ব) প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন। এ প্রসংগে প্রথমে তিনি বলেন ঃ اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ 'উহারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হইয়াছে? নাকি উহারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা?" অর্থাৎ ইহার কোনটিই নয়। কাফিরগণ স্রষ্টা ছাড়াও সৃষ্টি হয় নাই এবং উহারা নিজেরাও নিজেদেরকে সৃষ্টি করে নাই বরং আল্লাহ্ তা'আলাই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) ...... জুবাইর ইব্ন মুতইম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জুবাইর ইব্ন মুতইম (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মাগরিবের সালাতে সূরা তূর পাঠ করিতে শুনিয়াছি। পড়িতে পড়িতে যখন তিনি اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ .... اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ – এই আয়াতে পৌঁছুলেন, তখন আমার অন্তঃকরণ ভাবাবেগে উড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। বুখারী ও মুসলিমে এই হাদীস যুহরী (র) সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَمْ خَلَقُوْا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ "তবে কি উহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে? বরং উহারা অবিশ্বাসী।"

অর্থাৎ কাফির মুশরিকরা নিশ্চিত জানে যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে আল্লাহ্ পাকের কোন অংশীদার নাই। কিন্তু তবুও বিশ্বাস না থাকার ফলে উহারা আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন করে।

اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে যাহারা শরীক স্থাপন করে আল্লাহ্র ধন ভাণ্ডারের চাবিকাঠি কি উহাদিগের হাতে? নাকি উহারা বিশ্ব জগতকে নিয়ন্ত্রণ করছে? না, উহারা ইহার কোনটিই নয়, বরং সমুদয় ধন ভাণ্ডারের চাবিকাঠি আল্লাহ্রই হাতে, তিনিই বিশ্বজগতের একচ্ছত্র অধিকারী ও একমাত্র নিয়ন্তা। সর্বময় ক্ষমতা শুধুমাত্র তাঁহারই হাতে রহিয়াছে।

اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ অর্থাৎ "না-কি ইহাদিগের এমন কোন সিঁড়ি আছে, যাহাতে আরোহণ করিয়া উহারা ঊর্ধ্বজগতে পৌছিয়া তথাকার সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারে?"

فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ যদি তেমন কোন ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে যে সেইখান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করে, সে উহাদিগের এইসব কর্মকাণ্ড ও উক্তি সমূহের সপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক। কিন্তু বাস্তব সত্য হইল এই যে, উহাদিগের হাতে এমন কোন ব্যবস্থা নাই এবং উহাদের দাবীর সপক্ষে উহাদিগের নিকট কোন প্রমাণও নাই। অতএব উহারা যাহা বলিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, মিথ্যা প্রচারণা মাত্র।

اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ "তবে কি কন্যা সন্তান তাঁহার জন্য এবং পুত্র সন্তান তোমাদিগের জন্য?" অর্থাৎ মুশরিকরা এই বলিয়া প্রোপাগান্ডা চালায় যে, কন্যা সন্তানদের পিতা হইলেন আল্লাহ্ তা'আলা। উহারা আরো বলে যে, ফেরেশতারা হইল আল্লাহ্ পাকের কন্যা সন্তান। আর ছেলে সন্তানদের জনক হইল তাহারা। তাই তারা উহাদের মধ্যে কাহারো কন্যা সন্তান জন্মলাভ করিলে, গোস্বায় ও রাগে তাহার চেহারা কালো বিবর্ণ হইয়া যায়। সর্বোপরি উহারা ফেরেশতাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলার কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করিয়া আল্লাহ্র সাথে উহাদিগেরও পূজা করিয়া থাকে। এই সকল ভিত্তিহীন, অলীক ও মিথ্যা ধারণার প্রতিবাদে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ "না-কি তাঁহার জন্য কন্যা সন্তান আর তোমাদিগের জন্য ছেলে সন্তান?"

اَمْ تَسْئَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ "না-কি তুমি উহাদিগের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছ যে, উহারা ইহাকে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করিবে?" অর্থাৎ রিসালতের দাওয়াত পৌঁছানোর বিনিময়ে কি তুমি মুশরিকদিগের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহিতেছ? যাহাকে উহারা দুর্বহ বোঝা মনে করিয়া তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে? কিন্তু কই তুমি তো কাহারো নিকট কোন পারিশ্রমিক চাও না।

اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ "তবে কি উহাদিগের নিকট অদৃশ্য বিষয়ে কোন জ্ঞান আছে যে, উহা এই বিষয়ে কিছু লিখে?" অর্থাৎ উহাদিগের নিকট অদৃশ্য বিষয়ের কোন জ্ঞানও তো নাই। কারণ আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কেহই গায়েব জানে না।

اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ "না-কি উহারা কোন ষড়যন্ত্র করিতে চাহে? পরিণামে কাফিররাই হইবে ষড়যন্ত্রের শিকার।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, এই কাফির-মুশরিকগণ রাসূল (সা) ও দীন সম্পর্কে এই সকল উক্তি দ্বারা সরল-প্রাণ লোকদিগকে প্রতারণা করিতে ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁহার সাহাবীদের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করিতে চাহিতেছে? যদি তেমন কিছু করিয়া থাকে, তাহা হইলে পরিণামে উহারাই এই ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আটকা পড়িবে।

اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ "না-কি আল্লাহ্ ব্যতীত উহাদিগের অন্য কোন ইলাহ আছে?" অর্থাৎ এই আয়াতাংশে মূর্তি পূজা ও আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপনের ব্যাপারে মুশরিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বিরুদ্ধবাদীদের কটুক্তি, সমালোচনা, অমূলক রটনা, মিথ্যা অপবাদ ও শিরক হইতে নিজের সুমহান সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ অর্থাৎ "উহারা আল্লাহ্র সাথে যাহাকে শরীক স্থাপন করে আল্লাহ্ তা'আলা উহা হইতে পবিত্র!"

(٤٤) وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ○

(٤٥) فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ○

(٤٦) يَوْمَ لَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

(٤٧) وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(٤٨) وَاصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعۡيُنِنَا وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ حِيۡنَ تَقُوۡمُ ۙ

(٤٩) وَمِنَ الَّيۡلِ فَسَبِّحۡهُ وَاِدۡبَارَ النُّجُوۡمِ ۠

৪৪. উহারা আকাশের কোন খণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখিলে বলিবে, 'ইহা তো এক পুঞ্জীভূত মেঘ।'

৪৫. উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চল, সেই দিন পর্যন্ত যেদিন উহারা বজ্রাঘাতের সম্মুখীন হইবে।

৪৬. সেদিন উহাদিগের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসিবে না এবং উহাদিগকে সাহায্যও করা হইবে না।

৪৭. ইহা ছাড়া আরো শাস্তি রহিয়াছে জালিমদের জন্য। কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই তাহা জানে না।

৪৮. ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ; তুমি আমার চক্ষুর সামনেই রহিয়াছ। তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর।

৪৯. এবং তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও তারকার অস্তগমনের পর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের অবাধ্যতা, খোদাদ্রোহীতা, গোঁড়ামী সম্পর্কে বলিতেছেন ঃ وَاِنۡ يَّرَوۡا كِسۡفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَّقُوۡلُوۡا سَحَابٌ مَّرۡكُوۡمٌ "মুশরিকরা যদি আকাশের কোন খণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখে, বলে ইহা তো পুঞ্জীভূত মেঘ।" অর্থাৎ মুশরিকরা এতই অবাধ্য ও বক্রস্বভাব সম্পন্ন যে, শাস্তি স্বরূপ কখনো যদি আকশের কোন খণ্ড মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখে তখনও তাহারা উহাকে শাস্তি বলিয়া বিশ্বাস করে না। বরং বলে যে ভয়ের কি আছে? ইহা তো আকাশের পুঞ্জীভূত মেঘ ছাড়া কিছুই নয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوۡ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوۡا فِيۡهِ يَعۡرُجُوۡنَ لَقَالُوۡا اِنَّمَا سُكِّرَتۡ اَبۡصَارُنَا بَلۡ نَحۡنُ قَوۡمٌ مَّسۡحُوۡرُوۡنَ۔

অর্থাৎ "যদি উহাদিগের জন্য আকাশের দুয়ার খুলিয়া দেই এবং উহারা সারাদিন উহাতে আরোহণ করিতে থাকে; তবুও উহারা বলিবে, আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হইয়াছে। না, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্থ সম্প্রদায়।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلاَقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ! আপনি মুশরিকদিগকে সেই দিন পর্যন্ত উপেক্ষা করিয়া চলুন, যেদিন উহারা বজ্রাঘাতের সম্মুখীন হইবে।" অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত।

يَوْمَ لاَيُغْنِىْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا "যেদিন উহাদিগের কোন ষড়যন্ত্র উহাদিগের কোন কাজে আসিবে না।" অর্থাৎ মুশরিকরা দুনিয়াতে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে, কিয়ামতের দিন তাহা উহাদিগকে কোন উপকার করিতে পারিবে না।

وَلاَهُمْ يُنْصَرُوْنَ "এবং কিয়ামতে উহাদিগকে কোন সাহায্যও করা হইবে না।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذَالِكَ অর্থাৎ "জালিমদিগকে পরকালের কঠিন শাস্তি ছাড়া দুনিয়াতেও উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে।" যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ "গুরু শাস্তির পূর্বে উহাদিগকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাইব। যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে।"

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ "কিন্তু অধিকাংশ লোকই উহা জানে না।" অর্থাৎ জালিমদিগকে পার্থিব জীবনে আমি শাস্তি প্রদান করি এবং বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদ দিয়া উহাদিগকে পরীক্ষা করি। যাহাতে নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া উহারা আমার দিকে ফিরিয়া আসে। কিন্তু কেন যে আমি শাস্তি প্রদান করি ও বিপদাপদ দিয়া থাকি উহাই তাহারা বুঝে না। বরং বিপদ দূর হইয়া গেলে পূর্বে যেমন ছিল তদপেক্ষা বেশি নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। যেমন এক হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন যে, অবোধ উট যেমন জানে না যে, কেন তাহাকে বাঁধিয়া রাখা হইল আবার কেনই বা ছাড়িয়া দেওয়া হইল, মুনাফিকদের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। উহারা রোগাক্রান্ত হইয়া আবার সুস্থ হইয়া যায়। কিন্তু জানে না যে, কেন তাহাকে রোগ দেওয়া হইল আবার কেনই বা সুস্থতা দান করা হইল। হাদীসে কুদসীতে আছে যে, বান্দা বলে, আল্লাহ্! তোমার কত নাফরমানী করিলাম কিন্তু কই তুমি তো আমাকে শাস্তি দিলা না।' উত্তরে আল্লাহ্ পাক বলেন, আরে বান্দা! কত শাস্তিই দিলাম কিন্তু তুমি তো টেরই পাইলা না!

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ আগমনের অপেক্ষায় তুমি বিরুদ্ধবাদীদের অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করিয়া চল। তুমি আমার চোখের সামনে আমারই আশ্রয়ে রহিয়াছ। আমিই তোমাকে মানুষের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিব।"

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ "তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি গাত্রোত্থান কর।"

حِيْنَ تَقُوْمُ -এর ব্যাখ্যায় যাহ্হাক (র) বলেন, যখন তুমি সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হও তখন তাসবীহ্ পাঠ কর। তাসবীহ হইল ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

অর্থাৎ যখন তুমি সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হও তখন এই তাসবীহটি পাঠ কর।

রবী ইব্ন আনাস, আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) প্রমুখ হইতে এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম মুসলিম (র) হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাতের প্রারম্ভে উক্ত তাসবীহটি পাঠ করিতেন। ইমাম আহমাদ, আবূ দাউদ ও নাসায়ী (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) প্রমুখ হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) সালাতের শুরুতে এই তাসবীহটি পাঠ করিতেন।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় আবুল জাওয়া (র) বলেন, ঘুম হইতে জাগ্রত হওয়ার পর বিছানা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তুমি আল্লাহ্র মহিমা ঘোষণা কর। ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন। নিম্নের হাদীসটিতে এই ব্যাখ্যার সপক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র)..... উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "রাত্রিকালে যে ব্যক্তি ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

–এই তাসবীহটি পাঠ করিবে, অতঃপর বলিবে, رَبِّ اغْفِرْلِىْ কিংবা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কথা বলিয়াছেন যে, "অতঃপর আল্লাহ্র নিকট দোয়া করিবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার দোয়া কবূল করিবেন। আর যদি ওযূ করিয়া কিছু সালাত আদায় করে তো তাহার সালাত কবূল করা হয়।"

ইমাম বুখারী (র) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে এবং আবূ দাউদ, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) অলীদ ইব্ন মুসলিম (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ এর অর্থ হইল, যে কোন মজলিস হইতে উঠিয়া আল্লাহ্র মহিমা ও প্রশংসা ঘোষণা কর।

সুফিয়ান সওরী (র) .... আবূল আহওয়াস (র) হইতে আলোচ্য আয়াতটির এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি মজলিস হইতে উঠিবার ইচ্ছা করে সে যেন وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ পাঠ করে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ্ (র) বলেন, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ -এর অর্থ হইল, যখনই কোন মজলিস হইতে উঠিবে, আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করিবে। মজলিসে বসিয়া যদি তুমি ভালো কাজ করিয়া থাক, তাহা হইলে এই তাসবীহ দ্বারা আরো বেশি সওয়াবের অধিকারী হইবে। আর যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই তাসবীহ পাঠে উহার কাফ্‌ফারা হইয়া যাইবে।

আব্দুর রাজ্জাক (র) তাঁহার জামে' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আবূ উসমান ফকীর (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উসমান (র) বলেন ঃ হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই তালীম দিয়াছেন যে, যখন তুমি মজলিস ত্যাগ করিয়া উঠিবে, তখন বলিবে ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

মা'মার (র) বলেন, আমি অন্যদিগকে বলিতে শুনিয়াছি যে, এই বাক্যটি মজলিসের কাফ্‌ফারা স্বরূপ। ইহার সমর্থনে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন ঃ ইব্‌ন জুরাইজ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "কেহ যদি কোন মজলিসে বসে আর তথায় তাহার প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি হইয়া থাকে, অতঃপর মজলিস হইতে উঠিয়া দাঁড়াইবার পূর্বে سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ এই তাসবীহটি পাঠ করে, তাহা হইলে সেই মজলিসে তাহার যেসব ভুল-ত্রুটি হইয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা উহা ক্ষমা করিয়া দেন।" ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হাদীসটি হাসান-সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম বুখারী, মুসলিম, আহমদ, আবূ হাতিম, আবূ যুরআ ও দারে কুতনী (র) প্রমুখ এই হাদীসটি ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আবূ দাউদ, নাসায়ী ও হাকিম .... আবূ বারযা আসলামী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ বারযা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শেষ জীবনে যখন কোন মজলিস হইতে উঠিতেন, তখন سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ পাঠ করিতেন। তখন জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইদানীং আপনাকে এমন কিছু পাঠ করিতে শুনি, ইতিপূর্বে কখনো যাহা পাঠ করিতেন না! ব্যাপারটা কি? উত্তরে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলিলেন, "ইহা

মজলিসের ভুল-ভ্রান্তির কাফ্ফারা।" আবূল অলিয়া (র) হইতে মুরসাল সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

অনুরূপভাবে ইমাম নাসায়ী ও হাকিম (র) রবী, ইব্ন আনাস (র)-এর হাদীস হইতে যথাক্রমে আবূল আলিয়া (র) ও রাফে ইব্ন খাদীজ (রা)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা বর্ণনা করিয়াছেন.। এই সনদেও মুরসাল পদ্ধতিতে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

তদ্রূপ ইমাম আবূ দাউদ (র).... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "এমন কয়েকটি বাক্য আছে, কোন মজলিস হইতে উঠিবার সময় যাহা তিন বার পাঠ করিলে উহার বিনিময়ে মজলিসের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। আর কোন মঙ্গলময় কিংবা যিকরের মজলিসে পাঠ করা হইলে উহা দ্বারা মজলিসকে মোহর করিয়া দেওয়া হয়, অঙ্গুঠি দ্বারা মোহর করা হইয়া থাকে। উহা হইল ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

হাকিম (র).... হযরত আয়িশা (রা)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হাদীসটি সহীহ্ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। জুবাইর ইব্ন মুতঈমের রেওয়ায়েত হইতেও তিনি এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এবং আবূ বকর ইসমাঈলী (র) হযরত উমর (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহারা সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ। অর্থাৎ রাত্রিকালে আল্লাহ্র যিকর কর এবং কুরআন তিলাওয়াত. সালাত আদায় ইত্যাদি ইবাদত কর।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

অর্থাৎ "রাতের এক অংশে তুমি তাহাজ্জুদের সালাত আদায় কর। ইহা তোমার জন্য নফল। আশা করা যায় যে, তোমার প্রতিপালক তোমাকে মাকামে মাহমুদে প্রেরণ করিবেন।"

وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ এবং তারকা অস্তগমনের পর আল্লাহ্র মহিমা ঘোষণা কর।"

ইতিপূর্বে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তারকা অস্তগমনের পরবর্তী তাসবীহ হইল ফজরের ফরযের পূর্বের দুই রাকাআত সুন্নত সালাত– কারণ উহা তারকা অস্তগমনের পরই পড়া হয়।

ইব্ন আসলাম (র).... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "ফজরের দুই রাকাআত সুন্নত কোনক্রমেই ত্যাগ করিও না। যদিও

অশ্ব তোমাদিগকে তাড়া করে।" ইমাম আবূ দাউদ (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

এই হাদীসের আলোকে ইমাম আহমদ (র)-এর কতিপয় শিষ্যের মত হইল, ফজরের পূর্বেকার দুই রাকাত সালাত ওয়াজিব। কিন্তু এই ধারণাটি গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ অন্য হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ "রাতে ও দিনে মোট পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ।' জিজ্ঞাসা করা হইল, হুযূর! ইহা ব্যতীত কি আর নাই? উত্তরে তিনি বলিলেন, "না, তবে নফল পড়া যাইতে পারে।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত আয়িশা (রা) বলিয়াছেন ঃ "রাসূল (সা) ফজরের দুই রাকাআত সালাতের ন্যায় কোন নফল সালাত এত গুরুত্ব সহকারে পড়িতেন না।"

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, ফজরের দুই রাকাআত (সুন্নত) সালাত দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থ সমুদয় বস্তু হইতে উত্তম।

সূরা নাজ্‌ম

৬২ আয়াত, ৩ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম বুখারী (র) .... আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ (রা) বলেন ঃ সিজদার আয়াত সম্বলিত সর্বপ্রথম যেই সূরাটি অবতীর্ণ হয়, উহা হইল সূরা নাজ্‌ম। এই সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সিজদা করেন। তাঁহার দেখাদেখি উপস্থিত অন্যরাও সিজদা করেন। তবে এক ব্যক্তিকে দেখিলাম যে, সে স্বাভাবিক নিয়মে সিজদা না করিয়া একমুষ্টি মাটি হাতে লইয়া উহাতে কপাল ঠেকাইয়া সিজদা করিল। উমাইয়া ইব্‌ন খালফ নামক এই লোকটি পরবর্তীতে কাফির অবস্থায় নিহত হয়। ইমাম বুখারী (র) কয়েক জায়গায়ই এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ী (র) আবূ ইসহাকের সূত্রে এ হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য বর্ণনায় উমাইয়া ইব্‌ন খালফের পরিবর্তে উতবা ইব্‌ন রবী'আর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

(١) وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى ۙ

(٢) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۚ

(٣) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۗ

(٤) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۙ

১. শপথ নক্ষত্রের, যখন উহা অস্তমিত হয়।

২. তোমাদিগের সংগী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়,

৩. এবং সে মনগড়া কথাও বলে না।

৪. ইহা তো ওহী, যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।

তাফসীর ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, শা'বী ও অন্যরা বলেন ঃ সৃষ্টিকর্তা তথা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার যে কোন সৃষ্ট বস্তুর নামে শপথ করিতে পারেন। কিন্তু কোন মাখলুক আল্লাহ্ ছাড়া কাহারো নামে শপথ করিতে পারে না।

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى এই আয়াতটির অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে মুফাসসিরগণের মতপার্থক্য রহিয়াছে। ইব্ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, اَلنَّجْمُ অর্থ সুরাইয়া নক্ষত্র। ইব্ন আব্বাস (রা) সুফিয়ান সওরী (র) হইতে এই ধরনের মত পাওয়া যায়। ইব্ন জারীর (র) এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। সুদ্দী (র)-এর মতে যোহরা নক্ষত্র।

যাহ্হাক (র) বলেন ঃ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى অর্থ নক্ষত্রের শপথ, যখন ইহা দ্বারা শয়তানদেরকে নিক্ষেপ করা হয়। আ'মাশ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, আয়াতটির অর্থ হইল, কুরআনের শপথ ঃ যখন উহা নাযিল হয়। ভাবগতভাবে এই আয়াতটি নিম্নের আয়াতগুলোর অনুরূপ ঃ

فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ فِىْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ لَايَمَسُّهٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

অর্থাৎ আমি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের শপথ করিতেছি। অবশ্যই ইহা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানিতে। নিশ্চয় ইহা সম্মানিত কুরআন, যাহা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করে না। ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ।

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى "তোমাদের সংগী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সপক্ষে এই সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তিনি হিদায়াতপ্রাপ্ত ও সত্যের অনুসারী। তিনি বিভ্রান্ত নন, বিপথগামীও নন। ضَال বিভ্রান্ত এমন মূর্খ ও অজ্ঞ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে অজ্ঞতার কারণে ভুল পথে পরিচালিত হয়। আর غاوى তথা বিপথগামী বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে জানিয়া বুঝিয়া ইচ্ছা করিয়া বিপথে চলে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, আমার রাসূল মুহাম্মাদ (সা) এই দুই শ্রেণীর কোন শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত নহেন। তিনি নাসারাদের ন্যায় না বুঝিয়া ভুল পথে পরিচালিত হন না আবার ইয়াহুদদের ন্যায় জানিয়া বুঝিয়া সত্য প্রত্যাখ্যান করেন না। ইয়াহুদরা যেমন সত্যকে জানিয়া উহা গোপন করিয়া রাখিত এবং

ইলমের বিপরীত আমল করিত, আমার রাসূল তেমন নহেন। বরং আমার রাসূল (সা) সম্পূর্ণ সত্য ও সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহাকে যেই বিধান দেওয়া হইয়াছে, উহা যারপর নাই ভারসাম্যপূর্ণ ও বাড়াবাড়িমুক্ত। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى "তিনি মনগড়া কথা বলেন না। ইহাতো ওহী যাহা প্রত্যাদেশ হয়।"

অর্থাৎ আমার রাসূল মুহাম্মদ (সা) নিজের স্বার্থে মনগড়া কোন কথা বলেন না। আমি তাঁহার নিকট যাহা প্রত্যাদেশ করি এবং মানুষের নিকট যাহা পৌঁছাইয়া দিতে বলি, তিনি কেবল হুবহু উহাই বলেন। কোন কথা বাদও দেন না আবার নিজের হইতে কোন কথা বানাইয়াও বলেন না। এ প্রসংগেই ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ (র) .... আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উমামাহ্ (রা) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, (কিয়ামতের দিন) "রবীয়া ও মুযার" দুইটি বৃহৎ গোত্রের সমতুল্য মানুষ এমন এক ব্যক্তির সুপারিশে জান্নাতে প্রবেশ করিবে,যিনি নবী নহেন।" এই কথা শুনিয়া উপস্থিত এক ব্যক্তি বলিল, হুযূর, রবীয়া কি মুযারের অন্তর্ভুক্ত নয়? (আপনি দুই গোত্র বলিতেছেন কেন ?) উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আমি যাহা বলি, ঠিকই বলি।"

ইমাম আহমদ (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখ হইতে যাহা শুনিতাম, মুখস্ত করিবার জন্য উহার সবই লিখিয়া রাখিতাম। কিন্তু কুরাইশরা একদিন আমাকে নিষেধ করিয়া বলিল, আচ্ছা তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখ হইতে যাহা শ্রবণ কর উহাই লিখিয়া রাখ কেন? তিনি তো একজন মানুষ বৈ নহেন। রাগের মাথায়ও তো তিনি অনেক কথা বলিয়া ফেলেন। বাধা পাইয়া আমি লিখা বন্ধ করিয়া দিলাম। এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ঘটনাটি ব্যক্ত করিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন ঃ "তুমি লিখিতে থাক, আমি সেই মহান সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার মুখ হইতে সত্য ছাড়া কোন কথা বাহির হয় না।"

ইমাম আবূ দাউদ (র) মুসাদ্দাদ ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) হইতে, আবার ইহারা দুইজন ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ কাত্তান (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'তোমাদিগের নিকট আমি যাহা আল্লাহ্র বাণী বলিয়া ঘোষণা করিব উহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।'

ইমাম আহমদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি যাহা বলি সত্যই বলি।" এই কথা

শুনিয়া সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো অনেক সময় আমাদের সাথে রসিকতা করিয়াও অনেক কথা বলেন, (উহাও কি বাস্তব সত্য?) উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আমি সত্য ছাড়া কোন কথাই বলি না।"

(٥) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝

(٦) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۝

(٧) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝

(٨) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝

(٩) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝

(١٠) فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝

(١١) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۝

(١٢) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۝

(١٣) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝

(١٤) عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ ۝

(١٥) عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۝

(١٦) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۝

(١٧) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۝

(١٨) لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝

৫. তাহাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী,

৬. প্রজ্ঞাসম্পন্ন সত্তা, সে নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিল,
৭. তখন সে ঊর্ধ্ব দিগন্তে।
৮. অতঃপর সে তাহার নিকটবর্তী হইল, অতি নিকটবর্তী।
৯. ফলে তাহাদিগের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রহিল অথবা উহারও কম।
১০. তখন আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার প্রতি যাহা ওহী করিবার তাহা ওহী করিলেন।
১১. যাহা সে দেখিয়াছে তাহার অন্তঃকরণ তাহা অস্বীকার করে নাই।
১২. সে যাহা দেখিয়াছে, তোমরা কি সে বিষয়ে তাহার সংগে বিতর্ক করিবে?
১৩. নিশ্চয় সে তাহাকে আরেকবার দেখিয়াছিল।
১৪. সিদরাতুল মুনতাহার নিকট।
১৫. যাহার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান।
১৬. যখন বৃক্ষটি, যদ্দ্বারা আচ্ছাদিত হইবার তদ্দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল।
১৭. তাহার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নাই, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নাই।
১৮. সে তো তাহার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখিয়াছিল।

তাফসীর ঃ عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى "তাহাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী সত্তা।" এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তাঁহার বান্দা ও রসূল মুহাম্মদ (সা) মানব জাতির নিকট যে বাণী লইয়া আসিয়াছেন, এক শক্তিশালী সত্তা তাঁহাকে উহা শিক্ষা দান করে। আর তিনি হইলেন হযরত জিবরাঈল (আ)। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ - ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ - مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ -

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবাহক আনীত বাণী, যে সামর্থ্যশালী আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন, যাহাকে সেথায় মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাসভাজন।

আর এইখানে বলিয়াছেন ঃ ذُوْمِرَّةٍ অর্থাৎ শক্তিশালী। মুজাহিদ, হাসান ও ইব্ন যায়দ (র) এই অর্থ করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ذُوْمَرَّةٍ অর্থ করিয়াছেন ঃ ذُوْ مَنْظَرٍ حَسَنٍ অর্থাৎ– সুদৃশ্যবান। কাতাদা (র) বলেন ঃ ذُوْ مِرَّةٍ বৃহৎকায় ও সুদর্শন। এই দুই অর্থের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ, হযরত জিবরাঈল (আ) একদিকে সুদৃশ্যবান অপরদিকে প্রবল শক্তিশালী।

হযরত ইব্ন উমর ও আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ لَاتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ وَلَالِذِىْ مِرَّةٍ سَوِىٍّ অর্থাৎ সম্পদশালী এবং সুঠাম শক্তিশালী ব্যক্তিকে সদকা দেওয়া জায়েয নাই।

فَاسْتَوٰى অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিলেন।

হাসান, মুজাহিদ, কাতাদা ও রবী ইব্ন আনাস (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) ঊর্ধ্ব দিগন্তে নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিলেন। ইকরিমা (র) সহ আরো অনেকে এই অর্থ করিয়াছেন। ইকরিমা (র) বলেন, যেখান হইতে প্রভাত বিচ্ছুরিত হয় তাহাকে اُفُقِ اَعْلٰى তথা ঊর্ধ্ব দিগন্ত বলা হয়। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ اُفُقِ اَعْلٰى হইল সূর্যোদয়ের স্থান। কাতাদা (র) বলেন, যেখান হইতে দিবস আগমন করে। ইব্ন যায়দ (র) সহ আরো অনেকে এই অর্থই করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার প্রকৃত আকৃতিতে জীবনে মাত্র দুইবার দেখিয়াছেন। প্রথমত, যখন হুযূর (সা) জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দেখার জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, তখন জিবরাইল (আ) আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার দেখিয়াছিলেন মি'রাজ রজনীতে।

আল্লামা ইব্ন জারীর (র) একটি ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ) ও মুহাম্মদ (সা) দু'জনেই মি'রাজ রজনীতে ঊর্ধ্ব দিগন্তে নিজ নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই ব্যাখ্যার সাথে অন্য কেহই একমত নহেন। কারণ আলোচ্য আয়াতে হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখার যে কথা বলা হইয়াছে উহা মি'রাজ রজনীর ঘটনা নয়– বরং তাহার পূর্বেকার ঘটনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন মর্ত্য জগতেই ছিলেন। নবূওয়াতের প্রাথমিক যুগে হযরত জিবরাঈল (আ) সূরা ইকরার প্রাথমিক সূরা সমূহের প্রত্যাদেশ লইয়া মহানবী (সা)-এর নিকট আগমন করিয়াছিলেন। ইহার পর কিছুদিন ওহী আসা বন্ধ থাকে। তদ্দরুন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দারুন উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনার মধ্যে দিন অতিবাহিত করিতে থাকেন। এমনকি পাহাড় হইতে পড়িয়া তাঁহার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা মনে বারবার জাগ্রত হইতে থাকে। যখনই এরূপ পরিস্থিতি দেখা দিত তখন হযরত জিবরাঈল (আ) আড়াল হইতে আওয়াজ দিয়া বলিতেন ঃ মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্র সত্য রাসূল। আমি জিবরাঈল। তখন তিনি সান্ত্বনা লাভ করিতেন এবং মনে প্রশান্তি অনুভব করিতেন। এইভাবে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হইবার পর একদিন জিবরাঈল (আ) তাঁহার ছয়শত ডানা মেলিয়া গোটা দিগন্ত পরিপূর্ণ করিয়া মক্কার এক উন্মুক্ত ময়দানে নিজ আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসিয়া আল্লাহ্ বাণী প্রত্যাদেশ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জিবরাঈল (আ)-এর মহত্ব এবং আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাঁহার সুউচ্চ মর্যাদার স্বরূপ ফুটিয়া উঠে।

ইমাম আহমদ (র) ...... আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার আসল আকৃতিতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার ছয়শত ডানা রহিয়াছে। উহার একেকটি ডানা তখন আকাশ প্রান্ত ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। তাহার ডানা হইতে মনি মুক্তা ইত্যাদি ঝরিয়া পড়ে। উহার হাকীকত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন।

ইমাম আহমদ (র) .... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার নিজ আকৃতিতে দেখিবার জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করিলেন। উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করিলেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেখিতে পাইলেন যে, পূর্ব আকাশে এক খণ্ড কালো মেঘ ভাসিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে উঁচু হইয়া চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যান। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উঠাইয়া চোয়াল হইতে লালা মুছিয়া দিয়া তাঁহার গায়ে মুছিয়া দেন।

ইব্‌ন আসাকির (র)......... হান্নাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। হান্নাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (র) বলেন, আবূ লাহাব ও তাহার ছেলে উতবাহ শাম দেশ সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আমিও তাহাদের সাথে প্রস্তুতি গ্রহণ করিলাম। রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে উতবাহ বলিল সফরে যাওয়ার আগে মুহাম্মাদের সামনে তাহার খোদাকে একটু গালি দিয়া আসি। এই বলিয়া উতবাহ মুহাম্মাদ (সা)-এর নিকট গিয়া বলিল, يَا مُحَمَّدُ هُوَ يَكْفُرُ بِالَّذِىْ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! যে ব্যক্তি নিকটবর্তী হইল, আরো নিকটবর্তী হইল, ফলে তাহাদিগের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রহিল অথবা উহারও কম, আমি তাহাকে অস্বীকার করি। উতবার মুখে এই অশালীন উক্তি শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়া উঠিলেন ঃ "হে আল্লাহ্! ইহার উপর তোমার কুকুর হইতে একটি কুকুর লেলাইয়া দাও।"

অতঃপর উতবাহ পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল। আবূ লাহাব জিজ্ঞাসা করিল, বৎস! মুহাম্মদকে কি বলিলে? উতবাহ পিতার নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করিল। শুনিয়া আবূ লাহাব বলিল, "বৎস! মুহাম্মদের দোয়া কখনো ব্যর্থ যায় না। আমি তোমার ব্যাপারে আশংকা করিতেছি।"

অতঃপর আমরা শামের উদ্দেশে রওয়ানা হইলাম। শাম দেশে পৌঁছিয়া আমরা এক গীর্জার নিকট অবতরণ করিলাম। দেখিয়া গীর্জার পাদ্রী বলিল, এইখানে অবস্থান করা আপনাদিগের জন্য আমি নিরাপদ মনে করি না। কারণ এই স্থানে হিংস্র বাঘ বকরীপালের ন্যায় অবাধে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। এই কথা শুনিয়া আবূ লাহাবের

অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল এবং বলিল, তোমরা তো জানো যে, আমি তোমাদিগের তুলনায় কত প্রবীণ লোক। আমার প্রতি তোমাদিগের দায়িত্ব কতটুকু তাহাও তোমাদিগের অবিদিত নহে। মুহাম্মদ আমার এই ছেলেকে বদদোয়া করিয়াছে, তাহাও তোমরা জান। আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এই ছেলের প্রাণের ব্যাপারে আমি খুবই শংকিত। ইহার নিরাপত্তার জন্য তোমরা তোমাদিগের সমস্ত মোট-ঘাট একত্রিত করিয়া এই গীর্জার নিকট স্তূপ দাও এবং উহার উপর আমার কলিজার টুকরার বিছানা পাতিয়া দাও। অতঃপর উহার চতুষ্পার্শ্বে তোমরা সকলে শুইয়া পড়। আবূ লাহাবের নির্দেশ মত আমরা উহাই করিলাম।

কিছুক্ষণ পর একটি ব্যাঘ্র আসিয়া আমাদিগের সকলের মুখ শুঁকিতে লাগিল। যেন কাঙ্ক্ষিত কোন ব্যক্তিকে খুঁজিতেছে। একে একে সকলের মুখ শুঁকিয়া কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে না পাইয়া ব্যাঘ্রাটি একটু পিছনে সরিয়া গিয়া এক লাফে মোটঘাটের উপর শায়িত উতবাহ্র মুখ শুঁকিয়া অমনিই তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুহূর্ত মধ্যে তাহার মাথাটি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। দেখিয়া আবূ লাহাব বলিল, আমি জানিতাম যে, মুহাম্মদের বদদোয়ার কবল হইতে উতবাহ রেহাই পাইবে না।

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) মাটিতে অবতরণ করিয়া মুহাম্মদ (সা)-এর এতই নিকটে আসিলেন যে, তাঁহাদের উভয়ের মাঝে মাত্র দুই কামান বরাবর ব্যবধান রহিল। বরং তিনি আরো নিকটে আসিলেন। মুজাহিদ ও কাতাদা (র) এই আয়াতের এই অর্থ করিয়াছেন।

اَوْ اَدْنٰى আলোচ্য আয়াতে اَوْ হরফটি সন্দেহ প্রকাশের জন্য নয় বরং যাহার সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হইতেছে তাহাকে সপ্রমাণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন– অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً অর্থাৎ ইহার পরও তোমাদিগের হৃদয় কঠিন হইয়া গেল। উহা পাষাণ কিংবা তদপেক্ষা কঠিন। অর্থাৎ–তোমাদের হৃদয় পাথর হইতে নরম নহে। হয়তো পাথরের ন্যায় কঠিন কিংবা তদপেক্ষা কঠিন। অনুরূপভাবে অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً অর্থাৎ তাহারা মানুষকে আল্লাহ্কে ভয় করার ন্যায় কিংবা তদপেক্ষা বেশি ভয় করে। অর্থাৎ মানুষের প্রতি তাহাদের ভীতি আল্লাহ্ ভীতির হইতে কম নহে– বরং হয়তো আল্লাহ্ ভীতির সমান বা তদপেক্ষা বেশী। অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ অর্থাৎ আমি তাহাকে এক লক্ষ কিংবা তদপেক্ষা বেশী লোকের নিকট পাঠাইয়াছি। অর্থাৎ তাহাদের সংখ্যা এক লাখ হইতে কম নয়–

বরং এক লাখ তো হইবেই, তাহার অপেক্ষা বেশীও হইতে পারে। মোটকথা এইসব আয়াতে সন্দেহের জন্য أو হরফটি ব্যবহার করা হয় নাই। কারণ আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে সন্দেহযুক্ত রূপে সংবাদ দেওয়া যাইতে পারে না।

এই নিকটে আগমনকারী ব্যক্তি হইলেন হযরত জিবরাঈল (আ)। হযরত আয়িশা, ইব্‌ন মাসঊদ, আবূ যর ও আবূ হুরায়রা (রা) এই মত পোষণ করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র) স্বীয় সহীহ্ গ্রন্থে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, মুহাম্মাদ (সা) অন্তর দ্বারা তাঁহার প্রতিপালককে দুইবার দেখিয়াছেন; একবারের কথা আলোচ্য আয়াত ثُمَّ دَنَا এ উল্লেখ করা হইয়াছে।

হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত মি'রাজের হাদীসে আছে যে, অতঃপর আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্‌যত নিকটবর্তী হইলেন এবং নীচে নামিয়া আসিলেন। এই হাদীসের মতন সম্পর্কে অনেকেরই আপত্তি রহিয়াছে। যদি এই হাদীসটি সঠিক বলিয়াও প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব, ইহা অন্য সময়ের ঘটনা। আলোচ্য আয়াতের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কারণ আলোচ্য আয়াতে যেই ঘটনাটির কথা বলা হইয়াছে উহা ঘটিয়াছে এই পৃথিবীতে, মি'রাজে নয়। আর এই জন্যই পরবর্তীতে বলা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা) জিবরাঈল (আ)-কে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট আরেকবার দেখিয়াছেন। এই দ্বিতীয়বারেরটি হইল মি'রাজ রজনীর ঘটনা আর প্রথমটি ঘটিয়াছে পৃথিবীতে।

ইব্‌ন জারীর (র)....... যির্ ইব্‌ন হুবাইশ (র) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى এই আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আমি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখিয়াছি। তাঁহার ছয়শত ডানা আছে।"

ইব্‌ন জারীর....হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ নবুওতের প্রথম যুগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে স্বপ্নে দেখিয়াছেন। স্বপ্ন দেখার পর বিশেষ প্রয়োজনে তিনি ঘর হইতে বাহির হইলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) হে মুহাম্মাদ! হে মুহাম্মদ! বলিয়া উচ্চস্বরে কয়েকবার ডাক দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আওয়াজ শুনিয়া ডানে-বামে তাকাইয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এইভাবে তিনবার ডাক শুনিয়া কিছুই দেখিতে না পাইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেখিতে পাইলেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ) দুই পা একত্রিত করিয়া আকাশ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আওয়াজ আসিল, মুহাম্মদ, আমি জিবরাঈল (আ)। ভয় পাইয়া হুযূর (সা) দৌড়াইয়া লোকালয়ে উপস্থিত হইলেন। তখন আকাশের দিকে তাকাইয়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর আবার বাহির

হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া পূর্বের ন্যায় দেখিতে পাইয়া পলায়ন করিয়া লোক সমাগমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আর কিছুই দেখা গেল না। আবার বাহির হইলেন, আবার দেখিতে পাইলেন। ...... وَالنَّجْمِ اذا هـوى , এই আয়াতগুলিতে এই কাহিনীর কথাই বর্ণনা করা হইয়াছে।

কাহারো কাহারো মতে قَابَ অর্থ আধা আঙ্গুল। আবার কেহ বলেন ঃ قَابَ অর্থ দুই হাত। অর্থাৎ– হযরত জিবরাঈল (আ) হুযূর (সা)-এর এত নিকটবর্তী হইয়াছিলেন যে, উভয়ের মাঝে মাত্র দুই হাতের ব্যবধান ছিল।

ইমাম বুখারী (র) ...... শায়বানী (র) হইতে বর্ণনা করেন। শায়বানী বলেন, আমি যির (র)-কে فَكَانَ قَابَ ..... مَـااَوْحـى সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ (সা) জিবরাঈল (আ)-কে দেখিয়াছেন, যাঁহার ছয়শত ডানা রহিয়াছে।

ইব্ন জারীর (র) .... আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দুইটি রেশমী পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখিয়াছেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) আসমান-যমীন জুড়িয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

فَـاَوْحـى اِلى عَـبْـدِه مَـااَوْحـى এই আয়াতের দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, অতঃপর জিবরাঈল (আ) আল্লাহ্র বান্দা মুহাম্মদ (রা)-এর নিকট ওহী করিলেন যাহা ওহী করিবার ছিল। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দা মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে ওহী করিলেন। তবে উভয় অর্থই সঠিক।

এখন প্রশ্ন হইল যে, তখন মুহাম্মদ (সা)-কে যেই ওহী করা হইয়াছিল, উহা কি ছিল? এই প্রসংগে হযরত সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর যেই ওহী অবতীর্ণ করেন তাহা হইল وَرَفَـعْـنَـالَكَ ذِكْـرَكَ اَلَمْ يَـجِـدْكَ يَـتِـيْـمًـا অন্যরা বলেন যে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই ওহী পাঠালেন যে, আপনি প্রবেশ না করা পর্যন্ত নবীদের জন্য জান্নাত হারাম এবং আপনি প্রবেশ না করা পর্যন্ত উম্মতের জন্য জান্নাত হারাম।

مَاكَذَبَ الْـفُؤَادُ مَا رَاى اَفَـتُـمَـارُوْنَهُ عَلى مَا يَرى অর্থাৎ যাহা সে দেখিয়াছে তাহার অন্তঃকরণ তাহা অস্বীকার করে নাই। সে যাহা দেখিয়াছে, তোমরা কি সে বিষয়ে তাহার সাথে বিতর্ক করিবে?

ইমাম মুসলিম (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার অন্তর দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দুইবার দেখিয়াছেন। অনুরূপভাবে সিমাক (র)-ও ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই হাদীসটি

বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সালিহ, সুদ্দী এবং আরো অনেকে এই মতই পোষণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে অন্তর দ্বারা দুইবার দেখিয়াছেন। তবে ইব্‌ন মাসঊদ (রা) সহ অনেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। ইমাম তিরমিযী (রা).......... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার রবকে দেখিয়াছেন। ইকরিমা (র) বলেন, এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্ তা'আলাকে কি করিয়া দেখিলেন? আল্লাহ্ তো বলিতেছেন ঃ

لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ "কোন চক্ষুই তাঁহাকে দেখিতে পারিবে না। তিনি সকলকেই দেখিতে পান।" উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ ইহা সেই সময়ের জন্য যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার পূর্ণ নূর বিকশিত করিবেন। মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্ তা'আলাকে দুইবার দেখিয়াছেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতঃপর ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র)........ শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন। শা'বী বলেন, একদিন আরাফাতের ময়দানে হযরত কা'ব (রা)-এর সাথে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সাক্ষাৎ হয়। তখন হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) কা'ব (রা)-কে কি যেন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশ্ন শুনিয়া তিনি উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলিয়া উঠিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, আমি হাশিম বংশের লোক। কা'ব বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দর্শন ও কথোপকথনকে মুহাম্মদ (সা) ও মূসা (আ)-এর মাঝে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। মূসা (আ)-এর সহিত আল্লাহ্ তা'আলা দুইবার কথা বলিয়াছেন আর মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্ তা'আলাকে দুইবার দেখিয়াছেন।

মাসরূক (র) বলেন ঃ একদিন আমি হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আম্মাজান! মুহাম্মদ (সা) কি কখনো আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, এমন একটি প্রশ্ন করিয়াছ, যাহা শুনিয়া আমার দেহের লোম শিহরিয়া উঠিয়াছে। তখন আমি لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলাম এই আয়াতে তো আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা দেখিয়াছেন। উত্তরে আয়িশা (রা) বলিলেন, এই আয়াতে জিবরাঈল (আ)-এর কথা বলা হইয়াছে। শোন মাসরূক! যেই ব্যক্তি বলিবে যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁহার রবকে দেখিয়াছে কিংবা মুহাম্মদ (সা) কোন কথা গোপন করিয়াছেন বা তাঁর নিম্নোক্ত পাঁচটি জিনিসের ইলম ছিল, সে মিথ্যুক, আল্লাহ্‌র উপর অপবাদ প্রদানকারী।

পাঁচটি জিনিস যা আল্লাহ্ ছাড়া কেহ জানে না, তাহা হইল, ১. কিয়ামত কখন হইবে, ২. বৃষ্টি কখন কতটুকু বর্ষিবে, ৩. মায়ের উদরস্ত সন্তান ছেলে না মেয়ে, ৪. আগামীকাল কে কি করিবে ও ৫. কাহার মৃত্যু কোথায় হইবে।

হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আসল কথা হইল মুহাম্মদ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখিয়াছেন। তিনি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাহার আসল আকৃতিতে

মাত্র দুইবার দেখিয়াছেন। একবার মি'রাজ রজনীতে সিদরাতুল মুনতাহায়। আরেকবার এই পৃথিবীতে। তখন তাহার আকাশ জোড়া ছয়শত ডানা ছিল।

ইমাম নাসায়ী (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহাতে কি তোমরা অবাক হইতেছ যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে খলীল রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, হযরত মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলিয়াছিলেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে দর্শন লাভের সুযোগ দিয়াছেন।

মুসলিম শরীফে আছে যে, হযরত আবূ যর (রা) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আপনার রবকে দেখিয়াছেন'? উত্তরে তিনি বলিলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা তো নূর ; আমি তাঁহাকে কিভাবে দেখিব?" অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আমি একটি নূর দেখিয়াছি।"

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি আপনার রবকে দেখিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমি আমার অন্তর দ্বারা তাঁহাকে দুইবার দেখিয়াছি। এই বলিয়া তিনি مَاكَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَاٰى আয়াতটি পাঠ করিলেন।

হযরত ইকরিমা (রা)-এর নিকট مَاكَذَبَ الْفُؤَادُ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাকে এই সংবাদ দিব যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্কে দেখিয়াছেন'? প্রশ্নকারী বলিল, হ্যাঁ, ইকরিমা বলিলেন, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিয়াছেন। অতঃপর আবারও দেখিয়াছেন।

অতঃপর প্রশ্নকারী এই ব্যাপারে হযরত হাসান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে তিনি বলেন ঃ মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্ তা'আলার জালাল, আজমত ও অহংকারের চাদর দেখিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... আবুল আলিয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি একটি নদী দেখিয়াছি। নদীর পিছনে একটি পর্দা দেখিয়াছি এবং পর্দার আড়ালে নূর দেখিয়াছি। ইহা ছাড়া আর কিছুই দেখি নাই।"

ইমাম আহমদ (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আমি আমার রবকে দেখিয়াছি ;" এই হাদীসটির সনদ সহীহ্। কিন্তু ইহা স্বপ্নের হাদীসেরই একটি অংশ। স্বপ্নের হাদীসটি এইরূপ ঃ

ইমাম আহমদ (র)......... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আমার রব আজ রাত সুন্দর আকৃতিতে আমার নিকট আগমন করেন। (বর্ণনাকারী বলেন যে, আমার ধারণা স্বপ্নে আসিয়াছেন)। আসিয়া তিনি বলিলেন ঃ মুহাম্মদ! তুমি জান কি যে, ঊর্ধ্ব জগতের ফেরেশতারা কোন্ বিষয়ে বাকবিতণ্ডা করিতেছে? আমি বলিলাম, না, আমি জানি না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার হাত আমার দুই কাঁধের উপরে রাখিলেন। ইহাতে আমি আমার বুকের মধ্যে ইহার শীতলতা অনুভব করিলাম। তৎক্ষণাৎ আকাশ যমীনের যাবতীয় ইলমই আমি শিখিয়া ফেলি। অতঃপর তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহাম্মদ! তুমি কি জান যে, ঊর্ধ্ব জগতের ফেরেশতাগণ কোন্ বিষয়ে বিতণ্ডা করিতেছে? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, তখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, তাহারা পরস্পর সে সব নেক আমল সম্পর্কে আলোচনা করিতেছে, যাহা গুনাহের কাফ্ফারা হইয়া যায় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এইবার বল, কাফ্ফারা সমূহ কি কি? আমি বলিলাম, ফরয সালাত শেষে মসজিদে অবস্থান করা, পাঁয়ে হাটিয়া জামা'আতে হাজির হওয়া এবং কষ্ট স্বীকার করিয়া হইলেও ভালোভাবে ওযু করা। যে ব্যক্তি এইগুলো করিবে তাহার জীবন মঙ্গলজনক হইবে, কল্যাণের সহিত তাহার মৃত্যু হইবে এবং সদ্য ভূমিষ্ট শিশুর ন্যায় সে গুনাহ হইতে পবিত্র হইয়া যাইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বলিলেন, মুহাম্মদ! সালাত শেষে এই দোয়াটি পাঠ করিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنَ وَاِذَا اَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً اَنْ يُّقْضِىَ اِلَيْكَ غَيْرَ مُفْتُوْنٍ

আর মর্যাদা বৃদ্ধিকারী আমল হইল, ভূখা-নাঙ্গাকে আহার দান করা, সালামের প্রসার সাধন করা, রাত্রিকালে সকল মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় অচেতন থাকে তখন উঠিয়া সালাত আদায় করা।

সূরা সোয়াদের শেষে এই ধরনের একটি হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অন্য এক সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি আমার রবকে উত্তম আকৃতিতে দেখিয়াছি। তিনি আমাকে বলিলেন, হে মুহাম্মদ, তুমি কি জান যে, ঊর্ধ্ব আকাশে ফেরেশ্তারা কোন বিষয়ে ঝগড়া করিতেছে? আমি বলিলাম না, আল্লাহ্ আমি জানি না। তখন তিনি তাঁহার হাত আমার দুই কাঁধের উপর রাখিলেন। আমি আমার বুকে উহার শীতলতা অনুভব করিতে পারিয়াছি। ইহাতে আমি আসমান-যমীনের যাবতীয়

ইলম শিখিয়া ফেলি। তখন আমি বলিলাম, হে আমার রব ! এইবার আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, ঊর্ধ্ব আকাশের ফেরেশতাগণ গুনাহের কাফ্‌ফারা, মানুষের মর্যাদা, পায়ে হাঁটিয়া জামাতে হাজির হওয়া এবং এক সালাতের পর আরেক সালাতের জন্য অপেক্ষা করা সম্পর্কে আলাপ করিতেছেন। অতঃপর আমি বলিলাম, হে আমার রব! আপনি তো হযরত ইবরাহীম (আ)-কে খলীল রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, হযরত মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলিয়াছেন আরো এই করিয়াছেন, এই করিয়াছেন। কিন্তু আমার জন্য কি করিয়াছেন'? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, আমি কি তোমার সীনা উন্মুক্ত করিয়া দেই নাই'? তোমার উপর হইতে বোঝা নামাইয়া দেই নাই? তোমার উপর কি আমি এই ইহ্‌সান করি নাই'? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ অতঃপর আরো এমন কতিপয় অনুগ্রহের কথা বলিয়াছেন, তোমাদিগকে যাহা বলার অনুমতি নাই।

ثُمَّ دَنَى فَتَدَلَّى ...... مَاكَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَاى এই আয়াতগুলিতে সেই সব অনুগ্রহের কথাই বলা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমার চোখের নূর অন্তরে ভরিয়া দিয়াছেন। ফলে আমি অন্তর দ্বারা তাঁহাকে দেখিয়াছি।" এই হাদীসের সনদ দুর্বল।

হাফিজ ইব্‌ন আসাকির (র) বর্ণনা করেন যে, উতবা ইব্‌ন আবূ লাহাব শামদেশে বাণিজ্যে যাত্রার প্রাক্কালে বলিয়াছিল, হে মক্কাবাসীগণ! তোমরা জানিয়া রাখ! আমি সেই ব্যক্তিকে অস্বীকার করি, যে মুহাম্মদের নিকটবর্তী হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কুকুর লেলাইয়া দিয়া তাহাকে ধ্বংস করিবেন। বর্ণনাকারী হাব্বার বলেন, অতঃপর আমরা শামদেশে গিয়া এমন এক স্থানে অবস্থান করিলাম যেখানে বিপুল ব্যাঘ্রের অবাধ বিচরণ ছিল। এক সময় একটি বাঘ আসিয়া সকলের মাথা শুঁকিতে আরম্ভ করে। এক এক করে সকলের মাথা শুঁকিয়া এক পর্যায়ে এক লাফে উতবার নিকট গিয়া সকলের মধ্যখান হইতে তাহাকে ছিড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে!

ইব্‌ন ইসহাক ও অন্যরা বলেন ঃ এই ঘটনাটি যারকা নামক স্থানে সংঘটিত হইয়াছে। কাহারো কাহারো মতে এই ঘটনাটি ঘটিয়াছে আরাত নামক স্থানে।

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى অর্থাৎ নিশ্চয় সে তাহাকে আরেকবার দেখিয়াছে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট, যাহার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান।

ইহা মুহাম্মদ (সা)-এর জিবরাঈল (আ)-কে তাহার আসল আকৃতিতে দেখার দ্বিতীয় ঘটনা। এই ঘটনাটি মি'রাজ রজনীতে ঘটিয়াছিল। মি'রাজ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে সূরা সুবহান এ আলোচিত হইয়াছে। তাই পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। উপরে আরো উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) মি'রাজ রজনীতে হুযূর (সা) আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করিয়াছেন বলিয়া মত পোষণ

করিতেন। উহার সপক্ষে তিনি আলোচ্য আয়াত দ্বারা দলীল প্রদান করেন। পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী অনেকে এই মত সমর্থন করেন। তবে সাহাবা ও তাবিয়ীনদের অনেকে দ্বিমত পোষণ করেন।

ইমাম আহমদ (র)...... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা) ...... এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আমি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখিয়াছি। তাঁহার ছয়শত ডানা আছে। উহার পালক হইতে মুক্তা ও ইয়াকূত ছড়াইয়া পড়িতেছে।"

ইমাম আহমদ (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার প্রকৃত আকৃতিতে দেখিয়াছিলেন। তখন তাঁহার ছয়শত ডানা ছিল। প্রতিটি ডানা হইতে মনি-মুক্তা ছড়াইয়া পড়িতেছিল। তাঁহার এক একটি ডানা আকাশ জুড়িয়া রাখিয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র)...... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "সিদরাতুল মুনতাহার নিকট আমি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার ছয়শত ডানা আছে।"

যায়দ ইব্‌ন হুবাব (র) বলেন, আমি আসিম (র)-কে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর ডানা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে কিছু বলিতে অস্বীকার করিলেন। অতঃপর তার কতিপয় সাথী আমাকে বলিলেন যে, জিবরাঈল (আ)-এর একটি ডানা পৃথিবীর পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সূত্রটি উত্তম।

ইমাম আহমদ (র)...... শাকীক (র) হইতে বর্ণনা করেন। শাকীক (র) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জিবরাঈল (আ) আমার নিকট মুক্তার পার বিশিষ্ট একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় আসিলেন।

ইমাম আহমদ (র)......... আমির (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমির (র) বলেন, মাসরূক (র) একদিন হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহাম্মদ (সা) কি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিয়াছেন? উত্তরে হযরত আয়িশা (রা) বলিলেন, তোমার কথা শুনিয়া আমার গায়ের লোম শিহরিয়া উঠিয়াছে। মনে রাখিও তোমাকে যে ব্যক্তি তিনটি কথা বলিবে সে মিথ্যাবাদী। ১. যে বলিবে, মুহাম্মদ (সা) তাঁহার রবকে দেখিয়াছেন, সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ অর্থাৎ কোন চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পারে না। কিন্তু সকল চক্ষুই তিনি দেখিতে পারেন।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ কোন মানুষের সহিতই আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলেন না। তবে ওহীর মাধ্যমে কিংবা পর্দার আড়াল হইতে বলেন।

২. যে ব্যক্তি বলিবে যে, আগামীকাল কি হইবে তাহা সে জানে—সেও মিথ্যাবাদী। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ অর্থাৎ "কিয়ামতের ইল্ম একমাত্র আল্লাহ্র নিকট। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তিনিই জানেন মাতৃ উদরে কি আছে। আর কেহ জানে না যে, আগামীকাল সে কি করিবে আর কে কোথায় মৃত্যুবরণ করিবে তাহা আল্লাহ্ ছাড়া কেহ জানে না।"

৩. আর যে বলিবে যে, মুহাম্মদ (সা) কোন কিছু গোপন করিয়াছেন, সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ অর্থাৎ "হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের নিকট হইতে আপনার নিকট যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে আপনি উহা প্রচার করুন। তবে তিনি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার প্রকৃত আকৃতিতে দুইবার দেখিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... মাসরূক (র) হইতে বর্ণনা করেন। মাসরূক (র) বলেন, আমি একদিন হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকটে ছিলাম। কথা প্রসংগে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেন নি যে وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى অর্থাৎ "নিশ্চয়ই তিনি তাহাকে ঊর্ধ্বজগতে দেখিয়াছেন।" নিশ্চয় তিনি তাহাকে আরেকবার দেখিয়াছেন। উত্তরে হযরত আয়িশা (রা) বলিলেন, এই আয়াত সম্পর্কে উম্মতের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছেন, "আমি যাহাকে দেখিয়াছি তিনি হইলেন, হযরত জিবরাঈল (আ)।" জিবরাঈল (আ)-কে হুযূর (সা) তাঁহার আসল আকৃতিতে জীবনে দুইবার দেখিয়াছেন। আকাশ হইতে পৃথিবীতে অবতরণকালে একবার দেখিয়াছেন। তখন তাহার বৃহদায়তন দেহ আকাশ হইতে যমীন পর্যন্ত জুড়িয়া ফেলিয়াছিল।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) সহীহ্দ্বয়ে শা'বী (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) বলেন, আমি একদিন হযরত আবূযর গিফারী (রা)-কে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেখা পাইলে তাঁহাকে আমি একটি প্রশ্ন করিতাম। আবূযর (রা) বলিলেন, তাহাকে তুমি কি প্রশ্ন করিতে? আব্দুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) বলিলেন, তিনি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিতে পাইয়াছেন কিনা, জিজ্ঞাসা করিতাম। শুনিয়া হযরত আবূযর (রা) বলিলেন, এই প্রশ্ন তো আমি নিজেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি তাঁহার নূর দেখিয়াছি। তিনি তো নূর আমি তাঁহাকে কি করিয়া দেখিব?" ইমাম মুসলিম (র) দুই সনদে ও দুই শব্দে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়রা (র)....... আবূযর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূযর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনি কি আপনার রবকে দেখিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, "তিনি তো নূর আমি তাঁহাকে কিভাবে দেখিব?" ইমাম মুসলিম (র)......... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (র) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (র) বলেন, আমি একদিন হযরত আবূযর (রা)-কে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাৎ পাইলে আমি তাঁহাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। আবূযর (রা) বলিলেন, কি কথা জিজ্ঞাসা করিতে? আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (র) বলেন, জিজ্ঞাসা করিতাম যে, তিনি তাঁহার রবকে দেখিয়াছেন কিনা? আবূযর (রা) বলিলেন, আমি নিজেই তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি নূর দেখিয়াছি।" ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... আবূযর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূযর (রা) বলেন, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্ তা'আলাকে অন্তর দ্বারা দেখিয়াছেন চর্ম চক্ষে দেখেন নাই।

ইবনুল জাওযী (র) আবূযর গিফারী (র)-এর এই কথাটির ব্যাখ্যা এইভাবে করিয়াছেন যে, আবূযর গিফারী হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মি'রাজের আগে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মি'রাজের পরে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি দেখিয়াছেন বলিয়াই উত্তর দিতেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি খুবই দুর্বল। কারণ হযরত আয়িশা (রা) এই বিষয়ে মি'রাজের পরে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কিন্তু কৈ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো দেখিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন নাই। কেহ কেহ আবার এই কথা বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিয়াছিলেন ঠিকই কিন্তু আয়িশা (রা) বুঝিবেন না মনে করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার নিকট উহা বলেন নাই। আমাদের মতে এই যুক্তিটি নিতান্ততই খোঁড়া ও অগ্রহণযোগ্য।

ইমাম নাসায়ী (র)......... আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ যর গিফারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার রবকে অন্তর দ্বারা দেখিয়াছেন, চর্ম চক্ষে দেখেন নাই।

ইমাম মুসলিম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى আয়াত সম্পর্কে বলেন, মুহাম্মদ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখিয়াছিলেন। وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى এই আয়াত সম্পর্কে মুজাহিদ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার আসল আকৃতিতে দুইবার দেখিয়াছেন। কাতাদা, রবী ইব্‌ন আনাস (র) অন্যরা এই কথাই বলেন।

اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى "যখন বৃক্ষটি যদ্দারা আচ্ছাদিত হইবার তদ্দারা আচ্ছাদিত হইল।"

মি'রাজ সম্পর্কিত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, কাকের ন্যায় ফেরেশ্‌তা আল্লাহ্‌র নূর ও বিভিন্ন ধরনের রং সিদরাতুল মুনতাহা নামক বৃক্ষটিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সিদরাতুল মুনতাহায় লইয়া যাওয়া হয়। সিদরাতুল মুনতাহা সপ্তম আকাশে অবস্থিত। পৃথিবী হইতে যাহা কিছু উপরের দিকে আরোহণ করে সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়া উহা বাধা প্রাপ্ত হয়। আবার সেখান হইতে আরো উপরের দিকে লইয়া যাওয়া হয়। আর উপর হইতে যাহা অবতরণ করে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত আসিয়া উহা থামিয়া যায়। অতঃপর সেখান হইতে আরো নীচে নিয়া আসা হয়। তখন সেই বৃক্ষটিতে অসংখ্য সোনার পতঙ্গ এদিক-ওদিক উড়িয়া বেড়াইতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তখন তিনটি উপহার দেওয়া হয়। ১. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, ২. সূরা বাকারার শেষ অংশ ও ৩. শিরক কার্যে লিপ্ত নয় এমন গুনাহগার উম্মতের জন্য ক্ষমা।" ইমাম মুসলিম (র) একাই এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ জা'ফর রাবী (র).... আবূ হুরায়রা (রা) কিংবা অন্য কোন সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন যে, মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছিয়া দেখিতে পাইলেন যে, কাকের ন্যায় ফেরেশ্‌তারা বৃক্ষটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তখন বলা হইল, আপনার যাহা ইচ্ছা প্রশ্ন করুন।

ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) বলেন ঃ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشى সম্পর্কে মুজাহিদ (র) বলেন, বৃক্ষটির ডালগুলি ছিল মুতী, ইয়াকূত ও যবরযদ পাথরের তৈরি, মুহাম্মদ (সা) উহা দেখিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার রবকে অন্তর দ্বারা দেখিয়াছেন।

ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! সিদরাতুল মুনতাহাকে কোন্ জিনিস ঢাকিয়া রাখিয়াছিল? উত্তরে তিনি বলিলেন যে, আমি দেখিয়াছি সোনার পতঙ্গ বৃক্ষটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। উহার প্রতি পাতায় একজন করিয়া ফেরেশ্‌তা দাঁড়াইয়া আল্লাহ্ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করিতে দেখিয়াছি।

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغى "তাহার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নাই, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নাই।" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দৃষ্টিভ্রম করিয়া ডানে বামে চলিয়া যান নাই এবং আল্লাহ্‌র কোন আদেশেও সীমালংঘন করেন নাই। বস্তুত দৃঢ়তা ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে ইহা একটি মহৎগুণ। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহাই করিয়াছেন যাহা তাঁহাকে করিতে বলা হইয়াছে এবং তাঁহাকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, উহার বেশি প্রার্থনা করেন নাই।

لَقَدْ رَاى مِنْ ايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرى অর্থাৎ "সে তো তাঁহার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখিয়াছিল।"

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيَاتِنَا الْكُبْرى অর্থাৎ "আমি তাহাকে আমার মহান নিদর্শনাবলী দেখাইতে চাই।" মহান নিদর্শন অর্থ যাহা আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও মহত্ব প্রকাশ করে।

এই দুই আয়াত দ্বারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আত প্রমাণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেই রাতে আল্লাহ্র দীদার লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে, তিনি আমার মহান নিদর্শনাবলী দেখিয়াছেন। যদি তিনি আল্লাহ্ তা'আলাকেও দেখিতেন ঃ তাহা হইলে সেই সংবাদ ও আমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইত। সূরা ইসরায় এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) .... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাউসদ (রা) বলেন ঃ মুহাম্মদ (সা) জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার প্রকৃত আকৃতিতে মাত্র দুইবার দেখিয়াছেন। প্রথমবার যখন জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার প্রকৃত আকৃতিতে দেখিবার জন্য মুহাম্মদ (সা) আবেদন করিয়াছিলেন। তখন জিবরাঈল (আ) তাঁহার আসল আকৃতিতে আকাশ জুড়িয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাঁহাকে তাঁহার আসল আকৃতিতে দেখিতে পান। দ্বিতীয়বার মি'রাজ রজনীতে। وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى এই আয়াতের দ্বিতীয়বারের দেখার কথাই বলা হইয়াছে।

(١٩) اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ۙ

(٢٠) وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ○

(٢١) اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ○

(٢٢) تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ○

(٢٣) اِنْ هِىَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۭ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ○

(٢٤) اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ○

(٢٥) فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى ○

(٢٦) وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ○

১৯. তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ লাত ও উয্‌যা সম্বন্ধে।

২০. এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্বন্ধে?

২১. তবে কি পুত্র সন্তান তোমাদিগের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহ্‌র জন্য?

২২. এই প্রকার বণ্টন তো অসংগত।

২৩. এইগুলি কতক নাম মাত্র যাহা তোমাদিগের পূর্ব পুরুষগণ ও তোমরা রাখিয়াছ। যাহার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল প্রেরণ করেন নাই। তাহারা তো অনুমান এবং নিজদিগের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাহাদিগের নিকট তাহাদিগের প্রতিপালকের পথ নির্দেশ আসিয়াছে।

২৪. মানুষ যাহা চায়, তাহাই কি সে পায়?

২৫. বস্তুত ইহকাল ও পরকাল আল্লাহ্‌রই।

২৬. আকাশে কত ফেরেশতা রহিয়াছে। উহাদিগের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে না যতক্ষণ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা এবং যাহার প্রতি সন্তুষ্ট তাহাকে অনুমিত না দেন।

তাফসীর ঃ أَفَرَءَيْتُمُ اللَّاتَ তোমরা কি লাত সম্পর্কে ভাবিয়া দেখিয়াছ ? মুশরিকরা নিজদিগের হাতে গড়া পাথরের মূর্তি এবং আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া অন্যদের উপাসনা করিত এবং কা'বার মুকাবিলায় ইহাদিগের জন্য ঘর নির্মাণ করিত। এইসব কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মুশরিকদিগকে ধমক দিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ তোমরা যেই লাতের পূজা করিতেছ, সেই সম্পর্কে কখনো কিছু ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?

"লাত" নকশা অংকিত একটি সাদা পাথর। তায়েফে অবস্থিত এই পাথরটির উপর একটি ঘর নির্মিত ছিল। ইহাকে গিলাফ দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হইত। ইহার চতুষ্পার্শ্বে কতটুকু সংরক্ষিত চত্বর ছিল যাহাকে হেরেমের ন্যায় সম্মান করা হইত। সাকীফ গোত্র ইহাকে পূজা করিত এবং ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। কুরাইশ ব্যতীত আরবের অন্যান্য গোত্রের উপর এই পাথরের কারণে ইহারা গৌরববোধ করিত।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, লাতের ভক্তরা এই নামটি 'আল্লাহ্' নাম হইতে তৈয়ার করিয়াছিল। তাহাদিগের ধারণা মতে "লাত" হইল আল্লাহ্ নামের স্ত্রীবাচক শব্দ। তাহাদিগের এই বাতিল ধারণা হইতে আল্লাহ্ পবিত্র।

মুজাহিদ ও রবী ইব্‌ন আনাস (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, তাঁহারা اللاتَّ - ت হরফে তাশ্‌দীদ দিয়া পড়িতেন। তাঁহাদের মতে ইহার ব্যাখ্যা হইল এই যে, লাত নামক এক ব্যক্তি হজ্জের মওসূমে ছাতু গুলিয়া হাজীদিগকে পান করাইতেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার কবরের উপর ঘর নির্মাণ করিয়া ভক্তরা ধীরে ধীরে তাহাকে পূজা করিতে শুরু করে।

ইমাম বুখারী (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) লাত ও উয্‌যা সম্পর্কে বলিয়াছেন, লাত এক ব্যক্তির নাম। তিনি হজ্জের মওসুমে হাজীদিগকে ছাতু গুলিয়া পান করাইতেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, লাতের ন্যায় উয্‌যাও আল্লাহ্‌র নাম আযীয হইতে সংগৃহীত। ইহা মক্কা ও তায়েফের মাঝে নাখলাহ নামক স্থানে একটি বৃক্ষের নাম। ইহার উপরও একটি ঘর নির্মাণ করিয়া রাখা হইয়াছিল। লাতের ন্যায় ইহাও গিলাফ ইত্যাদি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিত। কুরাইশরা ইহাকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করিত। যেমন ঃ উহুদের যুদ্ধের সময় আবূ সুফিয়ান বলিয়াছিল ঃ لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ অর্থাৎ আমাদের উয্‌যা আছে, তোমাদের উয্‌যা নাই। ইহার উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ قُولُوا اللّٰهُ مَوْلَانَا وَلَا مَولَى لَكُمْ "তোমরা বল, আল্লাহ্ আমাদিগের মাওলা– তোমাদিগের মাওলা নাই।"

ইমাম বুখারী (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "যদি কেহ ভুল ও অসতর্কতাবশত লাত ও উয্‌যার নামে শপথ করিয়া বসিবে, সে যেন তৎক্ষণাৎ لا اله الا الله বলে। আর যে ব্যক্তি তাহার সাথীকে বলিল, বন্ধু! আইস, জুয়া খেলি, সে যেন সদকা প্রদান করে।" উল্লেখ্য, জাহেলী যুগে এই ধরনের শপথ করা এবং জুয়া খেলায় অভ্যস্ত ছিল বিধায় সাহাবাগণ মাঝে মধ্যে এই ধরনের ভুল করিয়া বসিতেন।

ইমাম নাসায়ী (র)..... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, একদিন আমি লাত ও উয্‌যার নামে শপথ করিয়া বসি। শুনিয়া আমার সাথীরা আমাকে বলিল যে, তুমি বড় জঘন্য অপরাধ করিয়াছ। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে ঘটনাটি জানাই। তিনি বলিলেন ঃ "তুমি لا اله الا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرُ পাঠ কর। অতঃপর তিনবার أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়িয়া বামদিকে তিনবার থু থু ফেল এবং ভবিষ্যতে এমন কাজ আর কখনো করিও না।"

পক্ষান্তরে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী কুদাইদের নিকট মুশাল্লাল নামক স্থানে ছিল মানাতের অবস্থান। জাহিলী যুগে আউস ও খাযরাজ গোত্র ইহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত। তাহারা সেইখান হইতে ইহরাম বাঁধিয়া হজ্জ করিতে আসিত। ইমাম বুখারী (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, কুরআনে বর্ণিত এই তিনটি দেবতা ছাড়া আরো এমন বহু দেবতা ও তীর্থস্থান ছিল, আরববাসীরা যাহাদিগকে কা'বার ন্যায় সম্মান করিত। সবচাইতে বেশী

প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে বিশেষভাবে লাত, মানাত ও উয্‌যা এই তিনটির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইব্‌ন ইসহাক (র) তাঁর সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আরববাসীরা কা'বার পাশাপাশি আরো কতগুলি তীর্থ স্থান বানাইয়া লইয়াছিল। সেইগুলিকে তাহারা গিলাফ দ্বারা ঢাকিয়া রাখিত, কা'বার ন্যায় সম্মান করিত; তথায় কুরবানীর পশু প্রেরণ করিত উহার নিকট পশু যবাহ্ করিত এবং কা'বার ন্যায় সেইগুলি তাওয়াফ করা হইত। অথচ তাহারা কা'বার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা স্বীকার করিত এবং উহাকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নির্মিত মসজিদ বলিয়া সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত। ইব্‌ন ইসহাক (র) আরো বলেন যে, কুরাইশ ও বনূ কিনানাহ নাখলায় অবস্থিত উয্‌যার পূজারী ছিল। কবীলা আলীমের শাখা গোত্র বনূ শারবান উহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করিত। মক্কা বিজয়ের পর এই মূর্তিটি ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত খালিদ ইব্‌ন ওলীদ (রা)-কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) মূর্তিটি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া বলিতেছিলেন ঃ يَا عُزَّى كُفْرَانَكَ سُبْحَانَكَ .... اِنِّى رَاَيْتُ اللّٰهَ قَدْاَهَانَكَ। অর্থাৎ ওহে উযযা! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি না– তোমাকে অস্বীকার করি। আমার বিশ্বাস আল্লাহ্ তোমাকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন।

ইমাম নাসায়ী (র)....... আবূ তুফায়ল (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ তুফায়ল (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের পর উযযার অবসান ঘটাইবার জন্য রাসূল (সা) হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে নাখলায় প্রেরণ করেন। তিনটি বাবুল বৃক্ষের উপর এই মূর্তিটি স্থাপন করা হইয়াছিল। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলিলেন এবং ঘরটি মাটির সহিত মিশাইয়া দেন। অতঃপর নবী করীম (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দেন। রাসূল (সা) শুনিয়া বলিলেন, "তুমি আবার যাও। কারণ আসল কাজ তুমি এখনও করিতে পার নাই।" অগত্যা খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) পুনরায় নাখলায় পৌঁছান। নাখলায় পৌঁছিবার পর তথাকার প্রহরীরা খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে দেখিয়া ইয়া উয্‌যা! ইয়া উয্‌যা! বলিয়া তাকবীর ধ্বনি দিয়া উঠিল। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) আরো নিকটে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এক উলঙ্গ রমণী এলোমেলো রুক্ষ চুল মাথায় ধুলা মাখিতেছে। দেখিয়াই খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) তরবারীর এক আঘাতে তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া রাসূল (সা)-কে সংবাদ শুনাইলেন। শুনিয়া রাসূল (সা) বলিলেন, উহাই উয্‌যা।"

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, ছাকীফ গোত্রের মূর্তির নাম ছিল লাত। তায়েফে ছিল উহার অবস্থান। বনূ মুআত্তেব উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশুনা করিত। উহার অবসান ঘটাইবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুগীরা ইব্‌ন শু'বা ও আবূ সুফিয়ান ছাখ্‌র ইব্‌ন হারব (রা)-কে প্রেরণ করেন। ইহারা দুইজন তায়েফ গিয়া মূর্তিটি ভাঙ্গিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দিয়া তথায় একটি মসজিদ স্থাপন করেন।

মানাত আউস্ খাযরাজ এবং তাহাদের সমমনা লোকদের উপাস্য ছিল। মুশাল্লাল যাওয়ার পথে সমুদ্রের তীরে কুদাইদ নামক স্থানে ছিল ইহার অবস্থান। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে আবূ সুফিয়ান (রা) এই মূর্তিটিও ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলেন। কাহারো কাহারো ধারণা যে, হযরত আলী (রা)-এর হাতে এই স্থানটি ধ্বংস হয়। যুলখালছাহ নামক স্থানটি ছিল দাউস, খাছআম ও বাজীলা গোত্রের দেবতালয়। ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, তাবাকায় অবস্থিত এই স্থানটিকে ইহারা ইয়ামানী কা'বা নামে আখ্যায়িত করিত। আর মক্কার কা'বাকে বলিত শামী কা'বা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে জারীর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ বাজালী (রা)-এর হাতে এই স্থানটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

কাল্‌স নামক বুতখানাটি ছিল কবীলা তাই ও উহার পার্শ্ববর্তী আরবীদের। তাই পাহাড়ে সালমা ও সাজা স্থানের মাঝে ছিল ইহার অবস্থান। ইব্‌ন হিশাম বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) এই স্থানটি ধ্বংস করেন। এবং তথা হইতে রসূল মহাররম নামক দুইটি তরবারী উদ্ধার করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই তরবারী দুইটি হযরত আলী (রা)-কে দান করেন।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ ছানআয় অবস্থিত রিয়াম নামক বুতখানাটি ছিল হিমইয়ার গোত্র ও ইয়ামানবাসীর তীর্থ স্থান। কথিত আছে যে, তথায় একটি কালো কুকুর ছিল। তুব্বার সহিত আগত দুইজন হিমইয়ারী সর্দার কুকুরটিকে হত্যা করে এবং মূর্তিখানা ধ্বংস করিয়া ফেলে।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ বনূ রবীয়া ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ এর তীর্থস্থান ছিল রিযা নামক স্থান। মুস্তাওগির ইব্‌ন রবীয়া ইব্‌ন সা'দ ইসলাম গ্রহণের পর এই স্থানটি ধ্বংস করিয়া ফেলেন। ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন, উল্লেখ্য যে, এই লোকটি তিনশত তিরিশ বছর বাঁচিয়া ছিলেন।

"যুলফা'বাত, নামক বুতখানাটি ছিল বকর, তাগলিব ও আবাদ গোত্রের উপাসনালয়। স্যানদাদে ছিল ইহার অবস্থান।

এই প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى অর্থাৎ তোমরা কি লাত, উয্‌যা ও মানাত সম্পর্কে ভাবিয়া দেখিয়াছ?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى অর্থাৎ ছেলে সন্তান তোমাদিগের জন্য আর কন্যা সন্তান কি আল্লাহ্‌র জন্য? অর্থাৎ একদিকে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত কর আবার অপরদিকে বণ্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে দাও কন্যা সন্তান আর নিজেদের জন্য

ছেলে সন্তান পছন্দ কর। একটু ভাবিয়া দেখ যে, যদি তোমরা পরস্পর বণ্টন কর আর একজনকে শুধু কন্যা সন্তান দান কর আর আরেকজনকে দান কর শুধু পুত্র সন্তান, তাহা হইলে যাহাকে শুধু কন্যা সন্তান দেওয়া হইবে সে কিছুতেই ইহাতে রাজী হইবে না এবং এই বণ্টনকে বে-ইনসাফী বলিয়া আখ্যায়িত করা হইবে। এমতাবস্থায় কিভাবে তোমরা আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে এমনভাবে বণ্টন করিতেছ, যাহা দুই মাখলুকের মাঝে করা হইলে জুলুম ও অগ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের মনগড়া আবিষ্কার, মিথ্যা রটনা, মূর্তিপূজা হাতে গড়া পাথরের মূর্তিকে ইলাহ আখ্যা দানের প্রতিবাদে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اِنْ هِىَ اِلاَّ اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ অর্থাৎ ইহা কতগুলি নাম মাত্র যাহা তোমরা ও তোমাদিগের পূর্ব-পুরুষগণ নিজেদের হইতে রাখিয়া লইয়াছ। যাহার সমর্থনে আল্লাহ্ তা'আলা কোন দলীল প্রেরণ করেন নাই।"

اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ 'ইহারা তো কেবল অনুমান এবং নিজদিগের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে।" অর্থাৎ ইহাদিগের যেই পূর্ব-পুরুষগণ এই ভ্রান্ত পথে চলিয়াছিল উহাদিগের উপর সুধারণা পোষণ করিয়া ইহারাও এই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইতেছে। তাহা ছাড়া ইহাদিগের আর কোন যুক্তি প্রমাণ নাই।

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدٰى অথচ ইহাদিগের নিকট ইহাদিগের প্রতিপালকের পথ নির্দেশ বা হিদায়াত আসিয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি মানব জাতির প্রতি রাসূলদের মাধ্যমে সত্য পথ ও অকাট্য দলীল প্রেরণ করা সত্ত্বেও এই মুশরিকরা উহার অনুসরণ না করিয়া পিতৃ-পুরুষের অন্ধ অনুকরণ ও নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করিয়া চলে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى অর্থাৎ মানুষ যাহা কামনা করিবে এমনিতেই সে উহা লাভ করিতে পারিবে না। আমি সত্য পথে আছি এই কথা বলিলেই সত্য পথে থাকা হয় না। মানুষ যত বড় আশা দাবীই করুক না কেন, শুধু আশা আর দাবীতেই উদ্দেশ্য অর্জিত হইয়া যায় না। বরং ইচ্ছা ও দাবী বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ চেষ্টা করা চাই।

ইমাম আহমদ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন আকাঙ্ক্ষা করিতে হইলে পূর্বেই ভাবিয়া নিও যে, কি আকাঙ্ক্ষা করিতেছ। কারণ এই আকাঙ্ক্ষার ফলে কি লিখা হইবে তাহা বলা যায় না।"

فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى "ইহকাল ও পরকাল আল্লাহ্‌রই জন্য।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই দুনিয়া ও আখিরাতের মালিকও তিনি। যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয় আর যাহা ইচ্ছা করেন না, তাহা হয় না।

وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَاتُغْنِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَرْضٰى۔

অর্থাৎ "আকাশে কত ফেরেশতা রহিয়াছে। উহাদিগের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে না। যতক্ষণ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা এবং যাহার প্রতি সন্তুষ্ট তাহাকে অনুমতি না দেন। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ۔ وَلَاتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ব্যতীত কেহ সুপারিশ করিতে পারিবে না। আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করিলে উহা কোন কাজে আসিবে না।

এইবার তোমরা বল, আল্লাহ্ তা'আলার নিকটতম ফেরেশতাদের অবস্থাই যখন এইরূপ তাহা হইলে বল, হে অজ্ঞ লোকেরা! তোমরা কি করিয়া আশা করিতে পার যে, তোমাদিগেরই হাতে গড়া এই মূর্তিগুলি আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদিগের জন্য সুপারিশ করিবে? অথচ সমস্ত নবীদের মাধ্যমে ইহাদের পূজা করিতে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। এবং সমস্ত আসমানী কিতাবে এই ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন?

(٢٧) اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ○

(٢٨) وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ○

(٢٩) فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ○

(٣٠) ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۙ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ○

২৭. যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহারাই নারীবাচক নাম দিয়া থাকে ফেরেশতাদিগকে।

২৮. অথচ এ বিষয়ে উহাদিগের কোন জ্ঞান নাই, উহারা কেবল অনুমানের অনুসরণ করিয়া থাকে; সত্যের মোকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নাই।

২৯. অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চল; সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে।

৩০. উহাদিগের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। তোমার প্রতিপালকই ভালো জানেন কে তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত, তিনিই ভালো জানেন কে সৎপথ প্রাপ্ত।

তাফসীর ঃ ফেরেশতাদিগকে নারীবাচক নাম দিয়া উহাদিগকে আল্লাহ্র কন্যা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে মুশরিকদের প্রতিবাদ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلاَئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى অর্থাৎ যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস রাখে না, উহারাই ফেরেশতাদিগকে নারীবাচক নাম দিয়া থাকে।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَجَعَلُوْا الْمَلاَئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًاأَشَهِدُوْاخَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ্র বিশেষ বান্দা ফেরেশতাদিগকে উহারা কন্যা সাব্যস্ত করিয়াছে। আচ্ছা, উহারা কি ফেরেশতাদের সৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিল? উহাদিগের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَمَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ অর্থাৎ উহাদিগের নিকট উহাদিগের এই দাবীর সপক্ষে কোন সঠিক ইলম নাই। উহা মিথ্যা, মনগড়া অপবাদ এবং প্রকাশ্য কুফরী বৈ নয়।

اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا অর্থাৎ উহারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে। আর ধারণা ও অনুমান সত্যের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না। অর্থাৎ সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নাই।

সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা অনুমান ও ধারণা করা হইতে বিরত থাক। কারণ ধারণা নিকৃষ্টতম মিথ্যাকথন।"

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا অর্থাৎ যাহারা সত্যপথ ও সৎপথ হইতে বিমুখ হইয়া উহা ত্যাগ করিয়াছে- আপনি উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলুন।

لَمْ يُرِدْ اِلاَّ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا অর্থাৎ পার্থিব জীবনই উহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দুনিয়া ছাড়া উহারা কিছুই বুঝে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ ذَالِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ দুনিয়া অন্বেষণ করা এবং তজ্জন্য চেষ্টা করাই উহাদিগের একমাত্র ধান্দা। উহাদিগের জ্ঞানের দৌড় এতটুকুই।

ইমাম আহমদ (র).... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আখিরাতে যাহার ঘর নাই দুনিয়া তাহার আবাসস্থল। এবং

আখিরাতে যাহার সম্পদ নাই দুনিয়া তাহার সম্পদ। আর দুনিয়ার জন্য সেই সঞ্চয় করে যাহার বিবেক নাই। নবী করীম (সা) আমাদিগকে এই দু'আ করিতে শিখাইয়া দিয়াছেন যে, 'হে আল্লাহ্! দুনিয়াকে আমাদিগের বড় উদ্দেশ্য বস্তু বানাইও না। এবং জ্ঞানের সর্বশেষ বস্তু বানাইও না।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى অর্থাৎ "আল্লাহ্ই ভালো জানেন যে, কে তাহার পথ হইতে বিচ্যুত এবং সৎপথ প্রাপ্ত।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই সমগ্র জগত সৃষ্টি করিয়াছেন। বান্দার স্বার্থ সম্বন্ধে তিনিই সবচাইতে ভালো জানেন। তিনিই যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎ পথ প্রদর্শন করেন। তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ন্যায়পরায়ণ। কোন ক্ষেত্রেই তিনি কাহারো উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না।

(٣١) وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ أَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۚ

(٣٢) اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ أُمَّهٰتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ۚ

৩১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহ্‌রই। যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহাদিগকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যাহারা সৎ কর্ম করে তাহাদিগকে দেন উত্তম পুরস্কার।

৩২. উহারাই বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হইতে ছোট-খাটো অপরাধ করিলেও। তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম, আল্লাহ্ তোমাদিগের সম্পর্কে সম্যক অবগত– যখন তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন মৃত্তিকা হইতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে অবস্থান কর। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করিও না, তিনিই সম্যক জানেন মুত্তাকী কে?

তাফসীর ঃ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ أَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى —"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু

আছে তাহা আল্লাহ্‌রই যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহাদিগকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যাহারা সৎ কর্ম করে তাহাদিগকে দেন উত্তম পুরস্কার।"

অর্থাৎ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক, তিনি কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন। ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা। প্রত্যেককে তিনি কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেন। মন্দ কাজ করিলে মন্দ ফল দেন আর ভালো কাজ করিলে দেন উত্তম পুরস্কার। অতঃপর মুহসিন তথা ভালো লোকদের পরিচয় দিয়া তিনি বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلاَّ اللَّمَمَ অর্থাৎ সৎ কর্মশীল উহারা যাহারা আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বড় বড় গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং অপকর্ম ও অশ্লীল কার্যে লিপ্ত হয় না। তবে যদি মানবীয় দুর্বলতার শিকার হইয়া যদি কোন সগীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত হইয়া বসে তাহা আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে ক্ষমা করিয়া দেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَاتُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيْمًا-

অর্থাৎ যদি তোমরা কবীরাহ গুনাহসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাক; তাহা হইলে আমি তোমাদিগের ছোট ছোট গুনাহগুলি ক্ষমা করিয়া দিব আর তোমাদিগকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাইব।

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন لَمَمْ এর ব্যাখ্যায় আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসটিই আমার নিকট সবচাইতে বেশি পছন্দনীয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমের নামে তাহার যিনার যেই অংশ লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে সে লিপ্ত হইবেই। চোখের যিনা হইল পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, মুখের যিনা হইল পরনারীর সহিত কথা বলা, মনে কাম লালসার উদ্রেক হয় আর যৌনাঙ্গ উহা বাস্তবায়িত করে কিংবা প্রত্যাখ্যান করে।" ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আব্দুর রাযযাকের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)....... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ চক্ষুর যিনা হইল পরনারীর প্রতি তাকানো, ঠোঁটের যিনা হইল চুম্বন করা, হাতের যিনা হইল ধরা এবং পায়ের যিনা হইল পরনারীর কাছে যাওয়া। সবশেষে যৌনাঙ্গ উহা বাস্তবায়িত করে কিংবা প্রত্যাখ্যান করে। অর্থাৎ অবশেষে যদি ব্যভিচার কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ব্যভিচারী সাব্যস্ত হয় আর যদি

সংযম অবলম্বন করিয়া ব্যভিচার হইতে বিরত থাকা যায়; তাহা হইলে এইগুলি لَمَمَ এর মধ্যে গণ্য হইবে। মাসরূক এবং শাবী (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

ইব্‌ন লুবাবাহ নামে পরিচিত আব্দুর রহমান ইব্‌ন নাফি (র) বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আল্লাহ্‌র কালাম إلاَّ اللَّمَمَ এর অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ দর্শন, স্পর্শ, চুম্বন ও আলিংগন। যখনই একজনের যৌনাংগ অপরজনের যৌনাংগের সহিত মিলিত হইবে তখন গোসল ওয়াজিব হইবে। ইহাই যিনা বা ব্যভিচার।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, إلاَّ اللَّمَمَ অর্থ إلاَّ مَا سَلَفَ অর্থাৎ– অতীতে যাহা ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া গিয়াছে আল্লাহ্ তা'আলা উহা ক্ষমা করিয়া দিবেন। যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) .... মানছুর (র) হইতে বর্ণনা করেন। মানছুর (র) বলেন ঃ মুজাহিদ (র) إلاَّ اللَّمَمَ এর ব্যাখ্যায় বলিতেন যেই ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত হইয়া অবশেষে তাওবা করিয়া উহা ত্যাগ করে। কবি বলেন ঃ

إن تغفر اللّهم تغفر جما ...... واىّ عبد لك ما الما ؟

অর্থাৎ ক্ষমাই যদি ক্ষমা কর মাওলা, সব অপরাধই ক্ষমা করিয়া দাও। তোমার কোন বান্দাই তো গুনাহ হইতে একেবারে পবিত্র নয়।

মানছুর (র) হইতে ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন। মানছুর বলেন, আল্লাহ্‌র কালাম إلاَّ اللَّمَمَ সম্পর্কে মুজাহিদ বলেন যে, ইহার অর্থ হইল কোন মানুষ অপরাধে লিপ্ত হইয়া অবশেষে সৎপথে ফিরিয়া আসে। তিনি বলেন ঃ জাহেলী যুগের মানুষ আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করিবার সময় বলিত ঃ

إن تغفر اللّهم تغفر جما ...... اىّ عبد لك ما الما ؟

ইব্‌ন জরীর (রা)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, إلاَّ اللَّمَمَ এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়ার পর তাওবা করিয়া উহা বর্জন করে তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা উহা ক্ষমা করিয়া দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাঝে মধ্যে বলিতেন ঃ

إن تغفر اللّهم تغفر جما ...... واىّ عبد لك ما الما ؟

ইমাম তিরমিযী (র) আবূ আছিম নাবীল (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন ঃ এই হাদীসটি হাসান-সহীহ-গরীব। অনুরূপ বাযযার, ইব্‌ন আবূ হাতিম ও বাগবী (র) আবূ আছিম নাবীল এর হাদীস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ لَمَمَ অর্থ ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হইয়া তাওবা করিয়া ফিরিয়া আসা এবং পুনরায় আর না করা। চুরি করিতে গিয়া না করিয়া ফিরিয়া আসা এবং পুনরায় না করা। মদ পান করিতে গিয়া ফিরিয়া আসা এবং পুনরায় উহা না করা।

ইব্‌ন জারীর (র).......... আউফ (র) হইতে বর্ণনা করেন। আউফ (র) বলেন ঃ اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلاَّ اللَّمَمَ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান (র) বলেন ঃ চুরি, ব্যভিচার কিংবা মদ পান করিবার উপক্রম হইয়া উহা হইতে ফিরিয়া আসা এবং পুনরায় উহা না করার নাম لمم ইহা আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করিয়া দেন।

ইব্‌ন জারীর (র)........... আবূ রাজা (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ রাজা (র) বলেন اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلاَّ اللَّمَمَ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান (র) বলেন ঃ সাহাবায়ে কিরাম (রা) বলিতেন ঃ هذا الرجل يصيب من الزنا او السّرقه او شرب الخمر فيتجنبها ويتوب منها অর্থাৎ– এই লোকটি মদ পান, চুরি কিংবা মদ পান করার উপক্রম হয়। কিন্তু তাওবা করিয়া ফিরিয়া আসে।

ইব্‌ন জারীর (র).... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ اِلاَّ اللَّمَمَ। অর্থ যদি কেহ হঠাৎ করিয়া যিনা করিবার উপক্রম হয় অতঃপর তাওবা করিয়া ফিরিয়া আসে আল্লাহ্ তা'আলা উহা ক্ষমা করিয়া দেন। ইব্‌ন জারীর (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, اللَّمَمَ। অর্থাৎ অকস্মাৎ গুনাহে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হওয়া।

সুদ্দী (র) বলেন, আবূ সালিহ (র) বলিয়াছেন, আমাকে لَمَمَ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে উত্তরে আমি বলিলাম, لَمَمَ অর্থ শয়তানের প্রবঞ্চনায় গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর তাওবা করিয়া সৎ পথে ফিরিয়া আসা। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, لَمَمَ অর্থ শিরক ছাড়া অন্যান্য অপরাধ।

সুফিয়ান সওরী (র)..... ইব্‌ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন যুবায়র (রা) বলেন, اِلاَّ اللَّمَمَ। অর্থ যিনার হদ্দ ও আখিরাতের আযাবের মাঝামাঝি অপরাধ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। 'আউফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, দুনিয়ার শাস্তি ও আখিরাতের শাস্তির মাঝামাঝি অপরাধ। সালাতের উসিলায় যেই গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়, উহাই লামাম। ইহাতে শাস্তি ভোগ করিতে হয় না। দুনিয়া হদ্দ বলিতে শাস্তিকে বুঝানো হয়, যাহা

দুনিয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। আর আখিরাতের হদ্দ বলিতে বুঝানো হয়. সেই অপরাধের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের শাস্তি নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং যাহার শাস্তি আখিরাতের জন্য স্থগিত রাখিয়াছেন। ইকরিমা, কাতাদা ও যাহ্‌হাক (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ অর্থাৎ তোমার প্রতিপালকের রহমত সর্বত্র বিস্তৃত এবং তাঁহার ক্ষমা অপরিসীম। অপরাধ করিয়া যেই খাঁটি মনে তাওবা করে তিনি তাহাকেই ক্ষমা করিয়া দেন।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّهِ - اِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا - اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি বলিয়া দিন যে, যাহারা নিজদিগের ব্যাপারে সীমালংঘন করিয়াছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ হইও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের ব্যাপারে সম্যক অবগত যখন তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বক্ষণ তোমাদিগকে দেখেন তোমাদিগের যাবতীয় আচরণ-উচ্চারণ ও সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। যখন তিনি তোমাদিগের পিতা হযরত আদম (আ)-কে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার ঔরষ হইতে পিপীলিকার ন্যায় তাহার বংশধরকে সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর উহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক ভাগ জান্নাতের জন্য, আরেক ভাগ জাহান্নামের জন্য।

وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ অর্থাৎ অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের সেই সময়ের অবস্থা সম্পর্কেও সম্যক অবগত, যখত তোমরা মায়ের উদরে ভ্রূণ রূপে ছিলে। তখন আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদিগের জীবিকা, আয়ু, আমল, ভালো কি মন্দ উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

মাকহুল (র) বলেন ঃ অনেক শিশু মায়ের উদরে থাকা অবস্থায়ই নষ্ট হইয়া যায়। আবার অনেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দুধের শিশু থাকা কালেই মরিয়া যায়। আবার অনেকে শৈশব পার হইয়া কৈশোরে পদার্পণ করিয়া মৃত্যুবরণ করে। অনেকে আবার যৌবন লাভ করিয়া মরিয়া যায়। ইহার পরও অনেকে বৃদ্ধ হওয়া পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। ইহার পর মৃত্যু ছাড়া কোন স্তর থাকে না। অতএব বৃদ্ধ হওয়ার পরও তোমরা আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ না করিয়া কিসের অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছ?

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ "অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসায় নিমগ্ন হইও না এবং নিজেদের নেক আমলের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইও না।"

وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى অর্থাৎ কে মুত্তাকী আল্লাহ্ তা'আলা উহা ভালো করিয়া জানেন.। অতএব আত্মপ্রশংসায় কোন লাভ নাই। এই প্রসংগে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اَلَمْ تَرَاِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَاءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا অর্থাৎ তুমি কি উহাদিগকে দেখিয়াছ, যাহারা আত্মপ্রশংসায় নিমগ্ন। বরং আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই পবিত্র করেন। তিনি কাহারো উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না।

ইমাম মুসলিম (র)......... মুহাম্মদ ইব্ন উমর ইব্ন আতা (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্ন উমর ইব্ন আতা (র) বলেন, আমি আমার এক কন্যার নাম বাররাহ্ রাখিয়াছিলাম। যয়নাব বিনতে আবূ সালামাহ (রা) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এই নাম রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমার নামও বাররাহ রাখা হইয়াছিল। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা নিজদিগকে পবিত্র মনে করিও না। তোমাদিগের মধ্যে কতটুকু পবিত্র আল্লাহ্ই ভালো জানেন। তখন আমার অভিভাবকরা জিজ্ঞাসা করিল, তাহা হইলে আমরা ইহার নাম কি রাখিব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যয়নাব রাখ।

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ বাকরাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ বাকরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আহা! তুমি তোমার বন্ধুর ঘাড়টা কাটিয়া ফেলিয়াছ!" এই কথাটি তিনি কয়েকবার বলেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ কাহারো যদি প্রশংসা করিতেই হয়,তাহা হইলে বলিও যে, অমুকের ব্যাপারে আমার ধারণা এই। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। আল্লাহ্র উপর আমি কাউকে পবিত্র মনে করি না ইত্যাদি।

ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, ইব্ন মাজাহ (র) ও খালিদ আল-হিযার সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... হুমাম ইব্ন হারিস (র) হইতে বর্ণনা করেন। হুমাম ইব্ন হারিস (র) বলেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত উসমান (রা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহার সামনেই তাঁহার প্রশংসা করতে আরম্ভ করে। দেখিয়া হযরত মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা) তাহার মুখের মধ্যে এই বলিয়া মাটি ভরিয়া দিতে লাগিলেন যে, কাউকে কাহারো প্রশংসা করিতে দেখিলে তাহারা মুখে মাটি পুরিয়া দিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন। ইমাম মুসলিম ও আবূ দাউদ (র) মানছুরের সূত্রে সুফিয়ান সওরী (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(٣٣) اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى ۝

(٣٤) وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى ۝

(٣٥) اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى ۝

(٣٦) اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى ۝

(٣٧) وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰٓى ۝

(٣٨) اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۝

(٣٩) وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ۝

(٤٠) وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ۝

(٤١) ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ۝

৩৩. তুমি কি দেখিয়াছ সেই ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরাইয়া লয়।
৩৪. এবং দান করে সামান্যই, এর পরে বন্ধ করিয়া দেয়?
৩৫. তাহার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে জানিবে?
৩৬. তাহাকে কি অবগত করা হয় নাই যাহা আছে মূসার কিতাবে?
৩৭. এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে পালন করিয়াছিল তাহার দায়িত্ব?
৩৮. উহা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করিবে না।
৩৯. আর এই যে মানুষ তাহাই পায়, যাহা সে করে।
৪০. আর এই যে তাহার কর্ম অচিরেই দেখান হইবে—
৪১. অতঃপর তাহাকে দেওয়া হইবে পূর্ণ প্রতিদান।

তাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে, সত্যকে গ্রহণ করে নাই ও সালাত আদায় করে নাই– বরং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়া মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে, তাহাদিগের নিন্দা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اَفَرَأَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّ اَكْدٰى "তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখিয়াছ যে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং সামান্য দান করিয়া পরে বন্ধ করিয়া দেয়।"

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ যে, মুখ ফিরাইয়া লয় এবং কালেভদ্রে আল্লাহ্র দুই একটি আনুগত্য করিয়া আবার কাটিয়া পড়ে। মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, ইকরিমা ও কাতাদা (র)সহ অনেকে এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

এমন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত প্রসংগে ইকরিমা ও সাঈদ (র) বলেন ঃ যেমন কতিপয় লোক একটি কূপ খনন করিতে করিতে হঠাৎ করিয়া মধ্যিখানে একটি শক্ত পাথরে বাধা প্রাপ্ত হইয়া খনন কাজ বন্ধ করিয়া দিল। এমন পরিস্থিতিতে আরবরা বলে اَكْدَيْنَا অর্থাৎ– আমরা কাজ বন্ধ করিয়া দিলাম। আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তির অবস্থাও তদ্রূপ।

اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى অর্থাৎ যেই ব্যক্তি সামান্য দান করিয়া পরে উহা বন্ধ করিয়া দিল তাহার নিকট কি গায়েবের ইলম আছে যাহা সে জানিতে পারিয়াছে যে, আল্লাহ্র পথে দান করিলে তাহার সম্পদ কমিয়া যাইবে বা শেষ হইয়া যাইবে? আসলে কারণ ইহা নয়– বরং কৃপণতা, সম্পদের লোভ, স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীনতার কারণেই সে দান-সদকা ও সৎকর্ম হইতে বিরত রহিয়াছে।

এই প্রসংগে মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ "বিলাল! আল্লাহ্র পথে ব্যয় করিতে থাক আর আরশের অধিপতি তোমাকে গরীব বানাইয়া দিবেন, এই ভয় করিও না।" আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْئٍ فَهُوَ يَخْلُفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ অর্থাৎ "আল্লাহ্র পথে তুমি যাহা ব্যয় কর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে উহার প্রতিদান দিবেন। তিনি উত্তম রিযিকদাতা।"

اَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى "তাহাকে কি অবগত করা হয় নাই, যাহা আছে মূসার কিতাবে এবং ইবরাহীমের কিতাবে যে, পুরোপুরি পালন করিয়াছিল তাহার দায়িত্ব?"

اَلَّذِىْ وَفّٰى এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও সওরী (র) বলেন ঃ তাহাকে যে যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তিনি অক্ষরে অক্ষরে উহার সবই মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তিনি তাবলীগের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন ঃ আল্লাহ্র যাবতীয় নির্দেশ তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিয়াছেন।

কাতাদা (র) বলেন ঃ যথাযথভাবে আল্লাহ্র আনুগত্য করিয়াছেন এবং মানুষের কাছে তাঁহার রিসালাত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র)-এর নিকট এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দনীয়।

পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَاِذِ ابْتَلَى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّه بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে কয়েকটি বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র সমস্ত নির্দেশ পুরোপুরি পালন করিয়াছেন। যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করিয়াছেন এবং রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন।

এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

অর্থাৎ অতঃপর আমি আপনার নিকট প্রত্যাদেশ করিলাম যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ করুন। তিনি কিন্তু মুশরিক ছিলেন না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর ওফাদারী কি ছিল তুমি জান কি? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ "প্রতিদিন দিবসের শুরু ভাগে তিনি চার রাকাআত সালাত আদায় করিতেন। ইহাই ছিল তাঁহার ওফাদারী।"

ইমাম তিরমিযী (র)......... আবূ যর ও আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ যর ও আবুদ্দারদা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন যে, হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ 'হে আদম সন্তান! দিবসের শুরুভাগে আমার জন্য তুমি চার রাকাত সালাত আদায় কর, দিবসের শেষাংশ পর্যন্ত আমি তোমার যিম্মা নিয়া নিব।"

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)........ মু'আয ইব্‌ন আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। মু'আয ইব্‌ন আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার খলীল হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে اَلَّذِىْ وَفّٰى বলার কারণ তোমাদিগকে বলিয়া দিব কি? তবে শোন, হযরত ইবরাহীম (আ) প্রতিদিন সকালে ও فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ الخ পাঠ করিতেন এখন প্রশ্ন হইল, হযরত মূসা ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কিতাবে কি ছিল? এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى "এ কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করিবে না।" অর্থাৎ- মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর কিতাবে প্রথমত এই কথা উল্লেখ ছিল যে, যে

কেহ কুফর কিংবা অন্য কোন গুনাহে লিপ্ত হইয়া নিজের উপর অত্যাচার করে তার প্রায়শ্চিত্ত সে নিজেই ভোগ করিতে হইবে। একজনের পাপের বোঝা আরেকজন বহন করিবে না।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَايُحْمَلْ مِنْهُ شَيْئٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى অর্থাৎ যদি কেহ নিজের বোঝা বহন করার জন্য কাউকে আহ্বান করে তো কেহই তাহার বোঝা বহন করিবে না। যদিও হয় সে নিকটতম আত্মীয়।

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰى "আর মানুষ তাহাই পায় যা সে করে।" অর্থাৎ হযরত মূসা, ইবরাহীম (আ)-এর সহীফাদ্বয়ে ইহাও ছিল যে, মানুষ শুধু উহাই লাভ করিবে যাহা সে উপার্জন করে। অর্থাৎ একজনের পাপের বোঝা যেমন অপরজনে বহন করিবে না, তেমনি একজনের নেক কর্মের সুফলও অন্যরা লাভ করিতে পারিবে না। একজনের নেক কর্ম আরেকজনের উপকারে আসিবে না।

এই আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ী (র) ও তাঁহার অনুসারীগণ বলিয়াছেন ঃ মৃত ব্যক্তি কুরআন খানীর সাওয়াব পায় না। কারণ ইহা মৃত ব্যক্তির আমল বা উপার্জন কোনটিই নহে। আর এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) সরাসরি বা ইশারা ইংগিতে কোন প্রকারেই উম্মতকে এই কাজের প্রতি উৎসাহিত করেন নাই। সাহাবায়ে কিরামও কুরআনখানী করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহা যদি মহৎ কাজই হইত তাহা হইলে সাহাবায়ে কিরাম এই ব্যাপারে আমাদের চাইতে অগ্রগামী থাকিতেন। তাঁহারা ইহাতে মোটেই ত্রুটি করিতেন না। উল্লেখ্য যে, নেক ও সওয়াবের কাজ কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বাণী দ্বারাই প্রমাণিত হইতে হয়। যুক্তি দ্বারা কোন কর্ম নেক বা সওয়াবের কাজ প্রমাণিত হয় না। তবে দোয়া ও দান-সদকার সওয়াব সর্বসম্মতিক্রমে মৃত ব্যক্তি পাইয়া থাকেন। ইহাতে কাহারো কোন দ্বিমত নাই। মহানবী (সা)-এর হাদীসেও সুস্পষ্টরূপে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইমাম মুসলিম (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, মৃত্যুর পর মানুষের সকল আমলই বন্ধ হইয়া যায়। তবে তিনটি আমলের সওয়াব মৃত ব্যক্তি পাইতে থাকে। ১. নেককার সন্তান যে তাহার জন্য দু'আ করে ২. সদকায়ে জারিয়া ও ৩. এমন ইলম যাহা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়।

এই তিনটি সওয়াব ও মূলত মৃত ব্যক্তিরই আমলের ফল। যেমন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ নিজ হাতের উপার্জন মানুষের উত্তম খাদ্য। আর সন্তান মানুষের নিজ হাতের উপার্জনেরই অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত, সদকায়ে জারিয়া যেমন ওয়াকফ ইত্যাদি মৃত ব্যক্তির আমলেরই প্রক্রিয়া।

এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنَّا نَحْنُ نُحْىِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَاقَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ অর্থাৎ "আমিই মৃতকে জীবিত করি এবং মানুষ যাহা অগ্রে প্রেরণ করে আর পশ্চাতে রাখিয়া যায় উহা লিখিয়া রাখি।"

আর মৃত ব্যক্তি জীবদ্দশায় যে ইলম বিস্তার করিয়াছেন মৃত্যুর পর যাহার অনুসরণ করিয়া মানুষ হিদায়াত করে উহাও মৃত ব্যক্তির কৃতকর্ম ও আমলেরই পর্যায়ভুক্ত। অতএব আলোচ্য আয়াতের সহিত এই হাদীসের কোন বিরোধ নাই।

অন্য এক হাদীসে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ যদি লোকদিগকে সৎ পথের দিকে আহ্বান করে তাহা হইলে তাহার আহ্বানে যত লোক হিদায়াতপ্রাপ্ত হইবে, উহার পূর্ণ সওয়াব তাহাকে দেওয়া হইবে। তবে ইহাতে অন্যদের সওয়াব হ্রাস করা হইবে না।"

وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرٰى অর্থাৎ মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফায় ইহা ছিল যে, কিয়ামতের দিন মানুষের সমস্ত আমল ও কর্ম যাচাই-বাছাই করিয়া দেখা হইবে।

যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ - وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

"বল, তোমরা আমল করিতে থাক, অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের কার্যকলাপ দেখিবেন এবং তাঁহার রাসূল ও মুমিনগণ। আর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট, অতঃপর তিনি তোমরা যাহা করিতে তাহা তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন।" অর্থাৎ তোমাদিগকে তোমাদিগের ভালো-মন্দ আমলের পূর্ণ প্রতিদান দিবেন।

আর এইস্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفٰى অর্থাৎ অতঃপর তাহাকে তাহার আমলের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে।

(٤٢) وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ۙ

(٤٣) وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ۙ

(٤٤) وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا ۙ

(٤٥) وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۙ

(٤٦) مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ○

(٤٧) وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى ○

(٤٨) وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى ○

(٤٩) وَ اَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ○

(٥٠) وَاَنَّهٗٓ اَهْلَكَ عَادًا ۨالْاُوْلٰى ○

(٥١) وَثَمُوْدَاۡ فَمَآ اَبْقٰى ○

(٥٢) وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى ○

(٥٣) وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى ○

(٥٤) فَغَشّٰىهَا مَا غَشّٰى ○

(٥٥) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى ○

৪২. আর এই যে, সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট,

৪৩. আর এই যে, তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান,

৪৪. আর এই যে, তিনিই বাঁচান, তিনিই মারেন,

৪৫. আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল— পুরুষ ও নারী;

৪৬. শুক্রবিন্দু হইতে যখন উহা স্খলিত হয়,

৪৭. আর এই যে, পুনরুত্থান ঘটাইবার দায়িত্ব তাঁহারই,

৪৮. আর এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন এবং সম্পদ দান করেন।

৪৯. আর এই যে, তিনিই শি'রা নক্ষত্রের মালিক।

৫০. আর এই যে, তিনিই আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছিলেন।

৫১. এবং ছামূদ সম্প্রদায়কেও– কাহাকেও তিনি বাকী রাখেন নাই।

৫২. আর ইহাদিগের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও; উহারা ছিল অতিশয় জালিম ও অবাধ্য।

৫৩. উৎপাটিত আবাস ভূমিকে উল্টাইয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন,

৫৪. উহাকে আচ্ছন্ন করিল করিল কী সর্বগ্রাসী শাস্তি!

৫৫. তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ্ পোষণ করিবে?

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, একদিন না একদিন আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তন না করিয়া কাহারো উপায় নাই। কিয়ামতের দিন সকলেই আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... আমর ইব্ন মাইমূন আওদী (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমর ইব্ন মাইমূন (র) বলেন ঃ হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) একদিন বনূ আওদ গোত্রের উদ্দেশে খুতবা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলেন, শুন হে বনূ আওদ! আমি আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর দূতরূপে তোমাদিগের নিকট আসিয়াছি। মনে রাখিও, তোমরা প্রত্যেকেই একদিন আল্লাহ্র নিকট ফিরিয়া যাইবে। অতঃপর কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিবে আবার কেহ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

ইমাম বাগাবী (র) আবূ জাফর রাযী (র)-এর রেওয়ায়াত হইতে আবূ কুরাইব (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "আল্লাহ্র যাত বা সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত নয়।"

যেমন অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "তোমরা সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা কর– স্রষ্টা সম্পর্কে চিন্তা করিও না। কারণ, স্রষ্টা সম্পর্কে চিন্তা করিয়া তোমরা কোন কুল-কিনারা পাইবে না।"

অন্য একটি সহীহ্ হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন, অনেকের নিকট শয়তান আসিয়া জিজ্ঞাসা করে যে, অমুক বস্তুকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? অমুক বস্তুকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? এইভাবে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে এক সময় বলিয়া ফেলে যে, বলতো তোমার আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করিয়াছে? যদি কাহারো মনে এই ধরনের কুমন্ত্রণা জাগে তবে সে যেন আউযুবিল্লাহ বলিয়া আল্লাহ্র নিকট বিতাড়িত শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং এই ধরনের খেয়াল মন হইতে দূর করিয়া দেয়।"

সুনান গ্রন্থসমূহে আরেকটি হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্র মাখলুক সম্পর্কে চিন্তা কর– আল্লাহ্র সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করিও না। শুন, আল্লাহ্ তা'আলা এমন একজন ফেরেশ্তা সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার কানের লতি ও কাঁধের মাঝে তিনশত বছরের দূরত্ব।"

وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى অর্থাৎ মানুষের মধ্যে পরস্পর বিরোধপূর্ণ হাসি ও কান্না এবং ইহার কারণসমূহ আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্ই মানুষকে হাসান ও কাঁদান।

وَاَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই জীবন ও মৃত্যুর স্রষ্টা। সৃষ্ট জীবকে তিনিই বাঁচাইয়া রাখেন এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ অর্থাৎ- আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى অর্থাৎ স্খলিত শুক্রবিন্দু হইতে যুগল নারী ও পুরুষ আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى

অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে যে, তাহাকে নিরর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে? সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? অতঃপর সে আলাকায় পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। তারপর তিনি তাহাকে সৃষ্টি করেন যুগল— নর ও নারী। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম নহেন?

وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى "আর পুনরুত্থান ঘটাইবার দায়িত্ব তাঁহারই।" অর্থাৎ প্রথমবার যেই আল্লাহ্ আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিন তিনিই পুনরায় জীবিত করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

وَاَنَّهُ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى "আর তিনি অভাবমুক্ত করেন এবং সম্পদ দান করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দার অভাব দূর করিয়া সম্পদশালী করেন যাহা তাহাদিগের নিকট পুঁজি হিসাবে সঞ্চিত থাকে বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হয় না। আবূ সালিহ ও ইব্‌ন জারীর (র) প্রমুখ মুফাস্‌সিরগণ অত্র আয়াতের এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত যে, اغنى অর্থ সম্পদশালী করিয়াছেন আর اقنى অর্থ দাস-দাসী দান করিয়াছেন। কাতাদা (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ اغنى অর্থ দান করিয়াছেন আর اقنى অর্থ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। মুজাহিদ (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন ঃ اَغْنٰى وَاَقْنٰى অর্থ একজনকে অভাবমুক্ত ও মুখাপেক্ষীহীন করিয়া অন্যদিগকে তাহার মুখাপেক্ষী বানাইয়াছেন।

কাহারো মতে এই আয়াতের অর্থ হইল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা ধনী বানান এবং যাহাকে ইচ্ছা গরীব বানান। তবে শেষের দুইটি অর্থ শব্দের সাথে অসংগতিপূর্ণ বলিয়া অনুমিত হয়।

وَاَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى "আর তিনিই শি'রা নক্ষত্রের মালিক।" ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ. কাতাদা (র) প্রমুখ মুফাসসির বলেন ঃ শি'রা সেই উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম যাহাকে মারযামূল জাওযাও বলা হয়। আরবের একশ্রেণীর লোক এই নক্ষত্রটির পূজা করিত।

وَاَنَّهُ اَهْلَكَ عَادًا الْاُوْلى অর্থাৎ– আল্লাহ্ তা'আলা হযরত হুদ (আ)-এর সম্প্রদায় আদ জাতিকে ধ্বংস করিয়াছেন। উহাদিগকে আদ ইব্‌ন ইরাম ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ বলা হয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ

অর্থাৎ তুমি কি দেখ নাই, তোমার প্রতিপালক কি করিয়াছিলেন 'আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি যাহারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের? যাহার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয় নাই।

ইহারা প্রবল শক্তিশালী ও প্রতাপশালী এবং চরম খোদাদ্রোহী ও রাসূল বিরোধী জাতি ছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা অনবরত সাত রাত ও আট দিন প্রচণ্ড আযাব দিয়া উহাদিগকে নিপাত করিয়া দেন।

وَثَمُوْدَ فَمَا اَبْقى অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সামূদ জাতিকে ঝাড়ে বংশে নিপাত করিয়া দেন। ফলে উহাদিগের একটি প্রাণীও বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই।

وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغى অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা 'আদ ও সামূদ সম্প্রদায়ের পূর্বে নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করিয়াছেন। উহারা পরবর্তীদের তুলনায় বেশী অত্যাচারী ও অবাধ্য ছিল।

وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوى فَغَشّهَا مَا غَشّى আর উৎপাটিত আবাস ভূমিকে তিনি উল্টাইয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

এইখানে হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের কথা বলা হইয়াছে। ইহাদিগের আবাস ভূমিগুলিকে উল্টাইয়া ইহাদিগের উপর নিক্ষেপ করিয়া এবং পাথর বর্ষণ করিয়া ইহাদিগকে সমূলে নিপাত করা হইয়াছিল। ফলে নিক্ষেপিত প্রস্তর কংকর উহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছিল। অর্থাৎ ধ্বংস হইয়া তাহার নিক্ষেপিত পাথরের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ অর্থাৎ আমি উহাদিগের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম। ফলে যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল, উহাদিগের জন্য এই বর্ষণ ছিল অকল্যাণকর।

কাতাদা (র) বলেন ঃ হযরত লূত (আ)-এর বস্তিসমূহের লোক সংখ্যা ছিল চার লাখ। আযাব আসার পর গোটা আবাস ভূমিই অগ্নি গন্ধক ও তেলে পরিণত হইয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) খুলাইদ (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

فَبِاَىِّ الاَءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى অর্থাৎ হে মানব জাতি! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে যেই নিয়ামত দান করিয়াছেন, উহার কোনটার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করিবে? কাতাদা (র) এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন. এই কথাটি শুধু মহানবী (সা)-কে সম্বোধন করিয়াই বলা হইয়াছে। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই উত্তম। ইব্‌ন জারীর (র) প্রথম ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন।

(٥٦) هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى ○

(٥٧) اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ○

(٥٨) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ○

(٥٩) اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ○

(٦٠) وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ○

(٦١) وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ○

(٦٢) فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ○

৫৬. অতীতের সতর্ককারীদিগের ন্যায় এই নবীও এক সতর্ককারী।

৫৭. কিয়ামত আসন্ন,

৫৮. আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই ইহা ব্যক্ত করিতে সক্ষম নহে।

৫৯. তোমরা কি এই কথায় বিস্ময়বোধ করিতেছ?

৬০. এবং হাসি-ঠাট্টা করিতেছ! ক্রন্দন করিতেছ না?

৬১. তোমরা তো উদাসীন।

৬২. অতএব আল্লাহ্‌কে সিজদা কর এবং তাঁহার ইবাদত কর।

তাফসীর ঃ هَـذَا نَـذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُوْلَى অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) অতীতের সতর্ককারী নবীদের ন্যায় একজন সতর্ককারী নবী। উহাদিগের ন্যায় আল্লাহ্ তা'আলা এই মুহাম্মদ (সা)-কেও পথহারা মানব জাতিকে সতর্ক করিবার জন্য নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ مَا كُنْتُمْ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ। অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলিয়া দিন যে, আমি কোন অভিনব রাসূল নহি। অর্থাৎ আমিই নতুন রাসূল নহি, নবুওতের ধারা আমার হইতে শুরু হয়নি বরং আমার পূর্বেও অনেক নবী-রাসূল আগমন করিয়াছিলেন।

أَزِفَتِ الْأَزِفَـةُ لَـيْسَ لَـهَا مِنْ دُوْنِ اللّـهِ كَـاشِـفَـةٌ অর্থাৎ কিয়ামত প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। উহাকে ঠেকাইবার শক্তি কাহারো নাই এবং উহা আগমনের সঠিক সময়ও আল্লাহ্ ছাড়া কাহারো জানা নাই।

نَـذِيـر আরবী শব্দ। ইহার অর্থ হইল সতর্ককারী। অর্থাৎ যিনি আসন্ন বিপদ সম্পর্কে লোকদিগকে সতর্ক করেন। যেমন এক আয়াতে বলা হইয়াছে যে, اِنِّىْ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ অর্থাৎ– আমি তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিতেছি।

হাদীসে আছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ انا النـذير العريان। "আমি বিবস্ত্র সতর্ককারী।" অর্থাৎ যেমন কোন ব্যক্তি অকল্যাণকর কিছু দেখিয়া তৎক্ষণাৎ যেই অবস্থায় ছিল ঠিক সেই অবস্থায় ছুটিয়া আসিয়া নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়া দিয়া বলে যে, দেখ আযাব আসিতে। এক্ষুণি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কর। তদ্রূপ আমিও তোমাদিগকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করিতেছি।

ইমাম আহমদ (র)..... হযরত সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, তোমরা ছোট ছোট গুনাহসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাক। শুন! ছোট ছোট গুনাহসমূহের দৃষ্টান্ত হইল, যেমন একটি কাফেলা কোথাও তাঁবু ফেলিয়া প্রত্যেকে এদিক-ওদিক চলিয়া গিয়া এক একটি লাকড়ীর টুকরা সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিল। এখন যদিও একজনের হাতে একটি মাত্র লাকড়ী ছিল কিন্তু একত্রিত করার পর বিরাট এক স্তূপে পরিণত হইয়া গেল। ছোটখাট গুনাহের জন্য অপরাধীকে পাকড়াও করা হইলে সে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, মহানবী (সা) শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলির মধ্যকার দূরত্ব দেখাইয়া বলিয়াছেন ঃ আমি ও কিয়ামত এইরূপ। আমি ও কিয়ামতের দৃষ্টান্ত

দুইটি ঘোড়ার ন্যায়। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমিও কিয়ামতের দৃষ্টান্ত হইল যে, এক ব্যক্তিকে তাহার সম্প্রদায়ের লোক শত্রু পক্ষের অবস্থান অনুমান করিবার জন্য প্রেরণ করে। শত্রুর নিকট পৌছিয়া এখন সে বুঝিতে পারে যে, ইহাদের মুকাবিলা করা সম্ভব নয়, বিপদ একেবারেই আসন্ন। তখন সে পাহাড়ে উঠিয়া কাপড় হেলাইয়া নিজ সম্প্রদায়কে জানাইয়া দেয় যে, তোমরা সতর্ক হইয়া যাও, শত্রুবাহিনী আমাদিগের মাথার কাছেই আসিয়া গিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি এমনই একজন সতর্ককারী ব্যক্তি। এই হাদীসের সমর্থনে আরো অনেকগুলি সহীহ্ হাদীস পাওয়া যায়।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা যে মুশরিকগণ কুরআন শ্রবণ করিয়া উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং হাসি-ঠাট্টা করে, উহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ঃ

أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَاتَبْكُوْنَ কুরআন শুনিয়া কি তোমরা বিস্ময় বোধ করিতেছ? এবং হাসি-ঠাট্টা করিতেছ, ক্রন্দন করিতেছ না? অর্থাৎ ওহে মুশরিকরা! আল্লাহ্র কালাম শুনিয়া তোমরা বিস্ময় প্রকাশ করিতেছ আর ঠাট্টা ও অবজ্ঞাবশত হাসিতেছ, অথচ তোমাদিগের উচিত ছিল কুরআন শুনিয়া ঈমানদারদের ন্যায় ক্রন্দন করা ও শিক্ষা গ্রহণ করা। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا অর্থাৎ আল্লাহ্র ঈমানদার বান্দাগণ কুরআন শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সিজদায় লুটাইয়া পড়ে এবং তাহাদিগের বিনয় বাড়িয়া যায়।

أَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ "তোমরা তো উদাসীন।" হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সামাদুন ইয়ামানী শব্দ। ইহার অর্থ হইল গান বাদ্য। আয়াতের অর্থ তোমরা তো গান-বাদ্যে লিপ্ত। ইকরিমা (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

অন্য এক বর্ণনা মতে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন سٰمِدُوْنَ অর্থ معرضون অর্থাৎ– বিমুখ। মুজাহিদ ও ইকরিমা (র) এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। হাসান (র) বলেন, سٰمِدُوْنَ অর্থ غَافِلُوْنَ অর্থাৎ উদাসীন। আলী (রা) হইতেও এইরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আরেকটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি বলেন ঃ سٰمِدُوْنَ অর্থ تَسْتَكْبِرُوْنَ অর্থাৎ তোমরা দাম্ভিক অহংকারী।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে তাঁহাকে সিজদা করা, তাঁহার রাসূল (সা)-এর আনুগত্য এবং তাওহীদ ও ইখলাসের প্রতি পূর্ণ আস্থা অর্জনের নির্দেশ দিয়া বলিতেছেন ঃ

فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র সামনে মাথা নত কর এবং তাঁহার তাওহীদের উপর পূর্ণ আস্থা অর্জন করিয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার ইবাদতে আত্মনিয়োগ কর।

ইমাম বুখারী (র)....... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সূরা নাজ্‌মের সিজদার আয়াত পাঠ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) সিজদা করেন। তাঁহার সহিত উপস্থিত সকল মুসলমান, মুশরিক এবং জ্বিনরাও সিজদা করে।

ইমাম আহমদ (র) .... মুত্তালিব ইব্‌ন আবূ ওয়াদা'আ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। মুত্তালিব ইব্‌ন আবূ ওয়াদা'আ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন মক্কায় সূরা নাজ্‌ম পাঠ করিয়া সিজদায় লুটাইয়া পড়েন। দেখিয়া উপস্থিত সকলেই তাঁহার সহিত সিজদা করে। কিন্তু আমি মাথা উঁচু করিয়া সিজদা করিতে অস্বীকৃতি জানাইলাম।' উল্লেখ্য যে, এই লোকটি তখনও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল না। ইসলাম গ্রহণের পর যখনই যাহাকে এই সূরাটি পাঠ করিতে শুনিত সিজদা করিত।

ইমাম নাসায়ী (র) স্বীয় সুনান গ্রন্থের সালাত অধ্যায়ে আব্দুল মালিক ইব্‌ন আব্দুল হামিদ ও আহমদ ইব্‌ন হাম্বল-এর সূত্রে এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।

সূরা কামার

৫৫ আয়াত, ৩ রুকূ‘, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

আবূ ওয়াকিদ (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈদুল আয্হা এবং ঈদুল ফিত্রের সালাতে সূরা ক্বাফ ও কামার পাঠ করিতেন। এবং বড় বড় মাহফিলেও তিনি এই সূরা দুইটি পাঠ করিতেন। কারণ এই দুইটি সূরায় পরকালের সুখ-দুঃখ, জগত সৃষ্টির সূচনা, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং তাওহীদ ও রিসালাত প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে।

(١) اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ○

(٢) وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ○

(٣) وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ○

(٤) وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ○

(٥) حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ○

১. কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে।

২. উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে, ‘ইহাতো চিরাচরিত যাদু।’

৩. উহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে আর প্রত্যেক ব্যাপারই লক্ষ্যে পৌঁছিবে।

৪. উহাদিগের নিকট আসিয়াছে সুসংবাদ, যাহাতে আছে সাবধান-বাণী।

৫. ইহা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই সতর্কবাণী উহাদিগের কোন উপকারে আসে নাই।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া এবং দুনিয়া ধ্বংস হইয়া যাওয়ার সংবাদ দিতেছেন। যেমন অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ আসিবেই। অতএব তোমরা উহা ত্বরান্বিত করিতে চাহিও না।"

অন্য আয়াতে তিনি বলিয়াছেন ঃ اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ অর্থাৎ "মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন। কিন্তু উহারা উদাসীনতায় মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।" এই ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। যেমন ঃ

আবু বকর বায্যার (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেছিলেন। তখন আকাশের পশ্চিম প্রান্তে সূর্য ডুবি ডুবি অবস্থা। তখন তিনি বলিলেন, "যেই আল্লাহ্র হাতে আমার জীবন, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি; আজিকার এই দিবসের বিগত অংশের তুলনায় যতটুকু অবশিষ্ট আছে, দুনিয়ার বিগত অংশের তুলনায় ঠিক ততটুকু বাকী আছে।" (বর্ণনাকারী বলেন) তখন সূর্য ডুবিয়া যাওয়ার মাত্র সামান্য সময় বাকী আছে।

ইমাম ইব্ন হাব্বান (র) আলোচ্য হাদীসের রাবীদের মধ্যে খালফ ইব্ন মূসা (র)-কে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়া বলেন যে, নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি মাঝে মধ্যে ভুল করিয়া থাকেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমরা একদিন আসরের সালাতের পর সূর্য অস্ত যাওয়ার ক্ষণকাল পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে বসিয়া ছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আজিকার এই দিবসের বিগত অংশের তুলনায় যতটুকু বাকী আছে, পূববর্তী লোকদিগের তুলনায় পরবর্তীগণের আয়ু মাত্র ততটুকু অবশিষ্ট আছে।"

ইমাম আহমদ (র) ..... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সাহ্ল ইব্ন সা'দ (র) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "আমি ও কিয়ামত এইভাবে প্রেরিত হইয়াছি।" বলিয়া তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিলেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আবূ হাসেম সালামাহ ইব্ন দীনার (র)-এর হাদীস হইতে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ...... ওয়াহাব সাওয়ারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ওয়াহাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন "এই দুই অঙ্গুলির মধ্যে যতটুকু ব্যবধান,

আমি ও কিয়ামতের মধ্যে ততটুকু ব্যবধান। এমনকি কিয়ামত আসার পূর্বেই সংগঠিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে।" এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া আমাশ (র) শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলি একত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... ইসমাঈল ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইসমাঈল ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (র) বলেন, হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) অলীদ ইব্‌ন আব্দুল মালিক এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে কিয়ামত সম্পর্কে কি শুনিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে."তোমরা এবং কিয়ামত এই দুই অঙ্গুলির ন্যায়"। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাশের নামও ইহার সপক্ষে সমর্থন প্রদান করে। কারণ 'হাশের' অর্থ যাঁহার দুই পায়ের উপর মানুষের হাশর হইবে।

ইমাম আহমদ (র) ..... খালিদ ইব্‌ন উমায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন, খালিদ ইব্‌ন উমায়র (র) বলেন ঃ উতবাহ ইব্‌ন গাযওয়ান (রা) একদিন তাহার খুতবায় বলিলেন, বাহ্য (র) বলেন, কখনো তিনি বলিতেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন খুতবায় আমাদিগকে বলিলেন, "হাম্‌দ ও ছানার পর বলেন ঃ তোমরা জানিয়া রাখ যে, দুনিয়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। দুনিয়া পিছনের দিকে পলায়ন করিতেছে। আহারের পর বরতনের কিনারায় যতটুকু খাদ্য অবশিষ্ট থাকে। বিগত অংশের তুলনায় দুনিয়ার আয়ুও মাত্র ততটুকু বাকী আছে। তখন তোমাদের এমন এক জগতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে যাহার কখনো শেষ হইবে না।

অতএব যতটুকু সম্ভব নেক আমল সাথে লইয়া তোমরা সেই দিকে রওয়ানা কর। মনে রাখিও জাহান্নামের কিনারা হইতে এক পাথর নিক্ষেপ করা হইলে বরাবর সত্তর বছর পর্যন্ত উহার নীচের দিকে পড়িতে থাকিবে, কিন্তু জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছিতে পারিবে না। আমি আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি, এতটুকু গভীর জাহান্নামকে মানুষ দ্বারা পরিপূর্ণ করা হইবে। ইহাতে তোমাদের অবাক হওয়ার কিছু নাই। অপরদিকে জান্নাত সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, জান্নাতের দুই চৌকাঠের মাঝে চল্লিশ বছরের দূরত্ব। উহাও একদিন মানুষ দ্বারা পরিপুর্ণ হইয়া যাইবে।" শুধুমাত্র ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর (র) ......আব্দুর রহামান সুলামী (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ আব্দুর রহমান সুলামী (র) বলেন, একদিন আমি আমার আব্বার সহিত মাদায়েন যাই। লোকালয় হইতে তিন মাইল দূরে আমরা অবস্থান নেই। জুমার দিন আমার আব্বা ও আমি জুমার সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যাই। হযরত হুযায়ফা (রা) সালাতের পূর্বে খুতবা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলেন, শুনিয়া রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ। অর্থাৎ "কিয়ামত নিকটবর্তী

আসিয়াছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে।" আরো জানিয়া রাখ যে, দুনিয়ার আয়ু প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, আজিকার দিন শুধু প্রস্তুতির দিন। আগামীকাল তো প্রতিযোগিতার দিন। এই কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আব্বা, আগামীকাল বুঝি প্রতিযোগিতা হইবে? উত্তরে আব্বা বলিলেন, বৎস তুমি তো কিছুই বুঝ না। এই প্রতিযোগিতা হইল, আমলের প্রতিযোগিতা। অতঃপর পরবর্তী জুমায়ও আমরা সালাত আদায় করিবার জন্য মসজিদে যাই। সেইদিন হযরত হুযায়ফা (রা) খুতবায় বলিলেন, দুনিয়ার আয়ু শেষ হওয়ার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে, আজ প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার দিন এবং আগামীকাল প্রতিযোগিতার দিন। তোমরা শুনিয়া রাখ, একদল মানুষের পরিণাম হইল জাহান্নাম আর আরেক দল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জান্নাতে চলিয়া যাইবে।

وَانْشَقَّ الْقَمَرُ এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে।

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে ঘটিয়াছিল। এই ব্যাপারে বিশুদ্ধ সনদে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

একটি বিশুদ্ধ হাদীসে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, কিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে পাঁচটি আলামত সংঘটিত হইয়া গিয়াছে।

১. রূম বিজয়

২. ধুঁয়া

৩. লিযাম

৪. বাত্বশাহ ও

৫. চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া। চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অত্যাশ্চর্য একটি মু'জিযা।

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ

ইমাম আহমদ (র) ..... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ মক্কাবাসীগণ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট একদিন নিদর্শন দেখাইবার আবেদন জানায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতের ইশারায় মক্কায় দুইবার চন্দ্র বিদীর্ণ হয়। অতঃপর হযরত আনাস (রা) اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। ইমাম মুসলিম (র) ....আবদুর রায্যাক (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, মক্কাবাসীগণ একদিন তাহাদিগকে একটি নিদর্শন দেখাইবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আবেদন করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আকাশের চন্দ্রকে দুই টুকরা করিয়া দেখাইয়াছেন ইহাতে চন্দ্রের এক খণ্ড হেরা পর্বতের একদিকে, অপর খণ্ড আরেক দিকে চলিয়া গিয়াছিল। উপস্থিত সকলেই উহা দেখিতে পাইয়াছিল।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ...... কাতাদা (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অপরদিকে ইমাম মুসলিম (র) ...... আবূ দাউদ তায়ালিসী, ও ইয়াহইয়া কাত্তান (র) প্রমুখের হাদীস হইতে এই হাদীসটি কাতাদা (র) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... জুবাইর ইব্ন মুতঈম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জুবাইর ইব্ন মুতঈম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া উহার এক খণ্ড এক পাহাড়ে আরেক খণ্ড অন্য এক পাহাড়ের উপর দৃশ্য হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া মুশরিকরা বলিতে লাগিল যে, মুহাম্মদ আমাদিগকে যাদু করিয়াছে। কিন্তু বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিরা বলিল, ইহা কিছুতেই যাদু নয়। কারণ একত্রে সকল মানুষকে যাদু করা তো সম্ভব নয়।

এই সূত্রে ইমাম আহমদ (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বায়হাকী (র) স্বীয় দালাইল গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। অনুরূপভাবে ইব্ন জারীর ও বায়হাকী (র) নিজ নিজ সনদে জুবাইর ইব্ন মুতঈম (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর আমলে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। জাফর ইব্ন রবীয়াও ইরাকের সূত্রে বকর ইব্ন নাসর (র)-এর হাদীস হইতেও ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র).... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটি হিজরতের পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। তখন খণ্ডিত চন্দ্রের দুইটি টুকরা সকলেই স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিল। আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই ধরনের বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন।

তাবরানী (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা)-এর যুগে একবার চন্দ্র গ্রহণ হইয়াছিল। তখন মুশরিকরা এই বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিল যে, চন্দ্রের উপর যাদু করা হইয়াছে। তখন اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ পর্যন্ত এই আয়াতগুলি নাযিল হয়।

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) ...... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে। চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া এক খণ্ড পাহাড়ের সামনে এবং অপর খণ্ড পাহাড়ের পিছনে চলিয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থাক! অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী (র) বিভিন্ন সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম (র) তিরমিযী বলিয়াছেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ্।

ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল ফলে সকলেই স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন, "তোমরা সাক্ষী থাক।" সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা (র)-এর হাদীস হইতে ইমাম বুখারী এবং মুসলিম (র)-ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আবার আমাশ (র)-এর হাদীস হইতে তাঁহারা (বুখারী-মুসলিম) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মিনায় উপস্থিত ছিলাম। তখন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়া এক খণ্ড পাহাড়ের পিছনে আড়াল হইয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ اِشْهَدُوْا اِشْهَدُوْا "তোমরা সাক্ষী থাক; তোমরা সাক্ষী থাক।"

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যমানায় একবার চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। কিন্তু কুরাইশরা উহাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মু'জিযা বলিয়া স্বীকৃতি না দিয়া বলিল, ইহা আবূ কাবশার বেটার (মুহাম্মদ (সা)-এর) যাদু! কিন্তু উহাদিগের মধ্যে যাহারা বিবেকসম্পন্ন লোক ছিল, তাহারা বলিল ঃ এই কথা না হয় মানিলাম যে, মুহাম্মদ আমাদের উপর যাদু করিয়াছে। কিন্তু একত্রে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সকলের উপর যাদু করা তো মুহাম্মদের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। পরীক্ষা স্বরূপ বহিরাগত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি যে, তাহারাও চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইতে দেখিয়াছে কি-না। বস্তুত জিজ্ঞাসা করা হইলে বাহির হইতে আগত লোকেরা বলিল যে, হ্যাঁ, আমরাও চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইতে দেখিয়াছি।

ইমাম বায়হাকী (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ মক্কায় একবার চন্দ্র ফাটিয়া দুই টুকরা হইয়া গিয়াছিল। উহা দেখিয়া মক্কাবাসী কাফির কুরাইশরা বলিল, ইহা তো যাদু! আবূ কাবশার বেটা তোমাদিগের উপর যাদু করিয়াছে। ঘটনার সময় যাহারা মক্কার বাহিরে ছিল, দেখ উহারা কি সংবাদ লইয়া আসে। যদি উহারাও দেখিয়া থাকে তাহা হইলে মুহাম্মদের কথাই সত্য। অন্যথায় ইহা মুহাম্মদের যাদু ছাড়া কিছুই নয়। বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর চতুর্দিক হইতে লোকজন ফিরিয়া আসার পর জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা বলিল যে, হ্যাঁ, আমরাও চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইতে দেখিয়াছি। ইব্ন জারীর (র) মুগীরা (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন বলেন ঃ আমি শুনিয়াছি যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিতেন ঃ নিশ্চয়ই চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইব্ন জারীর (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেনঃ "খণ্ডিত চন্দ্রের ফাঁক দিয়া আমি পাহাড়কে দেখিতে পাইয়াছি।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ আব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। এমনকি আমি খণ্ডিত চন্দ্রের দুই টুকরার ফাঁক দিয়া পাহাড়কে দেখিতে পাইয়াছিলাম।

লাইছ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যমানায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন হযরত আবূ বকর (রা)-কে বলিলেন ঃ "আবূ বকর! তুমি সাক্ষী থাক।" কিন্তু মুশরিকরা এই গুরুত্বপূর্ণ মু'জিযাটিকে অস্বীকার করিয়া বলিল, 'মুহাম্মদ যাদু দ্বারা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে।'

وَاِنْ يَرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ "উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে ইহাতো চিরাচরিত যাদু।"

অর্থাৎ সত্যদ্রোহী কাফির ও মুশরিকরা যদি কোন নিদর্শন প্রমাণ দেখিতে পায় তাহা হইলে উহারা উহা স্বীকার না করিয়া বরং উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং অজ্ঞতাবশত উহাকে পিছনে ফেলিয়া দেয়। আর বলে যে, 'আমরা যেই প্রমাণ বা নিদর্শন দেখিলাম, উহা নিরেট যাদু। উহা দ্বারা আমাদিগকে যাদু করা হইয়াছে।'

মুজাহিদ ও কাতাদা (র) সহ আরো অনেকের মতে مُسْتَمِرٌّ অর্থ অসার ও ভিত্তিহীন, যাহার কোন স্থায়িত্ব নাই।

وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْا اَهْوَاءَهُمْ "উহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে।"

অর্থাৎ সত্য আগমন করার পর মুশরিকরা উহা প্রত্যাখ্যান করে এবং অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাবশত তাহারা তাহাদিগের খেয়াল-খুশী ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করে। وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ "প্রত্যেক ব্যাপারই লক্ষ্যে পৌঁছিবে।"

কাতাদা (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, ভালোর ফল ভালো লোক ভোগ করিবে এবং মন্দের ফল মন্দ লোক ভোগ করিবে।

ইব্ন জুরাইজ (র)-এর মতে এই আয়াতের অর্থ হইল; প্রতিটি বিষয়ই তাহার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত। কাতাদা (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, কিয়ামতের দিন সব কিছুই সংঘটিত হইবে।

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنَ الْاَنْبَاءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ "উহাদিগের নিকট আসিয়াছে সংবাদ যাহাতে আছে সাবধান-বাণী।"

অর্থাৎ পূর্ব যুগের যে সব জাতি রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়াছিল, মুশরিকদিগকে কুরআনের মাধ্যমে উহাদের বিভিন্ন কাহিনী এবং পরিণামে উহাদিগকে যে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল; উহার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

مَافِيْهِ مُزْدَجَرٌ অর্থাৎ যাহাতে আছে শিরক ও অনিরাম সত্য প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে মুশরিকদের জন্য উপদেশ ও সাবধান-বাণী।

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে হিদায়াত দান করেন এবং কাউকে পথভ্রষ্ট করেন। ইহাতে বিরাট হিকমত নিহিত আছে।

فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদের কপালে দুর্ভাগ্য লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং যাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দিয়াছেন, কোন সতর্কবাণীই তাহাদের কোন কাজে আসে নাই। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে হিদায়াত থেকে বঞ্চিত করেন তাহাকে কেহ হিদায়াত দান করিতে পারেন না। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَ كُمْ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ (হে রাসূল) আপনি "বলিয়া দিন যে, পূর্ণাংগ প্রমাণ আল্লাহ্রই জন্য। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের সকলকেই হিদায়াত দান করিতে পারিতেন।

অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ فَمَا تُغْنِى الْاٰيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّايُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ "নিদর্শনাবলী ও সাবধান বাণী বে-ঈমানদের কোন উপকারে আসে নাই।"

(٦) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ۙ

(٧) خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ۙ

(٨) مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ؕ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ○

৬. অতএব তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চল। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করিবে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে।

৭. অপমানে অবনমিত নেত্রে সেইদিন উহারা কবর হইতে বাহির হইবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়।

৮. উহারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটিয়া আসিবে ভীত-বিহ্বল হইয়া। কাফিররা বলিবে, 'কঠিন এইদিন।'

তাফসীর ঃ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ "আপনি উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলুন (এবং অপেক্ষা করুন সেইদিনের) যেইদিন আহবানকারী আহবান করিবে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে।"

অর্থাৎ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, হে নবী! আপনার মু'জিযা ও বিভিন্ন নিদর্শন স্বচক্ষে দেখিয়াও যাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় আর এইগুলিকে যাদু বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, আপনি উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলুন এবং এমন এক দিনের অপেক্ষায় থাকুন যেইদিন আহবানকারী ফেরেশতা উহাদিগকে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে আহবান করিবে। আলোচ্য আয়াতে ভয়াবহ পরিণাম বলিতে হিসাব-নিকাশের স্থান এবং কিয়ামত দিবসের বিভিন্ন বিপদাপদ ও ভয়-ভীতিকে বুঝানো হইয়াছে।

خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ

অর্থাৎ যেদিন কাফিরদিগকে ভয়াবহ পরিণামের দিকে আহবান করা হইবে, সেইদিন উহারা অপমানে অবনমিত নেত্রে আকাশ প্রান্তে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় দ্রুত কবর হইতে বাহির হইয়া আহবানকারীর আহবানে সাড়া দিবে এবং হিসাব-নিকাশ প্রদানের জন্য আসামীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হইবে। আহবানকারীর আহবান অমান্যও করিবে না ! আহবানে সাড়া দিতে বিলম্বও করিবে না।

يَقُوْلُ الْكَافِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ অর্থাৎ সেইদিন কাফিররা বলিবে, এই দিনটি আমাদিগের জন্য বড়ই কঠিন ও ভয়াবহ দিন।

যেমন, অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَذَالِكَ يَوْمٌ عَسِيْرٌ عَلَى الْكَافِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٌ অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসটি কাফিরদিগের বড়ই কঠিন, সহজ নহে মোটেই।

(٩) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ○

(١٠) فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ○

(١١) فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ○

(١٢) وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ○

(١٣) وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ○

(١٤) تَجْرِيْ بِاَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ○

(١٥) وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَا اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

(١٦) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ○

(١٧) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

৯. ইহাদিগের পূর্বে নূহ্ এর সম্প্রদায়ও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল— মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল আমার বান্দার প্রতি এবং বলিয়াছিল, 'এতো এক পাগল।' আর তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

১০. তখন সে তাহার প্রতিপালককে আহবান করিয়া বলিয়াছিল, "আমি তো অসহায়, অতএব তুমি প্রতিবিধান কর।"

১১. ফলে আমি উন্মুক্ত করিয়া দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারি বর্ষণে।

১২. এবং মৃত্তিকা হইতে উৎসারিত করিলাম প্রস্রবণ; অতঃপর সকল পানি মিলিত হইল এক পরিকল্পনা অনুসারে।

১৩. তখন নূহকে আরোহণ করাইলাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত নৌযানে।

১৪. যাহা চলিত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, ইহা পুরস্কার তাঁহার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল।

১৫. আমি ইহাকে রাখিয়া দিয়াছি এক নিদর্শনরূপে, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

১৬. কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

১৭. কুরআন আমি সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য?

তাফসীর ঃ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ইহাদিগের পূর্বে নূহ-এর সম্প্রদায়ও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল—মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল আমার বান্দার উপর এবং বলিয়াছিল, 'এতো এক পাগল।' এবং তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ হে মুহাম্মদ! আপনার সম্প্রদায়ের পূর্বে নূহ এর সম্প্রদায়ও নূহ (আ)-এর উপর স্পষ্ট মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল এবং তাঁহাকে পাগল বলিয়া অপবাদ দিয়াছিল।

এই আয়াতে اُزْدُجِرَ -এর নির্ভরযোগ্য অর্থ হইল– নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় তাঁহাকে এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল ও হুমকি দিয়াছিল যে, হে নূহ! তুমি যদি আমাদিগের পথে ফিরিয়া না আস; তাহা হইলে আমরা পাথর নিক্ষেপ করিয়া তোমাকে মারিয়া ফেলিব।

فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ অর্থাৎ এই অবস্থা দেখিয়া হযরত নূহ (আ) তাঁহার প্রতিপালককে ডাকিয়া বলিলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! ইহাদিগের মোকাবিলায় আমি নিতান্ত দুর্বল ও প্রতিপত্তিহীন। আমি নিজেকেও সামলাইতে পারিতেছি না। আর তোমার দীনেরও হেফাজত করিতে সক্ষম হইতেছি না। অতএব হে পরওয়ারদেগার! তুমিই তোমার দীনের সাহায্য কর এবং ইহাদিগের মোকাবিলায় আমাকে বিজয় দান কর। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ "ফলে আমি আকাশের দ্বার প্রবল বারী-বর্ষণে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি।"

وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا "এবং যমীন হইতে প্রস্রবণ উৎসারিত করিলাম।" অর্থাৎ যমীনের প্রতিটি অঞ্চল হইতে প্রস্রবণ উৎসারিত হইতে লাগিল। এমনকি যেই চুলা মূলত আগুনের স্থল উহা হইতেও পানির প্রস্রবণ উৎসারিত হয়।

فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ অর্থাৎ অতঃপর আকাশ হইতে বর্ষিত ও মাটি হইতে উৎসারিত উভয় পানি আল্লাহ্ তা'আলার এক পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে একত্রে মিলিত হইয়া গেল।

ইব্ন জুরাইজ (র).... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। فَفَتَحْنَا ...... مُنْهَمِرٍ এই আয়াতের অর্থ হইল এই যে, সেই দিন আকাশ হইতে মেঘ ছাড়াই এত প্রবল বৃষ্টিপাত হইয়াছিল যা ইহার পূর্বে বা পরে কখনো হয় নাই। সেই দিন আকাশে কোন মেঘ ছিল না বরং বৃষ্টির জন্য আকাশের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফলে আকাশ হইতে বর্ষিত পানি আর মাটি হইতে উৎসারিত পানি একত্রে মিলিত হইয়া একটি বিশেষ রূপ ধারণ করিয়াছিল।

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ "তখন আমি নূহকে কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত নৌযানে আরোহণ করাইলাম।" অর্থাৎ সে তখন সেই ভয়াবহ বন্যা ও তুফানের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমার বান্দা নূহকে আমি নৌযানে আরোহণ করাইয়া দিয়াছিলাম।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন জুবাইর, কাতাদা ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে دُسُرٍ অর্থ হইল কীলক। ইব্ন জারীর (র) এই অর্থটিই পছন্দ করিয়াছেন।

دُسُرٌ শব্দটি বহুবচন। উহার একবচন হইল دِسَارٌ অথবা دسر যেমন বলা হয় حبيك ও حباك -এর বহুবচন حبك। মুজাহিদ (র) বলেন, তাহা হইল নৌকার পার্শ্ব। ইকরিমা ও হাসান বলেন ঃ دُسُرٌ অর্থ নৌকার সম্মুখ অংশ, সমুদ্রের ঢেউ যেইখানে আঘাত করে।

যাহ্হাক (র) বলেন ঃ دُسُرٌ হইল নৌকার দুই দিক ও বুক।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। دُسُرٌ হইল নৌকার বুক।

تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا অর্থাৎ সেই নৌকাখানি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও আমার হেফজযতে চলিত।

جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ অর্থাৎ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে শাস্তি প্রদান করিয়া হযরত নূহ (আ)-কে উহাদিগের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই আমি উহা করিয়াছিলাম।

وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا اٰيَةً "আমি ইহাকে রাখিয়া দিয়াছি এক নিদর্শনরূপে।"

কাতাদা (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-এর কিশতীটিকে কুদরতীভাবে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রাখিয়া দিয়াছেন। ফলে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার প্রথম যুগের লোকেরা উহা দেখিতে পাইয়াছিল। কিন্তু এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হইল এই যে, নিদর্শন স্বরূপ আমি নৌকার অনুরূপ অন্যান্য নৌকার প্রচলন পৃথিবীর বুকে কায়েম রাখিব। যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَاٰيَةٌ لَهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُوْنَ-

অর্থাৎ উহাদিগের এক নিদর্শন এই যে, আমি উহাদিগের বংশধরদিগকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করাইয়াছিলাম। এবং উহাদিগের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করিয়াছি, যাহাতে উহারা আরোহণ করে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِى الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً অর্থাৎ পানি যখন প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত হইল, আমি তখন তোমাদিগকে নৌ-যানে আরোহণ করাইয়াছিলাম। যাহাতে আমি উহাকে তোমাদিগের জন্য স্মৃতিস্বরূপ রাখিয়া দিতে পারি। তাই এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ অর্থাৎ এমন কেহ আছে কি, যে উপদেশ ও নসীহত গ্রহণ করিবে?

ইমাম আহমদ (র).... হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ পড়াইয়াছিলেন।

ইমাম বুখারী (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলাম।

ইমাম বুখারী (র).... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ পাঠ করিতেন।

ইমাম বুখারী (র) আবূ ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ ইসহাক বলেন, এক ব্যক্তি আসওয়াদকে জিজ্ঞাসা করিল, ভাই! فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ ذال দ্বারা পড়িব, না কি دال দ্বারা مُدَّكِرٍ পড়িব ? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে مُدَّكِرٍ দ্বারা পড়িতে শুনিয়াছি। আর তিনিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে مُدَّكِرٍ পড়িতে শুনিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম, এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) ব্যতীত অন্যান্য সুনান সংকলকগণ আবূ ইসহাকের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ "কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।" অর্থাৎ যাহারা আমার সাথে কুফরী করিয়াছে এবং আমার রাসূল (সা)-কে অস্বীকার করিয়াছে, উপরন্তু যাহারা কোন উপদেশই গ্রহণ করে নাই; তাহাদিগের ব্যাপারে আমার শাস্তি ছিল বড়ই কঠোর। আমি অত্যন্ত নির্মমভাবে উহাদিগের হইতে প্রতিশোধ লইয়াছি।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ "উপদেশ গ্রহণের জন্য আমি কুরআনকে সহজ করিয়া দিয়াছি।"

অর্থাৎ যেই ব্যক্তি কুরআন হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে চায়, উহার শব্দ ও অর্থকে আমি উহার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوْا اٰيَاتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ অর্থাৎ তোমরা নিকট আমি একটি মহান কিতাব নাযিল করিয়াছি। যেন মানুষ উহার আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُدًّا অর্থাৎ তোমার জিহ্বার উপর এই কুরআনকে আমি এই জন্য সহজ করিয়া দিয়েছি; যাহাতে তুমি মুত্তাকীদিগকে সুসংবাদ প্রদান কর আর ঝগড়াটে সম্প্রদায়কে উহা দ্বারা ভীতি প্রদর্শন কর।

মুজাহিদ ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ অর্থাৎ আমি কুরআন পাঠ ও তিলাওয়াত করা সহজ করিয়া দিয়াছি।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যদি মানুষের যবানে কুরআনকে সহজ করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে কোন মানুষই আল্লাহ্‌র কালাম মুখে উচ্চারণ করিতে পারিত না।

এই সহজ করার নিমিত্তই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনকে তৎকালীন আরবের সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় নাযিল করিয়াছিলেন। যেমন রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ "নিশ্চয় এই কুরআন সাত হরফে অবতীর্ণ হইয়াছে।" এই হাদীসটি আমি ইতিপূর্বে বহুবার উল্লেখ করিয়াছি।

فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ অর্থাৎ– অতঃপর এই কুরআন দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করিবার আছে কি কেউ? এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী (র) বলেন ঃ এমন কেহ আছে কি, যে অপরাধ হইতে ফিরিয়া আসিবে?

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... আতার ওয়াররাক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আতার فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইল্ম অন্বেষণকারী কেহ আছে কি? থাকিলে উহাকে এই কাজে সাহায্য করা হইবে।

(১৮) كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ○

(১৯) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ○

(২০) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ○

(২১) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ○

(২২) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

১৮. 'আদ সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, ফলে কী কঠোর হইয়াছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!
১৯. উহাদিগের উপর আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝা বায়ু নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে।
২০. মানুষকে উহা উৎখাত করিয়াছিল উন্মূলিত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়।
২১. কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!
২২. কুরআন আমি সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, নূহ সম্প্রদায়ের ন্যায় হুদ (আ)-এর সম্প্রদায় আদ জাতিও তাহাদিগের রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছিল। ফলে আল্লাহ্ তাহাদিগের উপর প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করিয়াছিলেন। তুষার শীতল ঠাণ্ডা বায়ুকে আরবীতে رِيحٌ صَرْصَرٌ বলা হয়।

فِي يَوْمِ نَحْسٍ অর্থাৎ সেই দিনটি ছিল উহাদিগের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যের। যাহ্হাক, কাতাদা এবং সুদ্দী (র) এই অর্থ করিয়াছেন।

مُسْتَمِرٍّ অর্থাৎ সেইদিন উহাদিগের উপর একের পর এক শাস্তি আসিতেই ছিল। ইহকালীন ও পরকালীন উভয় শাস্তি সেই দিন উহাদিগকে একত্রে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল।

تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ "বায়ু লোকদিগকে উন্মূলিত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় উৎপাটিত করিয়াছিল। অর্থাৎ একদিক হইতে বায়ু আসিয়া একজনকে উঠাইয়া লইয়া গিয়া উহাকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিত। অতঃপর দেহ হইতে মাথাটি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া মুণ্ডহীন দেহটি মাটিতে ফেলিয়া দিত। উন্মূলিত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় হওয়ার অর্থ ইহাই।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ অর্থাৎ তখন আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণী কী কঠোর ছিল! কুরআনকে আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

(٢٣) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۝

(٢٤) فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۝

(٢٥) أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ۝

(٢٦) سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ۝

(٢٧) إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۝

(٢٨) وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ۝

(٢٩) فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ۝

(٣٠) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۝

(٣١) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ۝

(٣٢) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۝

২৩. ছামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল।

২৪. তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা কি আমাদিগেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করিব? তবে তো আমরা বিপদগামী ও উন্মাদরূপে গণ্য হইব।

২৫. 'আমাদিগের মধ্যে কি উহারই উপর প্রত্যাদেশ হইয়াছে? না, সে তো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।'

২৬. আগামীকল্য উহারা জানিবে কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।

২৭. আমি উহাদিগের পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়াছি এক উষ্ট্রী; অতএব তুমি উহাদিগের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যশীল হও।

২৮. এবং উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, উহাদিগের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে উপস্থিত হইবে পালাক্রমে।

২৯. অতঃপর উহারা উহাদিগের এক সংগীকে আহ্বান করিল, সে উহাকে ধরিয়া হত্যা করিল।

৩০. কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণী!

৩১. আমি উহাদিগকে আঘাত হানিয়াছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; ফলে উহারা হইয়া গেল খোয়াড়-প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়।

৩২. আমি কুরআন সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

তাফসীর ঃ ছামূদ সম্প্রদায় তাহাদিগের রাসূল হযরত সালিহ (আ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া বলিয়াছিল ঃ أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ "আমরা কি আমাদিগেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করিব? তবে তো আমরা বিপথগামী ও উন্মাদরূপে গণ্য হইব।"

অর্থাৎ ছামূদ সম্প্রদায় বলিয়াছিল যে, আমরা সকলেই যদি আমাদেরই এক ব্যক্তির নেতৃত্ব মানিয়া লই, তাহা হইলে তো আমরা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িব। অতঃপর উহারা উহাদিগের ব্যতীত কেবল সালিহ (আ) প্রত্যাদেশ তথা ওহী আগমনে আশ্চর্য প্রকাশ করিয়া সালিহ (আ)-কে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়া বলিল ঃ

بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ 'বরং সে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।" অর্থাৎ তাহার নিকট ওহী আসিবে, ইহাতো দূরের কথা– বরং সে তো একজন সীমাহীন মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক।

উহাদিগের এইসব কথার প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ অর্থাৎ "অচিরেই উহারা জানিতে পারিবে যে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।" এই কথা বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগের প্রতি কঠোর হুমকি প্রদর্শন করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ অর্থাৎ "আমি উহাদিগের পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়াছি এক উষ্ট্রী।"

বস্তুত সালিহ (আ)-এর সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ছামূদ সম্প্রদায়ের দাবী অনুযায়ী নির্জীব পাথরের মধ্য হইতে দশ মাসের গর্ভবতী একটি বৃহৎ উষ্ট্রী বাহির করিয়াছিলেন। অতঃপর স্বীয় বান্দা ও রাসূল (সা)-কে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছেন ঃ

فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ তুমি উহাদিগের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যধারণ কর। অর্থাৎ হে সালিহ! উহাদিগের দাবী অনুযায়ী পাথর হইতে উষ্ট্রী বাহির করিয়া ছিলাম। তুমি দেখ, ইহার পরিণাম কি দাঁড়ায়। আর উহারা তোমার সাথে কোন অসদাচরণ করিলে তুমি ধৈর্যধারণ কর। কারণ দুনিয়া ও আখিরাতের সাহায্য ও শুভ পরিণাম তুমিই লাভ করিবে।

وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ– আর তুমি উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, উহাদিগের মাঝে পানি বণ্টন নির্ধারিত। অর্থাৎ- একদিন উহাদিগের পশুপাল পান করিবে আর একদিন এই উষ্ট্রী পান করিবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ সালিহ (আ) বলিলেনঃ ইহা উষ্ট্রী। ইহা নির্দিষ্ট একদিন পানি পান করিবে আর তোমরা নির্দিষ্ট একদিন পান করিবে।

كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ "পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে পালাক্রমে উপস্থিত হইবে।"

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, উষ্ট্রী যেই দিন পানির ঘাটে উপস্থিত না হইবে অন্যরা সেইদিন পানি পান করিতে আসিবে। আর যেই দিন উষ্ট্রী পানি পান করিতে আসিবে, অন্যরা সেইদিন পানি পান করিতে পারিবে না বরং দুধ পান করিয়া থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ "অতঃপর উহারা উহাদিগের এক সংগীকে আহ্বান করিল, যে উষ্ট্রীটিকে ধরিয়া হত্যা করিল।"

মুফাস্‌সিরগণ বলেন, যে লোকটি উষ্ট্রীটিকে হত্যা করিয়াছিল তাহারা নাম হইল কুদার ইব্‌ন সালিফ। সে সমাজের সবচাইতে নিকৃষ্ট ব্যক্তি ছিল।

যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِذِ انْبَعَثَ اَشْقٰهَا "যখন উহাদিগের সকলের নিকৃষ্ট ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল।"

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ "কী কঠোর ছিল তখন আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণী!" অর্থাৎ ইহার দলে আমি উহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়াছিলাম। আমার সাথে কুফরী করার এবং আমার রাসূলকে অস্বীকার করার সেই শাস্তি ছিল অত্যন্ত কঠোর।

اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ 'আমি উহাদিগকে আঘাত হানিয়াছিলাম এক মহানাদ দ্বারা। ফলে উহারা খোয়াড় প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায় হইয়া গেল।' অর্থাৎ আমার একটি মাত্র আওয়াজ দ্বারাই উহারা সমূলে ধ্বংস হইয়া গেল। উহাদিগের একজন লোকও বাঁচিয়া রহিল না। এবং

শুষ্ক ঘাস-পাতা, তৃণ-লতা, যেমন হাওয়ায় উড়িয়া যায়— উহারাও ঠিক তেমনি বিনাশ হইয়া গেল। অসংখ্য মুফাসসিরীনে কিরাম অত্র আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সুদ্দী (র) বলেন, مُحْتَضَرٌ অর্থ মরু অঞ্চলের চারণ ভূমি যখন উহার ঘাস-পাতা শুকাইয়া যায় এবং হাওয়ার সাথে উড়িয়া যায়।

ইব্ন যায়েদ (র) বলেন, আরববাসীগণ শুষ্ক কাঁটা দ্বারা উট ও অন্যান্য পশুপালের জন্য খোয়াড় তৈয়ার করিত। এই আয়াতে كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ বলিয়া উহাকেই বুঝানো হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, هَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ অর্থ দেয়াল ভাঙ্গা মাটি যা এদিক-ওদিক পড়িয়া থাকে। কিন্তু ব্যাখ্যাটি খুবই দুর্বল। প্রথম ব্যাখ্যাটিই গ্রহণযোগ্য। (اللّٰه اعلم)

(٣٣) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍۭ بِالنُّذُرِ ۝

(٣٤) اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ نَّجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ۝

(٣٥) نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ شَكَرَ ۝

(٣٦) وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ۝

(٣٧) وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ ۝

(٣٨) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۝

(٣٩) فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ ۝

(٤٠) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝

৩৩. লূত সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল সতর্ককারীদিগকে।

৩৪. আমি উহাদিগের উপর প্রেরণ করিয়াছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নহে। তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম রাত্রির শেষাংশে,

৩৫. আমার বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ; যাহারা কৃতজ্ঞ আমি এইভাবেই তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

৩৬. লূত উহাদিগকে সতর্ক করিয়াছিল আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে; কিন্তু উহারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতণ্ডা শুরু করিল।

৩৭. উহারা লূতের নিকট হইতে তাঁহার মেহ্মানদিগকে দাবী করিল; তখন আমি উহাদিগের দৃষ্টিশক্তি লোপ করিয়া দিলাম এবং আমি বলিলাম, "আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্ক বাণীর পরিণাম।"

৩৮. প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি তাহাদিগকে আঘাত করিল।

৩৯. আমি বলিলাম, 'আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।'

৪০. আমি কুরআন সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের সম্পর্কে বলিতেছেন যে, তাহারা কিভাবে তাহাদিগের রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। কিভাবে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল এবং কিরূপে তাহারা বালকদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হইত। বালকদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়া এমন একটি জঘন্যতম ও অশ্লীল কর্ম যাহাতে লূত সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম লিপ্ত হয়। ইতিপূর্বে বিশ্বের অন্য কেহ এই অপকর্ম করে নাই। এই জন্য আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে এমনভাবে ধ্বংস করিয়া দিলেন যেভাবে পূর্বে আর কাউকে ধ্বংস করা হয় নাই। তাহা হইল ঃ

হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে লূত সম্প্রদায়ের প্রতিটি শহরকে বহন করিয়া আকাশের নিকট লইয়া যান। অতঃপর শহরগুলিকে উল্টাইয়া নীচে ফেলিয়া দেন এবং তাহার সাথে সাথে উহাদিগের উপর প্রস্তর-কংকর নিক্ষেপ করিলেন।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا "নিশ্চয় আমি উহাদিগের উপর প্রস্তর-কংকর পাঠাইয়াছি।"

اِلاَّ اٰلَ لُوْطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ "তবে লূত পরিবারকে আমি প্রত্যুষে মুক্তি দিয়াছি।" অর্থাৎ লূত পরিবার আমার নির্দেশে শহর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। ফলে আমার আযাব হইতে তাহারা রক্ষা পাইয়া যায়।

উল্লেখ্য যে, সম্প্রদায়ের একজন লোকও হযরত লূত (আ)-এর উপর ঈমান আনে নাই। এমনকি তাঁহার স্ত্রীও ঈমান না আনার অপরাধে সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকদের সাথে ধ্বংস হইয়া যায়। শুধুমাত্র হযরত লূত (আ) এবং তাঁহার কয়েকটি কন্যা নিরাপদে অন্যত্র চলিয়া যায়। কোন অমঙ্গল তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ شَكَرَ "কৃতজ্ঞদিগকে আমি এইভাবেই পুরস্কৃত করি।"

وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا "লূত উহাদিগকে আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছিল।" অর্থাৎ আযাব আসিবার পূর্বে আল্লাহ্‌র নবী লূত (আ) উহাদিগকে আল্লাহ্‌র আযাব ও শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছিলেন; কিন্তু উহারা সেই সতর্ক বাণীর প্রতি মোটেই কর্ণপাত করে নাই বরং পাল্টা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল।

وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ "উহারা লূতের নিকট হইতে তাঁহার মেহ্মানদিগকে দাবী করিল।"

অর্থাৎ যেই রাত্রে হযরত জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীল (আ) পরীক্ষা স্বরূপ দাড়ি গোঁফহীন সুদর্শন বালকের আকৃতিতে হযরত লূত (আ)-এর ঘরে আগমন করিয়াছিলেন; সেই রাত্রে এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। হযরত লূত (আ) তাহাদিগকে মেহমান রূপে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী টের পাইয়া মহল্লাবাসীর নিকট সংবাদ দেয় এবং অপকর্মের জন্য উস্কানী প্রদান করে। সংবাদ পাইয়া তাহারা যে যেখানে ছিল সেখান হইতেই দৌড়াইয়া লূত (আ)-এর ঘরের দিকে ছুটিতে লাগিল। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া হযরত লূত (আ) ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন দুষ্কৃতিকারীরা দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। কিন্তু হযরত লূত (আ) উহাদিগকে প্রতিরোধ করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ

هٰؤُلَاءِ بَنَاتِىْ هُنَّ اَطْهَرُلَكُمْ অর্থাৎ তিনি সম্প্রদায়ের কন্যাদের প্রতি ইংগিত করিয়া বলিলেন, ইহারা আমার কন্যা। তোমাদিগের জন্য ইহারা পবিত্র। উত্তরে তাহারা বলিল ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِىْ بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَانُرِيْدُ "তুমি তো জানো, তোমার কন্যাদিগকে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা কি চাই, তাহা তো তুমি জানই।"

অতঃপর যখন অবস্থা সংকটাপন্ন হইল এবং উহারা দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিবেই এমন অবস্থা দাঁড়াইল; তখন হযরত জিবরাঈল (আ) ঘর হইতে বাহির হইয়া নিজের ডানা দ্বারা এক ঝাপটা দিয়া উহাদিগের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়া দিলেন। কেহ কেহ বলেন, জিবরাঈল (আ)-এর ঝাপটার ফলে উহাদিগের চক্ষুসমূহ সমূলে বিনাশ হইয়া যায়। তখন উহারা দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া কোন রকমে পিছনের দিকে সরিয়া যায় এবং সকাল পর্যন্ত লূত (আ)-কে ভয় দেখাইতে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ অর্থাৎ প্রত্যুষে বিরামহীন আযাব তাহাদিগকে আঘাত হানিল। অর্থাৎ– উহা এমন আঘাত ছিল যাহা হইতে উদ্ধার পাওয়ার কোন উপায় ছিল না।

فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ অর্থাৎ 'অতএব তোমরা শাস্তি ও সতর্ক বাণীর পরিণাম আস্বাদন কর। উপদেশ গ্রহণের জন্য আমি কুরআন সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?'

(٤١) وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۚ

(٤٢) كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ○

(٤٣) اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِى الزُّبُرِ ۚ

(٤٤) اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ○

(٤٥) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ○

(٤٦) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ○

৪১. ফিরআউন সম্প্রদায়ের নিকটও আসিয়াছিল সতর্ককারী।

৪২. কিন্তু উহারা আমার সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিল। অতঃপর পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান রূপে আমি উহাদিগকে সুকঠিন শাস্তি দিলাম।

৪৩. তোমাদিগের মধ্যকার কাফিরগণ কি উহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? না-কি তোমাদিগের অব্যাহতির কোন সনদ রহিয়াছে পূর্ববর্তী কিতাবে?

৪৪. ইহারা কি বলে, 'আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল?'

৪৫. এই দলতো শীঘ্রই পরাজিত হইবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে।

৪৬. অধিকন্তু কিয়ামত উহাদিগের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হইবে কঠিনতর ও তিক্ততর।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরআউন ও তাহার সম্প্রদায় সম্পর্কে বলিতেছেন যে, উহাদিগের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মূসা (আ) ও তাঁহার ভাই হযরত হারুন (আ) ঈমানের সুসংবাদ ও আযাবের সংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন মু'জিযা ও নিদর্শন দ্বারা মূসা (আ) ও তাঁহার ভাইয়ের হাত শক্তিশালী করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল মু'জিযা ও নিদর্শন উহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অস্বীকার করে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে পরাক্রমশালী ও শক্তিশালী রূপে কঠিন শাস্তি প্রদান করিয়া ধ্বংস করিয়া দেন। ধ্বংসের পর সংবাদ দেওয়ার মতোও কেহ বাঁচিয়া ছিল না এবং কোন চিহ্নও অবশিষ্ট ছিল না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ "তোমাদিগের কাফিরগণ কি তাহাদিগের হইতে উত্তম?" অর্থাৎ হে মক্কার কাফিরগণ! রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং কিতাব অস্বীকার করার দরুন যাহাদিগের ধ্বংসের কাহিনী ইতিপূর্বে

বর্ণিত হইয়াছে; তোমরা কি উহাদিগের হইতে উত্তম? একটু চিন্তা করিয়া দেখ যে, শক্তিতে সম্পদে তোমরাই তাহাদিগের হইতে উত্তম, না কি তাহারাই তোমাদিগ হইতে উত্তম ছিল।

أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِى الزُّبُرِ না-কি পূর্ববর্তী কিতাবে তোমাদের অব্যাহতির কোন সনদ রহিয়াছে? অর্থাৎ না-কি আল্লাহ্ তা'আলার সহিত তোমাদিগের এই চুক্তি রহিয়াছে যে, তোমাদিগকে কোন শাস্তি দেওয়া হইবে না?

আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرٌ "না-কি ইহারা বলে যে, আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল।"

অর্থাৎ ইহাদিগের বিশ্বাস হইল এই যে, ইহারা প্রয়োজনে এক অপরের সাহায্য করিবে। এবং সংঘবদ্ধ শক্তির কারণে কোন শক্তিই ইহাদিগের কোন অমঙ্গল করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ অর্থাৎ ইহাদিগের সংঘ কোনই কাজে আসিবে না। অচিরেই এই সংঘ পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। ধ্বংস ইহাদিগের অনিবার্য।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরিমা, খালিদ, উহাইব, মুহাম্মদ ইব্ন আফফান, অপরদিকে খালিদ ও ইসহাকের সূত্রে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (সা) বদরের দিন বলিয়াছিলেন ঃ "হে আল্লাহ্! তুমি তোমার ওয়াদা পূরণ কর। আজ আমরা পরাজিত হইলে আগামীকাল পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার জন্য কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না।" তখন হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁহার হাত দ্বারা ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আল্লাহ্র নিকট অনেক দু'আ করিয়াছেন, আর প্রয়োজন নেই। তখন রাসূল (সা) এই আয়াতটি পড়িতে পড়িতে চাদর হেঁচড়াইয়া তাঁবু হইতে দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন। (বুখারী ও নাসায়ী)।

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... ইকরিমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইকরিমা (রা) বলেন, যেই দিন سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ আয়াতটি নাযিল হয়; সেইদিন হযরত উমর (রা) বলিলেন, কোন দল পরাজিত হইবে? হযরত উমর (রা) বলেন, বদরের দিন যখন দেখিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) চাঁদর হেচড়াইয়া তাঁবু হইতে বাহির হইয়া سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ তিলাওয়াত করিতেছেন, তখন আয়াতটির ব্যাখ্যা আমার বুঝে আসে।

ইমাম বুখারী (র)....... ইউসুফ ইব্ন মাহাক (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইউসুফ ইব্ন মাহাক (র) বলেন, আমি একদিন হযরত আয়িশা (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম।

তখন তিনি বলিলেন بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয়, তখন আমি একেবারেই ছোট; খেলাধূলা করিয়া বেড়াই। ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।

(٤٧) اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ۝

(٤٨) يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ۭ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ۝

(٤٩) اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ۝

(٥٠) وَمَآ اَمْرُنَآ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ۝

(٥١) وَلَقَدْ اَهْلَكْنَآ اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝

(٥٢) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ ۝

(٥٣) وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ ۝

(٥٤) اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ۝

(٥٥) فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

৪৭. অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত।

৪৮. যেদিন উহাদিগকে উপুড় করিয়া টানিয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে; সেইদিন বলা হইবে, জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।

৪৯. আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করিয়াছি নির্ধারিত পরিমাপে।

৫০. আমার আদেশ তো একটি কথায় নিষ্পন্ন; চক্ষুর পলকের মতো।

৫১. আমি ধ্বংস করিয়াছি তোমাদিগের মতো দলগুলিকে। অতএব উহা হইতে উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

৫২. উহাদিগের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়,

৫৩. আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ।

৫৪. মুত্তাকীরা থাকিবে স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে,

৫৫. যোগ্য আসনে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে।

তাফসীর ঃ অপরাধীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, ইহারা সত্য পথ হইতে বিচ্যুত এবং বিভিন্ন সন্দেহ ও নানা মতে বিকারগ্রস্ত অস্থির ও পেরেশান। প্রতিটি কাফির এবং যে কোন ফিরকার বেদআতীরা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلى وُجُوْهِهِمْ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ইহাদিগকে উপুড় করিয়া জাহান্নামের দিকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। কিন্তু ইহারা বলিতে পারিবে না যে, ইহাদিগকে কোথায় লইয়া যাওয়া হইতেছে। এবং উহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলা হইবে ঃ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ "দোযখের শাস্তি আস্বাদন কর।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّا كُلَّ شَيْئٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ "আমি প্রতিটি বস্তুকে পরিমিতভাবে সৃষ্টি করিয়াছি।" যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْئٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا অর্থাৎ "তিনি প্রতিটি বস্তু যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى অর্থাৎ তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন এবং পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও পথ নির্দেশ করেন।

এই আয়াত এবং এই ধরনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা ইমামগণ তাকদীরের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করেন। অর্থাৎ– বস্তু অস্তিত্বে আসার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা সেই সম্পর্কে অবগত আছেন এবং সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন। এইখানে আলোচ্য আয়াতের সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হইল।

ইমাম আহমদ (র)....... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন কুরাইশ মুশরিকরা হুযূর (সা)-এর নিকট আসিয়া তাকদীর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ঝগড়া করিতে লাগিল। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ اِنَّا كُلَّ شَيْئٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ-

ইমাম মুসলিম, তিরমিযী এবং ইবন মাজাহ (র) সুফিয়ান সওরী (র) সূত্রে ওয়াকী (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

বাযযার (র)........শু'আইবের পিতা হইতে বর্ণনা করেন। শু'আইবের পিতা বলেন, اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ .... خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ এই আয়াতগুলি আহলে কাদ্‌রদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... ফুরারাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ফুরারাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন ঃ আমার এমন এক দল উম্মত সম্পর্কে এই আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছে, যাহারা শেষ যমানায় আবির্ভূত হইবে এবং তাকদীর অস্বীকার করিবে।" হাসান ইব্ন আরফা (র)........ আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন। আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র) বলেন, আমি একদিন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আগমন করিলাম। তখন তিনি যমযম হইতে পানি উঠাইতেছিলেন। পানিতে তাঁহার কাপড়ের প্রান্তভাগ ভিঁজিয়া গিয়াছিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, একদল লোক তো তাকদীরের বিরুদ্ধে কথা বলিতে শুরু করিয়াছে। তিনি বলিলেন, হতভাগারা এই কাজটা করিয়াই ফেলিল? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ইহাদিগের সম্পর্কে ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ আয়াতটি নাযিল হইয়াছিল। ইহারা এই উম্মতের নিকৃষ্ট জাতি। ইহাদিগের কেহ অসুস্থ হইলে সেবা করিবে না এবং মৃতদের জানাযায় শরীক হইবে না। ইহাদিগের কাউকে পাইলে আমি এই দুই অঙ্গুলি দ্বারা তাহার চোখ দুইটি উপড়াইয়া ফেলিতাম। ইমাম আহমদ (র) অন্য সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা হইল, ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছানো হইল যে, এক ব্যক্তি তাকদীর অস্বীকার করে। আমি বলিলাম যে, উহাকে আমার নিকট লইয়া আস। লোকটি ছিল অন্ধ। লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাকে আনিয়া আপনি কি করিবেন? আমি বলিলাম, যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, উহাকে পাইলে আমি উহার নাক কাটিয়া দিব। উহার ঘাড়টা যদি কোন সময় আমার মুঠোর মধ্যে আসে তো তাহাকে আমি দাফন করিয়া ফেলিব। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "বনী ফিহরের মহিলাদিগকে আমি খাযরাজদের সহিত তাওয়াফ করিতে দেখিয়াছি। উহাদিগের পাছা যেন মুশরিক মহিলাদের সহিত ঘর্ষণ খাইতেছে। তোমরা স্মরণ রাখিও; ইহা এই উম্মতের সর্বপ্রথম শির্ক। ইহারা এখন যেমন বলিতেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মন্দকে পূর্ব হইতে নির্ধারণ করিয়া রাখেন নাই। তোমরা দেখিবে একদিন তাহারা বলিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মঙ্গলজনক বস্তুকেও পূর্ব হইতে নির্ধারণ করিয়া রাখেন নাই।

ইমাম আহমদ (র)........ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... নাফি' (র) হইতে বর্ণনা করেন। নাফি (র) বলেন ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর শাম দেশীয় এক বন্ধু ছিল। তাহার সহিত পত্র আদান-প্রদান হইত। একদিন আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) এই মর্মে তাহার নিকট একটি পত্র লিখিলেন যে, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, আপনি নাকি তাকদীর সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। যদি উহা সঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে আজ হইতে আর আমার নিকট আপনি পত্র লিখিবেন না। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন কয়েকটি সম্প্রদায় আবির্ভূত হইবে, যাহারা তাকদীরকে অস্বীকার করিবে।" ইমাম আবূ দাউদ (র) আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "প্রত্যেক উম্মতের একদল মজূস তথা অগ্নিপূজক থাকে। আমার উম্মতের মধ্যে মজূস হইল যাহারা তাকদীর অস্বীকার করে। তাহারা অসুস্থ হইলে তোমরা দেখিতে যাইও না। আর তাহারা মৃত্যুবরণ করিলে তাহাদের জানাযায় শরীক হইও না।" সিহাহ সিত্তার কেহই এই সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "অচিরেই এই উম্মতের মধ্যে চেহারা বিকৃতির ঘটনা ঘটিবে। উহা হইবে তাকদীর অস্বীকারকারী ও ধর্ম ত্যাগীদের মধ্যে।"

ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) আবূ সাখর হুমাইদ ইব্ন যিয়াদের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলিয়াছেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ-গরীব।

ইমাম আহমদ (র)....... তাউস ইয়ামানী (র) হইতে বর্ণনা করেন। তাউস ইয়ামানী (র) বলেন ঃ আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রতিটি বস্তুই পূর্ব নির্ধারিত। এমন কি মানুষের অক্ষমতা, বুদ্ধি, সবকিছুই। সহীহ হাদীসে আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। আর অক্ষম হইও না। ইহার পর যদি কোন বিপদ আসিয়া পড়ে তাহা হইলে বল যে, ইহা আল্লাহ্ পূর্ব হইতেই নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন। এই কথা বলিও না যে, যদি আমি এমন করিতাম তাহা হইলে এমন হইত। কারণ যদি শব্দটি শয়তানের পথ খুলিয়া দেয়।"

ইব্ন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে বলিয়াছেন ঃ "জানিয়া রাখ। সমস্ত মানুষ একত্রিত হইয়া যদি তোমার এমন একটি

উপকার করিতে চাহে; যাহা আল্লাহ্ তোমার জন্য লিখিয়া রাখেন নাই, তাহা হইলে কিছুতেই তাহারা তোমার সেই উপকার করিতে পারিবে না। আর যদি সকল মানুষ একত্রিত হইয়া তোমার এমন একটি ক্ষতি করিতে চাহে; যাহা আল্লাহ্ তোমার জন্য লিখিয়া রাখেন নাই; তাহা হইলে কিছুতেই তাহারা তোমার ক্ষতি করিতে পারিবে না। কলম শুকাইয়া গিয়াছে এবং দফতর গুটাইয়া ফেলা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)...... ওয়ালদী ইব্ন উবাদাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি একদিন আমার পিতা উবাদার নিকট গেলাম। তখন তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত। আমি বলিলাম, আব্বাজান! আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বলিলেন ঃ তোমরা আমাকে বসাইয়া দাও। তাহাকে বসাইয়া দিলাম। তখন তিনি বলিলেন ঃ বৎস! তুমি তো ঈমানের স্বাদ উপভোগ করিতে পার নাই এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান পাইতে পারিবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাকদীরের ভালো মন্দের উপর ঈমান স্থাপন করিতে পার। আমি বলিলাম, আব্বা! আমি কি করিয়া জানিব যে, তাকদীরের কোন্‌টি ভাল আর কোন্‌টি মন্দ? উত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি এই কথা বুঝিবে যে, যাহা তুমি লাভ করিতে পার নাই; উহা তোমার ভাগ্যে ছিল না। আর যাহা তোমার হস্তগত হইয়া গিয়াছে উহা হাতছাড়া হইবার ছিল না। বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম তৈয়ার করিয়া বলিলেন; লিখ।" নির্দেশ পাইয়া কলম তৎক্ষণাৎ লিখিতে আরম্ভ করিল। এইভবে কিয়ামত পর্যন্ত যাহা ঘটিবে কলম উহার সব কিছুই লিখিয়া ফেলে। বৎস! আমি যদি মৃত্যুবরণ করি আর তাকদীরের ভালো মন্দের প্রতি আমার ঈমান না থাকে তাহা হইলে আমি জাহান্নামে প্রবেশ করিব।

ইমাম তিরমিযী (র)....... উবাদা (রা) সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটি হাসান- সহীহ-গরীব বলিয়া ইমাম তিরমিযী (র) মন্তব্য করিয়াছেন।

সুফিয়ান সওরী (র)....... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "চারটি বিষয়ের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত কোন মানুষ মু'মিন হইতে পারে না। ১. এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। ২. এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্ আমাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন। ৩. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর ঈমান আনা ও ৪. তাকদীরের ভালো মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই মানুষের তাকদীর লিখিয়া রাখিয়াছেন।" ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়া হাসান-সহীহ-গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

وَمَا اَمْرُنَا اِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ "আমার আদেশ শুধুমাত্র একটি কথায় নিষ্পন্ন; চোখের পলকের ন্যায়।"

এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার পূর্বকৃত ফয়সালা তথা তাকদীর যেমন মানুষ জাতির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা যখন যাহা ইচ্ছা করেন ঠিক তাহাই ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ– আল্লাহ্ বলেন, আমি কোন বিষয়ে একবার নির্দেশ দেওয়ার পর আর দ্বিতীয় নির্দেশ প্রয়োজন হয় না। বরং তৎক্ষণাৎ আমার নির্দেশ মত চক্ষের পলকে উহা বাস্তবায়িত হইয়া যায়। এক নিমেষও বিলম্ব হয় না। কবি সুন্দর বলিয়াছেন ঃ

اِذَا مَا اَرَادَ اللّٰهُ اَمْرًا فَاِنَّمَا – يَقُوْلُ لَهُ كُنْ قَوْلُهُ فَيَكُوْنُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোন কিছু ইচ্ছা করিলে বলেন, হও, তৎক্ষণাৎ উহা বাস্তবায়িত হইয়া যায়।

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا اَشْيَاعَكُمْ অর্থাৎ রাসূলদেরকে অস্বীকারকারী তোমাদিগের পূর্ববর্তী তোমাদিগের ন্যায় বহু জাতিকে আমি ধ্বংস করিয়াছি।

فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ অর্থাৎ– উহাদিগকে দেখিয়া উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি? যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَايَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ উহাদিগের এবং উহাদিগের কামনা-বাসনার মাঝে আড়াল সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যেমন করা হইয়াছিল পূর্ব যুগে উহাদিগের সমগোত্রীয়দের সহিত।

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ অর্থাৎ– মানুষের সমকার্যকলাপই ফেরেশতাদের মাধ্যমে আমলনামাই লিখিয়া রাখা হয়।

وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ مُسْتَطَرٌ অর্থাৎ– মানুষের প্রতিটি আমলই লিখিত আকারে ফেরেশতাদের নিকট সংরক্ষিত রহিয়াছে। ছোট বড় কোন আমলই তাহারা লিখিতে বাদ দেন না।

ইমাম আহমদ (র)..... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন ঃ "আয়িশা ছোট ও তুচ্ছ গুনাহ হইতেও বাঁচিয়া চলিও। কারণ উহাও মানুষকে আল্লাহ্ হইতে দূরে সরাইয়া দেয়।"

ইমাম নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ (র) সাঈদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন মাহাক মাদানীর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আসাকির (র) এই হাদীসটি অন্য সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّ نَهَرٍ অর্থাৎ হতভাগা কাফির মুশরিক ও পাপীদের বিপরীতে মুত্তাকীরা স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে বসবাস করিবে।

فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, বদান্যতা, কৃপা-অনুগ্রহ ও মর্যাদার আসনে থাকিবে।

عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ অর্থাৎ বিশ্ব স্রষ্টা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে।

ইমাম আহমদ (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "ন্যায় বিচারক তথা যাহারা রাষ্ট্র পরিচালনায় পরিবারবর্গ এবং অন্যান্য অধীনস্তদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে; তারা (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ তা'আলার ডান পার্শ্বে নূরের উঁচু আসনে অবস্থান করিবে। আর উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র উভয় হাতই ডান হাত। (বাম বলিতে কিছুই নাই)।"

সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা (র)-র হাদীস হইতে শুধুমাত্র ইমাম নাসায়ী এবং ইমাম মুসলিমই এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

সূরা রাহমান

৭৮ আয়াত, ৩ রুকূ', মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম আহমদ (র)...... যির (রা) হইতে বর্ণনা করেন। যির (রা) বলেন, এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, مِنْ مَاءٍ غَيْرِ اسِنٍ এই আয়াতের শেষ শব্দটি اَسِنٍ পড়িব না-কি اسن পড়িব? উত্তরে আমি বলিলাম, মনে হয় তুমি ইহা ছাড়া কুরআন সবটুকুই পড়িয়া ফেলিয়াছ। লোকটি বলিল, আমি এক রাকাআত সালাতে মুফাস্সাল-এর সব কয়টি সূরাই পাঠ করিয়া থাকি। শুনিয়া আমি বলিলাম, তবে তো তুমি পবিত্র কুরআনকে কবিতার ন্যায় দ্রুত তিলাওয়াত কর । ইহা বড়ই আফসোসের বিষয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুফাস্সালের প্রথম দিকের কোন্ কোন্ দুইটি সূরা একত্রে পাঠ করিতেন, উহা আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে। আর ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কিরাআতে মুফাস্সালের প্রথম সূরা হইল সূরা রাহমান।

ইমাম তিরমিযী (র)......... হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন সাহাবাদিগের সম্মুখে সূরা রাহমান আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। উপস্থিত সকলেই চুপচাপ তিলাওয়াত শ্রবণ করেন— কেহই কোন কথা বলিলেন না। তিলাওয়াত শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "জ্বিনের ঘটনার রাত্রিতে আমি এই সূরাটি তিলাওয়াত করিয়া জ্বিনদিগকে শুনাইয়াছিলাম। তাহারা তোমাদিগের চেয়ে অনেক সুন্দর উত্তর দিয়াছিল। আমি যতবারই فَبِاَىِّ الاٰءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ পাঠ করিয়াছি; উত্তরে তাহারা ততবারই বলিয়াছিল ঃ لَابِشَيْىءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ। অর্থাৎ হে আমাদিগের প্রতিপালক! তোমার কোন নিয়ামতকেই আমরা অস্বীকার করি না। সকল প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য।"

এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি গরীব। যুহাইর ইব্ন মুহাম্মদের সূত্রে ওলীদ ইব্ন মুসলিমের হাদীস ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এই হাদীসটি আমি পাই নাই।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) .... ওলীদ ইব্ন মুসলিমের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ জাফর ইব্ন জারীর (র)..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সূরা রাহমান তিলাওয়াত করিলেন অথবা তা শ্রবণ করিলেন। অতঃপর সাহাবাদিগকে নিশ্চুপ বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন ঃ জ্বিনরাই তো দেখিতেছি তাহাদিগের প্রতিপালকের কথায় তোমাদিগের চেয়ে সুন্দর উত্তর দিয়াছিল।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জ্বিনরা কি উত্তর দিয়াছিল? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আমি যখনই فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ পাঠ করিতাম, তখনই তাহারা বলিত لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ অর্থাৎ– আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকেই অস্বীকার করি না।

(١) اَلرَّحْمٰنُ ۙ

(٢) عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ

(٣) خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ

(٤) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ○

(٥) اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۙ

(٦) وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ○

(٧) وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۙ

(٨) اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ○

(٩) وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ○

(١٠) وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۙ

(١١) فِيْهَا فَاكِهَةٌ ۙ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۖ

(١٢) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۚ

(١٣) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

১. দয়াময় আল্লাহ্।
২. তিনিই শিক্ষা দিয়াছেন কুরআন,
৩. তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষ,
৪. তিনিই তাহাকে শিখাইয়াছেন ভাব প্রকাশ করিতে,
৫. সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষ পথে,
৬. তৃণলতা ও বৃক্ষাদি মানিয়া চলে তাঁহারই বিধান,
৭. তিনি আকাশকে করিয়াছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করিয়াছেন মানদণ্ড,
৮. যাহাতে তোমরা ভারসাম্য লঙ্ঘন না কর।
৯. ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না।
১০. তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করিয়াছেন সৃষ্ট জীবের জন্য;
১১. ইহাতে রহিয়াছে ফলমূল এবং খর্জুর বৃক্ষ, যাহার ফল আবরণ যুক্ত
১২. এবং খোসা বিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ গুল্ম।
১৩. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

তাফসীর ঃ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ "দয়াময় আল্লাহ্, তিনিই শিক্ষা দিয়াছেন কুরআন, তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষ, তিনিই তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন ভাব প্রকাশ করিতে।"

এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদিগের প্রতি প্রদত্ত নিয়ামত ও অনুগ্রহ, অনুকম্পার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, নিজ অনুগ্রহে তিনি তাঁহার বান্দাদিগের উপর কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন, উহা মুখস্থ করিতে, মুখস্থ রাখিতে ও বুঝিতে সহজ করিয়া দিয়াছেন এবং তিনিই মানবজাতিকে সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে কথা বলিতে শিখাইয়াছেন।

হাসান (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের بيان অর্থ কথা বলা। যাহ্হাক ও কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন ঃ কল্যাণ ও অকল্যাণ। তবে হাসান (র)-এর অর্থটিই সবচেয়ে সুন্দর ও স্থান উপযোগী। কারণ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শিক্ষা দেওয়ার কথা বলিয়াছেন; যদ্দ্বারা উদ্দেশ্য হইল কুরআন তিলাওয়াত করা। আর তিলাওয়াত করিতে হইলে সহজভাবে প্রতিটি হরফকে নিজ নিজ মাখরাজ হইতে মুখে উচ্চারণ করার

ক্ষমতা থাকিতে হইবে। সুতরাং কুরআন শিক্ষা দেওয়ার কথা বলার পর বয়ান শিক্ষা দেওয়ার কথা বলায় বুঝা গেল এইখানে بيان অর্থ ভাবপ্রকাশ ও বাচন শক্তি।

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ "সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে।" অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র নির্ধারিত হিসাব ও নিয়ম অনুযায়ী আপন আপন কক্ষ পথে পর্যায়ক্রমে আবর্তন করে। একটির সহিত অপরটির কোন বিরোধ ঘটে না বা সংঘর্ষ বাধে না।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِى لَهَا اَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ-

অর্থাৎ "সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ করে।"

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذالِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ-

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলাই উষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপণ।"

ইকরিমা (র) বলেন, সকল মানুষ জ্বিন, চতুষ্পদ জন্তু ও পক্ষীকুলের সমস্ত দৃষ্টি শক্তি যদি মাত্র একজন মানুষের দুই চক্ষুতে দিয়া দেওয়া হয় আর সূর্যের সম্মুখস্থ সত্তরটি পর্দার একটি মাত্র পর্দা সরাইয়া দেওয়া হয়, তবুও সে সূর্যের দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইতে পারিবে না। অথচ সূর্যের কিরণ আল্লাহ্‌র কুরসীর আলোর সত্তর ভাগের এক ভাগ, আর আরশের আলো আল্লাহ্‌র সম্মুখস্থ পর্দার সত্তর ভাগের এক ভাগ। সুতরাং এইবার ভাবিয়া দেখ যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার জান্নাতী বান্দাদিগের চোখে কতটুকু দৃষ্টিশক্তি দান করিবেন যে, তাঁহারা সরাসরি সচক্ষে আল্লাহ্‌কে দেখিতে পাইবে। (ইব্‌ন আবূ হাতিম)

وَالنَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدَانِ তৃণলতা ও বৃক্ষাদি মানিয়া চলে তাঁহারই বিধান।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ النجم। এর অর্থ কি এই ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে الشَّجَرُ। অর্থ কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ; ইহাতে সকলেই একমত।

ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, النجم। অর্থ যমীনে উৎপন্ন সর্বপ্রকার কাণ্ডহীন লতা-পাতা যাহা মাটিতে বিছাইয়া থাকে। হযরত

সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, সুদ্দী, সুফিয়ান সওরী এবং ইব্‌ন জারীর (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ النجم দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, নাজম নামক আকাশের একটি নক্ষত্র। হাসান এবং কাতাদা (র)-এর মতও ইহাই। আর এই মতটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। যেমন কুরআনের অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ

অর্থাৎ "তুমি কি দেখ নাই যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা আছে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, লতা, বৃক্ষ, চতুষ্পদ জন্তু ও অনেক মানুষ আল্লাহ্‌কে সিজদা করে?" এই আয়াতে نجوم বলিয়া আকাশের নক্ষত্রকে বুঝানো হইয়াছে।

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ অর্থাৎ 'তিনি আকাশকে সমুন্নত করিয়াছেন এবং মানদণ্ড তথা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।' যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাহাদিগের সংগে দিয়াছি কিতাব ও ন্যায় নীতি যাহাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।

তদ্রুপ আল্লাহ্ তা'আলা এইখানে বলিয়াছেন ঃ اَلاَّتَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ "যেন তোমরা মানদণ্ডে ভারসাম্য লংঘন না কর।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে হক ও ইনসাফের সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।

এই প্রসংগে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَتُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ 'ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না।" অর্থাৎ তোমরা ওজনে কম দিও না বরং ইনসাফ সহকারে ন্যায্য ওজন কায়েম কর।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ অর্থাৎ "এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন কর।"

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ "তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করিয়াছেন সৃষ্ট জীবের জন্য।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা একদিকে আকাশকে সমুন্নত করিয়াছেন; অপরদিকে পৃথিবীকে

নীচু করিয়া সমানভাবে বিছাইয়া দিয়া সুউচ্চ মজবুত পর্বতরাজি দ্বারা চাপ দিয়াছেন, যেন পৃথিবী টলিয়া না যায় এবং উহাতে বসবাসকারী সৃষ্ট জীবগণ সুখে-শান্তিতে বসবাস করিতে পারে। উল্লেখ্য যে, ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী যে কোন প্রকারের, যে কোন রং-রূপ, আকৃতি ও ভাষার প্রাণীকে أنام বলা হয়।

ইব্‌ন আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদা ও ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন ঃ انام অর্থ মাখলূক তথা সৃষ্ট জীব।

فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন রং-রূপ ও স্বাদ বিশিষ্ট ফলমূল এবং খর্জুর বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন; যাহার ফল আবরণ যুক্ত।

খর্জুর ফলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ উপকারী ও গুণাগুণ বিশিষ্ট হওয়ার কারণে খুর্জরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

اكمام শব্দটি كم -এর বহুবচন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) সহ অনেক মুফাস্‌সিরের মতে اكمام অর্থ সেই বহিরাবরণ, যাহা খর্জুর ইত্যাদি ফল গুচ্ছের উপরে থাকে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)..... শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন। শা'বী (র) বলেন ঃ একদা রূমের বাদশাহ কায়সর হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, আমার যেই দূত আপনার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে; তাহার নিকট আমি শুনিতে পাইলাম যে, আপনাদের দেশে এমন একটি বৃক্ষ আছে যাহার গুণাগুণ ও উপকারিতা অন্যান্য বৃক্ষের তুলনায় সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। যাহা মাটির ভিতর হইতে গাধার কানের ন্যায় বাহির হয়। অতঃপর ফাটিয়া গিয়া উহা মুতীর রূপ ধারণ করে। অতঃপর সবুজ রং ধারণ করিয়া যমরুদ পাথরের ন্যায় হইয়া যায়। তারপর লাল হইয়া লাল ইয়াকৃতের ন্যায় হইয়া যায়। অতঃপর পাকিয়া শুকাইয়া স্থানীয় লোকদিগের আহার্য বস্তু এবং মুসাফিরের জন্য পাথেয় রূপে পরিণত হয়। আমার দূতের এই রিপোর্ট যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এই গাছটি জান্নাতী বৃক্ষ।

এই পত্রের উত্তরে হযরত উমর (রা) লিখেন ঃ আল্লাহ্‌র বান্দা আমীরুল মু'মিনীন উমর ইব্‌ন খাত্তাবের নিকট হইতে রূমের বাদশাহ্ কায়সরের প্রতি। আপনার দূত যাহা বলিয়াছেন ঠিকই বলিয়াছেন। আমাদের দেশে এই ধরনের একটি বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে আছে। ইহা সেই বৃক্ষ যাহা হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের পর হযরত মরিয়ম (আ)-এর নিকট উৎপন্ন হইয়াছিল। অতএব, হে রূম সম্রাট! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ঈসা (আ)-কে খোদা মনে করিও না। কারণ ঃ

مَثَلُ عِيْسَى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ

অর্থাৎ ঈসার দৃষ্টান্ত হইল আদমের ন্যায়। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, হও, অতএব সে হইয়া গিয়াছে। ইহা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সত্য। অতএব তুমি সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

কেহ কেহ বলেন, খর্জুর বৃক্ষের মাথায় চামড়ার ন্যায় যেই পর্দা থাকে উহাকে اكمام বলা হয়। হাসান ও কাতাদা (র) এই অর্থ সমর্থন করিয়াছেন।

والْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ অর্থাৎ ফলমূল ইত্যাদির ন্যায় আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে খোসা বিশিষ্ট দানা এবং সুগন্ধ গুল্মও সৃষ্টি করিয়াছেন।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ عَصْفٌ অর্থ খড়কুটা।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, رَيْحَانٌ অর্থ সবুজ ফসলের সেই শুষ্ক পাতা; যাহার উপরাংশ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে।

কাতাদা, যাহ্হাক ও আবূ মালিক (র) বলেন ঃ رَيْحَانٌ অর্থ খড়কুটা।

ইব্ন আব্বাস (রা) এবং মুজাহিদ (র)সহ আরো অনেকে বলেন ঃ ريحان অর্থ পাতা। হাসান (র) বলেন, আমাদের দেশে রায়হান নামে প্রসিদ্ধ সেই বস্তুটি আয়াতের রায়হান দ্বারা উহাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সুগন্ধি।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) বলেন ঃ ريحان অর্থ সবুজ শস্য। আবার কেহ কেহ বলেন ঃ শস্যের সর্বপ্রথম যেই পাতা উৎপন্ন হয় উহাকে বলা হয় عَصْفٌ আর দানা বাহির হইয়া আসার পর বলা হয় رَيْحَانٌ

فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ অর্থাৎ– হে মানব ও জ্বিন জাতি! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার কোন্ অনুগ্রহ ও অবদানকে অস্বীকার করিবে? মুজাহিদ (র)সহ অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ করিয়াছেন।

অর্থাৎ হে মানব ও জ্বিন জাতি! তোমরা সর্বক্ষণ আপাদমস্তক আল্লাহ্র নিয়ামত ও অবদানের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছ। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যতীত তোমরা এক মুহূর্তও চলিতে পারো না। তাই তাঁহার কোন নিয়ামতকে অস্বীকার বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা তোমাদিগের জন্য সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে এই আয়াতটি শ্রবণ করিয়া জ্বিনরা তৎক্ষণাৎ এই বলিয়া উত্তর দিয়াছিল যে, اَللّٰهُمَّ وَلَابِشَيْءٍ مِنْهُمْ اٰلَائِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তোমার কোন অবদানকেই আমরা অস্বীকার করি না। তুমিই সকল প্রশংসার মালিক।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতের জবাবে বলিতেন ঃ لَا بِأَيِّهَا يَارَبِّ অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! তোমার কোন অবদানকেই আমি অস্বীকার করি না।

ইমাম আহমদ (র)....... আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) বলেন ঃ প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ আসার পূর্বে একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বায়তুল্লাহর দক্ষিণ পার্শ্বে সালাত আদায় করিতে দেখিয়াছি। সেই সালাতে তিনি فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ পাঠ করিতেছিলেন আর মুশরিকরা শুনিতেছিল।

(١٤) خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝

(١٥) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ۝

(١٦) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

(١٧) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝

(١٨) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

(١٩) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۝

(٢٠) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ۝

(٢١) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

(٢٢) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝

(٢٣) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

(٢٤) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝

(٢٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

১৪. মানুষকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন পোড়া মাটির মতো শুষ্ক মৃত্তিকা হইতে,

১৫. এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন নির্ধূম অগ্নি শিখা হইতে।

১৬. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

১৭. তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা।

১৮. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

১৯. তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া; যাহারা পরস্পর মিলিত হয়।

২০. কিন্তু উহাদিগের মধ্যে রহিয়াছে এক অন্তরাল; যাহা উহারা অতিক্রম করিতে পারে না।

২১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

২২. উভয় দরিয়া হইতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।

২৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

২৪. সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ অর্ণব পোতসমূহ তাঁহারই নিয়ন্ত্রণাধীন।

২৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি মানবজাতিকে পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা হইতে এবং জ্বিন জাতিকে নির্ধূম অগ্নি শিখা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

যাহ্হাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, مَارِجٍ مِّنْ نَّارٍ অর্থ অগ্নি শিখার অগ্রভাগ। ইকরিমা, মুজাহিদ, হাসান এবং ইব্ন যায়দ (র) এই অর্থটি সমর্থন করিয়াছেন।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, مَارِجٍ مِّنْ نَّارٍ অর্থ অগ্নিশিখা। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, مَارِجٍ مِّنْ نَّارٍ অর্থ খাঁটি আগুন। ইকরিমা, মুজাহিদ এবং যাহ্হাক (র) সহ আরো অনেকেই এই অর্থটি সমর্থন করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)........ হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "ফেরেশতাদিগকে নূর হইতে, জ্বিন জাতিকে অগ্নিশিখা হইতে এবং মানব জাতিকে সেই মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে; যাহার কথা কুরআনে বর্ণনা করা হইয়াছে।"

ইমাম মুসলিম (র) মুহাম্মদ ইব্ন রাফি ও আবদ ইব্ন হুমাইদ (র) হইতে এবং ইহারা দুইজন আব্দুর রায্যাক হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

فَبِاَىِّ الاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ "অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে?" এই আয়াতের ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত হইয়াছে।

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ "আল্লাহ্ তা'আলাই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা।"

শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যের উদয়াচল এবং অস্তাচল পরিবর্তিত হয়। আলোচ্য আয়াতে مَشْرِقَيْن বলিয়া এই শীত ও গ্রীষ্মের দুই উদয়াচল এবং مَغْرِبَيْن বলিয়া শীত ও গ্রীষ্মের দুই অস্তাচলকে বুঝানো হইয়াছে।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَلاَ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِب অর্থাৎ "আমি উদয়াচল ও অস্তাচল সমূহের রব-এর শপথ করিয়া বলিতেছি।" এই আয়াতে مَشَارِق (উদয়াচল) ও مَغَارِب (অস্তাচল) শব্দ দুইটি বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে। কারণ, সূর্য সবসময় একই স্থান হইতে উদিত হয় না এবং একই স্থানে অস্ত যায় না। বরং স্থান পরিবর্তন করিয়া এক এক দিন এক এক স্থান হইতে উদিত হয় ও এক এক স্থানে অস্ত যায়।

আর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلاً অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা উদয়াচল ও অস্তাচলের নিয়ন্তা। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। অতএব তুমি তাঁহাকে নিজের কর্মবিধায়ক রূপে গ্রহণ কর।

এইখানে مشرق ও مغرب দ্বারা মূল উদয়াচল ও অস্তাচলকে বুঝানো হইয়াছে। তাহা একটি না-কি একাধিক উহা বলা হয় নাই।

এখন যেহেতু সূর্য উদয় ও অস্তের জায়গা বিভিন্ন হওয়ার মধ্যে মানব ও জ্বিন জাতির নানাবিধ কল্যাণ ও উপকার নিহিত; তাই পরক্ষণে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেনঃ

فَبِاَيِّ الاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অবদান অস্বীকার করবে?

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ "তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া; যাহারা পরস্পর মিলিত হয়।"

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আয়াতে مَرَجَ অর্থ ارسل। অর্থাৎ প্রবাহিত করিয়াছেন।

يَلْتَقِيَانِ এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা দুই দরিয়ার মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করিয়া একটির সহিত আরেকটির মিলিত হওয়ার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

দুই সমুদ্র দ্বারা উদ্দেশ্য হইল; মিঠা পানির সমুদ্র ও লবণাক্ত পানির সমুদ্র। এই দুই সমুদ্র পাশাপাশি প্রবহমান হওয়া সত্ত্বেও একটির লবণাক্ত পানি অপরটির মিঠা পানির সহিত মিশিয়া বা মিঠা পানি লবণাক্ত পানির সহিত মিশিয়া একটি অপরটির স্বাদ বিনষ্ট করিতে পারে না। দুইয়ের মধ্যে রহিয়াছে এমন একটি অন্তরাল যাহা কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। প্রত্যেকেই আপন আপন সীমানায় প্রবাহিত। সূরা ফুরকানের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় এই প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَّجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا

ইব্ন জারীর (র) বলেন, দুই সমুদ্র দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, এক সমুদ্র আকাশের ও এক সমুদ্র পৃথিবীর। মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আতিয়া ও ইব্ন আবযা (র) হইতেও এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই মতের সপক্ষে ইব্ন জারীরের যুক্তি হইল এই যে, তিনি বলেন, আকাশের পানি এবং পৃথিবীর সমুদ্রের ঝিনুকের সম্মিলনে মনি-মুক্তার জন্ম নেয়। অতএব এইখানে দুই সমুদ্র দ্বারা আকাশের সমুদ্র আর পৃথিবীর সমুদ্রকেই বুঝিতে হইবে।

কিন্তু ইব্ন জারীর (র) যেই যুক্তি পেশ করিয়াছে উহা সঠিক হইলেও তিনি بَحْرَيْنِ দুই সমুদ্র এবং যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন উহা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এই আয়াতের পরেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّايَبْغِيَانِ অর্থাৎ দুই দরিয়ার মাঝে আল্লাহ্ তা'আলা এমন একটি অন্তরাল ও অনতিক্রম্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছেন; যাহার ফলে একটির পানি অপরটির পানির সহিত মিশিয়া কেহ কাহারো গুণাগুণ নষ্ট করিতে না পারে। কিন্তু আকাশ ও যমীনের মাঝে যেই ব্যবধান রহিয়াছে উহাকে بَرزَخ (অন্তরাল) বা حِجرا مَحجورا (অনতিক্রম্য ব্যবধান) বলা হয় না। অতএব বাধ্য হইয়াই বলিতে হয় যে, দুই সমুদ্র দ্বারা আকাশ ও যমীনের দুই সমুদ্র নয়– বরং পৃথিবীর সুমিষ্ট ও লোনা পানি যুক্ত দুই পাশাপাশি প্রবহমান দুই সমুদ্র উদ্দেশ্য।

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ উভয় দরিয়া হইতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।

আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই নহে যে, মিঠা ও লোনা পানির উভয় দরিয়া হইতে মুক্তা ও প্রবাল উৎপন্ন হয়– বরং আয়াতের অর্থ হইল দুই দরিয়ার যে কোন একটি হইতে মুক্তা ও প্রবাল উৎপন্ন হয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জ্বিন ও মানব উভয় জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ

يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ অর্থাৎ হে জ্বিন ও মানব জাতি! তোমাদিগের নিকট কি তোমাদিগের হইতে বিভিন্ন রাসূল আগমন করেন নাই?

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল আসিয়াছেন কিনা মানব ও জ্বিন উভয় জাতিকে সম্বোধন করিয়া এই প্রশ্নটি করিয়াছেন। অথচ যুগে যুগে মানুষের মধ্য হইতেই নবী আসিয়াছেন-জ্বিনদের মধ্য হইতে কোন নবী আগমন করেন নাই। সুতরাং এই আয়াতের অর্থ হইবে, হে মানব ও জ্বিন জাতি! তোমাদিগের কোন এক জাতির মধ্য হইতে কি রাসূল আগমন করেন নাই?

لُؤْلُؤْ অর্থ মুতি বা মুক্তা ইহা আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু مَرْجَانِ এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। মুজাহিদ, আবূ রযীন ও যাহ্হাক (র) বলেন ঃ مَرْجَانِ অর্থ ছোট মুক্তা। কেহ বলেন, বড় ও ভালো মুক্তাকে مَرْجَانِ বলা হয়।

কেহ বলেন, مَرْجَانِ অর্থ লাল বর্ণের মুক্তা। সুদ্দী (র) যথাক্রমে আবূ মালিক, মাসরূক ও আব্দুল্লাহ্ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ (র) বলেন ঃ লাল বর্ণের এক প্রকার মূল্যবান পাথরকে مَرْجَانِ বলা হয়।

এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا অর্থাৎ লোনা পানি ও মিঠা পানির উভয় সমুদ্র হইতে তোমরা তাজা গোশ্ত (মাছ) ভক্ষণ কর এবং পরিমেয় অলংকার সংগ্রহ কর। উল্লেখ্য যে, মাছ লোনা ও মিঠা উভয় সমুদ্রেই পাওয়া যায়। আর মনি, মুক্তা, প্রবাল ইত্যাদি শুধুমাত্র মিঠা পানিতেই জন্ম নেয়।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ বৃষ্টির যেই ফোঁটাটি সরাসরি ঝিনুকের মুখে পতিত হয়; উহা মুক্তা হইয়া যায়। ইকরিমা (র) এই কথাটি সমর্থন করিয়া আরো বলেন ঃ আর ঝিনুকের মুখে পতিত না হলে উহা দ্বারা মিশ্ক আম্বর তৈরি হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আকাশ হইতে যখন বৃষ্টি বর্ষিত হয় তখন সমুদ্রের ঝিনুকগুলি হা করিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া থাকে। তাহাতে বৃষ্টির যেই ফোঁটাটি ঝিনুকের মুখে পতিত হয় উহা মুক্তা হইয়া যায়। এই হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ। এইসব নিয়ামতের কথা উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَبِاَىِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অবদান অস্বীকার করবে?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاٰتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلاَمِ "সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ অর্ণব পোতসমূহ তাঁহারই নিয়ন্ত্রণাধীন।"

আলোচ্য আয়াতে الجوار। আরবী جارية এর বহুবচন। অর্থ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌকা বা জাহাজ।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ পাল তোলা নৌকা বা জাহাজকে আরবীতে مُنْشَاٰتُ বলা হয় আর যাহার পাল নাই তাহা مُنْشَاٰتُ নহে।

কাতাদা (র) বলেন اَلْمُنْشَاٰتُ অর্থ اَلْمَخْلُوْقَاتُ অর্থাৎ– যাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অনেকে বলেন ঃ اَلْمُنْشَاٰتُ অর্থ اَلْبَارِئَاتُ অর্থাৎ– যাহা দূর হইতে দেখা যায়।

পাহাড়ের ন্যায় বড় ও উঁচু উঁচু এই জাহাজগুলি হাজার হাজার মন বাণিজ্য পণ্য ও খাদ্যদ্রব্য এবং অসংখ্য মানুষ বহন করিয়া এক দেশ হইতে আরেক দেশে লইয়া যায়। যা মানব জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। ইহাও আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ একটি নিয়ামত ও অবদান। তাই আল্লাহ্ তা'আলা সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ করাইয়া বলিতেছেন ঃ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অবদান অস্বীকার করবে?

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......... আমরা ইব্‌ন মুওয়াইদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমরা ইব্‌ন সুওয়াইদ (র) বলেন ঃ একদিন আমি হযরত আলী (রা)-এর সহিত ফুরাতের তীরে বসিয়া ছিলাম। ইত্যবসরে দেখিতে পাইলাম যে, বিরাট একটি জাহাজ পাল তুলিয়া আমাদের দিকে আসিতেছে। দেখিয়া হযরত আলী (রা) দুই হাত প্রসারিত করিয়া ইশারা করিয়া বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ। অতঃপর তিনি বলিলেন, "সেই মহান সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি; যিনি পর্বত প্রমাণ জাহাজগুলিকে সমুদ্রে চালু করিয়াছেন, আমি হযরত উসমান (রা)-কে হত্যা করি নাই এবং তাঁহার হত্যার ব্যাপারে আমি কোন সহযোগিতাও করি নাই।"

(২৬) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝

(২৭) وَّ يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۝

(২৮) فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(২৯) يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ۝

(৩০) فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

২৬. ভূপৃষ্ঠে যাহা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর।

২৭. অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা যিনি মহিমময়, মহানুভব।

২৮. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অবদান অস্বীকার করবে?

২৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা আছে সকলেই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে; তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত।

৩০. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুবরণ করিবে এবং প্রতিটি বস্তুই ধ্বংস হইয়া যাইবে। অনুরূপভাবে আকাশমণ্ডলীতে যাহারা আছে; তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা অবিনশ্বর চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব কখনো তাঁহার মৃত্যু হইবে না।

কাতাদা (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম জগত সৃষ্টির সংবাদ দিয়াছেন। তারপর বলিয়াছেন যে, জগতের সবকিছুই একদিন ধ্বংস হইয়া যাইবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণিত একটি দোয়া এইরূপ ঃ

يَاحَىُّ يَا قَيُّوْمُ يَابَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لَنَا شَانَنَا كُلَّهُ وَلَاتَكِلْنَا اِلٰى اَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّلَا اِلٰى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ

অর্থাৎ- "হে চিরঞ্জীব, স্বাধিষ্ঠ বিশ্বধাতা, হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, হে মহিমময়, মহানুভব! তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তোমারই দয়ার উসিলায় আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদের সকল কাজ তুমি সমাধা করিয়া দাও। আমাদিগকে এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের হাতে কিংবা তোমার অন্য কোন সৃষ্টির হাতে সোপর্দ করিও না।"

শা'বী (র) বলেন ঃ যদি كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ তিলাওয়াত কর; তাহা হইলে وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ তিলাওয়াত না করিয়া ক্ষান্ত হইও না।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ অর্থাৎ "প্রতিটি বস্তুই ধ্বংস হইয়া যাইবে। কেবল আল্লাহ্ তা'আলাই চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবেন।"

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আত্মপ্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি মহিমময় ও মহানুভব। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র সত্তা যাঁহাকে সসম্মানে মান্য করা হইবে- অবাধ্যতা করা যাইবে না এবং তাঁহার বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করিতে হইবে- বিরুদ্ধাচরণ করা যাইবে না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ

"তুমি নিজকে ধৈর্য সহকারে রাখিবে উহাদিগের সংগে, যাহারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে উহাদিগের প্রতিপালককে তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।"

অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ "আমরা তো তোমাদিগকে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আহার দান করি।"

আলোচ্য আয়াতের সারকথা হলো, পৃথিবীর সকলেই একদিন মৃত্যুবরণ করিয়া পরকালে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে চলিয়া যাইবে। সেইখানে মহিমময় ও মহানুভব আল্লাহ্ তা'আলা ইনসাফের সহিত সকলের মাঝে মীমাংসা করিবেন। এই কথাটি ঘোষণা করিয়া অতঃপর তিনি বলিতেছেন ঃ

فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

يَسْئَلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা আছে সকলেই তাহার নিকট প্রার্থনা করে। প্রত্যহ তিনি গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত।"

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি সৃষ্টির কাহারো কাছে মুখাপেক্ষী নহেন। কিন্তু সকলেই প্রতিনিয়ত তাঁহার মুখাপেক্ষী, সকলেই আচরণে হোক আর উচ্চারণে হোক তাঁহার কাছে প্রার্থনা করে আর তিনি প্রার্থনাকারীদেরকে অকাতরে দান করেন। অভাবী ও অসহায়কে স্বচ্ছলতা ও সহায় দান করেন, বিপদাপদ হইতে মুক্তি দেন এবং অসুস্থকে সুস্থতা দান করেন ইত্যাদি।

ইব্ন আবূ নাজীহ (র)... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিদিন আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেন, মানুষের বিপদাপদ দূর করেন, অভাবীর অভাব দূর করেন ও মানুষের গুনাহ মাফ করেন।

কাতাদা (র) বলেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী। তিনি জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান, তিনি ছোটকে লালন-পালন করিয়া বড় করেন, বন্দীদেরকে তিনিই মুক্তিদান করেন। মোটকথা, তিনিই সৎকর্মপরায়ণদের অভাব-অভিযোগ পূরণের একমাত্র ভরসা ও শেষ আশ্রয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......... সুওয়ায়দ ইব্ন হুবলা ফাযারী (র) হইতে বর্ণনা করেন। সুওয়ায়দ ইব্ন হুবলা (র) বলেন, তোমাদিগের প্রতিপালক প্রতিদিনই গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত আছেন। তিনি কয়েদীকে মুক্তি দান করেন, প্রার্থনাকারীকে দান করেন এবং অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করেন।

ইব্ন জারীর (র)......... আব্দুল্লাহ ইব্ন মুনীব আয়দী (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুনীব ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যহ যেই কার্যে রত থাকেন উহা কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "প্রত্যহ তিনি মানুষের গুনাহ মাফ করেন, বিপদাপদ দূর করেন এবং কাহারো উত্থান ঘটান আবার কাহারো ঘটান পতন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... হযরত উম্মে দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত উম্মে দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ (প্রত্যহ তিনি গুরুত্বপূর্ণ কার্যেরত) ইহার অর্থ হইল, "আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যহ মানুষের গুনাহ মাফ করেন, বিপদাপদ দূর করেন এবং কোন জাতির উত্থান ঘটান আর কারো ঘটান পতন।"

ইব্ন আসাকির (র).... হিশাম ইব্ন আম্মার (রা) হইতে বিভিন্ন সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

বাযযার (র).......... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ (আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত থাকেন।) -এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ "তিনি মানুষের গুনাহ মাফ করেন ও বিপদাপদ দূর করেন।"

ইব্ন জারীর (র).......... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সাদা মুক্তা দ্বারা লাওহে মাহফুজ তৈয়ার করিয়াছেন। উহার দুই মলাট লাল ইয়াকূত আর কলম ও কিতাব নূরের তৈয়ারী। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার শূন্যস্থান পরিমাণ হইল উহার প্রস্থ। আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিদিন তিনশত ষাটবার উহা পরিদর্শন করেন। প্রত্যেক পরিদর্শনের সময় তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাহাকে ইচ্ছা জীবন দান করেন, যাহাকে ইচ্ছা মৃত্যু দেন। কাউকে সম্মানিত করেন আর কাউকে করেন অপমানিত। সর্বোপরি আরো যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।

(٣١) سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۝

(٣٢) فَبِاَیِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(٣٣) يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۭ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۝

(٣٤) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(٣٥) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۝

(٣٦) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৩১. হে মানুষ ও জ্বিন! আমি শীঘ্রই তোমাদিগের প্রতি মনোনিবেশ করিব।

৩২. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৩৩. হে জ্বিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করিতে পার, অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তাহা পারিবে না শক্তি ব্যতিরেকে।

৩৪. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৩৫. তোমাদিগের প্রতি প্রেরিত হইবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

৩৬. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

তাফসীর ঃ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ 'হে মানুষ ও জ্বিন! শীঘ্রই আমি তোমাদিগের জন্য অবসর গ্রহণ করিব (তোমাদিগের প্রতি মনোনিবেশ করিব)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দা মানুষ ও জ্বিন জাতিকে হুমকি দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা কখনো ব্যস্ত থাকেন না– সর্বদাই তিনি অবসর। যাহ্হাক (র)-এর মতও এইরূপ।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন ঃ سَنَفْرُغُ অর্থ سَنَقْضِى لَكُمْ অর্থাৎ– শীঘ্রই আমি তোমাদিগের ব্যাপারে মীমাংসা করিব।

ইমাম বুখারী (র)-এর মতে এই আয়াতের অর্থ হইল, শীঘ্রই আমি তোমাদিগের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করিব, তখন আমি অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকিব না। অর্থাৎ– অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে তোমাদের হিসাব নেওয়া হইবে। তখন আর আমি অন্য কোন কাজ করিব না।

উল্লেখ্য যে, আরবী ভাষার বাক-রীতি অনুযায়ী কথাটি এইভাবে বলা হইয়াছে। যেমন একজন অবসর ব্যক্তি রাগ করিয়া বলিয়া থাকে যে, لَاَ تَفْرُغَنَّ لَكَ অর্থাৎ আচ্ছা

একটু অবসর হইয়া নেই। তখন দেখাব মজাটা। অথচ তখন তার কোন ব্যস্ততা নাই। আবার যেমন বলা হয় لَاَخْذَنَّكَ عَلٰى غِرَّتِكَ অর্থাৎ সুযোগ মত তোমাকে দেখিয়া ছাড়িব।

আলোচ্য আয়াতে ثَقَلاَنِ দ্বারা মানব ও জ্বিন জাতি উদ্দেশ্য। যেমন সহীহ্ হাদীসে বলা হইয়াছে যে,

يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْئٍ اِلاَّ الثَّقَلَيْنِ অর্থাৎ ছাকালায়ন তথা মানব ও জ্বিন জাতি ব্যতীত সব কিছুই উহা শুনিতে পায়।

অন্য এক বর্ণনায় ছাকালায়ন-এর পরিবর্তে বলা হইয়াছে ঃ لاَيَسْمَعُهُ الاِنْسُ وَالْجِنُّ অর্থাৎ মানব ও জ্বিন জাতি ব্যতীত সকলেই উহা শুনিয়া থাকে।

সূর তথা শিংগা সম্পর্কিত হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ اَلثَّقَلاَنِ الاِنْسِ وَالْجِنُّ অর্থাৎ ছাকালায়ন তথা মানব ও জ্বিন জাতি।

فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لاَتَنْفُذُوْنَ اِلاَّ بِسُلْطَانٍ-

"হে জ্বিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা যদি তোমরা অতিক্রম করিতে পার, অতিক্রম কর। কিন্তু তোমরা পারিবে না শক্তি ব্যতিরেকে।"

অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্দেশ ও নিয়ম-নীতি লংঘন করিয়া তোমরা পলায়ন করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের সকলকেই বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন। তোমাদিগের ব্যাপারে তিনি যেই ফয়সালা দিবেন তোমরা উহা অমান্য করিয়া উহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না এবং তাঁহার ফয়সালা অগ্রাহ্য করিয়া গা বাঁচাইয়া পলায়ন করিতে পারিবে না। যেইখানেই যাইবে তাঁহারই বেষ্টনীতে আবদ্ধ থাকিতে হইবে।

বস্তুত ময়দানে মাহশারের এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইবে। ফেরেশ্তাগণ চতুর্দিক হইতে সমস্ত সৃষ্ট জীবকে ঘিরিয়া রাখিবে। প্রত্যেক দিকে ফেরেশ্তাদের সাতটি করিয়া সারি থাকিবে। ফলে কেহই আল্লাহর নির্দেশ বা অনুমোদন ব্যতীত কোন নড়াচড়া করিতে পারিবে না। আলোচ্য আয়াতে سُلْطَانٍ অর্থ আল্লাহর নির্দেশ বা অনুমোদন। কিয়ামত দিবসের অবস্থা সম্পর্কেও এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ كَلاَّ لاَوَزَرَ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمُسْتَقَرُّ অর্থাৎ "সেইদিন মানুষ বলিবে, আজ পালাইবার স্থান কোথায়? না কোন আশ্রয়স্থল নাই! সেই দিন ঠাঁই হইবে তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট।"

অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ - مَالَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ - كَاَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا اُوْلٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ -

অর্থাৎ "যাহারা মন্দ কাজ করে তাহাদিগের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং তাহাদিগকে হীনতা আচ্ছন্ন করিবে, আল্লাহ হইতে উহাদিগের রক্ষা করিবার কেহ নাই। উহাদিগের মুখমণ্ডল যেন রাত্রির অন্ধকার আস্তরণে আচ্ছাদিত। উহারা অগ্নির অধিবাসী, সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ অর্থাৎ "তোমাদিগের প্রতি প্রেরিত হইবে অগ্নিশিখা ও ধুম্রপুঞ্জ। তখন তোমরা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।"

আলোচ্য আয়াতের شُوَاظٌ এর অর্থ কি, এই ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, অগ্নিশিখা, বা ধোঁয়া। মুজাহিদ (র) বলেন, আগুন হইতে বিচ্ছিন্ন সবুজ বর্ণের অগ্নি শিখা। আবূ সালিহ (র)-এর মতে আগুনের উপরে এবং ধোঁয়ার নীচে যেই শিখা দেখা যায় উহা। যাহ্হাক (র) বলেন, অগ্নিপ্রবাহ।

نُحَاسٌ আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, نُحَاسٌ অর্থ আগুনের ধোঁয়া। আবূ সালিহ সায়ীদ ইব্ন জুবাইর এবং আবূ সিনান (র) হইতেও এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ আরবরা ধোঁয়াকে نُحَاسٌ বলেন।

তিবরানী (র) বর্ণনা করেন যে, নাফি ইব্ন আযরাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, شُوَاظٌ এর অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ شُوَاظٌ অর্থ ধুম্রবিহীন অগ্নিশিখা। তারপর نُحَاسٌ এর অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন نُحَاسٌ অর্থ সেই ধোঁয়া যাহার কোন শিখা নাই।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ نُحَاسٌ অর্থ গলিত তাম্র, যাহা জাহান্নামীদের মাথায় ঢালা হইবে। কাতাদা আর যাহ্হাক (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

মোটকথা আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ কিয়ামতের দিন যদি তোমরা পলায়ন করিতে চাও, তাহা হইল আমার ফেরেশ্তা ও প্রহরীগণ অগ্নিশিখা এবং গলিত তাম্র নিক্ষেপ করিয়া তোমাদিগকে ফিরাইয়া রাখিবে। পলায়ন করিবার কোন সুযোগ তোমরা পাইবে না।

তাই পরক্ষণে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَلَا تَنْتَصِرَانِ অর্থাৎ তোমরা সেই অগ্নিশিখা ও তা গলিত তাম্র প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ সুতরাং "তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?"

(٣٧) فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۚ

(٣٨) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

(٣٩) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ۚ

(٤٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

(٤١) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ۚ

(٤٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

(٤٣) هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ۘ

(٤٤) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ ۚ

(٤٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۚ

৩৭. যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হইবে সেইদিন উহা রক্ত রঙে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করিবে;

৩৮. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৩৯. সেই দিন না মানুষকে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে, না জ্বিনকে।

৪০. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৪১. অপরাধীদিগের পরিচয় পাওয়া যাইবে তাহাদিগের চেহারা হইতে, উহাদিগকে পাকড়াও করা হইবে পা ও মাথার ঝুঁটি ধরিয়া।

৪২. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৪৩. ইহাই সেই জাহান্নাম যাহা অপরাধীরা অবিশ্বাস করিত।

৪৪. উহারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করিবে।

৪৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে ?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, "যেই দিন আকাশ ফাটিয়া যাইবে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) সেই দিন উহা রক্ত-রঙে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করিবে। আকাশ ফাটিয়া যাওয়ার কথা আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের আরো অনেক জায়গায় উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন ঃ

وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ "এবং (কিয়ামতের দিন) আকাশ বিদীর্ণ হইয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে।"

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَٰئِكَةُ تَنْزِيلًا "যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জ সহ বিদীর্ণ হইবে এবং ফিরিশতাদিগকে নামাইয়া দেওয়া হইবে।"

اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ "যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে ও তাহার প্রতিপালকের আদেশ পালন করিবে এবং উহাই তাহার করণীয়।"

فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ "আকাশ (বিদীর্ণ হইয়া) রক্ত রঙে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করিবে।" অর্থাৎ সোনা-রূপা যেমন গলিয়া যায়, তেমনি আকাশমণ্ডলী গলিয়া কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতার কারণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গলিয়া বিভিন্ন রং ধারণ করিবে। কখনো লাল, কখনো হলুদ, কখনো নীল, কখনো সবুজ।

ইমাম আহমদ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন মানুষকে (হাশর ময়দানে) উঠানো হইবে। তখন আকাশ হালকা বৃষ্টির ন্যায় তাহাদিগের উপর বর্ষিত হইতে থাকিবে।"

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ الدهان। অর্থ লাল চামড়া। আবূ কুদাইনা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, الدهان। অর্থ গোলাপী ঘোড়া। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গোলাপী ঘোড়ার রং ধারণ করিবে।

আবূ সালিহ (র) বলেন ঃ আকাশ প্রথমে গোলাপী ঘোড়ার রং ধারণ করিবে। অতঃপর লাল হইয়া যাইবে। বগবী (র) সহ অনেকে বলেন ঃ গোলাপী ঘোড়া বসন্তকালে হলুদ, শীতকালে লাল রং এবং তীব্র শীতের সময় ধূসর রং ধারণ করে।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আকাশ বিদীর্ণ হইয়া বিভিন্ন রং ধারণ করিবে। মুজাহিদ (র) বলেন كَالدِّهَانِ অর্থ كَالْوَانِ الدِّهَانِ অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হইয়া চামড়ার রং-এর ন্যায় রূপ ধারণ করিবে।

আতা খুরাসানী (র) বলেন ঃ আয়াতের অর্থ হইল কিয়ামতের দিন আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গোলাপ তৈলের রং ধারণ করিবে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ এখন আকাশের রং সবুজ। কিন্তু কিয়ামতের দিন উহা লালচে বর্ণ হইয়া যাইবে।

ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ কিয়ামতের দিন আকাশ জাহান্নামের তাপে বিগলিত তৈলের রূপ ধারণ করিবে।

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَلَا جَانٌّ "যেই দিন না মানুষকে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে না জ্বিন্‌কে।"

যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ "ইহা এমন একদিন যেই দিন কাহারো বাকস্ফূর্তি হইবে না এবং তাহাদিগকে অপরাধ স্খলনের অনুমতি দেওয়া হইবে না।" এই দুই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কিয়ামতে কাউকে কোন অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে না। কিন্তু অন্য আয়াত দ্বারা ইহার বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ "তোমার প্রতিপালকের শপথ! আমি অবশ্যই তাহাদিগকে তাহাদিগের সকলকে কৃতকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিব।"

ইহার জবাব এই যে, উভয় কথাই সঠিক। জিজ্ঞাসাবাদ করা এক সময়ের ঘটনা আর না করা আরেক সময়ের ঘটনা। অর্থাৎ প্রথমে প্রত্যেককে নিজ নিজ কৃতকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া মুখে মোহর করিয়া দেওয়া হইবে। তখন হাত ও পা তাহাদিগের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন কাউকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইবে না যে, তুমি কি এই কাজটি করিয়াছ? কারণ উহা করিয়াছে কি না তাহাদিগের অপেক্ষা আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন। তবে এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, এই কাজটি কেন করিয়াছ? এই কাজটি কেন করিয়াছ?

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ফেরেশ্‌তাগণ অপরাধীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে না বরং লক্ষণ দেখিয়াই ফেরেশ্‌তারা অপরাধীদেরকে চিনিতে পারিবে। অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের পর যখন অপরাধীদের সম্পর্কে জাহান্নামের নির্দেশ দেওয়া হইবে; তখন ফেরেশ্‌তারা তাহাদিগকে তাহাদিগের অপরাধ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসা

করিবে না বরং হাঁকাইয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাইবে। তখন অপরাধ সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হইবে না। লক্ষণ দেখিয়াই ফেরেশ্তারা তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمَاهُمْ "অপরাধীদিগকে লক্ষণ দ্বারা চিনা যাইবে।"

হাসান ও কাতাদা (র) বলেন ঃ ফেরেশ্তাগণ অপরাধীদের কালো চেহারা ও নীল চক্ষু দেখিয়া চিনিতে পারিবে। ইহা ঠিক তেমন যেমন মু'মিনদিগকে কপালের ও ওযূর অংগসমূহের উজ্জ্বলতা দেখিয়া চিনা যাইবে।

فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ وَالْاَقْدَامِ অর্থাৎ প্রহরী ফেরেশ্তাগণ অপরাধীদের কপাল ও মাথা একত্রিত করিয়া উহাদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবে।

আ'মাশ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, লাকড়ী যেমন ধরিয়া চুলায় নিক্ষেপ করা হয়, তেমনি অপরাধীদিগের কপাল ও পায়ে ধরিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

যাহ্হাক (র) বলেন ঃ অপরাধীদিগের পিছন হইতে শিকল দ্বারা কপাল ও দুই পা একত্রিত করিয়া বাঁধিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। সুদ্দী (র) বলেন ঃ কাফিরদের কপাল ও দুই পা একত্রিত করিয়া কপালকে পায়ের সহিত বাঁধা হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... কিন্দার অধিবাসী জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যে, কিন্দার সেই লোকটি বলেন ঃ আমি একদিন হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট গিয়া পর্দার আড়াল হইতে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছেন যে, এমন একটি সময় আসিবে যখন তিনি কাহারো জন্য কোন সুপারিশ করিতে পারিবেন না? উত্তরে মা আয়িশা (রা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ, একদিন আমি ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক কাপড়ে আচ্ছাদিত ছিলাম। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ "হ্যাঁ, যখন জাহান্নামের উপর পুলসিরাত রাখা হইবে তখন আমার কাহারো জন্য সুপারিশ করার অধিকার থাকিবে না। যতক্ষণ না আমি জানিতে পারিব যে, আমাকে কোথা লইয়া যাওয়া হইতেছে। আর সেই দিন একদল লোকের চেহারা উজ্জ্বল এবং একদল লোকের চেহারা কালো হইয়া যাইবে, সেইদিনও আমি কাহারো জন্য সুপারিশ করিবার অধিকার পাইব না। যতক্ষণ না আমি জানিতে পারিব যে, আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইবে। আর যখন তরবারীর ন্যায় ধারালো এবং জ্বলন্ত অংগারের ন্যায় গরম পুলসিরাত অতিক্রম করা হইবে, তখন আমার কাহারো জন্য সুপারিশ করিবার অধিকার থাকিবে না। ঈমানদারগণ তো সেই দিন নির্বিঘ্নে উহা পার হইয়া যাইবে। কিন্তু মুনাফিকরা চলিতে চলিতে পুলসিরাতের মধ্যখানে পৌঁছার পর তাহাদিগের পা ফসকে যাবে। তৎক্ষণাৎ সে মাথা ঝুঁকিয়া দুই হাত পায়ের কাছে নিয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া

হযরত আয়িশা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখিয়াছ যে, খালি পায়ে পথ চলার কারণে যাহার পাঁয়ে কাটা বিঁধিল এবং ব্যথায় পাইলে সে তৎক্ষণাৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাত পায়ের কাছে লইয়া যায়? আয়িশা (রা) বলেন, তখন ফেরেশ্‌তাগণ ছোঁ মারিয়া উহাদের কপাল ও দুই পা ধরিয়া জাহান্নামে ফেলিয়া দিবে। তখন তাহারা পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত জাহান্নামের তলদেশে গড়াইয়া পড়িতে থাকিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই জাহান্নামীরা কতটুকু ভারী হইবে? উত্তরে তিনি বলিলেন, "দশটি মোটা তাজা গর্ভবতী উষ্ট্রী যতটুকু ভারী একজন জাহান্নামী ততটুকু ভারী হইবে। সেইদিন লক্ষণ দেখিয়া চিনিয়া জাহান্নামীদিগকে কপালে ও পায়ে ধরিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।"

এই হাদীসটি নিতান্ত গরীব বলিয়া বিবেচিত। ইহার সনদের একজন রাবী এমন আছেন, যাহার নাম উল্লেখ করা হয় নাই। আর এই ধরনের হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না।

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদিগকে অবজ্ঞা করিয়া বলা হইবে যে, তোমরা যেই জাহান্নামের অস্তিত্বকে অস্বীকার করিতে; উহাই এখন তোমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত। উহাকেই এখন তোমরা স্বচক্ষে দেখিতেছ।।

يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ জাহান্নামীরা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝে ছুটাছুটি করিবে।" অর্থাৎ জাহান্নামীদিগকে কখনো আগুন দ্বারা, কখনো বা ফুটন্ত পানি দ্বারা শাস্তি দেওয়া হইবে। حَمِيْمٌ গলিত তাম্রের ন্যায় এক ধরনের পানীয়, যাহা পান করিলে নাড়ি-ভুঁড়ি ফাটিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِذِ الْاَغْلَالُ فِىْ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُوْنَ فِى الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ -

অর্থাৎ "যখন উহাদিগের গলায় গলাবদ্ধ এবং পায়ে বেড়ী পরাইয়া (প্রথমে) ফুটন্ত পানিতে লইয়া যাওয়া হইবে। অতঃপর জাহান্নামের অগ্নিতে দগ্ধ করা হইবে।"

اٰنٍ অর্থ এমন প্রচণ্ড গরম যাহা সহ্য করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ حميم اٰنٍ অর্থ সীমাহীন ফুটন্ত ও প্রচণ্ড গরম পানি। মুজাহিদ, সায়ীদ ইব্‌ন জুবায়র, যাহ্‌হাক, হাসান, সওরী এবং সুদ্দী (র) এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

হযরত কাতাদা (র) বলেন, আকাশ-যমীন সৃষ্টির সূচনা হইতে এই পানি ফুটানো হইতেছে।

মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব কুরাবী (র) বলেন ঃ গুনাহগার মানুষদেরকে কপালের ঝুঁটি ধরিয়া নাড়া দিয়া ফুটন্ত পানির মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে। ইহাতে তাহার দেহের সমস্ত গোশ্ত খসিয়া পড়িয়া যাইবে। শুধুমাত্র হাড্ডি ও দুই চক্ষু অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ অর্থাৎ "জাহান্নামীদিগকে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হইতে পান করান হইবে।"

এখন যেহেতু অপরাধীদেরকে শাস্তি দেওয়া এবং সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কার প্রদান করা এবং জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ এক নিয়ামত ও অনুগ্রহ। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে?

(٤٦) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ۚ

(٤٧) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۙ

(٤٨) ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ۚ

(٤٩) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

(٥٠) فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ۚ

(٥١) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

(٥٢) فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ۚ

(٥٣) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

৪৬. আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে; তাহার জন্য রহিয়াছে দুইটি উদ্যান।

৪৭. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৪৮. উভয়ই বহু শাখা পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ।

৪৯. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৫০. উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ।

৫১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৫২. উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার।

৫৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

তাফসীর ঃ ইব্‌ন শাওয়াব ও আতা খুরাসানী (র) বলেন وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ এই আয়াতটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইবন আবূ হাতিম (র)..... আতিয়্যা ইব্‌ন কায়স (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, যেই ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে বলিয়াছিল যে, আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমাকে আগুনে পুড়িয়া ফেলিও যেন আমি আল্লাহ্কে খুঁজিয়া না পাই। এই কথাটি বলার পর লোকটি একদিন একরাত তওবা করিয়া মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার তাওবা কবুল করিয়া তাঁহাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।

তবে বিশুদ্ধ মতে এই আয়াতটি বিশেষ ভাবে কাহারো সম্পর্কে নাযিল হয় নাই বরং যাহার মধ্যে এই গুণ পাওয়া যাইবে তাহাকেই এই ধরনের পুরস্কার দেওয়া হইবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) সহ অনেকের মতও ইহাই।

সারকথা, আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, প্রবৃত্তি হইতে নিজকে বিরত রাখে, প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে, পার্থিব জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য না দেয়, এবং আখিরাতের জীবনই সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী; এই বিশ্বাস রাখিয়া আল্লাহর ফরযসমূহ যথাযথভাবে আদায় করে ও তাঁহার নিষিদ্ধ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দুইটি জান্নাত দান করিবেন।

ইমাম বুখারী (র) .....আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কায়স (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কায়স (র) বলেন, ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "দুইটি জান্নাত হইবে রৌপ্যের তৈরি এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু থাকিবে সবই হইবে রৌপ্য নির্মিত। আর দুইটি জান্নাত হইবে সোনার তৈরি এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু থাকিবে, সবই হইবে সোনা দ্বারা তৈরি। আল্লাহর দর্শন লাভ এবং জান্নাতীদের মাঝে আল্লাহর কিবরিয়ার পর্দা ব্যতীত কোন আড়াল থাকিবে না, যাহা দ্বারা আল্লাহর চেহারা ঢাকিয়া রাখা হইবে। এইসব কিছু হইবে জান্নাতে আদনে।"

হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) ..... আবূ মূসা (র)-এর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ দাউদ (র) ব্যতীত সিহাহ্ এর অন্য কিতাবেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)..... আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এমন ব্যক্তি ব্যভিচার করিলে বা চুরি করিলেও দুইটি জান্নাত লাভ করিবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন উত্তর না দিয়া পুনরায় আয়াতটি তিলাওয়াত করিলেন। আমিও আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ব্যভিচার কিংবা চুরি করিলেও? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবারও সেই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, আমি এইবারও জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল? ব্যভিচার কিংবা চুরি করিলেও কি তাহাকে দুইটি জান্নাত দেওয়া হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আবুদ্দারদার নাক ধূলামলিন হইলেও।" ইমাম নাসায়ী (র) মুহাম্মদ ইব্ন হারমালার হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) ..... আবুদ্দারদা (রা)-এর সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবুদ্দার (রা) হইতে ইহাও বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে, সে চুরি বা ব্যভিচার করিতে পারে না।"

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতটি মানব ও জ্বিন উভয় জাতির জন্য প্রযোজ্য। ইহাতে সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয় যে, জ্বিনরাও যদি ঈমান গ্রহণ করিয়া তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহারাও জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর এইজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা অত্র নিয়ামত ও পুরস্কারের কথা উল্লেখ করিয়া জ্বিন ও মানব উভয় জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ঃ

فَبِأَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ "সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই দুইটি জান্নাতের পরিচয় প্রসংগে বলিয়াছেন ঃ

ذَوَاتَا اَفْنَانٍ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে, তাহাদিগকে যেই দুইটি জান্নাত প্রদান করা হইবে; উহা অত্যন্ত সবুজ ও শ্যামল শাখাপল্লব বিশিষ্ট উদ্যান। উহাতে রহিয়াছে সর্বপ্রকারের সুস্বাদু ও উত্তম ফল-ফলাদি।

আতা খুরাসানী (র) সহ একদল আলিম বলেন ঃ اَفْنَانٌ অর্থ গাছের ডাল, যাহা অত্যধিক ঘন হওয়ার কারণে একটির সহিত আরেকটির ঘষা লাগে।

ইবন আবূ হাতিম (র) .... আব্দুল্লাহ ইব্ন নুমান (র) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন নুমান বলেন, আমি ইকরিমা (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, اَفْنَانٌ অর্থ দেয়ালের উপর পতিত বৃক্ষ-ডালের ছায়া।

বগবী (র) মুজাহিদ, ইকরিমা, যাহ্হাক ও কালবী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, اَفْنَانٌ অর্থ গাছের সরু ডাল।

আবূ সায়ীদ আশাজ্জ (র) .....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ذَوَاتَا اَفْنَانٍ অর্থ ذَوَاتَا اَلْوَانٍ অর্থাৎ নানা রং বিশিষ্ট।

সায়ীদ ইব্ন জুবায়র, হাসান, সুদ্দী, খুছাইফ, নয্‌র ইব্ন 'আদী এবং আবূ সিনান (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, উভয় জান্নাতে নানা রকমের সুস্বাদু ও খাদ্য রহিয়াছে। ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন।

আতা (র) বলেন ঃ যে বৃক্ষ-শাখায় নানা ধরনের ফল থাকে উহাকে اَفْنَانٌ বলা হয়। রবী ইব্ন আনাস (র) বলেন ذَوَاتَا اَفْنَانٍ অর্থ "সুপ্রশস্ত চত্বর বিশিষ্ট জান্নাত।"

বস্তুত উপরোক্ত সবক'টি ব্যাখ্যাই সঠিক। একটির সহিত আরেকটির কোন বিরোধ নাই।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ..... আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সিদরাতুল মুনতাহার আলোচনা প্রসংগে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ "সিদরাতুল মুনতাহার বৃক্ষের ডালের ছায়া এত বিস্তৃত হবে যে, একজন আরোহী উহাতে একশত বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করিতে পারিবে।" অথবা তিনি বলিয়াছেন ঃ "একশত আরোহী উহার নীচে ছায়া গ্রহণ করিতে পারিবে। অসংখ্য সোনার টিড্ডী পাখী উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। উহার এক একটি ফল মটকার মত বড়।"

ইমাম তিরমিযী (র) ইউনুস ইব্ন বকরের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

فِيْهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ "উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ।" অর্থাৎ উল্লিখিত উদ্যান সমূহের বৃক্ষে পানি সিঞ্চনের জন্য প্রবহমান দুইটি প্রস্রবণ রহিয়াছে। ফলে উহাতে সর্বপ্রকার ও সর্ব বর্ণের ফল উৎপন্ন হয়।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ আলোচ্য দুইটি প্রস্রবণের একটির নাম তাসনীম, অপরটির নাম সালসাবীল। আতিয়্যা (র) বলেন ঃ প্রস্রবণ দুইটির একটি হইল নির্মল পানির, অপরটি হইল পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরা।

فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ "উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার।" অর্থাৎ জান্নাতে এমন সব ফল-ফলাদি রহিয়াছে যাহার আকার-আকৃতির সহিত মানুষ পরিচিত হইলেও স্বাদ হইবে সম্পূর্ণ নূতন ও অপরিচিত। কারণ জান্নাতের নিয়ামতসমূহ কোন মানুষ চোখে দেখে নাই, কর্ণে শুনে নাই বা কাহারো কল্পনায়ও কখনো জাগ্রত হয় নাই।

ইবরাহীম ইব্ন হাকাম ইব্ন আবান (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মিষ্ট হউক কিংবা তিক্ত হউক দুনিয়ার যে কোন ফলই জান্নাতে পাওয়া যাইবে। এমনকি মাকাল ফলেরও তথায় অভাব হইবে না।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ তবে দুনিয়ার নিয়ামতের সহিত জান্নাতের নিয়ামতের শুধু নামেরই মিল থাকিবে। স্বাদ ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে থাকিবে অনেক ব্যবধান।

(٥٤) مُتَّكِـِٔينَ عَلٰى فُرُشٍۢ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۝

(٥٥) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(٥٦) فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۝

(٥٧) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(٥٨) كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ۝

(٥٩) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(٦٠) هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۝

(٦١) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৫৪. সেথায় উহারা হেলান দিয়া বসিবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে, দুই উদ্যানের ফল হইবে তাহাদিগের নিকটবর্তী।

৫৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৫৬. সেই সকলের মাঝে রহিয়াছে বহু আনত নয়না যাহাদিগকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করে নাই।

৫৭. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৫৮. তাহারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ।

৫৯. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৬০. উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হইতে পারে?

৬১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ। 'জান্নাতীরা জান্নাতে হেলান দিয়া পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট দর ফরাশে বসিবে।'

مُتَّكِئِيْنَ আরবী لاتِّكَاءُ। মাসদার হইতে উদ্ভূত لاتكاء। অর্থ হেলান দিয়া বসা। কিন্তু এইখানে لاتكاء। অর্থ لاضطجاع। অর্থাৎ শোয়া। কাহারো কাহারো মতে لاتكاء। অর্থ আসন করিয়া বসা।

اِسْتَبْرَقٍ। অর্থ পুরু রেশমী বস্ত্র। ইকরিমা, কাতাদা ও যাহ্হাক (র) এই মত পোষণ করিয়াছেন।

আবূ ইমরান জাওনী (র) বলেন ঃ اِسْتَبْرَقٍ। অর্থ সোনা দ্বারা সজ্জিত রেশমী বস্ত্র।

এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদের ফরাশের আস্তর কিরূপ হইবে উহার বর্ণনা দিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, জান্নাতী ফরাশের আস্তরই যখন এত মূল্যবান ও উন্নতমানের হইবে, তো উহার বহিরাংশ কতটুকু উন্নত হইবে তাহা তোমরাই চিন্তা করিয়া দেখ।

আবূ ইসহাক (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ এই যদি হয় জান্নাতী ফরাশের ভিতরের অংশ তাহা হইলে উপরের অংশ কিরূপ হইবে মনে কর?

মালিক ইব্‌ন দীনার ও সুফিয়ান সওরী (র) বলেন ঃ জান্নাতী ফরাশের আস্তর হইবে পুরু রেশমের আর বহিরাংশ হইবে জমাট নূরের।

কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ আস্তর হইবে মোটা রেশমের আর বহিরাংশ হইবে রহমতের।

ইব্‌ন শাওযব (র) আবূ আব্দুল্লাহ শামী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতী ফরাশের আস্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু বহিরাংশের কথা উল্লেখ করেন নাই। অথচ বহিরাংশের মান ও সৌন্দর্য আস্তরের চেয়ে বহুগুণে বেশী হইয়া থাকে। ইহাতে বুঝা যায় যে, বহিরাংশের কি রূপ হইবে তাহা আল্লাহ্ ব্যতীত কেহ জানেন না। উল্লেখ্য যে, ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) এই সব কয়টি ব্যাখ্যাই উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ। অর্থাৎ আলোচ্য উভয় জান্নাতের ফল-ফলাদি জান্নাতীদিগের নিকটে ঝুঁকিয়া থাকিবে। তাঁহারা যখন যেভাবে ইচ্ছা সেই ফল ভোগ করিতে পারিবে।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ 'জান্নাতের ফলগুচ্ছ নিকটে ঝুঁকিয়া থাকিবে।'

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلاً অর্থাৎ সন্নিহিত বৃক্ষ-ছায়া তাহাদিগের উপর থাকিবে এবং উহার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের আয়ত্তাধীন করা হইবে।

মোটকথা, জান্নাতের ফল-ফলাদি ভোগ করিতে গিয়া কেহই বাধার সম্মুখীন হইবে না বরং যখনই কেহ ফল খাইতে চাহিবে তখন ফল তাহার নিকট ঝুঁকিয়া পড়িবে।

فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?'

জান্নাতী ফরাশ ও উহার শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করিয়া এইবার আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فِيْهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ অর্থাৎ জান্নাতের যেই ফরাশের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকলের মাঝে রহিয়াছে বহু আনত নয়না যাহাদিগকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করে নাই।

قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ অর্থ যে সব নারী নিজেদের স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারো প্রতি চোখ তুলিয়া তাকায় না বরং সদা চোখ অবনত করিয়া রাখে। বস্তুত এই আনত নয়না রমণীগণের নিকট নিজেদের স্বামী ব্যতীত জান্নাতের অন্য কোন বস্তু সুন্দর ও আকর্ষণীয় মনে হইবে না। ইব্ন আব্বাস (রা), কাতাদা, আতা খুরাসানী ও ইব্ন যায়দ (র) এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একজন জান্নাতী স্ত্রী তাহার স্বামীকে বলিবে, আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, জান্নাতের মধ্যে আমার নিকট তোমার চেয়ে সুন্দর ও প্রিয় বস্তু দ্বিতীয়টি আর নাই। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি আমাকে তোমার জন্য আর তোমাকে আমার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ অর্থাৎ জান্নাতী পুরুষদিগকে এমন রমণী দেওয়া হইবে, উহাদিগকে পূর্বে কোন মানুষ বা জ্বিন স্পর্শ করে নাই। বরং তাহারা হইবে কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা। জান্নাতী স্বামীদের পূর্বে কোন জ্বিন বা মানুষ তাহাদিগের সহিত কখনো সহবাসে মিলিত হয় নাই। এই আয়াতটি দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, ঈমানদার জ্বিনরাও জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আরতাত ইব্ন মুনযির (র) বলেন যে, যামরা ইব্ন হাবীবাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, জ্বিনরা কি জান্নাতে প্রবেশ করিবে? উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ, জ্বিনরাও জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং তথায় তাহারা বিবাহ-শাদী করিবে। পুরুষ জ্বিনরা মহিলা জ্বিন বিবাহ করিবে আর পুরুষ মানুষ বিবাহ করিবে মহিলা মানুষকে। لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ এই আয়াত দ্বারাই ইহা প্রমাণিত হয় فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 'সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতী স্ত্রীদের প্রশংসা করিয়া বলেন ঃ

كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ 'তাহারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ।' মুজাহিদ, হাসান ইব্ন যায়দ (র) এবং আরো অনেকে বলেন ঃ জান্নাতী স্ত্রীগণ ইয়াকূতের ন্যায় পরিচ্ছন্ন এবং মারজান তথা পদ্মরাগের ন্যায় শুভ্র। এই আয়াতে لُؤْلُؤٌ مَّرْجَانٌ (মুক্তা) এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "সত্তর পাট রেশমী পোষাকের বাহির হইতে জান্নাতী স্ত্রীদের পায়ের গোছার শুভ্রতা দেখা যাইবে। এমনকি হাড্ডির মাঝে মজ্জা পর্যন্ত স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইবে। كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ এর তাৎপর্য ইহাই। ইয়াকূত এমন একটি পাথর যাহার ভিতরে সূতা প্রবেশ করা হলে বাহির হইতে উহা স্পষ্ট দেখা যায়।" ইমাম তিরমিযী (র) আতা ইব্ন সায়েবের সূত্রে উবায়দ ইব্ন হুমায়দ ও আবুল আহওয়াস (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... উবাই (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবাই (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "এক একজন জান্নাতী পুরুষকে স্ত্রী রূপে ডাগর চোখা দুইজন করিয়া হুর দেওয়া হইবে। তাহারা প্রত্যেকে সত্তর পাট করিয়া পোষাক পরিধান করিবে, সেই পোষাকের বাহির হইতে তাহাদিগের পায়ের গোছার মজ্জা দেখা যাইবে।" এই সূত্রে এই হাদীসটি ইমাম আহমদই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র) আইয়ুব ও মুহাম্মদ ইব্ন সীরীনের সূত্রে ইসমাঈল ইব্ন উলাইয়ার হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন ঃ একদিন গৌরব প্রকাশ কিংবা আলোচনা প্রসংগে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, জান্নাতে পুরুষদের সংখ্যা বেশি হইবে না কি মহিলাদের? উত্তরে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, আবুল কাসিম (সা) কি বলেন নাই যে, জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটি পূর্ণিমা রাত্রির চন্দ্রের ন্যায় আর দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশকারী দলটি আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে। তাহাদিগের প্রত্যেককে দুইজন করিয়া স্ত্রী দেওয়া হইবে, গোশতের বাহির হইতে তাহাদের পায়ের গোছার মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাইবে। আর জান্নাতে কোন পুরুষই স্ত্রী ছাড়া থাকিবে না। আবূ হুরায়রা (রা) এর সূত্রে বুখারী ও মুসলিম শরীফে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা এক সকাল বা

এক বিকাল দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যাহা আছে অপেক্ষা উত্তম। এবং একজন জান্নাতীকে যে পরিমাণ স্থান দেওয়া হইবে উহার এক ধনুক কিংবা এক কোড়া পরিমাণ স্থান দুনিয়া এবং তন্মধ্যস্ত সমুদয় বস্তু হইতে উত্তম। একজন জান্নাতী মহিলা একবার যদি পৃথিবীর দিকে উঁকি মারিয়া দেখিত, তাহা হইলে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান সুগন্ধি ও সুবাসে ভরিয়া যাইত। একজন জান্নাতী মহিলার আবার ওড়না দুনিয়া এবং তাহার মধ্যে যাহা আছে, তাহা হইতেও উত্তম।" হুমায়দ ও আনাসের সূত্রে আবূ ইসহাকের হাদীস হইতে ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلاَّ الْاِحْسَانُ অর্থাৎ 'দুনিয়ার জীবনে যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে আখিরাতে সে উত্তম প্রতিদান আর উত্তম পুরস্কার লাভ করিবে।' যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ 'যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে উত্তম প্রতিদান এবং আরো অধিক।'

বাগাবী (র) ..... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) একদিন هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلاَّ الْاِحْسَانُ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন ঃ "তোমরা কি জান যে, তোমাদিগের প্রতিপালক (এই আয়াতে) কি বলিয়াছেন?" উত্তরে সাহবাগণ বলিলেন ঃ এই ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "(এই আয়াতে) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যাহাদিগকে আমি তাওহীদের নিয়ামত দান করিয়াছি; তাহাদিগের পুরস্কার জান্নাত ছাড়া কিছুই নয়।"

فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 'সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অবদান অস্বীকার করিবে?' وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ এই আয়াতের সহিত সম্পর্কিত এই হাদীস নিম্নরূপ ঃ

ইমাম তিরমিযী ও বাগাবী (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে, সে রাত জাগিয়া ইবাদত করে। আর যে রাত জাগিয়া ইবাদত করে, সে মনযিলে মকসূদে পৌঁছে যায়। মনে রাখিও আল্লাহ্র পণ্যের মূল্য অনেক চড়া। মনে রাখিও আল্লাহ্র পণ্য হইল জান্নাত।"

বাগাবী (র).... হযরত আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন খুতবা দেওয়ার সময় .. وَلِمَنْ خَافَ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এমন ব্যক্তি যদি ব্যভিচার কিংবা চুরি করে তবুও কি তাহাকে দুইটি জান্নাত দেওয়া হইবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন উত্তর না দিয়া পুনরায় আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। এইভাবে

তিনি তিনবার আয়াতটি তিলাওয়াত করেন আর আমি তিনবার তাঁহাকে একই প্রশ্ন করি। তৃতীয়বারে তিনি বলিলেন, "যদিও আবুদ্দারদার নাক ধূলা মলিন হয়, তবুও।"

(٦٢) وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ۚ

(٦٣) فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۙ

(٦٤) مُدْهَآمَّتٰنِ ۚ

(٦٥) فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ

(٦٦) فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ۚ

(٦٧) فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

(٦٨) فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ۚ

(٦٩) فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ

(٧٠) فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ۚ

(٧١) فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ

(٧٢) حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ ۚ

(٧٣) فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ

(٧٤) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۚ

(٧٥) فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

(٧٦) مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِىٍّ حِسَانٍ ۚ

(৭৭) فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(৭৮) تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِی الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۝

৬২. এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরো দুইটি উদ্যান রহিয়াছে।

৬৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৬৪. ঘন সবুজ এই উদ্যান দুইটি।

৬৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৬৬. উভয় উদ্যানে আছে উচ্ছ্বলিত দুই প্রস্রবণ;

৬৭. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৬৮. সেথায় রহিয়াছে ফলমূল খর্জুর ও আনার।

৬৯. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৭০. সেই সকলের মাঝে সুশীলা সুন্দরীগণ।

৭১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৭২. তাঁহারা তাঁবুতে সুরক্ষিতা হূর।

৭৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৭৪. ইহাদিগকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করে নাই।

৭৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৭৬. উহারা হেলান দিয়া বসিবে সবুজ তাকিয়ায়; সুন্দর গালিচার উপর।

৭৭. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৭৮. কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তায়ালা বলিতেছেন ঃ وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ অর্থাৎ উপরে যেই দুইটি জান্নাতের কথা বলা হইয়াছে, উহা অপেক্ষা নিম্নস্তরের আরো দুইটি জান্নাত রহিয়াছে।

একটি হাদীসে বলা হইয়াছে যে, দুইটি জান্নাত এমন আছে যাহার যাবতীয় পাত্র ও অন্যান্য বস্তু সোনার তৈরি। আর দুইটি জান্নাত আছে এমন যাহার যাবতীয় পাত্র ও সমুদয় বস্তু রূপার তৈরি। প্রথম দুইটি মুকাররাবীন তথা আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ঈমানদারদের জন্য নির্ধারিত আর পরবর্তী দুইটি নির্ধারিত করা হইয়াছে আসহাবুল ইয়ামীনদের জন্য। আবূ মূসা (র) বলেন, সোনার তৈরি দুইটি জান্নাত মুকাররাবীনদের জন্য এবং রূপার তৈরি দুইটি জান্নাত আসহাবুল ইয়ামীনদের জন্য।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আলোচ্য দুইটি জান্নাত স্তরের দিক দিয়ে উপরোক্ত দুইটির তুলনায় নীচু পর্যায়ের আর ইব্‌ন যায়দের মতে মর্যাদার ক্ষেত্রে নীচু পর্যায়ের।

প্রথম দুইটি জান্নাত দ্বিতীয় দুইটি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম হওয়ার কয়েকটি দলীল রহিয়াছে।

১। আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম দুইটি জান্নাতের কথা আগে উল্লেখ করিয়াছেন আর এই দুইটির কথা বলিয়াছেন পরে। আর ইহা সর্বজন স্বীকৃত বিধান যে, যাহার কথা আগে উল্লেখ করা হয়, উহার মর্যাদা অধিক।

২। প্রথম দুইটির সম্পর্কে বলা হইয়াছে ذَوَاتَا اَفْنَانٍ (বহু শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ) আর দ্বিতীয়টি সম্পর্কে বলা হইয়াছে مُدْهَامَّتَانِ অর্থাৎ এই দুইটি উদ্যান অধিক পানি সিঞ্চনের ফলে ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ مُدْهَامَّتَانِ অর্থ خَضْرَوَانِ অর্থাৎ সবুজ।

আবূ আইয়ুব আনসারী, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা), 'ইকরিমা, সায়ীদ ইব্‌ন জুবায়র, মুজাহিদ, আতা, আতিয়্যা, আওফী, হাসান বসরী, ইয়াহইয়া ইব্‌ন রাফি ও সুফিয়ান সওরী (র) এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব বলেন مُدْهَامَّتَانِ অর্থ مُمْتَلِئَتَانِ مِنَ الْخَضْرَةِ অর্থ সবুজতায় পরিপূর্ণ।

৩। প্রথম দুই জান্নাত সম্পর্কে বলা হইয়াছে فِيْهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ 'উভয় জান্নাতে রহিয়াছে প্রবহমান দুইটি ঝর্ণা।' আর এখানে বলা হইয়াছে فِيْهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ অর্থাৎ এই দুই জান্নাতে রহিয়াছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন نَضَّاخَتَانِ অর্থ فياضتان অর্থাৎ উচ্ছলিত ঝরণা। বলা বাহুল্য যে, উচ্ছলিত হওয়া অপেক্ষা প্রবাহিত হওয়া অনেক উত্তম।

যাহ্‌হাক (র) বলেন ঃ نَضَّاخَتَانِ অর্থ مُمْتَلِئَتَانِ وَلَاتَنْقَطِعَانِ অর্থাৎ পানিতে পরিপূর্ণ, যাহা কখনো শেষ হইবার নহে।

৪। প্রথম দুইটি জান্নাত সম্পর্কে বলা হইয়াছে فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ অর্থাৎ উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার। আর এইখানে বলা হইয়াছে فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ অর্থাৎ উভয় জান্নাতে রহিয়াছে ফলমূল, খর্জুর ও আনার। বলাবাহুল্য যে, প্রথমটিতে ব্যাপকতা ও সংখ্যাগত আধিক্য রহিয়াছে। আর দ্বিতীয়টিতে আছে সীমাবদ্ধতা। উল্লেখ্য সীমাবদ্ধতা অপেক্ষা ব্যাপকতা অধিক উত্তম।

আব্দ ইবন হুমাইদ (র) ..... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন– কতিপয় ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মুহাম্মদ! জান্নাতে ফল পাওয়া যাইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "হ্যাঁ, জান্নাতে ফলমূল, খর্জুর ও আনার থাকিবে।" অতঃপর তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, দুনিয়ায় মানুষ যেমন ফল ভক্ষণ করে জান্নাতীরা তেমন ভক্ষণ করিবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "হ্যাঁ, দুনিয়ার তুলনায় আরো অনেক বেশি খাইবে।" তারপর তাহারা জিজ্ঞাসা করিল যে, ইহাতে কি তাহাদিগের পেশাব-পায়খানা হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন না, "জান্নাতীদের পেশাব-পায়খানা হইবে না। তবে আহারের পর তাহাদিগের শরীর হইতে ঘাম নির্গত হইবে। তাহাতেই আল্লাহ্ তা'আলা পেটের সমস্ত ময়লা আবর্জনা দূর করিয়া দিবেন।"

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে এবং এই হাদীসে বিশেষভাবে খর্জুর ও আনারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে এই দুইটি ফলের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানোই উদ্দেশ্য।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জান্নাতী খেজুর বৃক্ষের ছাল দ্বারা জান্নাতীদের পোষাক তৈরি হইবে। উহার রং হইবে লাল সোনার ন্যায়, ডাল-পালা হইবে সবুজ যমররুদ পাথরের ন্যায়। সেই বৃক্ষের ফল হইবে মধু অপেক্ষা মিষ্ট আর মাখন অপেক্ষা নরম। সেই খেজুরের কোন বীচি থাকিবে না।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, হাওদা সহ একটি উট যত বড় দেখায়, জান্নাতের এক একটি আনার তত বড়।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ সেই সকলের মাঝে আছে সুশীলা, সুন্দরীগণ।

কাতাদা (র) বলেন ঃ خَيْرَاتٌ অর্থ অত্যন্ত সুন্দরী। কেহ কেহ বলেন ঃ خَيْرَاتٌ অর্থ অত্যন্ত রূপসী সাধ্বী চরিত্রবান নারী। ইহা জমহুর আলিমগণের মত। উম্মে সালামা (রা) হইতেও মারফূ সূত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে। আরেকটি হাদীসে আছে যে, জান্নাতের হুরগণ এই বলিয়া গান গাইবে যে,

نَحْنُ الْخَيْرَاتُ الْحِسَانُ - خُلِقْنَا لِأَزْوَاجٍ كِرَامٍ অর্থাৎ আমরা সুশীলা সুন্দরী মহামান্য স্বামীদের জন্যই আমাদিগের সৃষ্টি। কেহ কেহ خَيْرَاتٌ শব্দটি خَيِّرَاتٌ তাশদীদ দ্বারা পড়িয়াছেন।

فَبِأَيِّ الَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ "সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ। অর্থাৎ উহারা তাঁবুতে সুরক্ষিত হূর مَقْصُوْرَاتٌ শব্দের অর্থ যাহার দৃষ্টি অবনত করা হইয়াছে। এইখানে লক্ষ্যণীয় যে, প্রথম দুই জান্নাতের হূরদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ। অর্থাৎ উহারা নিজেরাই চোখ অবনত করিয়া রাখে, আর এইখানে বলা হইয়াছে حُوْرٌ مَّقْصُوْرَاتٌ অর্থাৎ এমন হূর যাহাদের দৃষ্টি অবনত করিয়া রাখা হইয়াছে। বলাবাহুল্য যে, যে নারী নিজের দৃষ্টি নিজেই অবনত করিয়া রাখে; সে সেই নারী হইতে উত্তম যাহার দৃষ্টি অন্য কেহ অবনত করিয়া রাখে, যদিও উভয়েই সুরক্ষিতা।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একটি করে "খায়রা" তথা সুশীলা সুন্দরী রমণী রহিয়াছে। প্রত্যেক রমণীর জন্য আছে একটি করিয়া তাঁবু। প্রত্যেক তাঁবুর আছে চারটি করিয়া দরজা। এই প্রতিটি দরজা দিয়া প্রত্যহ এমন হাদিয়া তোহ্ফা আসিতে থাকে যাহা ইতিপূর্বে কেউ চোখে দেখে নাই। সেথায় না আছে কোন ফিতনা-ফাসাদ, না আছে অশান্তি, না আছে কোন দুগন্ধ, না আছে কোন ঘৃণার বস্তু। উহারা হইল ডাগর চোখা আনত নয়না হূর যে সুরক্ষিত ডিম্ব।

ইমাম বুখারী (র) ...... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কায়স (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কায়স (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতে মুক্তার তৈরি একটি তাঁবু আছে, যাহার ভিতরাংশ শূন্য। উহার প্রস্থ হইল ষাট মাইল। উহার প্রতিটি কোণে জান্নাতীদের স্ত্রীদের বসবাস। এক কোণ হইতে আরেক কোণের লোকদিগকে দেখা যায় না। জান্নাতী ঈমানদার পুরুষগণ তাহাদিগের নিকট আসা-যাওয়া করিবে।"

ইমাম বুখারী (র) আবূ ইমরানের হাদীস হইতেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে আবূ ইমরানের হাদীসে ষাট মাইলের পরিবর্তে ত্রিশ মাইলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম মুসলিমও আবূ ইমরানের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবূ হাতিম (র).... হযরত আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবুদ্দারদা (রা) বলেন, জান্নাতের তাঁবু একটি মাত্র মুক্তা দ্বারা তৈরি। উহাতে আছে মুক্তার তৈরি সত্তরটি দরজা।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) حُوْرٌ مَّقْصُوْرَاتٌ فِى الْخِيَامِ এর ব্যাখ্যায় বলেন فِىْ خِيَامِ اللُّؤْلُؤْ অর্থাৎ মুক্তার তাঁবুতে সুরক্ষিত হূর। জান্নাতে একটি মাত্র মুক্তা দ্বারা চার মাইল দীর্ঘ একটি তাঁবু তৈয়ার করিয়া রাখা হইয়াছে। উহাতে আছে সোনার তৈরি চার হাজার দরজা।

আব্দুল্লাহ ইবন ওহ্ব (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সবচেয়ে নিম্ন স্তরের জান্নাতীকে আশি হাজার খাদিম ও বাহাত্তর জন স্ত্রী দেওয়া হইবে। আর তাঁর জন্য হীরা মূতি পান্নার তৈরি একটি গম্বুজ দেওয়া হইবে, যাহা এতটুকু লম্বা হইবে যতটুকু দূরত্ব জাযিয়া হইতে আন'আ পর্যন্ত।"

ইমাম তিরমিযী (র).... আমর ইব্ন হারিছ (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَجَانٌّ ইহাদিগকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ বা জ্বিন স্পর্শ করে নাই। এই আয়াতে ব্যাখ্যা উপরে চলিয়া গিয়াছে। তবে সেইখানে সাথে সাথে বলা হইয়াছে ঃ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ (যেন উহারা প্রবাল ও পদ্মরাগ) আর এইখানে উহা বলা হয় নাই।

فَبِاَىِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ "সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?"

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِىٍّ حِسَانٍ "উহারা হেলান দিয়া বসিবে সবুজ তাকিয়া ও সুন্দর গালিচায়।

আলী ইবন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, الرَّفْرَفُ বিছানা, চাদর। মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান, কাতাদা, যাহ্হাক (র) এবং আরো অনেকে এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

আছিম জাহদারী (র) বলেন, رَفْرَفٌ অর্থ বালিশ, হাসান বসরী (র) হইতে এই ধরনের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র) সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) বলেন ঃ رَفْرَفٌ অর্থ জান্নাতের বাগিচা।

عَبْقَرِىٍّ حِسَانٍ এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস, কাতাদা, যাহ্হাক ও সুদ্দী (র) বলেন عَبْقَرِىٌّ অর্থ গালিচা। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন عَبْقَرِىٌّ অর্থ উত্তম গালিচা। মুজাহিদ (র) বলেন عَبْقَرِىٌّ অর্থ রেশমী বস্ত্র।

হযরত হাসান বসরী (রা)-কে عَبْقَرِىٍّ حِسَانٍ এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ উহা জান্নাতের বিছানা। তুমি উহা অনুসন্ধান কর (অর্থাৎ উহা লাভ করার

আমল কর।) যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন ঃ عَبْقَرِىٌّ লাল, হলুদ ও সবুজ এই তিন রং এর হইবে।

যায়দ ইব্ন আ'লাকে عَبْقَرِىٌّ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ عَبْقَرِىٌّ অর্থ মূল্যবান বিছানা।

ইব্ন হারযা ইয়াকূব ইব্ন মুজাহিদ (র) বলেন عَبْقَرِىٌّ জান্নাতীদের এক প্রকার পরিধেয় বস্ত্র। তা কিরূপ হইবে উহা দুনিয়ার কেহই বলিতে পারে না।

আবুল আলিয়া (র) বলেন ঃ عَبْقَرِىٌّ অর্থ অত্যন্ত কোমল ও মনোরম বিছানা। কায়সী (র) বলেন ঃ আরবগণ যে কোন নকশা অংকিত কাপড়কে عَبْقَرِىٌّ বলে।

আবূ উবায়দা (রা) বলেন عَبْقَرِىٌّ একটি অঞ্চলের নাম যেখানে নকশীদার কাপড় তৈরি করা হয়।

খলীল ইব্ন আহমদ (র) বলেন ঃ যে কোন সুন্দর উত্তম ও মূল্যবান মানুষ কিংবা বস্তুকে আরবগণ عَبْقَرِىٌّ বলে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّايَفْرِى فَرِيَّهُ অর্থাৎ "তাহার ন্যায় আমি কোন আবকারীকে দেখি নাই, যে পানির বড় বড় বালতি উঠাইতে সক্ষম হয়।"

এখানেও উল্লেখ্য যে, প্রথম দুই জান্নাতীদের যেই ফরাশ বা বিছানার কথা বলা হইয়াছে; উহা আলোচ্য দুই জান্নাতের বিছানার অপেক্ষা বহু গুণে উত্তম। সেখানে বলা হইয়াছে مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ (অর্থাৎ তাহারা হেলান দিয়া বসিবে এমন ফরাশে যাহার আস্তর হইবে পুরু রেশমের) এই আয়াতে জান্নাতীদের বিছানার আস্তর কেমন হইবে উহা বলিয়াই ক্ষান্ত করা হইয়াছে। উপরের অংশ সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নাই। কারণ আস্তরের চেয়ে উপরের অংশ যে বহু গুণে উন্নত হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার এই বিছানার বর্ণনা দিয়া অবশেষে هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ বলিয়া বুঝানো হইয়াছে যে, প্রথমোক্ত দুই জান্নাতের অধিকারীগণ সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে। এই কয়েকটি কারণে প্রথমোক্ত দুই জান্নাত শেষোক্ত জান্নাতদ্বয় হইতে অধিক শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাসম্পন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। মহান আল্লাহ্র নিকট আমাদিগের প্রার্থনা যে, তিনি যে, আমাদিগকে প্রথমোক্ত দুইটি জান্নাতের অধিকারী করেন! আমীন! অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ "কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব।"

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তা'আলাই এমন এক সত্তা যিনি মহামান্য; যাঁর অবাধ্যতা করা যায় না। তিনি সম্মানের পাত্র বিধায় তাঁহার দাসত্ব করিতে হয়। অকৃতজ্ঞতা নয় সদা তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে হয়। তাঁহাকে কখনো বিস্মৃত হওয়া যায় না; সর্বদা স্মরণ রাখিতে হয়।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ذِى الْجَلَالِ وَالاِكْرَامِ অর্থ ذِى الْعَظْمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ অর্থাৎ মহিমান্বিত ও গৌরবময়।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর। তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।" অন্য এক হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন, "পাকা দাঁড়িওয়ালা মুসলমান বৃদ্ধ (ন্যায়পরায়ণ) ক্ষমতাশীল এবং বাড়াবাড়ি পরিহার করিয়া কুরআন অনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করা আল্লাহ্কে ইজলাল তথা সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত।"

আবূ ইয়ালা (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরামকে আঁকড়ে ধর।"

ইমাম তিরমিযী (র) সালামার সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... রাবীয়া ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। রবীয়া ইব্ন আমির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "তোমরা যুল জালালি ওয়াল ইকরামকে আঁকড়ে ধর।"

ইমাম আবূ দাউদ (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র)-এর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

সহীহ মুসলিম, চার সুনান তথা সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে নাসায়ী, সুনানে ইব্ন মাজাহ্ ও সুনানে আহমদে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন হারিছ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাত শেষে সালাম ফিরাইয়া اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَاذَ الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ এই দু'আটি পাঠ করিতে যতটুকু সময়ের প্রয়োজন হয়; তদপেক্ষা বেশি বসিয়া থাকিতেন না।

সূরা ওয়াকিয়া

৯৬ আয়াত, ৩ রুকূ‘, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

আবূ ইসহাক (র) ইকরিমা (র) সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত আবূ বকর (রা) একদিন বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো বৃদ্ধ হইয়া গেলেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "সূরা হূদ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসাআলূন এবং সূরা ইযাশ্‌শামসু কুওবীরাত আমাকে বৃদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।" ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটি হাসান ও গরীব।

হাফিজ ইবন আসাকির (র) .....আবূ যাবিয়্যা (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ যাবিয়্যা (র) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর অন্তিম রোগ শয্যায় হযরত উসমান (রা) তাঁহাকে দেখিতে যান। তখন উসমান (রা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার রোগটা কি? আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিলেন, আমার গুনাহসমূহই আমার রোগ। উসমান (রা) বলিলেন, আপনার অন্তিম ইচ্ছা কি? আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিলেন, আমার প্রতিপালকের রহমতই আমার জীবনের শেষ ইচ্ছা। উসমান (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডাকিয়া বলিব কি? আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিলেন, ডাক্তারই তো আমাকে অসুস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। উসমান (রা) বলিলেন, বায়তুলমাল হইতে আপনার জন্য কোন অনুদান পাঠিয়ে দিব কি? আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিলেন, তাহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। উসমান (রা) বলিলেন, কেন, তাহাতে তো আপনার মৃত্যুর পর আপনার কন্যাদের উপকার হইবে। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিলেন, আমি আমার কন্যাদিগকে প্রতি রাত্রে সূরা ওয়াকিয়া তিলাওয়াত করিবার নির্দেশ দিয়াছি। কারণ আমি শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাত্রে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করিবে সে জীবনে কখনো উপবাস থাকিবে না।

আব্দুল্লাহ ইব্ন ওয়াহ্‌ব (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "যে ব্যক্তি প্রতিরাত্রে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করিবে, সে কখনো অভাবে পড়িবে না।"

আবূ ইয়ালা ..... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাত্রে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করিবে সে কখনো অভাবে পড়িবে না।"

ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি আমার কন্যাদেরকে প্রতি রাত্রে এই সূরাটি পাঠ করার নির্দেশ দিয়াছি।

ইব্ন আসাকির আবূ ফাতিমার সূত্রে হাজ্জাজ ইব্ন নাসীর এবং উসমান ইব্ন আবুল ইয়ামানের হাদীস হইতেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। উসমান ইব্ন ইয়ামান (র) বলেন, এই আবূ ফাতিমা হইলেন, আলী ইব্ন আবূ তালিবের আযাদকৃত দাস।

ইমাম আহমদ (র) ..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির ইব্ন সামুরা (রা) বলেন, তোমরা আজ যেভাবে নামায পড়, রাসূলুল্লাহ (সা)-ও তেমনিভাবে নামায পড়িতেন। তবে তাঁহার নামায ছিল তোমাদিগের নামাযের চেয়ে সংক্ষেপ। তিনি ফজরের নামাযে সূরা ওয়াকিয়া এবং এই ধরনের অন্য কোন সূরা পাঠ করিতেন।

(١) إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝

(٢) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝

(٣) خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝

(٤) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ۝

(٥) وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝

(٦) فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ۝

(٧) وَّكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ۝

(٨) فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝

(৯) وَاَصۡحٰبُ الۡمَشۡـَٔمَةِ ۙ۬ مَاۤ اَصۡحٰبُ الۡمَشۡـَٔمَةِ ؕ

(১০) وَالسّٰبِقُوۡنَ السّٰبِقُوۡنَ ۚۙ

(১১) اُولٰٓئِكَ الۡمُقَرَّبُوۡنَ ۚ

(১২) فِیۡ جَنّٰتِ النَّعِیۡمِ

১. যখন কিয়ামত ঘটিবে,
২. তখন ইহার সংঘটন অস্বীকার করিবার কেহ থাকিবে না।
৩. ইহা কাহাকেও করিবে নীচ, কাহাকেও করিবে সমুন্নত;
৪. যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হইবে পৃথিবী
৫. এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িবে,
৬. ফলে উহা পর্যবসিত হইবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়;
৭. এবং তোমরা বিভক্ত হইয়া পড়িবে তিন শ্রেণীতে—
৮. ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!
৯. এবং বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বামদিকের দল!
১০. আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী,
১১. উহারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত—
১২. সুখদ উদ্যানে।

তাফসীর ঃ ওয়াকিয়া কিয়ামতের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। কিয়ামত সংঘটিত হওয়া সুনিশ্চিত বিধায় কিয়ামতকে ওয়াকিয়া নামে নামকরণ করা হইয়াছে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই যেন উহা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে।

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ অর্থাৎ যখন আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত সংঘটন করিতে চাইবেন উহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারো থাকিবে না। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِىَ يَوْمٌ لاَمَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ অর্থাৎ তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও সেই দিন আগমনের পূর্বে, আল্লাহ্ হইতে যা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই।

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِيْنَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ অর্থাৎ এক ব্যক্তি চাহিল সংঘটিত হউক যাহা অবধারিত কাফিরদিগের জন্য, ইহা প্রতিরোধ করিবার কেহ নাই।

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ-

অর্থাৎ যেই দিন বলা হইবে, হও, ফলে হইয়া যাইবে। তাঁহার কথা সত্য রাজত্ব তাঁহারই। যেই দিন শিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হইবে। তিনি অদৃশ্য-দৃশ্য সব কিছু সম্পর্কে অবগত। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব এর ভাষ্য অনুযায়ী لَيْسَ لَهَا كَاذِبَةٌ অর্থ যাহা সংঘটিত হওয়া অপরিহার্য।

কাতাদা (র) বলেন, কিয়ামত একবার সংঘটিত হইবার পর পুনরায় আবার সংঘটিত হইবে না, সেথা হইতে কেহ পলায়ন করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, كَاذِبَةٌ শব্দটি عَاقِبَةٌ এর ন্যায় মাসদার।

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ অর্থাৎ কিয়ামত একদল মানুষকে জাহান্নামের অতলান্তে নিক্ষেপ করিবে। যদিও তাহারা দুনিয়াতে সম্মানিত হয়। আরেকদলকে চির শান্তি নিকেতন জান্নাতে মর্যাদা সম্পন্ন জায়গায় স্থান দিবে, যদিও তাহারা দুনিয়াতে অবহেলার পাত্র হয়। হাসান এবং কাতাদা (র) সহ অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ অর্থ কিয়ামত একদল মানুষকে নীচ করিবে, আরেক দলকে করিবে সমুন্নত।

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর খালাত ভাই উসমান ইব্‌ন সুরাকার সূত্রে উবায়দুল্লাহ আতাকী (র) বলেন خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ অর্থ কিয়ামত আল্লাহ্‌র শত্রুদিগকে অবনত মস্তকে জাহান্নামের দিকে লইয়া যাইবে আর আল্লাহ্‌র অলীদিগকে সসম্মানে জান্নাতের দিকে লইয়া যাইবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব (র) বলেন, দুনিয়াতে যাহারা মর্যাদা সম্পন্ন ও প্রভাবশালী ছিল, কিয়ামত তাদেরকে নীচ ও হীন করিয়া দিবে আর যাহারা দুনিয়াতে নিঃস্ব অসহায় ও অবহেলিত ছিল কিয়ামত তাদেরকে সমুন্নত ও মর্যাদা সম্পন্ন করিয়া দিবে।

আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ অর্থ কিয়ামত দূরবর্তী নিকটবর্তী সকলকে আওয়াজ শুনাইয়া দিবে।

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا অর্থাৎ যখন পৃথিবীকে আন্দোলিত করা হইবে। ফলে সমগ্র পৃথিবী প্রবল বেগে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ও কাতাদা (র) সহ আরো অনেকে ...... إِذَا رُجَّتِ এর অর্থ করিয়াছেন إِذَا زُلْزِلَتْ زِلْزَالًا অর্থাৎ যখন পৃথিবী প্রকম্পিত হইবে।

রবী ইব্‌ন আনাস (র) বলেন ঃ চালনী তাহার ভিতরে রাখা বস্তু সহ যেমন নড়াচড়া করে কিয়ামতের দিন পৃথিবী তাহার মধ্যস্থ সমুদয় বস্তু লইয়া নড়াচড়া করিতে শুরু করিবে। এই প্রসংগে অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا অর্থাৎ পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হইবে। অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালককে ভয় কর। নিশ্চয়ই কিয়ামতের কম্পন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا অর্থাৎ যখন পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা ও ইকরিমাসহ আরো অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ করিয়াছেন।

ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, কিয়ামতের দিন পর্বতমালা বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হইবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا (আর পর্বতমালা বালুকারাশিতে পরিণত হইবে।)

فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا "ফলে উহা উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পর্যবসিত হইবে।" আবূ ইসহাক (র) হইতে বর্ণিত, হযরত আলী (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, কিয়ামতের সময় পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধূলিকণার ন্যায় হইয়া যাইবে, যাহা শূন্যে উড়িয়া বেড়ায় আবার বিলুপ্ত হইয়া যায়।

আওফী (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার পর উপরে স্ফুলিংগের ন্যায় উড়িতে থাকে, যা মাটিতে পড়ার পর আর কিছুই দেখা যায় না, উহাকে هَبَاءً বলা হয়।

ইকরিমা (রা) বলেন, منبث বলা হয় সেই ধূলিকণাকে যাহাকে বাতাস উড়াইয়া লইয়া গিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়া দেয়।

কাতাদা (র) বলেন, هَبَاءً مُّنْبَثًّا অর্থ যেমন গাছের শুকনা পাতা, বাতাস যাহাকে উড়াইয়া লইয়া গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে।

উল্লেখ্য যে, এই ধরনের আরো বহু আয়াত এমন আছে যাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কিয়ামতের দিন পর্বতসমূহ আপন স্থান হইতে সরিয়া যাইবে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, ধূনিত তুলার ন্যায় উড়িয়া যাইবে ইত্যাদি।

وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً অর্থাৎ সমস্ত মানুষগুলিকে কিয়ামতের দিন তিন ভাগে বিভক্ত করা হইবে। একদল আরশের ডান পার্শ্বে অবস্থান করিবে। ইহারা হইবে তাহারা যাহারা হযরত আদম (আ)-এর ডান পার্শ্ব হইতে বাহির হইয়াছে এবং কিয়ামতের দিন ডান হাতে আমলনামা লাভ করিবে। সুদ্দী (র) বলেন, ইহারা হইল অধিকাংশ জান্নাতী লোক। আরেক দল অবস্থান করিবে আরশের বাম পার্শ্বে। ইহারা হইবে তাহারা যাহারা আদম (আ)-এর বাম পার্শ্ব হইতে বাহির হইয়াছে এবং আমলনামা বাম হতে লাভ করিবে। ইহারা হইল জাহান্নামীর দল। সাধারণ আরেক দল মানুষ আল্লাহ্র বরাবর সম্মুখে অবস্থান করিবে। ইহারা আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যেমন, নবী-রাসূল, সিদ্দীকীন ও শুহাদা। ইহাদের সংখ্যা আসহাবুল ইয়ামীনদের চাইতে কম হবে।"

নিম্নোক্ত আয়াতেও লোকদিগকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ۔

অর্থাৎ অতঃপর আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকে কিতাবের উত্তরাধিকার বানাইয়াছি। তাহাদিগের একদল নিজেদের উপর অত্যাচার করে, একদল সঠিক পথে পরিচালিত। আর কতিপয় আল্লাহ্র নির্দেশে সৎকর্মে অগ্রগামী।

সুফিয়ান সওরী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা মালায়িকার .... ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ এই আয়াতে যেই তিনটি দলের কথা বলা হইয়াছে, আলোচ্য আয়াতের তিন শ্রেণী উহারাই।

ইব্ন জুরাইজ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য সূরা শেষে এবং সূরা মালায়িকার যেই তিনটি দলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, আলোচ্য আয়াতের তিন শ্রেণী উহারাই।

ইয়াযীদ রুকাশী (র) বলেন, আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً এর অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, সমগ্র মানুষ কিয়ামতের দিন তিন ভাগে বিভক্ত হইবে। অর্থাৎ তিনি اَزْوَاجًا এর অর্থ করিয়াছেন اَصْنَافًا অর্থাৎ শ্রেণী।

মুজাহিদ (র) বলেন, وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً অর্থ وَكُنْتُمْ فِرَقًا ثَلٰثَةً অর্থাৎ তোমরা কিয়ামতের দিন তিন দলে বিভক্ত হইবে। মায়মূন (র) বলিয়াছেন, اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً অর্থ اَفْوَاجًا ثَلٰثَةً অর্থাৎ তিন দল।

উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর খালাতো ভাই উসমান ইব্ন সুরাকা (রা) হইতে উবায়দুল্লাহ আতাকী (র) বলেন, তিনদলের দুই দল হইবে জান্নাতী আর এক দল হইবে জাহান্নামী।

ইমাম আহমদ (র)..... হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন। মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) وَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, এই মুষ্টি জান্নাতী আমার কোন পরোয়া নাই। আর এই মুষ্টি জাহান্নামী। আমার কোন পরোয়া নাই। ইমাম আহমদ (র) ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথমে কাহারা আল্লাহ্‌র ছায়ার দিকে অগ্রসর হইবে? সাহাবাগণ বলিলেন; (এই ব্যাপারে) আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "যাহারা নিজেদের পাওনা উসূল করিয়া লয়, অন্যের পাওনা যথাযথভাবে আদায় করে এবং নিজের জন্য যেমন ফয়সালা করে, অন্যের জন্যও তেমন ফয়সালা করে।"

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব ও আবূ হারযা ইয়াকূব ইব্‌ন মুজাহিদ (র) বলেন, وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ হইলেন আম্বিয়া (আ)। সুদ্দী (র) বলেন, ইহারা হইলেন, আহলে ইল্লিয়ীন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ (র)-এর মাধ্যমে আবূ নাজীহ (র) বর্ণনা করেন যে, وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ অগ্রবর্তী লোক হইলেন মূসা (আ) এর উপর সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী ইউশা ইব্‌ন নূন, হযরত ঈসা (আ)-এর উপর সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী সূরা ইয়াসীনে উল্লিখিত ঈমানদার ব্যক্তি এবং মুহাম্মদ (সা)-এর উপর সর্বাগ্রে ঈমান আনয়নকারী হযরত আলী (রা)। উক্ত হাদীস ইবন আবূ হাতিম (র) ইবন আবূ নাজীহ (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন, وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল যাহারা (বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ) উভয় কিবলার দিকে ফিরিয়া নামায পড়িবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

হাসান ও কাতাদা (র) বলেন, অগ্রবর্তী তাহারা প্রত্যেক উম্মতের যাহারা আগে ভাগে নিজ নিজ নবীর উপর ঈমান আনিয়াছে।

আওযায়ী (র) বলেন যে, উসমান ইব্‌ন আবূ সাওদা (র) وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন, যাহারা সকলের আগে মসজিদে গমন করে এবং সকলের আগে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে বাহির হয় তাহারাই অগ্রবর্তী ও নৈকট্যপ্রাপ্ত।

উল্লেখ্য যে, وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ এই আয়াতের যে কয়টি ব্যাখ্যা এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রতিটিই সঠিক ও নির্ভুল। কারণ যাহারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উন্নতি লাভ করে তাহারা সকলেই سَابِقُوْنَ -এর অন্তর্ভুক্ত।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ অর্থাৎ তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং আসমান-যমীন সমান বিস্তৃত জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও।

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

سَابِقُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে ধাবিত হও যাহা আসমান ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত।"

অতএব যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সৎকর্মে অগ্রবর্তী হইবে, আখিরাতেও মর্যাদার ক্ষেত্রে সে অগ্রবর্তী হইবে। কারণ আমল অনুযায়ী পুরস্কার প্রদান করাই আল্লাহ্র বিধান। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ অর্থাৎ উহারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত সুখদ জান্নাতে তারা বসবাস করিবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, ফেরেশতারা একদিন বলিল যে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আপনি বনী আদমের জন্য দুনিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা সেথায় খায়, পান করে এবং বিবাহ শাদী করিয়া সুখে জীবন কাটায়। আমাদিগের জন্য আপনি আখিরাতকে তেমন বানাইয়া দিন। উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, না। তাহা হইবে না। ফেরেশতারা তিনবার এই আবেদন করে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, যাহাদিগকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদিগকে উহাদিগের সমান করিতে পারি না, যাহাদিগের সম্পর্কে বলিয়াছি যে, হও, ফলে উহারা হইয়া গিয়াছে। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করিলেন। ইমাম উসমান ইব্ন সাঈদ দারেমী (র) "আররদ্দু 'আলাল জাহামিয়্যা" নামক কিতাবে এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।

(١٣) ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۙ

(١٤) وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۗ

(١٥) عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۙ

(١٦) مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ

(١٧) يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۙ

(١٨) بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيقَ ۙ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ۙ

(١٩) لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۙ

(٢٠) وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۙ

(٢١) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۗ

(٢٢) وَحُورٌ عِينٌ ۙ

(٢٣) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ۚ

(٢٤) جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(٢٥) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۙ

(٢٦) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا

১৩. বহুসংখ্যক হইবে পূর্ববর্তীদিগের মধ্য হইতে;

১৪. এবং অল্প সংখ্যক হইবে পরবর্তীদিগের মধ্য হইতে;

১৫. স্বর্ণ-খচিত আসনে

১৬. উহারা হেলান দিয়া বসিবে পরস্পর মুখামুখি হইয়া;

১৭. তাহাদিগের সেবায় ঘোরাফিরা করিবে চির কিশোরেরা

১৮. পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা লইয়া।

১৯. সেই সুরা পানে তাহাদিগের শিরঃপীড়া হইবে না, তাহারা জ্ঞান হারাও হইবে না

২০. এবং তাহাদিগের পছন্দমত ফল-মূল,

২১. আর তাহাদিগের ঈপ্সিত পাখীর গোশ্ত লইয়া,

২২. আর তাহাদিগের জন্য থাকিবে আয়তলোচনা হুর,

২৩. সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ,

২৪. তাহাদিগের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ।

২৫. সেথায় তাহারা শুনিবে না কোন অসার অথবা পাপবাক্য,

২৬. সালাম আর সালাম বাণী ব্যতীত।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত অগ্রবর্তী দল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তাহাদিগের বহুসংখ্যক হইবে পূর্ববর্তীদিগের হইতে আর অল্প-সংখ্যক হইবে পরবর্তীদিগ হইতে।

এই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দ্বারা উদ্দেশ্য কি সেই সম্পর্কে মুফাস্সিরদিগের মতবিরোধ রহিয়াছে। কেহ বলেন, পূর্ববর্তী দ্বারা উদ্দেশ্য হইল অতীত যুগের উম্মত আর পরবর্তী দ্বারা উদ্দেশ্য হইল উম্মতে মুহাম্মদিয়া। ইব্ন আবূ হাতিম (র) মুজাহিদ ও হাসান বসরী (র) হইতে এই ধরনের একটি বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। নবী করীম (সা)-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি দ্বারা তিনি ইহার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করিয়াছেন। মহানবী (সা) বলেন ঃ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ। অর্থাৎ আমরা আখেরী যুগের মানুষ কিয়ামতের দিন আমরা অগ্রবর্তীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।

ইব্ন আবূ হাতিম .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবায় কিরাম (রা)-এর মন খারাপ হইয়া যায়। তখন ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আমি আশা করি যে, জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ, এক তৃতীয়াংশ বরং অর্ধেকই হইবে তোমরা কিংবা বলিলেন, তোমরাই অর্ধেক জান্নাতের মালিক হইবে। আর বাকী অর্ধেক অন্যান্য উম্মতদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে।"

হাফিজ ইব্ন আসাকির (র) ইমাম আহমদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, সূরা ওয়াকিয়ার ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর হযরত উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! বহুসংখ্যক হইবে পূর্ববর্তীদের হইতে আর অল্প সংখ্যক হইবে আমাদিগের হইতে? এই প্রশ্নের এক বৎসর পর ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন হযরত উমর (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন, শুনিয়া যাও, আল্লাহ্ তা'আলা ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ এই আয়াতটি নাযিল করিয়াছেন। শোন! আদম (আ) হইতে আমি পর্যন্ত "এক ছুল্লাহ" (জামাত) আর শুধু আমার উম্মত হইবে

"এক ছুল্লাহ।" আর দল পূরণ করিবার জন্য আমি কলেমার বিশ্বাসী হাবশী উটের রাখালদেরকে লইয়া লইব।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর মুযানী (র) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর (রা) বলেন, শুনিয়াছি যে, হাসান বসরী (র) সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করিতে করিতে اَلسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ اُوْلٰئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ এই আয়াতে পর্যন্ত পৌঁছিয়া বলিলেন, নৈকট্যপ্রাপ্ত অগ্রবর্তীদের যুগ তো শেষ হইয়া গিয়াছে। হে আল্লাহ্! আমাদিগকে আসহাবে ইয়ামীনদের অন্তর্ভুক্ত কর।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... সারী ইব্ন ইয়াহইয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন। সারী ইব্ন ইয়াহইয়া (র) বলেন, হাসান বসরী (র) اَلسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, এই উম্মতের অগ্রবর্তী দলটির যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, সাহাবাগণ এই কামনা করিতেন যে, অগ্রবর্তীগণ সকলেই যেন এই উম্মত হইতে হয়। এই হইল হাসান ও ইবন সীরীনের মত। অর্থাৎ উভয় দলই এই উম্মত হইতে হইবে।

বস্তুত প্রত্যেক উম্মতের প্রথম পর্যায়ের লোকগুলি পরবর্তীদের তুলনায় ভালো হইয়া থাকে। এই হিসাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, প্রত্যেক উম্মতের প্রথমদিকের মানুষের মধ্যে অগ্রবর্তীদিগের সংখ্যা বেশি হইবে আর পরবর্তীদের হইতে হইবে তদপেক্ষা কম। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমার যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ, অতঃপর তাহার পরবর্তী যুগ, অতঃপর তাহার পরের যুগ।

ইমাম আহমদ (র) ..... আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আমার উম্মত বৃষ্টির ন্যায়। তাহার শুরুভাগ উত্তম না শেষ ভাগ উত্তম তাহা বলা যায় না।

এই হাদীসের অর্থ হইল এই যে, পরবর্তীদের কাছে দাওয়াত পৌঁছাইবার জন্য প্রথম যুগের লোকদের যেমন প্রয়োজন ছিল, তেমনি দীনের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং দীন প্রতিষ্ঠার জন্য পরবর্তী যুগের লোকদেরও প্রয়োজন। তবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী প্রথম যুগের লোকেরাই। বৃষ্টির অবস্থাও ঠিক তেমন। ফসলের জন্য প্রথমভাগের বৃষ্টির যেমন প্রয়োজন শেষভাগেরও তেমনি প্রয়োজন। তবে প্রথম বৃষ্টি পরবর্তী বৃষ্টির তুলনায় অধিক উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রথমবারের বৃষ্টি না হইলে শুধু শেষবারের বৃষ্টি দ্বারা ফসল উৎপন্ন হইত না। এইজন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আমার উম্মতের একদল লোক কিয়ামত পর্যন্ত সব সময় হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। কেউ কখনো তাহাদিগের ক্ষতিসাধন করিতে পারিবে না।"

Contents

মোটকথা উম্মতে মুহাম্মদীই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত এবং কিয়ামতের দিন যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত বিশিষ্ট বান্দা বলিয়া বিবেচিত হইবে, উহাদিগের মধ্যে এই উম্মতের লোকদের সংখ্যাই হইবে বেশী আর শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মতও শ্রেষ্ঠ দীনের অনুসারী বিধায় তাহাদিগের মর্যাদাই সকলের শীর্ষে। এইজন্যই অসংখ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, এই উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অন্য হাদীসে আছে যে, এই উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং প্রতি এক হাজারের সহিত আরো সত্তর হাজার বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আরেক বর্ণনায় আছে, সত্তর হাজারের প্রত্যেকের সহিত আরো সত্তর হাজার জান্নাতে প্রবেশ করিবেন।

হাফিজ আবুল কাসিম তাবরানী ..... আবূ মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, কিয়ামতের দিন তোমাদিগের মধ্য হইতে এমন দল দণ্ডায়মান হইবে, যাহাদিগের সংখ্যা এত বেশি হইবে যে, দেখিতে অন্ধকার রাতের ন্যায় মনে হইবে। পৃথিবীর চতুর্দিক তাহারা ঘিরিয়া ফেলিবে। দেখিয়া ফেরেশ্তারা বলিবে যে, অন্যান্য নবীদের সহিত যত লোক আসিয়াছে, মুহম্মাদ (সা)-এর সহিত তার চেয়ে বেশি লোক আসিয়াছে।

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র)..... আবূ যুমাল আল জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ যুমাল আল-জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামায পড়ার পর سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا এই দু'আটি সত্তর বার পাঠ করিতেন। অতঃপর বলিতেন, সত্তরের বিনিময়ে সাতশত নেকী দেওয়া হইবে। "যে ব্যক্তি একদিনে সাতশত এরও বেশি গুনাহ করিবে তাহার কোন মঙ্গল নাই।" এই কথাটি দুইবার বলিয়া উপস্থিত লোকদিগের দিকে ফিরিয়া বসিতেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা) স্বপ্ন খুব পছন্দ করিতেন। তাই প্রতিদিন ফজরের পর তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন তোমরা কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছ কি? আবূ যুমাল (রা) বলেন, আমি একদিন বলিলাম যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "আল্লাহ্ আমাদের মঙ্গল করুক, অমঙ্গল হইতে রক্ষা করুক, কল্যাণ আমাদিগের জন্য আর অকল্যাণ আমাদের শত্রুদের জন্য। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্যই সকল প্রশংসা। তোমার স্বপ্ন কি বল।" আমি বলিলাম যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি দেখিলাম যে, একটি প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন ও সুগম রাস্তা। বহুলোক সেই রাস্তা দিয়া চলাচল করিতেছে। যাইতে যাইতে সেই রাস্তাটি একটি বাগিচার সহিত মিলিত হয়। এমন মনমাতানো ও আকর্ষণীয় বাগিচা জীবনে আর কখনো আমি দেখি নাই। সবুজ-শ্যামল বৃক্ষলতা, প্রবহমান ঝরণা রকমারী বৃক্ষরাজি বিভিন্ন প্রকার ফল-মূল ইত্যাদিতে বাগিচাটি পরিপূর্ণ। কিছুক্ষণ পর একদল লোক আসিয়া সেই বাগিচাটির পাশ দিয়া দ্রুতগতিতে

বরাবর সম্মুখের দিকে চলিয়া যায়। তারপর আরেকদল লোক তথায় আগমন করে। সংখ্যায় ছিল তাহারা প্রথম দলের তুলনায় অনেক বেশি। তাহাদিগের একাংশ সেই বাগিচার মধ্যে তাহাদের পশু পাল চড়াইতে শুরু করে এবং বাকী অংশ তথা হইতে কিছু ফলমূল লইয়া চলিয়া যায়। তারপর আরো বহু সংখ্যক লোক তথায় আসিয়া বাগানের শোভা-সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যায় এবং বলিতে শুরু করে যে, ইহাই সবচেয়ে উত্তম ও মনোরম জায়গা। আমি এখনও যেন দেখিতে পাইতেছি যে, তাহারা ডানে-বামে ঝুকিয়া পড়িতেছে। অতঃপর আরো সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আমি দেখিতে পাইলাম যে, একটি মিম্বর, উহার সাতটি সিঁড়ি। আপনি উহার সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন আসনে বসিয়া আছেন। আপনার ডান পার্শ্বে দীর্ঘকায় ধূসর বর্ণের এক ব্যক্তি উপবিষ্ট। সে যখন কথা বলে সকলেই তখন অত্যন্ত মনযোগ সহকারে তাঁহার কথা শ্রবণ করে। তাঁহার সম্মুখে আরেকজন বৃদ্ধ ব্যক্তি বসিল। আকার আকৃতিতে ও স্বভাব-চরিত্রে যেন সে ঠিক আপনার মত। সকলেই অত্যন্ত মনযোগ ও গুরুত্ব সহকারে তাঁহার কথা শ্রবণ করে। দেখিলাম যে, তাঁহার সম্মুখে একটি দুর্বল শীর্ণকায় একটি উষ্ট্রী আপনি যেন উহাকে ধরিয়া উঠাইতেছেন। আর আপনার বাম পার্শ্বে মধ্যমাকৃতির এক ব্যক্তি উপবিষ্ট। মুখে যেন তাঁহার অনেক তেল মাখানো আর মাথার চুলগুলো যেন পানিতে ভিঁজা।

এই স্বপ্ন শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারার রং পরিবর্তন হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি বলিলেন, তুমি সহজ-সরল ও প্রশস্ত যেই রাস্তা দেখিয়াছ। উহা হইল সেই দীন যাহা লইয়া আমি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে তোমাদের কাছে আসিয়াছি এবং তোমরা যাহার অনুসরণ কর। শোভা-সৌন্দর্যে বৃক্ষলতা ও ফলমূলে পরিপূর্ণ বাগানটি হইল দুনিয়া। উহার সহিত আমার এবং আমার সাহাবী-অনুসারিদের কোন সম্পর্ক নাই এবং আমাদিগের সহিতও উহার কোন সংশ্রব নাই। আমরাও দুনিয়ার সহিত জড়াইয়া পড়ি নাই আর দুনিয়াও আমাদিগের সহিত জড়াইতে পারে নাই। সেথায় আগত প্রথম দলটি হইলাম আমরা। আমাদিগের পর আরেকদল লোক আসিবে। যাহারা সংখ্যায় হইবে আমাদিগের চেয়ে অনেক বেশি। তাহাদিগের কেহ দুনিয়ার সহিত জড়াইয়া পড়িবে আর কেহ প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইবে। ইহারা পরকালে মুক্তি লাভ করিবে। তারপর আরো একটি বড় দল আসিবে যাহারা দুনিয়ার শোভা সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইবে এবং ডানে-বামে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সঠিক পথ হারাইয়া ফেলিবে। ইন্নালিল্লাহ্ .....। আর তুমি সঠিক পথে রহিয়াছ। আর এই অবস্থায়ই তুমি আমার সহিত সাক্ষাত করিবে। সাত স্তর বিশিষ্ট মিম্বরটি তুমি দেখিয়াছ। উহার অর্থ হইল যে, দুনিয়ার আয়ুকাল সাত হাজার বছর। আমি সর্বশেষ হাজারে আগমন করিয়াছি। আমার ডানপার্শ্বে দীর্ঘকায় ধূসর বর্ণের যে লোকটিকে তুমি দেখিয়াছ তিনি হইলেন, হযরত মূসা (আ)। আমার বাম পার্শ্বে

যাঁহাকে দেখিয়াছ তিনি হইলেন, হযরত ঈসা (আ)। আকার আকৃতি ও স্বভাব-চরিত্রে আমার ন্যায় যে লোকটিকে দেখিয়াছ তিনি হইলেন, হযরত ইবরাহীম (আ)। আমরা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি এবং তাঁহার অনুসরণ করি। আর যেই উষ্ট্রীটিকে দেখিয়াছ আমি উহাকে তুলিয়া উঠাইতেছি উহা হইল কিয়ামত। আমাদের আমলেই কিয়ামত সংঘটিত হইবে। আমার পর আর কোন নবীও আসিবে না। আর আমার উম্মতের পর কোন উম্মত আসিবে না। বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছে কিনা আর জিজ্ঞাসা করিতেন না। তবে কেহ কোন স্বপ্ন বর্ণনা করিলে উহার ব্যাখ্যা বলিয়া দিতেন।

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ مَوْضُوْنَةٍ অর্থ مَرْمُوْلَةٌ بِالذَّهَبِ অর্থাৎ স্বর্ণ খচিত। মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, যায়দ ইব্ন আসলাম, কাতাদা, যাহ্হাক (র) এবং আরো অনেকে এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। সুদ্দী (র) বলেন ঃ موضونة অর্থ স্বর্ণ ও মুক্তা খচিত।

مُتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ অর্থাৎ জান্নাতীরা পরস্পর মুখামুখি হইয়া হেলান দিয়া বসিবে। কেহ কাহারো পিছনে থাকিবে না।

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ অর্থাৎ জান্নাতীদের নিকট (সেবার জন্য) ঘুরাফিরা করিবে এমন কিশোরেরা, যাহারা চিরকাল একই অবস্থায় বহাল থাকিবে, বয়সে তাহারা বড় হইবে না। বৃদ্ধ হইবে না এবং তাহাদিগের কৈশোরেও কোন পরিবর্তন আসিবে না।

بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ অর্থাৎ চির কিশোরেরা জান্নাতীদের নিকট পান পাত্র কুঁজা ও প্রস্রবণ নিসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা লইয়া ঘুরাফিরা করিবে।

اَكْوَابٌ আরবী كُوْبٌ এর বহুবচন। অর্থাৎ গ্লাস বা পানপাত্র। যে পাত্রের হাতল নাই। اَبَارِيْقَ ابريق এর বহুবচন। অর্থ হাতল বিশিষ্ট পাত্র তথা জগ। كَاْس পেয়ালা। চির কিশোরের এমন প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরা দ্বারা এইসব পাত্র পূর্ণ করিয়া জান্নাতীদের কাছে ঘুরাফিরা করিবে, যাহা কখনো নিঃশেষ হইবে না।

لَايُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَايُنْزِفُوْنَ অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে যে সুরা পান করিবে উহাতে তাহাদিগের মাথা ব্যাথা হইবে না এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিবে না। বরং সেই সুরা পানে চরম পুলক, তৃপ্তি ও স্বাদ অনুভব করিবে।

যাহ্হাক (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মদের চারটি গুণ। নেশা ধরা, শিরঃপীড়া হওয়া, বমি হওয়া ও পেশাব বৃদ্ধি পাওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের মদকে এই চারটি গুণ হইতেই পবিত্র রাখিয়াছেন।

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ অর্থাৎ জান্নাতের কিশোরেরা জান্নাতীদের পছন্দমত ফল-মূল এবং ঈপ্সিত পাখীর গোশ্‌ত লইয়া ঘুরাফিরা করিবে। জান্নাতীরা উহা হইতে তাহাদিগের পছন্দমত ফল-মূল ও গোশ্‌ত লইয়া আহার করিবে।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য খাদ্যের ব্যাপারে যেমন নিয়ম হইল, পাত্রের নিজের সম্মুখ হইতে আহার করিতে হয়, পাত্রের যেখান-সেখান হইতে খাদ্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, ফলের ব্যাপারে তেমন কোন নিয়ম নাই। বরং পাত্রের যে কোন অংশ হইতে পছন্দমত ফল আহরণ করিয়া খাওয়া জায়েয আছে। হাফিজ আবূ ইয়ালা মুছিলী কর্তৃক বর্ণিত ইকরাশ ইব্ন যুআইব এর হাদীসেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।

হাফিজ আবূ ইয়ালা মুছিলী ..... ইকরাশ ইব্ন যুআইব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইকরাশ ইব্ন যুআইব (রা) বলেন, আমি একদিন আমার এলাকার সদকার মাল লইয়া মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গমন করি। মদীনায় গিয়া দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে বসিয়া আছেন। আমার সহিত ছিল যাকাতের অনেকগুলি উট। আমাকে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি কে? বলিলাম, আমি ইকরাশ ইব্ন যুআইব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ বংশ পরিচয়? তখন আমি আমার পূর্বপুরুষ মুররা ইব্ন উবায়দ পর্যন্ত বংশ পরিচয় উল্লেখ করিয়া বলিলাম, এইগুলি মুররা ইব্ন উবায়দের সদকা। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "এইগুলি আমার সম্প্রদায়ের উট। এইগুলি আমার সম্প্রদায়ের সদকা।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) উটগুলির গায়ে সদকার চিহ্ন দিয়া অন্যান্য সদকার উটের সহিত রাখিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়া আমার হাত ধরিয়া হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর ঘরে লইয়া গেলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন খাবার আছে কি?" উত্তর আসিল, হ্যাঁ, আছে। কিছুক্ষণ পর একটি পাত্রে করিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণ ছারীদ আনা হইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহা খাইতে শুরু করেন। আমিও পাত্রের চতুর্দিক হইতে খানা লইয়া খাইতে লাগিলাম। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার বাম হাত দ্বারা আমার ডান হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন ঃ ইকরাশ! এক জায়গা হইতে খাও। কারণ ইহা একই খাদ্য। অতঃপর আরেক পাত্র খেজুর কিংবা আঙ্গুর আনিয়া আমাদের সামনে রাখা হইল। আমি আমার সম্মুখ হইতে খাইতে লাগিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাত্রের এখান-ওখান হইতে ফল লইয়া খাইতে শুরু করেন এবং বলিলেন "ইকরাশ! তোমার যেখান হইতে ইচ্ছা খাও। কারণ ইহা একই বর্ণের খাদ্য নহে।" তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পানি দ্বারা হাত ধুইয়া ভিঁজা হাত দ্বারা তিনবার মুখমণ্ডল দুই বাহু এবং মাথা মাসহ্ করিয়া বলিলেন, ইকরাশ! আগুন দ্বারা পাকানো খাদ্য খাইয়া এইভাবে ওজু করিতে হয়। তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। তিরমিযী ইহাকে গরীব বলিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বপ্নের ব্যাপারে খুব কৌতুহলী ছিলেন। একদিন এক মহিলা আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আজ রাতে আমি স্বপ্ন দেখিলাম, যেন এক ব্যক্তি বসিয়া আমাকে মদীনা হইতে বাহির করিয়া জান্নাতে লইয়া গেল। অতঃপর আমি একটি প্রচণ্ড আওয়াজ শুনিতে পাইলাম, আওয়াজ শুনিয়া জান্নাতের মধ্যে সকলেই চমকিয়া উঠে। তখন চোখ তুলিয়া আমি অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের পুত্র অমুককে দেখিতে পাইলাম। মহিলাটি এইভাবে বারজন লোকের নাম উল্লেখ করে, যাদেরকে কিছুদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (স) একটি অভিযানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহিলাটি এইবার অন্য লোকের নাম উল্লেখ করিয়া বলিল যে, তখন আমি দেখিতে পাইলাম যে, তাঁহারা জান্নাতের মধ্যে উপস্থিত। তাঁহাদের পরিধানে বহু মূল্যবান আকর্ষণীয় পোষাক। তাঁহাদের দেহের রক্ত যেন টগবগ করিতেছে। তখন বলা হইল যে, ইহাদিগকে বায়যাখ কিংবা বারযাখ নদীতে লইয়া যাও। তাঁহারা উহাতে ডুব দিয়া বাহির হইয়া আসে। তখন তাঁহাদিগের চেহারা পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। অতঃপর সোনার পাত্রে করিয়া তাঁহাদিগের জন্য তাজা খেজুর আনা হইল। তাঁহারা উহা হইতে তৃপ্তির সহিত আহার করেন। সেই আহারে আমিও তাঁহাদিগের সহিত অংশ করিয়াছিলাম। এই স্বপ্নের কিছুদিন পর দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, অমুক অমুক বার জন লোক শাহাদাত বরণ করিয়াছেন। সংবাদ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাটিকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, তোমার স্বপ্নটি আবার বল দেখি, মহিলাটি স্বপ্নের ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া বলিতে লাগিল যে, অমুকের পুত্র অমুককে অমুকের পুত্র অমুককে জান্নাতে উপস্থিত করা হইল।

আবুল কাসিম তাবারানী (র) .....সওবান (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, 'জান্নাতের বৃক্ষ হইতে একটি ফল ছিঁড়িয়া লইলে তৎক্ষণাৎ সেখানে আরেকটি ফল আসিয়া পড়িবে।

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ অর্থাৎ জান্নাতী বালকেরা জান্নাতীদের চাহিদা মত পাখীর গোশত লইয়া ঘুরাফিরা করিবে।

ইমাম আহমদ .....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, 'জান্নাতের পাখীগুলি বুখতী উটের ন্যায় বড়। উহারা জান্নাতের গাছে গাছে উড়িয়া বেড়ায়। শুনিয়া হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতের পাখীগুলি খাইতে তো খুব সুস্বাদু হইবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি তদপেক্ষা আরও সুস্বাদু নিয়ামত ভোগ করিব। এই কথাটি, তিনি তিনবার বলিয়া অতঃপর বলিলেন, যাহারা জান্নাতের পাখী খাইতে পারিবে, আমি আশা করি তুমিও তাহাদের মধ্যে থাকিবে। এই সূত্রে কেবলমাত্র ইমাম আহমদ (র)-ই এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিজ আবূ আব্দুল্লাহ্ মাকদিসী ..... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট একটি 'তূবা' সম্পর্কে কথা উঠে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আবূ বকর! তুমি জান কি তূবা কি জিনিস? আবূ বকর (রা) বলিলেন আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তূবা জান্নাতের একটি বৃক্ষের নাম। উহা কত যে লম্বা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কেহ তাহা জানে না। উহার একেকটি ডালের নীচে একটি দ্রুতগামী বাহন সত্তর বছর পর্যন্ত দৌড়াইতে পারিবে। বুখতী উটের ন্যায় বড় বড় পাখী উহার পাতার উপর পতিত হয়।" শুনিয়া হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাতের পাখী তো মনে হয় খুব মোটা তাজা হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "যাহারা উহা খাইবে তাহারা আরো মোটা তাজা হইবে। তুমিও ইনশাআল্লাহ্ তাহাদিগের মধ্যে থাকিবে।"

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন ঃ হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাতীরা যেমন মোটা তাজা হইবে আমার তো মনে হয় যে, জান্নাতের পাখীগুলিও মোটা তাজা হইবে। উত্তরে রাসূললল্লাহ (সা) বলিলেন, আবু বকর! আমি আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, "যাহারা উহা খাইবে, তাহারা উহাদের অপেক্ষা বেশী মোটা তাজা হইবে। জান্নাতের এক একটি পাখী বুখতী উটের ন্যায় বড়। আমার বিশ্বাস যে, তুমিও জান্নাতের পাখী ভক্ষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

আবূ বকর ইব্‌ন আবুদ্দুনিয়া..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাওছার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ কাওছার, জান্নাতের একটি দরিয়া যাহা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দান করিয়াছেন। উহার পানীয় দুধ অপেক্ষা সাদা ও মধু অপেক্ষা মিষ্ট। উহার কিনারায় বুখতী উটের ন্যায় বড় বড় পাখী রহিয়াছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন, তাহা হইলে তো পাখীগুলি খুবই মোটা তাজা। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আমরা আরো মোটা তাজা হইব।"

ইমাম তিরমিযী (র) ..... আনাস (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে সত্তর হাজার পালক বিশিষ্ট এক ধরনের পাখী আছে। ইহারা জান্নাতীদের খাদ্যের খাঞ্চায় পতিত হইয়া পালক ঝাড়া দিবে। ফলে প্রতিটি পালক হইতে এমন সুস্বাদু খাদ্য বাহির হইবে যাহা দুধের চেয়ে সাদা, মাখনের চেয়ে কোমল এবং মধুর চেয়ে মিষ্ট। (এইভাবে সত্তর হাজার পালক হইতে সত্তর হাজার প্রকার খাদ্য বাহির হইবে) একটির সহিত আরেকটি

কোন মিল থাকিবে না। অবশেষে পাখীটি উড়িয়া যাইবে। এই হাদীসটি খুবই গরীব। রুসাফী এবং তাঁহার উস্তাদ উভয়ই দুর্বল বলিয়া বিবেচিত।

ইব্ন হাতিম (র) ... কা'ব (র) হইতে বর্ণনা করেন। কা'ব (র) বলেন, জান্নাতের পাখীগুলো বুখতী উটের ন্যায় বড় বড়। উহারা জান্নাতের ফল-মূল আহার করিয়া এবং জান্নাতের প্রসবণ হইতে পানি পান করিয়া জীবন কাটায়। কোন জান্নাতী সেই পাখীর গোশ্ত খাইতে ইচ্ছা করিলে পাখী আসিয়া তাহার সামনে পতিত হইবে। জান্নাতী ব্যক্তি উহার যে অংশ ইচ্ছা আহার করিবে। খাওয়ার কারণে উহার কোন অংশই কমিয়া যাইবে না। পূর্বে যেমনই ছিল থাকিয়া যাইবে। অবশেষে পাখীটি উড়িয়া যাইবে।

হাসান ইব্ন আরাফা ..... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, জান্নাতে পাখী দেখিয়া যখন তোমার খাইতে ইচ্ছা হইবে। তৎক্ষণাৎ পাখীটি তোমার সম্মুখে ভুনা হইয়া পড়িয়া যাইবে।"

وَحُوْرٌ عِيْنٌ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ অর্থাৎ উপরোক্ত নিয়ামতসমূহের সহিত জান্নাতে আরো থাকিবে সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায় পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয় আয়তলোচনা হুরসমূহ।

جَزَاءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, মানুষ দুনিয়াতে যে সকল সৎকার্য করিয়া থাকে, উহার পুরস্কার স্বরূপ আমি তাহাদিগকে জান্নাতে এইসব নিয়ামত দান করিব।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَايَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا اِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে জান্নাতীরা কোন অনর্থক বেহুদা অবজ্ঞামূলক এবং কোন অশ্লীল ও পাপের কথা শ্রবণ করিবে না। যেমন অন্য আয়াত আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَاتَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً অর্থাৎ জান্নাতে তুমি কোন অনর্থক কথা শ্রবণ করিবে না।

اِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا অর্থাৎ কেবল পরস্পরে সালাম আদান প্রদান হইতে থাকিবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ অর্থাৎ জান্নাতে জান্নাতীদের মধ্যে অভিবাদন হইবে সালাম আর সালাম। তাহাদিগের সাধারণ আলাপ-আলোচনা ও অনর্থক কথা এবং অশ্লীলতা হইতে মুক্ত থাকিবে।

(২৭) وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۝

(٢٨) فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ۙ

(٢٩) وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ۙ

(٣٠) وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ۙ

(٣١) وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ۙ

(٣٢) وَّ فَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ۙ

(٣٣) لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ۙ

(٣٤) وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ؕ

(٣٥) اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ۙ

(٣٦) فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ۙ

(٣٧) عُرُبًا اَتْرَابًا ۙ

(٣٨) لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ؕ

(٣٩) ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۙ

(٤٠) وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ؕ

২৭. আর ডানদিকের দল, কতভাগ্য বান ডান দিকের দল!

২৮. তাহারা থাকিবে এক উদ্যানে, সেখানে আছে কণ্টকহীন কুল বৃক্ষ।

২৯. কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ।

৩০. সম্প্রসারিত ছায়া,

৩১. সদাপ্রবহমান পানি,

৩২. ও প্রচুর ফলমূল,

৩৩. যাহা শেষ হইবে না ও যাহা নিষিদ্ধও হইবে না।
৩৪. আর সমুচ্ছ শয্যাসমূহ
৩৫. উহাদিগকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি বিশেষরূপে–
৩৬. উহাদিগকে করিয়াছি কুমারী,
৩৭. সোহাগিনী ও সমবয়স্কা,
৩৮. ডান দিকের লোকদিগের জন্য।
৩৯. তাহাদিগের অনেকে হইবে পূর্ববর্তীদিগের মধ্য হইতে।
৪০. এবং অনেকে হইবে পরবর্তীদিগের মধ্য হইতে,

তাফসীর ঃ মুকাররব তথা আল্লাহ্ তা'আলা নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদের পুরস্কারের কথা আলোচনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা আসহাবুল ইয়ামীনদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণ সৎকর্মশীল ঈমানদারদিগকে আসহাবুল ইয়ামীন বলা হয়। যেমন মায়মূন ইব্ন মিহরান (র) বলেন, আসহাবুল ইয়ামীন হইল তাহারা, যাহাদিগের মর্যাদা মুকাররাবদের চেয়ে কম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ مَا اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ অর্থাৎ যাহারা আসহাবুল ইয়ামীন, কিয়ামতের দিন উহারা কি প্রতিদান ও পুরস্কার লাভ করিবে উহা শ্রবণ কর। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উহার বিবরণ দিয়া বলিতেছেন ঃ

فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ অর্থাৎ আসহাবুল ইয়ামীনদেরকে যেই জান্নাত দান করা হইবে উহাতে থাকিবে কণ্টকবিহীন কুল বৃক্ষ। ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরিমা, মুজাহিদ, আবুল আহওয়াস, কুমামা ইব্ন যুহায়র, সাফর ইব্ন কায়স, হাসান, কাতাদা, আব্দুল্লাহ ইব্ন কাসীর, সুদ্দী, ও আবূ হারযা (র) সহ অনেকে বলেন ঃ مَخْضُوْدٌ অর্থ এমন বৃক্ষ যাহাতে কোন কাঁটা নাই।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, مَخْضُوْدٌ অর্থ اَلْمُوْقَرُبِالثَّمَرِ অর্থাৎ এমন বৃক্ষ যাহা ফলের ভারে নুইয়া গিয়াছে। ইকরিমা এবং মুজাহিদ হইতেও এই ধরনের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। কাতাদা (র) বলেন, আমাদের মাঝে এই বলে আলোচনা হইত যে, مَخْضُوْدٌ অর্থ এমন বৃক্ষ যাহাতে কোন কাঁটা নাই।

উভয় ব্যাখ্যার সম্মিলিত অর্থ এই দাঁড়ায় যে, দুনিয়ার কুল বৃক্ষ যেমন পরিমাণে কম হয় এবং বৃক্ষ হয় কাঁটাযুক্ত, জান্নাতের কুল বৃক্ষ তেমন হইবে না বরং কুল বৃক্ষ একদিকে যেমন কণ্টকহীন, তেমনি উহার ফলও হইবে প্রচুর।

হাফিজ আবূ বকর নাজ্জার (র) ..... সালীম ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সালীম ইব্ন আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবাগণ বলাবলি করিতেন যে, বেদুঈন লোকদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসায় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করায় আমাদিগের বড় উপকার হইত। একদিন

এক বেদুঈন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ দিবেন বলিয়াছেন, যাহা জান্নাতীদিগকে কষ্ট দিবে! শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তাহা আবার কোন্ বৃক্ষ?" লোকটি বলিল, কুল বৃক্ষ! কারণ কুল বৃক্ষের কাঁটা মানুষকে কষ্ট দিয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "কেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ (তথায় আছে কণ্টকহীন কুল বৃক্ষ) বলেন নাই?" জান্নাতের কুল বৃক্ষ হইতে কাঁটা ছাড় করিয়া প্রতিটি কাঁটার স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা একটি করিয়া ফল সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার প্রতিটি কুলের বাহাত্তর প্রকার স্বাদ হইবে। একটির সহিত আরেকটির কোন মিল থাকিবে না।"

আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ..... উতবা ইব্‌ন আবদ আস্‌সুলামী (র) হইতে বর্ণনা করেন। উতবা ইব্‌ন আবদ (র) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে এক বেদুঈন ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! শুনিলাম যে, আপনি জান্নাতে একটি বৃক্ষ থাকিবে বলিতেছেন, আমার জানা মতে উহার চেয়ে বেশী কাঁটা অন্য কোন গাছের নাই। অর্থাৎ কুল বৃক্ষ। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "(জান্নাতে কুলবৃক্ষ থাকিবে ঠিক কিন্তু) আল্লাহ্ তা'আলা উহার প্রতিটি কাঁটার স্থলে একটি করিয়া ফল সৃষ্টি করিবেন। উহাতে সত্তর বর্ণের খাদ্য থাকিবে। একটির রংয়ের সহিত আরেকটির বর্ণের কোন মিল থাকিবে না।"

وَطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ "এবং কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ।"

طلح طلحة এর বহুবচন। বিপুল কাঁটা বিশিষ্ট হিজাজের বৃহদাকায় একটি বৃক্ষের ন্যায়।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ مَنْضُوْدٍ অর্থ এমন বৃক্ষ যাহার ফল একটি আরেকটির সহিত লাগা। কুরাইশদের নিকট এই দুইটি ফল বেশী পছন্দনীয় ছিল বিধায় পবিত্র কুরআনে বিশেষভাবে এই দুইটি ফল বৃক্ষের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জান্নাতের কদলী বৃক্ষ দুনিয়ার বৃক্ষেরই ন্যায় হইবে। কিন্তু উহার ফল হইবে মধুর চেয়ে মিষ্ট।

জাওহারী বলেন ঃ طلح শব্দটি طلع এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই হিসাবে আয়াতের অর্থ হইবে, জান্নাতে এমন কুলবৃক্ষ থাকিবে যাহার কোন কাঁটা নাই এবং থোকা ফলে পরিপূর্ণ থাকিবে। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, وَطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ অর্থ الموز। অর্থাৎ কলা। ইব্‌ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা (রা), হাসান, ইকরিমা, কুসামা ইব্‌ন যুহায়র, আবূ কাতাদা এবং খারযা (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ "আর সম্প্রসারিত ছায়া।"

ইমাম বুখারী (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যাহার ছায়া দ্রুতগামী কোন বাহন একশত বছর ধরিয়া ভ্রমণ করিয়াও উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। তোমাদিগের ইচ্ছা হইলে وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ আয়াতটি পড়িয়া দেখ।

ইমাম মুসলিম (র) ও আ'রাজের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী (র) মুহাম্মদ ইব্ন সুফিয়ান থেকে ফুলাইহ (র)-এর সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আব্দুর রায্যাক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে একটি বৃক্ষ আছে, একটি দ্রুতগামী বাহন সত্তর কিংবা (বলিয়াছেন) একশত বছর যাবত ভ্রমণ করিতে পারিবে। উহাকে شجرة الخلد বলা হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে একটি বৃক্ষ আছে, একটি দ্রুতগামী বাহন একশত বছর পর্যন্ত উহার ভ্রমণ করিয়াও উহার ছায়া অতিক্রম করিতে পারিবে না। তোমাদের মনে চাইলে وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ এই আয়াতটি পাঠ কর।" ইমাম তিরমিযী (র) আব্দুর রহীম ইব্ন সুলায়মান (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন জারীর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে একটি দ্রুতগামী বাহন যার ছায়া একশত বছর যাবত আরোহণ করিতে পারিবে। তোমাদিগের ইচ্ছা হইলে وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ এই আয়াতটি তিলাওয়াত কর। হযরত কা'ব (রা) এই কথা শুনিয়া বলিলেন আবূ হুরায়রা (রা) ঠিকই বলিয়াছেন, আমি সেই সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি যিনি মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত এবং মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন, যদি কেহ দ্রুতগামী একটি উটের পিঠে চড়িয়া সেই বৃক্ষটি অতিক্রম করিতে চায়, তাহা হইলে চলিতে চলিতে একদিন সে দুর্বল হইয়া পড়িয়া যাইবে, কিন্তু উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হাতে উহা রোপণ করিয়াছেন। এবং উহাতে প্রাণ দান করিয়াছেন এবং তার ডালপালা জান্নাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। বৃক্ষটির গোড়া হইতে জান্নাতের সব ক'টি নদী প্রবাহিত হইয়াছে।

হাফিজ আবূ ইয়ালা মুছিলী (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ -এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, "জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে একটি দ্রুতগামী বাহন একশত বছর দৌড়াইয়াও উহার ছায়া অতিক্রম করিতে পারিবে না।"

ইমাম বুখারী (র) রাওহ ইব্‌ন আব্দুল মুমিন (র) সূত্রে ইয়াযীদ ইব্‌ন যুরাইহ (র) থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) ইমরান ইব্‌ন দাউদ কাত্তান (র)-এর মাধ্যমে কাতাদার সূত্রে এবং অনুরূপ মা'মার ও আবূ হিলাল (র) কাতাদা (র) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম .... আবূ সাঈদ ও সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা)-এর হাদীস হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, একটি দ্রুতগামী ও শক্তিশালী বাহন একশত বছর ভ্রমণ করিয়াও উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না।"

ইমাম আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ নিশ্চয়ই জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, একটি বাহন যাহার ছায়া সত্তর বছর ভ্রমণ করিতে পারিবে।

ইমাম তিরমিযী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতের প্রতিটি বৃক্ষের ডাল সোনার তৈরি। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান-গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ জান্নাতের এমন একটি বৃক্ষ যাহার ছায়া চতুর্দিকে একশত বছরের রাস্তা ব্যাপী বিস্তৃত। উহার ছায়ায় বসিয়া জান্নাতীরা পরস্পর আলাপ-আলোচনা করিবে। আলোচনা প্রসংগে তাহাদিগের দুনিয়ার ক্রীড়া-কৌতুক, খেল-তামাশা ও আনন্দ-উৎসবের কথা মনে পড়িবে। ইত্যবসরে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের বায়ু প্রবাহিত করিবেন, যাহা সেই বৃক্ষটিকে নাড়া দিবে। তাহাতে দুনিয়ার গান-বাদ্যের রাগ-রাগীনী ও নুপুর-নিক্কনের মন মাতানো আওয়াজ আসিতে থাকিবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... আমর ইব্‌ন মায়মূন (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমর ইব্‌ন মায়মূন وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ জান্নাতের বৃক্ষের ছায়া সত্তর হাজার বছরের দূরত্ব বিস্তৃত হইবে। ইব্‌ন জারীর যথাক্রমে বুন্দার, ইব্‌ন মাহদী ও সুফিয়ানের সূত্রে এই ধরনের একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) ..... আমর ইব্‌ন মায়মূন (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমর ইব্‌ন মায়মূন (র) বলেন, জান্নাতের বৃক্ষের ছায়া পাঁচ লক্ষ বছরের দূরত্ব ব্যাপী বিস্তৃত।

ইবন আবূ হাতিম (র)..... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান (র) وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, কোন দ্রুতগামী বাহন একশত বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া উহার ছায়া অতিক্রম করিতে পারিবে না।

আওফ (র) .... হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, একটি দ্রুতগামী বাহন একশত বছর ভ্রমণ করিয়াও উহার ছায়া অতিক্রম করিতে পারিবে না।

যাহ্হাক, সুদ্দী ও আবূ হারযা (র) وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, জান্নাতের বৃক্ষের নীচের সুবিস্তৃত ছায়া কখনো শেষ হইবার নহে। সেথায় না পড়িবে সূর্যের কিরণ আর না লাগিবে সূর্যের তাপ। সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রকৃতি যেমন থাকে সেথায় সর্বক্ষণ তেমন অবস্থা বিরাজ করিবে।

ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের মাঝামাঝি প্রকৃতি যেমন থাকে, জান্নাতে সর্বাবস্থায় তেমন অবস্থা বিরাজ করিবে।

আরো অনেক আয়াতে জান্নাতের ছায়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন ঃ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَّظِلُّهَا - فِيْ ظِلَالٍ وَّعُيُوْنٍ - وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاً ظَلِيْلاً ইত্যাদি।

وَمَاءٍ مَّسْكُوْبٍ "এবং সদা প্রবহমান পানি।"

সওরী (র) বলেন, জান্নাতের পানি খননকৃত নালা দিয়া নয় বরং সমতল ভূমিতে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রবাহিত হয়। এই বিষয়ে উপরে আলোকপাত করা হইয়াছে।

فَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ অর্থাৎ জান্নাতীদের নিকট থাকিবে রং-বেরংয়ের প্রচুর ফল-ফলাদি। যাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই। কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কোন মানুষের অন্তরে কল্পনায় জাগে নাই। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوْا بِهِ مُتَشَابِهًا

অর্থাৎ যখনই জান্নাতীদিগকে ফল-মূল খাইতে দেওয়া হইবে, তখনই তাহারা বলিবে, আমাদিগকে পূর্বে জীবিকারূপে যাহা দেওয়া হইত ইহাতো তাহাই। তাহাদিগকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হইবে। অর্থাৎ জান্নাতীদিগকে যেই ফল-ফলাদি দেওয়া হইবে আকার-আকৃতিতে যেইগুলি একই রকম হইবে, কিন্তু স্বাদ হইবে প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন।

সিদরাতুল মুনতাহ বর্ণনা প্রসংগে বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ উহার পাতাগুলি হাতির কানের ন্যায় এবং উহার এক একটি ফল হিজ্র অঞ্চলের মটকার ন্যায় বড়।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মালিকের হাদীস হইতে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একবার সূর্য গ্রহণ লাগিবার পর লোকদেরকে সাথে লইয়া রাসূল (স) নামায পড়েন। নামায শেষে সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা দেখিলাম যে, এই স্থানে দাঁড়াইয়া আপনি কি যেন ধরিতে চাইলেন আবার পিছন দিকে সরিয়া আসিলেন । (ব্যাপারটা কি?) উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি তখন জান্নাত দেখিতে পাইয়া উহার একটি আঙ্গুরের থোকা লইতে চাহিয়াছিলাম। যদি লইতে পারিতাম তাহা হইলে কিয়ামত পর্যন্ত তোমরা সকলে উহা হইতে খাইতে পারিতে।

হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির (রা) বলেন, একদিন আমরা জোহরের সালাত আদায় করিতেছিলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সামনে অগ্রসর হইলেন। দেখিয়া আমরাও তাঁহার সহিত অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাত বাড়াইয়া কি যেন ধরিতে চাইলেন আবার পিছনে ফিরিয়া আসিলেন। সালাত হযরত কা'ব (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আজ আপনাকে সালাতের মধ্যে এমন একটি কাজ করিতে দেখিলাম, ইতিপূর্বে আর কখনো যা আপনি করে নাই। রাসূল (সা) বলিলেন ঃ তখন আমাকে জান্নাত এবং জান্নাতের শোভা-সৌন্দর্য দেখানো হইয়াছিল। দেখিয়া আমি জান্নাত হইতে একটি আঙ্গুরের থোকা লইতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ উহার ও আমার মাঝে পর্দা পড়িয়া যায়। যদি উহা আনিতে পারিতাম তো পৃথিবীর সকলেই জীবনভর উহা খাইতে পারিত। তাহাতে তাহা মোটেও হ্রাস পাইতো না।

ইমাম আহমদ (র) ..... আমির ইব্ন যায়েদ বাকালী (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমির ইব্ন যায়েদ (র) বলেন, 'আমি উতবা ইব্ন আবদ সুলামী (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, এক বেদুঈন লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হাউজে কাওসার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল এবং জান্নাতের কথা উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জান্নাতে কি ফল থাকিবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, জান্নাতে ফল থাকিবে। তথায় তূবা নামক একটি বৃক্ষও আছে। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল যে, সেই বৃক্ষটিকে আমাদের দেশের কোন বৃক্ষের সহিত তুলনা করা যায়? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদের দেশে তেমন কোন বৃক্ষ নাই। তুমি কি কখনো শামদেশে গিয়াছ? লোকটি বলিল, জ্বী না, যাই নাই। রাসূল (সা) বলিলেন, তূবা বৃক্ষটি শাম দেশের জাওয়া নামক একটি বৃক্ষের ন্যায় যাহার গোড়ার দিকে একটি মাত্র কাণ্ড থাকে যাহার উপর দিক চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়। অতঃপর প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করিল, জান্নাতের নিকট আঙ্গুরের থোকা কত বড় হইবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ একটি কালো কাক এক মাস ভ্রমণ করিয়া যতদূর যাইতে পারে জান্নাতের একটি আঙ্গুরের থোকা তত বড়। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, বৃক্ষটির কাণ্ড কতটুকু মোটা হইবে? রাসূল (সা) বলিলেন,

তুমি যদি একটি উটের বাচ্চা ছাড়িয়া দাও উহা বৃক্ষের চতুর্দিকে অবিরাম দৌড়াইতে থাকে তো। তোমার উট দুর্বল হইয়া পড়িয়া যাইবে কিন্তু বৃক্ষের ব্যাপ্তির শেষ হইবে না। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিল যে, তাহাতে কি আঙ্গুরও ধরিবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ। এইবার লোকটি জিজ্ঞাসা করিল যে, আঙ্গুরের একটি দানা কতটুকু বড় হইবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমার আব্বা কি কখনো মোটা তাজা একটি বকরী যবাহ্ করিয়া উহার চামড়া খসাইয়া তোমার আম্মার হাতে দিয়া বলে নাই যে, নাও ইহা দ্বারা মশক বানাইয়া লও? লোকটি বলিল, হ্যাঁ। রাসূল (সা) বলিলেন ঃ বুঝে নাও যে, জান্নাতের একটি আঙ্গুর ঠিক এতটুকু বড় হইবে। তারপর লোকটি বলিল যে, তাহা হইলে তো উহার একটি দানা আমি এবং আমার পরিবারের সকলে পেট ভরিয়া খাইতে পারিব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ তোমার পাড়া-প্রতিবেশীর সকলে তৃপ্তি সহকারে খাইতে পারিবে।

لَامَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ অর্থাৎ জান্নাতের ফল কোন মওসুমেই শেষ হইবে না। যে কোন মওসুমেই যে কোন ফল পাওয়া যাইবে। যে যখন যেই ফল খাইতে ইচ্ছা করিবে, তখনই সে উহা সম্মুখে উপস্থিত পাইবে। কোন কিছুই তাহাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন, কাঁটা, দূরত্ব বা অন্য কোন কারণে জান্নাতের ফল আহরণে জান্নাতীদের কোন ব্যাঘাত পাইতে হইবে না ; জান্নাতের ফলের বর্ণনা প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, কেহ যদি জান্নাতের একটি ফল আহরণ করে তাহার পরিবর্তে সেখানে আরেকটি ফল সৃষ্টি হইয়া যাইবে।

وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ অর্থাৎ জান্নাতে উঁচু উঁচু নরম ও আরামদায়ক বিছানা থাকিবে।

ইমাম নাসায়ী ও ইমাম তিরমিযী (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ -এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ পৃথিবী হইতে আকাশ যতটুকু উঁচু জান্নাতের বিছানা ততটুকু উঁচু হইবে। আকাশ ও যমীনের মাঝে দূরত্ব হইল পাঁচশত বছরের রাস্তা।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, জান্নাতীদের বিছানা আশি বছরের দূরত্ব পরিমাণ।

اِنَّا اَنْشَأْنَاهُنَّ اِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبْكَارًا عُرُبًا اَتْرَابًا لِاَصْحَابِ الْيَمِيْنِ ـ

"আমি উহাদিগকে (হুরদিগকে) বিশেষভাবে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর উহাদিগকে কুমারী সোহাগিনী ও সমবয়স্কা বানাইয়াছি।"

এইখানে পূর্বে হুরদের কথা উল্লেখ না করিয়াই যমীর (সর্বনাম) ব্যবহার করা হইয়াছে। কারণ ইহার পূর্বের আয়াতে জান্নাতীদের শয্যার কথা আলোচনা করা

হইয়াছে। ইহাতে স্বভাবত তাহাদিগের কথা স্মরণ আসে যাহারা পুরুষদের সংগীনীরূপে এই শয্যায় থাকিবে বিধায় তাহাদিগের কথা উল্লেখ না করিয়া শুধুমাত্র যমীর ব্যবহার করা যথেষ্ট মনে করা হইয়াছে। যেমন হযরত সুলায়মান (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা প্রসংগে বলা হইয়াছে حتى توارت بالحجاب (এমন কি উহা তথা সূর্য পর্দার আড়ালে লুকাইয়া গিয়াছে।) এইখানে সূর্যের কথা পূর্বে উল্লেখ না করিয়াই পূর্বাপর লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়াই সূর্যের যমীর তথা সর্বনাম উল্লেখ করিয়া تَوَارَتْ বলা হইয়াছে।

আবূ উবায়দা (র) বলেন, যমীর ব্যবহারের পূর্বে وَحُوْرٌ عِيْنٌ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ। এই আয়াতে হুরের কথা বলা হইয়াছে বিধায় আলোচ্য আয়াতে যমীর ব্যবহার করাতে কোন অনিয়ম বা ব্যতিক্রম হয় নাই।

اِنَّا اَنْشَاْنٰهُنَّ। এর অর্থ হইল যাহারা এক কালে যৌবন হারা বৃদ্ধা ছিল আমি তাহাদিগকে পুনরায় কুমারী সোহাগীনী ও লাবণ্যময়ী সমবয়স্কা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। রূপ লাবণ্য দেহ-সৌষ্ঠব ও সচ্চরিত্রতার কারণে ইহারা স্বামীদের নিকট যারপর নাই প্রিয় ও আদরণীয় হইবে। কেহ কেহ বলেন ঃ عُرُبًا অর্থ অভিমানী নারী।

মূসা ইবন উবাইদ (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ...... اِنَّا اَنْشَاْنَاهُنَّ। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ ইহারা হইল তাহারা দুনিয়াতে যাহারা ছিল যৌবন হারা বৃদ্ধা। ইমাম তিরমিযী, ইব্ন জারীর এবং ইব্ন আবূ হাতিমও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযীর মতে হাদীসটি গরীব। এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে মূসা ও ইয়াযীদ দুর্বল বলিয়া বিবেচিত।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... সালমা ইব্ন ইয়াযীদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সালামা ইব্ন ইয়াযীদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ...... اِنَّا اَنْشَاْنَاهُنَّ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "দুনিয়ার কুমারী-অকুমারী প্রত্যেককেই জান্নাতে কুমারী বানাইয়া দেওয়া হইবে।"

হুমায়দ (রা) ..... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান (রা) বলেন, একদিন এক বৃদ্ধা মহিলা বলিল যে, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করেন, যেন তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে অমুকের মা! বৃদ্ধা মহিলারা তো জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত সাহাবীদিগকে বলিলেন, বৃদ্ধাকে ডাকিয়া বলিয়া দাও যে, যখন সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে, তখন বৃদ্ধা থাকিবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন .... اِنَّا اَنْشَاْنَاهُنَّ اِنْشَاءً। ইমাম তিরমিযী (র) শামায়েলে তিরমিযীতে আবদ ইব্ন হুমায়দের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূল কাসিম তাবারানী (র) ..... উম্মে সালামা (রা) হইতে বর্ণিত বর্ণনা করেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন ঃ আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! পবিত্র কুরআনে বর্ণিত حُوْرٌ عِيْنٌ এর অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, حُوْرٌ عِيْنٌ অর্থ এমন হুর যাহাদিগের চোখগুলি বড় বড় এবং মাথার চুল শকুনের পালকের ন্যায় 'কালো'। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযুর! كَامْثَالِ اللُّؤْلُوْءِ الْمَكْنُوْنِ অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, জান্নাতের হুর সকল মানুষের হাত স্পর্শ করে নাই। ঝিনুকের মধ্যে সংরক্ষিত মুক্তার ন্যায় পরিচ্ছন্ন ও সুরক্ষিত। তারপর আমি বলিলাম فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌএর অর্থ কি আমাকে বলিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইহার অর্থ হইল, জান্নাতী রমণীগণ উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং অত্যন্ত রূপসী হইবে। তারপর আমি বলিলাম, كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ অর্থ কি বলিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, জান্নাতের হুরগণ ডিমের ভিতরের পাতলা পর্দার ন্যায় নাজুক ও কোমল হইবে। অতঃপর عُرُبًا اَتْرَابًا এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইহার অর্থ হইল যে জান্নাতী মহিলা, যারা দুনিয়াতে বৃদ্ধ হইয়া যৌবন হারাইয়া ফেলিয়াছিল; আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে তাহাদিগকে পুনরায় কুমারী সোহাগীনী ও একই সময় জন্মলাভকারী স্বামীদের সমবয়স্কা বানাইয়া দেওয়া হইবে। তাহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! দুনিয়ার জান্নাতী নারীগণ শ্রেষ্ঠ না কি জান্নাতের হুরগণ শ্রেষ্ঠ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, গালিচার বহিঃ পরিচ্ছদের চেয়ে অন্তঃপরিচ্ছদ যেমন শ্রেষ্ঠ, জান্নাতের হুরদের চেয়ে দুনিয়ার জান্নাতী নারীগণ তেমনি শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি জানিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ কারণ তাহারা নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং আল্লাহ্র ইবাদত করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের মুখমণ্ডলকে নূর দ্বারা এবং সমগ্র দেহকে রেশমী বস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া দিবেন। তাহাদিগের দেহের বর্ণ হইবে সাদা, পোষাক হইবে সবুজ, অলংকারাদি হইবে হলুদ এবং চিরুনী হইবে সোনার তৈরি। তাহারা বলিবে ঃ

نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلاَ نَمُوْتُ اَبَدًا

وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلاَ نَبْأَسُ اَبَدًا

وَنَحْنُ الْمُقِيْمَاتُ فَلاَ نَظْعَنُ اَبَدًا

وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلاَ نَخِطُ اَبَدًا

طُوْبَى لِمَنْ كُنَّا لَهُ وَكَانَ لَنَا

অর্থাৎ আমরা চিরকাল বাঁচিয়া থাকিব কখনও মৃত্যুবরণ করিব না। আমরা চির সুখী কখনও আমরা সম্পদহারা হইব না। আমরা নিজ আবাসস্থলে অবস্থানকারী কখনো

আমরা সফরে যাইব না। আমরা আমাদের স্বামীদের প্রতি তুষ্ট, কখনো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিব না। ভাগ্যবান তিনি আমরা যাহার এবং যিনি আমাদের।

অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদিগের মধ্যে অনেক মহিলা দুই, তিন, চার বা ততোধিক স্বামীর ঘর করে। এখন যদি মৃত্যুর পর সে এবং তাহার সব কয়জন স্বামীও জান্নাতে যায়, তাহা হইলে জান্নাতে তাহার স্বামী কে হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "এমন মহিলাকে তন্মধ্য হইতে যে কোন একজন স্বামী গ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া হইবে। তাহাদিগের মধ্যে যাহার স্বভাব-চরিত্র ও আচার-ব্যবহার ভালো ছিল, সে তাহাকেই বাছিয়া লইয়া বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার এই স্বামী আমার সহিত সকলের চেয়ে ভালো ব্যবহার করিয়াছে, আপনি ইহার সহিত আমাকে বিবাহ দিয়া দিন। শোন, উম্মে সালামা! সচ্চরিত্রই দুনিয়া ও আখিরাতেরসমূহ কল্যাণ লইয়া গেল!"

এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিয়ামতের দিন সমস্ত ঈমানদারকে জান্নাতে লইয়া যাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সুপারিশ করিবেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন ঃ আমি তোমার সুপারিশ কবুল করিলাম এবং সকল ঈমানদারকে জান্নাতে লইয়া যাওয়ার অনুমতি দিলাম। এই প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেন, যেই সত্তা আমাকে সত্য নবীরূপে দুনিয়াতে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমাদিগের দুনিয়ার ঘর-দরজা, স্ত্রী-সন্তান তোমাদিগের নিকট যেমন পরিচিত, জান্নাতীদের নিকট তাহাদিগের জান্নাতের ঘর-দরজা ও স্ত্রী তদপেক্ষা বেশী পরিচিত হইবে। প্রত্যেক জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশ করিয়া বাহাত্তর জন হুর স্ত্রী এবং দুনিয়ার জান্নাতী মহিলাদের হইতে দুইজন স্ত্রী লাভ করিবে। দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার কারণে দুনিয়ার স্ত্রীগণ হুরদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে। ইহারা ইয়াকূতের তৈরি প্রাসাদে সোনার তৈরি পালংকে শয়ন করিবে। তাহারা মিহি রেশমের তৈরি সত্তর জোড়া পোষাক পরিধান করিবে। জান্নাতীরা এক এক করিয়া প্রত্যেকের সহিত সহবাস করিবে। তাহাদিগের কুমারীত্ব কখনো বিলুপ্ত হইবেন। স্বামী-স্ত্রী কেহই কখনো ক্লান্ত হইবে না। সহবাস যতই করুক, কখনো স্বামীর যৌনাংগ শিথিল হইবে না। সহবাসে কাহারোই বীর্যপাত হইবে না।

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওহাব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জান্নাতীরা কি স্ত্রী সহবাস করিবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ, করিবে। উত্তম পদ্ধতিতে খুব ভালো করিয়া করিবে। সহবাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে স্ত্রীগণ পূর্বের ন্যায় পবিত্র ও কুমারী হইয়া যাইবে।"

তাবারানী (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "জান্নাতীগণ স্ত্রী সহবাস করিবার পর সাথে সাথে স্ত্রীগণ পূর্বের ন্যায় কুমারী হইয়া যাইবে।"

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদেরকে অসংখ্য স্ত্রীদের সহিত সহবাস করিবার ক্ষমতা দান করিবেন। শুনিয়া হযরত আনাস (রা) বলিলেন, হুযূর! জান্নাতীরা অসংখ্য স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে পারিবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "এক একজন জান্নাতীকে একশত সুপুরুষের শক্তি দান করা হইবে।"

আবুল কাসিম তবরানী ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাতে কি আমরা স্ত্রী সহবাস করিব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "এক একজন জান্নাতী দৈনিক একশত কুমারী নারীর সহিত সহবাসে লিপ্ত হইবে।"

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, عُرُبًا অর্থ স্বামীর প্রিয় ও আদরণীয়া নারী। যাহ্হাক (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, عُرُبٌ অর্থ স্ত্রীগণ স্বামীদের প্রতি আসক্ত হইবে এবং স্বামীরা স্ত্রীদের প্রতি আসক্ত হইবে। আব্দুল্লাহ ইব্ন মারজাম, মুজাহিদ, ইকরিমা, আবুল আলিয়া, ইয়াহ্ইয়া কাসীর, আতিয়্যা, হাসান, কাতাদা এবং যাহ্হাক (র) সহ আরো অনেকে এই অর্থ সমর্থন করিয়াছেন। শু'বা (র) সিমাক (র)-এর মাধ্যমে ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইকরিমা (র) বলেন, عُرْبٌ অর্থ অভিমানী নারী।

তামীম ইব্ন হাযলাম (র) বলেন, عُرْبٌ অর্থ যে নারী সর্বদা স্বামীর মন জয় করিয়া রাখে। যায়দ ইব্ন আসলাম ও তাহার ছেলে আব্দুর রহমান (র) বলেন, عُرُبٌ অর্থ যে নারীর ভাষা মধুর।

ইব্ন আবূ হাতিম ..... আবূ মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ মুহাম্মদ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতী রমণীগণের ভাষা হইবে আরবী।"

اَتْرَابًا যাহহাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, اَتْرَابًا অর্থ সমবয়স্কা তথা জান্নাতে নারী পুরুষ সকলেরই বয়স হইবে তেত্রিশ বছর।

মুজাহিদ (র) বলেন, اتراب অর্থ مُسْتَوِيَاتٌ অর্থাৎ জান্নাতী রমণীদের স্বভাব-চরিত্র ঠিক স্বামীদের স্বভাব-চরিত্রের মত হইবে।

সুদ্দী (র) বলেন, اتراب অর্থ জান্নাতী রমণীদের চরিত্র এমন হইবে যে, তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর কোন হিংসা বিদ্বেষ থাকিবে না। যেরূপ সতীনদের মধ্যে হিংসা হইয়া থাকে।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... হাসান ও মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান ও মুহাম্মদ (র) বলেন, عُرُبًا اَتْرَابًا অর্থ সকল জান্নাতী রমণীর বয়স একই রকম হইবে।

ফলে তাহারা অসংকোচে একত্রে মিলিয়া-মিশিয়া থাকিবে এবং একত্রে খেলাধূলা করিবে।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র) ..... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, জান্নাতী হুরগণ মাঝে মধ্যে একত্রিত হইয়া উচ্চস্বরে এমন মধুর কণ্ঠে গাইবে যা কোন মানুষ কখনো শ্রবণ করে নাই। তাহারা বলিবে ঃ

نحن الخالدات فلا نبيد * ونحن الناعمات فلانباس

نحن الرّاضيات فلانسها * طوبى لمن كان لنا وكناله

হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, হুরগণ জান্নাতে গান গাইবে। তাহারা বলিবে ঃ

نَحْنُ خَيْرَاتُ حِسَانٌ - خُلِقْنَا لأَزْوَاجٍ كِرَامٍ অর্থাৎ আমরা পূত-পবিত্র নিষ্কলংক রূপসী নারী। মহান স্বামীদের জন্যই আমাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

ইমাম আব্দুর রহীম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... আনাস (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

لِأَصْحَابِ الْيَمِيْنِ ইহার কয়েকটি অর্থ হইতে পারে। হয়ত জান্নাতী রমণীদিগকে আসহাবুল ইয়ামীনদের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে অথবা তাহাদিগকে আসহাবুল ইয়ামীনদের জন্য সংরক্ষণ করিয়া রাখা হইয়াছে। কিংবা তাহাদিগকে আসহাবুল ইয়ামীনদের সহিত বিবাহ দেওয়া হইবে। তবে বাহ্যত বুঝা যায় যে لأَصْحَابِ الْيَمِيْنِ এর সম্পর্ক اِنَّا اَنْشَأْنُهُنَّ এর সহিত অর্থাৎ আমি জান্নাতী রমণীদিগকে আসহাবুল ইয়ামীনের জন্য সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি– এই অর্থটিই যুক্তিসংগত। ইব্‌ন জারীর (র) এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেন, আমি এক রাতে নামায পড়িয়া বসিয়া দু'আ করিতেছিলাম। প্রচণ্ড শীতের কারণে আমি এক হাত তুলিয়াই দু'আ করি। অতঃপর আমি ঘুমাইয়া পড়ি। ঘুমের মধ্যে এমন একজন রূপসী হুর দেখিতে পাই যাহার মত রূপ-সৌন্দর্য জীবনে কেহ কখনো দেখে নাই। সে আমাকে বলিতেছিল, হে আবূ সুলায়মান! তুমি এক হাতে দু'আ করিতেছ আর আমি পাঁচশত বছর পর্যন্ত জান্নাতে তোমার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করিতেছি।

আমার মতে لِأَصْحَابِ الْيَمِيْنِ পূর্ববর্তী শব্দ اَتْرَابًا এর সহিতও সম্পর্কিত হইতে পারে। তখন অর্থ হইবে জান্নাতী রমণীরা আসহাবুল ইয়ামীনের সমবয়স্কা।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটি পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে। তারপর যাহারা প্রবেশ করিবে তাহারা হইবে আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়। জান্নাতীদের পেশাব পায়খানা হইবে না। মুখ হইতে থুথু এবং নাক হইতে শ্লেষ্মা বাহির হইবে না। তাহারা স্বর্ণের চিরুনী ব্যবহার করিবে। দেহের ঘাম হইবে মিশকের ন্যায় সুঘ্রাণযুক্ত। ডাগর চোখা সুনয়না হুর হইবে তাহাদিগের স্ত্রী। সকলের স্বভাব-চরিত্র, মন-মানসিকতা হইবে একই রকম এবং আদম (আ)-এর ন্যায় ষাট হাত লম্বা হইবে।

তাবারানী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "জান্নাতীদের দেহে কোন লোম এবং মুখে দাঁড়ি থাকিবে না। তাহাদিগের দেহের রং হইবে সাদা, মাথার চুল হইবে কোঁকড়ানো চক্ষু হইবে সুরমা মাখা। তেত্রিশ বছর বয়সের আদম (আ)-এর ন্যায় ষাট হাত লম্বা এবং সাত হাত চওড়া হইবে।

ইমাম তিরমিযী (র) ..... মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন। মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতীদের দেহে কোন লোম এবং মুখে দাঁড়ি থাকিবে না। তাহাদিগের চোখ হইবে সুরমা মাখা এবং তাহাদিগের বয়স হইবে তেত্রিশ বছর।

ইব্ন ওয়াহাব (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, মৃত্যুর সময় ছোট হউক বা বড় হউক জান্নাতে প্রত্যেক জান্নাতীই তেত্রিশ বছর বয়সের যুবক হইবে। বয়স কখনো ইহার উপর বৃদ্ধি পাইবে না। জাহান্নামীদের অবস্থাও তদ্রূপ।

আবূ বকর ইব্ন আবূদ্দুনিয়া ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে প্রবেশ করার সময় জান্নাতীগণ আদম (আ)-এর ন্যায় ফেরেশ্তাদের হাতের ষাট হাত লম্বা, ইউসুফ (আ)-এর ন্যায় সুদর্শন হইবে এবং হযরত ঈসা (আ)-এর আয়ুর ন্যায় তেত্রিশ বছর বয়সের হইবে। আর ভাষা হইবে মুহাম্মদ (সা)-এর ভাষা আরবী। তাহাদিগের দেহের কোথাও কোন লোম এবং মুখে দাঁড়ি থাকিবে না। চক্ষু হইবে তাহাদের সুরমা মাখা।"

আবূ বকর ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতীরা আদম (আ)-এর ন্যায় লম্বা এবং হযরত ঈসা (আ)-এর আয়ুর সমান তেত্রিশ বছর বয়সের হইবে। তাহাদিগের দেহের কোথাও কোন লোম এবং মুখে দাঁড়ি থাকিবে না। (মাথার চুল ব্যতীত) চক্ষু হইবে তাহাদের সুরমা মাখা। এই অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করার পর

তাহাদিগকে জান্নাতের একটি বৃক্ষের নিকট লইয়া যাওয়া হইবে। এবং উহার হইতে এমন পোষাক পরিধান করান হইবে তাহাদিগের পোষাক কখনো পুরাতন বা মলিন হইবে না এবং যৌবন কখনো বিলুপ্ত হইবে না।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ অর্থাৎ আসহাবে ইয়ামীনদের একদল লোক হইবে পূর্ববর্তীদের হইতে এবং একদল হইবে পরবর্তীদের হইতে।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন বলিলেন ঃ "একবার উম্মতসহ সকল নবীদেরকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। নবীগণ এক একজন করিয়া উম্মতসহ আমার সম্মুখ দিয়া অতিক্রম করিত। কোন নবীর সহিত বড় একদল, কোন নবীর সহিত মাত্র তিনজন করিয়া উম্মত ছিল। আবার কাহারো সহিত কোন উম্মতই ছিল না। বর্ণনাকারী কাতাদা (র) এতটুকু বর্ণনা করিয়া বলিলেন, اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কি এক বিবেকবান লোকও নাই? এক পর্যায়ে হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের বিরাট একটি দল সহকারে আমার পার্শ্ব অতিক্রম করেন। দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্! এই লোকটি কে? আল্লাহ্ বলিলেন, এই লোকটি তোমার ভাই হযরত মূসা ইব্ন ইমরান। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতরা কোথায়? আল্লাহ্ বলিলেন, তুমি তোমার ডান দিকে তাকাইয়া দেখ। আমি ডান দিকে তাকাইয়া বিপুল পরিমাণ লোক দেখিতে পাইলাম। আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সন্তুষ্ট আছ? আমি বলিলাম হাঁ, আল্লাহ্! আমি সন্তুষ্ট আছি। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, এইবার তুমি তোমার বাম প্রান্তে তাকাইয়া দেখ। আমি বাম প্রান্তে তাকাইয়াও অসংখ্য মানুষ দেখিতে পাইলাম। আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি খুশী আছ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, আল্লাহ্ আমি খুশী আছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, ইহাদের সহিত আরো সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে এই কথা শুনিয়া বনী বনু আসাদ গোত্রের উকাশা ইব্ন মিহসান (রা) নামক এক বদরী সাহাবী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন হে আল্লাহ্র রসূল! আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ্ আমাকেও সেই সত্তর হাজারের মধ্যে শামিল করিয়া নেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "হে আল্লাহ্! তুমি এই লোকটিকে তাহাদিগের মধ্যে শামিল করিয়া নাও।" দেখাদেখি আরেক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, হুযূর! আমার জন্যও দু'আ করুন! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ 'উকাশা তোমার পূর্বে বিজয় লইয়া গিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আমার মাতা-পিতা তোমাদের জন্য উৎসর্গ! তোমরা যদি পার তো এই সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাও। যাহারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর যদি না পার

তাহা হইলে মুজাহিদ দলের অন্তর্ভুক্ত হও। আর যদি তাহাও না পার তাহা হইলে অন্ততপক্ষে নাজাতপ্রাপ্ত ওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত হও। অতঃপর রাসূল (সা) বলিলেন ঃ আমি আশা করি যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হইবে। শুনিয়া আমরা তাকবীর ধ্বনি দিলাম। অতঃপর বলিলেন ঃ আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হইবে। শুনিয়া তাকবীর ধ্বনি দিলাম। তিনি আবার বলিলেন, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হইবে। শুনিয়া আমরা তাকবীর ধ্বনি দিলাম। অতঃপর তিনি ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। অবশেষে আমরা পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলাম যে, বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী এই সত্তর হাজার কাহারা? তখন আমরাই স্থির করি যে, যাহারা জন্মগতভাবে মুসলমান জীবনে কখনো শির্ক করে নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুনিয়া বলিলেন, না ইহারা নয় বরং যাহারা ঝাড়-ফুঁক করায় না, কাল গ্রহণ করে না এবং সদা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল রাখে।

ইব্ন জারীর (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ "পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই আমার উম্মতের মধ্য হইতে হইবে।"

(٤١) وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۵ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۝

(٤٢) فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ۝

(٤٣) وَّ ظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ۝

(٤٤) لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ۝

(٤٥) اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ۝

(٤٦) وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ۝

(٤٧) وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۵ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝

(٤٨) اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ۝

(٤٩) قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ ۝ۙ

(٥٠) لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ۬ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝

(٥١) ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ۝ۙ

(٥٢) لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ۝ۙ

(٥٣) فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝ۚ

(٥٤) فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ۝ۚ

(٥٥) فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ۝ؕ

(٥٦) هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۝ؕ

৪১. আর বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল!

৪২. উহারা থাকিবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে,

৪৩. কৃষ্ণবর্ণ ধুম্রের ছায়ায়,

৪৪. যাহা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়।

৪৫. ইতিপূর্বে উহারা তো মগ্ন ছিল ভোগ-বিলাসে

৪৬. এবং উহারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে।

৪৭. উহারা বলিত, 'মরিয়া অস্থি মৃত্তিকায় পরিণত হইলেও কি পুনরুত্থিত হইব আমরা?

৪৮. এবং আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণও?

৪৯. বল, 'অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ এবং পরবর্তীগণ—

৫০. সকলকে একত্রিত করা হইবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।

৫১. অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা!

৫২. তোমরা অবশ্যই আহার করিবে যাক্কূম বৃক্ষ হইতে,

৫৩. এবং উহা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করিবে,

৫৪. তারপর তোমরা পান করিবে অত্যুষ্ণ পানি—

৫৫. পান করিবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়।
৫৬. কিয়ামতের দিন ইহাই হইবে উহাদিগের আপ্যায়ন।

তাফসীর ঃ আসহাবুল ইয়ামীনের আলোচনা শেষ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা আস্হাবুশ শিমাল অর্থাৎ বাম দিকের দলের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ঃ

وَأَصْحٰبُ الشِّمَالِ مَا أَصْحٰبُ الشِّمَالِ অর্থাৎ আসহাবুশ শিমাল অর্থাৎ বাম দিকের দলের অবস্থা কিরূপ হইবে? অতঃপর উহা ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فِي سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ لَّابَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ অর্থাৎ উহারা থাকিবে অত্যুষ্ণ বায়ু উত্তপ্ত পানি ও কৃষ্ণবর্ণ ধুম্রের ছায়ায়, যাহা শীতলও নয়, আরামদায়কও নয়।

سَمُوْمٍ অর্থ গরম বায়ু এবং حَمِيْم অর্থ গরম পানি। وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ এর অর্থ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মতে ধুম্র। মুজাহিদ, ইকরিমা, আবূ সালিহ, কাতাদা এবং সুদ্দী (র) সহ আরো অনেকে এই অর্থ সমর্থন করিয়াছেন। এই প্রসংগে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنْطَلِقُوْا اِلٰى ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍ لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَاَنَّهٗ جِمٰلَةٌ صُفْرٌ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ-

অর্থাৎ চল তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া শীতল নহে এবং যাহা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হইতে, ইহা উৎক্ষেপ করিবে বৃহৎ স্ফুলিংগ অট্টালিকা তুল্য, উহা পীতবর্ণ উষ্ট্র শ্রেণী সদৃশ, সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

لَّابَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ অর্থাৎ সেই ধুম্র আরামদায়কও হইবে না চোখেও ভালো লাগিবে না। যাহ্হাক (র) বলেন ঃ যে সব পানীয় সুস্বাদু নয়, উহা كَرِيْمٍ নহে।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ কোন বস্তুর মন্দত্ব বুঝাইবার জন্য আরবরা لَاكَرِيْمٍ শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকে। যেমন তাহারা বলে ঃ هذا الطعام ليس بطيب ولاكريم هذه الدَّارُ ليس بنظيفة ولا كريمةٍ - هذا اللّحم ليس بسمين ولاكريم - ইত্যাদি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ অর্থাৎ এই শ্রেণীর লোকের এই আযাবগুলি এইজন্য ভোগ করিতে হইবে যে, দুনিয়াতে তাহারা আল্লাহ্র নিয়ামত পাইয়া ভোগ-বিলাসে মত্ত হইয়া গিয়াছিল; রাসূলদের কোন কথার প্রতি কর্ণপাত করে নাই।

وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ এবং তাহারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্ম তথা আল্লাহ্‌র প্রতি কুফর, প্রতিমা সমূহকে রব সাব্যস্ত করা ইত্যাদিতে। কখনো তওবা করিয়া সৎ পথ অবলম্বন করিবার চিন্তাও করে নাই। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ। অর্থ শিরক। মুজাহিদ, ইকরিমা, যাহ্‌হাক, কাতাদা এবং সুদ্দী (র) সহ অনেকেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। শা'বী (র) বলেন ঃ الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ। অর্থ ইয়ামীনে গুমূস তথা মিথ্যা শপথ।

وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ اَوَ اٰبَاؤُنَا الاَوَّلُوْنَ ـ

অর্থাৎ কাফির-মুশরিকরা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করিয়া এবং উহার বাস্তবায়নকে অসম্ভব মনে করিয়া বলে যে, আমরা যখন মরিয়া অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া যাইব তখন কি আমরা এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষরা পুনরুত্থিত হইব?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ اِنَّ الاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনি তাহাদিগকে বলে দিন যে, পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকল আদম সন্তানকে কিয়ামতের চত্বরে সমবেত করা হইবে। তোমাদিগের কেহই উহা হইতে রক্ষা পাইবে না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ذَالِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ وَمَانُؤَخِّرُهُ اِلاَّ لاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ يَوْمَ يَاْتِ لاَتَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّسَعِيْدٌ ـ

অর্থাৎ ইহা সেই দিন যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হইবে। এবং আমি নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য উহা স্থগিত রাখি মাত্র। যখন সেদিন আসিবে তখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কেহ কথা বলিতে পারিবে না। উহাদিগের মধ্যে কেহ হইবে হতভাগ্য ও কেহ ভাগ্যবান।

তাই এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ কিয়ামতে দিবস নির্ধারিত ও সীমিত। নির্ধারিত সময় সীমার একটু আগেও হইবে না পরেও হইবে না; একটু কমও হইবে না বেশীও হইবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّالُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ

অর্থাৎ হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারী দল! তোমরা অবশ্যই যাক্কূম বৃক্ষ হইতে আহার করিয়া উদর পূর্তি করিবে।

فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ অর্থাৎ তারপর তোমরা পান করিবে তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায় অত্যুষ্ণ গরম পানি।

هِيْمِ শব্দ اَهِيْمِ এর বহুবচন। অর্থ হইল, তৃষ্ণার্ত উট। ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও ইকরিমা (র) বলেন ঃ الهيم অর্থ তৃষ্ণার্ত উট। এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইকরিমা (র) বলেন ঃ الهيم অর্থ রুগ্ন উট, যে চুষিয়া পানি পান করে কিন্তু তাহাতে তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। সুদ্দী (র) বলেন ঃ উটের এক ধরনের ব্যাধি যাতে আক্রান্ত হলে আর পিপাসা নিবারণ হয় না। এভাবে একদিন আক্রান্ত উটটি মরিয়া যায়। তদ্রূপ উষ্ণ পানি যতই পান করিবে তাহাতে জাহান্নামীদের পিপাসা নিবারণ হইবে না।

খালিদ ইব্ন মা'দান (র) হইতে বর্ণিত যে, তিনবার শ্বাস না ফেলিয়া তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায় একবারে এক ঢোকে পানি পান করিতে তিনি পছন্দ করিতেন না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ অর্থাৎ উপরে যাহা উল্লেখ করা হইল উহা হইল কিয়ামতের দিন কাফির মুশরিকদের আপ্যায়ন। যেমন ঈমানদারদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহাদিগের আপ্যায়নের জন্য আছে জান্নাতুল ফিরদাউস।

(৫৭) نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ۝

(৫৮) اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ۝

(৫৯) ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ۝

(৬০) نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۝

(৬১) عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

(৬২) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

৫৭. আমিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করিতেছ না?

৫৮. তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ তোমাদিগের বীর্যপাত সম্বন্ধে?

৫৯. উহা কি তোমরা সৃষ্টি কর না আমি সৃষ্টি করি?

৬০. আমি তোমাদিগের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করিয়াছি এবং আমি অক্ষম নহি–

৬১. তোমাদিগের স্থলে তোমাদিগের সদৃশ আনয়ন করিতে এবং তোমাদিগকে এমন এক আকৃতি দান করিতে যাহা তোমরা জান না।

৬২. তোমরা তো অবগত হইয়াছ প্রথম সৃষ্টি-সম্বন্ধে, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন?

তাফসীর ঃ যাহারা কিয়ামত এবং পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে এবং অসম্ভব মনে করে, তাহাদিগের প্রতিবাদে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ؟ অর্থাৎ যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়া অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব দান করিয়াছেন, তিনি কি পুনরায় তোমাদিগকে সৃষ্টি করিতে পারিবেন না? ইহার পরেও কি তোমরা পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করিবে না?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ – ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ অর্থাৎ মাতৃ জরায়ুতে তোমরা বীর্য স্থাপন কর, না কি বীর্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাই উহা স্থাপন করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ অর্থাৎ "আমিই তোমাদিগের মাঝে তথা আকাশ যমীনের সকলের মৃত্যু নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি।"

وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ عَلَى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْمَا لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদিগের এই সৃষ্টিকে পরিবর্তন করিয়া সম্পূর্ণ নতুনভাবে পুনরায় তোমাদিগকে সৃষ্টি করিতে আমি অপারগ নহি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلَى فَلَوْ لَاتَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ তোমরা তো জান যে, এক সময় তোমরা কিছুই ছিলে না, তোমাদিগের কোন অস্তিত্বই ছিল না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া চোখ, কান, অন্তর ইত্যাদি দান করিয়াছেন। ইহার পরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না? এবং এই কথা উপলব্ধি করিবে না যে, যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন পুনরায় সৃষ্টি করা তাঁহার জন্য কোন সমস্যাই নহে? যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَاُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ অর্থাৎ তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় তিনিই সৃষ্টি করিবেন। আর এই কাজ তাঁহার পক্ষে নিতান্তই সহজ।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ-

অর্থাৎ 'মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি শুক্রবিন্দু হইতে? অথচ পরে সে হইয়া পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া যায়; বলে অস্তিত্বে প্রাণ সঞ্চার করিবে কে? যখন উহা পঁচিয়া গলিয়া যাইবে? বল, উহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবেন তিনিই, যিনি ইহা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।'

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى - اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى - ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى-

অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে যে, তাহাকে অনর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে? সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? অতঃপর সে আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তাহা হইতে সৃষ্টি করেন যুগল- নর ও নারী। তবুও কি স্রষ্টা মৃত্যকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম নহেন?

(٦٣) اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ۝

(٦٤) ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ۝

(٦٥) لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ۝

(٦٦) اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ۝

(٦٧) بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ۝

(٦٨) اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ۝

(٦٩) ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ۝

(٧٠) لَوْ نَشَاۤءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ۝

(٧١) اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ ۝

(٧٢) ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَاۤ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ۝

(٧٣) نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ۝

(٧٤) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝

৬৩. তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করিয়াছ কি?

৬৪. তোমরা কি উহাকে অংকুরিত কর, না আমি অংকুরিত করি?

৬৫. আমি ইচ্ছা করিলে ইহাকে খড়-কুটায় পরিণত করিতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে তোমরা।

৬৬. তখন বলিবে, 'আমাদিগের তো সর্বনাশ হইয়াছে!

৬৭. 'আমরা হৃত-সর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছি।'

৬৮. তোমরা যে পানি পান কর, তাহা সম্পর্কে কি চিন্তা করিয়াছ?

৬৯. তোমরাই কি উহা মেঘ হইতে নামাইয়া আন, না আমি উহা বর্ষণ করি?

৭০. আমি ইচ্ছা করিলে উহা লবণাক্ত করিয়া দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?

৭১. তোমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ কি?

৭২. তোমরাই কি উহার বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?

৭৩. আমি ইহাকে করিয়াছি নিদর্শন এবং মরুচারীদিগের প্রয়োজনীয় বস্তু।

৭৪. সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اَفَرَاَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ "তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?" জমি চাষ করিয়া উহাতে বীজ বপন করাকে আরবীতে حَرْثٌ বলা হয়।

ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ অর্থাৎ জমিতে বীজ বপন করিয়া উহা তোমরা অংকুরিত কর, না কি আমি অংকুরিত করি?" অর্থাৎ তোমরা নহ বরং আমিই রোপিত বীজকে যথাস্থানে স্থাপন করি এবং অংকুরিত করি।

ইব্‌ন জারীর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "তোমরা زَرَعْتُ (অংকুরিত করিয়াছি) বলিও না বরং حَرَثْتُ (রোপন করিয়াছি) বলিও।" আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা কি أَفَرَأَيْتُمْ مَّاتَحْرُثُوْنَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ এই আয়াতটি পাঠ কর নাই?

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... আবূ আব্দুর রহমান (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ আব্দুর রহমান (র) বলেন, তোমরা زَرَعْنَا (আমরা অংকুরিত করিয়াছি) বলিও না। বরং حَرَثْنَا (আমরা বীজ বপন করিয়াছি) বলিও।

হাজার আল মুনযিরী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি أَأَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ এবং এই ধরনের অন্য কোন আয়াত পাঠ করিলে বলিতেন, بَلْ أَنْتَ يَارَبِّ (আমরা নহি, আপনিই অংকুরিত করেন হে আমার প্রতিপালক!)

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ অর্থাৎ আমি আমার দয়া ও অনুগ্রহে বীজ অংকুরিত করিয়া তোমাদিগের উপকারার্থে উহা অক্ষুণ্ণ রাখি। আমি ইচ্ছা করিলে পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই এবং কাটিয়া ঘরে আনিবার পূর্বেই আমি উহা শুষ্ক খড়-কুটায় পরিণত করিতে পারি। যাহা দেখিয়া তোমরা হতবুদ্ধি হইয়া যাইতে।

إِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ অর্থাৎ তোমাদিগের রোপিত বীজকে অংকুরিত করিয়া উহা পরিপক্ক হইবার পূর্বেই যদি খড়-কুটায় পরিণত করিতাম, তা হইলে হতবুদ্ধি হইয়া নানা ধরনের কথা বলিতে। কখনো বলিতে إِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ অর্থাৎ সব হারাইয়া তো আমরা সর্বশান্ত হইয়া পড়িলাম। মুজাহিদ ও ইকরিমা (র) বলেন, আমাদিগের তো সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। কাতাদা (র) বলেন, আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে– বলিতে بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ অর্থাৎ বরং আমরা ফসলাদি ধন-সম্পদ ইত্যাদি হইতে বঞ্চিত হইয়া গেলাম। কাতাদা (র) বলেন, অর্থাৎ আমাদের কোন মাল নাই ও আমাদের কোন লভ্যাংশ নাই।

মুজাহিদ (র) বলেন, بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ অর্থ بَلْ نَحْنُ مَجْدُوْدُوْنَ অর্থাৎ আমরা সর্বহারা হইয়া গিয়াছি।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন, فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ অর্থ فَظَلْتُمْ تَعْجَبُوْنَ অর্থাৎ তোমরা অবাক হইয়া যাইতে।

মুজাহিদ (র) অন্যত্র বলেন ঃ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ অর্থ فَظَلْتُمْ تَفْجَعُوْنَ وَتَحْزَنُوْنَ অর্থাৎ তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া যাইতে এবং হারানো ফসলের জন্য দুঃখে ফাটিয়া পড়িতে।

ইকরিমা (র) বলেন, فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ অর্থ فَظَلْتُمْ تَلَاوَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা একজন আরেকজনকে তিরস্কার করিতে। হাসান, কাতাদা এবং সুদ্দী (র) বলেন, فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ অর্থ فَظَلْتُمْ تَنَادَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা অনুতপ্ত হইতে। অর্থাৎ তখন তোমরা যাহা ব্যয় করিয়াছ উহার জন্য কিংবা কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইতে।

কাসায়ী (র) বলেন, تَفَكُّهٌ পরস্পর বিপরীত অর্থ বিশিষ্ট শব্দ। উহার এক অর্থ নিয়ামত ভোগ করা; আরেক অর্থ হইল দুঃখিত হওয়া।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اَفَرَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যে পানি পান কর তাহা সম্পর্কে কি চিন্তা করিয়াছ? মেঘ হইতে উহা তোমরা নামাইয়া আন, না আমিই উহা বর্ষণ করি? অর্থাৎ তোমরা যে পানি পান কর উহা মেঘ হইতে তোমরা নহ বরং আমিই বর্ষণ করি। এই বিষয়ে কি তোমরা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ? ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকে বলেন, আলোচ্য আয়াতে مُزْنٌ অর্থ মেঘ।

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا অর্থাৎ মেঘ হইতে আমি যেই পানি বর্ষণ করি, ইচ্ছা করিলে উহাকে লবণাক্ত ও তিক্ত করিয়া তোমাদিগের পান ও ফসলে ব্যবহারের অযোগ্য করিয়া দিতে পারি। কিন্তু আমি উহা করি নাই। ইহাও তোমাদিগের প্রতি আমার একটি বিরাট অনুগ্রহ।

فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ এই যে আমি তোমাদিগের জন্য আকাশ হইতে সুমিষ্ট ও ব্যবহার উপযোগী পানি অবতীর্ণ করিলাম, যাহা দ্বারা তোমরা গোসল কর, কাপড় পরিষ্কার কর, ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা সিঞ্চন কর এবং যাহা নিজেরা পান কর ও পশুপাল ইত্যাদিকে পান করাও, তজ্জন্য তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না?

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... আবূ জা'ফর (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ জা'ফর (র) বলেন, রাসূল (সা) পানি পান করিয়া বলিতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে সুমিষ্ট সুপেয় পানি পান করাইয়াছেন,এবং আমাদের পাপের কারণে উহাকে লবণাক্ত ও তিক্ত করিয়া দেন নাই।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اَفَرَاَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ "তোমরা সেই অগ্নি সম্পর্কে ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, যাহা তোমরা প্রজ্জ্বলিত কর?

ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ অর্থাৎ যে বৃক্ষ হইতে তোমরা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর উহা কি তোমরা সৃষ্টি করিয়াছ, না আমিই উহার সৃষ্টিকর্তা। অর্থাৎ তোমরা নহ ইহাও আমিই সৃষ্টি করিয়াছি।

উল্লেখ্য যে, আরবদেশে দুই ধরনের বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। একটির নাম মারখ অপরটির নাম 'আফার। এই বৃক্ষদ্বয় হইতে দুইটি সবুজ ডাল লইয়া পরস্পর ঘষা দিলে আগুন জ্বলিয়া উঠে।

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً অর্থাৎ দুনিয়ার এই আগুনকে আমি বড় আগুন তথা জাহান্নামের আগুনের নিদর্শন বানাইয়াছি। যেন ইহা দেখিয়া তোমাদের জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ হয়। মুজাহিদ ও কাতাদা (র) আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

হযরত কাতাদা (র) কর্তৃক একটি মুরসাল হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "দুনিয়ার এই আগুন যাহা তোমরা প্রজ্জ্বলিত কর, উহা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ।" (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনের তেজ দুনিয়ার আগুনের চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশী) শুনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হে আল্লাহ্র রাসূল! আযাব দেওয়ার জন্য কি এতটুকুই যথেষ্ট ছিল না? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আবার সত্তর ভাগের এক ভাগকেও সমুদ্রের মধ্যে দুইবার ভিজানো হইয়াছে। ফলে এখন তোমরা উহার নিকটে যাইতে পার এবং উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পার।"

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমাদিগের এই আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। এই এক ভাগকে আবার সমুদ্রের পানিতে দুইবার ভিজানো হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা যদি উহা না করিতেন, তাহা হইলে এই আগুন দ্বারা তোমরা কোনই উপকৃত হইতে পারিতে না।"

ইমাম মালিক (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "বনী আদম যেই আগুন প্রজ্জ্বলিত করে উহা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। শুনিয়া সাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আযাবের জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "জাহান্নামের আগুনের তেজ এই আগুনের চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশী।"

আবূ কাসিম তাবারানী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা কি জান যে, জাহান্নামের আগুনের তুলনায় তোমাদের এই আগুন কেমন? শোন! জাহান্নামের আগুন তোমাদের এই আগুন অপেক্ষা সত্তর গুণ কালো।"

وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ "এবং মরুচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু।"

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, যাহ্হাক ও নযর ইব্ন আরবী (র) বলেন, لِلْمُقْوِيْنَ অর্থ لِلْمُسَافِرِيْنَ অর্থাৎ আমি এই অগ্নিকে মুসাফিরদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু বানাইয়াছি। ইব্ন জারীর (র)-ও এই অর্থটি সমর্থন করিয়াছেন।

অন্যরা বলেন, مُقْوِيْنَ অর্থ যাহারা লোকালয় হইতে দূরে কোন মরুভূমিতে বসবাস করে। আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (রা) বলেন ঃ এইখানে مُقْوِيْنَ অর্থ ক্ষুধার্ত।

লায়স ইব্‌ন আবূ সুলায়ম (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, لِلْمُقْوِيْنَ অর্থ للحاضر والمسافر অর্থাৎ যাহারা নিজ গৃহে অবস্থান করে এবং মুসাফির সকলের জন্যই আমি এই অগ্নিকে প্রয়োজনীয় বস্তু বানাইয়াছি। সুফিয়ান (র) জাবির জু'ফী (র)-এর সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, لِلْمُقْوِيْنَ অর্থ المستمتعين من الناس أَجْمَعِيْنَ। অর্থাৎ সর্বস্তরের সকল মানুষের জন্য উপকারী। ইকরিমা (র) হইতেও এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। বস্তুত এই ব্যাখ্যাটিই অন্যান্য ব্যাখ্যার চেয়ে ব্যাপক। কারণ মুসাফির-মুকীম, রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব নির্বিশেষে বিভিন্ন প্রয়োজনে আগুনের মুখাপেক্ষী। ইহার পর দেখুন যে, আল্লাহ্ তা'আলার কত বড় অনুগ্রহ যে, তিনি এই আগুন বিভিন্ন পাথর ও খাঁটি লোহার মধ্যে গচ্ছিত রাখিয়াছেন। যেন মুসাফির অন্যান্য আসবাবপত্র ও কাপড়-চোপড়ের সহিত এই আগুনও বহন করিতে পারে এবং পথিমধ্যে প্রয়োজন হলে তা পূরণ করতে পারে। তবে মুসাফিরগণ এই আগুন দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয় বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে শুধু মুসাফিরদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যথায় আগুন ব্যতীত কেহই চলিতে পারে না।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ও আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "তিনটি বস্তুতে সকল মুসলমানের সমান অধিকার– আগুন, ঘাস ও পানি।"

ইব্‌ন মাজাহ্ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তিনটি ব্যাপারে কাউকে বাধা দেওয়া যায় না। পানি, ঘাস ও আগুন।"

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ তিনি মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য স্বীয় শক্তি বলে এইসব বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি তোমার সেই মহান প্রতিপালকের মহিমা বর্ণনা কর। তিনি বিপরীতধর্মী বহু বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন যেমন মিঠা ও লবণাক্ত পানি। যদি আল্লাহ্ চাইতেন তবে মিঠা পানিকে লবণাক্ত পানিতে পরিণত করিতে পারিতেন এবং তিনি আগুন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইহাতে বান্দার জন্য অনেক উপকারিতা রহিয়াছে। ইহা ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে উপকারী।

(৭৫) فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ۝

(৭৬) وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ۝

(৭৭) اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ۝

(৭৮) فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ۝

(৭৯) لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ۝

(৮০) تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(৮১) اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ۝

(৮২) وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ۝

৭৫. আমি শপথ করিতেছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের।

৭৬. অবশ্যই ইহা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানিতে।

৭৭. নিশ্চয়ই ইহা সম্মানিত কুরআন,

৭৮. যাহা আছে সুরক্ষিত কিতাবে,

৭৯. যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করিতে পারে না।

৮০. ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ।

৮১. তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করিবে?

৮২. এবং তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদিগের উপজীব্য করিয়া লইয়াছ!

তাফসীর ঃ فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ "আমি শপথ করিতেছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের।" যাহ্হাক (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির কোন বস্তুর নামে শপথ করেন না। কিন্তু কোন কথার শুরুতে সৃষ্টির নামেও শপথ করেন। যাহ্হাকের এই মতটি দুর্বল। জমহূর আলিমগণের মতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার যে কোন মাখলূকের নামেই শপথ করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহার মহত্ত্বেরই প্রমাণ।

কোন কোন মুফাস্সিরের মতে আলোচ্য আয়াতের শুরুতে لا হরফটি যায়েদা বা অতিরিক্ত। আসল ইবারত হইল اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ অর্থাৎ আমি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের শপথ করিতেছি। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে ইব্ন জারীর (র) এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন। আর শপথের জবাব হইল اِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ অর্থাৎ নিশ্চয় ইহা সম্মানিত কুরআন।

অন্যরা বলেন ঃ لا হরফটি যায়েদা বা অনর্থক নহে। বরং مُقْسَمًا بِهٖ যদি নেতীবাচক হয় তাহলে কসমের শুরুতে لا যোগ করা আরবী ভাষার নিয়ম। যেমন হযরত আয়িশা (রা) বলেন, لاَ وَاللّٰهِ مَامَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ يَدَ امْرَاَةٍ قَطُّ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত কখনো কোন (পর) নারীর হাত স্পর্শ করে নাই। তদ্রূপ নিয়মানুযায়ী আলোচ্য আয়াতে لا যোগ করা হয়েছে। এই আয়াতে মূল ইবারত এইরূপ ঃ

فَلاَ اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ لَيْسَ الاَمْرُ كَمَا زَعَمْتُمْ فِى الْقُرْاٰنِ اِنَّهُ سِحْرٌ اَوْ كَهَانَةٌ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ -

অর্থাৎ নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমাদিগের ধারণানুযায়ী কুরআন যাদু বা ভবিষ্যত কথন নহে বরং ইহা আল্লাহ্র পবিত্র কালাম।

কেহ কেহ বলেন ঃ আয়াতের শুরুতে প্রথমে لا বলিয়া মুশ্রিকদের দাবী খণ্ডন করা হইয়াছে। তারপর اقسم বলিয়া শপথ করিয়া আসল কথা তুলিয়া ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ তোমরা যাহা বল ব্যাপার আসলে তাহা নহে।

مَوَاقِعُ النُّجُوْمِ এর ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরদের মত ভিন্নতা দেখা যায়। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে হাকীম ইব্ন জুবায়র (র) বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, مَوَاقِعُ النُّجُوْمِ অর্থ مَوَاقِعُ نُجُوْمِ الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ কুরআন ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হওয়া; কারণ কুরআন প্রথমে উর্ধ্ব আকাশ হইতে একত্রে প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হয়। তারপর দীর্ঘ তেইশ বছর যাবত কিছু কিছু করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নাযিল করা হয়। অতঃপর হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

যাহ্হাক (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্র নিকট হইতে কুরআন একত্রিতভাবে নিম্ন আকাশের ফেরেশ্তাদের নিকট অবতীর্ণ হয়। অতঃপর সেই ফেরেশ্তাগণ বিশ রাতে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর হাতে উহা অর্পণ করেন। সবশেষে হযরত জিবরাঈল (আ) বিশ বছরে উহা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে অর্পণ করেন। ইকরিমা, মুজাহিদ, সুদ্দী ও আবূ হায্রা (র) এই অর্থই করিয়াছেন। অর্থাৎ مَوَاقِعِ النُّجُوْمِ অর্থ مَوَاقِعُ نُجُوْمُ الْقُرْاٰنِ মুজাহিদ (র) ইহাও বলিয়াছেন যে مَوَاقِعُ

مَوَاقِعُ النُّجُوْمُ فِى السَّمَاءِ অর্থাৎ আকাশস্থ নক্ষত্র অস্তাচলের স্থান। কেহ কেহ নক্ষত্র উদয়াস্তের জায়গাও বলিয়াছেন। হাসান এবং কাতাদা (র) এই অর্থ বলিয়াছেন। ইব্ন জারীরের মতও ইহাই। হাসান (র) হইতে একটি বর্ণনা এই পাওয়া যায় যে, مَوَاقِعُ النُّجُوْمِ অর্থ কিয়ামতের দিন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্ত হইয়া যাওয়া।

যাহ্হাক (র) বলেন نُجُوْم দ্বারা সেই সব নক্ষত্র উদ্দেশ্য যেইগুলো সম্পর্কে মুশ্রিকদের আকীদা ছিল এই যে, বৃষ্টি হইলে তাহারা বলিত, অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হইয়াছে।

وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ অর্থাৎ আমি যেই শপথ করিলাম উহা এক মহা শপথ। যদি তোমরা উহার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিতে, তাহা হইলে শপথ করিয়া যাহা বলা হইয়াছে, উহার (কুরআনের) মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করিতে পারিতে।

اِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ فِىْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যেই কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে; উহা এক মহান কিতাব।

لاَيَمَسُّهُ اِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ উহা স্পর্শ করিতে পারিবে না।

ইব্ন জারীর (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, لاَيَمَسُّهُ اِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ অর্থ আকাশস্থিত কিতাবকে যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত কেহ স্পর্শ করে না। আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতে مُطَهَّرُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য ফেরেশ্তা। আনাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, যাহ্হাক, আবুশ্শাসা জাবির ইব্ন যায়েদ, আবূ নাহীক, সুদ্দী, আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন। কাতাদা বলেন, لاَيَمَسُّهُ اِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ অর্থ আল্লাহ্র নিকট পূত-পবিত্ররা ব্যতীত উহা স্পর্শ করে না। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে মজূসী মুনাফিক সকলেই স্পর্শ করে।

আবুল 'আলিয়া (র) বলেন ঃ مُطَهَّرُوْنَ তোমরা নহ কারণ তোমরা তো গুনাহগার। ইব্ন যায়েদ (র) বলেন, কাফিরদের ধারণা ছিল যে, এই কুরআন লইয়া আকাশ হইতে শয়তানরা দুনিয়াতে অবতরণ করে। উহার প্রতিবাদে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, لاَيَمَسُّهُ اِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ অর্থাৎ শয়তানরা আমার এই কুরআন লইয়া অবতরণ করা তো দূরের কথা, যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত কেহ আমার এই কুরআন স্পর্শও করিতে পারে না।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ-

অর্থাৎ শয়তানরা এই কুরআন লইয়া অবতরণ করে নাই। তাহারা ইহার উপযুক্তও নহে এবং ইহাতে তাহাদের কোন সাধ্যও নাই। বরং তাহারা তো উহা শ্রবণ করারও অধিকার রাখে না।" বস্তুত এই ব্যাখ্যাটিই সর্বাপেক্ষা উত্তম। উপরোক্ত ব্যাখ্যাগুলিও এই ব্যাখ্যার আওতাভুক্ত।

ফাররা (র) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ যাহারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনে তাহারা ব্যতীত কেহ ইহার স্বাদ ও উপকার লাভ করিতে পারে না। অন্যরা বলেন ঃ لاَيَمَسُّهُ اِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ অর্থ যাহারা জানাবাত ও হদস হইতে পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ এই কুরআন স্পর্শ করিতে পারে না।

ইহারা বলেন, আয়াতে যদিও সংবাদ প্রদান করিয়া বলা হইয়াছে যে, যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত কেহ এই কুরআন স্পর্শ করে না। কিন্তু মূলত ইহার উদ্দেশ্য হইল অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ না করার নির্দেশ দেয়া। অর্থাৎ আয়াতের অর্থ হইল, যাহারা জানাবাত ও হদস হইতে পবিত্র তাহারা ব্যতীত কেহ কুরআন স্পর্শ করিও না।

আর এইখানে কুরআন দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মসহাফ তথা কিতাব আকারে আমাদিগের সম্মুখে যাহা আছে উহা। যেমন, ইমাম মুসলিম (র)..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, শত্রুর হাতে অবমাননা হইতে পারে এই ভয়ে কুরআন সংগে লইয়া শত্রুর দেশে যাইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করিয়াছেন।

ইহাদিগের আরেকটি প্রমাণ হইল এই যে, ইমাম মালিক (র) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমর ইব্ন হাযম (রা)-এর নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন উহাতে ইহাও ছিল যে لاَيَمَسُّ الْقُرْاٰنَ اِلاَّ طَاهِرٌ অর্থাৎ পাক-পবিত্র লোক ব্যতীত যেন কেহ কুরআন স্পর্শ না করে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র) বলেন, আমি আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযম (র)-এর নিকট একটি সহীফায় দেখিতে পাইয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "পাক পবিত্র লোক ব্যতীত যেন কেহ কুরআন স্পর্শ না করে।"

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ এই কুরআন কাফির মুশরিকদের ধারণানুযায়ী যাদু, ভবিষ্যত কথন বা কোন মানুষ কর্তৃক রচিত কাব্যগ্রন্থ নয় বরং ইহা জগতসমূহের

প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে অবতীর্ণ গ্রন্থ। এই কুরআনই সন্দেহাতীতরূপে সত্য। ইহার বাইরে সত্য বলিতে কিছু নাই যাহা মানুষের উপকারে আসিতে পারে।

أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ "তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ মনে করিবে?"

আওফী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ مُدْهِنُونَ অর্থ مُكَذِّبُونَ غَيْرُ مُصَدِّقِينَ অর্থাৎ তবুও কি তোমরা এই বাণীকে অস্বীকার করিবে, বিশ্বাস করিবে না? যাহ্হাক, আবূ হারযা ও সুদ্দী (র)-এর মতও ইহাই।

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ "এবং তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদিগের উপজীব্য করিয়া লইয়াছ।"

কেহ কেহ বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল এই যে, আমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা বুঝি ইহাই যে, তোমরা আমাকে অস্বীকার করিবে এবং আমার কুরআনের প্রতি মিথ্যারোপ করিবে? অর্থাৎ যেখানে প্রয়োজন ছিল তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা করা, সেখানে তোমরা কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে মিথ্যারোপ করিতেছ। হযরত আলী ও ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কিরাআতে আয়াতটি হলো وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ হায়সাম ইব্ন আদী (র) বলেন ঃ আরবের আসদ গোত্রে رِزْق কে شُكْرُ এর অর্থে ব্যবহার করা হয়।

ইমাম আহমদ (র) ..... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ মিথ্যারোপকে তোমরা তোমাদিগের কৃতজ্ঞতা বানাইয়া লইয়াছ। তোমরা বল যে, অমুক নক্ষত্রের উসিলায় আমাদিগকে বৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। অমুক নক্ষত্র আমাদিগকে পানি দান করিয়াছে ইত্যাদি।

ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র) ..... ইসমাঈল (র)-এর সূত্রে মারফূ পদ্ধতিতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তদ্রূপ ইমাম তিরমিযী (র) আহমদ ইব্ন মুনী' (র)-এর মাধ্যমে হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ মারুযী (র) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, হাদীসটি হাসান গরীব।

ইব্ন জারীর (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যখনই আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ে বৃষ্টি দান করেন তখন তাহাদের মধ্য হইতে একদল লোক কাফির হইয়া যায়। বৃষ্টি পাইয়া তাহারা বলে যে, অমুক

নক্ষত্রের কারণে, অমুক নক্ষত্রের কারণে আমাদিগকে বৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর তিনি وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ এই আয়াতটি পাঠ করেন।

ইমাম মালিক (র)..... যায়েদ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। যায়েদ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) বলেন, আমরা এক দিন হুদায়বিয়ার ময়দানে ছিলাম। রাতে বৃষ্টি হয়। ফজর নামাযের পর রাসূল (সা) আমাদের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া বলিলেন, তোমরা জান কি যে, (আজ রাতে) তোমাদিগের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন? উত্তরে সকলে বলিল, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আজ এক দল লোক আমাকে বিশ্বাস করিল আরেক দল অবিশ্বাস করিল। যাহারা বলিল, আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছি তাহারা আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের অবিশ্বাসী। আর যাহারা বলিল যে, অমুক নক্ষত্রের কারণে, অমুক নক্ষত্রের কারণে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছি। তাহারা আমার প্রতি অবিশ্বাসী, নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী। উক্ত হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ী (র) সকলেই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা যখনই আকাশ হইতে কোন বরকত নাযিল করেন, তখনই উহা একদল মানুষের কুফরের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আল্লাহ্ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন আর তাহারা বলে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে আমরা বৃষ্টি পাইয়াছি।"

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালামা, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন হারিস, তায়সী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক, সুফিয়ান, ইউনুস ও ইব্‌ন জারীর (র) প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ নিয়ামত লাভ করিয়া একদল লোক কাফির হইয়া যায়। তাহারা বলে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছি।" ইব্‌ন জারীর (র) ইসমাঈল ইব্‌ন উমাইয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইসমাঈল ইব্‌ন উমাইয়া (রা) বলেন, একদিন বৃষ্টি বর্ষণের পর এক ব্যক্তি বলিল, অমুক গ্রহের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "তুমি মিথ্যা বলিয়াছ বরং ইহা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত জীবিকা।"

ইব্‌ন জারীর (র)..... আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন রাত্রে বৃষ্টি বর্ষিত হইলেই সকাল বেলায় উহা একদল লোকের কাফির হইবার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন ঃ "তাহারা বলে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছি।"

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ দীর্ঘ সাত বছর অনবরত দুর্ভিক্ষ চলার পরও যদি আল্লাহ্ যদি স্বীয় অনুগ্রহে বৃষ্টি দান করেন তবুও মানুষ বলিয়া ফেলিবে যে, 'গ্রহের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছি।'

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন ঃ এই আয়াতে গ্রহের প্রভাবে বৃষ্টিবর্ষিত হওয়া সম্পর্কীয় মুশরিকদের আকীদার কথাই বলা হইয়াছে। বৃষ্টি মূলত আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত রিয্ক আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ ও কৃপায় উহা বর্ষণ করেন। যাহ্হাক (র) সহ আরো অনেকে এই ব্যাখ্যাটি সমর্থন করিয়াছেন।

হাসান (র) বলেন ঃ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ অর্থ وَتَجْعَلُوْنَ حَظَّكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ অর্থাৎ কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকেই তোমরা তোমাদিগের অংশ বানাইয়া লইয়াছ। পূর্বের আয়াত اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ অর্থাৎ কুরআন দ্বারা তোমাদের উপকার এই হইয়াছে যে, তোমরা কুরআনকে অস্বীকার কর। এই ব্যাখ্যাটির সমর্থন করে।

(٨٣) فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ۙ

(٨٤) وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ۙ

(٨٥) وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ۝

(٨٦) فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ۙ

(٨٧) تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৮৩. পরন্তু কেন নয়—প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়

৮৪. এবং তখন তোমরা তাকাইয়া থাক,

৮৫. আর আমি তোমাদিগের অপেক্ষা তাহার নিকটতর। কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না।

৮৬. তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও।

৮৭. তবে তোমরা উহা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ অর্থাৎ মুমূর্ষ অবস্থায় যখন প্রাণ কণ্ঠনালীতে আসিয়া পড়ে।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَلاَّ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِىَ وَقِيْلَ مَنْ رَّاقٍ وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ-

অর্থাৎ যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে এবং বলা হইবে, কে তাহাকে রক্ষা করিবে? তখন তাহার প্রত্যয় হইবে যে, ইহা বিদায়ক্ষণ এবং পায়ের সংগে পা জড়াইয়া যাইবে। সেইদিন আল্লাহ্র নিকট সবকিছু প্রত্যানীত হইবে। এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ অর্থাৎ তখন তোমরা মৃত্যু যন্ত্রণা কাতর মুমূর্ষ ব্যক্তির দিকে তাকাইয়া থাকিবে।

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ অর্থাৎ তখন আমি তথা আমার ফেরেশতাগণ তোমাদিগের অপেক্ষা তাহার অনেক নিকটে থাকি। وَلٰكِنْ لاَّتُبْصِرُوْنَ "কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাও না।"

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَيُفَرِّطُوْنَ ثُمَّ رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقُّ اَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ-

অর্থাৎ তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদিগের রক্ষক প্রেরণ করেন, অবশেষে যখন তোমাদিগের কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিতরা তাহার মৃত্যু ঘটায় এবং তাহারা কোন ত্রুটি করে না।

অতঃপর তাহাদিগের প্রকৃত প্রতিপালকের দিকে তাহারা প্রত্যানীত হয়। দেখ, কর্তৃত্ব তো তাঁহারই এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই তৎপর।

فَلَوْلاَ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ অর্থাৎ সত্যিই যদি তোমরা কাহারো কর্তৃত্বাধীন না হও, তোমাদের দাবী অনুযায়ী পুনরুত্থান, কিয়ামত ও কবর আযাব ইত্যাদি অবাস্তব হয়, তাহলে কণ্ঠাগত প্রাণ ব্যক্তিকে মৃত্যুর হাত হইতে তোমরা ফিরাইয়া রাখ না কেন?

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ অর্থ غَيْرَ مُحَاسِبِيْنَ অর্থাৎ যদি তোমাদিগের জবাবদিহী করিতে না হয়। মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান, কাতাদা, যাহ্হাক, সুদ্দী এবং আবূ হারযা (র) হইতেও এইরূপ বর্ণিত আছে।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ও হাসান বসরী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল ঃ তোমরা যদি পুনরুত্থান, হাশর-নশর, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদিকে অস্বীকার করার ব্যাপারে সত্যবাদী হও, তাহা হইলে মুমূর্ষ ব্যক্তিকে মৃত্যুর হাত হইতে ধরিয়া রাখ।

মুজাহিদ (র) হইতে এই সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ অর্থ غَيْرَ مُوْقِنِيْنَ অর্থাৎ যদি তোমরা বিশ্বাস না কর। মায়মূন ইব্‌ন মিহরান (র) বলেন ঃ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ অর্থ غَيْرَ مُعَذَّبِيْنَ مقهورين অর্থাৎ যদি তোমাদিগের শাস্তি ভোগ করিতে না হয়।

(৮৮) فَأَمَّآ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۙ

(৮৯) فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ

(৯০) وَأَمَّآ إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۙ

(৯১) فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ

(৯২) وَأَمَّآ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ۙ

(৯৩) فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ۙ

(৯৪) وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ

(৯৫) إِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ۚ

(৯৬) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ

৮৮. যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদিগের একজন হয়,
৮৯. তাহার জন্য রহিয়াছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখদ উদ্যান;
৯০. আর যদি সে ডানদিকের একজন হয়,
৯১. তাহাকে বলা হইবে, 'হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী! তোমার প্রতি শান্তি।'
৯২. কিন্তু সে যদি সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদিগের অন্যতম হয়,
৯৩. তবে রহিয়াছে আপ্যায়ন অত্যুষ্ণ পানির দ্বারা,
৯৪. এবং দহন জাহান্নামের;
৯৫. ইহাতো ধ্রুব সত্য।

৯৬. অতএব, তুমি তোমার প্রতিপালকের নামের পবিত্র ও মহিমা ঘোষণা কর।

তাফসীর ঃ এইখানে বলা হইতেছে যে, মৃত্যুকালে মুমূর্ষ ব্যক্তি তিন প্রকারের হইয়া থাকে। মুমূর্ষ ব্যক্তি হয়ত আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে কিংবা তদাপেক্ষা নিম্নস্তরের তথা আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত হইবে অথবা হইবে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত।

এই প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ অর্থাৎ মুমূর্ষ ব্যক্তি যদি মুকাররাবদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য রহিয়াছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখ উদ্যান। 'মুকাররাব" সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি ফরয, ওয়াজিব ও মুস্তাহাব আমলসমূহ গুরুত্ব সহকারে পালন করে এবং যাবতীয় হারাম, মাকরূহ এবং প্রয়োজনে কোন কোন জায়েয কাজও বর্জন করিয়া চলে। ফেরেশ্‌তাগণ মৃত্যুর সময় মুকাররাবদিগকে এই পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করে। যেমন উপরে হযরত বারা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে যে, মৃত্যুর সময় রহমতের ফেরেশতারা বলিতে থাকে যে,

ايتها الروح الطيبة فى الجسد كنت تعمرينه اخرجى الى روح وريحان ورب غير غضبان

অর্থাৎ হে দেহস্থিত পবিত্র আত্মা! এই দেহকে এক সময় তুমি আবাদ করিতে। এখন বাহির হইয়া আরাম, উত্তমোপকরণ এবং প্রতিপালকের দিকে চলিয়া আস– যিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নহেন।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ روح অর্থ راحة, অর্থাৎ আরাম এবং ريحان অর্থ مستراحة অর্থাৎ আরামোপকরণ। আবূ হারযা (র) বলেন ঃ روح অর্থ দুনিয়ার শান্তি। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ روح অর্থ আনন্দ। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, فروح وريحان অর্থ جَنَّةٌ وَرَخَاءٌ অর্থাৎ জান্নাত ও স্বচ্ছলতা।

কাতাদা (র) বলেন ঃ روح অর্থ رحمة রহমত। ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন ঃ ريحان অর্থ رزق অর্থাৎ জীবিকা। বস্তুত এই সব কয়টি ব্যাখ্যায় পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ একটির সহিত আরেকটির প্রায়ই মিল রহিয়াছে এবং প্রতিটি ব্যাখ্যাই সঠিক। সব কয়টি ব্যাখ্যার সম্মিলিত অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিবে সে আল্লাহ্‌র রহমতে অপার সুখ-শান্তি আনন্দ-উল্লাস ও নানা ধরনের রুচিশীল ও সুস্বাদু জীবিকা ইত্যাদি সবকিছুই লাভ করিবে।

وَجَنَّتُ نَعِيْمٍ আবুল আলিয়া (র) বলেন ঃ আল্লাহ্র মুকাররাব বান্দাদের মৃত্যুর সময় জান্নাত হইতে একটি ফলন্ত ডাল লইয়া আসা হয়। উহা দেখিয়া তাহাদের আত্মা বাহির হইয়া আসে।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) বলেন, প্রতিটি মানুষ মৃত্যুর পূর্বেই টের পায় যে, সে জান্নাতী না জাহান্নামী।

তামীমদারী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আযরাঈল (আ)-কে বলেন, আমার অমুক বান্দার নিকট যাইয়া তাহাকে আমার কাছে লইয়া আস। আমি তাহাকে সুখে-দুঃখে রাখিয়া পরীক্ষা করিয়া তাহাকে আমার মনঃপুত পাইয়াছি। তুমি যাও, তাহাকে আমার কাছে লইয়া আস, আমি তাহাকে চির শান্তি দান করিব। তখন আযরাঈল (আ) পাঁচশত রহমতের ফেরেশতা, জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি এবং মিশক সুবাসিত সাদা রেশমী বস্ত্র লইয়া তাহার নিকট যায়। এই প্রসংগে বহু হাদীস উপরে .... يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহ্মদ (র) ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন ঃ আমি রসূলুলল্লাহ (সা)-কে فروح وريحان অর্থাৎ روح এর 'রা'কে পেশ দ্বারা পড়িতে শুনিয়াছি। ইমাম তিরমিযী, আবূ দাউদ এবং নাসায়ী (র) ও হারুন ইব্ন মূসার হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, মূসার হাদীস ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে আমি এই হাদীসটি পাই নাই। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র ইয়াকূবের কিরআতে رُوْحٌ 'রা'কে পেশ দ্বারা পড়া হয়। ইহা ছাড়া অন্যান্য সকলেই 'রা'কে ফাত্হা দ্বারা পড়েন।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবুল আসওয়াদ মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন নওফল (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবুল আসওয়াদ (র) দিররা বিনতে মুযাযকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, হযরত উম্মে হানী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, মৃত্যুর পর কি আমরা পরস্পর দেখা সাক্ষাত করিতে পারিব? এবং একজন অপরজনকে দেখিতে পাইব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আত্মা পাখী হইয়া যাইবে এবং তাহারা জান্নাতী বৃক্ষের ফল আহার করিবে। এইভাবে কিয়ামতের সময় হইয়া গেলে প্রতিটি আত্মা আপন আপন দেহে ঢুকিয়া যাইবে। এই হাদীসে প্রত্যেক ঈমানদারকে সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

ইমাম আহ্মদ (র)..... কা'ব ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "ঈমানদারদের আত্মা পাখী হইয়া জান্নাতের ফল আহার করিবে। এইভাবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে আপন আপন দেহের মধ্যে ফিরাইয়া দিবেন।"

সহীহ্ হাদীছে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ শহীদদের আত্মা সবুজ পাখীর অবয়বে অবস্থান করিয়া জান্নাতের উদ্যানসমূহে ইচ্ছানুযায়ী অবাধে ঘুরিয়া বেড়ায়। অবশেষে আরশের সহিত ঝুলন্ত ফানূসের নিকট গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

মসনাদে আহমদের এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভে আগ্রহী আল্লাহ্ও তাহার সাক্ষাৎ লাভে আগ্রহী আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সাক্ষাৎ লাভে অনীহ আল্লাহ্ তাহার সাক্ষাৎ লাভে অনীহ। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বাণী শুনিয়া সাহাবাগণ কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়েন। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কি ব্যাপার তোমরা কাঁদিতেছ কেন? তাঁহারা বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি! (আর মৃত্যুকে অপছন্দ করার মানেই তো আল্লাহ্র সাক্ষাত লাভে অনীহ হওয়া) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেনঃ আমার কথার অর্থ হইল মুমূর্ষ অবস্থায় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ। অর্থাৎ মুমূর্ষ ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হয়, তাহলে তাহাকে আরাম, উত্তমোপকরণ ও সুখদ উদ্যানের সুসংবাদ দেওয়া হয়। এই সুসংবাদ শুনিয়া সে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভের জন্য এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সাক্ষাত লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। আর যদি মুমূর্ষ ব্যক্তি মিথ্যারোপকারী বিভ্রান্ত হয় তাহাকে অত্যুষ্ণ পানির আপ্যায়ন ও জাহান্নামের দহনের হুমকি দেওয়া হয়। তখন সে আল্লাহ্র সাক্ষাতের প্রতি এবং আল্লাহ্ তাহার সাক্ষাতের প্রতি অনীহ হইয়া যায়।

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِيْنِ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِيْنِ অর্থাৎ মুমূর্ষ ব্যক্তি যদি আসহাবুল ইয়ামীন তথা দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী হয় তাহা হইলে ফেরেশ্তাগণ তাহাদিগকে শান্তির সুসংবাদ প্রদান করে। ফেরেশ্তাগণ বলে যে, তোমার কোন চিন্তা নাই। শান্তি তোমার হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। তুমি আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত।

কাতাদা ও ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন ঃ سلم لك অর্থ তুমি জাহান্নামের আযাব হইতে নিরাপদ। ইকরিমা (র) বলেন ঃ ফেরেশ্তাগণ মুমূর্ষ ব্যক্তিকে সালাম প্রদান করিয়া এই সংবাদ দিবে যে, তুমি আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত। এই অর্থটিই সর্বাপেক্ষা উত্তম প্রতিভাত হয়। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ - نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ -

অর্থাৎ যাহারা বলে, আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্, অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাহাদিগের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা এবং বলে, তোমরা ভীত হইত না, চিন্তিতও

হইও না এবং তোমাদিগের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার জন্য আনন্দিত হও।

আমরাই তোমাদিগের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। সেথায় তোমাদিগের মন চাহে এবং সেথায় তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে যাহা তোমরা ফরমায়েশ কর। ইহা হইবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আপ্যায়ন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন যে, سلم لك অর্থ مسلم لك انك من اصحب اليمين অর্থাৎ এই কথা তোমার জন্য স্বতঃসিদ্ধ যে, তুমি আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত। আবার এই বাক্যটি দু'আও হইতে পারে। الله اعلم।

وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّالِّيْنَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ অর্থাৎ মুমূর্ষ ব্যক্তি যদি মিথ্যারোপকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারী বিভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে অত্যুষ্ণ পানি দ্বারা উহাদিগকে আপ্যায়ন করা হইবে এবং চতুর্দিক হইতে অগ্নি পরিবেষ্টিত জাহান্নামে অবস্থান করিতে হইবে।

حَمِيْمٌ অর্থ অত্যুষ্ণ ফুটন্ত পানি, যাহা পান করিলে উদরস্ত নাড়ি-ভুঁড়ি এবং চামড়া খসিয়া পড়ে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ অর্থাৎ এই সংবাদটি ধ্রুব সত্য ইহাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই এবং পলায়ন করিয়া ইহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার সাধ্যও কাহারো নাই।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ "অতএব, তুমি তোমার প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।"

ইমাম আহ্মদ (র) .... উকবা ইব্ন আমির জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উকবা ইব্ন আমির (রা) বলেন ঃ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ এই তাসবীহটি রুকুতে রাখ, আর سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি বলিলেন ঃ এই তাসবীহটি সিজদায় রাখ।

রাওহ ইব্ন উবাদা (র) .... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ একবার سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ পাঠ করিলে জান্নাতে তাহার জন্য একটি খেজুর বৃক্ষ রোপন করা হয়।

ইমাম বুখারী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ দুইটি কলেমা (বাক্য) এমন আছে যাহা যবানে হালকা (উচ্চারণ করা সহজ) পাল্লায় ভারি, আল্লাহ্র নিকট প্রিয়। (উহা হইল)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

সূরা হাদীদ

২৯ আয়াত, ৪ রুকূ', মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম আহমদ (র) ..... ইরবায ইব্‌ন সারিয়্যা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইরবায ইব্‌ন সারিয়্যা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুইবার পূর্বে মুসাব্বাহার (যেসব সূরার শুরুতে سَبَّحَ يُسَبِّحُ বা سَبِّحْ রহিয়াছে তাকে মুসাব্বাহাত বলা হয়) পাঠ করিতেন এবং বলিতেন ঃ "এই সূরাগুলিতে এমন একটি আয়াত আছে যাহা হাজার আয়াত হইতেও উত্তম।" সেই আয়াতটি এই هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ এই প্রসংগে অল্প পরেই আলোচনা করা হইবে ইনশাআল্লাহ্।

(١) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(٢) لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

(٣) هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁহারই, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩. তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় প্রাণীকুল এবং জড় পদার্থ সবই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لاَّتَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا -

অর্থাৎ সাত আসমান, পৃথিবী এবং তন্মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এমন কোন বস্তু নাই যাহা তাঁহার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে না। কিন্তু তোমরা তাহাদিগের তাসবীহ্ বুঝ না। নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাকারী।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ অর্থাৎ সব কিছুই তাঁহার বাধ্য, অনুগত। তিনি সবকিছুরই উপর পরাক্রমশালী।

اَلْحَكِيْمُ অর্থাৎ সৃষ্টি কার্যের নির্দেশ দানে ও বিধান প্রদানে তিনি প্রজ্ঞাময়।

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُحْيِ وَيُمِيْتُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক। সৃষ্টি জগতে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। সর্বময় ক্ষমতা তাঁহারই হাতে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা জীবন দান করেন। যাহাকে ইচ্ছা মৃত্যু ঘটান এবং যাহাকে যতটুকু ইচ্ছা দান করেন।

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা হয় আর ইচ্ছা করেন না তাহা হয় না।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ "তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত এবং তিনিই গুপ্ত।" উল্লেখ্য যে, ইরবায ইব্ন সারিয়ার হাদীসে আয়াতটির কথা বলা হইয়াছে যে, উহা এক হাজার আয়াত অপেক্ষাও উত্তম, ইহাই সেই আয়াত।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ..... আবূ যুমায়ল (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ যুমায়ল (র) বলেন, আমি একদিন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলিলাম, আমার মনে একটি খটকা আছে যাহা ব্যক্ত করিতে সাহস হয় না। শুনিয়া হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, কোন সন্দেহ-সংশয় হইবে বোধ হয়। এই কথা বলিয়া তিনি একটু মুচকি হাসিয়া অতঃপর বলিলেন, এই রোগ হইতে কেহই রেহাই পায় না। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা فَاِنْ كُنْتَ فِىْ شَكٍّ مِّمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَاسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَاُوْنَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ এই আয়াতটি নাযিল করেন। (অর্থাৎ

তোমার প্রতি আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি, যদি তাহার কোনটিতে তোমার সন্দেহ থাকে তাহা হইলে তোমার পূর্বের যাহারা কিতাব পাঠ করে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, নিশ্চয় তোমার নিকট তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সত্য আসিয়া পড়িয়াছে।)

অতঃপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যখনই তোমার মনে কোন সন্দেহ জাগ্রত হইবে, তখনই তুমি ..... هُوَ الْاَوَّلُ এই আয়াতটি পাঠ করিবে। বলাবাহুল্য যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের দশটিরও অধিক অভিমত পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিদ্রার সময় এই দোয়াটি পাঠ করিতেন ঃ

اللهم رب السّموت السّبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيئ منزل التوراة والانجيل والفرقان فالق الحب النوى لا اله الا انت اعوذبك من شركل شيئ انت اخذ بناصيته انت الاوّلُ فلا قبلك شيئ وانت الاخر فليس بعدك شيئ انت الظاهر فليس فوقك شيئ وانت الباطن فليس دونك شئى افض عنا الدين واغننا من الفقر۔

অর্থাৎ সাত আকাশ এবং মহান আরশের অধিপতি হে আল্লাহ্! হে আমাদের প্রতিপালক! হে সমুদয় বস্তুর প্রতিপালক! হে তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআন অবতীর্ণকারী! হে শস্যবীজ ও আঁটি অংকুরিতকারী! তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই। প্রতিটি বস্তুর অনিষ্ট হইতে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোমারই আয়ত্বে জগতের সবকিছু। তুমিই আদি, তোমার পূর্বে কিছুই ছিল না। তুমিই অনন্ত, তোমার পরে কিছুই থাকিবে না। তুমিই ব্যক্ত, তোমার উপরে কিছুই নাই। তুমিই গুপ্ত তোমা অপেক্ষা গোপনীয় কিছু নাই। তুমি আমাদের ঋণ পরিশোধ করিয়া দাও এবং আমাদের দারিদ্র্যতা দূর কর।

ইমাম মুসলিম (র) ..... সাহ্ল (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সাহল (রা) বলেন, আবূ সালিহ আমাদিগকে নিদ্রার সময় ডান কাঁধে শুইয়া উপরোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবার নির্দেশ দিতেন।

হাফিজ আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) ..... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শয়নের পূর্বে বিছানা পাতার নির্দেশ দিতেন। ফলে কিবলামুখী করিয়া তাঁহার বিছানা পাতা হইত। অতঃপর তিনি ডান হাতের উপর মাথা রাখিয়া অনুচ্চস্বরে কি যেন পাঠ করিতেন, বুঝা যাইত না। অতঃপর শেষ রাতে জাগ্রত হইয়া উচ্চস্বরে এই দোয়াটি পাঠ করিতেন ঃ اللهم رب السّموت الخ

ইমাম তিরমিযী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) একদিন সাহাবাদিগকে সাথে

লইয়া বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে আকাশে একখণ্ড মেঘ ভাসিয়া উঠে। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমরা কি জান যে, ইহা কি? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ইহাকে عنان বলা হয়। ইহা এমন এক জাতিকে বৃষ্টি দান করে যাহারা আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না এবং তাঁহাকে ডাকে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তোমরা কি জান যে, তোমাদিগের উপরে কি আছে?

উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমাদিগের উপরে আছে সংরক্ষিত ছাদ এবং বিস্তৃত ঢেউ। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উহার এবং তোমাদিগের মাঝে দূরত্ব কতটুকু? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমাদের এবং উহার মাঝে দূরত্ব হইল, পাঁচশত বছরের রাস্তা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন। তোমরা কি জান যে, উহার উপরে কি আছে? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ উহার উপরে আকাশ অবস্থিত। এই আকাশ আর সংরক্ষিত ছাদের মাঝে পাঁচশত বছরের ব্যবধান। এই বলিয়া তিনি এক এক করিয়া সাত আসমানের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, প্রতি দুই আকাশের মাঝে ততটুকু ব্যবধান, যতটুকু ব্যবধান পৃথিবী ও প্রথম আকাশের মাঝে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা কি জান যে, সাত আকাশের উপরে কি আছে? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ উহার উপর আর্‌শ অবস্থিত। এই আরশ ও আকাশের মাঝে ততটুকু ব্যবধান যতটুকু ব্যবধান আকাশের মাঝে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা জান কি যে, তোমাদিগের নীচে কি আছে? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন ঃ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তোমাদিগের নীচে পৃথিবী অবস্থিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন। তোমাদিগের জানা আছে কি যে, পৃথিবীর নীচে কি আছে? এইবার সাহাবাগণ অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, এই পৃথিবীর নীচে আরেকটি পৃথিবী আছে। দুই পৃথিবীর মাঝে পাঁচশত বছরের ব্যবধান। এইভাবে তিনি সাতটি পৃথিবীর কথা উল্লেখ করিলেন এবং বলিলেন ঃ প্রতি দুই পৃথিবীর মাঝে পাঁচশত বছরের ব্যবধান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ মুহাম্মদের জীবনও যাঁহার হাতে আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যদি তোমরা সর্বনিম্ন পৃথিবীর দিকে একটি রশি ফেল, তাহা হইলেও উহা আল্লাহ্ পর্যন্ত অবতরণ করিবে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) هُوَ الْأَوَّلُ الخ। এই আয়াতটি পাঠ করেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি গরীব।

Contents

অনেকে বলেন, রশি আল্লাহ্র নিকট অবতরণ করার অর্থ হইল সাত স্তর পৃথিবীর নীচেও আল্লাহ্ তা'আলার ইলম, কুদরত ও রাজত্ব বিরাজমান। বস্তুত জগতের কোন ক্ষেত্রই আল্লাহ্র ইলম, কুদরত ও রাজত্বের বাইরে নহে। ইহার অর্থ এই নহে যে, রশি সাত তবক যমীনের নীচে গিয়ে আল্লাহ্র সত্তাকে দেখিতে পাইবে।

(٤) هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

(٥) لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

(٦) يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

৪. তিনিই ছয় দিবসে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর আরশে সমাসীন হইয়াছেন। তিনি জানেন যাহা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যাহা কিছু উহা হইতে বাহির হয় এবং আকাশ হইতে যাহা কিছু নামে ও আকাশে যাহা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদিগের সংগে আছেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন।

৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁহারই এবং আল্লাহ্রই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হইবে।

৬. তিনিই রাত্রিকে প্রবেশ করান দিবসে, দিবসকে প্রবেশ করান রাত্রিতে এবং তিনি অন্তর্যামী।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ছয়দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর তিনি আরশে সমাসীন হইয়াছেন। সূরা আ'রাফের ব্যাখ্যায় এই প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا অর্থাৎ কয়টি শস্য বীজ এবং কয় ফোঁটা বৃষ্টি যমীনের ভিতর প্রবেশ করিল এবং কি কি ফসল ফল-ফলাদি যমীন হইতে উৎপন্ন হইল আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَوَيَعْلَمُ مَافِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَحَبَّةٍ فِىْ ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلاَرَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ-

অর্থাৎ তাঁহারই নিকট অদৃশ্যের চাবিকাঠি। তিনি ব্যতীত কেহই উহা জানে না। স্থলে ও সমুদ্রে যাহা কিছু আছে সবকিছু সম্পর্কেই তিনি অবগত। (বৃক্ষ হইতে) যেই পাতা ছিঁড়িয়া পড়ে উহাও তাঁহার অজানা নহে। মাটির অন্ধকারে অবস্থিত শস্যবীজ এবং শুষ্ক-তাজা সমুদয় বস্তুই খোলা কিতাবে সংরক্ষিত আছে।

وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ অর্থাৎ আকাশ হইতে যাহা অবতীর্ণ হয় তাহাও আল্লাহ্র অজানা নহে। যেমন বৃষ্টি, শিলা, বরফ, তাকদীর এবং বিধানাবলী ইত্যাদি। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে যে, আকাশ হইতে বর্ষিত প্রতিটি বৃষ্টির ফোঁটার সহিত একজন ফেরেশ্তা নিযুক্ত থাকে, যে আল্লাহ্র নির্দেশানুযায়ী উহাকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেয়।

وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا অর্থাৎ পৃথিবী হইতে আকাশে যাহা তথা যেই সব ফেরেশ্তা এবং মানুষের আমল উত্থিত হয়, আল্লাহ্ তা'আলা সেই সম্পর্কেও সম্যক অবগত। যেমন সহীহ্ হাদীসে আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মানুষের রাতের আমল দিবসের পূর্বে এবং দিবসের আমল রাতের পূর্বে আল্লাহ্র দরবারে উত্থিত হয়। অর্থাৎ ফেরেশ্তাগণ এই সব আমল আল্লাহ্র দরবারে পেশ করেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ – وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ অর্থাৎ তোমরা যেইখানে যেই অবস্থায়ই থাক না কেন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের সংগে থাকিয়া তোমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং তোমাদিগের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তিকে এড়াইয়া চলা তোমাদিগের কাহারো পক্ষেই সম্ভব নহে। তোমরা যখন যেখানে যেভাবে যাহা কিছু করো ও বলো তাহা সবই তিনি দেখেন ও শুনেন। তিনি সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা। যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ

اَلاَ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ – اَلاَ حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَايُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ – اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ-

অর্থাৎ "সাবধান! উহারা তাঁহার নিকট গোপন রাখিবার জন্য উহাদিগের বক্ষ দ্বিভাঁজ করে। সাবধান! যখন উহারা নিজদিগকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে তখন উহারা

যাহা গোপন করে ও প্রকাশ করে তিনি তাহা জানেন, অন্তরে যাহা আছে তিনি তাহা সবিশেষ অবহিত।" অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ-

অর্থাৎ "তোমাদিগের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে অথবা যে উহা প্রকাশ করে, রাত্রিতে যে আত্মগোপন করে এবং দিবসে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে তাহারা সমভাবে আল্লাহ্র জ্ঞান গোচর। সুতরাং তোমরা তাঁহাকে ব্যতীত কাউকে ইলাহ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পার না।"

সহীহ হাদীসে আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ) ইহসান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ "ইহসান হইল এইভাবে ইবাদত করা, যেন তুমি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিতে পাইতেছ। আর যদি নিজের মধ্যে এই ভাব সৃষ্টি করিতে না পার তো এতটুকু হইতে হইবে যে, আল্লাহ্ তোমাকে দেখিতেছেন।"

হাফিজ আবূ বকর ইসমাঈল (র)..... আব্দুর রহমান ইব্ন আয়েদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুর রহমান ইব্ন আয়েদ (র) বলেন ঃ হযরত উমর (রা) বলেন, একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল যে, আমাকে এমন একটি হিকমত শিখাইয়া দিন যাহা অবলম্বন করিয়া আমি জীবন যাপন করিতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ 'আল্লাহ্র সামনে এতটুকু লজ্জা করিয়া চল, যতটুকু লজ্জা করিয়া চল তুমি তোমার সেই নিকটাত্মীয় মহৎ লোকটির সামনে, যে সর্বদা তোমার সংগে চলাফেরা করে।'

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি তিনটি কাজ আঞ্জাম দিবে সে ঈমানের স্বাদ উপভোগ করিতে পারিবে। (১) একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা। (২) প্রসন্নচিত্তে প্রতি বছরে মধ্যম মানের জিনিষ দ্বারা সম্পদের যাকাত প্রদান করা ও (৩) আত্মশুদ্ধি করা।" এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল. 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আত্মশুদ্ধি বা নিজের নফসকে পবিত্র করার অর্থ কি?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, মনে প্রাণে এই বিশ্বাস করা যে, তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ্ তোমার সংগে আছেন।'

নুআইম ইবন হাম্মাদ (র) ..... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, সর্বোত্তম ঈমান হইল এই বিশ্বাস করা যে, তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ্ তোমার সংগে আছেন।

ইমাম আহমদ (র) এই দুই পংক্তি পাঠ করিতেন–

اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل * خلوق ولكن قل على رقيب

যদি তুমি কোন একটি দিন নির্জনে অতিবাহিত কর তখন বলিও না যে, তুমি নির্জনে কাটিয়েছ বরং তুমি বল যে, আমার সংগে একজন পর্যবেক্ষণকারী রহিয়াছেন।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهُ يَغْفِلُ سَاعَةً - وَلَا اَنَّ مَا تُخْفِيْ عَلَيْهِ يُغِيْبُ

এবং কখনও মনে করিও না যে আল্লাহ্ কোন একটি মুহূর্ত অনবহিত আছেন এবং তুমি যাহা গোপনে করিতেছ তাহা তাঁহার কাছে অজানা রহিয়াছে।

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ অর্থাৎ "দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ্। আর সকল বিষয় এক সময় তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।" যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى অর্থাৎ "আমি ইহলোক ও পরলোক উভয় জগতেরই মালিক।" এই কারণে তাঁহার প্রশংসা জ্ঞাপন করা আমাদের কর্তব্য। যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ অর্থাৎ "তিনিই আল্লাহ্। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। ইহলোকে ও পরলোকে তিনিই একমাত্র প্রশংসার অধিকারী।"

অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ -

অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তুর মালিক। পরলোকে প্রশংসার অধিকারী একমাত্র তিনিই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবগত। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا لَقَدْ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا -

অর্থাৎ "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তু আল্লাহ্র সম্মুখে দাসরূপে উপস্থিত হইবেই। তিনি তাহাদিগকে পুঙখানুপুঙখরূপে হিসাব করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহারা প্রত্যেকেই কিয়ামতের দিন নিঃসঙ্গ উপস্থিত হইবে।" তাই এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ

وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ অর্থাৎ "কিয়ামতের দিন প্রতিটি বস্তু বা বিষয় আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে।" আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির মাঝে ইচ্ছানুযায়ী মীমাংসা করিবেন। বস্তুত তিনি ন্যায়পরায়ণ, কাহারো প্রতি অনু পরিমাণও জুলুম করিবেন না। কাহারো একটি নেক আমল থাকিলে তিনি তাহা দশগুণ বৃদ্ধি করিয়া উহার প্রতিদান দিবেন।

যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا - وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِيْنَ-

অর্থাৎ "কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়ের মানদণ্ড স্থাপন করিব। ফলে কাহারো উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করিব না। একটি সরিষা বীজ পরিমাণ যদি কাহারো নেক থাকে আমি উহা উপস্থিত করিব। হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।"

يُوْلِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى اللَّيْلِ অর্থাৎ সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যাবতীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধন তাঁহারই হাতে। তিনিই স্বীয় প্রজ্ঞাবলে ইচ্ছানুযায়ী রাত্রি ও দিবসকে পরিবর্তন করেন। ফলে কখনো রাতকে দীর্ঘ করেন আর দিনকে করেন ছোট। আবার কখনো করেন ইহার উল্টা। কখনো রাত দিনকে সমান করিয়া দেন। ফলে কখনো হয় গ্রীষ্ম, কখনো বর্ষা, কখনো শীত, কখনো হয় হেমন্ত আবার কখনো হয় বসন্তকাল। এই সবকিছুই মহা প্রভু আল্লাহ্পাকের হিকমত ও কুদরতের বহিঃপ্রকাশ।

وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ অর্থাৎ সূক্ষ্ম হউক আর গোপনীয় হউক, তিনি অন্তরের যে কোন বিষয় সম্পর্কেই সম্যক অবগত। তিনি হইলেন অন্তর্যামী।

(৭) اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

(৮) وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

(৯) هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

(١٠) وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ۚ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ۚ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

(١١) مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۝

৭. আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা কিছুর উত্তরাধিকারী করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় কর। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে তাহাদিগের জন্য আছে মহাপুরস্কার।

৮. তোমাদিগের কি হইল যে, তোমরা আল্লাহ্তে ঈমান আন না? অথচ রাসূল তোমাদিগকে তোমাদিগের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিতে আহ্বান করিতেছে এবং আল্লাহ্ তোমাদিগের নিকট হইতে অংগীকার গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য যদি তোমরা তাহাতে বিশ্বাসী হও।

৯. তিনিই তাঁহার বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন, তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার জন্য। আল্লাহ্ তো তোমাদিগের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।

১০. তোমরা আল্লাহ্র পথে কেন ব্যয় কর না? আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহ্রই। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করিয়াছে ও সংগ্রাম করিয়াছে, তাহারা এবং পরবর্তীরা সমান নহে; তাহারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ উহাদিগের অপেক্ষা যাহারা পরবর্তীকালে ব্যয় করিয়াছে ও সংগ্রাম করিয়াছে। তবে আল্লাহ্ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তোমরা যাহা কর, আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ অবহিত।

১১. কে আছে যে আল্লাহ্কে দিবে উত্তম ঋণ? তাহা হইলে তিনি বহুগুণে ইহাকে বৃদ্ধি করিবেন তাহার জন্য এবং তাহার জন্য রহিয়াছে মহাপুরস্কার।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা এই নির্দেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমার প্রতি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি পূর্ণাংগরূপে ঈমান আনয়ন কর এবং উহার উপর দৃঢ় অটল ও অবিচল থাক। অতঃপর লোকদিগকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে সম্পদ দান করিয়াছেন উহা হইতে সৎপথে ব্যয় করার উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিতেছেন, তোমাদিগের হাতের এই সম্পদ একদিন তোমাদিগের হাতে ছিল না। ছিল তোমাদিগের পূর্ববর্তী আরেক শ্রেণীর লোকের হাতে। আমিই তোমাদিগকে ইহার উত্তারাধিকারী বানাইয়াছি। অতএব তোমরা এই সম্পদ আমার আনুগত্যের কাজে ব্যয় কর। যদি কর তো ভালো। অন্যথায় ওয়াজিব তরকের অপরাধে তোমরা একদিন শাস্তি ভোগ করিবে।

فَمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ "তোমাদিগকে যাহার উত্তরাধিকারী বানাইয়াছেন উহা হইতে ব্যয় কর।" এই আয়াতে ইংগিত করা হইয়াছে যে, এখন তোমরা যেই সম্পদের অধিকারী, একদিন উহা তোমাদিগের হাতছাড়া হইয়া যাইবে। তখন তোমাদিগের উত্তারাধিকারীরা যদি এই সম্পদ আল্লাহ্র আনুগত্যের কাজে ব্যয় করে তো তাহারা হইবে তোমাদিগের চেয়েও ভাগ্যবান। আর যদি তোমাদিগের এই সম্পদ তাহারা আল্লাহ্র নাফরমানীর কাজে ব্যয় করে, তাহা হইলে তোমরা অন্যায়ের সহযোগী হিসাবে অপরাধের অংশীদার হইবে।

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শিখ্খীর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। অব্দুল্লাহ ইব্‌ন শিখ্খীর (রা) বলেন ঃ আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হই। তখন আমি শুনিতে পাইলাম যে, তিনি সূরা اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ এই সূরাটি পাঠ করিয়া বলিতেছেন ঃ মানুষ বলে, আমার মাল, আমার সম্পদ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ যাহা খাইয়া শেষ করে যাহা পরিধান করিয়া পুরাতন করিয়া ফেলে এবং যাহা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে উহাই তাহার সম্পদ। (ইহা ছাড়া যাহা আছে তাহা ত্যাজ্য ওয়ারিসের সম্পত্তি, তোমার নহে।)

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ "তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাপুরস্কার।" এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান আনয়ন এবং সৎপথে সম্পদ ব্যয় করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا لَكُمْ لَاتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ অর্থাৎ কিসে তোমাদিগকে ঈমান আনয়ন হইতে বাধা প্রদান করে? অথচ রাসূলুল্লাহ্ তোমাদিগের মাঝে বর্তমান। তিনি তোমাদিগকে ঈমানের পথে আহ্বান করেন এবং তিনি তোমাদিগের নিকট যাহা আনয়ন করিয়াছেন উহার সত্যতা ও বিশুদ্ধতার সপক্ষে বহু প্রমাণ বিদ্যমান।

হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন তাঁহার সাহাবাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বল তো তোমাদিগের কাছে ঈমানের দিক থেকে কারা সর্বাপেক্ষা উত্তম? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, ফেরেশ্তাগণ সর্বাপেক্ষা উত্তম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তাহারা কেন ঈমান আনয়ন করিবে না অথচ তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট তাহাদিগের অবস্থান। অতঃপর সাহাবাগণ বলিলেন, তাহা হইলে নবীগণ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, নবীগণ কেন ঈমান আনয়ন করিবে না, অথচ তাহাদিগের উপর ওহী অবতীর্ণ হয়? তারপর সাহাবাগণ বলিলেন, তাহা হইলে আমরা। রাসূলুল্লাহ্ বললেন, (না, তোমরাও নহ) কারণ তোমরা কেন ঈমান আনিবে না, অথচ আমি তোমাদিগের মাঝে বর্তমান? ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেই বলিলেন, ঈমানের দিক হইতে সর্বাপেক্ষা উত্তম তাহারা যাহারা তোমাদিগের পর আগমন করিবে এবং কুরআন-হাদীস পাঠ করিয়াই ঈমান আনয়ন করিবে। এই হাদীসের সূত্র সমূহ সূরা বাকারার প্রথমাংশের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি।

وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ "এবং আল্লাহ্ তোমাদিগের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন।" যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ـ

অর্থাৎ "তোমরা তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহকে স্মরণ কর এবং (স্মরণ কর) তাঁহার সেই অঙ্গীকার যাহা তিনি তোমাদিগ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। যখন তোমরা বলিয়াছিলে যে, আমরা শুনিলাম ও আনুগত্য করিলাম।

আলোচ্য আয়াতে যেই অঙ্গীকারের কথা বলা হইয়াছে উহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করা। তবে ইব্ন জারীরের ধারণা মতে, এই অঙ্গীকার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আযল দিবসের অর্থাৎ আদম (আ)-এর পৃষ্ঠ দেশ হইতে আত্মাসমূহ বাহির করিয়া যে অঙ্গীকার নিয়াছিলেন সেই অঙ্গীকার। মুজাহিদের মতও ইহাই।

هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষদিগকে অজ্ঞতা ও কুফরের অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া হিদায়াত ও ঈমানের আলোর পথে আনিবার জন্য তাঁহার বান্দা মুহাম্মদ (সা)-এর উপর সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণাদি নাযিল করেন।

اِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের প্রতি করুণাময় ও পরম দয়ালু। কারণ তিনি তোমাদিগের হিদায়াতের জন্য কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, হিদায়াত গ্রহণের যাবতীয় বাধা-বিপত্তি ও সংশয় দূর করিয়া দিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন ও সৎপথে সম্পদ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর ঈমান গ্রহণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, ঈমান আনয়নের পথে যত বাধা-বিপত্তি আসিতে পারে আমি উহা দূর করিয়া দিয়াছি। এইবার আল্লাহ্‌র পথে সম্পদ ব্যয় করিবার প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিতেছেন ঃ وَمَا لَكُمْ اَلاَّ تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ "তোমাদিগের কি হইল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর না। অথচ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহ্‌রই।"

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর এবং সম্পদ হ্রাস পাওয়া কিংবা গরীব হইয়া যাওয়ার ভয় করিও না। কারণ তুমি যাঁহার পথে ব্যয় করিবে তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক। জগতের সমুদয় সৃষ্টি ও উহার চাবিকাঠি তাঁহারই হাতে। আরশের অধিপতিও তিনিই। আল্লাহ্ অন্য এক আয়াতে বলেন ঃ

وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْئٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ অর্থাৎ "তোমরা (আল্লাহ্‌র পথে) যাহা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ্ উহার উত্তম বিনিময় দান করিবেন। বস্তুত তিনিই উত্তম রিযিকদাতা।"

অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ অর্থাৎ "তোমাদিগের নিকট যাহা আছে উহা শেষ হইয়া যাইবে আর আল্লাহ্‌র কাছে যাহা আছে উহা চিরকাল অক্ষুণ্ন থাকিবে।" সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখে সেই আল্লাহ্‌র পথে অকাতরে ব্যয় করে। সে সম্পদ কমিয়া যাওয়ার ভয় করে না এবং এই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইহার উত্তম বিনিময় দান করিবেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لاَيَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ অর্থাৎ "যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে দীনের কাজে নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করিয়াছে এবং দীনের পথে লড়াই করিয়াছে পরবর্তীরা তাহাদিগের সমান হইতে পারে না।" ইহার কারণ হইল এই যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমানদের অবস্থা ছিল খুবই সংকটময়। মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি ছিল নিতান্তই কম। এমতাবস্থায় দীনের পথে লড়াই করা এবং অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। পক্ষান্তরে মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন ছিল ইসলামের সুদিন। সুতরাং ইসলামের সংকটময় ও দুর্দিনে জানবাজী রেখে যাঁরা ইসলামের সাহায্য-সহযোগিতা করিয়াছেন, তাঁহাদের মর্যাদা পরবর্তীদের তুলনায় বেশী হওয়াই স্বাভাবিক।

এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ

অর্থাৎ যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করিয়াছে ও জিহাদ করিয়াছে মর্যাদায় তাহারা উহাদিগের অপেক্ষা উত্তম, যাহারা মক্কা বিজয়ের পরে ব্যয় করিয়াছে ও জিহাদ করিয়াছে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা উভয়েরই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

জমহুর আলিমগণের মতে, এখানে বিজয় দ্বারা মক্কা বিজয় উদ্দেশ্য। ইমাম শা'বী ও অন্যরা বলেন, বিজয় দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হইল হুদায়বিয়ার সন্ধি। নিম্নবর্ণিত হাদীসে এই দাবীর সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন ঃ হযরত খালিদ ইব্ন ওলীদ এবং হযরত আব্দুর রহমান ইব্ন আওফের মধ্যে এক সময় কোন একটি বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়াছিল। কথা প্রসংগে খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা) আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-কে বললেন, আমাদিগের কয়দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বুঝি আপনারা আমাদের উপর গৌরববোধ করিতেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইব্ন ওলীদের এই মন্তব্য শুনিয়া বলিলেন "তোমরা আমার সাহাবীদিগকে আমার জন্য ছাড়িয়া দাও। যাঁহার হাতে আমার জীবন আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যদি তোমরা উহুদ পরিমাণ কিংবা (বলিয়াছেন) কোন পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ মুদ্রাও আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর, তবুও তোমরা উহাদের মর্যাদায় পৌঁছতে পারিবে না।"

বলাবাহুল্য যে, হযরত খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন হুদাবিয়ার সন্ধির পর, মক্কা বিজয়ের পূর্বে। ইহাতে বুঝা যায় যে, উপরোক্ত বিজয় দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধি উদ্দেশ্য। অন্যথায় মক্কা বিজয় হইলে খালিদ ইব্ন ওলীদও সেই ফযীলত লাভ করিতেন।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "তোমরা আমার সাহাবাদিগকে গালি দিও না। আমি সেই সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি যাঁহার হাতে আমার জীবন। যদি তোমাদের কেহ উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে আমার সাহাবাদের তিন পোয়া বা দেড় পোয়া খাদ্য দান করার পরিমাণ সওয়াব পাইবে না।"

ইবন জারীর ও ইবন আবূ হাতিম (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত হুদায়বিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া উসফান নামক স্থানে পৌঁছিবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ খুব সম্ভব এমন একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটিবে, যাহারা তাহাদিগের আমলের তুলনায় তোমাদিগের আমলকে তুচ্ছ মনে করিবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কাহারা? তাহারা কি কুরাইশ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, না কুরাইশ নহে, বরং

তাহারা হইল ইয়ামানবাসী। তাহারা কোমল হৃদয় মনের অধিকারী। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, উহারা কি আমাদিগ অপেক্ষা উত্তম হইবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'তাহাদিগের কাহারো যদি স্বর্ণের একটি পাহাড় থাকে আর সে উহা আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দেয়, তবুও সে তোমাদের তিন পোয়া বা দেড় পোয়া খাদ্য দান করার পরিমাণ সওয়াবও পাইবে না। আমাদিগের এবং অন্যান্য লোকদের মাঝে পার্থক্য ইহাই।" অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন।

ইবন জারীর (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "এমন একটি দলের আবির্ভাব হইবে যাহারা নিজেদের আমলের তুলনায় তোমাদিগের আমলকে তুচ্ছ মনে করিবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কাহারা? তাহারা কি কুরাইশ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ কুরাইশ নহে, তাহারা কোমল হৃদয় মনের অধিকারী একটি সম্প্রদায়।" এই বলিয়া তিনি ইয়ামানের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন ঃ "তাহারা হইল ইয়ামানের অধিবাসী। ইয়ামান অধিবাসীদের ঈমানই তো ঈমান আর তাদের হিকমতই তো হিকমত।" অতঃপর আমার জিজ্ঞাসা করিলাম হে আল্লাহ্র রাসূল! উহারা কি আমাদিগ অপেক্ষা উত্তম? উত্তরে রাসূল (সা) বলিলেন, "যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যদি তাহাদের কারো একটি স্বর্ণের পাহাড় থাকে আর সে উহা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে তবুও উহা তোমাদিগের এক মুদ (তিন পোয়া) বা আধা মুদের (দেড় পোয়া) সমতুল্য হইবে না।" অতঃপর তিনি হাতের অঙ্গুলিগুলি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কনিষ্ঠা আঙ্গুলটি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "আমাদিগ ও উহাদিগের মাঝে এই হইল পার্থক্য।"

وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى অর্থাৎ বিজয়ের পূর্বে আল্লাহ্র পথে ব্যয়কারী এবং বিজয়ের পরে ব্যয়কারীদের মাঝে মর্যাদার ব্যবধান থাকিলেও আল্লাহ্ তা'আলা উভয় শ্রেণীতে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী উপযুক্ত পুরস্কার দান করিবেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ - فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا -

অর্থাৎ "যাহারা কোন ওযর ছাড়াই জিহাদ পরিত্যাগ করে আর যাহারা জান-মাল ব্যয় করিয়া আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে তাহারা সমান নহে। জিহাদ পরিত্যাগকারীদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা জান-মাল ব্যয় করে জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব

দান করিয়াছেন। তবে সকলকেই আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তবে যাহারা মুজাহিদ নহে তাহাদিগের উপর মুজাহিদদিগকে মহা পুরস্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন।" অন্য এক সহীহ্ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "শক্তিশালী ঈমানদার আল্লাহ্র নিকট দুর্বল ঈমানদার অপেক্ষা উত্তম ও প্রিয়। তবে সকলের মধ্যেই কল্যাণ রহিয়াছে।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়া বুঝিয়াই এই দুই শ্রেণীর লোকের মর্যাদার ব্যবধান রাখিয়াছেন। কারণ কাহার ইখলাস ও নিষ্ঠা কতটুকু তাহা আল্লাহ্ তা'আলার ভালো করিয়াই জানা আছে। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "এক দিরহাম অনেক সময় এক লাখের উপর প্রাধান্য লাভ করে।

বলাবাহুল্য যে, আলোচ্য আয়াতের সুসংবাদের সর্বাপেক্ষা বড় অংশীদার হইলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। কারণ এই আয়াত অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে তিনি সমস্ত নবীদের উম্মতের সরদার। কেননা তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ইসলামের সংকটময় দুর্দিনে নিজের সমুদয় সম্পদ দীনের কাজে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। ইমাম বাগবী (র) ..... ইব্ন উমর (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)ও তখন সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার গায়ে ছিল একটি আবা যাহার বুকের উন্মুক্ত অংশ কাঁটা দ্বারা আটকানো ছিল। ইত্যবসরে হযরত জিবরাঈল (আ) আগমন করিয়া বলিলেন, কি ব্যাপার আবূ বকরের এই অবস্থা কেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ কারণ আবূ বকর তাঁহার সমুদয় সম্পদ বিজয়ের পূর্বে আমার জন্য ব্যয় করিয়াছে। জিবরাঈল (আ) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নিকট সালাম পাঠাইয়াছেন এবং জানিতে চাহিয়াছেন যে, তিনি এহেন দারিদ্রের অবস্থায় তাঁহার উপর সন্তুষ্ট আছেন নাকি অসন্তুষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আবূ বকর! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার কাছে সালাম পাঠাইয়াছেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এই অবস্থায় আপনি আল্লাহ্র উপর সন্তুষ্ট আছেন কিনা? উত্তরে আবূ বকর (রা) বলিলেন ঃ আমি কি আমার মহান প্রতিপালকের উপর অসন্তুষ্ট থাকিব? না, আমি আমার প্রতিপালকের উপর সন্তুষ্ট আছি।

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا "কে আছে, যে আল্লাহ্কে দিবে উত্তম ঋণ?" হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন, এই উত্তম ঋণ প্রদান অর্থ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা। কেহ কেহ বলেন, আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ প্রদান করার অর্থ হইল পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করা। বস্তুত আল্লাহ্কে ঋণ দেওয়ার কথা বলিয়া বিশেষ কোন ক্ষেত্রে ব্যয় করাকে বুঝানো হয় নাই বরং খাঁটি নিয়তে ব্যাপকভাবে যে কোন সৎ ও উপযুক্ত খাতে ব্যয় করাই আল্লাহ্কে ঋণ দেওয়ার নামান্তর।

فَيُضَاعِفَهُ لَهُ অর্থাৎ কেহ আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ প্রদান করিলে আল্লাহ্ তা'আলা বিনিময়ে তাহাকে বহুগুণে বাড়াইয়া দেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَضْعَافًا كَثِيْرًا وَلَهُ اَجْرٌ كَرِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে উত্তম ঋণ দান করিলে আল্লাহ্ তা'আলা উহা বহু গুণে বাড়াইয়া দেন এবং ঋণ প্রদানকারীকে দান করেন উত্তম পুরস্কার তথা জান্নাত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন .... مَنْ ذَا الَّذِىْ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর আবূদ্দাহদাহ আনসারী (রা) আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ কি আমাদিগের নিকট ঋণ চাহিতেছেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হাঁ, হে আবুদ্দাহদাহ! এই কথা শুনিয়া আবুদ্দাহদাহ বলিলেন ঃ হুযূর! দেখি আপনার হাতটা। এই বলিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত ধরিয়া বলিলেন, আমি আমার গোটা বাগান আল্লাহ্কে ঋণ দিয়া দিলাম। উল্লেখ্য যে, আবূদ্দাহদাহ (রা)-এর একটি বাগান ছিল। বাগানে ছিল ছয়শত খেজুর বৃক্ষ এবং তাহার পরিবারবর্গও সেই বাগানেই বসবাস করিত। অতঃপর তিনি ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে ডাক দিয়া বলিলেন, বাচ্চাদের লইয়া বাগান হইতে বাহির হইয়া আস। আমি এই বাগান আল্লাহ্ তা'আলাকে ঋণ দিয়াছি। এতদশ্রবণে তাহার স্ত্রী বলিল, তুমি লাভজনক ব্যবসাই করিয়াছ, হে আবূদ্দাহদাহ! এই বলিয়া স্ত্রী আসবাবপত্র এবং সন্তানদের লইয়া বাহির হইয়া আসিল। এই প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে আবুদ্দাহদাহকে ফলের ভারে ন্যুজ্ব বহুসংখ্যক বাগিচা দান করিবেন।"

(١٢) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

(١٣) يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ۚ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ۗ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۝

(١٤) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ○

(١٥) فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَأْوَاكُمُ النَّارُ ۖ هِيَ مَوْلَاكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

১২. সেদিন তুমি দেখিবে মু'মিন নর-নারীগণকে তাহাদিগের সম্মুখ ভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাহাদিগের জ্যোতি প্রধাবিত হইবে। বলা হইবে, 'আজ তোমাদিগের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তোমরা স্থায়ী হইবে, ইহাই মহাসাফল্য।'

১৩. সেই দিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী মু'মিনদিগকে বলিবে, 'তোমরা আমাদিগের জন্য একটু থাম, যাহাতে আমরা তোমাদিগের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করিতে পারি। 'বলা হইবে, তোমরা তোমাদিগের পিছনে ফিরিয়া যাও ও আলোর সন্ধান কর।' অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হইবে একটি প্রাচীর। যাহাতে একটি দরজা থাকিবে, উহার অভ্যন্তরে থাকিবে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকিবে শাস্তি।

১৪. মুনাফিকরা মু'মিনদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, 'আমরা কি তোমাদিগের সংগে ছিলাম না?' তাহারা বলিবে, হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজদিগকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছ। তোমরা প্রতীক্ষা করিয়াছিলে, সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলে এবং অলীক আকাঙ্ক্ষা তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, আল্লাহ্র হুকুম না আসা পর্যন্ত আর মহা প্রতারক তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল আল্লাহ্ সম্পর্কে।'

১৫. 'আজ তোমাদিগের নিকট হইতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হইবে না এবং যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহাদিগের নিকট হইতেও নহে। জাহান্নামই তোমাদিগের যোগ্য স্থান। কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম!'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের সম্পর্কে বলিতেছেন যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের সম্মুখে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী নূর প্রধাবিত হইতে থাকিবে। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের

সম্মুখে তাহাদিগের আমলের পরিমাণ অনুযায়ী নূর প্রধাবিত হইবে। সেই নূরের আলোকে তাঁহারা পুলসিরাত অতিক্রম করিবে। তাহাদিগের কাহারো নূর হইবে পাহাড় সমান, কাহারো খর্জুর বৃক্ষ সমান আবার কাহারো নূর হইবে দণ্ডায়মান একটি ব্যক্তির সমান। আর যাহাকে সবচেয়ে কম নূর দেওয়া হইবে তাহার নূর থাকিবে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে। উহা একবার প্রজ্জ্বলিত হইবে, একবার নিভিয়া যাইবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন কতিপয় মু'মিনের নূর এত পরিমাণ হইবে, মদীনা হইতে আদন আবইয়ান ও সান'আ যতটুকু দূরত্ব সেই পরিমাণ উজ্জ্বল করিবে। এমনকি কোন কোন ঈমানদারের নূর দুই পায়ের পাতা পরিমাণ উজ্জ্বল করিবে।

সুফিয়ান সওরী ..... জুনাদা ইব্ন আবূ উমাইয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, লোক সকল! আল্লাহ্র নিকট তোমাদিগের নামধাম, আকার-আকৃতি, কথা-বার্তা, উঠা-বসা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিয়ামতের দিন ঘোষণা দেওয়া হইবে যে, হে অমুক! ইহা তোমার নূর। হে অমুক! তোমার কোন নূর নাই। এই বলিয়া জুনাদা ইব্ন আবূ উমাইয়া .।..... وَيَسْعَىٰ نُورُهُمْ এটি আয়াতটি পাঠ করেন।

যাহ্হাক (র) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেককেই নূর দান করা হইবে। কিন্তু পুলসিরাত পর্যন্ত পৌঁছার পর মুনাফিকদের নূর নিভিয়া যাইবে। ইহা দেখিয়া ঈমানদারগণ তাহাদিগের নূর নিভিয়া যাইবে বলিয়া শংকিত হইয়া পড়িবে এবং বলিবে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগের নূর পরিপূর্ণ করিয়া দাও।'

হাসান (র) বলেন, পুলসিরাতের উপর ঈমানদারদের নূর তাহাদিগের সম্মুখভাগে ও পার্শ্বদেশে প্রধাবিত হইবে। ইব্ন আবূ হাতিম ..... আবূদ্দারদা ও আবূযর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূদ্দারদা ও আবূযর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমাকে সিজদা করিবার এবং সর্বপ্রথম সিজদা হইতে মাথা উঠাইবার অনুমতি দেওয়া হইবে। সিজদা হইতে মাথা উঠাইয়া আমি আমার সম্মুখে-পশ্চাতে, ডানে ও বামে তাকাইয়া দেখিব। তখন সমস্ত উম্মতের মধ্য হইতে আমি আমার উম্মতদিগকে চিনিতে পারিব।" এই কথা শুনিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! হযরত নূহ (আ) হইতে আপনার উম্মত পর্যন্ত এত উম্মতের মধ্যে হইতে আপনি আপনার উম্মতদিগকে কিভাবে চিনিতে পারিবেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের ওযুর অঙ্গগুলি উজ্জ্বল থাকিবে। অন্য কোন উম্মতের এমন হইবে না। এবং আমার উম্মতদিগকে ডান হাতে আমলনামা প্রদান করা হইবে ও তাহাদিগের সম্মুখে নূর প্রধাবিত হইবে। এইসব লক্ষণ দেখিয়া আমি তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলিব।"

بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا - ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ঈমানদারদিগকে বলা হইবে, সুসংবাদ তোমাদিগের এমন জান্নাতের যাহার তলদেশে নদী-নালা প্রবাহিত। তাহারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করিবে। ইহাই হইল মহাসাফল্য।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এই সংবাদ দিতেছেন যে, কিয়ামতের মহাসঙ্কট ও ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যখন খাঁটি ঈমানদারগণ ব্যতীত কেহই মুক্তি পাইবে না। তখন নিরুপায় হইয়া মুনাফিক নর-নারীরা ঈমানদার দিগকে ডাকিয়া বলিবে, তোমরা একটু থাম। আমরা তোমাদিগের নূর হইতে কিছু নূর গ্রহণ করি।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... সুলায়ম ইব্ন আমির (র) হইতে বর্ণনা করেন। সুলায়ম ইব্ন আমির (র) বলেন ঃ আমরা দামেস্কে এক ব্যক্তির জানাযায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। আবূ উমামা বাহেলীও আমাদিগের সংগে ছিলেন। জানাযার নামাযের পর লাশ দাফনের প্রস্তুতি নিলে আবূ উমামা (রা) বলিলেন, হে লোক সকল! দুনিয়াতে বসিয়া তোমরা সৎ অসৎ উভয় কার্যই করিতে পার। কিন্তু এই স্থান ত্যাগ করিয়া একদিন তোমাদিগকে এই যে আরেকটি ঘরে যাইতে হইবে, যেখানে কোন সাথী নাই, সংগী নাই। সেই ঘরটি অন্ধকারের ঘর, পোকামাকড়ের ঘর ও সংকীর্ণতার ঘর। অতঃপর তথা হইতে তোমরা কিয়ামতের মাঠে উপস্থিত হইবে। সেইদিন আল্লাহ্র গযব নাযিল হইবে ইহাতে কতিপয় মুখমণ্ডল হইবে উজ্জ্বল আর কতিপয় হইবে কালো। তারপর তোমরা আরেকটি ভয়ানক অন্ধকার স্থানে স্থানান্তরিত হইবে। তথায় নূর বণ্টন করা হইবে। ঈমানদারদেরকে নূর দেওয়া হইবে আর কাফির মুনাফিকদগিকে কিছুই দেওয়া হইবে না। অন্ধ ব্যক্তি যেমন দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হইতে আলো লাভ করিতে পারে না। তেমনি সেইদিনও কাফির মুনাফিকরা ঈমানদারদের নূর দ্বারা উপকৃত হইবে না। মুনাফিকরা সেইদিন বলিবে اُنْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ الخ উত্তরে বলা হইবে اِرْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ الخ অর্থাৎ তোমরা তোমাদিগের পিছনে ফিরিয়া গিয়া নূর খোঁজ কর। তখন তাহারা পিছন দিকে ফিরিয়া যাইবে ঠিক, কিন্তু কিছুই খুঁজিয়া পাইবে না। ফলে আবার ঈমানদারদের কাছে ফিরিয়া আসিবে। এইবার উভয় দলের মাঝে একটি প্রাচীর স্থাপিত হইয়া যাইবে যাহার অভ্যন্তরে রহমত আর বহির্ভাগে শাস্তি। এইভাবে কাফির মুনাফিকরা একের এক প্রতারিত হইতে থাকিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিবসটি এতই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে যে, ঈমানদার না কাফির কেহই নিজেদের হাত পর্যন্ত দেখিতে পাইবে না। অতঃপর এক সময় আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের তাহাদিগের আমল পরিমাণ নূর দান করিবেন। দেখিয়া মুনাফিকরা ঈমানদারদের পশ্চাদ গমন করিতে থাকিবে এবং বলিবে, তোমরা একটু থাম, আমরা তোমাদিগের নূর হইতে একটু নূর গ্রহণ করি।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী, যাহহাক ও অন্যরা বলেন ঃ সকল লোকই অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিবে। ইত্যবসরে আল্লাহ্ তা'আলা নূর প্রেরণ করিবেন। ঈমানদারগণ এই নূরের সাহায্যে জান্নাতে চলিয়া যাইবে। দেখিয়া মুনাফিকরাও তাহাদিগের পিছনে ছুটিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু হঠাৎ করিয়া মুনাফিকরা অন্ধকারে পড়িয়া যাইবে, আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। তখন তাহারা বলিবে, তোমরা একটু থাম! আমার তোমাদিগের নূর হইতে কিছু নূর গ্রহণ করি। আমরা তো দুনিয়াতে তোমাদেরই সংগে ছিলাম। ঈমানদারগণ উত্তরে বলিবে, ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ অর্থাৎ তোমরা পিছনে যেখান হইতে আসিয়াছ, সেখানে গিয়াই নূর তালাশ কর।

আবুল কাসিম তাবারানী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা লোকদিগকে তাহাদিগের নাম ধরিয়া ডাকিবেন। আর পুলসিরাত অতিক্রম করিবার প্রাক্কালে আল্লাহ্ মু'মিন মুনাফিক সকলকেই নূর দান করিবেন। কিন্তু মাঝ পথে আসিবার পর মুনাফিকদের নূর ছিনাইয়া নিবেন। তখন মুনাফিকরা মু'মিনদিগকে ডাকিয়া বলিবে, তোমরা একটু থাম! আমার তোমাদিগের নূর হইতে কিছু নূর গ্রহণ করিব আর ঈমানদারগণ বলিবে, হে আল্লাহ্! আমাদিগের নূর পরিপূর্ণ করিয়া দাও। তখন কেহ কাহাকেও স্মরণ করিবে না।

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهُ بَابٌ - بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ অর্থাৎ তখন তাহাদিগের মাঝে এক দরজা বিশিষ্ট একটি প্রাচীর স্থাপিত হইয়া যাইবে, যাহার অভ্যন্তরে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকিবে শাস্তি।

হাসান ও কাতাদা (র) বলেন ঃ জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে একটি প্রাচীর স্থাপিত হইয়া যাইবে।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা بَيْنَهُمَا حِجَابٌ (জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে থাকিবে একটি পর্দা) এই আয়াতে যেই আড়াল বা প্রাচীরের কথা বলিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতে উহার কথাই বলা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) সহ আরো অনেকে এই মত পোষণ করিয়াছেন। বস্তুত ইহাই সঠিক।

بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ الخ অর্থাৎ সেই প্রাচীরের অভ্যন্তরে আছে রহমত তথা জান্নাত আর বহির্ভাগে আছে শাস্তি তথা জাহান্নাম।

يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ قَالُوْا بَلٰى অর্থাৎ মুনাফিকরা সাহায্যের জন্য মু'মিনদিগকে ডাকিয়া বলিবে, আমরা কি তোমাদিগের সংগে ছিলাম না ? আমরা কি তোমাদিগের সহিত জুমার নামাযে উপস্থিত হইতাম না ? আমরা কি তোমাদিগের সহিত একত্রে নামায পড়িতাম না ? আমরা কি তোমাদিগের সংগে হজ্জ করিতাম না? আমরা কি তোমাদিগের সংগে যুদ্ধে যোগ দিতাম না ? আজ কিভাবে তোমরা আমাদিগকে ভুলিয়া গেলে ?

قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِىُّ অর্থাৎ উত্তরে ঈমানদারগণ বলিবে, হ্যাঁ, তোমরা তো আমাদিগের সহিত ঠিকই ছিলে। কিন্তু দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, আল্লাহ্র নাফরমানী এবং প্রবৃত্তি পূজা দ্বারা তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছ। এবং সময় মত তাওবা না করিয়া অযথা কালক্ষেপণ করিয়াছ, মৃত্যুর পরবর্তী পুনরুত্থান অস্বীকার করিয়াছ এবং অলীক আশা আকাঙ্ক্ষা তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। তোমরা মনে করিতে যে, আল্লাহ্ এমনিতেই তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

حَتّٰى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ অর্থাৎ এমনি অবস্থাতে একদিন তোমাদিগের নিকট আল্লাহ্র নির্দেশ তথা মৃত্যু আসিয়া পড়িয়াছে এবং মহা প্রতারক শয়তান তোমাদিগকে আল্লাহ্ সম্পর্কে ধোঁকা দিয়াছে।

মুনাফিকদের আবেদনের জবাবে ঈমানদারদের এই জবাবের অর্থ হইল এই যে, বাহ্যিকভাবে তোমরা আমাদিগের সহিত চলাফেরা করিতে ঠিকই কিন্তু মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণায় তোমরা ছিলে আমাদিগের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইবাদত করিতে ঠিক কিন্তু তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নয় বরং মানুষকে দেখাইবার জন্য। আল্লাহ্কে তোমরা স্মরণ করিতে না বলিলেই চলে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَالْيَوْمَ لَايُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ সেইদিন কাফির ও মুনাফিকদের হইতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হইবে না। এমনকি পৃথিবী ভরা সোনা-চাঁদী দিলেও তার বিনিময়ে তাহাদিগকে মুক্তি দেয়া হইবে না।

مَاْوٰكُمُ النَّارُ هِىَ مَوْلٰكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ জাহান্নামই হইবে তোমাদিগের ঠাঁই। কুফরীর পরিণামে উহাই তোমাদিগের যোগ্য আবাসস্থল। কত নিকৃষ্ট এই অবস্থান!

(١٦) اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

(١٧) اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

১৬. যাহারা ঈমান আনে তাহাদিগের হৃদয় ভক্তি বিগলিত হইবার সময় কি আসে নাই, আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে? এবং পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগের মত যেন উহারা না হয়, বহুকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেলে যাহাদিগের অন্তঃকরণ কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। উহাদিগের অধিকাংশই সত্য ত্যাগী।

১৭. জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌ই ধরিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলি তোমাদিগের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছি যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, মু'মিনদের জন্য সেই সময়টি কি এখনো আসে নাই যে, আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়া, ওয়াজ-নসীহত, কুরআনের আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর বাণী শ্রবণ করিয়া উহাদিগের অন্তর ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মোমের ন্যায় গলিয়া যাইবে এবং কুরআন-হাদীস বুঝিয়া আল্লাহ্‌র অনুগত হইয়া যাইবে।

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, কুরআন অবতীর্ণ হইবার পর তের বৎসরের মাথায় আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের হৃদয় কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়ার ব্যাপারে বিলম্ব হওয়ার অভিযোগ তুলিলেন এবং বলিলেন ঃ اَلَمْ يَاْنِ الخ

ইমাম মুসলিম (র) .... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, আমাদিগের ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর আল্লাহ্ তা'আলা اَلَمْ يَاْنِ الخ এই আয়াত নাযিল করিয়া আমাদিগকে তিরস্কার করিলেন। ইমাম নাসায়ী এবং ইব্‌ন মাজাহ্‌ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান সওরী (র) মাসউদী -এর মাধ্যমে কাসিম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাসিম (র) বলেন, সাহাবাগণ এক দিন আবেদন

করিল যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদিগকে কিছু বলুন! তখন আল্লাহ্ তা'আলা نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ এই আয়াতটি নাযিল করেন। ইহার কয়েকদিন পর সাহাবাগণ আবারো বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদিগকে কিছু বলুন! তখন আল্লাহ্ তা'আলা اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ এই আয়াতটি নাযিল করেন। কিছুদিন পর সাহাবাগণ অনুরূপ আবেদন করিলে তখন আল্লাহ্ তা'আলা اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ الخ এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় শাদ্দাদ ইব্ন আউস (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মানুষের হৃদয় হইতে সর্বপ্রথম খুশূ তথা বিনয়-নম্রতা উঠাইয়া নেওয়া হইবে।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَايَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ – وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ

"পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগের মত যেন উহারা না হয়। বহুকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল যাহাদিগের অন্তঃকরণ পাষাণ হইয়া যায়।"

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী আহলে কিতাব ইয়াহূদ ও নাসারাদের ন্যায় হইতে নিষেধ করিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ্র কিতাবকে (তাওরাত ও ইঞ্জীল) বিকৃত করিয়া স্বল্প মূল্যে উহা বিক্রয় করিয়া সর্বোপরি উহাকে উপেক্ষা করিয়া নানা ধরনের মনগড়া মতবাদের অনুসরণ করিতে শুরু করিয়াছে। এবং আল্লাহ্কে বাদ দিয়া তাহাদিগের আহবার রুহবানদের অনুসরণ করিতে শুরু করিয়াছে। ফলে তাহাদিগের অন্তর পাষাণ হইয়া সত্য গ্রহণ করিবার অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। এখন উহাদিগের অধিকাংশই দুষ্কর্ম পরায়ণ ফাসিক।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ বনী ইসরাঈলের নিকট আসমানী কিতাব নাযিল হইবার পর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেল। তাহাদিগের অন্তর পাষাণ হইয়া যায় এবং তাহারা আসমানী কিতাবের পরিবর্তে নিজেদের চাহিদা, রুচি ও স্বার্থ অনুযায়ী কিতাব আবিষ্কার করিয়া লয়। এবং তাহারা পরস্পর এই পরিকল্পনা করে যে, চল আমরা বনী ইসরাঈলদেরকে আমাদিগের এই কিতাব অনুসরণ করিবার আহ্বান জানাই। ফলে যে ইহা অনুসরণ করিবে তাহাকে আমরা ছাড়িয়া দিব আর যাহারা ইহা প্রত্যাখ্যান করিবে তাহাকে হত্যা করিব। কার্যত তাহারা উহাই করিল।

তাহাদিগের মধ্যে একজন বিজ্ঞ আলিম ছিল। তিনি এই অধঃপতন দেখিয়া সঠিক আসমানী কিতাবের মাসায়েল এই একটি সূক্ষ্ম বস্তুতে লিপিবদ্ধ করিয়া একটি শিংয়ের মধ্যে পুরিয়া গলায় ঝুলাইয়া রাখেন। কিতাব বিকৃতকারীরা বিপুল সংখ্যক হত্যাযজ্ঞ চালাইবার পর একে অপরকে পরামর্শ দিল যে, হত্যাকাণ্ড তো বহু করিলাম। এইবার চল, অমুক ব্যক্তির নিকট গিয়া আমাদিগের মতবাদ গ্রহণ করিবার আহ্বান জানাই। যদি সে মানিয়া লয়, তাহা হইলে তাহার দেখাদেখি অন্যরাও মানিয়া লইবে আর যদি অস্বীকার করে তো তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিব। অতঃপর তাহারা সেই বিচিত্র লোকটির নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি আমাদিগের এই কিতাবে যাহা আছে আপনি কি উহা বিশ্বাস করেন? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে কি আছে? তখন তাহারা কিতাবটি পাঠ করিয়া শুনায়। তখন তিনি গলায় ঝুলন্ত সঠিক কিতাবটির প্রতি ইংগিত করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, আমি ইহা বিশ্বাস করি। উত্তর শুনিয়া তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া দেয়।

কিছুদিন পর লোকটি মৃত্যুবরণ করে। তখন মৃত্যুর পর দুষ্কৃতিকারীরা তল্লাশী চালাইয়া শিংয়ের মধ্যে সংরক্ষিত আসমানী কিতাবের অবিকৃত কপিটি খুঁজিয়া পাইল। ইহার পর বনী ইসরাঈলরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হইয়া যায়। তন্মধ্যে শিংয়ের মধ্যে সংরক্ষিত সঠিক কিতাবের অনুসারীরাই সর্বোত্তম দল। এই হলো আহলে কিতাবদের আসমানী কিতাব বিকৃতির সংক্ষিপ্ত কাহিনী। আবূ জাফর তাবারী (র) ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (র) বলেন, ইরতীস ইব্ন উরকূব (র) ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট গিয়া বলিলেন, হে আবূ আব্দুল্লাহ্! ধ্বংস সেই ব্যক্তি, যে সৎ কাজের আদেশ দিল না এবং অন্যায় কাজে বাঁধা প্রদান করিল না। উত্তরে ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন ঃ ধ্বংস সেই ব্যক্তির যাহার অন্তর সৎকর্মকে সৎ বলিয়া এবং অন্যায়কে অন্যায় বলিয়া বিশ্বাস করে না। এই বলিয়া তিনি উপরোক্ত কাহিনীটি বর্ণনা করেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِى الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا – قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

অর্থাৎ "তোমরা জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ই ধারিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলি তোমাদিগের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছি যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।" এই আয়াতে বুঝানো হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অনুর্বর, শুষ্ক ও নির্জীব যমীনকে যেমন বৃষ্টি দ্বারা উর্বরতা সজীবতা দান করেন, তেমনি কুরআনের যুক্তি প্রমাণ দ্বারা বিভ্রান্ত ও পাষাণ হৃদয়ে হিদায়াত দান করিতে সক্ষম। সকল প্রশংসা ও মহিমা তাঁহারই যিনি বিভ্রান্ত জাতিকে স্বীয় অনুগ্রহে হিদায়াত দান করেন।

(১৮) إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝

(১৯) وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أُولَٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِنَآ أُولَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ الْجَحِيمِ ۝

১৮. দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যাহারা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান করে তাহাদিগকে দেওয়া হইবে বহুগুণ বেশী এবং তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাপুরস্কার।

১৯. যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলে ঈমান আনে, তাহারাই তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক ও শহীদ। তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে তাহাদিগের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে ও আমার নিদর্শন অস্বীকার করিয়াছে, উহারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

তাফসীর ঃ যাহারা নেক নিয়তে শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য গরীব-মিসকীন ও অসহায়দেরকে দান করে তাহাদিগের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ -

অর্থাৎ "দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যাহারা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান করে তাহাদিগকে দেওয়া হইবে বহুগুণ বেশি এবং তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাপুরস্কার।"

আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান করার অর্থ হইল খাঁটি নিয়তে শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাউকে দান করা এবং যাহাকে দান করা হইল তাহার থেকে কোন বিনিময় বা কৃতজ্ঞতার আশা না করা।

وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ অর্থাৎ এই দানশীল নর-নারীদিগকে দশগুণ হইতে সাতশত গুণ বরং উহার চেয়েও বেশী দান করা হইবে।

يُضَاعَفُ لَهُمْ অর্থাৎ তাহাদিগকে আরো দেওয়া হইবে বিপুল ও মহাপুরস্কার। উহাদিগের পরিণাম হইবে যার পর নাই সুখময় ও সন্তোষজনক।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর ঈমান রাখে, আল্লাহ্‌র নিকট তাহাদিগের উপাধি হইল সিদ্দীক ও শহীদ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ আয়াতটি এই পর্যন্ত সমাপ্ত। وَالشُّهَدَاءُ হইতে পরবর্তী আয়াতটি ইহা হইতে পৃথক। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহারা রাসূলের উপর ঈমান আনে উহারা সিদ্দীক আর শহীদগণের জন্য রহিয়াছে তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট মহাপুরস্কার। মাসরূক, যাহ্‌হাক, মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান এবং আরো অনেকে এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

আ'মাশ (র) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

(১) مُصَّدِّقُوْنَ (দানশীলের দল) (২) صِدِّيْقُوْنَ (সত্যনিষ্ঠ দল) এবং (৩) شُهَدَاءُ (শহীদদের দল) যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ۔

অর্থাৎ "কেহ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করিলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্ম পরায়ণ যাহাদিগের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গী হইবে।" এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, শহীদ ও সিদ্দীক পৃথক দুইটি দল। আর সিদ্দীকদের মর্যাদা শহীদদের উর্ধ্বে। যেমন,

ইমাম মালিক (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতীরা নীচ হইতে উপরতলা ওয়ালাদেরকে এমনভাবে দেখিতে পাইবে, যেমন তোমরা আকাশের নক্ষত্র দেখিতে পাও। ইহা হইবে তোমাদিগের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের কারণে।" এই কথা শুনিয়া সাহাবাগণ বলিলেন, ইহা তো নবীগণের স্তর। অন্যরা তো সেই পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারিবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হাঁ, যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি। যাহারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে আর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাহারাও এই স্তর লাভ করিতে পারিবে।"

ইব্‌ন জারীর (র) ..... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। বারা ইব্‌ন আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমার উম্মতের ঈমানদারগণ শহীদ।" এই কথাটি বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আমর ইব্‌ন মায়মূন (র) বলেন, শহীদ ও সিদ্দীকগণ কিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় একত্রিতভাবে উপস্থিত হইবে। وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ (শহীদগণ তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট অবস্থান করিবে) অর্থ হইল শহীদগণ আল্লাহ্ প্রদত্ত জান্নাতে অবস্থান করিবে। যেমন বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে যে, শহীদদের আত্মা সবুজ পাখীর অবয়বে আরোহণ করিয়া জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা অবাধে বিচরণ করে। ভ্রমণ শেষে ফানূসের নিকট আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদিগের বাসনা কি? উত্তরে তাহারা বলে যে, আমাদিগের বাসনা হইল আপনি আমাদিগকে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরাইয়া দিন। আমরা পূর্বের ন্যায় আপনার জন্য যুদ্ধ করিয়া আপনার শত্রুদেরকে নিপাত করি। উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, মৃত্যুর পর পুনরায় দুনিয়াতে যাওয়ার কোন বিধান নাই।

لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ অর্থাৎ ইহারা আল্লাহ্‌র নিকট অপরিমেয় প্রতিদান পাইবে এবং নূর লাভ করিবে, যাহা তাহাদিগের সম্মুখভাগে প্রধাবিত হইবে। আমলের তারতম্যের কারণে তাহাদিগের নূরেও তারতম্য হইবে।

ইমাম আহমদ (র) ..... উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উমর (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, চার শ্রেণীর লোক আল্লাহ্‌র নিকট শহীদ বলিয়া গণ্য। (১) পাকা ঈমানদার ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র দুশমনের মোকাবিলায় যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়। হাশর ময়দানে লোকগণ এই শ্রেণীর শহীদদের দিকেই এইভাবে মাথা তুলিয়া তাকাইবে। এইকথা বলার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমনভাবে মাথা উঠাইলেন যে, তাঁহার মাথার টুপি পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। হাদীসটি বর্ণনাকালে হযরত উমর (রা)-ও উহা দেখাইবার সময় তাঁহার মাথার টুপিও পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। (২) কম সাহসী ঈমানদার যে বাতিলের মোকাবিলায় যুদ্ধ করিবার জন্য ময়দানে অবতরণ করে আর অকস্মাৎ একটি তীর আসিয়া তাহার গায়ে বিদ্ধ হয়, ফলে সে মারা যায়। এই শ্রেণীর লোক হইল দ্বিতীয় স্তরের। (৩) সৎ-অসৎ দু'ধরনের কাজেই লিপ্ত এমন ঈমানদার জিহাদ করিতে গিয়া মৃত্যুবরণ করে। এই শ্রেণীর লোক হইল তৃতীয় স্তরের শহীদ। (৪) নিজের জীবনের উপর বহু অত্যাচার করিয়াছে এমন ঈমানদার, যে আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করিতে গিয়া প্রাণ দান করে। এই শ্রেণীর লোক চতুর্থ পর্যায়ের শহীদ। সর্বশেষে আল্লাহ্ তা'আলা হতভাগ্যদের পরিণাম সম্পর্কে বলিতেছেন ঃ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ অর্থাৎ "যাহারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করে তাহারাই হইল জাহান্নামী।"

(٢٠) اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّ زِيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٌ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○

(٢١) سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

২০. তোমরা জানিয়া রাখ যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। উহার উপমা বৃষ্টি দ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার কৃষকদিগকে চমৎকৃত করে। অতঃপর উহা শুকাইয়া যায় ফলে তুমি উহা পীত বর্ণ দেখিতে পাও। অবশেষে উহা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রহিয়াছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।

২১. তোমরা অগ্রণী হও তোমাদিগের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যাহা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত, যাহা প্রস্তত করা হইয়াছে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণে বিশ্বাসীদের জন্য। ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

তাফসীর ঃ পার্থিব জীবনের তুচ্ছতা ও হীনতার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ –

অর্থাৎ পার্থিব জীবনের ফলাফল ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক আত্মম্ভরিতা আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ۔

অর্থাৎ "নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট মনোরম করা হইয়াছে। এই সব ইহজীবনে ভোগ্য বস্তু আর আল্লাহ্ তাঁহার নিকট উত্তম আশ্রয়স্থল।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব ও অনিশ্চয়তার উপমা প্রদান করিয়া বলেন ঃ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا অর্থাৎ "উহার উপমা বৃষ্টি, যদ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার কৃষকদিগকে চমৎকৃত করে। অতঃপর উহা শুকাইয়া যায়। ফলে তুমি উহা পীত বর্ণ দেখিতে পাও। অতঃপর উহা খড়-কুটায় পরিণত হয়।"

غَيْثٌ সেই বৃষ্টিকে বলা হয় যাহা মানুষ আশাহত হইবার পর বর্ষিত হয়। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَاقَنَطُوْا "তিনিই সেই সত্তা যিনি বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন মানুষ আশাহত হইবার পর।" اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ অর্থাৎ আশাহত হইবার বর্ষিত বৃষ্টি দ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার কৃষককুলকে চমৎকৃত করিল। তো এই শস্য সম্ভার যেমন কৃষককুলকে চমৎকৃত করে তেমনি পার্থিব জীবনও কাফিরদিগকে চমৎকৃত করে। কারণ তাহারা দুনিয়ার প্রতি বেশী লোভী ও আকৃষ্ট। দুনিয়াই তাহাদের একমাত্র সম্বল।

ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا অর্থাৎ উৎপন্ন শস্য সম্ভারে কৃষককুল চমৎকৃত হইবার পর সেই শস্যাদি আবার শুকাইয়া পীত বর্ণ হইয়া গেল, ধীরে ধীরে খড়-কুটায় পরিণত হইয়া গেল। তেমনিভাবে পার্থিব জীবনে মানুষ একসময় নাদুস-নুদুস, সুডৌল ও সুদর্শন-সুস্বাস্থ্যের অধিকারী যুবক থাকে। অতঃপর শুরু হয় বার্ধক্য। তখন তাহার যৌবনের স্বাস্থ্য, রূপ-সৌন্দর্য, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি সবই ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে থাকে। এইভাবে অবোধ অচল ও দুর্বল হইয়া একদিন অত্যন্ত নির্মমভাবে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয়।

যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ -

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তিনি যিনি তোমাদিগকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তি দান করিয়াছেন। তারপর আবার শক্তির পর দুর্বলতা ও বার্ধক্য দান করিয়াছেন। বস্তুত তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন আর তিনি প্রজ্ঞাময়, শক্তিশালী।"

এই উপমা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার স্বরূপ উন্মোচন করিয়া এইবার চিরস্থায়ী আখিরাতের পর পাশাপাশি দুটি দৃশ্য দেখাইয়া একটির ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করিয়া অপরটির ব্যাপারে আগ্রহ প্রদান করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

অর্থাৎ আখিরাতে মানুষ হয়তো জাহান্নামের কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে নতুবা আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভ করিয়া জান্নাতে অপার সুখ ভোগ করিবে। ইহা ছাড়া তৃতীয় কোন পথ থাকিবে না। অতঃপর তোমরা হে মানুষ! আখিরাতের আযাবকে ভয় কর এবং আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট হও। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালের তুলনায় ইহা নিতান্তই তুচ্ছ ও মূল্যহীন। ইব্ন জারীর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যাহা আছে তাহা হইতেও উত্তম।" তোমরা وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا এই আয়াতটি পাঠ কর।

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মানুষের পায়ের জুতার ফিতা তার যতটুকু নিকটে জান্নাত তদপেক্ষা বেশি নিকটে। জাহান্নামও ঠিক তদ্রূপ।"

ইহাতে বুঝা গেল যে, কল্যাণ ও অকল্যাণ মানুষের খুবই নিকটে বিধায় পাপকার্য পরিত্যাগ করিয়া সদা নেক কাজে ব্রতী হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ سَابِقُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ "তোমরা অগ্রণী হও তোমাদিগের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যাহা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত।" যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ -

অর্থাৎ "তোমরা অগ্রণী হও তোমাদিগের ক্ষমা এবং সেই জান্নাত লাভের আশায় যাহার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমান। যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে মুত্তাকীদের জন্য।"

আর এইখানে বলেন ঃ

أُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ এই জান্নাত প্রস্তুত করা হইয়াছে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাসীদের জন্য। ইহা আল্লাহ্র অনুগ্রহ। তিনি যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে ঈমানদারকে জান্নাতের অধিকারী বানাইয়াছেন। কেহ বাহু বলে তাহা লাভ করিতে পারিবে না। যেমন এক হাদীসে আছে যে, গরীব মুহাজিরগণ বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! বিত্তবানরাই তো যত সব সওয়াব এবং জান্নাতের উঁচু মাকাম লইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "তা কিভাবে?" তাহারা বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! বিত্তবানরা আমাদিগের ন্যায় নামায পড়ে, রোযা রাখে কিন্তু তাহারা সদকা করে। দারিদ্রের কারণে আমরা তাহা করিতে পারি না। তাহারা গোলাম আযাদ করে, আমরা করিতে পারি না। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তোমাদিগকে আমি একটি আমল শিখাইয়া দিতেছি উহা পালন করিলে কেহই তোমাদিগের ন্যায় শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে না। তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ বার আলহামদু-লিল্লাহ্ ও তেত্রিশ বার আল্লাহু আকবার পড়িতে আরম্ভ কর।" তাহারা খুশী মনে ফিরিয়া গিয়া এইভাবে আমল করিতে শুরু করে। কিছুদিন পর আবার আসিয়া তাহারা বলেন, হুযূর! টাকা ওয়ালারা তো টের পাইয়া আমাদের ন্যায় আমল করিতে শুরু করিয়া দিয়াছে। রাসূল (সা) বলিলেন, "ইহা আল্লাহ্র অনুগ্রহ। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই উহা দান করেন।"

(٢٢) مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ۚ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

(٢٣) لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ۚ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝

(٢٤) الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

২২. পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদিগের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি উহা সংঘটিত করিবার পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে। আল্লাহ্‌র পক্ষে ইহা খুবই সহজ।

২৩. ইহা এই জন্য যে, তোমরা যাহা হারাইয়াছ তাহাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদিগকে—

২৪. যাহারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়, যে মুখ ফিরাইয়া লয় সে জানিয়া রাখুক আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

তাফসীর ঃ জগত সৃষ্টির পূর্বে নির্ধারিত তাকদীর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِىْ اَنْفُسِكُمْ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا

অর্থাৎ পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে যেই বিপদাপদ বা বিপর্যয় আসে জগত সৃষ্টির পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে।

مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا অর্থ কেহ এই করিয়াছেন যে, মানুষ সৃষ্টি করিবার পূর্বেই সেই বিপর্যয় লিপিবদ্ধ আছে। কেহ বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল বিপর্যয় সৃষ্টির পূর্বে হইতে উহা সংঘটিত হওয়ার কথা লিপিবদ্ধ আছে। তবে প্রথম অর্থটি সর্বাধিক যুক্তিনির্ভর। হাদীসেও ইহার সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ইব্‌ন জারীর (র) মানসূর ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) হইতে বর্ণনা করেন। মানসূর ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) বলেন, ইমাম হাসান (র)-কে مَا اَصَابَ مِنْ الخ। এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, সুবাহানাল্লাহ! ইহাতে কি কাহারো সন্দেহ থাকিতে পারে? আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে যত বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে মানুষ সৃষ্টির পূর্ব হইতেই উহা আল্লাহ্‌র কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের مُصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ (অর্থাৎ পৃথিবীতে সংঘটিত বিপর্যয়) অর্থ দুর্ভিক্ষ এবং مُصِيْبَةٍ فِىْ الْاَنْفُسِ। (ব্যক্তিগত বিপর্যয়) অর্থ রোগ-ব্যাধি, ব্যথা-বেদনা।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতটি তাকদীর অস্বীকারকারী কাদরিয়াদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ।

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাকদীর নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। ইব্‌ন ওহাব (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আরো আছে যে, তখন আল্লাহর আরশ পানির উপর ভাসমান ছিল।

اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ। অর্থাৎ কোন কিছু সংঘটিত হওয়ার পূর্বে অবগত হওয়া এবং কখন কি ঘটিবে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। কারণ কখন কোথায় কি ঘটিবে সবই তাঁহার জানা। তিনি সর্বজ্ঞ সর্ববিষয়ে অবগত।

لِكَيْلَا تَاسَوْا عَلٰى مَافَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُوْا بِمَا اٰتَاكُمْ অর্থাৎ আমি যে পূর্ব হইতেই সব কিছু জানি এবং পূর্বেই সব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে এইজন্য জানাইয়া দিলাম, যাহাতে তোমরা যাহা হারাইয়া ফেলার জন্য দুঃখিত না হও আর যাহা লাভ কর তাহার জন্য হর্ষোৎফুল্ল হইয়া অন্যের উপর গর্ববোধ না কর। কারণ তোমরা যাহা তোমাদিগের হাতছাড়া হইয়া যায় আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উহা হাতছাড়া হইবারই ছিল। আর তোমাদিগকে আল্লাহ যাহা দান করিয়াছেন উহা তোমরা বাহু বলে লাভ কর নাই। বরং আল্লাহ তা'আলা পূর্বনির্ধারিত অনুযায়ী তুমি তাহা পাইবারই ছিলে।

এই প্রসংগে পরক্ষণে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা উদ্ধত ও অংহকারীদিগকে পছন্দ করেন না।" مختال শব্দের অর্থ নিজেকে নিয়ে যে গৌরবান্বিত আর فخور অর্থ অন্যের উপর যে অহংকার প্রদর্শন করে।

ইকরিমা (র) বলেন সুখ-দুঃখ সকলেই আছে। সুতরাং তোমরা সুখ লাভ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং বিপদে পড়লে ধৈর্যধারণ কর।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ

"যাহারা কার্পণ্য করে এবং লোকদিগকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয় অর্থাৎ যাহারা অন্যায় করে এবং অন্যদেরকে অন্যায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে আর যাহারা আল্লাহর বিধান হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহারা জানিয়া রাখুক যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ।" যেমন হযরত মূসা (আ) বলেন ঃ

اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ অর্থাৎ যদি তোমরা এবং পৃথিবীর অন্য সকলে কাফির হইয়া যাও, তাহারা জানিয়া রাখুক যে, আল্লাহ তা'আলা অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ। অর্থাৎ দুনিয়ার সব মানুষ যদি খোদাদ্রোহী ও কাফির হইয়া যায় তাহাতে আল্লাহর কোন ক্ষতি নাই। বরং যাহারা খোদাদ্রোহিতা করিবে, তাহারাই নিপাত হইয়া যাইবে।

(٢٥) لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَ رُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۟

২৫. নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাহাদিগের সঙ্গে দিয়াছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি বা যাহাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লৌহও দিয়াছি যাহাতে রহিয়াছে প্রচণ্ড শক্তি ও রহিয়াছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করিয়া দিবেন কে প্রত্যক্ষ না করিয়াও তাঁহাকে ও তাঁহার রাসূলকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ অর্থাৎ "নিশ্চয় আমি বহু মু'জিযা এবং অকাট্য ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহ আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি। আর তাহাদিগের সঙ্গে দিয়াছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি।"

মুজাহিদ ও কাতাদা (র) সহ অনেকে বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে ميزان অর্থ عدل তথা ন্যায়-নীতি। আদ্ল বলা হয় সেই সত্যকে, সুস্থ বিবেক যাহার সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ অর্থাৎ "যাহারা উহাদিগের প্রতিপালক প্রেরিত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাহার অনুসরণ করে তাহার প্রেরিত সাক্ষী।" অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا অর্থাৎ "ইহা আল্লাহর ফিতরত যাহার উপর তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

আরেক আয়াতে বলেন ঃ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ অর্থাৎ "তিনি আকাশকে সমুন্নত করিয়াছেন এবং ন্যায়-নীতি স্থাপন করিয়াছেন।"

لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ "আমি রাসূলগণের সহিত ন্যায়-নীতি এই জন্য দিয়াছি যাহাতে তাঁহারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।" সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হইল

রাসূল (সা)-এর আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। কারণ মহানবী (সা)-এর আনীত আদর্শই একমাত্র সঠিক ও ন্যায়-নীতি সম্পন্ন আদর্শ, যাহার বাহিরে সত্য বলিতে আর কিছুই নাই। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً অর্থাৎ "তথ্যের সত্যতা এবং আদেশ-নিষেধ ন্যায়-পরায়ণতার ক্ষেত্রে আপনার প্রতিপালকের বাণী পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।"

এই কারণেই ঈমানদারগণ জান্নাতে প্রবেশের পর বলিবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاَ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ-

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদিগকে ইহার পথ দেখাইয়াছেন। আল্লাহ যদি আমাদিগকে হিদায়াত না দিতেন, তাহা হইলে আমরা হিদায়াত পাইতাম না। বাস্তবিক আমাদিগের প্রতিপালকের রাসূলগণ আমাদিগের নিকট সত্য লইয়া আসিয়াছিলেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ "এবং আমি লৌহও দিয়াছি যাহাতে রহিয়াছে প্রচণ্ড শক্তি।" অর্থাৎ মানুষের হিদায়াত ও সঠিক পথ প্রাপ্তির জন্য আমি প্রথমে সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণাদি দিয়াছি। কিন্তু ইহার পরও যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিবে, দীন প্রতিষ্ঠার পথে বাধা প্রদান করিবে এবং ইসলামের সহিত বিদ্রোহ করিবে তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য আমি লৌহ দিয়াছি, যাহা দ্বারা তোমরা অস্ত্র তৈয়ার করিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করিবে। এইজন্যই তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মক্কার তের বছরের জিন্দেগীতে আল্লাহ তা'আলা যে সব আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে যুক্তি প্রমাণ দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠা এবং কাফির-মুশরিকদের সহিত বিতর্কের নির্দেশনা রহিয়াছে। অতঃপর বিরোধী শক্তির উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা হিজরতের বিধান দিয়া মুসলমানদিগকে ইসলাম বিরোধী শক্তির সহিত সশস্ত্র যুদ্ধ ও শত্রু নিধনের নির্দেশ প্রদান করেন।

ইমাম আহমদ ও আবূ দাউদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের পূর্ব-মুহূর্তে আমাকে তরবারীসহ প্রেরণ করা হইয়াছে, যেন সকল মানুষই এক আল্লাহর দাসত্ব করে যাঁহার কোন শরীক নাই। আর আমার জীবিকা আল্লাহ তা'আলা আমার নেযার অর্থাৎ অস্ত্রের ছায়াতলে নিহীত রাখিয়াছেন। বস্তুত যাহারা আমার আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহাদিগের জন্য লাঞ্ছনা অবধারিত। যাহারা উহাদের সহিত সম্পর্ক রাখিবে তাহারা উহাদেরই দলভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।"

فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ অর্থাৎ "আমি যেই লৌহ দান করিয়াছি উহাতে আছে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য নানাবিধ কল্যাণ।" লোহার প্রচণ্ড শক্তি যেমন লোহা দ্বারা বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র যেমন, তরবারী, বর্শা, তীর ইত্যাদি তৈয়ার করা হয়। আবার প্রতিপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বর্শাও এই লোহা দ্বারাই তৈয়ার করা হয়। আবার মানুষের জীবন ধারণের উপকারে আসে এমন বহু সরঞ্জামাদি এই লোহা দ্বারা তৈয়ার করা হয়। যেমন ছুরি, চাকু, দা, কুড়াল, পাওরা, করাত ইত্যাদি। এবং এমন কিছু বস্তু যাহা চাষ যন্ত্র, বুনন যন্ত্র, পাক যন্ত্র ইত্যাদিও তৈরি করা যায়। বস্তুত লৌহ নির্মিত বহু সরঞ্জামাদি এমন আছে যাহা ছাড়া মানুষের জীবন যাত্রাই অচল হইয়া পড়ে।

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ অর্থাৎ "অস্ত্র তৈরির জন্য লোহা দান করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহেন যে, আল্লাহকে না দেখিয়াও কে এই অস্ত্র দ্বারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসে।"

اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা শক্তিধর, পরাক্রমশালী, যে তাঁহার দীন প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করিবে তিনি তাহাকে সাহায্য করিবেন।"

(٢٦) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

(٢٧) ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

২৬. আমি নূহ এবং ইবরাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাদিগের বংশধরগণের জন্য স্থির করিয়াছিলাম নবুওত ও কিতাব কিন্তু উহাদিগের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করিয়াছিল এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী।

২৭. অতঃপর আমি তাহাদিগের অনুগামী করিয়াছিলাম আমার রাসূলগণকে এবং অনুগামী করিয়াছিলাম মারয়াম-তনয় ঈসাকে আর তাহাকে দিয়াছিলাম ইঞ্জীল

এবং তাহার অনুসারীদিগের অন্তরে দিয়াছিলাম করুণা ও দয়া, কিন্তু সন্ন্যাসবাদ ইহা তো উহারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করিয়াছিল। আমি উহাদিগকে উহার বিধান দেই নাই অথচ ইহাও উহারা যথাযথভাবে পালন করে নাই। উহাদিগের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, উহাদিগকে আমি দিয়াছিলাম পুরস্কার এবং উহাদিগের অধিকাংশই সত্য-ত্যাগী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, হযরত নূহ (আ) হযরত ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত দুনিয়াতে যত নবী-রাসূল আগমন করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ছিলেন হযরত নূহ (আ)-এর বংশধর। অদ্রূপ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পর যত নবী-রাসূল আগমন করিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরই ছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ আর আমি তাহাদিগের বংশধরগণের জন্য স্থির করিয়াছি নবুওত ও কিতাব। এইভাবে বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ নবী মারয়াম-তনয় হযরত ঈসা (আ) আগমন করিয়া আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ দান করেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْاِنْجِيْلَ وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَأْفَةً وَّرَحْمَةً-

অর্থাৎ "অতঃপর আমি তাহাদিগের অনুগামী করিয়াছি আমার রাসূলগণকে এবং অনুগামী করিয়াছি মারয়াম-তনয় ঈসাকে এবং তাহাকে দিয়াছি (আসমানী গ্রন্থ) ইঞ্জীল আর যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছে (অর্থাৎ হাওয়ারীগণ) তাহাদিগের অন্তরে দিয়াছিলাম করুণা ও সৃষ্টির প্রতি দয়া।"

وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانَ اللّٰهِ অর্থাৎ "নাসারাগণ যে সন্ন্যাসবাদ আবিষ্কার করিয়াছে, আমি উহাদিগকে উহার বিধান দিই নাই। উহাতো তাহারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য গড়িয়া লইয়াছে।"

اِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانَ اللّٰهِ এই আয়াতাংশের দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, নাসারাগণ যেই সন্ন্যাসবাদ আবিষ্কার করিয়াছে আমি উহার বিধান দেই নাই। উহারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য উহা গড়িয়া লইয়াছে। আল্লাহর সন্তষ্টির লাভের আশায় তাহারা এই সন্ন্যাসবাদ পালন করে। সাঈদ ইব্ন জুবায়র এবং কাতাদা (র) এই অর্থ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে সন্ন্যাসবাদের বিধান দেন নাই বরং তিনি তাহাদিগকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বিধান দিয়াছেন।

فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا অর্থাৎ তাহারা যাহা আবিষ্কার করিয়া নিয়াছে উহাও তাহারা যথাযথভাবে পালন করে নাই। এই কথা বলিয়া আল্লাহ তা'আলা দুইভাবে

তাহাদিগের নিন্দা করিয়াছেন। প্রথমত, আল্লাহর দীনের মধ্যে মনগড়া আবিষ্কার এক অপরাধ; দ্বিতীয়ত, উহাও যথাযথভাবে পালন না করা দ্বিতীয় অপরাধ। কারণ তাহাদিগের ধারণা মতে ইহা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভেরই উপায়।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আমাকে "হে ইব্‌ন মাসউদ! বলিয়া ডাক দেন। আমি বলিলাম, লাব্বাইক ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ "জান, বনী ইসরাঈলগণ বাহাত্তর দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে মাত্র তিনটি দল মুক্তি লাভ করিবে। প্রথম দল যাহারা ঈসা (আ)-এর পর বনী ইসরাঈলদের পতন ও খোদাদ্রোহিতা দেখিয়া লোকদিগকে আল্লাহর দীন ও হযরত ঈসা (আ)-এর আদর্শের পথে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করে। কিন্তু স্বৈরাচারী শাসক শ্রেণী তাহাদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ইহারা আল্লাহর দরবারে মুক্তি লাভ করিবে। অতঃপর আরেকটি দল যাহাদিগের কোন রণশক্তি ছিল না তাহারা রাজা-বাদশাদেরকে আল্লাহর দীনের পথে আহ্বান করে। কিন্তু স্বৈরাচারী বাদশাহ্‌রা ইহাদেরকেও করাত দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া আগুনে পোড়াইয়া অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে। ইহারা মুক্তিপ্রাপ্ত দ্বিতীয় দল। সবশেষে একদল লোক যাহাদিগের রণ শক্তিতো দূরের কথা বাতিলের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার শক্তি পর্যন্ত ছিল না। ইহারা লোকালয় ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া পাহাড়ে গিয়া আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হয়। .... وَرَهْبَانِيَّةً এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইহাদিগের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।"

ইবন জারীর ও ইমাম নাসায়ী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর পর রাজা-বাদশাহগণ ইঞ্জীলকে তাহাদিগের সুবিধা মত পরিবর্তন করিয়া ফেলে। কিন্তু একদল লোক ঈমানের উপর অটল থাকে এবং আসল তাওরাতই পাঠ করিতে থাকে। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর বিকৃত কিতাবের অনুসারীরা রাজ দরবারে আসিয়া অভিযোগ করিল যে, এই লোকগুলি আল্লাহর কিতাব বলিয়া যাহা পাঠ করে তাহাতে তো আমাদিগকে গালি দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে আছে যে, যাহারা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে না তাহারা কাফির ইত্যাদি। তাহা ছাড়া ইহারা আমাদের সমালোচনাও করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদিগকে দরবারে ডাকিয়া আনিয়া আমরা যেমন পড়ি তেমন পড়িতে এবং আমরা যেমন আকীদা পোষণ করি তেমন আকীদা পোষণ করিতে বাধ্য করা হউক। আর যদি তাহারা আমাদিগের পথে আসিতে সম্মত না হয় তাহা হইলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হউক। প্রস্তাব অনুযায়ী সেই খাঁটি ঈমানদারদিগকে দরবারে উপস্থিত করা হইল এবং তাহাদিগকে বলা হইল যে, তোমরা হয়ত আমাদিগের সংশোধিত কিতাবের অনুসরণ কর অন্যথায় তোমাদিগের হাতে যেই কিতাব আছে উহা

আমাদিগের হাতে দিয়া দাও। অন্যথায় প্রাণের মায়া ছাড়িয়া দাও। বল, কোন্‌টা করিবে? উত্তরে তাহাদের এক দল বলিল, ইহার কোনটিই না করিয়া বরং একটি উঁচু ইমারত তৈয়ার করিয়া তোমরা আমাদিগকে সেখানে থাকিতে দাও। আমাদিগের খানাপিনা সেখানে পাঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা কর। আমরা কখনো আর সেখান থেকে নীচে নামিয়া তোমাদিগকে বিরক্ত করিব না। আরেক দল বলিল, তাহা না করিয়া বরং আমরা তোমাদিগের রাজত্ব ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বলিয়া যাই এবং জীব-জানোয়ারের মত জীবন যাপন করি। তোমরা আমাদিগকে তোমাদিগের রাজত্বের কোথাও পাইলে হত্যা করিয়া ফেলিও।

তৃতীয় দল বলিল, তাহার চেয়ে বরং লোকালয়ের বাহিরে কোথাও আমাদিগকে কিছু জায়গা দিয়া দাও, আমরা সেখানে চাষাবাদ করিয়া কোন রকম জীবন কাটাইয়া দেই। তোমাদিগের রাজত্বে আর আমরা নাক গলাইতে আসিব না। অবশেষে এই প্রস্তাবটিই গ্রহণ করা হয়। এই প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা .... وَرَهْبَانِيَّةً এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

অপর আরো একটি দল বলিল, অন্যরা যে প্রকার ইবাদত করে, ভ্রমণ করে ও ইবাদতখানা বানায় আমরাও তাহাদেরই অনুসরণ করিব। বস্তুত ইহারা তাহাদের ন্যায় শিরকের উপর বিদ্যমান রহিল। অবশেষে যখন নবী করীম (সা) প্রেরিত হইলেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে অল্প সংখ্যক লোক বাঁচিয়া রইল। তাহাদের একজন ইবাদতখানা হইতে নীচে নামিয়া আসিল এবং একজন ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিল এবং নবী করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিল ও তাঁহাকে সত্য বলে বিশ্বাস করিল। ইহাদের সম্পর্কেই আল্লাহ অবতীর্ণ করেন يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ্ তোমাদেরকে অনুগ্রহ করিয়া দ্বিগুণ প্রতিদান দিবেন। ঈসা (আ) ও তাওরাত এবং ইঞ্জীলের প্রতি ঈমান আনা এবং মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসের ফলে দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হইবে।

আবূ ইয়ালা মুছিলী (র) ..... সাহ্ল ইব্ন আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সাহ্ল ইব্ন আবূ উমামা (রা) বলেন, আমি এবং আমার আব্বা উমর ইব্ন আব্দুল আযীযের শাসনামলে মদীনায় হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর কাছে গমন করি। তখন তিনি মদীনার গভর্ণর। আমরা পাইলাম যে, তিনি নামায পড়িতেছেন। সেই নামায তিনি খুব সংক্ষেপে আদায় করিলেন। নামায শেষে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আপনি ফরয পড়িলেন, না নফল? উত্তরে তিনি বলিলেন, কেন ফরযই তো পড়িয়াছি, ইহাই তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামায। নামায সংক্ষেপ করিয়া আমি কোন ভুল করি নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন, "তোমরা নিজের উপর কঠোরতা চাপাইয়া লইও না,

অন্যথায় আল্লাহও কঠোরতা চাপাইয়া দিবেন। একটি সম্প্রদায় অনর্থক নিজেদের উপর কঠোর আইন চাপাইয়া লইয়াছিল। ফলে আল্লাহও তাহাদিগের উপর কঠোরতা চাপাইয়া দিয়াছেন। উহাদিগের অবশিষ্টরাই সন্ন্যাসবাদ আবিষ্কার করিয়া আজ গির্জায় পড়িয়া রহিয়াছে।" আল্লাহ্ বলেন : وَرَهْبَانِيَّةً الخ।

পরদিন আনাস (রা)-কে সঙ্গে লইয়া আমরা ভ্রমণ করিতে যাই। পথিমধ্যে দেখিতে পাইলাম যে, একটি বস্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস্তূপে পরিণত হইয়া আছে। উহার ঘর-দরজা বলিতে কিছু অক্ষত নাই। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি জানেন যে, ইহা কোন বস্তু? উত্তরে আনাস (রা) বলিলেন, জানি, খুব ভালো করিয়াই জানি। সত্যদ্রোহিতা আর হিংসা ইহাদিগকে নিপাত করিয়াছে। জানো, হিংসা নেক আমলের নূর নিভাইয়া দেয়। আর বিদ্রোহ উহাকে সত্যে পরিণত করে বা মিথ্যা প্রমাণিত করে। চক্ষু ব্যভিচার করে আর হাত, পা, দেহ, যবান এবং যৌনাংগ উহাকে সত্যে পরিণত করে বা মিথ্যা প্রমাণিত করে।

ইমাম আহমদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "প্রত্যেক নবীর আমলেই সন্ন্যাসবাদ ছিল আর আমার উম্মতের সন্ন্যাসবাদ হইল আল্লাহর পথে জিহাদ করা।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন যে, এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া বলিল, আমাকে কিছু নসীহত করুন। উত্তরে আমি বলিলাম যে, ঠিক এই আবেদনটিই একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট করিয়াছিলাম। 'আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করিবার উপদেশ দিতেছি। কারণ এই খোদা-ভীতিই সবকিছুর মূল।'

আর জিহাদ তোমার জন্য অপরিহার্য। কারণ এই জিহাদই হইল ইসলামের সন্ন্যাসবাদ। আর যিকর ও কুরআন তিলাওয়াত করিবে। কারণ ইহা আসমানে ও যমীনে সম্মান বৃদ্ধি করিবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(২৮) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

(২৯) لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۝

২৮. হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি তাঁহার অনুগ্রহে তোমাদিগকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদিগকে দিবেন আলো। যাহার সাহায্যে তোমরা চলিবে এবং তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৯. ইহা এইজন্য যে, কিতাবীগণ যেন জানিতে পারে, আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও উহাদিগের কোন অধিকার নাই। অনুগ্রহ আল্লাহরই ইখতিয়ারে, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি তাহা দান করেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

তাফসীর ঃ আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ "তিন শ্রেণীর লোককে দ্বিগুণ পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রথমত যেই আহলে কিতাব স্বীয় নবীর উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছে; অতঃপর আমার উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছে। (২) যেই অধীনস্ত গোলাম আল্লাহর হক আদায় করে এবং স্বীয় মনীবের হক আদায় করে এবং (৩) যে ব্যক্তি তাহার দাসীকে উত্তম আদর্শ শিক্ষা দান করার পর তাহাকে আযাদ করিয়া নিজে বিবাহ করে। এই তিন শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তা'আলা পুরস্কার দান করিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবন আব্বাস (রা)-ও এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন যাহা পূর্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অনুরূপ যাহ্হাক ও উতবা ইবন আবুল হিকমা (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাই ইবন জারীর (র) পছন্দ করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলেন, আহলে কিতাব মুসলমানদিগকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেওয়া হইবে দেখিয়া তাহারা গর্ববোধ করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদিয়া সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল করেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ -

অর্থাৎ "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদিগকে দ্বিগুণ পুরস্কার দান করিবেন, আরো দান করিবেন আলো। তথা হিদায়াত দান করিবেন যাহার সাহায্যে তোমরা অজ্ঞতা ও আত্মার অন্ধত্ব দূর করিয়া সঠিকভাবে জীবন পরিচালিত করিতে পারিবে।"

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ -

অর্থাৎ "হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করিবার শক্তি দিবেন, তোমাদিগের পাপ মোচন করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন এবং আল্লাহ্ অতিশয় মংগলময়।"

সাঈদ ইব্ন আব্দুল আযীয (র) বলেন ঃ হযরত উমর (রা) এক ইয়াহূদী আলিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন এক নেকীর বিনিময়ে তোমরা কত সওয়াব পাও? উত্তরে তিনি বলিলেন, সাড়ে তিনশত। শুনিয়া উমর (রা) বলিলেন, আলহামদুল্লিাহ্! আল্লাহ আমাদিগকে দ্বিগুণ দান করিয়াছেন। অতঃপর সাঈদ (র) يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন জুমু'আর জন্য আমাদিগকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হইবে।

ইমাম আহমদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমাদিগের এবং ইয়াহূদ-নাসারাদের উপমা হইল, এক ব্যক্তি কতিপয় শ্রমিক নিয়োগ করিয়া বলিলেন, যে সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত কাজ করিবে তাহাকে এক কীরাত মজুরী দেওয়া হইবে। এই কথার উপর ইয়াহূদরা কাজ করিল। অতঃপর মহাজন বলিলেন, এইবার যাহারা জোহর হইতে আসর পর্যন্ত কাজ করিবে তাহাদিগকে এক এক কীরাত করিয়া দেওয়া হইবে। এই কথার উপর নাসারাগণ কাজ করিল। তারপর মহাজন বলিলেন, এইবার যাহারা আসর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করিবে তাহাদিগের প্রত্যেককে দুই কীরাত করিয়া দেওয়া হইবে। এই ঘোষণার আমলকারী হইলে তোমরা। ইহা দেখিয়া ইয়াহূদ ও নাসারাগণ ক্ষেপিয়া গিয়া বলিল, আমরা কাজ করিলাম বেশি আর পারিশ্রমিক পাইলাম কম। মহাজন বলিলেন, আমি তোমাদের মজুরী কম দিয়াছি? তাহারা বলিল, না। তখন আল্লাহ্ বলেন, "ইহা আমার অনুগ্রহ। আমি যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করি।"

ইমাম বুখারী (র) ..... আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ মুসলমান ইয়াহূদ ও নাসারার উপমা হইল, এক ব্যক্তি সারাদিনের জন্য কিছু শ্রমিক নিয়োগ করিল। শ্রমিকরা দুপুর পর্যন্ত কাজ করিয়া বলিল, আমরা আর কাজ করিতে পারিব না এবং আমরা ইহার পারিশ্রমিকও চাই না। মালিক বলিল তোমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করিয়া পারিশ্রমিক লইয়া তবে যাও। কিন্তু তাহারা তাহাতে রাযী হইল না, চলিয়া গেল। ফলে মালিক আরেক দল শ্রমিককে এই বলিয়া নিয়োগ করিল যে, তোমরা এখন হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করিবে আর গোটা দিনের পারিশ্রমিক পাইবে। কিন্তু এই দলটিও আসর পর্যন্ত কাজ করিয়া পারিশ্রমিক না লইয়া চলিয়া গেল। তারপর মালিক আরেক দল লোক নিয়োগ করিয়া বলিল, তোমরা এখন হইতে মাত্র সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করিবে আর পারিশ্রমিক পাইবে গোটা দিনের। এই

দলটি সন্ধ্যা পর্যন্ত স্বল্প সময় কাজ করিয়া গোটা দিনের পারিশ্রমিক গ্রহণ করিল (প্রথম দলটি ইয়াহুদ, দ্বিতীয়টি নাসারা আর তৃতীয়টি হইল মুসলমান) এই প্রসংগেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لِئَلاَّ يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَلاَّ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْئٍ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ আমি ইহা এইজন্য করিলাম যাহাতে আহলে কিতাবগণ উপলব্ধি করিতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা কাউকে কিছু দান করিলে উহারা তাহা ঠেকাইতে পারিবে না আর আল্লাহ তা'আলা দিতে না চাইলে তাহারা বাহুবলে দিতে সক্ষম নহে।

وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ "অনুগ্রহ সব আল্লাহরই হাতে তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই অনুগ্রহ দান করেন আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।"

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশ لِئَلاَّ يَعْلَمَ অর্থ يَعْلَمَ অর্থাৎ যাহাতে উহারা উপলব্ধি করিতে পারে। ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কিরআতে لئلا يعلم এর স্থলে لكى يعلم পড়া হয়। অনুরূপভাবে আতা ইব্ন আব্দুল্লাহ এবং সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতেও এই কিরাআত বর্ণিত আছে। মোটকথা অনেক সময় বাক্যের মধ্যে অঙ্গীকার জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং কোন فعل এ لا ব্যবহার করা হয়। সেই ক্ষেত্রে নেতিবাচক উদ্দেশ্য হয় না। বরং ইহাকে অতিরিক্ত ধরে নিয়া ইতিবাচক অর্থ হয়। যেমন وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لَايُؤْمِنُوْنَ - مَا مَنَعَكَ اَلاَّ تَسْجُدَ এবং وَحَرَامٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا اَنَّهُمْ لاَيَرْجِعُوْنَ আয়াত সমূহে لا ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক, কিন্তু অর্থ নেতিবাচক নয় বরং ইতিবাচক অর্থ উদ্দেশ্য।

২৮ পারা

সূরা মুজাদালা

২২ আয়াত, ৩ রুকূ', মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ إِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝

১. "(হে রাসূল!) আল্লাহ্ শুনিয়াছেন সেই নারীর কথা, যে তাহার স্বামীর বিষয়ে তোমার সহিত বাদানুবাদ করিতেছে এবং আল্লাহ্র নিকটও ফরিয়াদ করিতেছে। আল্লাহ্ তোমাদের কথোপকথন শোনেন; আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) ....হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ "সেই মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করি যাঁহার অনন্ত শ্রবণশক্তি সকল আওয়াজই ধারণ করিতেছে। সেই অভিযোগকারিণী মহিলা এত চুপি চুপি রাসূল (সা)-এর কাছে তাহার অভিযোগ পেশ করিতেছিল যাহা একই ঘরে থাকিয়া আমিও শুনিতে পাই নাই। আল্লাহ্ তা'আলা সেই গোপন কথাবার্তাও শুনিলেন এবং এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ .... قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا

ইমাম বুখারী (র) তাঁহার 'কিতাবুত্ তাওহীদ' এ বর্ণনাটি সংযোজন করেন এবং তিনি উল্লিখিত সনদে উহা বর্ণনা করেন। নাসায়ী, ইব্ন মাজাহ্, ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র) আ'মাশ ভিন্ন অন্য সূত্রে উহা বর্ণনা করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ "বরকতময় সেই মহান আল্লাহ্ উঁচু-নীচু সকল আওয়াজই শুনেন। অভিযোগ-

কারিণী খাওলা বিনতে ছা'লাবা (রা) হুযূর (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া এরূপ ফিসফিস করিয়া অভিযোগ পেশ করিতেছিল যে, হয়ত কখনো কোন শব্দ আমার কানে পৌঁছিত, কিন্তু অধিকাংশ কথাই আমার শোনার উপায় ছিল না। সে তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ পেশ করিতেছিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! লোকটির সঙ্গে থাকিয়া আমি যৌবন কাটাইলাম। সন্তান-সন্ততিও হইল। এখন বৃদ্ধা হইয়াছি। সন্তান হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নাই। এখন সে আমার সহিত যিহার করিলেন। আয় আল্লাহ্! তোমার কাছেও আমি এই ফরিয়াদ জানাইতেছি। ইহা বলিয়া অভিযোগকারিণী ঘর হইতে বাহির হইতেও পারে নাই, এমন সময় জিবরাঈল (আ) এই আয়াত নিয়া হাযির হইলেন। মহিলার স্বামীর নাম আওস ইব্ন সামিত (রা)।

ইব্ন লাহিআ ..... আওস ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি (আওস) মাঝে মাঝে অপ্রকৃতিস্থ হইতেন। তখন কখনও নিজ স্ত্রীর সহিত যিহার করিয়া বসিতেন। তারপর যখন সুস্থ হইতেন তখন যেন কিছুই হয় নাই মনে করিতেন। তাহার স্ত্রী এই ব্যাপারে হুযূর (সা)-এর কাছে ফতোয়া জানার জন্য আসিয়াছিল ও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ জানাইতেছিল। তখনই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

উরওয়া হইতে তাঁহার পুত্র হিশামও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) .....আবূ ইয়াযীদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ "উমর (রা) তাঁহার খিলাফতকালে সফর সঙ্গীগণকে লইয়া কোথাও যাইতেছিলেন। এক বৃদ্ধা তাঁহাকে ডাকিয়া থামাইল এবং খলীফা বাহন ছাড়িয়া গিয়া বিনীতভাবে তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা অনেক কথাবার্তার পর নিজ প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া চলিয়া গেলে খলীফা সফর সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাহারা প্রশ্ন করিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এক বৃদ্ধার জন্য এতগুলি লোককে দীর্ঘক্ষণ দণ্ডায়মান রাখিলেন ? তিনি বলিলেন, হায়! তোমরা যদি জানিতে এই বৃদ্ধা কে ? ইনি তো সেই মহিলা যাহার ফরিয়াদ আল্লাহ্ তা'আলা সপ্ত আকাশের উপর হইতে শ্রবণ করিয়া ওহী নাযিল করিয়াছেন। ইনিই খাওলা বিনতে ছা'লাবা; আল্লাহ্র কসম, যদি আজ সকাল হইতে সন্ধ্যা গড়াইয়া রাত্রি পর্যন্ত তিনি আমাকে কিছু বলিতে থাকিতেন, তথাপি আমি তাঁহার নিকট হইতে সরিতাম না। ইহা শুধু নামাযের সময়ে নামায পড়িতে আসিয়া নামায শেষে আবার তাঁহার খেদমতে হাযির হইতাম।"

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .....আমির (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "উক্ত অভিযোগকারিণী হইলেন খাওলা বিনতে ছা'লাবা। তাঁহার মাতা হইলেন মুআযা। তাহার ব্যাপারে অবতীর্ণ আয়াতটি এই ঃ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا তবে সঠিক কথা হইল এই যে, খাওলা (রা) ছিলেন আওস ইব্ন সামিত (রা)-এর স্ত্রী।

(٢) اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۗ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔىْ وَلَدْنَهُمْ ۗ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ○

(٣) وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۗ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

(٤) فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۗ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۗ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

২. তোমাদের মধ্যে যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত যিহার করে, তাহারা জানিয়া রাখুক, তাহাদের স্ত্রীগণ তাহাদের মাতা নহে; যাহারা তাহাদিগকে জন্ম দান করে তাহারাই তাহাদের জননী। উহারা (যিহারকারীরা) তো অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল।

৩. যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত যিহার করে এবং পরে তাহাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, সেক্ষেত্রে একে অপরকে স্পর্শ করিবার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করিতে হইবে; এই নির্দেশ তোমাদিগকে দেওয়া হইল। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার খবর রাখেন।

৪. তবে যাহার সেই সামর্থ্য থাকিবে না, একে অপরকে স্পর্শ করিবার আগে তাহাকে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা থাকিতে হইবে। তাহাতেও যে অসমর্থ, সে ষাটজন অভাব গ্রস্তকে খাওয়াইবে। ইহা এইজন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর আস্থাবান হও। এইগুলি আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান; কাফিরদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) ..... খুয়াইলা বিনতে ছা'লাবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ "আল্লাহ্র কসম! আমার ও আমার স্বামী আওস ইব্‌ন

সামিত (রা) সম্পর্কে সূরা মুজাদালার শুরুর চারি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি তাহার ঘর করিতেছিলাম। সে তখন বয়ঃবৃদ্ধ লোক ছিল। মেজাজও ছিল খিটখিটে। একদিন কথাবার্তা হইতেছিল। আমি তাহার একটি কথা মানিয়া নিতে পারিলাম না এবং উহার পাল্টা জবাব দিলাম। ইহাতে সে ক্ষেপিয়া গেল এবং প্রত্যুত্তরে বলিল, 'তুমি আমার নিকট আমার মাতার পৃষ্ঠতুল্য। এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।'

বাহিরে গিয়া সে গোত্রীয় লোকজনের সহিত দীর্ঘক্ষণ কাটাইল। অতঃপর ঘরে ফিরিয়া সে আমার সহিত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইল। আমি বলিলাম, সেই আল্লাহ্র শপথ, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহার পর সেই সম্পর্ক সম্ভব নহে। এই ব্যাপারে আগে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে। সে আমার কথার গুরুত্ব না দিয়া আমার উপর জোর খাটাইতে চাহিল। কিন্তু যেহেতু সে বৃদ্ধ ও দুর্বল, তাই আমাকে কাবু করিতে পারিল না। আমি তাহাকে সরাইয়া দিয়া প্রতিবেশীর ঘরে চলিয়া গেলাম। তাহার নিকট একখানা কাপড় নিয়া ওড়নায় ঢাকিয়া রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হইলাম। তাঁহার নিকট এই ঘটনা বলিলাম এবং অন্যান্য দুঃখ-কষ্টের কথা বলিলাম। তিনি বারংবার আমাকে ইহাই বলিতেছিলেন, খুযাইলা, স্বামীর ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। কারণ সে বৃদ্ধ লোক। আমাদের ভিতর এইসব কথা চলিতেছিল, এমন সময় হুযূর (সা)-এর উপর ওহী নাযিলের অবস্থা পরিলক্ষিত হইল। যখন ওহী অবতরণ শেষ হইল, তখন তিনি বলিলেন, খুয়াইলা, তোমার ও তোমার স্বামীর ব্যাপারে আয়াত নাযিল হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি সূরা মুজাদালার প্রথম চারি আয়াত তিলাওয়াত করিলেন। অতঃপর বলিলেন, যাও, তোমার স্বামীকে গিয়া একটি গোলাম আযাদ করিতে বল। আমি বলিলাম, হুযূর! তাহার নিকট গোলাম কোথায়? সে তো অত্যন্ত গরীব। তখন তিনি বলিলেন, তাহাকে একাধারে দুইমাস রোযা থাকিতে বল। আমি বলিলাম, হুযূর! সে তো বৃদ্ধ ও দুর্বল। তাহার রোযা রাখার শক্তি কোথায়? তখন তিনি বলিলেন, তাহাকে মিসকীনকে এক ওসাত (প্রায় চার মণ) খেজুর দিতে বল। আমি বলিলাম, হুযূর! সেই গরীবের তো উহাও নাই। অবশ্য তিনি বলিলেন, আচ্ছা, অর্ধেক আমি ব্যবস্থা করিব। তখন আমি বলিলাম, বাকী অর্ধেক আমিই জোগাড় করিব। হুযূর (সা) বলিলেন, তুমি তাহা হইলে খুবই ভাল কাজ করিবে। যাও, ইহা আদায় কর এবং নিজ স্বামী যে তোমার চাচাত ভাইও, তাহার সহিত প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক রক্ষা কর ও তাহার আনুগত্য কর। অতঃপর আমি তাহাই করিলাম।"

ইমাম আবূ দাউদ তাঁহার সুনানের তালাক অধ্যায়ে দুইটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন। উভয় সূত্রেই মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র) রহিয়াছেন। তিনি মহিলার নাম উল্লেখ করিয়াছেন খাওলা বিনতে ছা'লাবা। কেহ বলেন, খাওলা বিনতে মালিক ইব্ন ছা'লাবা। খাওলাকে কেহ কেহ তাসগীর করিয়া খুয়াইলা করিয়াছেন। সুতরাং ইহা পরস্পর বিরোধী হয় নাই। তা প্রায় একই। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

সূরাটির সার্বিক শানে নুযূল ইহাই। সালমা ইব্‌ন সাখরের হাদীসটি ইহার শানে নুযূল নহে; বরং অন্যতম বিষয়বস্তু। তাহা হইলে যিহারের কাফ্‌ফারা হইবে গোলাম আযাদ করা অথবা রোযা রাখা কিংবা গরীব খাওয়ানো। যথা ঃ ইমাম আহমদ ..... সালামা ইব্‌ন সাখর আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমার সহবাস ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী ছিল। ফলে আমি রমযান মাসের দিনে কোনরূপ গোলমাল সৃষ্টি হইতে বাঁচার উদ্দেশ্যে পূর্ণ রমযান মাস স্ত্রীর সাথে যিহার করিয়া নিলাম। এক রাতে সে যখন আমার খেদমত করিতেছিল তখন তাহার শরীরের একাংশ হইতে কাপড় খসিয়া পড়িল। তখন আর ধৈর্য রাখার উপায় কি? ফলে যাহা ঘটার তাহাই ঘটিল। সকালে উঠিয়া আমি আমার গোত্রের কাছে ইহা বলিলাম এবং তাহাদিগকে অনুরোধ করিলাম আমাকে লইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়া ইহার প্রতিকার জানার জন্য। তাহারা অস্বীকার করিল। বলিল, তোমার সাথে এই ব্যাপার নিয়া গেলে হয়ত কোন ওহী নাযিল হইবে কিংবা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন নির্দেশ দেবেন, যাহা আমাদের জন্য বোঝা হইয়া দাঁড়াইবে। তোমার ব্যাপার লইয়া তুমিই যাও এবং আমরা তোমার অপরাধের ভাগী হইব না। তখন আমি বলিলাম, ঠিক আছে, আমি একাই যাইব।

সেমতে আমি একাই গেলাম এবং রাসূল (সা)-এর কাছে সকল ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি সত্যি এইরূপ করিয়াছ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, আমি এইরূপ করিয়াছি। তিনি আবার একই প্রশ্ন করিলে আমি আগের মতই জবাব দিলাম। তিনি আবারো প্রশ্ন করায় আমি বলিলাম, হুযূর আমি ঠিকই সে অপরাধ করিয়াছি। এখন আল্লাহ্র বিধান মোতাবেক আমার যে শাস্তি হয় দিন। আমি তাহা ধৈর্য সহকারে বরণ করিব। তখন তিনি বলিলেন, যাও, একটি ক্রীতদাস মুক্ত কর। আমি তখন আমার ঘাড়ে হাত রাখিয়া বলিলাম, এই ঘাড় ছাড়া তো অন্য কোন ঘাড়ের আমি মালিক নহি। আল্লাহ্র কসম! আমার কোন ক্রীতদাস নাই যে, আমি তাহাকে মুক্তি দিব। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখিও। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! রোযার সংযম নাই বলিয়াই তো এই দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছি। তখন তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তুমি নির্ধারিত সদকা দাও। আমি বলিলাম, আপনাকে যিনি নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার কসম, আমার কাছে সদকা দেবার মত কিছুই নাই, পরন্তু আজ রাত্রি বেলায় আমরা সবাই উপবাস কাটাইব। তখন তিনি বলিলেন, ঠিক আছে, তুমি বনূ খুরাইকের সাদকা দাতাদের কাছ যাও। তাহাদিগকে বল, তাহাদের সাদকার মাল যেন তোমাকে দেয়। তাহা হইতে তুমি এক ওসাক খেজুর সাদকা দিয়া বাকীগুলো তোমার পরিবারের জন্য রাখ। আমি মহাখুশী হইয়া আমার গোত্রের কাছে ফিরিয়া আাসিয়া বলিলাম, দেখ, তোমাদের নিকট তো আমি অসহযোগিতা ও ভর্ৎসনা পাইলাম। অথচ হুযূর (সা)-এর নিকট আমি উদারতা

ও সহায়তা পাইয়াছি। হুযূর (সা)-এর নির্দেশ, তোমাদের সাদকার মাল আমাকে দিবে। সেমতে তাহারা আমাকে সাদকার মাল প্রদান করিল।

আবূ দাউদ ও ইব্‌ন মাজাহ্ (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র)-র বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেন।

হাদীসটির বাহ্যিক বর্ণনাই বলিয়া দেয় যে, ইহা আওস ইব্‌ন সামিত ও তাহার স্ত্রী খুয়াইলা বিনতে ছা'লাবার ঘটনার পরের ব্যাপার।

খুসাইফ (র) মুজাহিদ (র) সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেনঃ উবাদা ইব্‌ন সামিতের ভাই আওস ইব্‌ন সামিত (রা) তাহার স্ত্রী খাওলা বিনতে ছা'লাবা ইব্‌ন মালিকের সহিত সর্বপ্রথম যিহার করেন। যিহার করার পর খাওলা এই আশংকায় পড়িয়া গেলেন যে, পাছে ইহাতে তালাক হইয়া গিয়াছে কি-না। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার স্বামী আওস আমার সহিত যিহার করিয়াছে। ইহাতে যদি তালাক পড়িয়া যায় তাহা হইলে আমরা দু'জনই ধ্বংস হইয়া যাইব। দীর্ঘদিন যাবত তাহার সাথে ঘর সংসার করিয়া আসিতেছি। মহিলাটি অভিযোগ করিতে করিতে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। আর ইতিপূর্বে যিহার সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল হয় নাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ ...... عَذَابٌ اَلِيْمٌ নাযিল করেন।

অতঃপর মহিলার স্বামীকে ডাকিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "তুমি কি একটি গোলাম আযাদ করিতে পার?" উত্তরে সে বলিল, না, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার গোলাম আযাদ করিবার সামর্থ্য নাই। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অর্থ সঞ্চয় করিয়া তাহার নামে একটি গোলাম আযাদ করিয়া দেন। তারপর সে স্ত্রীর সহিত রজআত করে। ইব্‌ন জারীর (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ظهار আরবী ظهر (অর্থ পীঠ) হইতে নির্গত। জাহেলী যুগের মানুষ এই বলিয়া স্ত্রীর সহিত যিহার করিত যে, كظهر امى অর্থাৎ- 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পীঠের ন্যায়।' ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় স্ত্রীকে মায়ের দেহের যে কোন অংগের সহিত তুলনা করাকেই যিহার বলা হয়। জাহেলী যুগে যিহার করিলেই তালাক হইয়া যায় মনে করা হইত। কিন্তু এই উম্মতের সুবিধার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কাফ্‌ফারার বিধান দিয়াছেন। এখন আর যিহার করিলেই তালাক হইয়া যায় না। পূর্বসূরীদের অনেকেই এইমত পোষণ করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, জাহেলী যুগে কেহ তাহার স্ত্রীকে 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পীঠের ন্যায়' এই কথা বলিলে স্ত্রী তাহার জন্য হারাম হইয়া যাইত। ইসলামে সর্বপ্রথম যিহার করেন হযরত আওস ইব্‌ন সামিত (রা)। তাঁহার স্ত্রী ছিল তাঁহার চাচাতো বোন খাওলা

বিনতে ছা'লাবা (রা)। যিহার করিয়া তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অস্থির হইয়া পড়েন এবং উভয়ই তালাক হইয়া গিয়াছে বলিয়া আশংকা করিতে লাগিলেন। তখন স্বামী আওসের পরামর্শে স্ত্রী খাওলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আগমন করেন। আসিয়া দেখিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাথা আঁচড়াইতেছেন। ঘটনা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "খাওলা! তোমার এই ব্যাপারে আল্লাহ্ এখনো কোন বিধান নাযিল করেন নাই।" ইত্যবসরে আল্লাহ্ তা'আলা ওহী নাযিল করিলেন। ওহী পাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেনঃ "খাওলা! সুসংবাদ গ্রহণ কর।" এই বলিয়া তিনি সূরা মুজাদালার শুরু হইতে مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا পর্যন্ত পাঠ করিয়া শুনাইলেন। শুনিয়া খাওলা বলিল, হুযূর! আমরা গোলাম পাইব কোথায়? আল্লাহ্র শপথ! আমি ছাড়া আর কোন গোলামই তো আমার স্বামীর নেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ আয়াতটি পাঠ করিয়া অবিরাম ষাট দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন। শুনিয়া খাওলা বলিল, অবিরাম ষাট দিন রোযা রাখা তো দূরের কথা, দৈনিক তিনবার না খাইলে তো আমার স্বামীর বাঁচাই মুশকিল! তাহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا পাঠ করিয়া ষাট জন মিসকীনকে আহার দিবার কথা বলেন। খাওলা বলিল, হুযূর! নিজেরাই ঠিকমত খাইতে পাই না আবার মিসকীনকে খাওয়াবো কোথা হইতে? অগত্যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ত্রিশ সা' খাদ্য সংগ্রহ করিয়া মহিলার হাতে দিয়া বলিলেন, "যাও, তোমার স্বামীকে বল, এইগুলি ষাট জন মিসকীনকে খাওয়াইয়া যিহার প্রত্যাহার করিয়া যেন তোমার সহিত মিলিত হয়।" আবুল আলিয়া (র) হইতেও এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... আবুল আলিয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবুল আলিয়া (র) বলেন, খাওলা বিনতে দুলায়জ নামক এক মহিলা জনৈক আনসারীর স্ত্রী ছিল। লোকটি ছিল নিতান্ত দরিদ্র, খিটখিটে মেজাজ ও ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। কোন একটি ব্যাপারে একদিন দুইজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। ফলে স্বামী বলিল যে, 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পীঠের ন্যায়।' উল্লেখ্য যে, জাহেলী যুগে এইভাবে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নিয়ম ছিল। স্বামীর এই কথা শুনিয়াই খাওলা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ছুটিয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন হযরত আয়িশা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন আর আয়িশা (রা) তাঁহার মাথা ধুইয়া দিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হইয়া খাওলা বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার স্বামী একজন নিঃস্ব, ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন বদমেজাজের লোক। কোন একটি ব্যাপারে আমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। ফলে রাগ করিয়া সে বলে যে, "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পীঠের ন্যায়।" অবশ্য ইহাতে তাহার তালাক দেওয়ার খেয়াল ছিল না। এখন কি করি? শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আমার জানা মতে তো ইহাতে তুমি

তাহার জন্য হারাম হইয়া গিয়াছ।" এই অপ্রত্যাশিত জবাব শুনিয়া মহিলাটি বলিল যে, আমার এবং আমার স্বামীর এই বিপদের জন্য আমি আল্লাহ্র নিকটই অভিযোগ করিতেছি। আয়িশা (রা) এতক্ষণ যাবত রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাথার এক পার্শ্ব ধুইতেছিলেন। এইবার তিনি ঘুরিয়া অপর পার্শ্ব ধুইতে লাগিলেন। খাওলা বলেন, আমিও ঘুরিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে বসিয়া পুনরায় আমার ঘটনাটি খুলিয়া বলিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার দিকে মাথা তুলিয়া বলিলেনঃ "কি বলিব, আমি যতটুকু জানি, তুমি তাহার জন্য হারাম হইয়া গিয়াছ।" শুনিয়া এইবারও মহিলাটি বলিল, আমাদের এই বিপদের জন্য আমি আল্লাহ্রই নিকট অভিযোগ করি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন হযরত আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারার বর্ণ পরিবর্তন হইতে দেখিয়া খাওলাকে বলিলেন, সরিয়া বস, সরিয়া বস। মহিলাটি সরিয়া বসিলে খানিকক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ওহী নাযিল হইতে শুরু করে। ওহী অবতরণ শেষ হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আয়িশা! মহিলাটি কোথায়? আয়িশা (রা)-এর ডাকে মহিলাটি কাছে আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেনঃ "যাও, তোমার স্বামীকে লইয়া আসিবে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলিয়া قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ .... ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا পাঠ করিয়া শুনাইয়া বলিলেন ঃ "স্ত্রীর সহিত মিলনের পূর্বে একটি গোলাম আযাদ করিতে পার?" উত্তরে সে বলিল, 'না'। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "অনবরত দুই মাস রোযা রাখিতে পার?" লোকটি বলিল, হুযূর! আপনাকে যে আল্লাহ্ রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার শপথ! দৈনিক দুই তিনবার না খাইলে আমার চোখ থাকিবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আচ্ছা তুমি ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়াইতে পার?" লোকটি বলিল, হুযূর! পারি যদি আপনি সহযোগিতা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে সহযোগিতা করিয়া বলিলেন, "যাও, ষাট জন মিসকীনকে খাওয়াও গে।" এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ জাহেলী যুগের এ ধরনের তালাককে যিহারে পরিণত করেন।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, জাহিলী যুগে ঈলা ও যিহার দ্বারা তালাক হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ঈলার জন্য চার মাসের মেয়াদ দান করেন আর যিহারের জন্য কাফ্ফারার বিধান দেন।

আলোচ্য আয়াতের আলোকে ইমাম মালিক (র) বলেন, আয়াতে مِنْكُمْ বলিয়া ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করা হইয়াছে। ফলে কাফিররা এই আয়াতের বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু জমহুর ইহার উত্তরে বলেন, না, কাফিররাও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে কেবল ঈমানদারদেরকেই সম্বোধন করা হইয়াছে।

এই আয়াতের مِنْ نِّسَائِهِمْ দ্বারা জমহুর প্রমাণ করিয়াছেন যে, দাসীর সহিত যিহার হয় না। তাহারা এই আয়াতের বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ اِنْ اُمَّهَاتُهُمْ اِلاَّ الّٰئِى وَلَدْنَهُمْ অর্থাৎ স্বামী তাহার স্ত্রীকে তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পীঠের ন্যায় এই কথা বলিলেই স্ত্রী মা হইয়া যায় না। যিনি জন্মদান করে সেই প্রকৃত মা। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا অর্থাৎ "উহারা যাহা বলে তাহা অসংগত ও ভিত্তিহীন।"

وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ অর্থাৎ জাহেলী যগে তোমরা যাহা করিতে এবং এখনও অসাবধানতাবশত যাহা বলিয়া ফেল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহা ক্ষমা করিয়া দিবেন। যেমন আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন শুনিতে পাইলেন যে, এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে "হে আমার বোন" বলিয়া ডাকিতেছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "একি তোমার বোন?" এই কথা বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) এইভাবে ডাকা অপছন্দ করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে স্ত্রী হারাম হইয়া গিয়াছে বলেন নাই। কারণ স্ত্রীকে হারাম করার উদ্দেশ্যে বোন বলিয়া সম্বোধন করে নাই। কিন্তু যদি হারাম হওয়ার উদ্দেশ্যে বলিত তো হারাম হইয়া যাইত। কারণ বিশুদ্ধ মতে মাহরাম হিসাবে মা, বোন, ফুফী, খালা ইত্যাদি সবই সমান।

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا অর্থাৎ "যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত যিহার করে এবং পরে তাহাদের উক্তি প্রত্যাহার করে।"

এই আয়াতের ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا (পরে তাহাদের উক্তি প্রত্যাহার করে) এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইমামগণের মত পার্থক্য রহিয়াছে। কতিপয়ের মত হইল, يَعُوْدُوْنَ অর্থ একবার যিহার করিয়া যিহারের বাক্য পুনরায় আবৃত্তি করে। ইব্ন হাযম (র) এমন মতটি গ্রহণ করিয়াছেন। দাউদ (র)-এর মতও ইহাই। আবূ উমর ইব্ন আব্দুর রব (র), বুকায়র ইব্ন আশাজ্জ (র) হইতে এবং ফাররা ও মুতাকাল্লিমীনদের একদল লোক এই মতটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই মতটি ভ্রান্ত।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল, যিহার করার পরও এতটুকু সময় পরিমাণ স্ত্রী নিজের কাছে রাখিয়া দেওয়া যেই সময়ে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তালাক না দেওয়া।

আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেনঃ يَعُوْدُوْنَ অর্থ যিহার করার পর স্ত্রীর সহিত সহবাসে লিপ্ত হওয়া বা সহবাস করার দৃঢ় সংকল্প করা। কিন্তু কাফ্ফারা না দিয়া সহবাস করা হালাল হইবে না।

ইমাম মালিক (র) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, يَعُوْدُوْنَ অর্থ সহবাস করার বা স্ত্রীকে পুনরায় রাখিয়া দেওয়ার সংকল্প করা। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, ইহার অর্থ সহবাস করা।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল যিহার করা হারাম হইবার এবং জাহেলীয়াতের প্রথা বিলুপ্ত হইবার পর পুনরায় যিহার করা। সুতরাং কেহ তাহার স্ত্রীর সহিত যিহার করিলে স্ত্রী তাহার জন্য হারাম হইয়া যাইবে। কাফ্ফারা দেওয়া ব্যতীত আর সে হালাল হইবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অনেক শাগরিদ এবং লায়ছ ইব্ন সাদ-এরও এই মত।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا এর অর্থ হইল, যিহার দ্বারা স্ত্রীর সহিত যে সহবাস করাকে নিজেদের উপর হারাম করা হইয়াছে পুনরায় সেই সহবাস করার ইচ্ছা করা।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ স্ত্রীর যৌনাংগ ব্যবহার করা। তাঁহার মতে কাফ্ফারা দেওয়ার পূর্বে সঙ্গম ছাড়া অন্যভাবে স্পর্শ করায় কোন দোষ নাই।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এখানে الْمَسُّ অর্থ সহবাস করা। আতা, যুহরী, কাতাদা এবং মুকাতিল ইব্ন হায়য়ান (র)-এর মতও ইহাই।

যুহরী (র) বলেন ঃ যিহার করার পর কাফ্ফারা না দেওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে চুমু খাওয়া বা স্পর্শ করা জায়েয হইবে না।

ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী, ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (র) ইকরিমার হাদীস থেকে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আমার স্ত্রীর সহিত যিহার করিয়া কাফ্ফারা না দিয়াই তাহার সহিত সহবাস করিয়া ফেলিয়াছি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুক, তুমি এমন করিলে কেন?" উত্তরে সে বলিল, চাঁদের আলোতে তাহার পায়ের অলংকার দেখিয়া সংযম হারাইয়া ফেলি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আল্লাহ্র নির্দেশ বাস্তবায়ন না করিয়া (কাফ্ফারা না দিয়া) আর তাহার কাছেও যাইবে না।"

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ অর্থাৎ যিহার করিয়া ফেলিলে স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবার পূর্বেই পূর্ণ একটি গোলাম আযাদ করিতে হইবে।

এইখানে গোলাম ঈমানদার হওয়ার শর্ত করা হয় নাই। কিন্তু হত্যার কাফ্ফারার ক্ষেত্রে গোলাম ঈমানদার হওয়া শর্ত। ইমাম শাফেয়ী (র) হত্যার কাফ্ফারার উপর অনুমান করিয়া বলেন যে, এই যিহারের কাফ্ফারায়ও গোলাম ঈমানদার হইতে হইবে। যদিও তাহা এইখানে উল্লেখ করা হয় নাই।

নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা তিনি ইহার সমর্থনে প্রমাণ পেশ করেছেন যে, এক কৃষ্ণকায় দাসী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন, "তাহাকে আযাদ করিতে পার কারণ সে ঈমানদার।"

আবূ বকর বায্‌যার (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার স্ত্রীর সহিত যিহার করিয়া কাফ্‌ফারা না দিয়াই সহবাস করিয়া ফেলিয়াছি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "কেন আল্লাহ্ কি সহবাসের পূর্বেই কাফ্‌ফারা দিতে বলেন নাই?" লোকটি বলিল, হুযূর! হঠাৎ তাহার রূপ দেখিয়া আমি সংযম হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "কাফ্‌ফারা না দিয়া আর অমন করিও না।"

ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ অর্থাৎ "এইভাবে তোমাদিগকে নসীহতের সূরে ধমক দেওয়া হইল।"

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ অর্থাৎ "আল্লাহ্ তোমাদিগের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কেই খবর রাখেন।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا - فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি দাস মুক্ত করিতে পারিবে না সে সহবাস করার পূর্বে অনবরত দুই মাস রোযা রাখিবে আর যদি তাহার সম্ভব না হয় তবে ষাট জন মিসকীনকে আহার দিবে।"

উল্লেখ্য যে, যিহারের কাফ্‌ফারা প্রদানের ধারাবাহিকতা এইরূপই হইবে যে, প্রথমে দাসমুক্ত করার চেষ্টা করিবে। সম্ভব না হইলে তারপর অনবরত ষাটটি রোযা রাখিবে। আর যদি তাহাও সম্ভব না হয় তবে অগত্যা ষাটজন মিসকীনকে আহার দিবে। বিভিন্ন হাদীসেও এই নিয়ম পালন করারই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ অর্থাৎ "আমি এই বিধান দিয়াছি এই জন্য যে, যেন তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন।"

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ অর্থাৎ "এই যাহা বলিলাম তাহা আল্লাহ্‌র বিধান, তোমরা তাহা অমান্য করিও না এবং তাহার অবমাননা করিও না।"

وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্‌র ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না এবং আল্লাহ্‌র বিধান মতে জীবন পরিচালনা করে না, তাহারা আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তি পাওয়ার কোন আশা নাই বরং দুনিয়া ও আখিরাতে তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করিবে।

(٥) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

(٦) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

(٧) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

৫. যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহাদিগকে অপদস্ত করা হইবে যেমন অপদস্ত করা হইয়াছে তাহাদিগের পূর্ববর্তীদিগকে। আমি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছি, কাফিরদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

৬. সেইদিন যেদিন উহাদিগের সকলকে একত্রে পুনরুত্থিত করা হইবে এবং উহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা উহারা করিত আল্লাহ্ উহার হিসাব রাখিয়াছেন আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

৭. তুমি কি অনুধাবন কর না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আল্লাহ্ তাহা জানেন। তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না, এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে ষষ্ঠজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। উহারা এতদপেক্ষা কম হউক আর বেশী হউক, উহারা যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ্ উহাদিগের সংগে আছন। উহারা যাহা করে, তিনি কিয়ামতের দিন তাহা জানাইয়া দিবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং আল্লাহ্র বিধানের সহিত বিদ্রোহ করে তাহাদিগকে অপদস্ত ও লাঞ্ছিত করা হইবে, যেমন তাহাদিগের সমমনা ও স্বগোত্রীয়দেরকে করা হইয়াছিল।

وَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ অর্থাৎ "আমি এমন সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছি, কাফির ব্যতীত কেউ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে না।"

وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র দীন ও শরীয়াতের বিরুদ্ধাচরণের পরিণামে আমি কাফিরদিগকে মর্মন্তুদ ও লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রদান করিব।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا অর্থাৎ যেই দিন আল্লাহ্ সকলকে একত্রিতভাবে উপস্থিত করিবেন সেইদিন তাহাদিগকে তিনি তাহাদিগের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করিবেন। সেইদিনটি হইল কিয়ামতের দিন। সেইদিন পূর্বাপর সকল মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা একটি চত্বরে সমবেত করিবেন।

اَحْصٰهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ আল্লাহ্ মানুষের কৃতকর্মের হিসাব রাখিয়াছেন যদিও মানুষ তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ شَهِيْدٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা। কোন কিছুই তাঁহার অগোচর বা অজানা থাকে না এবং তিনি কোন কিছুই ভুলিয়া যান না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا -

অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি সকলের সব কথা শুনেন এবং কে কখন কোথায় থাকে সবই দেখেন। তিনজন লোক একত্রে বসিয়া গোপনে কথা বলিলে পাঁচজন লোক একত্রে গোপন আলাপ করিলে তিনি চতুর্থ বা ষষ্ঠজন হিসাবে তথায় উপস্থিত থাকেন ও সব কথা শুনেন। মোটকথা সর্বাবস্থায়ই তিনি সকলের সহিত উপস্থিত আছেন। তদুপরি নির্ধারিত ফেরেশ্তারাও সবকিছু লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট রিপোর্ট করেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ অর্থাৎ "মানুষ কি জানে না? আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের গোপন কথা ও গোপন পরামর্শ সম্পর্কে অবগত আছেন আর আল্লাহ্ অদৃশ্য সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত।"

অন্য আয়াতে বলেন ঃ

اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ

অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে যে, আমি তাহাদিগের গোপন কথা ও গোপন পরামর্শ শুনি না? হ্যাঁ, সবই শুনি। তদুপরি আমার ফেরেশ্তারা সব লিপিবদ্ধ করে। উল্লেখ্য যে, সকল উলামা এ ব্যাপারে একমত যে, এই আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ্ মানুষের সহিত থাকার অর্থ আল্লাহ্র সত্তা বা যাত মানুষের সংগে থাকা নয় বরং তাঁহার মানুষের সংগে থাকার কথাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সবকিছুই তাঁহার ইলমের আওতাভুক্ত। তিনি সব কিছুই জানেন ও শুনেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ অর্থাৎ "তাহাদিগের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।"

ইমাম আহমদ (র) বলেনঃ আলোচ্য আয়াতটি শুরুও করা হইয়াছে ইলম দ্বারা আবার শেষও করা হইয়াছে ইলম দ্বারা। ইহাতেও এই কথা বুঝা যায় যে, মাঝখানে আল্লাহ্র মানুষের সংগে থাকার যে কথা বলা হইয়াছে উহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল ইলমীভাবে সংগে থাকা, সত্তাগতভাবে নয়।

(٨) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ وَيَقُوْلُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

(٩) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

(١٠) اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْئًا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

৮. তুমি কি তাহাদিগকে লক্ষ্য কর না, যাহাদিগকে গোপন পরামর্শ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। অতঃপর উহারা যাহা নিষিদ্ধ তাহারই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচার, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কানাকানি করে। উহারা যখন তোমার নিকট আসে তখন উহারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্দারা আল্লাহ্ তোমাকে অভিবাদন করেন নাই। উহারা মনে মনে বলে, 'আমরা যাহা বলি তাহার জন্য আল্লাহ্ আমাদিগকে শাস্তি দেন না কেন?' জাহান্নামই উহাদিগের উপযুক্ত শাস্তি, যেথায় উহারা প্রবেশ করিবে, কত নিকৃষ্ট সেই আবাস!

৯. হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সে পরামর্শ যেন পাপাচার, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অলম্বনের পরামর্শ করিও, এবং ভয় কর আল্লাহ্কে যাঁহার নিকট সমবেত হইবে তোমরা।

১০. শয়তানের প্ররোচণায় হয় এই গোপন পরামর্শ, মু'মিনদিগকে দুঃখ দেওয়ার জন্য; তবে আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান তাহাদিগের সামান্যতম ক্ষতিসাধনেও সক্ষম নহে। মুমিনদিগের কর্তব্য আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা।

তাফসীর ঃ ইব্ন আবূ নাজীহ্ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা একবার ইয়াহুদদেরকে গোপন পরামর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। اَلَمْ تَرَ ...... এই আয়াতে সেই কথাই বলা হইয়াছে।

মুকাতিল ইব্ন হায়য়ান (র) বলেন ঃ এক সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও ইয়াহুদদের মাঝে শান্তি চুক্তি ছিল। কিন্তু মুসলমানদেরকে দেখিলে ইয়াহুদরা বসিয়া এমনভাবে কানাকানি করিয়া আলাপ করিত যাহাতে মুসলমানদের মনে আসে যে, তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য কিংবা অন্য কোন ক্ষতি করিবার জন্য তাহারা পরামর্শ করিতেছে। এই আশংকায় মুসলমানরা ইয়াহুদদের এলাকা দিয়ে চলাফেরা বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদদিগকে এইভাবে গোপন পরামর্শ করিতে নিষেধ করিয়া দেন। কিন্তু তাহারা আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগের অপতৎপরতা চালাইয়া যাইতে থাকে। এই প্রসংগে আল্লাহ্ আ'আলা اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ الخ আয়াতটি নাযিল করেন।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ আমরা পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে রাত যাপন করিতাম এবং প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করিয়া দিতাম। এক রাতে আগন্তুকদের সংখ্যা অনেক বেশী হইয়া যায়। ফলে আমরা খণ্ড খণ্ড দলে বসিয়া কথাবার্তা বলিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসিয়া বলিলেন ঃ "তোমরা কিসের আলাপ করিতেছ? আল্লাহ্ কি তোমাদিগকে এইভাবে আলাপ করিতে নিষেধ করেন নাই?"

আমরা বলিলাম, আল্লাহ্র নিকট আমরা তওবা করি হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা দাজ্জাল সম্পর্কে আলাপ করিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "শুন, তোমাদিগকে আমি এমন একটি কথা বলিয়া দিব, যাহা দাজ্জাল অপেক্ষাও ভয়ংকর?" আমরা বলিলাম, বলুন হে আল্লাহ্র রাসূল! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তাহা হইল, গোপন শিরক। তথা কাউকে দেখানোর জন্য কোন কাজ করা (অর্থাৎ রিয়া)।"

وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ অর্থাৎ "তাহারা পরস্পর পাপাচার, অন্যের ব্যাপারে সীমালংঘন ও রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণের জন্য গোপনে শলা-পরার্মশ করে।"

وَاِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ অর্থাৎ "উহারা যখন তোমার নিকট আসে তখন উহারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্দারা আল্লাহ্ তোমাকে অভিবাদন করেন নাই।"

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, কতিপয় ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া اَلسَّامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ বলিয়া অভিবাদন করে। (সাম অর্থ মৃত্যু) আমি বলিলাম وَعَلَيْكُمُ السَّامُ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আয়িশা! জানো, আল্লাহ্ তা'আলা মন্দ ও কঠোর ভাষা পছন্দ করেন না।" উত্তরে আমি বলিলাম, কেন তাহারা তো আপনাকে اَلسَّامُ عَلَيْكَ বলিয়া অভিবাদন করিল? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেনঃ তুমি কি শোননি যে, আমি (শালীনতা বজায় রাখিয়া) শুধু وَعَلَيْكُمْ বলিয়া জবাব দিয়াছি? এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা .... وَاِذَا جَاءُوْكَ আয়াতটি নাযিল করেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ইয়াহূদীদের সালামের উত্তরে আয়িশা (রা) বলিলেন وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ وَاللَّعْنَةُ আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, (অমন বলিও না।) কারণ উহাদিগের ক্ষেত্রে আমাদিগের বদ দোয়া কবূল করা হয়, কিন্তু আমাদিগের ব্যাপারে উহাদিগের বদ দোয়া গ্রহণযোগ্য নয়।"

ইব্ন জারীর (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন সাহাবীদের মজলিসে বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে এক ইয়াহূদী আসিয়া সালাম করে আর সাহাবাগণ তাহার সালামের উত্তর প্রদান করে। দেখিয়া রাসূল (সা) বলিলেনঃ তোমরা কি জান যে, লোকটি কি বলিল? "তাহারা বলিল, কেন সে সালাম করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, না, সে বলিয়াছে سام عليكم অর্থাৎ "তোমাদিগের দীন বিলুপ্ত হইয়া যাক।" অতঃপর রাসূল (সা) লোকটিকে ডাকিয়া আনেন। আনা হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য কথা বল তুমি কি سام عليكم বল নাই?" অগত্যা লোকটি স্বীকার

করিয়া বলিল যে, হ্যাঁ, আমি তাই বলিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবাদিগকে বলিলেন ঃ "যখন কোন কিতাবী তোমাদিগকে সালাম করিবে তো তোমরা عليك বলিয়া উত্তর দিবে। অর্থাৎ "তোমার জন্যও তাহাই হউক যাহা তুমি বলিয়াছ।"

وَيَقُوْلُوْنَ فِىْ اَنْفُسِهِمْ لَوْ لاَ يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ অর্থাৎ এই ইহারা নিজেদের এহেন কর্মকাণ্ডে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া মনে মনে বলে যে, ইনি যদি সত্যিই নবী হন তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগের এইসব কথার কারণে কেন আমাদিগকে শাস্তি দেন না? আল্লাহ্ তো গোপন প্রকাশ্য সবই জানেন।

ইহার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا - فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ "পরকালে জাহান্নামই উহাদিগের উপযুক্ত শাস্তি। সেথায় উহারা প্রবেশ করিবে। কত নিকৃষ্ট সেই শাস্তি।"

ইমাম আহমদ (র) ..... উমর (রা) হইত বর্ণনা করেন যে, ইয়াহুদরা রাসূল (সা)-কে سام عليكم বলিয়া অভিবাদন করিয়া মনে মনে বলিত, আমাদিগের এই সব কথার কারণে আল্লাহ্ আমাদিগকে শাস্তি দেন না কেন? তখন .... وَاِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ আয়াতটি নাযিল হয়।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে سام عليك বলিয়া অভিবাদন করিত। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ঈমানদার বান্দাদেরকে সাবধান করিয়া বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ..... وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন গোপনে পরামর্শ কর সে পরামর্শ যেন ইয়াহুদ, নাসারা এবং মুনাফিকদের ন্যায় পাপাচার, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। বরং কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অলম্বনের পরামর্শ করিও।"

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ অর্থাৎ "আর তোমরা সেই আল্লাহ্কে ভয় কর, তোমরা যাঁহার নিকট যাইবে। ফলে তিনি তোমাদিগের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করিবেন ও উহার যথাযথ প্রতিদান দিবেন।"

ইমাম আহমদ (র) .... সাফওয়ান ইব্‌ন মুহরিয (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সাফওয়ান (রা) বলেনঃ আমি একদিন হযরত উমর (রা)-এর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, কিয়ামতের দিন বান্দার সহিত আল্লাহ্র কানে কানে কথা বলা সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে কি শুনিয়াছেন? উত্তরে উমর (রা) বলিলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার বান্দাকে নিজের একেবারে কাছে ডাকিয়া

আনিয়া নিজের হাত তাহার উপর রাখিবেন এবং অন্যান্য লোকদের হইতে তাহাকে আড়াল করিয়া তাহার এক একটি করিয়া গুনাহের স্বীকৃতি নিবেন। এবং জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তোমার কি অমুক গুনাহের কথা মনে আছে? অমুক গুনাহের কথা কি তোমার স্মরণ হয়? বান্দা তাহার প্রতিটি গুনাহের কথা স্বীকার করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া পড়িবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন ঃ যাও, দুনিয়াতে তোমার এই গুনাহ আমি জনসমাজ হইতে গোপন রাখিয়াছিলাম আর আজ আমি উহা ক্ষমা করিয়া দিলাম। তাহার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার হাতে তাহার নেক কর্মের আমলনামা প্রদান করিবেন। পক্ষান্তরে সাক্ষীরা কাফির ও মুনাফিকদের অন্যান্য অপকর্মের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া দিবেন যে, ইহারাই আল্লাহ্র উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়াছিল। সাবধান! জালিমদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ! ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطَانِ .... وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ

অর্থাৎ খোদাদ্রোহীদের যে সব গোপন পরামর্শে ঈমানদারদের মনে কষ্ট হয় ও সন্দেহ সৃষ্টি হয় উহারা উহা শয়তানের প্ররোচণায়ই করিয়া থাক। তবে আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান তাহাদিগের সামান্যতম ক্ষতিসাধন করিতেও সক্ষম নহে। কেহ এমন কোন প্ররোচণা সম্পর্কে টের পাইলে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং তাঁহারই উপর নির্ভর করা উচিত।

হাদীসেও ঈমানদারদের মনে কষ্ট আসিতে পারে এমন গোপন পরামর্শ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। যেমন ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "তোমরা তিনজন লোক একত্রে থাকিলে একজনকে বাদ দিয়া দুইজনে গোপনে কথা বলিও না। কারণ ইহাতে তৃতীয় ব্যক্তির মনে কষ্ট হইবে।"

আব্দুর রায্যাক (র) ..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা তিনজন লোক একত্রে থাকিলে একজনকে বাদ দিয়া তাহার অনুমতি ব্যতীত দুইজনে গোপনে কথা বলিও না। কারণ ইহাতে তাহার মনে কষ্ট হয়।"

(১১) يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

১১. হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদিগকে বলা হয়, 'মজলিসে স্থান প্রশস্ত করিয়া দাও', তখন তোমরা স্থান করিয়া দিও, আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য স্থান প্রশস্ত করিয়া দিবেন এবং যখন বলা হয়, 'উঠিয়া যাও' তোমরা উঠিয়া যাইও। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে আল্লাহ্ তাহাদিগকে মর্যাদায় উন্নত করিবেন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ঈমানদার বান্দাদিগকে ভদ্রতা শিক্ষা দিবার জন্য মজলিসে পরস্পর মানবতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়া বলিতেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ...... يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদিগকে বলা হয় যে, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করিয়া দাও, তখন তোমরা স্থান করিয়া দিও ; আল্লাহ্ তোমদিগের জন্য স্থান প্রশস্ত করিয়া দিবেন।"

ইহা যেমন কর্ম তেমন ফলেরই পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ ঈমানদার ভাইয়ের জন্য স্থান প্রশস্ত করিয়া দেওয়ার প্রতিদানে আল্লাহ্ তাহার জন্য স্থান করিয়া দিবেন। যেমন এক হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করিবে আল্লাহ্ তাহার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করিয়া দিবেন।" আরেক হাদীসে আছে যে, "যেই ব্যক্তি কাহারো সমস্যা দূর করিয়া দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে এবং আখিরাতে তাহার সমস্যা দূর করিয়া দেন। আর বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় ভাইয়ের সাহায্য করিতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহও তাহার সাহায্য করিতে থাকেন।" এই ধরনের আরো বহু হাদীস রহিয়াছে। কাতাদা (র) বলেন ঃ এই আয়াতটি যিক্র তথা দীনি আলোচনার মজলিসের ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে।

মুকাতিল ইব্ন হায়য়ান (র) বলেন, এই আয়াতটি (কোন এক) জুমুআর দিন নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেদিন সুফ্ফায় অবস্থান করিতেছিলেন। জায়গা ছিল সংকীর্ণ। আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যাহারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। ঘটনাক্রমে সেইদিন তাহাদিগের কতিপয় মজলিসে আসিতে বিলম্ব করিয়া ফেলিলে তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আশেপাশে দাঁড়াইয়া বসিবার জায়গার অপেক্ষা করিতে থাকে। কিন্তু মজলিসে উপবিষ্ট শ্রোতাবর্গ জায়গার ব্যবস্থা না করায় অগত্যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদরীদের ব্যতীত অন্যান্য মুহাজিরদের কতিপয়ের নাম উল্লেখ করিয়া উঠিয়া জায়গা খালি করিবার নির্দেশ দেন। ইহাতে তাহারা কিছুটা বিব্রতবোধ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহা বুঝিতে পারিলেন। অপরদিকে এই সুযোগে মুনাফিকরা বলিতে লাগিল যে, তোমরা বুঝি মনে কর যে, এই লোক মানুষের মাঝে ইনসাফ করে? ইহাদের উপর ইনসাফ করিতে তাহাকে ইতিপূর্বে আমরা কখনো দেখিনি। দেখ এরা আগে আসিয়া নিজেদের পছন্দমত জায়গা লইয়া আগ্রহের সহিত রাসূলের কাছে উপবেশন করে আর ইনি তাহাদিগকে উঠাইয়া

দিয়া পরে আগত লোকদেরকে বসায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আল্লাহ্ তাহার প্রতি রহম করুন, যে তাহার ভাইয়ের জন্য জায়গা প্রশস্ত করিয়া দেয়।" এই কথা শুনিয়া তাহারা সকলেই উঠিয়া জায়গা করিয়া দিতে শুরু করে। তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। ইব্ন আবূ হাতিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ একজনকে বসা হইতে উঠাইয়া অন্য কেউ সেখানে বসিতে পারে না। তবে নবাগত ব্যক্তির জন্য তোমরা জায়গা প্রশস্ত করিয়া বসার সুযোগ করিয়া দাও।"

ইমাম শাফেয়ী (র) ..... আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ যেন জুমু'আর দিন অপর ভাইকে উঠাইয়া তথায় বসিবার চেষ্টা না করে। তবে এতটুকু বলিতে পারে যে, ভাই একটু জায়গা দিন।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে তাহার বসার জায়গা হইতে উঠাইয়া সে তথায় বসিতে পারে না। তবে তোমরা অন্য ভাইয়ের জন্য জায়গা প্রশস্ত করিয়া দাও, আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য জায়গা প্রশস্ত করিয়া দিবেন।" ইমাম আহমদ (র) একাই এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন আগন্তুক ব্যক্তির জন্য দণ্ডায়মান হওয়া জায়েয আছে কিনা এই ব্যাপারে ফকীহদের নানা মত পাওয়া যায়। কাহারো মতে জায়েয আছে। তোমরা তোমাদের নেতার জন্য দাঁড়াও। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই হাদীস দ্বারা তাহারা দলীল পেশ করেন। কাহারো মতে, সফর হইতে কেহ আগমন করিলে বা হাকিমের জন্য তাহার হুকুমতের স্থলে দণ্ডায়মান হওয়া জায়েয। সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর ঘটনাই ইহার দলীল। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বনূ কুরায়যার বিচারক নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাজ সমাধা করিয়া ফিরিয়া আসার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'তোমরা তোমাদের নেতার জন্য দণ্ডায়মান হও।' একজন বিচারক হিসাবেই তাহাকে এই মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। তবে যে কোন ব্যক্তিত্বের জন্য দণ্ডায়মান হওয়াকে নিয়ম বানাইয়া লওয়া আজমীদের রীতি। (ইসলাম ইহা পছন্দ করে না।)

সুনান গ্রন্থে আছে যে, সাহাবাগণের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তিত্ব আর কেহ ছিলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনে তাঁহারা দণ্ডায়মান হইতেন না। কারণ তাহাদের জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহা পছন্দ করেন না।

অন্য হাদীসে আছে যে,রাসূলুল্লাহ্ (সা) মজলিসে আসিয়া যেখানে জায়গা পাইতেন সেখানেই বসিয়া পড়িতেন। কিন্তু বসার পর সেই জায়গায়ই মজলিসের প্রাণকেন্দ্রে

পরিণত হইয়া যাইত। সাহাবাগণ ঘুরিয়া আসিয়া যার যার স্তর অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চতুর্দিকে বসিয়া পড়িতেন। যেমন হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ডানে, হযরত উমর (রা) বামে আর সম্মুখে সাধারণত হযরত উসমান ও আলী (রা) বসিতেন। কারণ শেষের দুই জন রাসূল (সা)-এর নির্দেশে ওহী লিপিবদ্ধ করিতেন। যেমন —

ইমাম মুসলিম (র) ..... আবূ মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেন ঃ "তোমাদিগের মধ্যে যাহারা সবচেয়ে বেশী বিচক্ষণ ও জ্ঞানী তাহারা আমার সবচেয়ে কাছে বসিবে। তাহার পর এইভাবে পর্যায়ক্রমে বসিবে।" এই নিয়ম পালন করার উদ্দেশ্য হলো যখন বেশী জ্ঞানীরা কাছে বসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। এই হিসাবে পূর্বের ঘটনায় একদল লোককে সরাইয়া অন্যদেরকে বসানোর কারণ হয়তো বদরী সাহাবীদের তুলনায় তাহাদের মর্যাদা কম হওয়া বা এইজন্য যে, তাঁহারা কাছে বসিয়া ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন করিতে পারে। যেমন, পূর্বের দলটি অর্জন করিয়াছিল। অথবা অন্যদেরকে এই নিয়ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, মর্যাদাশীল লোকদেরকেই সামনে জায়গা দিতে হয়।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযের শুরু হইবার পূর্বে আমাদের কাঁধে হাত দিয়া বলিতেন, সোজা হইয়া দাঁড়াও। এলোমেলো হইয়া দাঁড়াইও না, অন্যথায় তোমাদের অন্তরও এলোমেলো হইয়া যাইবে। বিচক্ষণ ও জ্ঞানীরা যেন আমার সবচেয়ে কাছে দাঁড়ায়। অতঃপর অন্যরা পর্যায়ক্রমে দাঁড়ায়।" এই হাদীস বর্ণনা করিয়া আবূ মাসউদ (রা) বলেন, এতদসত্ত্বেও আজ তোমাদের মধ্যেই বেশী এখতেলাফ দেখা যায়। নামাযের সময়েই যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জ্ঞানীদেরকে নিজের কাছে দাঁড়াইবার নির্দেশ দিয়াছেন, তাহলে নামাযের বাহিরের কথা তো বলাই বাহুল্য।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা নামাযের কাতার সোজা করিয়া কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দাঁড়াও। খালি জায়গা বন্ধ করিয়া দাঁড়াও। কাতারে অপর ভাইয়ের পাশে নরম হইয়া দাঁড়াও এবং শয়তানের জন্য কোন ফাঁক রাখিও না এবং যে ব্যক্তি কাতারের সহিত মিলিয়া দাঁড়াইবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে মিলাইয়া দিবেন আর যে কাতার হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবেন।"

সহীহ হাদীসে আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক স্থানে বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে তিন ব্যক্তির আগমন ঘটে। তাহাদের একজন মজলিসের মাঝে জায়গা পাইয়া বসিয়া পড়ে, দ্বিতীয়জন সকলের পিছনে বসিয়া পড়ে আর অপরজন ফিরিয়া

যায়। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে আমি তোমাদিগকে সংবাদ দিব কি? শোন, প্রথম ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় নিয়াছে ফলে আল্লাহ্ তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি সামনে অগ্রসর হইতে লজ্জা করে, ফলে আল্লাহ্ও তাহার ব্যাপারে লজ্জা করেন আর তৃতীয় ব্যক্তি বিমুখ হইয়া চলিয়া যায়। ফলে আল্লাহ্ও তাহার হইতে মুখ ফিরাইয়া নেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "দুই ব্যক্তির মাঝে তাহাদের অনুমতি ব্যতীত বসিয়া দুইজনের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা কাহারো জন্য বৈধ নহে।" ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী (র) উসামা ইব্ন যায়েদ (রা)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও হাসান বসরী (র)সহ আরো অনেক হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা আলোচ্য আয়াতকে জিহাদের সহিত সম্পৃক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ জিহাদের মজলিসে জায়গা প্রশস্ত করিয়া দিতে বলা হইলে তোমরা জায়গা করিয়া দাও আর যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইলে তোমরা তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া যাও।

কাতাদা (র) বলেন وَاِذَا قِيْلَ لَكُمْ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا এর অর্থ হইল তোমাদিগকে কোন ভালো কাজের প্রতি আহবান করা হইলে সংগে সংগে সেই ডাকে সাড়া দাও।

মুকাতিল (র) বলেন, যখন তোমাদিগকে নামাযের জন্য ডাকা হয় তো সংগে সংগে নামাযের জন্য উঠিয়া যাও।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন ঃ সাহাবাই কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরে আসিলে ফিরিয়া যাইবার সময় সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে সকলের পরে উঠিতে চাইতেন। কিন্তু ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসুবিধা হইত। ফলে তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়ার সংগে সংগে চলিয়া যাইবার নির্দেশ দেওয়া হয়। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَاِنْ قِيْلَ لَكُمْ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا অর্থাৎ "যখন তোমদিগকে চলিয়া যাইতে বলা হয়, তাহা হইলে তোমরা ফিরিয়া যাও। "অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .... وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ - অর্থাৎ নিজের নবাগত ভাইয়ের জায়গা করিয়া দিতে বলিলে জায়গা করিয়া দেওয়া কিংবা উঠিয়া যাইবার নির্দেশ দিলে উঠিয়া যাওয়া অপমানজনক মনে করিও না। বরং এইরূপ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে ঈমানদারদের মর্যাদা বাড়াইয়া দেন। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্দেশের সামনে নত হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি করিয়া দেন। আর কে মর্যাদার অধিকারী এবং কে অধিকারী নয়, আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ তুফায়ল আমির ইব্‌ন ওয়াছিলা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ তুফায়ল (রা) বলেন, নাফি' ইব্‌ন আব্দুল হারিছের সহিত উসফান নামক স্থানে উমর (রা)-এর সাক্ষাত হয়। তিনি তখন উমর (রা) কর্তৃক নিয়োজিত মক্কার গভর্ণর ছিলেন। দেখিয়া হযরত উমর (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি মক্কায় তোমার পরিবর্তে কাহাকে রাখিয়া আসিয়াছ? উত্তরে তিনি বলিলেন, ইব্‌ন আব্‌যাকে। শুনিয়া উমর (রা) বলিলেন, ইব্‌ন আবযাকে খলীফা বানাইয়া রাখিয়া আসিয়াছ, সে তো আমাদের আযদকৃত গোলাম! নাফি' বলিলেন, হ্যাঁ, তাহাকেই রাখিয়া আসিয়াছি। কারণ সে কুরআনে অভিজ্ঞ, আল্লাহ্‌র আইন সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং ওয়াজ করায় পারদর্শী। উমর (রা) বলিলেন ঃ আসলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঠিকই বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই কিতাব দ্বারা কোন জাতিকে উন্নত করেন আবার কাউকে করেন অপদস্ত।

(١٢) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَٰجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

(١٣) ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَٰتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا۟ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

১২. হে মু'মিনগণ! তোমরা রাসূলের সহিত চুপিচুপি কথা বলিতে চাহিলে তাহার পূর্বে সাদকা প্রদান করিবে। ইহাই তোমাদিগের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক; যদি তাহাতে অক্ষম হও, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৩. তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলিবার পূর্বে সাদকা প্রদানকে কষ্টকর মনে কর, যখন তোমরা সাদকা দিতে পারিলে না, আর আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। অতএব তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সম্যক অবগত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ঈমানদার বান্দাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমার রাসূলের সহিত গোপনে কোন পরামর্শ করিলে আলাপের পূর্বে সাদকা

প্রদান করিয়া নিজেরা পরিশুদ্ধ হইয়া আমার রাসূলের সহিত পরামর্শ করিবার উপযুক্ত হইয়া তবে আলাপ করিও। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ "তবে যদি দারিদ্রের কারণে সাদকা দিতে না পার, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" অর্থাৎ রাসূলের সহিত গোপন আলাপের পূর্বে সাদকা প্রদানের এই নির্দেশ তাহাদেরই জন্য যাহারা সাদকা দিতে সক্ষম।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰكُمْ صَدَقٰتٍ অর্থাৎ "রাসূলের সহিত চুপে চুপে কথা বলিবার পূর্বে তোমাদিগের উপর সাদকা প্রদানের এই নিয়ম চিরকাল অব্যাহত থাকিবে বলিয়া কি তোমরা আশংকা করিয়াছ ?"

فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ .... وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ "আচ্ছা, যখন তোমরা সাদকা দিতে পারিলে না আর আল্লাহ্ও তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন তো তোমরা পূর্বের ন্যায় নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর। মনে রাখিও, আল্লাহ্ তোমাদিগের যাবতীয় কৃত কর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত।

এই আয়াত দ্বারা রাসূলের সহিত গোপন আলাপের পূর্বে সাদকা প্রদানের নির্দেশকে রহিত করা হইয়াছে। কথিত আছে যে, সাদকা প্রদানের এই আয়াতের উপর একমাত্র হযরত আলী (রা)-ই আমল করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই এই নির্দেশ রহিত হইয়া যায়।

ইব্ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাদকা প্রদান না করিয়া রাসূলুল্লাহ্(সা)-এর সহিত গোপনে আলাপ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। এই নিষেধাজ্ঞার পর শুধুমাত্র হযরত আলী (রা) এক দীনার সাদকা প্রদান করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই এই নির্দেশ রহিত হইয়া যায়।

লায়ছ ইব্ন আবূ সুলায়ম (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন, আল্লাহ্র কিতাবে একটি আয়াত এমন আছে যে, আমার পূর্বে উহার উপর কেহ আমল করিতে পারে নাই আর পরেও কেহ আমল করিতে পারিবে না। আমার কাছে একটি দীনার ছিল। উহা ভাঙ্গাইয়া দশ দিরহাম করিয়া এবং এক দিরহাম সাদকা করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত আলাপ করি। তাহার পর আয়াতটি রহিত হইয়া যায়। ফলে আমার পূর্বেও কেহ তদানুযায়ী আমল করিতে পারে নাই, পরেও আর পারিবে না। এই বলিয়া তিনি .... يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

ইব্‌ন জারীর (র) ..... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ সাদকার পরিমাণ কত হওয়া উচিত, এক দীনার? আমি বলিলাম, এত দেওয়া সকলের জন্য সম্ভব হইবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "তাহা হইলে আধা দীনার?" আমি বলিলাম, না, আধা দীনার দেওয়া অনেকের জন্য কষ্টকর হইবে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "তাহা হইলে তুমিই বল, কত হওয়া উচিত?" আমি বলিলাম, একটি যব পরিমাণ (সোনা)। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "তুমি তো বড় বিরাগী।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا الخ। আয়াতটি নাযিল করেন। আলী (রা) বলেন, বস্তুত আমার কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতের উপর এই ব্যাপারটি হালকা করিয়া দেন। ইমাম তিরমিযী (র)ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আওফী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, মুসলমানরা এক সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত চুপি চুপি আলাপ করিবার পূর্বে সাদকা প্রদান করিত, কিন্তু যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পর এই নিয়ম রহিত হইয়া যায়।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) فَقَدِّمُوا الخ। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নানা বিষয়ে এত বেশী প্রশ্ন করিতে শুরু করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাতে কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এহেন কষ্ট লাঘব করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সাদকার বিধান নাযিল করেন। কিন্তু ইহাতে মুসলমানদের অনেকেই প্রশ্ন করা ছাড়িয়া দেয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা أَأَشْفَقْتُمْ الخ। এই আয়াত নাযিল করিয়া পুনরায় অসংকোচে প্রশ্ন করিবার সুযোগ করিয়া দেন।

ইকরিমা ও হাসান বসরী (র) বলেনঃ فَقَدِّمُوا الخ। আয়াতটি পরবর্তী أَأَشْفَقْتُمْ الخ। আয়াত দ্বারা রহিত হইয়া যায়।

সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবা (র) কাতাদা ও মুকাতিল (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা বলেন ঃ মানুষ অতিরিক্ত প্রশ্ন করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিরক্ত করিয়া ফেলে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা লোকদিগকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তখন আর সাদকা না দিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত আলাপ করার কোন সুযোগ রহিল না। কিন্তু ইহাতে অনেকের অসুবিধা হইয়া পড়ায় পরবর্তীতে এই বিধান তুলিয়া নেওয়া হয়।

মা'মার (র) কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন। কাতাদা (র) বলেন ঃ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ الخ। এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরই রহিত হইয়া যায়।

আব্দুর রায্যাক (র) ..... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন, আমি ছাড়া আর কেহ এই আয়াত অনুযায়ী আমল করিতে পারে নাই। ইতিমধ্যে আয়াতটি রহিত হইয়া যায়। আমার ধারণা যে, আয়াতটি মাত্র কিছু সময়ের জন্য বহাল থাকে।

(١٤) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۚ

(١٥) اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

(١٦) اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

(١٧) لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

(١٨) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ○

(١٩) اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰىهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

১৪. তুমি কি তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহারা আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট, তাহাদিগের সহিত বন্ধুত্ব করে? উহারা তোমাদিগের দলভুক্ত নহে, তাহাদিগের দলভুক্তও নহে এবং উহারা জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা শপথ করে।

১৫. আল্লাহ্ উহাদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন কঠিন শাস্তি। উহারা যাহা করে তাহা কত মন্দ!

১৬. উহারা উহাদিগের শপথগুলিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, এইভাবে উহারা আল্লাহ্র পথ হইতে নিবৃত্ত করে, উহাদিগের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

১৭. আল্লাহ্র শাস্তির মুকালিায় উহাদিগের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি উহাদিগের কোন কাজে আসিবে না। উহারাই জাহান্নামের অধিবাসী সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে।

১৮. যেদিন আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করিবেন উহাদিগের সকলকে, তখন উহারা আল্লাহ্র নিকট সেইরূপ শপথ করিবে যেইরূপ শপথ তোমাদিগের নিকট করে এবং উহারা মনে করে যে, উহারা উহাতে উপকৃত হইবে। সাবধান! উহারাই তো মিথ্যাবাদী।

১৯. শয়তান উহাদিগের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। ফলে, উহাদিগকে ভুলাইয়া দিয়াছে আল্লাহ্র স্মরণ। উহারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, মুনাফিকরা তলে তলে কাফিরদের সহিত বন্ধুত্ব দেখাইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহার মু'মিন বা কাফির কাহারোই আপন নহে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ مُذَبْذَبِيْنَ ذَالِكَ لَا اِلَى هٰؤُلَاءِ وَلَا اِلَى هٰؤُلَاءِ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلًا - অর্থাৎ "উহারা এই দুইয়ের মাঝে দোদুল্যমান, এদিকেও নাই ওদিকেও নাই। আসলে আল্লাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন, তুমি কিছুতেই তাহার জন্য কোন পথ পাইবে না।"

আর এইখানে বলিয়াছেন ঃ اَلَمْ تَرَى اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ "আপনি কি তাহাদিগকে দেখেন নাই যাহারা আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তাহাদিগের সহিত তথা ইয়াহূদদিগের সহিত বন্ধুত্ব করে?" উল্লেখ্য যে, সেকালে মুনাফিকরা ভিতরে ভিতরে বন্ধুত্ব করিত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ مَاهُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! জানিয়া রাখ, এই মুনাফিকরা মূলত তোমাদেরও বন্ধু নহে আর ঐ ইয়াহূদদেরও বন্ধু নহে।"

তাহার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ "মুনাফিকরা মিথ্যা শপথ করে, অথচ তাহারা জানে যে, যেই বিষয়ে তাহারা শপথ করিল উহা মিথ্যা। জানিয়া বুঝিয়া এইভাবে মিথ্যা শপথ করাকে শরীয়াতের পরিভাষায় ইয়ামীনে গামূস বলা হয়। মুনাফিকদের চরিত্র এই ছিল যে, তাহারা ঈমানদারদের কাছে গিয়া বলিত, আমরা ঈমান আনিয়াছি আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়া শপথ

করিয়া বলিত যে, তাহারা ঈমানদার অথচ তাহাদিগের এই কথা জানা ছিল যে, তাহাদের এই দাবী নির্জলা মিথ্যা। কারণ তাহাদিগের দাবীর সত্যতা তাহারাও স্বীকার করিত না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا اِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ মুনাফিকদের এহেন অপকর্ম তথা কাফিরদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন, কাফিরদের সাহায্য-সহযোগিতা এবং মুসলমানদের সহিত বিরোধীতা ও ধোঁকাবাজীর পরিণামে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের জন্য বড় কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুত ইহাদের কৃতকর্ম বড়ই মন্দ!

অতঃপর মুনাফিকদের প্রতারণার স্বরূপ উন্মোচন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ ইহারা মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করে কিন্তু মনে মনে কুফরী পোষণ করে আর মুসলমানদের কোপানল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নানা ভঙ্গিতে মিথ্যা শপথ করে। ফলে অনেক সরলমনা মানুষ উহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হয়। এইভাবে তাহারা অনেক লোককে নিজেদের দলে ভিড়াইয়া আল্লাহ্র পথ হইতে ফিরাইয়া রাখে।

فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ অর্থাৎ এহেন জঘন্যতম মিথ্যা শপথের পরিণামে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا - اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

অর্থাৎ দুনিয়াতে ইহাদের ধনবল আর জনবল যতই থাকুক আল্লাহ্র আযাব আসিয়া পড়িলে আর উহা কোন আযাব হইতেই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। উহারাই জাহান্নামী, সেথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا .... اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ -

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন তাহাদিগের প্রত্যেককে আল্লাহ্ তা'আলা পুনরুত্থিত করিবেন তখন তাহারা ঠিক এখনকার ন্যায় আল্লাহ্র নিকট শপথ করিয়া বলিবে যে, আমরা হিদায়াতের উপরই গোটা জীবন পরিচালিত করিয়া আসিয়াছি, আমরা ছিলাম পাকা ঈমানদার। সেইদিনও তাহারা এই মিথ্যা শপথ করিয়া বাঁচিয়া যাইবে বলিয়া আশা করিবে, যেমন এখন দুনিয়াতে কোন রকম বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সাবধান! উহারাই আসল মিথ্যাবাদী।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন তাঁহার কোন এক কামরার ছায়ায় বসিয়াছিলেন। কতিপয় সাহাবাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তখন কথা প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "কিছুক্ষণের মধ্যে তোমাদের কাছে এমন একজন লোক আসিবে, যে শয়তানের দুই চক্ষু দিয়া তাকায়। আসিলে পরে তোমরা তাহার সহিত কথা বলিও না।" সত্যিই কিছুক্ষণ পর নীল চক্ষু বিশিষ্ট এক ব্যক্তির আগমন ঘটে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে কাছে ডাকিয়া আরো কয়েক ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা বলতো তুমি আর অমুক অমুক আমাকে কেন গালি দাও? এহেন প্রশ্ন শুনিয়া লোকটি ফিরিয়া গিয়া উহাদিগকে সংগে করিয়া লইয়া আসে এবং সকলে মিলিয়া বলে যে, না তো আমরা তো আপনার ব্যাপারে অসৌজন্যমূলক কোন কথা বলি নাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা فَيَحْلِفُوْنَ لَهُ كَمَا الخ এই আয়াতটি নাযিল করেন।

অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ (র) দুইটি সূত্রে সিমাক (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র)-ও একই সূত্রে সিমাক (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

বস্তুত মুনাফিকদের অবস্থা ঠিক মুশরিকদেরই ন্যায়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলেন ঃ

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَّبُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ-

অর্থাৎ "অতঃপর উহাদিগের ইহা ভিন্ন বলিবার অন্য কোন অজুহাত থাকিবে না, আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্র শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না। দেখ, নিজেরাই নিজেদেরকে কিরূপ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং যে মিথ্যা তাহারা রচনা করিত উহা তাহাদিগের জন্য কিভাবে নিষ্ফল হইল।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰه। "শয়তান তাহাদের অন্তরে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, তাহাদিগের অন্তর হইতে আল্লাহ্র স্মরণই ভুলাইয়া দিয়াছে।"

ইমাম আবূ দাউদ (র) .... আবূদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূদ্দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ "কোন লোকালয় বা অরণ্যে যদি তিনজন লোকও থাকে আর তাহাদিগের মধ্যে নামায কায়েম না হয়, তাহা হইলে শয়তান তাহাদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলে। সুতরাং তোমরা জামাতকে আঁকড়াইয়া ধর। অর্থাৎ জামাতের সহিত নামায কায়েম কর। কারণ পাল হইতে বিচ্ছিন্ন বকরীকে বাঘে খাইয়া ফেলে।"

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ অর্থাৎ "শয়তান যাহাদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আল্লাহ্র স্মরণ ভুলাইয়া দেয় , তাহারা শয়তানেরই দল। শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।"

(٢٠) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۝

(٢١) كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

(٢٢) لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

২০. যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা হইবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হইব। আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

২১. তুমি পাইবে না আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়, যাহারা ভালোবাসে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীগণকে— হউক না এই বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাহাদিগের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা ইহাদিগের জ্ঞাতি-গোত্র। ইহাদিগের অন্তরে আল্লাহ্ সুদৃঢ় করিয়াছেন ঈমান এবং তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছেন তাঁহার পক্ষ হইতে রূহ দ্বারা।

২২. তিনি ইহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেথায় ইহারা স্থায়ী হইবে, আল্লাহ্ ইহাদিগের প্রতি প্রসন্ন এবং ইহারাও তাঁহাতে সন্তুষ্ট, ইহারাই আল্লাহ্র দল। জানিয়া রাখ, আল্লাহ্র দলই সফলকাম হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের বিরোধী পক্ষ কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اُوْلٰئِكَ فِى الْاَذَلِّيْنَ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের বিরোধীতা করে তথা ইসলাম ও হিদায়াতের অপর প্রান্তে থাকিয়া যাহারা ইসলামের বিরোধিতা করে, তাহারা সত্য ও সঠিক পথ হইতে বিতাড়িত, কুফরীর আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হতভাগ্যের দল এবং দুনিয়ায় ও আখিরাতে তাহারা চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ অর্থাৎ আল্লাহ্র অমোঘ, অপ্রতিরোধ্য ও অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত যে, দুনিয়া ও আখিরাতে বিজয় তাঁহার কিতাব, (তথা জীবন বিধান) তাঁহার রাসূল এবং তাঁহার ঈমানদার বান্দাদের জন্যই অবধারিত। আর শুভ পরিণাম কেবল মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ...... وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ অর্থাৎ "আমি অবশ্যই আমার রাসূলদেরকে আর ঈমানদারদের সাহায্য করিব, দুনিয়াতে এবং আখিরাতে যেই দিন সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, যেই দিন কোন অজুহাত জালিমদের উপকারে আসিবে না তাদের জন্য আর থাকিবে অভিশাপ ও মন্দ আবাস!"

اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ নিশ্চয় শক্তিমান, পরাক্রমশালী আল্লাহ্ই এই সিদ্ধান্ত নিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার শত্রুদের উপর বিজয়ী, তাঁহাকে হারাবার শক্তি কাহারো নাই। বস্তুত ইহা অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত যে, দুনিয়া ও আখিরাতে অশুভ পরিমাণ আর চূড়ান্ত বিজয় ঈমানদারদের জন্য অবধারিত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ .... اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কেহ ইসলাম বিরোধী কাহারো সহিত সুসম্পর্ক রাখিতে পারে না যদিও তাহারা কোন আপনজন বাপ, ভাই, পুত্র বা অন্য কোন নিকটতম আত্মীয় হয়।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ لَايَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ .... অর্থাৎ মু'মিনরা মু'মিনদের ছাড়া কাফিরদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে পারে না। যে এমন করিবে তাহার সহিত আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক নাই। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاءُكُمْ وَاَبْنَاءُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ - وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ -

অর্থাৎ বলুন, তোমাদিগের নিকট যদি আল্লাহ্ তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদিগের পিতা, তোমাদিগের সন্তান, তোমাদিগের

ভ্রাতা, তোমাদিগের পত্নী, তোমাদিগের স্বগোষ্ঠী, তোমাদিগের অর্জিত সম্পদ, তোমাদিগের ব্যবসা-বাণিজ্য যাহার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদিগের বাসস্থান যাহা তোমরা ভালোবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

'সাঈদ ইব্ন আব্দুল আযীয সহ অনেকে বলেন, আবূ উবায়দা আমির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইবনুল জাররাহ (রা) বদরের যুদ্ধে তাহার কাফির পিতাকে হত্যা করিয়াছিলেন। ফলে তাহার সম্পর্কে لَا تَجِدُ قَوْمًا এই আয়াতটি নাযিল হয়। আর এই কারণেই হযরত উমর (রা) মৃত্যুর পূর্বে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য ছয়জন সাহাবীর নাম প্রস্তাব করিবার সময় বলিয়াছিলেন আবূ উবায়দা আজ বাঁচিয়া থাকিলে আমি তাহাকেই খলীফা নিয়োগ করিয়া যাইতাম।

কেহ বলেন ঃ لَوْ كَانُوْا اٰبَاءَهُمْ আবূ উবায়দা (রা) সম্পর্কে اَوْ اَبْنَاءَهُمْ আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সম্পর্কে اَوْ اِخْوَانَهُمْ মুসআব ইব্ন উমায়র (রা) সম্পর্কে এবং اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ হযরত উমর, হামযা, আলী ও উবায়দা ইব্ন হারিছ (রা) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। কেননা, বদরের যুদ্ধে আবূ উবায়দা (রা) তাঁহার পিতাকে হত্যা করিয়াছিলেন, আবূ বকর (রা) তাঁহার ছেলে আব্দুর রহমানকে হত্যা করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, মুসআব ইব্ন উমায়র (রা) তাঁহার ভাই উবায়দ ইব্ন উমায়রকে, উমর (রা) তাঁহার এক নিকটাত্মীয়কে এবং হামযা, আলী ও উবায়দা ইব্ন হারিছা (রা) তাঁহাদিগের নিকটাত্মীয় উতবা, শায়বা ও অলীদ ইব্ন উতবাকে হত্যা করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

ইব্ন কাসীর (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদরের বন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেনঃ মুক্তিপণ লইয়া ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়াই আমি ভালো মনে করি। কারণ ইহাতে একদিকে মুক্তিপণ বাবদ যে অর্থ পাওয়া যাইবে উহা দ্বারা মুসলমানদের উপকার হইবে এবং কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করা যাইবে। অপরদিকে আশা করা যায় যে, মুক্তি পাইয়া এই কাফিররা একদিন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিবে। তদুপরি ইহারা তো আমাদেরই লোক।

অপরদিকে হযরত উমর (রা) দৃপ্ত কণ্ঠে বলিলেনঃ না ইয়া রাসূলাল্লাহ্ তাহা হইবে না। বরং বন্দীদের প্রত্যেককে আপন আপন মুসলমান আত্মীয়ের হাতে সোপর্দ করিয়া নিজ হাতে তাহাদিগকে হত্যা করিবার নির্দেশ দেওয়া হউক। আমরা আল্লাহ্কে দেখাইয়া দিতে চাই যে, মুশরিকদের প্রতি আমাদিগের এতটুকু আন্তরিকতাও নাই। উমরের অমুক আত্মীয়কে তাহার হাতে, আকীলকে আলীর হাতে, আর অমুক অমুককে অমুকের অমুকের হাতে তুলিয়া দিয়া নিজ হাতে হত্যা করিবার নির্দেশ দেওয়া হউক।

اُولٰئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল তথা ইসলামের বিরোধীতা করে, তাহাদিগের সহিত যাহারা কোন প্রকার সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব রাখে না, তাঁহারাই উহারা আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদিগের অন্তরে ঈমান সুদৃঢ় করিয়াছেন এবং তাহার পক্ষ হইতে রূহ দ্বারা তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছেন।

وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا - رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ -

অর্থাৎ আর তিনি তাহাদিগকে প্রবেশ করাইবেন উদ্যানসমূহে, যাহার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে, আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট তাহারাও আল্লাহ্তে তুষ্ট। উল্লেখ্য যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

اُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ যাহারা এই সকল গুণের অধিকারী তাহারাই আল্লাহ্র দল তথা আল্লাহ্র বান্দা ও আল্লাহ্র নিকট মর্যাদার অধিকারী। এই আল্লাহ্র দলই ইহকাল ও পরকালে সফলকাম।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যাইয়াল ইব্নে আব্বাদ বলেন, আবূ হাযিম আরাজ (র) যুহরীর নিকট এই মর্মে পত্র লিখেন যে, জানিয়া রাখুন, মর্যাদা দুই প্রকার। এক প্রকার মর্যাদা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার অলীদের হাতে চালু করেন। ইহারা হয় সমাজের ব্যক্তিত্বহীন লোক। কেহ তাহাদিগকে জানে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই ধরনের আল্লাহ্ওয়ালাদের সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা অবিখ্যাত মুত্তাকী ও সৎ লোকদেরকে ভালোবাসেন। সমাজ হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া গেলে যাহাদিগকে খোঁজ করা হয় না আর সমাজে উপস্থিত থাকিলে কেহ হিসাবে গুণে না। উহাদিগের হৃদয় হিদায়াতের প্রদীপ তুল্য।

اُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ...... এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই ধরনের অলীদের কথাই বলিয়াছেন।

নু'আয়ম ইব্ন হাম্মাদ ..... হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেনঃ হে আল্লাহ্! আমার কাছে ফাসিক-ফাজিরের কোন ইহসান এবং অনুদান রাখিও না। (অর্থাৎ-আমি যেন কোন ফাসিক-ফাজির দ্বারা উপকৃত হইয়া তাহদের কাছে ঋণী না থাকি) কারণ আপনি আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছেন উহাতে একথা পাইয়াছি যে, لَاتَجِدُ قَوْمًا الخ অর্থাৎ- আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার দুশমনদের সহিত বন্ধুত্ব তথা সুসম্পর্ক রাখিতে পারে না।

সুফিয়ান (র) বলেন, অনেকের ধারণা এই আয়াতটি তাহাদিগের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, যাহারা রাজা-বাদশাহদের সহিত উঠা-বসা করে। (আবূ আহ্মদ আসকারী)

ইফা—২০১৪-২০১৫—প্র/৩০২(উ)—৫২৫০